সত্যেন্দ্র কাব্যগুচ্ছ

জীবনকথা, কবি ও কাব্য-আলোচনা সমন্বিত

সাহিত্য সংসদ ॥ ৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড ॥ কলিকাতা ৯

ভূমিকা

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২—১৯২২) দীর্ঘজীবন লাভ করেন নি। কিন্তু সেই স্বল্প পরিসরের মধ্যে তাঁর রচনার পরিমাণ কম নয়। কবিতা ছাড়া নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ, অনুবাদকর্মেও তিনি ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁর রচনার একটা বড়ো অংশ গ্রন্থাকারে সংকলিত হয় নি। সত্যেন্দ্রনাথেব অধিকাংশ গ্রন্থও এখন দুর্লভ। সম্প্রতি-কালে তাঁর রচনাবলী প্রকাশের একাধিক প্রয়াস ঘটেছে সত্য, কিন্তু সেগুলিকে সম্পূর্ণ বা নির্ভবযোগ্য বলা যায় না। আসলে আর এইচ. শ্রীমানী এন্ড সন্স যখন কবির কাব্যগ্রন্থগুলি প্রকাশ করেন, তখন যথেচ্ছ পরিবর্তন করা হয়েছিল ; রচনাবলী বা গ্রন্থাবলীতে সেই 'পাঠ' গ্রহণ করার ফলে ছেদ-চিহ্নেব বিভ্রাট, বানানের আধুনিকী-কবণ, ছাপার ভুল, সর্বোপরি 'কপি ছাড়' দেখা যায়। কবির জীবিতকালে ছাপাব ভুল থাকলে পত্রিকায় প্রকাশিত 'প্রথম পাঠে'র সঙ্গে মিলিযে নিতে পারি। সাহিত্য-সংসদ প্রকাশিত 'সত্যেন্দ্র কাব্যগুচ্ছে' আপাতত কবির চোদ্দটি কাব্যগ্রন্থ একত্রে প্রকাশ কবাব পরিকল্পনা নেওযা হযেছে। পাঠ-নির্ধারণেব ক্ষেত্রে সাধ্যমতো যত্ন নেওযা হয়েছে, তবে অনিচ্ছাকৃত কিছু ছাপার ভুল থাকা সম্ভব।

সত্যেন্দ্রনাথের প্রথম দুটি কাব্যগ্রন্থ 'সবিতা' ও 'সন্ধিক্ষণ' আমবা স্বতন্ত্রভাবে মুদ্রিত করেছি, কারণ কবিতা দুটি পবে 'হোমশিখা' এবং 'বেণু ও বীণা' কাব্যগ্রন্থে স্থান পেলেও, তাদের আদি-পাঠ রক্ষা করা প্রয়োজন। এই দুটি পুস্তিকা অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য, এই প্রথম পুনর্মুদ্রিত হলো।

'তীর্থ-সলিল', 'তীর্থ-রেণু', 'মণি-মঞ্জুষা' ও 'তুলির লিখন' কাব্যগ্রন্থের শেষে যথাক্রমে 'বহস্যের চাবি', 'রহস্য-কুঞ্চিকা', 'ছোড়ান্ কাঠি' এবং 'হদিস্' নামে কবি কিছু টীকাটিপ্পনী সংযোজন কবেন। 'সত্যেন্দ্র কাব্যগুচ্ছে'র পরিশিষ্টে এই চারটি রচনা মুদ্রিত হযেছে।

'সত্যেন্দ্র কাব্যগুচ্ছ' প্রকাশে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্তেব উৎসাহ ও আগ্রহ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ কবি। দুষ্প্রাপ্য বই ও তথ্যসংগ্রহে আমাকে নানাভাবে সাহায্য কবেছেন—শ্রীঅনুপরঞ্জন চক্রবর্তী, শ্রীঅশোক উপাধ্যায, ডঃ কথাকলি মিত্র, ডঃ স্বস্তি মণ্ডল, ডঃ সুভাষণ বন্দ্যোপাধ্যায, শ্রীমতী শুক্লা দত্ত, শ্রীমতী শুক্লা পাঠক ও ডঃ হেমন্তকুমার আঢ্য। সকলকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

অলোক রায়

সূচীপত্র

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত: জীবনকথা

(১৮৮২—১৯২২)

বাংলা কাব্যধারায় সত্যেন্দ্রনাথের স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত। এক সময়ে তাঁর কবিতা অসামান্য জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। পরবর্তীকালে তাঁর কবিখ্যাতি কিছুটা ম্রিয়মাণ হলেও তাঁর কাব্য-কৃতিত্ব কেউই অস্বীকার করেন নি। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা নিয়ে অনেকেই সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের পূর্ণাঙ্গ জীবনী আজও লেখা হয় নি। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'য় কবির জীবনী রচনাকালে দেড় পৃষ্ঠাও ব্যয় করেন নি, অথচ ১৩৫৪ সালে তাঁর পক্ষে সত্যেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল। কবির মৃত্যুর প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে বর্তমান সম্পাদক যখন সত্যেন্দ্রনাথের জীবনী লেখার চেষ্টা করেন তখন দেখা যায় তথ্যের অভাবে পূর্ণাঙ্গ জীবনী-রচনা প্রায় অসাধ্য (দ্র. অলোক রায়, 'জীবন-কথা', বিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত কবি সত্যেন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৭১, পৃ. ২৩—৩৩)। প্রথম প্রয়াসের পর আরো কিছু নতুন তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে, এবং নতুনভাবে আর একবার কবির জীবনী লেখার প্রয়োজন অনুভব করছি। আশা করি এইভাবে বারবার চেষ্টার মধ্য দিয়ে সত্যেন্দ্রনাথের জীবনকথা সম্পূর্ণতর হয়ে উঠবে, এবং ভবিষ্যৎ জীবনীকার কবির জীবন ও কাব্য ব্যাখ্যায় সফল হবেন।

বংশ পরিচয়। সত্যেন্দ্রনাথ পশ্চিমবঙ্গের একটি প্রাচীন বঙ্গজ কায়স্থ পরিবারের সন্তান। তাঁর পূর্বপুরুষ রাজবল্লভ দত্ত টাকীর নিকটবর্তী পুঁড়া গ্রামের সন্নিহিত গন্ধর্বপুর থেকে এসে নবদ্বীপের দুই ক্রোশ উত্তরে চুপীতে বসবাস সুরু করেন। রাজবল্লভের অন্যতম পুত্র রামশরণ। রামশরণের চতুর্থ পুত্র পীতাম্বর। পীতাম্বর দত্তের একমাত্র পুত্র অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০—১৮৮৬) উনিশ শতকে বাংলা গদ্যের একজন প্রধান লেখক, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদক (১৮৪৩—১৮৫৫) হিসাবে খ্যাতকীর্তি। অক্ষয়কুমারের তিনপুত্র—চন্দ্রকুমার, হেমচন্দ্র ও রজনীনাথ। রজনীনাথের একমাত্র পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ।

অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনীকার লিখেছেন, "ইঁহারা বঙ্গজ কায়স্থ। চুপীর যে অংশে ইঁহারা বাস করিতেন, তাহার নাম বঙ্গজ পাড়া ছিল। সে অঞ্চলে বঙ্গজেরা তেজীয়ান্ লোক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। এই পুস্তকে যাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত সঙ্কলিত হইল, তিনি অল্প বয়সে অর্থাৎ রীতিমত শিক্ষা-লাভের পূর্ব্বে প্রসঙ্গ-ক্রমে চুপীর বর্ণনা করিয়াছিলেন—

'তাহাতে বঙ্গজপাড়া, সে গ্রামের চূড়া।
সবার সমান তেজ, কিবা যুবা বুড়া॥'"

(মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন-বৃত্তান্ত, ১২৯২)

অক্ষয়কুমার পরিণত বয়সে কলিকাতায় ৪৬নং মসজিদবাড়ি স্ট্রীটে একটি বাড়ি এবং বালিতে 'শোভনোদ্যান' নামে একটি বাগানবাড়ি নির্মাণ করেন। পরবর্তীকালে সেই বিষয়সম্পত্তির অধিকারী হন পুত্র রজনীনাথ ও পৌত্র সত্যেন্দ্রনাথ; অক্ষয়কুমারের উইল থেকে আমরা জানতে পারি, 'কলিকাতার নর্থ ডিবিজনের অন্তঃপাতি মসজিদবাড়ি ষ্ট্রীটস্থ আমার ৪৬ ছেচল্লিশ নম্বরের বাটি এবং বালিগ্রামের সদর রাস্তার পূর্ব্বধারে কল্যাণেশ্বর শিবের সমীপস্থ যে একখণ্ড মোকরারি মৌরষি ব্রহ্মত্তর জমি ও পুষ্করিণী আছে, তাহা আমার কনিষ্ঠ পুত্র রজনীনাথ দত্ত ও পৌত্র সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রাপ্ত হইবেক'। (নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস, অক্ষয়-চরিত, ১২৯৪, পৃ. ৫৬)।

সত্যেন্দ্রনাথের মাতামহ রামদাস মিত্র চব্বিশ পরগণা জেলায় নিমতা গ্রামে বাস করতেন। রামদাস মিত্র ও বিমলা দেবীর কন্যা মহামায়া দেবীর সঙ্গে রজনীনাথের বিবাহ হয়। রজনীনাথ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করতেন। কিন্তু সেই সঙ্গে জ্ঞানচর্চাও অব্যাহত রাখেন। তিনি পিতা অক্ষয়কুমারেব একটি অপ্রকাশিত রচনাব পান্ডুলিপিকে 'মেরুদণ্ড' রূপে গ্রহণ করে বহু তথ্য সংগ্রহেব সাহায্যে 'প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্যবিস্তাব' (১৯০১) নামে গ্রন্থ প্রকাশ কবেন।

সত্যেন্দ্রনাথেব জীবনে পিতামহ এবং পিতামাতার প্রভাব ছিল অনেকখানি। অক্ষয়কুমারের কাছ থেকে তিনি পেয়েছিলেন জ্ঞানানুশীলনেব ভাবদীক্ষা ও বহুমুখী কৌতূহল। পিতামহের উদ্দেশে তিনি লিখেছেন,

'হে আদর্শ জ্ঞানযোগী! হে জিজ্ঞাসু তব জিজ্ঞাসায়
উদ্বোধিত চিত্ত মোর ;—গরুড় সে জ্ঞান পিপাসায়।'

কবি তাঁব 'হোমশিখা' কাব্যটি পিতামহকে উৎসর্গকালে অকুণ্ঠিত ভক্তি নিবেদন কবেছেন। পিতা ও মাতাকে উৎসর্গীকৃত কাব্যগ্রন্থ যথাক্রমে 'তীর্থরেণু' ও 'বেলা শেষের গান'। কবির আজীবন মাতৃভক্তির কাহিনী বহুজন তাঁদের স্মৃতিকথায় লিখে গেছেন।

জন্ম ও শৈশব। নিমতায় মাতুলালয়ে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারি (৩০শে মাঘ ১২৮৮) সত্যেন্দ্রনাথেব জন্ম হয়। দ্বিপ্রহব রাত্রিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, সেজন্য বাংলা তারিখ নিয়ে একটু বিতর্ক আছে. ২৯শে মাঘ শুক্রবার অথবা ৩০শে মাঘ শনিবার। ঝড়েব রাতে কবিব জন্ম। মাতুল কালীচবণ মিত্র লিখেছেন, "উপর্যুপরি কয়দিন কেবল ঝড়। সকলে তাই নাম রাখিল—'ঝড়ি'। নামে 'ঝড়ি' কিন্তু প্রকৃতি কি শান্ত সংযত! শিশু আপন মনে হাসিত খেলিত, কাঁদিতে যেন জানিত না। ভগ্নস্বাস্থ্য, নিত্যপীড়া সারাজীবন কুগ্রহেব মতো তাহাকে বেড়িয়াছিল। শাবীরিক যন্ত্রণার বাহ্য পবিচয় কিন্তু কেহ কোন দিন পায নাই—সহিষ্ণুতা এমনই অসাধারণ।" ('সত্যেন্দ্রনাথেব কথা', প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩২৯, পৃ. ৫৭৯)

সত্যেন্দ্রনাথের চাব বছর বয়সের সময় পিতামহ অক্ষয়কুমারের মৃত্যু হয। ঠাকুমাব স্নেহ-বাৎসল্যেব অবলম্বন ছিল পৌত্র। ঠাকুমাব মুখে কাহিনী ও ছড়া শুনতে শিশু বড়ো ভালোবাসত। স্মৃতিশক্তি ছিল শৈশব থেকে প্রখব, যা শুনতো তা মনে রাখতে পারতো। ঠাকুমার কাছে শোনা গল্প-ছড়া শিশুব মুখে নিত্য শোনা যেত। অন্যান্য বালকদেব মতো খেলাধুলায় তত আগ্রহ ছিল না। কবিতা শুনতে, ছবি দেখতে বালকের আগ্রহ ছিল বেশি। আত্মীয় পূর্ণচন্দ্র ও প্রকাশচন্দ্র ঘোষ মসজিদবাড়ি স্ট্রীটের বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করতেন। পূর্ণচন্দ্র বালক সত্যেন্দ্রের প্রথম শিক্ষাভার গ্রহণ করেন ; বালক একমাসে 'বর্ণপবিচয' প্রথমভাগ শেষ করে।

বালক বয়সে সত্যেন্দ্রনাথ একবাব পিতার সঙ্গে মধুপুর-দেওঘর বেড়াতে যান (১৮৯৬)। এই সময়েই ছাপার হরফে আত্মপ্রকাশেব আকাঙ্ক্ষা প্রথম দেখা যায়। মাতুল কালীচরণ মিত্র পূর্বোদ্ধৃত প্রবন্ধে জানিয়েছেন, মধুপুব "যাত্রাব দুইদিন পূর্বে বালক ছাপাখানা হইতে নিজ নামেব অক্ষর কয়টা আনিযা বাটীতেই কালী দিয়া নিজ নাম ছাপিয়াছিল সমুদয় পুস্তকে, ছবিতে, দেওয়ালে। পরদিন সনির্বন্ধ অনুবোধ তাহার নামটা সংবাদপত্রে ছাপিয়া দিতে হইবে। যখন উত্তর পাইল যে মধুপুর হইতে একটা সংবাদ লিখিয়া পাঠাইলেই নাম ছাপা হইবে, তখন উল্লাসের আর সীমা রহিল না। মধুপুর হইতে দিন কযেক পরেই বালক সত্যেন্দ্র একটি সংবাদ লিখিয়া পাঠায়। লিখন-ভঙ্গী অতি সুন্দর হইয়াছিল। সেই প্রথম রচনা প্রেরকের নাম সহ যথারীতি সাপ্তাহিক 'হিতৈষী' পত্রে প্রকাশিত হয়।" (পৃ. ৫৮০)। 'হিতৈষী' পত্রিকার প্রথম প্রকাশ ২৫শে বৈশাখ ১৩০২।

'হিতৈষী' পত্রিকায মধুপুরের 'সংবাদ' প্রকাশের আগেই সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা রচনা সুরু হয়েছে। 'বেণু ও বীণা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' কবিতার রচনাকালের উল্লেখ আছে—'আষাঢ় ১৩০০ সাল।' যদি সত্যই কবিতাটি এই সময়ে লেখা হয় তাহলে তখন কবির বয়স সাড়ে এগারো বছব। তিনি নিজে 'ছন্দসরস্বতী'তে অবশ্য জানিয়েছেন, 'বারো উৎরে তেরোয়

পা দেওয়ার মাসখানেকের মধ্যেই ছন্দসরস্বতী স্কন্ধে এসে ভর করলেন।' 'বেণু ও বীণা'র আর একটি কবিতা 'দুর্দ্দিনের অতিথি'র রচনাকাল দেওয়া আছে 'শ্রাবণ ১৩০৪ সাল।'

ছাত্রজীবন। বাড়ির কাছে গ্রে স্ট্রীটে অবস্থিত মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনের বালাখানা শাখায় (আগের নাম ইউনিভার্সিটি স্কুল, ১৮৭৯—১৮৮৭) সত্যেন্দ্রনাথ বাল্যকালে বেশ কয়েক বছর পড়েন। পরে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ক্ষুদিরাম বসুর সেন্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে (এখনকার অষ্টম শ্রেণী) ভর্তি হন। (১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউশান বি-এ পড়াবার অনুমোদন লাভ করে, এবং তার নতুন নাম হয় সেন্ট্রাল কলেজ)। মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় তখন স্কুলের প্রধান শিক্ষক; এই একই নামের আরেকজন শিক্ষক গণিত শেখাতেন; ত্রৈলোক্যনাথ কবিভূষণ ছিলেন সংস্কৃত ও বাংলার শিক্ষক; অন্যান্য শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন উমেশচন্দ্র ঘোষ, সূর্যকুমার কর, মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ এবং অল্পদিনের জন্য শৈলেন্দ্রনাথ সরকার। সর্বোপরি অধ্যক্ষ ক্ষুদিরাম বসু ইংরাজী পড়াতেন, কিন্তু শুধু ক্লাসে পড়ানো নয়, স্কুলে তাঁর উপস্থিতি ছাত্রদের উপর স্থায়ী ও গভীব প্রভাব বিস্তার কবতো। যোগেশচন্দ্র বাগল লিখেছেন, 'কবিবর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এই বিদ্যালয় হইতে ১৮৯৯ সনে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতা ক্ষুদিরামের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিযাছিলেন। এখানে অধ্যয়নকালে স্বদেশ-প্রীতিব যে বীজ তাঁহার তরুণ মনে উপ্ত হইযাছিল তাহাই পরবর্তীকালে ছন্দোবন্ধ হইযা ভাষায আত্মপ্রকাশ করে।' (*Central Collegiate School Diamond Jubilee Souvenir*, কলিকাতা, ১৯৫৩, পৃ. ১৩)।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে সত্যেন্দ্রনাথ সেন্ট্রাল কলেজিযেট স্কুল থেকে দ্বিতীয় বিভাগে এনট্রান্স পরীক্ষায উত্তীর্ণ হন। সে বছর এই স্কুল থেকে ষোলজন প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতকার্য হযে-ছিলেন; প্রথম বিভাগে—অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায, মন্মথনাথ চক্রবর্তী, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, মণীন্দ্রনাথ সবকার, প্রফুল্লকুমার সুর ও প্রতুলচন্দ্র ঘোষ; দ্বিতীয় বিভাগে—নীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামাচরণ বসাক, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, সৌরীন্দ্রমোহন মজুমদাব ও শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায; তৃতীয় বিভাগে—অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায, কালিদাস ঘোষ ও সত্যরঞ্জন মৈত্র। এ'দেব মধ্যে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, নির্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায ও সৌরীন্দ্রমোহন মজুমদারেব সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। সৌরীন্দ্রমোহনের লেখা 'ছাত্রজীবনে কবি সত্যেন্দ্রনাথ' সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে, তা থেকে সত্যেন্দ্রনাথের স্কুলজীবন সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছু জানতে পাবি।—"সূর্যগ্রহণের পরদিন গ্রামার ও কম্পোজিশান-এব শিক্ষক শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ সবকাব মহাশয . সূর্যগ্রহণ সম্বন্ধে একটি রচনা ইংবেজিতে লিখতে দেন। সত্যেন্দ্রনাথ ও নির্মলচন্দ্র উভযেই এই রচনা প্রতিযোগিতায প্রথম স্থান পেয়েছিলেন। তাঁদের রচনার উপর 'Best' মন্তব্য লিখিত ছিল। রচনা দুটি ক্লাসে পঠিত হয়েছিল।..প্রথম শ্রেণীতে ক্ষুদিরামবাবু ইংবেজি গদ্যের ড. স্মাইলস-এর 'ইনফ্লুয়েন্স অব মাদার' নামক প্রবন্ধটি এক বছরে পড়িযেছিলেন। ক্ষুদিবামবাবুর আদেশ ছিল, এক পণ্ডিতমশায় ছাড়া কোনো শিক্ষক প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে বাংলায় ছাত্রদের সঙ্গে কথোপকথন করবেন না। একদিন আমাদের প্রথম শ্রেণীতে একটি ছাত্র বাংলাতে কথা কয়ে ফেলেছিল। ক্ষুদিরামবাবু তাকে তিরস্কার কবেন। সত্যেন্দ্রনাথ অর্ধস্ফুট মৃদুস্বরে পাশেব ছাত্রকে বলেছিলেন, 'মাতৃভাষা ভুলে যেতে হবে।' ক্ষুদিরামবাবুর শ্রবণেন্দ্রিয় তা অতিক্রম করেনি। তিনি শুনতে পেয়ে বললেন যে, ছাত্রেরা যাতে অবাধে ইংরেজিতে কথা বলতে পারে, সেই তাঁর চেষ্টা। প্রতি বছর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুতিথিতে ক্ষুদিরামবাবু ছাত্র ও শিক্ষকদের নিযে একটি স্মৃতিসভা কবতেন। ছাত্রদের বক্তৃতা দিতে অনুরোধ কবতেন। সত্যেন্দ্রনাথ বাংলায় লিখিত বক্তৃতা পাঠ করতেন। নির্মল কোনো কাগজপত্র না দেখে ইংরেজিতে বক্তৃতা দিতেন। ক্ষুদিরামবাবু প্রশংসা করে বলতেন দু'জনেরই বক্তৃতায় মৌলিকতা (অরিজিনালিটি) আছে। সেই বছর পুজোর ছুটির সময়ে ক্ষুদিরামবাবু ছাত্রদের জন্য একটু আমোদ-আহ্লাদের ব্যবস্থা করেছিলেন। সামান্য বকমেব ম্যাজিক. ইংরেজি, বাংলা, সংস্কৃত, আবৃত্তি, গান ইত্যাদি। গীতার ১১শ অধ্যায়েব 'স্থানে হৃষীকেশ! তব প্রকীর্ত্যা' হতে আরম্ভ করে কয়েকটি শ্লোক, সত্যেন্দ্রনাথ সুর করে আবৃত্তি করেছিলেন।..

১৮৯৯ সালের মার্চ মাসে আমাদের প্রবেশিকা পরীক্ষা হয়। হেয়ার স্কুলে রাস্তার ধারে পূব দিকে একতলাব ঘরে আমাদের বসবার স্থান হয়েছিল।" (সৌরীন্দ্রমোহন মজুমদার, 'ছাত্রজীবনে কবি সত্যেন্দ্রনাথ', দেশ, শারদীয় ১৩৮৯, পৃ. ১৯৮)।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে সত্যেন্দ্রনাথ জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশানে (এখনকার নাম স্কটিশচার্চ কলেজ) এফ-এ ক্লাসে ভর্তি হলেন। এখানে সহপাঠী হিসাবে পেলেন সৌরীন্দ্র-মোহন মুখোপাধ্যায, রবীন্দ্রনাথ দত্ত (রবি দত্ত নামে বিখ্যাত), অজিতকুমার চক্রবর্তী, সত্যেন্দ্রনাথ বটব্যাল প্রভৃতিকে। এফ-এ পড়বাব সময়ে তাঁর 'সবিতা' কাব্যের প্রকাশ। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে সত্যেন্দ্রনাথ তৃতীয় বিভাগে এফ-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সে সময়ে কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন ডঃ জন মরিসন, তিনি ইংরাজী ও দর্শনশাস্ত্র পড়াতেন। অন্যান্য অধ্যাপকদের মধ্যে ছিলেন পণ্ডিত বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (সংস্কৃত), ক্ষীরোদপ্রসাদ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ (পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন), জর্জ ব্রুস (ইংরাজী), গৌরীশঙ্কর দে (গণিত), জেমস্ এডওযার্ডস (ইংরাজী), বরুণচন্দ্র দত্ত (রসায়ন) জন ল্যাম (ইংরাজী), অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (ইতিহাস) এবং এ. বি. ওয়ান (দর্শন)। এফ-এ পরীক্ষার পর সত্যেন্দ্রনাথের পিতার একান্ত ইচ্ছা হলো পুত্র ডাক্তারি পড়ে। মেডিক্যাল কলেজে আবেদনপত্রও জমা দেওয়া হলো। সত্যেন্দ্রনাথ প্রথমে রাজি হয়ে পরে বিরক্তি প্রকাশ করলেন। পিতা নিজে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন, তাই পুত্রকে ডাক্তারি পড়াবার আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ শেষপর্যন্ত নিজের কলেজেই বি-এ ক্লাসে ভর্তি হলেন। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'তখন আমি জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশানে ফোর্থ ইয়ার ক্লাসে পড়ি—কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, রবীন্দ্রসাহিত্যদর্শী অজিতকুমার চক্রবর্তী, ঔপন্যাসিক সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন আমার সহপাঠী। সত্যেন্দ্রনাথ, অজিতকুমার এবং আমি—আমাদের তিনজনের থার্ড সাবজেক্ট ছিল সংস্কৃত। সংস্কৃত ক্লাসে ছাত্রসংখ্যা কম। সে ক্লাসে তিনজনের খুব অন্তরঙ্গতা হয়েছিল।'—(রবীন্দ্রস্মৃতি, ১৩৬৪, পৃ. ৭৮)। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে সত্যেন্দ্রনাথ বি-এ পরীক্ষা দিলেন, কিন্তু কৃতকার্য হলেন না। লক্ষণীয়, অজিতকুমার, সুরেন্দ্রনাথ, সৌরীন্দ্রমোহন কেউই সে বছর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন নি, তবে পরের বছর (১৯০৪) অজিতকুমার ও সৌরীন্দ্রমোহন বি-এ উপাধি লাভ করেন; সত্যেন্দ্রনাথের স্নাতক হওয়া হয়ে উঠলো না। আসলে পড়াশোনা তিনি করতেন, কিন্তু পাঠ্যবস্তুর মধ্যে আবদ্ধ থাকতেন না। তারপর ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ ছিল প্রবল। মাতুল কালীচরণ মিত্র জানিয়েছেন, পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হবার অন্যতম কারণ, 'মনোবিজ্ঞানের চর্বিতচর্বণ তাহার আদৌ ভালো লাগিত না। পুনর্বার বি-এ পরীক্ষা দিতেও সে অসম্মত হইল।' তারপর মাতুলের আমদানি-রপ্তানির ব্যবসায়ে অল্পদিনের জন্য যোগদান করেও সেখানে বেশিদিন থাকলেন না, 'শিরঃপীড়াই তাহার প্রধান কারণ। তাহার পর বহুবার একার্য্যে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে, কিন্তু কার্য্যত কর্ম্মক্ষেত্রে আর অবতীর্ণ হইতে পারে নাই।' (কালীচরণ মিত্র, পূর্বোদ্ধৃত-প্রবন্ধ, পৃ. ৫৮১)।

বিবাহ। বি-এ ক্লাসে পড়বার সময়েই সত্যেন্দ্রনাথের পিতৃবিয়োগ হয় (১৯০২)। মৃত্যুর পূর্বেই সত্যেন্দ্রনাথের বিবাহের সম্বন্ধ পিতা স্থির করে গিয়েছিলেন। ১৭ই এপ্রিল ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে (৪ঠা বৈশাখ ১৩১০) হাবড়া নিবাসী ঈশানচন্দ্র বসু ও গিরিবালা বসুর কন্যা কনকলতার সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর কনকলতা দেবী দীর্ঘদিন জীবিত ছিলেন; ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়। সত্যেন্দ্রনাথ ও কনকলতা নিঃসন্তান ছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের পত্নী সম্বন্ধে নন্দগোপাল সেনগুপ্ত লিখেছেন, 'তাঁর সহধর্মিণীকে আমি দেখেছি, সুশীলা সুন্দরী ও বিনয়নম্র মহিলা, কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ তাঁকে ঠিক প্রাপ্য সমাদর দেন নি বলে কারো কারো মুখে জেনেছি। কেন তা আমি জানি না, তা নিয়ে সন্ধানেরও চেষ্টা করি নি।' ('কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত শতবর্ষের প্রেক্ষিতে', সারস্বত, মাঘ-চৈত্র ১৩৮৮, পৃ. ৩২৮-২৯)।

পাঠানুরাগ। ছাত্রজীবন শেষ হলেও সত্যেন্দ্রনাথের পড়াশোনা শেষ হয় নি। বাড়িতে পিতা রজনীনাথের পুস্তক সংগ্রহ থেকে বইপড়ার অভ্যাস কৈশোরেই গড়ে উঠেছে। সহপাঠী বন্ধু

৬ সৌরীন্দ্রমোহন মজুমদার জানিয়েছেন, 'সত্যেন্দ্রনাথের বাড়িতে একটা পৈতৃক পাঠাগার ছিল। তাঁর বাড়িতে তখনকার অনেক সাহিত্যিকের সমাগম হত। তিনি বাংলা চর্চার সুযোগ ও উৎসাহ পেয়েছিলেন। বিবিধ বিষয়ের বাংলা ইংরেজি বই পড়ে তাঁর জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করতেন। রাজপুত কাহিনী, পুরাণাদির উপাখ্যান আমরা সত্যেন্দ্রনাথের কাছে অনেক শুনে জ্ঞানলাভ করেছিলুম।' ('ছাত্রজীবনে কবি সত্যেন্দ্রনাথ', পৃ. ২০০)। পরবর্তীকালে বই সংগ্রহ ও বই পড়ার নেশা সত্যেন্দ্রনাথের জীবনে প্রবল হয়ে ওঠে। যতদিন দৃষ্টিশক্তি অক্ষুণ্ণ ছিল ততদিন বই ছিল তাঁর নিত্য-সঙ্গী। এইসঙ্গে ছিল ভাষাচর্চা—স্বদেশী ও বিদেশী বেশ কয়েকটি ভাষা তিনি নিজের চেষ্টায় আয়ত্ত করেছিলেন—অনুবাদ কবিতায় তাঁর বহু ভাষার উপর অধিকারের পরিচয় আছে। অমল হোম লিখেছেন, 'তাঁর বই কিনবার ও পড়বার নেশা দেখে, আমি অবাক হয়ে যেতাম। তাঁর ঠাকুরদাদার লাইব্রেরীতে ইংরেজি এবং সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শন, ভারতবর্ষের পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কেতাব সংগ্রহ অনেক ছিল। দর্শনে তাঁর অভিরুচি খুব ছিল না বটে, কিন্তু তাও যে তাঁর পড়া ছিল না এমন নয়। ইতিহাস—দেশের ও বিদেশের—তাঁর মত পড়া খুব অল্প লোকেরই দেখেছি। তারপরে কাব্য ও সাহিত্যের তো কথাই নাই। পুরাণই কি তাঁর কম পড়া ছিল? যখনই কোথাও পৌরাণিক কিছুর উল্লেখ করতে না পেরে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছি, তখনই তা কোথায় আছে বলে দিয়েছেন। আধুনিক য়ুরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় যে কেমন ছিল, তা তাঁর সাহিত্যিক বন্ধুরা খুব ভাল করেই জানেন। ফরাসী ভাষা জানা থাকাতে, য়ুরোপীয় সাহিত্যের সকল মহলের চাবি যেন তাঁর মুঠোর ভিতর ছিল। য়ুরোপের নানা দেশের সাহিত্যের যে বিচিত্র সংগ্রহ তাঁর লাইব্রেরীতে স্থান পেয়েছিল, তা দেখলেই বোঝা যেত, তাঁর পাণ্ডিত্য একাধারে কত ব্যাপক ও গভীর। অথচ একদিনের জন্যও জ্ঞানী বলে তাঁর কোনো অভিমান দেখিনি। Pedantry তাঁর চক্ষুশূল ছিল,—ও জিনিসটা তিনি সহ্য করতে পারতেন না; যেখানে ওর গন্ধ পেতেন সেখান থেকে দূরে থাকতেন।' ('সত্যেন্দ্র-স্মৃতি', ভারতবর্ষ, ভাদ্র ১৩২৯, পৃ. ৪৩৮)

সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁর পুস্তক সংগ্রহের একাংশ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে দান করেন (৮ই শ্রাবণ ১৩২৯) তাঁর মা মহামায়া দত্ত ও পত্নী কনকলতা দত্ত। শুধু বই নয়, বইয়ের সঙ্গে আলমারিও দেওয়া হয় পরিষৎ গ্রন্থাগারে। প্রদত্ত বইয়ের সংখ্যা ২১১৮।

সঙ্গীতানুরাগ। সহপাঠী সৌরীন্দ্রমোহন মজুমদার জানিয়েছেন, স্কুলে পড়বার সময়েই সত্যেন্দ্রনাথ গানের চর্চা করতেন। তিনি দ্রুত গানের কথা ও সুর আয়ত্ত করতে পারতেন। তাঁর গলার স্বর ছিল সুমিষ্ট, তবে কিছুটা চাপা। শান্তি পালের লেখা থেকে আমরা জানি, 'সত্যেন্দ্রনাথ গানবাজনা অত্যন্ত ভালোবাসিতেন। পথে চলিতে চলিতে কাহারো বৈঠকখানায় গানবাজনা শুনিলে তিনি সেই স্থানে ববাহুতের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিতেন। অনেক সময় তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়াইয়া থাকিতেন। তিনি যে কেবল গান শুনিয়া খুসী হইতেন তাহা নহে, গানের অধ্যাপনা করিতেও ছাড়িতেন না।' ('কবি সত্যেন্দ্রনাথ', মাসিক বসুমতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৪, পৃ. ১৯৬)। সত্যেন্দ্রনাথ গান শুনতে ভালোবাসতেন, গান গাইতেন নিয়মিত, গান লিখেছেন অজস্র। নরেন্দ্র দেব 'সত্যেন্দ্র-পরিচয়ে' লেখেন, "সঙ্গীত-রচনাতেও সত্যেন্দ্রনাথের অসাধারণ কৃতিত্ব ছিল। তাঁর সেই 'কোন্ দেশেতে তরুলতা সকল দেশের চাইতে শ্যামল, কোন্ দেশেতে চলতে গেলে দলতে হয়রে দুর্বা কোমল!' প্রভৃতি স্বদেশী গান প্রত্যেক দেশ-ভক্তের কণ্ঠস্থ। তাঁর 'হোলির গান', 'প্রেমের গান', 'ফুলের গান', সুরসম্পদে ও রচনানৈপুণ্যে অনবদ্য। সত্যেন্দ্রনাথ নিজে অতি সুন্দর গান গাইতে পারতেন। তাঁর সুমিষ্ট কণ্ঠ 'ভারতী'র সাহিত্য আসরটিকে প্রায়ই সুর মুখর করে রাখত।"—(ভারতবর্ষ, আষাঢ় ১৩৩৭, পৃ. ৭২)। সুকুমার বসু জানিয়েছেন, "একবার অনেকগুলি গানের মধ্যে 'কান্নাহাসির দোল দোলান পৌষ-ফাগুনের পালা' গানটি মিলিতকণ্ঠে অজিতকুমার চক্রবর্তী, শ্রীকালিদাস নাগ আর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত গেয়েছিলেন, বড়ো ভালো লেগেছিল।"—('বিচিত্রাপর্ব : স্মৃতিকথা', বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৯, পৃ. ৪৪৫)।

রবীন্দ্রানুরাগ। সত্যেন্দ্রনাথ যখন কলেজে পড়েন তখন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ, এবং তারপর শীঘ্রই তিনি রবীন্দ্রনাথের স্নেহভাজন অন্তরঙ্গদের মধ্যে একজন হয়ে ওঠেন। অজিত-

কুমার চক্রবর্তী, সতীশচন্দ্র রায় ও ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, এবং এঁরা সকলেই সেযুগে রবীন্দ্রভক্তরূপে চিহ্নিত ছিলেন,—রবীন্দ্রনাথ এঁদের বিশেষ স্নেহ ও প্রীতির দৃষ্টিতে দেখতেন।

'বেণু ও বীণা'র (১৯০৬) উৎসর্গপত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রতি সত্যেন্দ্রনাথের সুগভীর শ্রদ্ধা প্রথম প্রকাশ্যে লিপিবদ্ধ হলো—'যিনি জগতের সাহিত্যকে অলংকৃত করিয়াছেন, যিনি স্বদেশের সাহিত্যকে অমর করিয়াছেন, যিনি বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক, সেই অলোকসামান্য শক্তিসম্পন্ন কবির উদ্দেশে এই সামান্য কবিতাগুলি সসম্ভ্রমে অর্পিত হইল।' পরবর্তীকালে সত্যেন্দ্রনাথের অসংখ্য রচনায়, গদ্যে ও পদ্যে, রবীন্দ্রভক্তি প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে নিবেদিত তাঁর কয়েকটি কবিতার এখানে নাম করতে পারি—'কবিপ্রশস্তি', 'বরণ', 'কবিপূজা', 'আভ্যুদয়িক', 'নমস্কার', 'অর্ঘ্য', 'জ্যোতির্মণ্ডল', 'মাল্যচন্দন', 'শ্রদ্ধাহোম', 'কবি-জুবিলি', 'গুণীদরবার', 'পরমান্ন', 'নীরব-নিবেদন'। অন্যদিকে রবীন্দ্র-বিদ্বেষীদের তিনি নিতান্ত অভাগ্য কৃপার পাত্র বলে মনে করতেন; প্রধানত 'নবকুমার কবিরত্ন' ছদ্মনামে তিনি রবীন্দ্রবিরোধীদের ব্যঙ্গ করে অনেকগুলি কবিতা লিখেছেন ('বিকর্ণ না ঘন্টাকর্ণ', 'বেতালের প্রশ্ন', 'কাগজের হাতী বা নব্য দিঙ্নাগ প্রশস্তি', 'বর্ষার মশা' প্রভৃতি)। রবীন্দ্রভক্ত যাঁরা স্টার থিয়েটারে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'আনন্দ বিদায়' নাটকের প্রথম রজনীর অভিনয় (১৬ই ডিসেম্বর ১৯১২) পণ্ড করে দেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হবার দিনে তাঁকে সংবর্ধনা জানানোর পরিকল্পনা সত্যেন্দ্রনাথই দিয়েছিলেন। তখনও রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পান নি। রবীন্দ্রনাথকে এই প্রথম দেশবাসীর পক্ষ থেকে বিরাটভাবে সংবর্ধিত করা হয়। (শান্তিনিকেতনে অবশ্য অধ্যাপক ও ছাত্ররা ১৩১৮ সালের পঁচিশে বৈশাখ কবির জন্মদিনে একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তাঁদের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। সত্যেন্দ্রনাথও এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন)। প্রথমে যা ছিল অল্প কয়েকজন তরুণের কবিকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের পরিকল্পনা, তাই শেষপর্যন্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর সমর্থনে ও উৎসাহে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে এক সমারোহপূর্ণ কবিসংবর্ধনার রূপ নেয়; অবশ্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে সময় কিছু বেশি লাগলো,—২৮শে জানুয়ারি ১৯১২ (১৪ই মাঘ ১৩১৮) কলিকাতার টাউন হল্-এ এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলো। সত্যেন্দ্রনাথ রচিত 'কবিপ্রশস্তি' ('জগৎ-কবি-সভায় মোরা তোমারি করি গর্ব') হস্তিদন্তের পুঁথিতে ক্ষোদিত করে রবীন্দ্রনাথকে উপহার দেওয়া হয়। 'ভারতী' পত্রিকায় (ফাল্গুন ১৩১৮) এই উপলক্ষে সত্যেন্দ্রনাথের রবিপ্রশস্তি ছাপা হয়েছে—'বরণ' ('তোমারে রবি হে সম্রাট')।

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ পাওয়ার সংবাদ কলিকাতায় এসে পেঁছুবার পর সত্যেন্দ্রনাথের উল্লাসের কথা অনেকে লিখেছেন (দ্র. চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোদ্ধৃত প্রবন্ধ; হেমেন্দ্রকুমার রায়, 'যাঁদের দেখেছি' দ্বিতীয় পর্ব, ১৩৫৯, পৃ ৫০)। শান্তিনিকেতনে কবিকে এই উপলক্ষে যে-সংবর্ধনা জানানো হয়, সত্যেন্দ্রনাথ তাতেও বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে যে অভিনন্দন-পত্রটি পাঠ করা হয়, সত্যেন্দ্রনাথ তার 'মুসাবিদা' করেছিলেন, এবং অভিনন্দনের পর সত্যেন্দ্রনাথ 'আভ্যুদয়িক' ('রবির অর্ঘ্য পাঠিয়েছে আজ ধ্রুবতারার প্রতিবেশী') কবিতাটি পাঠ করেন। (দ্র. ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বোলপুরে রবীন্দ্র-সংবর্ধনা', মানসী, পৌষ ১৩২০)।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ যখন সপরিবারে কাশ্মীর বেড়াতে গেলেন তখন সঙ্গে নিলেন সত্যেন্দ্রনাথকে। ("সত্যেন্দ্রনাথ কাশ্মীরে থাকাকালীন একদিন রবীন্দ্রনাথের সহিত শ্রীনগর শহরের বাজারে যান এবং নানা শৌখিন জিনিস কিনিয়া আনেন। সেই সঙ্গে একখানি Murray's *Hand Book for Travellers in India Burma and Ceylon*-ও ক্রয় করিয়া আনেন। 'মারে'র কাশ্মীর ভ্রমণাংশটুকু তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করেন এবং পুস্তকখানিতে স্থানে স্থানে পেন্সিল দিয়া দাগরাজিও করেন। বইখানি বর্তমানে সুধীরকুমারের অধিকারেই আছে। বইখানির অনেকগুলি পৃষ্ঠার 'মার্জিনে মার্জিনে' সত্যেন্দ্রনাথের হস্তলিখিত বহু মূল্যবান মন্তব্যও লিখিত রহিয়াছে।

বইখানির শেষের দিকে তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত একটি কাশ্মীরী শ্লোকের অনুবাদও লিখিত আছে। শ্লোকটি এস্থলে লিপিবদ্ধ করিলাম। সত্যেন্দ্রনাথ-কৃত মূলেরই অনুবাদ—'প্রভাত নিশৎ বাগেতে কাটাও/সন্ধ্যা নিশিম্‌ বাগে,/শালেমারে তুমি কাটাও জীবন/চির নব অনুরাগে।' সত্যেন্দ্রনাথ কাশ্মীরের স্বভাব-সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া পূর্বোক্ত 'হরমুকুটগিরি' ও 'জাফরাণের ফুল' ছাড়াও অন্যান্য ফুলের উপর কবিতা লিখেন। সেগুলির ভিতর কয়েকখানি 'ফুল মুল্লুকের গানে' স্থান লাভ করিয়াছে।"—শান্তি পাল, পূর্বোদ্ধৃত প্রবন্ধ, পৃ. ১৯৫)। সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন, 'কয়েক বৎসর পূর্বে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বিলাত যাত্রার সময় সত্যেন্দ্রনাথকে সঙ্গে লইয়া যাইতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। জননীর পরেই যাঁহার প্রতি সম্যক্‌ শ্রদ্ধা তাঁহার সঙ্গলাভ এবং তাঁহার সহিত পৃথিবী ভ্রমণের আশায় সত্যেন্দ্রনাথ আনন্দোৎফুল্ল হইয়া ওঠে। বিধবা জননী অন্ধের যষ্টিস্বরূপ পুত্রকে দূরদেশে পাঠাইতে আতঙ্কিত হইলেন। পাছে মায়ের প্রাণে ব্যথা বাজে এই আশঙ্কায় সত্যেন্দ্রনাথ বিলাতযাত্রার বাসনা পরিত্যাগ করিল।"—(পূর্বোদ্ধৃত প্রবন্ধ, পৃ. ৫৮২)।

রবীন্দ্রনাথের 'ষষ্ঠীতম বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে' তাঁকে যে সংবর্ধনা (১৯ ভাদ্র ১৩২৮) জানানো হয়, তাতেও সত্যেন্দ্রনাথ বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন। 'রবীন্দ্রমঙ্গল' নামে যে অনুষ্ঠান-সূচি ছাপা হয়েছিল, তাতে দেখি প্রথম [উদ্বোধন] সঙ্গীত—'শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত' ['সাত সাগরের ঢেউয়ের মেলায় খুশীর কোলাহল'], পরে কবিতাপাঠ—'শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত · নমস্কার' ['নমস্কার! করি নমস্কার।']

রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথকে কতটা স্নেহ করতেন তার পরিচয় নানাভাবে পাওয়া যায়। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে রবীন্দ্রনাথ ৫ই ভাদ্র ১৩১৯ তারিখে চিঠিতে লিখেছেন, 'সত্যেন্দ্রকে বোলো সে যদি আমার কতকগুলো লেখা ইংরেজি গদ্যে (পদ্যে নয়) তর্জ্জমা করে দিতে পারে আমি খুব খুশি হব। সে অনেকের কবিতা বাংলায় তর্জ্জমা করেছে। কিন্তু আমার কবিতা বাংলায় তর্জ্জমা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব বলেই আমি বঞ্চিত হয়েছি, একবার ইংরেজিতে চেষ্টা করে দেখতে বোলো।' (বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৬৮, পৃ. ১১১)। আমাদের মনে পড়বে রবীন্দ্রনাথ নিজে সত্যেন্দ্রনাথের একাধিক কবিতা ইংরাজীতে অনুবাদ করেছেন (দ্র. লাভারস গিফট অ্যান্ড ক্রসিং, লন্ডন ১৯১৮)। সত্যেন্দ্রনাথ অবশ্য রবীন্দ্রনাথের কবিতার 'ইংরেজি তর্জ্জমা' করেন নি ; রবীন্দ্রনাথের একটি ইংরাজীতে লেখা 'গানে'র বাংলা 'তর্জ্জমা' করেছেন 'মণিমঞ্জুষা'য় : এই প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্যটি স্মরণীয়, "বর্তমান যুগের জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও লেখক। এশিয়া মহা-দেশের মধ্যে সর্বপ্রথম ইনিই শাশ্বত বিশ্বসাহিত্য-সৃষ্টির জন্য নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন। ইনি বিগত ইউরোপ-প্রবাসের সময় ইংরেজিতে একটি মাত্র মৌলিক গান রচনা করিয়াছেন, তাহারই অনুবাদ 'মণিমঞ্জুষা'য় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।"

সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য একাধিক পত্রে ও একটি কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রভবনে সত্যেন্দ্রনাথকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি আছে তিনটি। আর সত্যেন্দ্রনাথের লেখা চিঠি আছে সাতটি—তার মধ্যে জন্মদিনের কবিতা চারটি। (রবীন্দ্রনাথের তিনটি চিঠি এবং সত্যেন্দ্রনাথের তিনটি চিঠি ও জন্মদিনে লেখা একটি কবিতার জন্য দ্রষ্টব্য, বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৮৮২ শক, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩২৩—৩২৮)। রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর মণিলাল, সত্যেন্দ্রনাথ ও চারুচন্দ্র তাঁকে শান্তিনিকেতনে যে টেলিগ্রাম করেন (১৪ নভেম্বর ১৯১৩) সেটিও রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত—

'Nobel prize conferred on you our congratulations.
=Manilal Satyendra Charu='

স্বদেশানুরাগ। বিশ শতকের প্রথম বাইশ বছর বাংলা দেশে বাঙালীর জাতীয়তাবোধ নানা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। সত্যেন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষভাবে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ না দিলেও, বাল্যকাল থেকে তাঁর চিন্তায় ও আচরণে স্বাজাত্যবোধ প্রকাশ পেয়েছে। নিতান্ত

বালক বয়সে লেখা 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' কবিতার কথা ছেড়ে দিলেও, তাঁর 'সন্ধিক্ষণ' কবিতাটি নিঃসন্দেহে গভীর স্বদেশচিন্তার প্রকাশে তাৎপর্যপূর্ণ রচনা। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন, ১৯০৮—২০ সালে বিপ্লববাদীদের সাধনা ও আত্মোৎসর্গ, ১৯১৯ সালে গান্ধীর সত্যাগ্রহ এবং ১৯২০—২১ সালে অসহযোগ আন্দোলন—সব কিছুই সত্যেন্দ্রনাথকে প্রবলভাবে আলোড়িত করেছে। লক্ষণীয় যে, এই সময় বাঙালী কবিদের মধ্যে খুব অল্প কয়েকজনই দেশের রাজনীতিক অবস্থা সম্বন্ধে ভেবেছেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সাময়িক উত্তেজনা কেটে যাবার পর বাংলা সাহিত্য খুব দ্রুত কক্ষ-পরিবর্তন করেছে। সে-সময় বাঙালী মধ্যবিত্ত কবির পক্ষে, রাজনীতি-চর্চা খুব নিরাপদও ছিল না। নিশ্চয়ই কবিরা দেশকে ভালোবাসতেন, কিন্তু নানা কারণেই তার প্রকাশ ছিল বিপজ্জনক। অন্যদিকে কবিতায় রাজনৈতিক প্রসঙ্গের স্থান নিয়ে সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত অনেকের মনেই সংশয় আছে, সাময়িক উত্তেজনা কবিতার শত্রু এমন ধারণা অনেকেই পোষণ করেন। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ মধ্যবিত্তসুলভ সাবধানী মনোভাব বা কলাকৈবল্যবাদী কাব্য-সংস্কার অগ্রাহ্য করেছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের দিনে তিনি যেমন ঘোষণা করেছেন, 'যে খুশি টিট্‌কারি দিক/অন্তরে বুঝেছি ঠিক—/এ কেবল নহেক হুজুগ ;/সন্ধিক্ষণ আজি বঙ্গে, এল নবযুগ!' তেমনি অসহযোগ আন্দোলনের দিনেও তিনি বলতে পেরেছেন—'ওরে মূঢ় তুই আজকে কেবল ফিরিস্‌নে ছল খুঁজে,/খুঁটিনাটি বোল কবে কি বলেছে তাহারি উতোর যুঝে./গোকুল শ্রেয় কি শ্রেয় খানাকুল—সে কলহ আজ রেখে/ভারত জুড়ে যে জীবন-জোয়ার নে রে তুই তাই দেখে।'

১৯১০ সালে সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণের যে নতুন আইন ঘোষিত হলো, তাতে যে-কোনো রচনাই 'বিদ্রোহাত্মক' ও 'আপত্তিজনক' বলে নির্দেশ করা সম্ভব ছিল। অসহযোগ আন্দোলনের সময় এই আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হয়। এই সময় সত্যেন্দ্রনাথ পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে কতক-গুলি রূপক কবিতা লেখেন, যার মর্মার্থ দেশবাসীর অজ্ঞাত ছিল না—'কয়াধু', 'স্কন্ধধাত্রী', 'ভীমজননী', 'অরুন্ধতী', 'গিরিরাণী' প্রভৃতি—এগুলি পড়বার সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন অনুরূপ ফরাসী রচনার কথা মনে পড়ে। সে-সময় এগুলি লেখা কম সাহসের কাজ ছিল না।

অমল হোম তাঁর 'সত্যেন্দ্র-স্মৃতি' প্রবন্ধে লিখেছেন, "স্বদেশের প্রতি গভীর প্রীতি সত্যেন্দ্র-নাথের চরিত্রের আর এক বিশেষত্ব ছিল। 'কোন্ দেশেতে তরুলতা সকল দেশের চাইতে শ্যামল' কবিতা থেকে আরম্ভ করে 'গান্ধিজী' পর্যন্ত সমস্ত কবিতার প্রত্যেকটি ছত্রে সে স্বদেশপ্রেমের পরিচয় রয়েছে বটে, কিন্তু তাঁর কথাবার্ত্তা কাজকর্ম্মের মধ্যে এই প্রেম যে নানা মূর্ত্তিতে ফুটে উঠত, তা শুধু তাঁর বন্ধুরাই জানেন। তাঁর স্বদেশপ্রেম ছিল একেবারে সাঁচ্চা—ঝুটা স্বাদেশিকতার মোহ তাঁকে কোনোদিন আচ্ছন্ন করতে পারেনি। স্বদেশের বা স্বজাতির ভালো-মন্দ সব-কিছু নির্ব্বিশেষে আঁকড়িয়ে ধরে তাকে জাতির প্রতি মমত্ববুদ্ধি বলে ঘোষণা করার মত দুর্ব্বুদ্ধি তাঁর কখনো হয়নি। দেশের নামে কোনো অন্যায়ের প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে, বা মনুষ্যত্বকে কোথাও খর্ব্ব করা হচ্ছে দেখলে, তিনি একেবারে অসহিষ্ণু হয়ে উঠতেন। যেখানে দেশের লোকের অন্যায় বা অত্যাচার দেখেছেন, কাপট্য বা ভণ্ডামির পরিচয় পেয়েছেন, সেখানে নির্ম্মম হয়ে আঘাত করেছেন। আবার বিদেশী শাসনকর্ত্তাদের হাতে স্বদেশবাসীর লাঞ্ছনা ও নির্যাতনকে ঠিক তেমনি জোরের ও সাহসের সঙ্গে আক্রমণ করে তিনি তাঁর পৌরুষের পরিচয় দিয়েছেন।

"সত্যেন্দ্রনাথের মত শান্ত লোক খুব কমই দেখেছি। কিন্তু পাঞ্জাবের ডায়ারী-কাণ্ড তাঁকে কিরকম উত্তেজিত করেছিল, তা আমি জানি। লাহোরে হান্টার-কমিটির সামনে ডায়ার যখন সাক্ষ্য দেয়, তখন আমি 'ট্রিবিউন' কাগজে তার একটা বর্ণনা দিয়েছিলাম। সেই বর্ণনাটুকু সঙ্গে দিয়ে তাঁকে আমি একটা চিঠি লিখি। তাতে ২৫,০০০ নিরপরাধ ও নিরস্ত্র লোকের উপর গুলি চালিয়ে তার জন্য ডায়ারের বাহাদুরী ও কমিটির দেশী সদস্যদের সঙ্গে তাঁর উদ্ধত ব্যবহারের কথা সব ছিল। বর্ণনাটি পেয়ে সত্যেন্দ্রনাথ আমাকে লিখলেন : —'* * * আমি শুধু ভাবছি তুমি চুপ করে বসে ঐ evidence শুনলে কি করে? আমার তো পড়ে রক্ত গরম হয়ে উঠেচে। আমি যদি উপস্থিত থাকতুম, তা হলে নিশ্চয়ই একটা কাণ্ড করে বসতুম। আর পাঁচ হাজার পাঞ্জাবীর সামনে বসে ডায়ার ঐরকম তাল ঠুকে বুক ফুলিয়ে চলে গেল? * * *' শ্রদ্ধেয় রামানন্দবাবু যে

Modern Review-এ লিখেছেন, 'He was a fiery Nationalist, almost a revolutionary' —সে কথাটা যে কতখানি সত্য, তা একটি ঘটনার উল্লেখ করলেই বুঝতে পারা যাবে।" (পূর্বোদ্ধৃত প্রবন্ধ, পৃ. ৪৩৭—৩৮)।

নরেন্দ্র দেব জানিয়েছেন, "রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তিনি [সত্যেন্দ্রনাথ] ছিলেন মুক্তির সাধক, স্বাধীনতার চারণ-কবি। সেযুগে চরমপন্থী দলের প্রতিই তাঁর আন্তরিক সহানুভূতি ছিল। নব্য-পন্থীদের তিনি তাঁর 'নরম-গরম সংবাদ' শীর্ষক ব্যঙ্গকবিতায় অজস্র বিদ্রূপ ও উপহাস করে গেছেন।" (পূর্বোদ্ধৃত প্রবন্ধ, পৃ. ৭৭)।

সাহিত্যচর্চা। কলেজে এফ-এ পড়বার সময় সত্যেন্দ্রনাথের প্রথম 'কাব্য' প্রকাশিত হয়—'সবিতা' (১৯০০)। সহপাঠী বন্ধু সৌরীন্দ্রমোহন মজুমদারের উৎসাহে ও উদ্যোগে 'সবিতা' মুদ্রিত হয় ; পুস্তিকায় রচয়িতার নাম ছিল না, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়েব দোকানের তালিকায় 'গ্রন্থকার বা সম্পাদকের নাম দেওযা ছিল 'সৌরীন্দ্রমোহন মজুমদার'। সৌরীন্দ্রমোহন পরবর্তীকালে জানিয়েছেন, "দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক অনেক পত্রিকাতে 'সবিতা' পাঠিয়ে দেওয়া হল, কিন্তু কেউই তার সমালোচনা করে আমাদের আনন্দবর্ধন করেনি। অদৃষ্ট! ছুটির সময় যেসব বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তাদের এক একখানা উপহার দেওয়া হল, বাকি, কলেজ খুললে বিতরণের জন্য রেখে দেওয়া হল। কলেজ খুললে সেন্ট্রাল কলেজ ও জেনাবেল এসেমব্লির শিক্ষক, অধ্যাপক ও ছাত্রদের প্রাণভবে 'সবিতা' উপহার দেওয়া গেল ; বাকি আমার বাড়ি রয়ে গেল। ভাগ্যকুলের রায়পরিবারের একটি ছেলে উপেন্দ্রনাথ রায় আমাদের সঙ্গে সেন্ট্রাল কলেজে কিছুদিন পড়েছিল। সত্যেন্দ্রনাথ ও আমি তাকে একখানি বই উপহার দিতে গিয়েছিলুম। উপেন্দ্র বই পেয়ে খুব খুশি হল। আর দু'খানি বই আমাদের হাত থেকে নিযে চার আনা দাম দিল। তাকে ধন্যবাদ দিয়ে আমবা চলে এলুম। ১৩ টাকার মধ্যে চাব আনা উশুল হল। সেটা আমার তহবিলে জমা হল ; সে তহবিলে আর কোনোদিন কিছু জমা পড়েনি।...জেনারেল এ্যাসেমব্লি'র রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক বাংলা ভাষার সুলেখক ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদকে সত্যেন্দ্রনাথ একখানা 'সবিতা' উপহার দিয়ে-ছিলেন। একদিন নির্মলের সামনে ক্ষীরোদবাবু সত্যেন্দ্রনাথকে ডেকে বলেছিলেন, 'তোমার কবিতা বেশ লেখা হয়েছে, অভ্যাস কর, ভবিষ্যতে সুকবি হবে।'... 'সবিতা' সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যরচনার প্রথম প্রসূন নয়। এটি তাঁর প্রথম মুদ্রিত কবিতা।" (পূর্বোদ্ধৃত প্রবন্ধ, পৃ. ২০২—০৩)। 'হিতৈষী' পত্রিকায় প্রকাশিত সত্যেন্দ্রনাথের বালক বয়সের রচনার কথা আগে বলা হয়েছে। কিন্তু সে সময়কার লেখা পরবর্তীকালে রক্ষিত হয় নি। 'স্বর্গাদপি গরীযসী' (আষাঢ় ১৩০০) কবিতাটি 'বেণু ও বীণা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হলেও সম্ভবত তা পূর্বে প্রকাশিত হয় নি।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, "ইহার ['সবিতা' প্রকাশের] দুই বৎসর পরে তিনি মাসিক-পত্রে সর্ব্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ কবেন ; সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্যে' (ফাল্গুন ১৩০৮) তাঁহার 'দেখিবে কি' (ভল্টেয়ার হইতে) কবিতাটি মুদ্রিত হয়।" (সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, ১৩৬৪, পৃ. ৬)। 'সাহিত্য' পত্রিকায় ১৩১২ (আষাঢ়), ১৩১৪ (মাঘ, চৈত্র), ১৩১৫ (জ্যৈষ্ঠ, ফাল্গুন), ১৩১৬ (আষাঢ়) সংখ্যায় সত্যেন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতা (প্রধানত অনুবাদ) প্রকাশিত হতে দেখি। কিন্তু অনতিপরে 'সাহিত্য' পত্রিকায় (১৩১৬ সাল থেকেই) রবীন্দ্র-দূষণ প্রাধান্য পাওয়ায়, সত্যেন্দ্রনাথ 'সাহিত্যে' লেখা বন্ধ করেন। 'ভারতী' পত্রিকায় ১৩১৬ সালের আষাঢ় মাস থেকে সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা প্রকাশিত হতে থাকে; এবং ১৩২২ সালে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় 'ভারতী'র সম্পাদনাভার গ্রহণ করার পর সত্যেন্দ্রনাথ 'ভারতী'র নিয়মিত লেখকরূপে পরিগণিত হন। ১৩১৬ সালের আষাঢ় মাস থেকে 'প্রবাসী'তেও লেখা সুরু করেন, এবং তাঁর বেশ-কিছু বিখ্যাত কবিতা, প্রবন্ধ ও অনুবাদ-নাটক 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়। ১৩২১ সালে বৈশাখ মাসে 'সবুজ পত্র' প্রকাশিত হলে প্রথম সংখ্যাতেই সত্যেন্দ্রনাথ লেখেন 'সবুজ পাতার গান', এবং পরে আরও দুটি কবিতা। এছাড়া বিচ্ছিন্নভাবে অন্য দু'একটি পত্রিকায় কখনও লেখা বার হলেও, সত্যেন্দ্রনাথ প্রধানত 'ভারতী' ও 'প্রবাসী'র লেখক।

'সবিতা'র পর সত্যেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় কাব্য 'সন্ধিক্ষণ' (১৯০৫) ; 'সবিতা' ও 'সন্ধিক্ষণ'

পরে যথাক্রমে 'হোমশিখা' (১৯০৭) এবং 'বেণু ও বীণা' (১৯০৬) কাব্যগ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়েছে, স্বতন্ত্রভাবে আর মুদ্রিত হয় নি। কবির জীবিতকালে প্রকাশিত অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ হলো—'তীর্থ-সলিল' (১৯০৮), 'তীর্থরেণু' (১৯১০), 'ফুলের ফসল' (১৯১১), 'কুহু ও কেকা' (১৯১২), 'তুলির লিখন' (১৯১৪), 'মণিমঞ্জুষা' (১৯১৫), 'অভ্র-আবীর' (১৯১৬), এবং 'হসন্তিকা' (১৯১৭)। তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় 'বেলা শেষের গান' (১৯২৩) এবং 'বিদায় আরতি' (১৯২৪)।

সত্যেন্দ্রনাথ মুখ্যত কবি, কাব্যরচনাতেই তাঁর সর্মাধক আগ্রহ। তবে বিভিন্ন সময় তাঁকে গদ্য-রচনাতেও অভিনিবিষ্ট দেখি। তাঁর গদ্যরচনার দুটি ধারা—একটি অনুবাদ, অন্যটি মৌলিক নাটক, প্রবন্ধ ও উপন্যাস। 'জন্মদুঃখী' (১৯১২) উপন্যাস 'নরওয়ের সুবিখ্যাত ঔপন্যাসিক Jonas Lie রচিত Livsslaven নামক উপন্যাসের ইংরাজী অনুবাদ অবলম্বনে' রচিত; 'চীনের ধূপ' (১৯১২) 'চীনদেশের ঋষি ও মনীষীদিগের ভাবসম্পুট'; 'রঙ্গমল্লী' (১৯১৩) গ্রন্থে স্টিফেন ফিলিপ্‌স (আয়ুষ্মতী), মেটারলিংক (দৃষ্টিহারা), চীনা নাটক (সবুজ সমাধি) ও জাপানী নাটকের (নিদিধ্যাসন) অনুবাদ। এছাড়া সত্যেন্দ্রনাথের গ্রন্থাকারে অসংকলিত বেশ-কিছু অনুবাদ নাটক বিভিন্ন পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে, যেমন 'বন্দীদেবতা' ('প্রবাসী', আশ্বিন, ১৩২০), 'শত্রু' ('ভারতী', আশ্বিন ১৩২০), 'রাজা' ('প্রবাসী', আশ্বিন ১৩২২), 'নাথু-সর্দ্দার' ('বিচিত্রা', আশ্বিন ১৩৩৭) প্রভৃতি। সত্যেন্দ্রনাথের মৌলিক গদ্যরচনার মধ্যে 'বারোয়ারি' (১৯২১) উপন্যাসের ২৯—৩২ পরিচ্ছেদ এবং 'ধূপের ধোঁয়ায়' (১৯২৯) নাটিকা উল্লেখযোগ্য। 'প্রবাসী' পত্রিকায় (আষাঢ়-কার্তিক ১৩৩০) তিনি 'ডঙ্কা নিশান' নামে একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখা সুরু করেন, কিন্তু শেষ করে যেতে পারেন নি। সত্যেন্দ্রনাথ স্বনামে ও ছদ্মনামে অনেকগুলি প্রবন্ধ লেখেন, কিন্তু সেগুলি গ্রন্থবদ্ধ হয় নি, যেমন, 'কাব্য ও কবি' ('প্রবাসী', অগ্রহায়ণ ১৩১৬), 'কাংস্য-কণ্ঠ কবি' ('প্রবাসী', পৌষ ১৩১৬), 'নব্য কবিতা' ('ভারতী', মাঘ ১৩১৭), 'সনেট পঞ্চাশৎ' ('ভারতী', শ্রাবণ ১৩২০), 'কোষ্ঠীবিচার' (ভারতী', আষাঢ় ১৩২২), 'সহরে ফাল্গুনী' ('ভারতী', ফাল্গুন ১৩২২), 'যুগোত্তর সাহিত্য' ('ভারতী', পৌষ ১৩২৩) প্রভৃতি। সত্যেন্দ্র-নাথের গদ্যপ্রবন্ধের মধ্যে তাঁর ভাষা-চিন্তার প্রকাশ 'স্বপ্ন-দর্শন' ('প্রবাসী', শ্রাবণ ১৩২৩) এবং ছন্দ-চিন্তার প্রকাশ 'ছন্দ সরস্বতী' ('ভারতী', বৈশাখ (১৩২৫) অত্যন্ত মূল্যবান রচনা। 'ছন্দ-সরস্বতী' কয়েক বছর আগে প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে (অলোক রায় সম্পাদিত, ১৩৭৪ ; ৭৯ পৃষ্ঠা)।

সুরেশচন্দ্র রায় 'লিপিকার সত্যেন্দ্রনাথ' নামে দুটি রচনায় ('প্রবাসী', অগ্রহায়ণ ১৩৪৯ ; এবং শ্রাবণ ১৩৫৬) সত্যেন্দ্রনাথের অনেকগুলি চিঠি প্রকাশ করেন। 'বিশ্বভারতী পত্রিকায়' (বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৭) প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথকে লেখা সত্যেন্দ্রনাথের চারটি চিঠির কথা আগেই বলা হয়েছে। 'বিশ্বভারতী পত্রিকায়' (মাঘ-চৈত্র ১৩৫৪) সতীশচন্দ্র রায়কে লেখা সত্যেন্দ্রনাথের কয়েকটি চিঠি পাওয়া যাবে। বিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'কবি সত্যেন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী' গ্রন্থের দুই খণ্ডে (১৯৭১, ১৯৭৩) আরও কয়েকটি নতুন চিঠি মুদ্রিত হয়েছে।

সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর এম. সি সরকার অ্যান্ড সন্স লিমিটেড থেকে কবির দুটি কাব্য-সংকলন প্রকাশিত হয়—'কাব্যসঞ্চয়ন' (১৯৩০) এবং 'সত্যেন্দ্রনাথের শিশু-কবিতা' (১৯৪৫)। বিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত দুই খণ্ড 'কবি সত্যেন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী'র কথা বলা হয়েছে। অসিত-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত চার খণ্ডে 'সত্যেন্দ্র রচনাবলী' (১৯৭৪—১৯৮১) সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে।

বন্ধুসঙ্গ। সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন অত্যন্ত গম্ভীর শান্তপ্রকৃতির মানুষ। সুকুমার বসু জানিয়েছেন, 'এ'র একটি আশ্চর্য স্বভাব ছিল এই যে, বন্ধুমহলের বাইরে তিনি একেবারে মুখ খুলতেন না। একদম চুপ। বহরমপুরে একবার কোনো সাহিত্যসম্মিলনে যোগ দিয়ে তিনি ট্রেনে যে ইন্টার-মিডিয়েট ক্লাসের কামরায় ফিরছিলেন—কৃষ্ণনগর থেকে আমি সেই কামরায় উঠি। বেশ ভিড় ছিল, তাছাড়া সাহিত্যিকরা অনেকে ছিলেন, তাঁর বিশেষ বন্ধু চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তাঁর পাশেই

বসে। তাঁদের উভয়ের সংগেই আমার পরিচয় ছিল, চারুবাবুর ইঙ্গিতেই আমি তাঁদের গাড়িতে গিয়ে উঠি। দেখলাম, সাহিত্যিকেরা হৈ হৈ করতে করতে চলেছেন, কিন্তু কলকাতা পর্যন্ত পেঁৗছনোর তিন ঘণ্টা যাত্রার মধ্যে তিনি ভুলেও একবার একটা কথাও উচ্চারণ করেন নি, তাঁর পাশে উপবিষ্ট চারুচন্দ্রের সংগেও না।'—('বিচিত্র-পর্ব : স্মৃতিকথা', বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৯, পৃ. ৪৪৩)। আসলে সত্যেন্দ্রনাথ নিজেকে বাইরে মেলে ধরতে চাইতেন না। চারুচন্দ্র তাঁর ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ছিলেন, কিন্তু দীর্ঘদিন তাঁরও মনে হতো সত্যেন্দ্রনাথ বুঝি তাঁকে সেভাবে ভালোবাসেন না। কালীচরণ মিত্র চারুচন্দ্রকে বলেছিলেন, 'বাহ্যপ্রকাশ তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ, তবে স্নেহের অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার অভাব নাই। প্রকাশের প্রয়োজন দেখা দিলে এ বিচার যথার্থ তা ধরা পড়িবে।'—(সাহিত্যিক চারুচন্দ্র', বিচিত্রা, পৌষ ১৩৪৫, পৃ. ৮২২)। চাবুচন্দ্রের সংগে সত্যেন্দ্রনাথেব সুনিবিড় বন্ধুত্ব পরবর্তীকালে জনশ্রুতি রচনা করেছে। বন্ধু ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে লেখা পত্রগুলির মধ্যেও সত্যেন্দ্রনাথের সহৃদযতা, কোমলতা ও হৃদযেব উত্তাপ প্রকাশ পেয়েছে।

সত্যেন্দ্রনাথের আত্মপ্রচারবিমুখ, নীরব, অন্তর্মুখী স্বভাব তাঁকে তবুণ লেখকদের মধ্যে কিছুটা স্বাতন্ত্র্য দিয়েছিল। প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন, 'তাঁব মতো মিতভাষী লোক আমাদের এই বাচাল জাতির মধ্যে খুব অল্পই দেখা যায়। আমি নিজে তাঁকে কখনো তর্কে যোগ দিতে দেখিনি, যদিচ তাঁব সুমুখে কখনো কখনো আমরা মহাউত্তেজিতভাবে তর্ক করেছি। তাঁর মুখাকৃতি ও সংযত ব্যবহারের ভিতব থেকে তাঁর চরিত্রের সরলতা ও উদারতা স্বতঃপ্রকাশিত হয়ে পড়ত।' ('সত্যেন্দ্রনাথ', সবুজ পত্র, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় ১৩২৯, পৃ. ৬৩০)।

কিন্তু বন্ধুসংগ তিনি উপভোগ করতেন। তাই সেকালের বিভিন্ন পত্রিকার লেখকগোষ্ঠীব আড্ডায বা আসরে তাঁকে দেখা যেত। 'মানসী' (ফাল্গুন ১৩১৫) পত্রিকাব অন্যতম সম্পাদক যতীন্দ্রমোহন বাগচীর আহ্বানে 'মানসী' পত্রিকায সত্যেন্দ্রনাথ শুধু লিখতেনই না, পত্রিকার কার্যালয়ে (২/৫, চৌরঙ্গী) যে সাহিত্য বৈঠক বসতো তাতেও অংশ গ্রহণ করতেন। সৌরীন্দ্র-মোহন মুখোপাধ্যায জানিয়েছেন, "১৯১৯ সালে আমবা, রবীন্দ্র-ভক্তেব দল, একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত করি। সমিতির নামকরণ করেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত—রবিমণ্ডলী। মণ্ডলীর সভ্য চারু-চন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ, মণিলাল, আমি, অসিতকুমাব হালদার, হেমেন্দ্রকুমার রায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, নবেন্দ্র দেব, সুধীর রায়চৌধুরী প্রভৃতি। রবিমণ্ডলীর প্রথম আসর বসে সত্যেন্দ্রনাথের গৃহে—সে আসবে তিনি পড়ে শোনান তাঁর লেখা অপরূপ নাটিকা 'ধূপের ধোঁয়ায়'।"—(রবীন্দ্র-স্মৃতি, পৃ. ১৯৫)।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বব মাসে 'মনডে ক্লাবে'ব (মণ্ডা ক্লাব বলতেন কেউ কেউ) সূচনা। সুকুমাব রায ছিলেন প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। এখানে অন্যদের সংগে সত্যেন্দ্রনাথকেও দেখা গেছে। (দ্র. প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, 'আমাদেব মনডে ক্লাব', "যুগান্তর", ১৪ই জুলাই ১৯৬৩)। রবীন্দ্রনাথের 'আমাদের শান্তিনিকেতন' গানের প্যারডিকল্প একটি গান লেখেন সত্যেন্দ্রনাথ,—

আমাদের শান্তিনিকেতন
—আরে না—তা না, আমাদের
Monday সম্মিলন!
আমাদের হল্লাবই কুপন!
তার উড়ো চিঠির তাড়া
আমাদের ঘোরায় পাড়া পাড়া
কভু পশুশালে হাসপাতালে আজব আমন্ত্রণ!

* * * *

আমাদের মন-ডে সম্মিলন
হা রে রে আমাদের মনডে সম্মিলন
চারুবাবুর দধি কারু ঘোলের নদী
জংলি ভায়ার সরবতেতে মন মাতালে নিরবধি!

প্রায় একই সময়ে জোড়াসাঁকোয় 'বিচিত্রা'র আসরে সত্যেন্দ্রনাথ যোগ দেন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "এই সময়ে [১৯১৫] ঘটনার দিক থেকে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'বিচিত্রা' ক্লাব-গঠন। গগনেন্দ্রনাথদের বিরাট পারিবারিক লাইব্রেরী উঠে এল 'বিচিত্রা-ভবনে'র এক-তলায়। উপরের হলঘরে ক্লাবের মজলিশ, সভা, অভিনয় হত। দেখতে দেখতে কলিকাতার শিক্ষিত সমাজের বহু লোক এর সদস্য হলেন—তাঁদের আকর্ষণ রবীন্দ্রনাথের মজলিশ ও আধুনিক সাহিত্যের টাটকা বই—যা আর কোথাও সহজে পাওয়া যেত না।' (রবীন্দ্রজীবনকথা, ১৯৬৭, পৃ. ১৪৫)। সত্যেন্দ্রনাথ বিচিত্রার আসরে ১৩২৪ সালের ১৫ই ফাল্গুন 'বাংলাছন্দ' নামে একটি প্রবন্ধ পড়েন, যেটি ১৩২৫ সালে বৈশাখ মাসে 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

শেষ-জীবনে সত্যেন্দ্রনাথ যোগ দেন হেদুয়ার সাঁতারের ক্লাবে। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ৩রা মার্চ সেন্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের প্রতিষ্ঠা। বামাপদ বসু 'সেন্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের জন্মবিবরণ' দেওয়ার সময় লিখেছেন, "যে-পুকুরে স্নান করা নিষিদ্ধ ছিল তাতে সাঁতারের পোষাক-পরা এতগুলো লোককে জলে নেমে হুল্লোড় করতে দেখে দর্শকের ভিড় জমে গেল। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ছাতা মাথায় দিয়ে পুকুরের চারদিকে বেড়াতেন। এটা তাঁর নিত্যকর্মের মধ্যে ছিল। তিনি এই সাঁতার দেওয়া দেখে মহা উৎসাহে খবর নিলেন। তার পরদিনই মেম্বার হয়ে ক্লাবে যোগ দিলেন। ধরে আনলেন তাঁর অভিন্নহৃদয় সুহৃদ সাহিত্যিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে. ক্রমশ এলেন প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, হারীতকৃষ্ণ দেব, বিদ্যাসাগর কলেজের কেমিস্ট্রীর অধ্যাপক শ্যামলাল মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্র-নাথও এসেছিলেন।. চারুবাবু ছিলেন আমাদের ভিতর সবার বয়োজ্যেষ্ঠ। তিনি বেশ সাঁতার জানতেন। নিয়মিতভাবে এসে সাঁতার দিতেন তিনি। সত্যেন্দ্রবাবুর এ-বিদ্যা জানা ছিল না, কিন্তু যেদিন প্রথম জলে নাবলেন সেইদিনই সাঁতার কাটতে পেরেছিলেন। চোখের দোষের জন্য তিনি চশমা ব্যবহার করতেন। তাঁর একটা অমূলক আশঙ্কা ছিল যে পাছে সাঁতার দেওয়ার প্রবল উদ্যমে সেই দোষ বেড়ে যায়। তাই তিনি জলে নাবতেন না। কিন্তু প্রতিদিন সাঁতারের সময় উপস্থিত থাকতেন। পরে যখন ক্লাবের একটা ছোট Tent করতে পারা গিয়েছিল, তখন সন্ধ্যায় সেখানে একটা সাহিত্যিক আসর জমাতেন। সাঁতার আর আমাদের ক্লাব নিয়ে তিনটে কবিতা লিখেছিলেন।" (*Central Swimming Club : Golden Jubilee Year, 40th Annual Water Sports, 1966*)। সেন্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের ইতিহাস থেকে জানা যায়, ১৯২১ খৃষ্টাব্দে সাঁতারের উৎসব ও প্রতিযোগিতার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। সেকালের সাঁতারুদের সঙ্গে তাঁর প্রাণের যোগ ছিল। পূর্বোদ্ধৃত স্মারক পুস্তিকায় লেখা হয়েছে, "প্রাণচঞ্চল কবির কাছে ছন্দতরঙ্গ আর জলতরঙ্গ এক হয়ে গিয়েছিল। আমাদের সমিতি নিয়ে যে গানটি তিনি লিখে গেছেন তার ভেতরেই রয়েছে তাঁর সন্তরণ প্রেম ও এই সমিতি প্রীতির পূর্ণ পরিচয়। দিনের পর দিন তিনি তাঁবুতে এসে বসেছেন, জলে নেমেছেন, গল্প করেছেন, সাহিত্যের মজলিশ জমিয়েছেন। কবিতা লিখেছেন, হুজুগ করেছেন সাঁতারুদের নিয়ে। এই সন্তরণ-সমিতির মধ্যমণি সত্যেন্দ্রনাথের টানে কত জ্ঞানী গুণী যে এখানে আসতেন। রবীন্দ্রকালীন কবিদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথই ছিলেন সবচেয়ে বিশিষ্ট, যিনি রবিরশ্মিতেও ম্লান হয়ে যাননি। অথচ এই তাঁবুর ভেতর বসলেই তিনি অন্য মানুষ। দরদী হাস্য-আলাপী। বসে গেলেন চা নিয়ে, তখনকার দিনের বিখ্যাত নিক্কা সিং-এর সিঙ্গাড়া খেতে-খেতে ত ঐ চমৎকার গানটির সেই কলিটি লিখেছিলেন, 'নিত্য মোদের চিত্ত মাতে নিক্কা সিং-এর সিঙ্গাড়াতে।' "

ভ্রমণের পরিধি। সত্যেন্দ্রনাথ শৈশব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের বড়ো অংশ কাটান কলিকাতায়। বালক বয়সে পিতার সঙ্গে কয়েকবার দেওঘর ও মধুপুর বেড়াতে গেছেন। তবে কলিকাতার আশেপাশে গ্রামগঞ্জের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'এই রকমে সত্যেন্দ্রের সঙ্গে আমার যে ঘনিষ্ঠতা ঘটে তা বৃদ্ধি হয় দুজনেরই টো টো করার স্বভাব থেকে; আমরা দুজনে দুপুর বেলা বেরিয়ে পড়তাম বেড়াতে—চিড়িয়াখানা, যাদুঘর, বোটানিকেল

গার্ডেন, পরেশনাথ মন্দির, বায়স্কোপ, ফেরি-স্টীমারে উত্তরে শিবপুর ও দক্ষিণে রাজগঞ্জ আমাদের ভ্রমণপর্যায়ের অন্তর্গত ছিল। বারো মাসের তেরো পার্বণ উপলক্ষে কলিকাতার কোন্ পাড়ায় কবে কোথায় মেলা হয় সত্যেন্দ্রর সব জানা ছিল ও দেখারও সখ ছিল।' ('সত্যেন্দ্র পরিচয়', "প্রবাসী", শ্রাবণ ১৩২৯, পৃ. ৫৮৪)।

সুকুমার বসুর পূর্বোদ্ধৃত প্রবন্ধ থেকে সত্যেন্দ্রনাথের বহরমপুরে যাওয়ার কথা জেনেছি। বোলপুরেও তিনি একাধিকবার গেছেন, রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর শান্তিনিকেতনে যাওয়ার কথা রবীন্দ্রজীবনীতে উল্লিখিত হয়েছে। দূর-ভ্রমণ বলতে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কাশ্মীরযাত্রা।

দার্জিলিঙের নিসর্গপ্রকৃতি ও আবহাওয়া সত্যেন্দ্রনাথের খুবই প্রিয় ছিল। মনে হচ্ছে তিনি বারবার দার্জিলিঙ গেছেন, তার মধ্যে ১৯০৮, ১৯১৮ ও ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর দার্জিলিঙে অবস্থানের কথা জানা যায়। সাধারণত তিনি লুইস জুবিলি স্যানিটোরিয়ামে উঠতেন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে ওখানে স্থানাভাব ঘটায় এক ডাক্তারখানায় উঠেছিলেন। শান্তি পাল পূর্বোদ্ধৃত প্রবন্ধে লিখেছেন, 'সত্যেন্দ্রনাথ দার্জিলিঙ-এ বসিয়া নানা ফুলের উপর অনেক কবিতা লিখেন। ইহার ভিতর অনেকগুলি অপ্রকাশিত বলিয়া মনে হয়। সুধীরকুমারের পুরাতন পুঁথিপত্র ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে এই টুকরো কবিতাগুলি পাওয়া যায়।' ('কবি সত্যেন্দ্রনাথ', পৃ. ১৯৫)। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একবার স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য উত্তরভারতে জৌনপুর, অযোধ্যা, ফয়জাবাদ, এলাহাবাদ প্রভৃতি বেড়াতে যান। গাজিপুর থেকে অতুলপ্রসাদ সেনকে কবিতায় লেখা চিঠি ছাপা হয়েছে। চক্ষু চিকিৎসার জন্য তিনি অমৃতসরেও গিয়েছিলেন।

শেষজীবন ও মৃত্যু। সত্যেন্দ্রনাথের শরীর কখনোই তেমন ভালো ছিল না। বিশেষভাবে, তিনি ক্রমে দৃষ্টিশক্তি হারাচ্ছিলেন। চোখে সব সময় কালো চশমা ব্যবহার করতেন। অন্ধতার ভয় তাঁকে গ্রাস করলেও তাঁর সাহিত্যজীবন ব্যাহত হয় নি। শেষের দিকে মুখে মুখে তিনি বলে যেতেন, অন্য কেউ লিখে নিতেন।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে জুন মাসের গোড়ার দিকে বন্ধুদের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ হুগলী জেলার জিরেট-বালাগড়ে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে বেড়াতে গেলেন। সেখানে তিনি সদ্যলেখা 'জ্যৈষ্ঠীমধু' ('ভারতী', আষাঢ় ১৩২৯) কবিতাটি পড়ে শোনান।

কলিকাতায় ফিরে তিনি জ্বর ও পৃষ্ঠব্রণে আক্রান্ত হন। এই রোগেই ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে জুন প্রত্যূষ আড়াইটের সময় (১৩২৯ সালের ১০ই আষাঢ় রাত্রি আড়াইটে) তাঁর মৃত্যু হয়। বন্ধু প্রেমাঙ্কুর আতর্থী কবির শেষকৃত্যের বর্ণনা করেছেন,

.."শব নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হচ্ছে এমন সময় ওঁদের বাড়ি থেকে নির্দেশ এলো—ওঁদের পরিবারের শব কাশী মিত্তিরের ঘাটে সৎকার করা হয়। অতএব সত্যেন্দ্রের শবও কাশী মিত্তিরের ঘাটে নিয়ে যাওয়া হলো।

"শ্মশানে শব পৌঁছিয়েই আমি আর চারু [রায] ছুটলাম মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে খবর দিতে। সেখানে মণিলালের কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়ে ট্যাক্সী করে নিউ মার্কেটে গিয়ে ফুল কিনে নিয়ে শ্মশানে ফিরলুম। তারপর মনের মত করে ফুল দিয়ে আমরা খাট সাজালুম। চারু কোথা থেকে কিছু চন্দন জোগাড় করে নিয়ে এসে মুখে কপালে ফোঁটা দিয়ে দিলে। ঐ শ্মশানে শোভাবাজার রাজবাড়ির মৃতদেহ সৎকারের জন্য খানিকটা বিশেষ জায়গা নির্দিষ্ট করে রাখা আছে। সত্যেন্দ্রনাথের বাড়ির যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা বললেন—ওঁর পিতার দেহ ঐ জায়গায় সৎকার করা হয়েছিল। অতএব ওঁর দেহ ওইখানেই দাহ করা কর্তব্য।

"কিন্তু শ্মশান-কর্তৃপক্ষ রাজবাড়ির অনুমতি ব্যতিক্রমে সেখানে অন্য কোন দেহ সৎকার করতে দেবে না। তখনই আমাদের ও সত্যেন্দ্রনাথের বন্ধু হারীতকৃষ্ণ দেবকে খবর দেওয়া হল। হারীতের অনুমতিক্রমে আর কোন বাধাই রইল না।

"শ্মশানে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এসেছিলেন। গগনবাবু বার বার বলতে

লাগলেন—একটা লোকের মত লোক—একটা মরদ-বাচ্চা চলে গেল।" ('সত্যেন্দ্রনাথ : শেষের কয়েকটি দিন', অমৃত, ২০ কার্তিক ১৩৭১, পৃ. ১৫)।

শোকসভা। সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর নানা স্থানে 'সত্যেন্দ্র-স্মৃতিপূজা'র আয়োজন করা হয়। তার মধ্যে কয়েকটি সভার কথা বলা হচ্ছে।

১. ভবানীপুর মিত্র ইনস্টিটিউশন গৃহে ভবানীপুর-সাহিত্য-সমিতি আয়োজিত সভা, ১লা জুলাই ১৯২২।

২. সেন্ট্রাল কলেজ প্রাঙ্গণে 'দি নিউ জুভিনাইল লাইব্রেরীর সভাপতি কবিবর সত্যেন্দ্রনাথ দত্তে'র স্মৃতিপূজা, ১লা জুলাই ১৯২২।

৩ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে 'পরলোকগত সুকবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের জন্য শোকপ্রকাশার্থ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একটি বিশেষ অধিবেশন', ১২ই জুলাই ১৯২২। সভাপতি প্রমথ চৌধুরী।

সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য, রামমোহন লাইব্রেরী হল্‌-এ ১১ই জুলাই ১৯২২ মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত 'শ্রদ্ধা-সভা'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সংবাদপত্রে সভার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হয়,—

"গতকল্য রামমোহন লাইব্রেরীতে স্বর্গীয় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের শ্রাদ্ধ (?)-সভার অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় কবির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য এত অধিক লোক সমবেত হইয়াছিল যে, সেই সুপ্রশস্ত 'হলে'ও স্থান সঙ্কুলান হয় নাই। বহু লোক স্থানাভাবে বাহিরে দাঁড়াইয়াছিলেন। সভাস্থলে অনেক মহিলাও উপস্থিত ছিলেন। বাঙ্গালী যে তাহাদের কবির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে জানে, এই দৃশ্য দেখিয়া সত্যই হৃদয় পুলকিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বর্গীয় কবির সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। সত্যেন্দ্র-শিষ্য তরুণ কবি কাজি নজরুল ইসলাম 'সত্যেন্দ্রনাথ' শীর্ষক স্বরচিত একটি কবিতা আবৃত্তি করেন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় স্বর্গীয় কবির মৃত্যুতে মনে এত আঘাত পাইয়াছেন যে, স্বর্গীয় কবির কথা বলিবার সময় তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। তিনি বলিলেন, সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে কবি হিসাবে তাঁহার যে সম্বন্ধ, তাহা অপেক্ষা অন্তরতম বন্ধু সম্বন্ধই নিবিড়তর ছিল। সভা করিয়া সত্যেন্দ্রনাথের জন্য শোকপ্রকাশ করা তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে তিনি ঠিক আত্মীয় বিয়োগ ব্যথাই অনুভব করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে, বাঙ্গলা ভাষা ও ছন্দের উপর তাঁহার যে আধিপত্য ছিল, তাহা একমাত্র রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই তুলনা হইতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলিলেন—'আমি মুক্তকণ্ঠে এবং কিছুমাত্র বিনয় প্রকাশ না করিয়া বলিতেছি যে, বাঙ্গলা ভাষা ও ছন্দের উপর সত্যেন্দ্রনাথের যে অসামান্য অধিকার ছিল, তাহা আর কাহারও সঙ্গেই তুলনীয় নহে।'

"শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সত্যেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে যে অপূর্ব্ব কবিতা পাঠ করেন, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

বর্ষার নবীন মেঘ এল ধরণীর পূর্ব্বদ্বারে...।"

'সত্যেন্দ্র-স্মৃতি-পূজা', আনন্দবাজার পত্রিকা, ১২ই জুলাই ১৯২২)

'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত' নামে রবীন্দ্রনাথের এই দীর্ঘ কবিতাটি প্রথমে 'প্রবাসী' (শ্রাবণ ১৩২৯) পত্রিকায় ও পরে 'পূরবী' (১৩৩২) কাব্যগ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে।

শোক সভায় রবীন্দ্রনাথের ভাষণের বিবরণ আর একটি পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত করছি—

.."সত্যেন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধার অঞ্জলি দিতে উঠিয়া রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠ অশ্রুতে রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, সত্যেন্দ্রের কথায় রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'সত্যেন্দ্র কবির চেয়েও মানুষ হিসাবেই আমার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। কোনো কবিতা লিখিয়া সত্যেন্দ্রকে না শুনাইতে পারিলে আমার কেমন অভাব বোধ হইত, সত্যেন্দ্র আমার কবিতা ভাল বলিলে ভাল লাগিত। আজ সত্যেন্দ্র আমার বহু পরে

আসিয়াও অগ্রে অনিন্দিত নন্দনের রাজ্যে চলিয়া গেলেন—সত্য সুন্দরের সাক্ষাৎ পাইলেন, দৃষ্টির আড়াল তাঁহার খসিয়া গেল, আর আমি এখানে পড়িয়া রহিলাম। আশা আছে নন্দনরাজ্যেও সত্যেন্দ্র আমাকে তাহার মধুর সরল হাসি দিয়াই অভ্যর্থনা করিবে। সত্যেন্দ্রের ছন্দে অসাধারণ অধিকার ছিল। তেমন অধিকার আমি কোনো কবির দেখি নাই। আমার চেয়ে ছন্দের লীলা দেখাইতে তিনি বেশী দক্ষ ছিলেন। একথা বলিতে অনেকে সঙ্কোচ বোধ করিয়াছেন, কিন্তু আমি অকুণ্ঠিত চিত্তে বলিতে পারি, সত্যেন্দ্র এ বিষয়ে আমার চেয়ে ঢের দক্ষ ছিল'।"—('কবি সত্যেন্দ্রনাথ', বাসন্তী, ৬ শ্রাবণ ১৩২৯, পৃ. ৫৪—৫৫)।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত : কবি ও কাব্য

মাত্র চল্লিশ বছর আয়ু নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ এসেছিলেন এই পৃথিবীতে। বাল্য-কৈশোরের অল্প কিছু রচনা বাদ দিলে তাঁর কবি-জীবনের পরিধি মাত্র পনেরো বছর। মৃত্যুর পরে প্রকাশিত দুটি কাব্যগ্রন্থসহ তাঁর কবিতার বই বারোটি,—পত্রিকাতে প্রকাশিত অসংকলিত রচনা আছে অনেক। পনেরো বছরের হিসাবে সৃষ্টির পরিমাণ নিতান্ত কম নয়। এবং এই সৃষ্টি বিষয়ের অভিনবত্বে ও প্রসাধনকলার পরীক্ষানিরীক্ষায় এত বিচিত্রমুখী যে প্রথাগত কাব্যের শ্রেণীনির্দেশ সেখানে অসম্ভব ও অন্যায়। সমালোচক সহজ-সমাধানের পথ খোঁজেন, ফলে দেখা দেয় অবিচারের সম্ভাবনা।

সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রযুগের কবি। ১৯০০ থেকে ১৯২২ সাল রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কাব্যরচনাব কাল। বাংলা কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ছিল সে সময়ে অপ্রতিরোধ্য। সত্যেন্দ্রনাথ শুধু রবীন্দ্র-যুগের কবি নন, তিনি রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য 'তরুণ বন্ধু', রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা অপরিসীম। সত্যেন্দ্রকাব্যে তাই রবীন্দ্রপ্রভাব প্রত্যাশিত। গবেষকেরা প্রচুর পরিশ্রমে প্রভাব-নির্দেশে অনেক সময় ও পাতা ব্যয় করেছেন। প্রেম ও প্রকৃতি, স্বদেশ ও বিশ্ব, অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ যেমন রবীন্দ্রকাব্যের বিষয়, তেমনি সত্যেন্দ্রকাব্যেরও অবলম্বন। আধুনিক গীতিকবিতার ভাষা ও ছন্দ রবীন্দ্রনাথেরই সৃষ্টি, সেখানেও অনুসরণ প্রায অনিবার্য। সর্বোপরি রোমান্টিক কবিতার অভিঘাত, হয়তো রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দিয়ে, একালের কবিদের রচনাতেও ধরা পড়বে। কিন্তু তাই বলে কোনো কবিই অন্য কবির প্রতিধ্বনি নন, অন্তত যথার্থ কবি কখনো স্বাতন্ত্র্য হারান না। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার পরিচয় নেওয়া এবং দেওয়াব সময় তাঁব স্বকীয়তার সন্ধানই সমালোচকের কাজ।

অবশ্য এমন কথাও একালে কেউ কেউ বলেছেন, সত্যেন্দ্রনাথ যেমন বড়ো কবি নন, তেমনি ছোট কবিও নন—তিনি 'অকবি'। কালান্তরে কাব্যরুচির পরিবর্তন ঘটে, বিশেষত গত তিরিশ-চল্লিশ বছরে বাংলা কবিতার বিষয ও কবি-ভাষার এমন পরিবর্তন ঘটেছে যে শতাব্দীর প্রথম পাদের কবিতা আজকের দিনে অনেকের কাছে অরুচিকর। রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা সম্বন্ধেও একালের পাঠক আর উৎসাহবোধ করেন না। কিন্তু কোনো রচনা পড়তে ভালো-লাগা বা না-লাগা সাহিত্যবিচারের একমাত্র মাপকাঠি হতে পারে না।

জনরুচির সঙ্গে জনপ্রিয়তার যোগ আছে। অনেক সময় দেখা যায় কোনো কবির রচনা সম্বন্ধে পাঠকের সাময়িক উচ্ছ্বাস অনতিপরে তাঁর সম্বন্ধে বীতস্পৃহা এনে দেয়। টেনিসনের কথা বাদ দিলেও ওয়ার্ডসওয়ার্থ বা শেলী সম্বন্ধে একালের অনাগ্রহ কিন্তু তাঁদের কাব্যবিচারের একমাত্র মানদণ্ড হতে পারে না। সত্যেন্দ্রনাথ একসময় অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন, এখন তারই প্রতিক্রিয়ায় তীব্রতর অপ্রিয়তা। কিন্তু তাঁর কবিতার মূল্যনির্ধারণ এই খ্যাতি-অখ্যাতির সাময়িক উত্তেজনার উপর নির্ভর করে না।

সত্যেন্দ্রনাথ 'কবি' নন, এমন কথা অবশ্য সকলে বলেন না। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের কবি-স্বভাবের পরিচয় দিতে গিয়ে বিশেষ একধরনের কবিতার উপরই বেশি জোর দেন, যেখানে তাঁর দুর্বলতা বা সীমাবদ্ধতা। শিশুসুলভ কৌতূহল বা উচ্ছলতা, লঘুচপল কাল্পনিকতা, তথ্যসংগ্রহে আগ্রহ, সাময়িক উত্তেজনা—সবই আছে তাঁর কবিতায়, কিন্তু এগুলি তাঁর কবিতার প্রধান বা একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। একই ধরনের কবিতা যদি কবি লিখতেন তাহলে আলোচনার সুবিধা হতো ; কিন্তু কাব্যের বিষয় বা কবির মনোভঙ্গি, কবিতার শৈলী বা ভাবপ্রেরণা ফরমায়েশী ব্যাপার নয়। পায়রার খোপে ভরতে না পারলে আলোচক অসুবিধা বোধ করতে পারেন, কিন্তু আলোচকের সুবিধার দিকে তাকিয়ে কবি কবিতা লেখেন না।

সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা উনিশ শতকী কাব্যধারার অনুসরণ নয়, আবার রাবীন্দ্রিক কাব্যাদর্শে পরিপোষিত নয়। সত্যেন্দ্রনাথ বাংলা ও ইংরাজী সব ধরনের কবিতার সঙ্গেই পরিচিত ছিলেন।

রোমান্টিক কবিতার প্রতি তাঁর বিশেষ পক্ষপাত ছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও রবীন্দ্র-কাব্যাদর্শ গ্রহণে তাঁর আগ্রহও লক্ষণীয়। কিন্তু তাঁর কবিতার একটা বড়ো অংশ অরাবীন্দ্রিক। অনেক সময় মনে করা হয়েছে রবীন্দ্রানুকরণে এ হলো কবির ব্যর্থতা। কিন্তু কবিমন ও কাব্য-রচনার পদ্ধতি এত সরল ও একমুখী নয়। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যে তাঁর স্ববিরোধ ও তিক্ত-দ্বিধা প্রচ্ছন্ন থাকে নি।

অন্য দিকে বিশ শতকের রবীন্দ্রযুগেই রবীন্দ্রেতর একটি স্বতন্ত্র কাব্যধারা প্রথম থেকে খুব স্পষ্ট। দেবেন্দ্রনাথ সেনের গার্হস্থ্যরসের সনেটকল্প রচনা, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গদ্যঘেঁষা তথ্যনিষ্ঠ বা ব্যঙ্গ রচনা, প্রমথ চৌধুরীর গদ্যের কলমে লেখা পদ্য আমাদের অন্যধরনের কবিতার স্বাদ দেয়। এর সঙ্গে আছে তথাকথিত 'পল্লীকবি' নামে খ্যাত বা অখ্যাত শিক্ষিত কবিদের গ্রাম্যভাষা তথা মুখের ভাষা ব্যবহারের প্রয়াস। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় তাই একই সঙ্গে গাঢ়তা ও উচ্ছলতা, প্রসাধনকলা ও স্বতঃস্ফূর্ততা লক্ষ্য করা যাবে। মননাতিরেক-হৃদয়বিরলতা এবং শিশুসুলভ কৌতূহল-ভাববিলাস—হয়তো এই দুয়ের মিলনসাধন অসাধ্য, কিন্তু অন্যভাবে দেখলে বৈদগ্ধ্য ও লোকায়ত চেতনাকে মেলাবার চেষ্টা আধুনিক কবিতাতেও বিশেষভাবে চোখে পড়বে।

সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর (১০ আষাঢ় ১৩২৯) কয়েকমাস পরে 'কল্লোল' পত্রিকার প্রকাশ (বৈশাখ ১৩৩০)। সচরাচর 'কল্লোলে'র কাল থেকে আমরা আধুনিক কবিতার জন্ম ধরে থাকি। এমনও মনে করা হয়ে থাকে, সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যু একটি যুগের অবসানসূচক, 'কল্লোলে'র প্রকাশ নতুন যুগের সূচনা-দ্যোতক। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ আর কয়েক বছর বেঁচে থাকলে হয়তো তাঁকে তরুণ কবিদের পুরোধারূপে দেখা যেত। 'কল্লোল'-'কালিকলম'-'প্রগতি' অন্তত সে সময় সত্যেন্দ্রনাথকে অপাঙ্‌ক্তেয় বিবেচনা করে নি, সেখানে শুধু সত্যেন্দ্র-প্রশস্তি প্রকাশিত হয় নি, তরুণ কবিরা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সত্যেন্দ্রনাথকে অনুসরণও করেছেন। মোহিতলাল, যতীন্দ্রনাথ, নজরুল—যাঁদের আমরা আধুনিক কবিতার পথিকৃৎ বলি, তাঁদের রচনাতেও কখনও শোনা যাবে সত্যেন্দ্রনাথের প্রতিধ্বনি। ইতিহাস বা পুরাকাহিনীর নবজন্মদানে বা নিসর্গপ্রকৃতির চিত্ররূপময় বর্ণনায় মোহিতলাল থেকে জীবনানন্দ অনেকেই সত্যেন্দ্রধারার কবি। সুকুমার সেন মোহিতলালের অনেকগুলি কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাব দেখিয়েছেন। আবার সত্যেন্দ্রনাথের কোনো কবিতা বা কাব্যাংশ পড়ার সময় যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতার কথা মনে পড়ে—

> এতদিন যাবে
> করেছি অস্বীকার !—
> আত্মীয় আত্মার !
>
> এলে কি গো তুমি
> এলে কি আমার চিতে ?
> পূজা যে করে নি
> বৈকালী তার নিতে ?   (বৈকালী)

আধুনিক কবিতায় আমরা যে সমাজচেতনার কথা বলি, নজরুল ইসলামের কবিতায় যে 'সাম্যবাদী' চিন্তাচেতনা বা 'সর্বহারা'র বন্দনার পরিচয় পাই, তার পূর্বাভাস নিশ্চয় পাওয়া যাবে সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায়। 'হোমশিখা'তেই স্থান পেয়েছে 'সাম্যসাম' বা 'বেণু ও বীণা'য় 'দেবতার স্থান'-এর মতো কবিতা। রবীন্দ্রনাথের 'পুনশ্চ' কাব্যের অন্তর্গত 'শুচি', 'প্রথম পূজা' প্রভৃতি কবিতার সঙ্গে 'নাভাজীর স্বপ্ন' বা 'দেবতার স্থান'-এর যোগ অস্পষ্ট নয় যদিও সত্যেন্দ্রনাথ কবিতাগুলি লিখেছেন অনেকদিন আগে। 'সাম্যসাম' বা 'কুস্থানাদপি' নিশ্চয় নজরুল পড়েছিলেন—'সাম্যসাম' বা 'বারাঙ্গনা' কবিতায় তার ছায়া পড়েছে। সত্যেন্দ্রনাথের 'ধর্মঘট' কবিতায় গরুর গাড়ির গাড়োয়ান বাদলরাম হালওয়াইর সংকল্পবদ্ধ তেজ ও আত্মত্যাগের বর্ণনা হয়তো সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম যুগের কবিতা মনে করিয়ে দেবে। বিশ শতকের প্রথম কুড়ি বছরের রাজনৈতিক আন্দোলনও সত্যেন্দ্রনাথকে

যেভাবে অভিভূত ও উদ্বুদ্ধ করেছে, তা সেকালে খুব প্রত্যাশিত ছিল না। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন থেকে সুরু করে বিপ্লবীদের আত্মোৎসর্গ, অসহযোগ আন্দোলন থেকে চরকার ডাক শুধু খবর হিসাবে সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় স্থান পায় নি, তার সঙ্গে কবির একাত্মতা কবিতায় স্পষ্ট হয়েছে। হয়তো চল্লিশের দশকে রাজনৈতিক কবিতার জন্ম যত আকস্মিক ভাবা হয় তত আকস্মিক নয়। সত্যেন্দ্রনাথের সমাজচেতনা বা রাষ্ট্রচেতনা উনিশ শতকের মানবতাবাদের উত্তরাধিকার হতে পারে, কিন্তু তিনি যে শুধু 'নীলপরী'-'সবুজপরী'র কবি নন, তা বুঝে নেওয়ার দরকার আছে। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতাকে 'সাময়িক' ছাপ দিয়ে কখনো দূরে সরিয়ে রাখা হয়, কিন্তু 'চিরন্তনে'র আদর্শ যে তাঁর কিছু স্বতন্ত্র জাতের, তা অস্বীকার কবতে পারি না। 'কবিতা' সম্বন্ধে তাঁর ধারণায় অন্তত ছুঁৎমার্গের ছোঁওয়া লাগে নি। কলাকৈবল্যবাদী কাব্যবিচার কাব্যবিচারের শেষ কথা নয়।

আধুনিক কবিরা তাই সম্ভবত একসময় তাঁর সঙ্গে সহজ আত্মীয়তা-সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। নজরুল বা প্রেমেন্দ্র, জীবনানন্দ বা বুদ্ধদেব শুধু একদা সত্যেন্দ্রনাথের ভাষা-ছন্দের মায়ায় মুগ্ধ হয়েছিলেন, তাই নয়, সত্যেন্দ্রনাথের কবিত্বও তাঁদের মুগ্ধ করেছিল। জীবনানন্দও 'সাময়িক' বিষয় নিয়ে কবিতা লিখেছেন, আর বুদ্ধদেব অন্যভাবে নীলপরী-সবুজপবীর আকর্ষণ অনুভব কবেছেন। হেমন্তের পল্লীবাংলা বা বাববার সিন্ধুশকুনের উল্লেখ, 'উগ্রমদ্যসম রৌদ্রে'র মতো উপমা সত্যেন্দ্রনাথের কাছ থেকে হয়তো জীবনানন্দ পান নি, কিন্তু এখানে অন্তত সত্যেন্দ্রনাথও রবীন্দ্রানুসরণ করেন নি।

আর শব্দ ব্যবহার, যা আমাদের বারে বারে চমকে দেয়। তৎসম শব্দের নতুন অর্থদ্যোতনা, আরবী-ফারসী শব্দের স্বচ্ছন্দ ব্যবহার, সর্বোপরি দেশজ শব্দকে কবিতায় স্থান দেওয়া—সত্যেন্দ্রনাথের শুধু কৃতিত্ব নয়, পববর্তী বাংলা কাব্যে স্থাযী প্রভাব বলা যেতে পারে। 'গদ্যরীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেক দূর বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব' এই বিশ্বাস থেকে জন্ম নিল রবীন্দ্রনাথেব 'পুনশ্চ', কিন্তু সেখানেও রাবীন্দ্রিক কাব্যসংস্কাব লঙ্ঘিত হয নি। সত্যেন্দ্রনাথ ববীন্দ্রনাথের অনুবোধে 'গদ্যকাব্য' লেখেন নি, তার অনেক কাবণেব মধ্যে একটি হতে পারে, কাব্যের অধিকার বাড়াবাব জন্য তিনি 'গদ্যবীতিতে কাব্য' লেখার প্রয়োজন অনুভব করেন নি। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন গদ্যকবিতার 'চলন নদীব ঘাট থেকে আরম্ভ করে রান্নাঘর বাসরঘর পর্যন্ত। তার জন্যে মাল-মশলা বাছাই করে বিশেষ ঠাট্ বানাতে হয না।' সত্যেন্দ্রনাথ পদ্যকবিতাতেই সেই 'চলন' এনেছেন, ব্যবহার কবেছেন এমন সব শব্দ যা সে সময 'কাব্যের অধিকার'ভুক্ত ছিল না। নদীর ঘাট থেকে রান্নাঘর বাসবঘব পর্যন্ত যাতাযাতের প্রয়োজনে সত্যেন্দ্রনাথ ব্যবহাব করেন এইসব শব্দ—আদুল গায়ে, পাটায় বসে ঢুলছে মুদি, মট্‌কা থেকে, দিচ্ছে চালে পোয়ালগুছি, ন্যাংটা খোকা মাথায পুঁটে, ফ্যানসা ভাতে, টোকার টোপব মাথায় দিয়ে নিড়েন হাতে কে ওই মাঠে, লাগবে উছটু, বাঁশের চুঙি পাতার ঠুঙি আনুরে ধব্ পেতে, উল্‌সে ওঠে মনটা, কোলকুঁজো বাশ, ঝড়ে হানা ডাঁটো ফজলী সে।

'নানা দেশের, বিভিন্ন যুগের, বিচিত্র কবিতার পদ্যানুবাদে' সত্যেন্দ্রনাথের বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে। উনিশ শতকে অনেক বাঙালী লেখক অনুবাদকর্মে আত্মনিয়োগ করেন, কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোনো সার্থক কবি এত বেশি সংখ্যক কবিতার এত সার্থক অনুবাদ করেন নি। 'তীর্থসলিল'-এর ভূমিকায তিনি জানিয়েছেন, 'বিশ্বমানবের নানা বেশ, নানা মূর্ত্তি ও নানাভাবের সহিত পরিচয় সাধনই এই গ্রন্থপ্রচারের প্রধান উদ্দেশ্য। আমার জ্ঞান ও শক্তিতে যতটুকু সম্ভব তাহা করিলাম, আশাকরি ভবিষ্যতে যোগ্যতর জনের সাধনাবলে সমগ্র বিশ্বের ভাব-সম্পদ বাঙ্গালী সাধারণের আরো একান্তরূপে আপনার হইয়া উঠিবে।' বিশ্বের সঙ্গে বাঙালীর পরিচয়-সাধনের ইচ্ছা —এর মধ্যে কতটা বিশ্বাত্মবোধ ও কতটা স্বাজাত্যবোধ কাজ করেছে তা বলা কঠিন। 'আমার কণ্ঠে গাহিছে আজিকে জগতের যত কবি।/আমার তুলিতে আঁকিছে তাদের দুঃখ সুখের ছবি।/শত বিচিত্র সুর,/আজি একত্রে বিহরে হরষে অখণ্ড সুমধুর!'—এর মধ্যে কবির অস্মিতাবোধও কাজ করতে পারে ; বিশ্বের সব কবিকে জানার ও জানাবার ইচ্ছা। হয়তো এইজন্যই তিনি রবীন্দ্রনাথকে লেখেন—"যখন 'তীর্থসলিল' ও 'তীর্থরেণু'র জন্যে নানা দেশের কবির কবিতা সংগ্রহ ও অনুবাদ করছিলুম তখন ভেবেছিলুম, যে, আপনার রচিত যদি কোনো ইংরাজী কি সংস্কৃত কবিতা পাই তা' হ'লে সেটিকে

অনুবাদ ক'রে আমার বিশ্বকবিসভা উজ্জ্বল ক'রে তুলি। কিন্তু, তার কোনো সন্ধান না পাওয়ায় আমার সেই মানসী কবি-সভায় একটি উচ্চতম আসনই শূন্য ফেলে রাখতে হ'ল। সেই অবধি মনটা ক্ষুণ্ণ এবং বইটায় খুঁৎ থেকে গেছে। এবারে আপনি ইংরেজীতে অনেক বই লিখেছেন এবং লিখছেন ; এই সময়ে যদি মৌলিক কবিতা,—অন্তত Whitman-এর ধরনের গদ্য-কবিতা,—বাংলায় না লিখে একেবারে ইংরেজীতে লেখা হ'যে পড়ে, তবে সে লেখাটি যেন আমি একবার দেখতে পাই। তা'হলে আমার অনেকদিনের সাধ পূর্ণ করতে পারি।" সত্যেন্দ্রনাথের 'সাধ' পূর্ণ হয়েছিল, কিন্তু তাঁর এই আকুলতা কারো কাছে কিছুটা ছেলেমানুষি মনে হতে পারে। কিন্তু সেই সঙ্গে মনে হবে কাফ্রি কবি ডানবার অথবা সমসাময়িক রুশ লেখক গোর্কির কবিতার সঙ্গে বাঙালী পাঠকের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার প্রয়াস ; আধুনিকতম রচনার সঙ্গে যোগ ও তাকে গ্রহণ করার এই ক্ষমতা খুব কম জনের মধ্যেই দেখা গেছে।

সত্যেন্দ্রনাথ অবশ্য নিজে পদ্যানুবাদের সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। 'তীর্থসলিল' কাব্য-গ্রন্থের শেষে তিনি জানিয়েছেন—'আমাবে মার্জ্জনা কর, হে কবি-সমাজ !/—এতক্ষণ গাহিলাম যাহাদের গান,—/ভুল যদি ঘটে থাকে ক্ষমা কর, আজ/বিদাযেব অশ্রুজলে হোক অবসান/আমার সকল ত্রুটি। ভালবাসি ব'লে,—/চেয়েছিনু বাড়াইতে তোমাদের যশ,—/গিয়েছিনু ছড়াইতে নব নব দলে/তোমাদের অন্তরের চিব নব রস ;—/আনন্দের আত্মীযতা কবিতে স্থাপন,—/লঙ্ঘিযা সকল বাধা,—ভাষা, কাল, দেশ,/বর্ণ, জাতি, পাঁতি, কুল ;—ছিল এ মনন ;/নাহি জানি কি করিতে করিনু কি শেষ।' সত্যেন্দ্র-নাথেব অনুবাদ-কবিতাব ত্রুটিবিচ্যুতি নিযে অনেকে সবিস্তাবে আলোচনা করেছেন : হরপ্রসাদ মিত্র 'তাঁর বহুশ্রুত অনুবাদ-দক্ষতাব অন্তর্নিহিত দোষেব কথাটুকু' একাধিকবাব বলেছেন, কারণ সত্যেন্দ্র-নাথেব 'বেশিব ভাগ অনুবাদেবই সাধারণ ত্রুটি এই অসতর্কতায! বড়ো ত্বরাগ্রস্ত তিনি!'—(কবিতার বিচিত্র কথা, ১৯৫৭, পৃ. ৩৩৫—৩৬)। তিনটি কাব্যগ্রন্থে পাঁচশোব বেশি কবিতা যিনি অনুবাদ করেছেন, তাঁর সব রচনা সমান উৎকৃষ্ট হবে এমন আশা করা যায না। কিন্তু কবির নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা, ভাষাজ্ঞান ও কাব্যবোধ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করলে বোধহয তাঁর প্রতি অবিচার করা হয়। ববীন্দ্রনাথ যখন লেখেন, 'মূলেব রস কোনোমতেই অনুবাদে ঠিকমতো সঞ্চার করা যায না, কিন্তু তোমাব এই লেখাগুলি মূলকে বৃন্তস্বরূপ আশ্রয় করিয়া স্বকীয় রসসৌন্দর্যে ফুটিযা উঠিয়াছে—আমাব বিশ্বাস কাব্যানুবাদেব বিশেষ গৌরবই তাই—তাহা একই কালে অনুবাদ ও নূতন কাব্য।' অথবা 'তোমাব এই অনুবাদগুলি যেন জন্মান্তর প্রাপ্তি—আত্মা এক দেহ হইতে অন্য দেহে সঞ্চারিত হইয়াছে—ইহা শিল্পকার্য নহে, ইহা সৃষ্টিকার্য।' তখন নিতান্ত অত্যুচ্ছ্বাস প্রকাশ পায নি—অনুবাদের যথার্থ মূল্যবিচাব ঘটেছে বলে মনে করি।

সত্যেন্দ্রনাথ একাধিক ভাষা জানতেন, আমরা অধিকাংশ জন সংস্কৃত ও ইংরাজী ছাড়া আর কোনো ভাষা জানি না। সুধাকর চট্টোপাধ্যায ফারসী কবিতার অনুবাদে সত্যেন্দ্রনাথেব কৃতিত্ব অনেকগুলি দৃষ্টান্তের সাহায্যে দেখিযেছেন, এবং সিদ্ধান্ত কবেছেন, 'সত্যেন্দ্রনাথ যেখানে সমস্ত মনপ্রাণ দিযে কবিতার বিষযবস্তু ও ছন্দের সঙ্গে এক হযে যেতে পেরেছেন সেখানে তাঁর কবিতা কেবল অনুকৃতি হয় নি, হযেছে মূলানুগ অথচ মৌলিকত্বে সমুজ্জ্বল রসরুচিরা হ্লাদৈকময়ী নির্মিতি।' নাবাযণ গঙ্গোপাধ্যায় কযেকটি ইংবাজী কবিতা, ও বিশেষভাবে ফবাসী কবিতাব অনুবাদে সত্যেন্দ্রনাথেব সাফল্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ কবেছেন : দেখিযেছেন বোদল্যারের Harmonie Du Soir-এর একাধিক বাংলা অনুবাদেব মধ্যে 'আদি অনুবাদক সত্যেন্দ্রনাথ এখানে আজও অনুত্তীর্ণ।' এবং সিদ্ধান্ত করেছেন 'বহুমুখী বিচিত্র কবিতাব অনুবাদে সত্যেন্দ্রনাথ অদ্বিতীয। কোথাও তাঁর অনুবাদ কৌতূহলে প্রাণহীন, কখনো মানস-সাযুজ্যে অভিনব শিল্পসৃষ্টি—সেখানে তিনি মৌলিক রচয়িতার সমতুল কীর্তিমান। চমৎকার লাগবে তাঁব চিত্রধর্মী কবিতার অনুবাদগুলো—যেমন মিস্ত্রালের। খুব ভালো করেছেন দেশ-বিদেশের জাতীয সঙ্গীতের রূপান্তর। এই সব পড়তে পড়তে আমরা দূরদূরান্তের সমুদ্র-স্পর্শ পাই। সব মিলে তাঁর অনুবাদ-প্রয়াস বাংলা সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ।' ('সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ-প্রসঙ্গে', "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয বাংলা সাহিত্য পত্রিকা", প্রথম বর্ষ ১৯৬৭—৬৮, পৃ. ১৬৭)।

মার্কিন কবি রেক্সফোর্ডের একটি ছোট কবিতার অনুবাদ সকলে প্রশংসা করেছেন, কিন্তু মূল কবিতার সঙ্গে কেউ মিলিয়ে দেখেছেন বলে মনে হয় না। রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের [অনূদিত] একটি কবিতার বিদেশী মূল' (রবীন্দ্র ভারতী পত্রিকা, সপ্তদশ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা, কার্তিক-পৌষ ১৩৮৬, পৃ. ৪৬—৪৭) প্রবন্ধে জানিয়েছেন, রেক্সফোর্ডের কবিতাটির নাম ছিল 'An Oversight of Make-up'; "কবিতাটিতে মোট পাঁচটি স্তবক ছিল, সত্যেন্দ্রনাথ শুধু তার শেষ স্তবকটি অনুবাদ করেছেন—

Dear God,—The baby you brought us
Is awful nice and sweet;
But 'cause you forgot his toofies,
The poor little thing can't eat,
That's why I'm writing this letter,
A-purpose to let you know.
Please come and finish the baby.
That's all. From Little Flo"

ছোট্ট মেয়ে ফ্লো সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় 'বড় খোকাবাবু'তে রূপান্তরিত। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন 'একই কালে অনুবাদ ও নূতন কাব্য', তার সুন্দর দৃষ্টান্ত সত্যেন্দ্রনাথের 'চিঠি'—

"প্রণাম শত কোটি,
ঠাকুর! যে খোকাটি
পাঠিয়ে দেছ তুমি মাকে,
সকলি ভাল তার;—
কেবল—কাঁদে, আর,
দাঁত তো দাও নাই তাকে!
পারে না খেতে, তাই,
আমার ছোট ভাই,
পাঠিয়ে দিয়ো দাঁত, বাপু!
জানাতে এ কথাটি
লিখিতে হ'ল চিঠি।
ইতি। শ্রী বড় খোকাবাবু।"

এইভাবে মূলের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদগুলি মিলিয়ে পড়লে অধিকাংশ সময় তার উপভোগ্যতা বাড়বে বই কমবে না।

সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন 'সত্যেন্দ্রের ছন্দে অসাধারণ অধিকার ছিল। তেমন অধিকার আমি কোনো কবির দেখি নাই। আমার চেয়ে ছন্দের লীলা দেখাইতে তিনি বেশী দক্ষ ছিলেন।' তখন স্নেহাতিশয্যে তিনি অতিশয়োক্তির আশ্রয় নিয়েছিলেন মনে হতে পারে। কিন্তু তাই বলে সত্যেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বসুর সিদ্ধান্তও মেনে নেওয়া যায় না, "কথাটা এই যে, ভালো কবি না-হ'লে ভালো ছন্দও লেখা যায় না; যিনি যত বড়ো কবি কলাকৌশলেও তত বড়োই অধিকার তাঁর; আর যিনি শুধু ছন্দ লেখেন, আর সেইজন্য 'ছন্দোরাজ' আখ্যা পেয়ে থাকেন, তাঁর কাছে—শেষ পর্যন্ত—ছন্দ বিষয়েও শেখবার কিছু থাকে না।"—('রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক', সাহিত্যচর্চা, ১৩৬৮, পৃ. ১১৫)। আসলে কবিতার বিচারে ছন্দকে আলাদাভাবে দেখার প্রবণতাই বিপজ্জনক; সত্যেন্দ্রনাথ কখনো ছন্দের দৃষ্টান্ত রচনা করেছেন (যেমন 'ছন্দসরস্বতী'তে), কিন্তু সেগুলি সম্বন্ধে আমাদের আগ্রহ অল্প; সত্যেন্দ্রনাথ যেখানে 'কবিতা' লিখেছেন সেখানে ছন্দ আপনা থেকে এসেছে, অন্তত আসা উচিত। হয়তো সত্যেন্দ্রনাথ নিজেই অনেক সময় ভুল

প্রত্যাশা জাগিয়ে তোলেন, যেখানে মনে হয় 'ছন্দের লীলা' দেখানো তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য। কবিতার সঙ্গে জাপানি বা চৈনিক, গ্রীক বা ফরাসী, ইংরাজী বা গুজরাতি ছন্দের নামোল্লেখ শুধু অবান্তর নয় রীতিমতো বিভ্রান্তিকর। অনুবাদ-কবিতায় হয়তো 'মূলের ছন্দ' রক্ষা করার আকুলতা বোঝা যায়, কিন্তু ছন্দের ফরমাসে কবিতা লেখার কথা ভাবলেই আমাদের মনে আপত্তিবোধ জেগে ওঠে।

মুশকিল হয়েছে, সত্যেন্দ্রনাথ শুধু কবি ছিলেন না, ছান্দসিকের মতো ছন্দ নিয়ে ভেবেছেন, পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন। হয়তো সেখানে তাঁর সাফল্যও স্বীকার্য, বিশেষভাবে বাংলায় সংস্কৃত-ছন্দের ব্যবহারে। এক সময়ে হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বরের সাহায্যে সংস্কৃত লঘু-গুরু উচ্চারণবৈশিষ্ট্যকে ধরার চেষ্টা হতো, কিন্তু বাংলার স্বাভাবিক উচ্চারণে হ্রস্বস্বর ও দীর্ঘস্বরের উচ্চারণভেদ নেই। সত্যেন্দ্রনাথ তাই স্বরান্ত ও হলন্ত অক্ষরের সাহায্যে লঘু-গুরু মাত্রাভেদ আনলেন, এবং মন্দাক্রান্তা, পঞ্চচামর, মালিনী, রুচিরা, শার্দূল বিক্রীড়িত, তোটক প্রভৃতি ছন্দের মাত্রাবিন্যাস বাংলা কবিতায় আনা সম্ভব তা দেখালেন। শঙ্খ ঘোষের কাছে মনে হয়েছে, "সত্যেন্দ্রনাথের এই সংস্কৃত ছন্দ-চর্চায় যে প্রভূত শক্তির পরিচয় মেলে, তা যথেষ্ট অভিনন্দন পেয়েছে কিনা সন্দেহ। 'ছন্দের জাদুকর' এই নামের পতাকা নিয়ে প্রমত্ততার প্রদর্শনী আমরা দেখেছি, কিন্তু যেখানে তাঁর যথার্থ শক্তির প্রকাশ সে-সম্পর্কে সাধুবাদ তুলনায় কম দেখতে পাই। এতে হয়তো সত্যেন্দ্রনাথের মহিমাই প্রমাণিত হয় যে মন্দাক্রান্তার জটিল ক্রম (– – – –,⏑⏑⏑⏑⏑–,–⏑– –⏑– –) মেনে নিয়ে তিনি যে কবিতা লিখলেন, তার রচনাসূত্র চোখে পড়ল অল্প লোকেরই। অর্থাৎ যে ভঙ্গি তাঁর ছন্দের মূল ভঙ্গি তাকে তিনি আত্মসাৎ ক'রে প্রায় গোপন করতে পেরেছেন, এখানে তিনি জয়ী।" (ছন্দের বারান্দা, ১৩৮২, পৃ. ১৫—১৬)। অবশ্য সংস্কৃত ছন্দের ব্যবহারে সত্যেন্দ্রনাথের কৃতিত্ব ছান্দসিকেরা সকলে মানতে পারেন নি ; প্রবোধচন্দ্র সেন মনে করেন, "সংস্কৃত মালিনী ও মন্দাক্রান্তা ছন্দের শেষ যতিবিভাগের ধ্বনিসমাবেশপ্রণালী অবিকল এক। কবি সত্যেন্দ্রনাথ এটা ধরতে পারেন নি। তাঁর 'কুহু ও কেকা' কাব্যের 'রিক্তা' কবিতাটি রচিত মালিনী ছন্দে আর 'যক্ষের নিবেদন' রচিত মন্দাক্রান্তা ছন্দে। কিন্তু প্রথমটির প্রতি পঙ্‌ক্তির শেষাংশের ধ্বনিসমাবেশপ্রণালী আগাগোড়া এক রকম (–⏑–,–⏑– – যেমন 'শূন্যময় স্বর্ণপিঞ্জর'), আর দ্বিতীয়টির সম্পূর্ণ অন্য রকম (–⏑,– – ⏑– – যেমন 'কই গো কই মেঘ, উদয় হও')। ফলে দুটি রচনারই শেষাংশ একঘেয়ে হয়ে উঠেছে। যদি পঙ্‌ক্তির শেষভাগের ধ্বনিসমাবেশে একই প্রণালী অনুসৃত না হয়ে বিভিন্ন প্রণালী অনুসৃত হত, তা হলে ছন্দ একঘেয়ে লাগত না, বৈচিত্র্য ফুটে উঠত। সত্যেন্দ্রনাথের অনুবর্তীরা সকলেই মন্দাক্রান্তার শেষাংশকে 'যক্ষের নিবেদন'-এর ছাঁচে ঢালাই করেছেন। ফলে কারও রচনাই এ ত্রুটি থেকে মুক্ত হতে পারে নি।"—(ভারতাত্মা কবি কালিদাস, ১৩৭৯, পৃ. ৪৫—৪৬)। কিন্তু আমরা যখন জানি 'বাংলা মন্দাক্রান্তা সংস্কৃতের ন্যায় উদাত্ত-গম্ভীর ধ্বনিগৌরবের অধিকারী হতে পারবে না, যেমন ইংরেজি পারে না গ্রীক ও লাটিন ছন্দের ধ্বনিসম্পদের অধিকারী হতে, তার কারণ, দুই ভাষার অলঙ্ঘনীয় প্রকৃতিগত ব্যবধান' তখন এই চেষ্টা শেষ পর্যন্ত অনেকটাই নিরর্থক মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ ছন্দ নিয়ে আলোচনাকালে কখনো সংস্কৃত বা ইংরাজী ছন্দের অনুরূপ বাংলা পদ্য লেখার চেষ্টা করলেও, এ সম্বন্ধে তাঁর যথার্থ আগ্রহ ছিল এমন প্রমাণ নেই। একালে বাঙালী কবিদের মধ্যে কেউই (বুদ্ধদেব বসুর 'মেঘদূতে'র অনুবাদ বা বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরীক্ষানিরীক্ষা বাদে) আর সংস্কৃত ছন্দ নিয়ে ভাবেন না, কারণ বাংলা কবিতা বাংলা ভাষার ধ্বনিসম্পদকেই গ্রহণ করবে (সেইসঙ্গে বাংলা কবিতার নিজস্ব যতি-বিভাগের কথা ভুললে চলবে না)।

তবে সত্যেন্দ্রনাথের প্রয়াসপ্রযত্ন ব্যর্থ হয়েছে এ কথা বলা যায় না। বাংলা মাত্রাবৃত্ত ছন্দে পর্বগঠনের বৈচিত্র্য সত্যেন্দ্রকাব্যে যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে তার উপভোগ্যতা কম নয়।—

যাও ভাই একবার মুছাতে আঁখি তার, প্রাণ বাঁচাও মেঘ! সদয় হও ;
'বিদ্যুৎ-বিচ্ছেদ জীবনে যা ঘটুক' বন্ধু! বন্ধুর আশিস্ লও।

এখন বিভায় মহামহিমায় আকাশ ভরা,
শরৎ এখন করিছে শাসন বিপুল ধরা ;

আগম নিগম গোপন তোমার
কখন কী ভাব—বোঝায় কে সেই ?
এসেই—'অয়ম্ অহম্ ভো'—এই
বলেই তফাৎ রোষের বেশেই !

বৃষ্টির স্রোত
কবে বিশ্বলোপ ;
নিয়েছে খোপ—
নিশ্চুপ কপোত
নিশ্চপল ;
পর্জ্জন্যের
চলে শূন্যে রথ,—
ধ্বনি মহৎ,
নির্জ্জন নীপের
কুঞ্জতল।

যদিও মাত্রাবৃত্ত ছন্দ সত্যেন্দ্রনাথকে একসময় বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল, কিন্তু স্বরবৃত্ত ছন্দ ছিল তাঁর বেশি প্রিয়। 'ছন্দসরস্বতী'তে একে বলেছেন 'বাংলা ভাষার প্রাণ পাখি।' এই থেকেই তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছে 'চারের ঘরানা' ও 'পাঁচের ঘরানা'কে মেলানো যায় কি না—একই কবিতায় এসেছে 'পিউ কাঁহা' এবং মধ্যচপলা 'মিশ্র পার্বিকা'—

পান বিনা ঠোঁট রাঙা
চোখ কালো ভোম্‌রা
রূপশালি ধান ভানা
রূপ দেখ তোমরা।

হাড় বেরুনো খেজুরগুলো
ডাইনি যেন ঝামর-চুলো
নাচতেছিল সন্ধ্যাগমে,
লোক দেখে কি থম্‌কে গেল ?
জমজমাটে জাঁকিয়ে ক্রমে
রাত্রি এল ! রাত্রি এল !

এইখানে সত্যেন্দ্রনাথের নিজস্বতা ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, এই পথে অগ্রসর হয়েই তাঁর কবিতায় 'অক্ষর সংগীতের সূক্ষ্মতর শ্রুতিগুলি পর্যন্ত ধরা পড়েছে, ছন্দের সংগীত মঞ্জুশ্রী লাভ করেছে।'

গ্রন্থ পরিচয়

সবিতা। সত্যেন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যগ্রন্থ সহপাঠী বন্ধু সৌরীন্দ্রমোহন মজুমদারের অর্থানুকূল্যে ও উদ্যোগে প্রকাশিত হয়। সৌরীন্দ্রমোহন 'সবিতা' কাব্যটি ছাপার ইতিহাস সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন,

"সেই সময়ে কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে স্টার থিয়েটারের দক্ষিণ পার্শ্বে, যেখানে এখন কলিকাতা কর্পোরেশন ১নং ডিস্ট্রিক্ট আপিসের বাড়ি হয়েছে, সেইখানে খোলার ঘরে নিউটন প্রেস নামে একটা ছাপাখানা ছিল। সেখানে দুজনে গেলুম। ম্যানেজারকে পাণ্ডুলিপি দেখিয়ে বই করতে কত খরচ পড়ে জিজ্ঞাসা করায় তিনি ভেবেচিন্তে বললেন, '১৬ পেজী ফর্মা করতে হবে। কত পাউণ্ডের কাগজ দেবে? মলাটের কাগজ কি রকম হবে?' কিছুই জানি না। আমরা বললুম, 'ভাল করে বই করে দিতে হবে।' তিনি সব খতিয়ে যা বললেন, সে তো ১৩৲ টাকার ঢের বেশি। আমরা বললুম, '১৩৲ টাকার মধ্যে করে দিতে হবে।' তিনি বললেন, 'তাহলে কাগজ পাতলা হবে, আর মলাটের কাগজ সুদৃশ্য হবে না।' তাতেই রাজি! তিনি বললেন, 'পাণ্ডুলিপির অর্ধেকটা, আর ৫৲ টাকা বায়না কাল দিয়ে যাবে।' তথাস্তু! বাড়ি ফেরবার সময়ে সত্যেন্দ্রনাথ বললেন, 'তোর এ টাকা আমি শোধ করে দেব, তবে দিতে দেরি হবে।' সে কথায় কান না দিয়ে আমি বললুম, 'punctuation (বিরামচিহ্ন সন্নিবেশ) ঠিক করে দিতে হবে।' সত্যেন্দ্রনাথ বললেন, 'তাছাড়া একটা preface-ও (মুখবন্ধ) লিখে দিতে হবে।' ঠিক হ'ল রাত্রে সত্যেন্দ্রনাথ preface লিখবেন ও পরদিন দুপুর-বেলা আমাদের বাড়ি বসে punctuation ঠিক করে দেবেন।

"পরদিন সময়মতো preface নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ এলেন।...আর একটা জিনিস এনেছিলেন। একটি দ্বিপঙ্‌ক্তি সংস্কৃত শ্লোক। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'এটা কি?' তিনি বললেন, 'এটা গায়ত্রী মন্ত্র। আমার গৃহশিক্ষকমহাশয়ের নিকট হতে পেয়েছিলুম। তিনি এর অর্থও বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।' অপ্রাসঙ্গিক হবে না বলে তার মানেটা আমাকে সত্যেন্দ্রনাথ বুঝিয়ে দিয়ে উপযুক্ত-স্থানে সংযোগ করলেন। punctuation ঠিক করে অর্ধেকটা পাণ্ডুলিপি ও ৫৲ টাকা ছাপাখানায় দেওয়া হল। 'দুদিন পরে প্রুফ পাওয়া যাবে।' ম্যানেজার বলে দিলেন।

"সময়মতো প্রুফ পাওয়া গেল। দুজনেই প্রুফ সংশোধন করতে অনভিজ্ঞ। ম্যানেজার বললেন, প্রুফ সংশোধন করা তাঁর কাজ নয়; সেটা লেখককে করে দিতে হবে। আমার মনে হ'ল Webster Dictionary'র শেষ ভাগে প্রুফ সংশোধনের নমুনা দেওয়া আছে। বাড়ি এসে Webster Dictionary খুলে দেখা গেল, অনুমান ঠিক, নমুনা আছে। সেই নমুনা ধরে দু'জনে খুব বুদ্ধি খরচ করে প্রুফ সংশোধন করলুম। পরদিন ম্যানেজারকে দিতে তিনি দেখে বললেন 'ঠিক হয়েছে।' কি আনন্দ! অন্যের বিনা সাহায্যে প্রুফ সংশোধন করা শিখেছি, বাহারে আমরা! ফাইন্যাল প্রুফ হয়ে গেল ম্যানেজার বললেন, 'প্রকাশক বলে একজন বইওয়ালার নাম দিতে হবে।'

"আর এক নম্বর বিপদ। দুজনে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দোকানে গেলুম। প্রবীণ গুরুদাসবাবু দোকানের বাইরে বেঞ্চে বসে গড়গড়ায় তামাক টানছিলেন। ভক্তিভরে দুজনে তাঁকে প্রণাম করলুম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি চাও বাপু?' আমরা final proof-খানা বার করে বললুম, 'একখানা কবিতার বই ছাপানো হয়েছে। তাতে আপনার নাম পাবলিশার বলে ছাপাবার অনুমতি চাইতে এসেছি।' কাগজগুলো নেড়েচেড়ে তিনি বললেন, 'এ ছাপিয়ে কি হবে বাপু? কে পড়বে? বৃথা পয়সা নষ্ট।' কোনো উত্তর দিলুম না, চুপ করে আমরা দাঁড়িয়ে রইলুম। তিনি অন্য লোকের সঙ্গে কথা আরম্ভ করে দিলেন। অনেকক্ষণ পরে অবকাশ পেয়ে আমরা বললুম,

'আপনি অনুমতি না দিলে আমাদের বইখানা ছাপা হবে না।' শেষে রাজি হয়ে বলে দিলেন, 'ছাপাখানাব দেনাশোধের রসিদখানা আমাকে দেখিয়ে যেও। বই ছাপা হলে ১০ খানা বই আমাকে দিও, তার বেশি নয়। বাজে বই বাখবাব জায়গা আমার দোকানে নেই।'—দ্রুতপদে ম্যানেজারকে এসে শুভসংবাদ দিলুম এবং বাকি টাকা জমা দিয়ে রসিদ নিলুম।

"৭/৮ দিন পবে বই পাওয়া গেল। বোধহয় ৩০০ খানা। বইয়ের বোঝা আমার বাড়িতে এল। ছাপাখানার দেনাশোধেব বসিদ গুরুদাসবাবুকে দেখিয়ে ১০ খানা বই দিলুম। তিনি একজন কর্মচারীকে ডেকে বলে দিলেন, নূতন যে ক্যাটালগ তৈরি হবে, তাতে এই বইখানার নাম বসিয়ে দিও, লিখে নাও। কর্মচাবী একখানা খাতায় বইয়েব নামেব ঘবে 'সবিতা' লিখলেন। গ্রন্থকাব বা সম্পাদকের ঘর পূরণের সময়ে সত্যেন্দ্রনাথ বলে দিলেন, 'ঐ ঘবে সৌরীন্দ্রমোহন মজুমদার লিখুন।' তিনি কোনো প্রশ্ন না কবে তাই লিখলেন। দোকান থেকে বেব হয়ে আমি জিজ্ঞাসা কবলুম, 'আমাব নাম কেন লেখালি?' উত্তবে তিনি বললেন, 'গুরুদাসেব ক্যাটালগ বাবাব ও মামার হাতে পড়ে। তাঁবা আমাব নাম দেখলে আমাকে সন্দেহ কবতে পাবেন।'

"দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক অনেক পত্রিকাতে 'সবিতা' পাঠিয়ে দেওয়া হল, কিন্তু কেউই তাব সমালোচনা করে আমাদেব আনন্দবর্ধন কবে নি। অদৃষ্ট! ছুটিব সময়ে যেসব বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তাদেব এক একখানা উপহার দেওয়া হল, বাকি, কলেজ খুললে বিতরণের জন্য বেখে দেওয়া হল।

"কলেজ খুললে সেন্ট্রাল কলেজ ও জেনাবেল এ্যাসেমব্লি'র শিক্ষক, অধ্যাপক ও ছাত্রদের প্রাণভবে 'সবিতা' উপহাব দেওযা গেল, বাকি আমাব বাড়ি রযে গেল। ভাগ্যকুলেব রাযপবিবারেব একটি ছেলে উপেন্দ্রনাথ বায আমাদেব সঙ্গে সেন্ট্রাল কলেজে কিছুদিন পড়েছিল। সত্যেন্দ্রনাথ ও আমি তাকে একখানি বই উপহাব দিতে গিয়েছিলুম। উপেন্দ্র বই পেয়ে খুব খুশি হল। আর দু'খানি বই আমাদেব হাত থেকে নিয়ে চাব আনা দাম দিল। তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা চলে এলুম। ১৩ টাকার মধ্যে চাব আনা উশুল হল। সেটা আমাব তহবিলে জমা হল, সে তহবিলে আর কোনোদিন কিছু জমা পড়ে নি।

"এই লেখাটাব কিযদংশ বন্ধুবব নির্মলকে সম্প্রতি শুনিয়েছিলুম। নির্মল বললেন, জেনারেল এ্যাসেমব্লিব বসাযনশাস্ত্রের অধ্যাপক বাংলাভাষাব সুলেখক ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদকে সত্যেন্দ্রনাথ একখানি 'সবিতা' উপহার দিয়েছিলেন। একদিন নির্মলের সামনে ক্ষীরোদবাবু সত্যেন্দ্রনাথকে ডেকে বলেছিলেন, 'তোমার কবিতা বেশ লেখা হয়েছে, অভ্যাস কর, ভবিষ্যতে সুকবি হবে।'—আত্মপ্রশংসা সত্যেন্দ্রনাথের প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। তাই ক্ষীরোদবাবুর প্রশংসাবাক্য আমার নিকট জ্ঞাপন করেন নি।" ('ছাত্রজীবনে কবি সত্যেন্দ্রনাথ', শারদীয় দেশ, ১৩৮৯, পৃ ২০১—২০২)।

'সবিতা' কাব্যগ্রন্থেব আখ্যানপত্র—

সবিতা/(কাব্য।)/শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-প্রণীত।/"For I doubt not through the ages one increasing purpose runs,/And the thoughts of men are widened by the process of the Suns."/Tennyson./কলিকাতা,/২০১ নং কর্ণওযালিস ষ্ট্রীট,/বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে/শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায কর্তৃক প্রকাশিত।/১৯০০।/মূল্য ।৴৹ দুই আনা।

মুদ্রকের পবিচয—Calcutta./Printed by Srimanta Roy Chowdhury,/Newton Press,/79/3/2/3, Cornwalis Street 1900.

নিবেদন

'সবিতা' প্রকাশিত হইল। ইহা একখানি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের কাব্য। কবি নবীন—'সবিতা' তাঁহার প্রথম উদ্যম। তবে এই প্রথম উদ্যমের ফল কেমন হইয়াছে তাহার বিচারভার আমাদের নহে, সুধীগণের ও সাধারণের।

সূচনা

প্রাচ্যের বৈদিক ঋষি এবং প্রতীচ্যের বৈজ্ঞানিক উভয়েব চক্ষেই সবিতা জ্ঞানের আধার—প্রাণের আধার। এত উৎসাহ—এত তেজ আর কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না। মানবের এমন গুরু আব নাই। তাই আমাদের প্রাণহীন জাতিকে অতীত ও বর্ত্তমান স্মরণ করাইয়া দিবার নিমিত্ত আজি ঐ প্রাণময় অমিততেজা বিশ্বজ্ঞানরূপী সবিতাব মূর্ত্তি অঙ্কিত করিবার প্রয়াস। জীবনে উৎসাহ চাই, মনে তেজ চাই, কর্ম্মে আনন্দ চাই, হৃদযে স্ফূর্ত্তি চাই। দর্শনের অবসাদ ঔদাস্য যথেষ্ট হইযাছে—আর নয়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রতিযোগিতায শত শত লোক বর্ষে বর্ষে অনশনে প্রাণ হারাইতেছে, এমন করিয়া কতদিন চলিবে? দুই শত—চারি শত, দুই সহস্র—চাবি সহস্র বৎসর, তাব পব? জগৎ হইতে ভারতবাসীর নাম মুছিযা যাইবে। জীবন সংগ্রামে যোগ্যতমেরই সমাদব—প্রকৃতিব নিয়ম। তাই যদি স্বজাতীয়েব বিলোপ বাঞ্ছিত না হয, তবে এখনও দার্শনিক নিশ্চেষ্টতা পবিহার করিয়া বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানোন্নত শিল্পশিক্ষা কর্ত্তব্য। সত্য বটে দর্শনই বিজ্ঞানের ভিত্তি, তাহা হইলেও অভিব্যক্তি হিসাবে বিজ্ঞান দর্শন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। তাই উৎসাহ চাই—বল চাই—জ্ঞান ও সত্যেব সমাদর চাই। তৃষ্ণার সময় কঠোব সংযম প্রকৃতিবিরুদ্ধ। তাই আমাদের দুর্দ্দশা। এখন কিসে সকল সময শীতল সলিল সুলভ হয়—অকালমৃত্যুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয, তাহাই দেখিতে হইবে। পবিশ্রমে পরাঙ্মুখ হইব না—প্রতিযোগিতায জগতেব সমকক্ষ হইব—ইহাই একমাত্র লক্ষ্য হওয়া চাই। সবিতাব মতো অদম্য উৎসাহ, অনন্ত তেজ, অশ্রান্ত গতি চাই। তবেই দেশের কল্যাণ—জাতির কল্যাণ—প্রতি অধিবাসীব কল্যাণ। এখনও সময আছে। পূর্ব্ব প্রতিভার অঙ্গারে এখনও অনল আছে। কে বলিল উৎসুক ফুৎকারে জ্বলিযা উঠিবে না? ভারত দর্শনে শ্রেষ্ঠ, বিজ্ঞানে না হইবে কেন?

দত্ত।

'সবিতা' কাব্যটি (২৬ পৃষ্ঠা) পরে প্রচুব পরিবর্তনসহ 'হোমশিখা' কাব্যগ্রন্থেব অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, এবং স্বতন্ত্রভাবে আব কখনও পুনর্মুদ্রিত হয নি।

সন্ধিক্ষণ। সত্যেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'সন্ধিক্ষণ' (১৯০৫) বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পটভূমিকায রচিত। কাব্যটিব আখ্যাপত্র—

সন্ধিক্ষণ।/যাঁহারা আদর্শ আজি বঙ্গে একতার/তাঁহাদেরি তরে এই ক্ষুদ্র উপহার।/শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

কলিকাতা, ৩/৪নং গৌরমোহন মুখার্জ্জির ষ্ট্রীট, মেট্‌কাফ প্রেসে মুদ্রিত।

১৩ পৃষ্ঠার পুস্তিকাটি পরে পবিবর্তনসহ 'বেণু ও বীণা' কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, এবং স্বতন্ত্রভাবে আব কখনও পুনর্মুদ্রিত হয় নি।

বেণু ও বীণা। 'সবিতা' ও 'সন্ধিক্ষণ' তেমন প্রচার লাভ করে নি। তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'বেণু ও বীণা' (১৯০৬) সত্যেন্দ্রনাথকে বৃহত্তর পাঠকসমাজের কাছে পরিচিতি দান করে। প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র—

বেণু ও বীণা।/শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-বিরচিত।/কলিকাতা,/সমাজপতি ও বসু কর্ত্তৃক/৪৯, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।/১৩১৩।/এক টাকা।

কলিকাতা, ৭৬নং বলরাম দে ষ্ট্রীট, মেট্‌কাফ প্রেসে মুদ্রিত।

'বেণু ও বীণা'র দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য সত্যেন্দ্রনাথ সংযোজন ও সংশোধনের কাজ শেষ করেছিলেন, বইটি ছাপাও সুরু হয়েছিল। কিন্তু তাঁর জীবিতকালে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় নি। এলাহাবাদ ইন্ডিয়ান প্রেস থেকে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে বইটি প্রকাশিত হয়। 'সত্যেন্দ্র কাব্যগুচ্ছে' আমরা দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠ গ্রহণ করেছি।

ভূমিকা

'বেণু ও বীণা'র অধিকাংশ কবিতা এই প্রথম প্রকাশিত হইল। এই কবিতাগুলি ১৩০০ সাল হইতে ১৩১৩ সালের মধ্যে রচিত।

এই গ্রন্থে প্রকাশিত কবিতাগুলির নির্ব্বাচন সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী এম-এ, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী বি-এ এবং শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের নিকট যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি। এজন্য আমি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

কলিকাতা ;
১লা আশ্বিন, ১৩১৩।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

উৎসর্গ

যিনি জগতের সাহিত্যকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন,
যিনি স্বদেশের সাহিত্যকে অমর করিয়াছেন,
যিনি বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখক,
সেই অলোকসামান্য শক্তিসম্পন্ন
কবির উদ্দেশে
এই সামান্য কবিতাগুলি সসম্ভ্রমে অর্পিত হইল।

হোমশিখা। কবির চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ [১৯০৭]। কাব্যগ্রন্থটির আখ্যাপত্র—

হোমশিখা।/শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-বিরচিত।/কলিকাতা /সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী কর্ত্তৃক/ ৩০, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ হইতে প্রকাশিত।/১৩১৪।/এক টাকা।

কলিকাতা, ৭৬নং বলরাম দে ষ্ট্রীট, মেট্‌কাফ প্রেসে মুদ্রিত। ভূমিকা ও উৎসর্গ-পত্রের পরে গ্রন্থ-সূচনায় দুটি উদ্ধৃতি আছে—

"আত্মানং বিদ্ধি।"

"—To thine own self be true ;
And it must follow, as the night the day,
Thou canst not then be false to any man."

—Shakespeare.

ভূমিকা

'হোমশিখা'র প্রথম কবিতাটি ভিন্ন সমস্ত কবিতাই এই প্রথম প্রকাশিত হইল। এই কবিতাগুলি ১৩০৫ সাল হইতে ১৩১৩ সালের মধ্যে রচিত।

পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রমুখ মহোদয়গণ আমার পূর্ব্ব-প্রকাশিত কবিতাপুস্তক 'বেণু ও বীণা' পাঠে সন্তোষ প্রকাশ করায় আমি পুনর্ব্বার কবিতা পুস্তক প্রকাশে সাহসী হইলাম।

কলিকাতা ;
২১শে আশ্বিন, ১৩১৪।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

'হোমশিখা'র প্রথম কবিতা 'সবিতা' পূর্বে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল ; অনেক সংশোধনের পরে 'হোমশিখা'য় পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

উৎসর্গ

বঙ্গীয় গদ্যের গৌরব স্থল
আমার পূজ্যপাদ পিতামহ,
স্বর্গীয় মহাত্মা
অক্ষয়কুমার দত্তের
স্মরণীয় নামে,
আমার সাহিত্য-চেষ্টার ফলস্বরূপ,
এই সামান্য কবিতাগ্রন্থ,
ভক্তির সহিত
উৎসর্গীকৃত হইল।

*　　　　*　　　　*

প্রাচীন বেদীর 'পরে　　　নূতন সমিধ্ সাজাইয়া,—
তীর্থ-জলে রচিয়া পরিখা,—
ব'সে আছি প্রতীক্ষায়,　　　আকাশের পানে তাকাইয়া,
কেমনে জ্বালিব হোমশিখা?
গগনে বাড়িল বেলা,—　　　মানবের মেলা পথে ঘাটে,
আচম্বিতে আমারি সকাশে—
বিদ্যুৎ পড়িল খসি'!　　　সোণায় মুড়িয়া শুষ্ক কাঠে,
হোমশিখা উঠিল আকাশে।

কবির জীবিতকালে 'হোমশিখা' কাব্যগ্রন্থের একটি মাত্র সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

তীর্থসলিল। সত্যেন্দ্রনাথের পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ—অনুবাদ কবিতা সংকলন। প্রথম সংস্করণের [১৯০৮] আখ্যাপত্র—

তীর্থসলিল।/শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-প্রণীত।/কলিকাতা :/সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী কর্ত্তৃক/৩০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।/১৩১৫।/এক টাকা।

প্রিন্টার :—মেসার্স মুখার্জ্জি এ্যান্ড চ্যাটার্জ্জি, ৭৬নং বলরাম দে ষ্ট্রীট, মেট্‌কাফ্ প্রেস, কলিকাতা।

ভূমিকা

'তীর্থসলিলে'র প্রায় ত্রিশটি কবিতা 'সাহিত্যে'—প্রকাশিত হইয়াছিল, অবশিষ্ট নূতন।

'তীর্থসলিল' জগতের সমস্ত সাহিত্য-মহাপীঠ হইতে বিন্দু বিন্দু করিয়া সংগৃহীত হইয়াছে। এই পুস্তকে প্রকাশিত সমস্ত কবিতাই নানা দেশের, বিভিন্ন যুগের, বিচিত্র কবিতার পদ্যানুবাদ ; ক্ষেত্র বিশেষে অনুবাদের অনুবাদ। সকল স্থলে মূলের ছন্দ রাখিতে পারি নাই ; তবে, মূলের ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছি।

বিশ্বমানবের নানা বেশ, নানা মূর্ত্তি ও নানা ভাবের সহিত পরিচয় সাধনই এই গ্রন্থ প্রচারের প্রধান উদ্দেশ্য। আমার জ্ঞান ও শক্তিতে যতটুকু সম্ভব তাহা করিলাম, আশা করি ভবিষ্যতে যোগ্যতর জনের সাধনাবলে সমগ্র বিশ্বের ভাব-সম্পদ বাঙ্গালী সাধারণের আরো একান্তরূপে আপনার হইয়া উঠিবে।

পরিশেষে এই গ্রন্থ সম্বন্ধে যে সমস্ত কবি ও লেখকের নিকট আমি ঋণী তাঁহাদের প্রত্যেককে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা বিনয়ের সহিত জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

কলিকাতা,
৭ই আশ্বিন, ১৩১৫।

উৎসর্গ

বঙ্গীয় সাহিত্য-গগনের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক,
সমস্ত সৎ-সাহিত্যের বিচক্ষণ রসজ্ঞ,
বহু-ভাষা-বিদ্
মনস্বী
শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
মহোদয়ের করকমলে,
আন্তরিক শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ
এই ক্ষুদ্র চয়ন-গ্রন্থখানি অর্পিত হইল।

'তীর্থসলিল' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস থেকে প্রকাশিত হয়। কবি তাঁর জীবিতকালে তৃতীয় সংস্করণ মুদ্রণের কাজ সুরু করেন, কিন্তু গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে। তৃতীয় সংস্করণের আখ্যাপত্র—

তীর্থ-সলিল/শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত/তৃতীয় সংস্করণ/এম সি সরকার এন্ড সন্স/ ৯০/২এ, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

গ্রন্থের শেষে 'কবিবর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত সর্বজনসমাদৃত পুস্তকাবলী'র বিজ্ঞাপনে জানানো হয়েছে—'কবির বহু বিক্ষিপ্ত রচনা সংগ্রহ করিয়া শীঘ্রই দুইখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হইবে—ছাপা হইতেছে।'

তীর্থরেণু। সত্যেন্দ্রনাথের ষষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ ও দ্বিতীয় অনুবাদ কবিতা সংকলন। কবির জীবিতকালে 'তীর্থরেণু'র একটি মাত্র সংস্করণ [১৯১০] প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র—

তীথরেণু/শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত/মূল্য এক টাকা/প্রকাশক/শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়/ইন্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস/২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,/কলিকাতা।

কান্তিক প্রেস, ২০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

ভূমিকা

'তীর্থরেণু'র কয়েকটি কবিতা 'ভারতী' ও 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল, বাকী নূতন।

'তীর্থসলিলে'র ভূমিকায় যে সমস্ত কথা লেখা হইয়াছিল, 'তীর্থরেণু' সম্বন্ধেও তাহা প্রযোজ্য ; সুতরাং পুনরুক্তির প্রয়োজন দেখি না।

পরিশেষে, শব্দ-শিল্পী, বর্ণ-তুলিকার বরণীয় কবি, শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই গ্রন্থের প্রচ্ছদপটের জন্য তীর্থরেণুর নামটি ফার্সী ছাঁদে লিখিয়া দিয়াছেন, সেজন্য আমি উঁহার নিকট কৃতজ্ঞ আছি।

কলিকাতা, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।
ললিতা সপ্তমী, ১৩১৭

উৎসর্গ

আমার পরমারাধ্য পিতৃদেব
স্বর্গীয় রজনীনাথ দত্ত মহাশয়ের
স্মৃতির উদ্দেশে
এই গ্রন্থ ভক্তির সহিত উৎসর্গীকৃত
হইল।

ফুলের ফসল। সত্যেন্দ্রনাথের সপ্তম কাব্যগ্রন্থ ; 'হোমশিখা'র পরবর্তী মৌলিক কাব্যসংকলন। 'ফুলের ফসল' এবং পরবর্তী 'কুহু ও কেকা' সত্যেন্দ্রনাথকে বিশেষ কবিখ্যাতি দান করে। 'ফুলের ফসল' কাব্যগ্রন্থের প্রথম সংস্করণের [১৯১১] আখ্যাপত্র—

ফুলের ফসল/শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত/মূল্য আট আনা/প্রকাশক/শ্রীপ্রিয়নাথ দাশগুপ্ত/ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস/২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,/কলিকাতা।

কান্তিক প্রেস, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

ভূমিকা

এই গ্রন্থের দশ-বারটি কবিতা ইতিপূর্ব্বে মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, বাকী নূতন। এই কবিতাগুলি ১৩১৩ সাল হইতে ১৩১৭ সালের মধ্যে রচিত।

বিখ্যাত আর্টিষ্ট্ শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদাব মহাশয় এই পুস্তকের প্রচ্ছদপটের জন্য 'ফুলের ফসল' নামটি পুষ্প-ভূষিত করিয়া আঁকিয়া দিযাছেন। সেজন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

কলিকাতা, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।
ভাদ্র পূর্ণিমা, ১৩১৮

উৎসর্গ

সতীর্থ-সুহৃদ
শ্রীযুক্ত ধীবেন্দ্রনাথ দত্ত
করকমলেষু,—

'ফুলেব ফসল' কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্কবণ [১৯২২] সম্ভবত কবির জীবিতকালেই প্রকাশিত হয়। আমবা দ্বিতীয় সংস্কবণেব পাঠ গ্রহণ করেছি। দ্বিতীয় সংস্করণের আখ্যাপত্র—

ফুলেব ফসল/দ্বিতীয় সংস্কবণ/শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত/মূল্য এক টাকা।/প্রকাশক/শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু/ইন্ডিযান প্রেস লিমিটেড, এলাহাবাদ।

কান্তিক প্রেস, ২২ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্তৃক মুদ্রিত।

'ফুলের ফসল'-এর জনপ্রিযতা বোঝা যায ১৩৩০ সালে তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হওযায় ; এলাহাবাদ থেকে ইন্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড এই সংস্কবণটিও ছাপেন। তিনটি সংস্করণে পৃষ্ঠা সংখ্যা অপরিবর্তিত—১০৫ পৃষ্ঠা। তৃতীয় সংস্করণে অসিতকুমার হালদারের প্রচ্ছদপটের পরিবর্তে 'পুষ্প-ভূষিত' অন্য একটি প্রচ্ছদলিপি ব্যবহাব কবা হয়েছে।

কুহু ও কেকা। সত্যেন্দ্রনাথের অষ্টম কাব্যগ্রন্থ। কবির জীবিতকালে 'কুহু ও কেকা'র দুটি সংস্কবণ প্রকাশিত হয। আমরা দ্বিতীয় সংস্করণেব [১৯২২] পাঠ গ্রহণ করেছি। প্রথম সংস্করণের [১৯১২] আখ্যাপত্র—

কুহু ও কেকা/শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত/এক টাকা/প্রকাশক/শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়/ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস/২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,/কলিকাতা।

কান্তিক প্রেস, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

ভূমিকা

এই গ্রন্থের অল্প কয়েকটি কবিতা ভারতী. প্রবাসী, সাহিত্য, বঙ্গদর্শন এবং আরও দুই একখানি কাগজে ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। বেশীর ভাগ নূতন।

সুবিখ্যাত চিত্রশিল্পী এবং অকৃত্রিম সুহৃদ শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার মহাশয় এবারেও আমার পুস্তকখানিব সৌন্দর্য বাড়াইয়াছেন ; প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনাটি তাঁহারই।

রাখী-পূর্ণিমা শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।
১৩১৯

উৎসর্গ

কবি ও বন্ধু
শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী
করকমলেষু—

'কুহু ও কেকা'র দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ [১৯২৪] প্রকাশ করেন এলাহাবাদের ইন্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা কবির জীবনী ও কাব্যাংশের টীকা-টিপ্পনীসহ একটি সংস্করণ কলিকাতার আর. এইচ. শ্রীমানী এন্ড সন্স প্রকাশ করেন ; এই সংস্করণটিকে 'তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ' বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে এটি 'কুহু ও কেকা'র পঞ্চম সংস্করণ, কারণ ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে কাব্যগ্রন্থের একটি চতুর্থ সংস্করণ হয়েছিল বলে জানা যাচ্ছে। 'কুহু ও কেকা' সম্ভবত কবির সর্বাধিকবার মুদ্রিত কাব্যগ্রন্থ।

তুলির লিখন। সত্যেন্দ্রনাথের নবম কাব্যগ্রন্থ। প্রথম সংস্করণের [১৯১৪] আখ্যাপত্র—

তুলির লিখন/শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত/এক টাকা।

প্রকাশক/শ্রীপ্রিয়নাথ দাশগুপ্ত/ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস/২২/১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কান্তিক প্রেস, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

[ভূমিকা]

এই কবিতাগুলি ১৩১৬ সালের বর্ষাকালে রচিত। সম্প্রতি একটু আধটু পরিবর্ত্তন করিয়াছি। এগুলি একাত্মিকা পদ বা একোক্তি-গাথা।

চোখের অসুখের জন্য আমি এই পুস্তকের প্রুফ দেখিতে পারি নাই ; সমস্তই বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় দেখিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের এই বন্ধুকৃত্য ব্যতীত এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। গত বারের মত এবারের প্রচ্ছদ-পটের পরিকল্পনা প্রিয় বন্ধু শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদারের অঙ্কিত। ইঁহাদের সকলের কাছেই আমি ঋণী।

কলিকাতা,
৩১শে শ্রাবণ, ১৩২১

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

[উৎসর্গ]

গল্পচ্ছলে গদ্য-কবিতার রচয়িতা
প্রিয় বন্ধু
শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়
করকমলেষু—

[৩]+১৮০ পৃষ্ঠার কাব্যগ্রন্থটির শেষে আছে এক পৃষ্ঠার 'হদিস্' অর্থাৎ টীকা। 'তুলির লিখনে'র কোনো সংস্করণ হয়েছে বলে জানা নেই।

মণি-মঞ্জুষা। কবির দশম কাব্যগ্রন্থ ও তৃতীয় অনুবাদ কবিতার সংকলন। প্রথম সংস্করণের [১৯১৫] আখ্যাপত্র—

মণি-মঞ্জুষা/শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত/পাঁচ সিকা

প্রকাশক/শ্রীপ্রিয়নাথ দাশগুপ্ত/ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস/২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,/কলিকাতা।

কান্তিক প্রেস, ২২ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

[ভূমিকা]

মণি-মঞ্জুষার অনেকগুলি কবিতা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, অনেকগুলি নূতন।

চোখের অসুখের জন্য এবারেও নিজে প্রুফ দেখিতে পারি নাই ; বন্ধুবর শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় হাজার কাজের মধ্যে সময় করিয়া আগাগোড়া দেখিয়াছেন। বিখ্যাত চিত্রশিল্পী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনা করিয়াছেন। স্নেহভাজন শ্রীমান নির্মলচন্দ্র গুপ্ত প্রেস-কপি তৈয়ার করিয়া দিয়াছেন। ইঁহাদের এই সহৃদয় বন্ধুকৃত্য আমার চিরস্মরণীয়।

কলিকাতা, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।
মধ্য-শরৎ
বাইশ সাল

[উৎসর্গ]

ইউরোপ-মহাদেশেব সুমহৎ সাহিত্যের সঙ্গে
পরিচয-সাধনে আমার গুরু
আমার সাহিত্য-চেষ্টাব প্রথম উৎসাহদাতা,
ভূতপূর্ব্ব 'হিতৈষী' 'তৃপ্তি'
ও
'ক্রিটিক' সম্পাদক
শ্রীযুক্ত কালীচরণ মিত্র
মাতুল মহাশয়
পূজ্যবরেষু

'মণি-মঞ্জুষা'র কোনো দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হয নি। 'তীর্থসলিল', 'তীর্থরেণু' ও 'মণি-মঞ্জুষা' অনুবাদ কবিতার নিদর্শন হিসাবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মবণীয় হয়ে আছে।

অভ্র-আবীর। সত্যেন্দ্রনাথেব একাদশ কাব্যগ্রন্থ। প্রথম সংস্করণের (১৯১৬) আখ্যাপত্র—

অভ্র-আবীর/শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত/পাঁচ সিকা

প্রকাশক/শ্রীপ্রিয়নাথ দাশগুপ্ত/ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস/২২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট/ কলিকাতা।

কান্তিক প্রেস, ২২ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীহরিচরণ মান্না কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

[ভূমিকা]

অভ্র-আবীরের দেবতা বাক্, ছন্দ শতরূপা সবস্বতী, ভাষা সন্ধ্যাভাষা।

ঋষিকবির একজন অপ্রাচীন শিষ্য ইহার কল্পনা-কৃৎ ; পরিকল্পনাকৃৎ শ্রীঅসিতকুমার হালদার।

ইহার মুদ্রণ-যজ্ঞের অধ্বর্য্যু শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, অথর্ব্বণ শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং উদ্গাতা—

বাসন্তী পূর্ণিমা শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।
বাইশ সাল

[উৎসর্গ]
স্বনামধন্য লেখক
ও
সহৃদয় বন্ধু
শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
করকমলেষু—

বন্ধু,

দরাজ তোমার হাত
তুমি দিলে সওগাত,
কী আছে তোমারে দিতে গরীব কবির?
হাতে যা দিতেছি তুলি
এ শুধু রঙীন্ ধূলি
দু'মুঠা ডালিম-ফুলি অভ্র-আবীর।

সখ্য-গর্ব্বিত
সত্যেন্দ্র

কবির জীবিতকালে 'অভ্র-আবীর' কাব্যগ্রন্থের একটি মাত্র সংস্করণ মুদ্রিত হয়। পরবর্তীকালে আর. এইচ শ্রীমানী এন্ড সন্স দু'বার বইটি ছাপেন।

হসন্তিকা। সত্যেন্দ্রনাথের দ্বাদশ এবং তাঁর জীবিতকালে প্রকাশিত শেষ কাব্যগ্রন্থ। 'হসন্তিকা' হাসির কবিতা ও গানের সংকলন। সত্যেন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময় যে-ছদ্মনামগুলি গ্রহণ করেন, তার মধ্যে 'শ্রীনবকুমার কবিরত্ন' অন্যতম। 'হসন্তিকা'র আখ্যাপত্রেই কৌতুকের আভাস আছে ; এখানে প্রথম সংস্করণের [১৯১৬] পঙ্‌ক্তিসজ্জা রক্ষা করা হলো—

হসন্তিকা

"হসন্তিকায় আগুন পোহায় কাশ্মীরী,
ঝাঁঝরা-ফুটো ঢাকনিটা তার, বুকের ভিতর রাঙা আঙার,
ফুটোয় ফুটোয় হাসির ছটা—ভায় আঁধারের বুক চিরি' :
আঁচ লাগে গায়—আরাম তবু—ছেলেয় বুড়োয় রয় ঘিরি।"

শ্রীনবকুমার কবিরত্ন কর্ত্তৃক
প্রজ্বালিত
ও
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-দ্বারা
ফুৎকৃত

* মূল্য বত্রিশ পয়সা *
* বত্রিশটি পয়সাতে *
* খেলবে হাসি বত্রিশ পাটি দাঁতে! *

প্রকাশক/শ্রীপ্রিয়নাথ দাশগুপ্ত/ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস/২২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। কান্তিক প্রেস, ২২ সুকিয়া স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীহরিচরণ মান্না কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

পরবর্তীকালে [১৩৫৯] এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স 'হসন্তিকা'র 'দ্বিতীয় সংস্করণ' প্রকাশ করেন, কিন্তু তখন বইটির দাম বত্রিশ পয়সার পরিবর্তে এক টাকা আট আনা, ফলে আখ্যাপত্রের শেষাংশ সেখানে বর্জিত।

বেলা শেষের গান। কবির মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় তাঁর ত্রয়োদশ কাব্যগ্রন্থ 'বেলা শেষের গান' [১৯২৩]। উৎসর্গ-পত্র দেখে মনে হয় কাব্যটির পরিকল্পনা কবি নিজে করে গেছেন। প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র—

বেলা শেষের/গান/সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত/এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স/৯০/২ এ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা/মূল্য ১।৵·

প্রকাশক শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স, ৯০/২ এ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

৯১/২ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, নববিভাকর যন্ত্রে শ্রীকপিলচন্দ্র নিয়োগী দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসর্গ

পরমারাধ্যা মাতৃদেবী
শ্রীমতী মহামায়া দত্ত
পূজনীয়াষু [?]—

১৭৩ পৃষ্ঠার এই কাব্যগ্রন্থে সত্যেন্দ্রনাথের অনেক বিখ্যাত কবিতা স্থান পেয়েছে। 'বেলা শেষেব গান' পরে অন্তত চারবার পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

বিদায় আরতি। কবির মৃত্যুর পর প্রকাশিত চতুর্দশ ও শেষ কাব্যগ্রন্থ। প্রথম সংস্করণের [১৯২৪] আখ্যাপত্র—

বিদায় আরতি/সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত/এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স/৯০/২ এ হ্যারিসন রোড, কলিকারা/দাম পাঁচ সিকা।

প্রকাশক শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকাব, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স, ৯০/২ এ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

কান্তিক প্রেস, ২২নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীকমলকান্ত দালাল কর্তৃক মুদ্রিত।

'বিদায় আরতি' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে (১৯১ পৃষ্ঠা) কবির প্রতিকৃতি ও কাব্যের সূচনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুবের সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের উদ্দেশে লেখা কবিতাটি ছাপা হয়েছিল। বইটি পরে অন্তত দু'বার পুনর্মুদ্রিত হয়।

'সত্যেন্দ্র কাব্যগুচ্ছে' 'বেলা শেষের গান' ও 'বিদায আরতি' বইয়ের প্রথম সংস্করণের পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে।

সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর বিভিন্ন সময় তাঁব রচনার কয়েকটি নির্বাচিত সংকলন ও রচনাবলী প্রকাশিত হয়। এগুলির মধ্যে যেসব কবিতা স্থান পেয়েছে, তার অধিকাংশই পূর্বপ্রকাশিত চোদ্দটি কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত; অল্প কয়েকটি কবিতা মাসিকপত্রে মুদ্রিত হলেও কোনো গ্রন্থে স্থান পায নি।—

১. কাব্যসঞ্চয়ন, প্রথম সংস্করণ ১৯৩০। কলিকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স। [বিভিন্ন সংস্করণে কবিতা-নির্বাচনে ও সংখ্যায় তারতম্য আছে]।

২. সত্যেন্দ্রনাথের শিশু কবিতা, প্রথম সংস্করণ বৈশাখ ১৩৫২ [১৯৪৫]। কলিকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স।

৩. কবি সত্যেন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী। বিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। প্রথম খণ্ড ১৯৭১, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৭৩। কলিকাতা, বাক্-সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড।

৪. সত্যেন্দ্র-রচনাবলী। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। প্রথম খণ্ড ১৯৭৪, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৭৫, তৃতীয় খণ্ড ১৯৭৬, চতুর্থ খণ্ড ১৯৮১। কলিকাতা, ইউনাইটেড পাবলিশার্স।

'রচনাবলী' ও 'গ্রন্থাবলী'র ভূমিকা বাদে সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা নিয়ে আলোচনা-গ্রন্থ ও প্রবন্ধের (নির্বাচিত) তালিকা—

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত', রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ, প্রথম সংস্করণ ১৯৫৯, কলিকাতা, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ।

অলোক রায়, 'কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত : পুনর্বিচার', দিগঙ্গন জুলাই ১৯৮২।

——, 'কবি সত্যেন্দ্রনাথ : পুনরাবিষ্কার', আজকাল, ২৫ জানুয়ারি ১৯৮৩।

——, 'সত্যেন্দ্র কাব্যবিচাব', সাহিত্য বাণী, সেপ্টেম্বর ১৯৮৩।

অলোক রাষ সম্পাদিত, ছন্দসরস্বতী, কলিকাতা, আনন্দধারা প্রকাশন, ফাল্গুন, ১৩৭৪ [১৯৬৮]।

গৌরমোহন মুখোপাধ্যায়, 'প্রসঙ্গ সত্যেন্দ্রনাথ', রবীন্দ্রভারতী সোসাইটি সাহিত্যপত্র, পঁচিশে বৈশাখ ১৩৯০।

ক্ষেত্র গুপ্ত, সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যবিচাব, কলিকাতা, গ্রন্থনিলয়, ১৩৬৮।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ প্রসঙ্গে', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা সাহিত্য পত্রিকা, প্রথম বর্ষ, ১৯৬৭—৬৮।

ভবতোষ দত্ত, 'আধুনিকতার পূর্বসূরী কবি সত্যেন্দ্রনাথ', কীর্তির্যস্য, কলিকাতা, অণিমা প্রকাশনী, ১৩৮৬ [১৯৭৯]।

মোহিতলাল মজুমদার, 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত', আধুনিক বাংলা সাহিত্য, কলিকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, অগ্রহায়ণ ১৩৪৯।

সনজিদা খাতুন, কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কলিকাতা, ভারতী লাইব্রেরী, মে ১৯৫৮।

সুকুমার সেন, 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও সমসাময়িক কবিতা', বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড, কলিকাতা, ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, তৃতীয় সংস্কবণ ১৯৭১।

সুধাকর চট্টোপাধ্যায়, অমর অনুবাদক সত্যেন্দ্রনাথ, কলিকাতা, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, আশ্বিন ১৩৬৮ [১৯৬১]।

হবপ্রসাদ মিত্র, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ও কাব্যরূপ, কলিকাতা, মুকুন্দ পাবলিশার্স, তৃতীয় সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৬৪।

১

তিমির-রূপিণী নিশা—সবিতা-সুন্দর!
সে তিমিরে তোমার পূজার,
বিমল উজল আলো সৌন্দর্য্য-আধার!
শুভ্র-উষা—অপূর্ব্ব-মিলন।
কুসুমিতা বসুন্ধরা—
মর্ত্ত্য-লোক আলোক-ভরা—
জনয়িতা—সবিতা—সবার!
বরণীয়—রমণীয় নিত্য-জ্ঞানাধার!*

২

হে সবিতা! অবনীর নবীন বয়সে
—আহ্বানিত এমনি ভাষায়—
আর্য্য-ঋষি—প্রকৃতির পুত্র প্রিয়তম
নিত্য নব জ্ঞান-পিপাসায়।
গেছে চলে কত দিন,
তবু তৃষা নহে ক্ষীণ
কি অতীতে কিবা বর্ত্তমান—
জ্ঞান-তৃষা মানবের নিয়ত সমান!

৩

উষায় উষায় তাই আহ্বানি তোমায়,—
আলোক—উৎসাহ—আশা—জ্ঞান!
স্তব্ধ হ'ক তন্দ্রাময়, অরুণাল-মাখা—
ঝিল্লীরব—কুহকের তান।
না হ'লে নিদ্রার কোলে
আবার পড়িব ঢলে,
সাথী যত—চলে যাবে ফেলে,
রহিব পিছনে একা—কাঁদিতে বিফলে।

৪

অসিতবরণ তব, বৈতালিকগণ—
আগমন করিছে ঘোষণা ;—
নীরস কর্কশ স্বর,—তবু লাগে ভাল—
তবু তাই শুনিতে বাসনা।
বাজিলে সমর-ভেরী,
মেতে উঠে রণ-করী,
সে উৎসাহ মানেনা যাতনা,
তখন আকাঙ্ক্ষা তার অঙ্কুশ-তাড়না।

৫

এসেছে, এসেছে ধরা আঁধারের পারে—
নীলাকাশে হাসিছে কিরণ।
এস রবি, এবে তুমি কোন্ দিব্যালোকে
দিব্যালোক কর বিকীরণ!
আঁধার,—বনের মাঝে
লুকাইছে ভয়ে-লাজে,
সেথাও আলোক ছুটে আসে,—
জড়াইয়া জড়তার বাঁচে যেন শেষে!

৬

কি সুন্দর সমুজ্জ্বল লোহিত আভায়—
কি আনন্দ উঠিছে ফুটিয়া।
বিদ্যুতের বেগে ধায় হৃদয়-শোণিত,—
পুলক উঠিছে উথলিয়া!
নিতান্ত আপন যেন!
(নহিলে এমন কেন ?)
আছে যেন কত পরিচয়,
আছে যেন অনন্তের স্মৃতি প্রীতিময়।

৭

তবে কি, তবে কি তুমি পিতা পৃথিবীর—
বসুন্ধরা দুহিতা তোমার ?
হে সবিতা, বিশ্ববাসী তাহারি সন্তান,—
তাই বুঝি আনন্দ অপার!
ধমনীতে তাই বুঝি,
তোমারে হেরিয়া আজি
ছুটিছে শোণিত খরতর;
হৃদয়ের আকর্ষণ এ যে প্রভাকর!

ছিল দিন,—এ হৃদয়ে বহে যে শোণিত
বহিত সে—ও তব হৃদয়ে।
তখন' ধরণী ছিল অঙ্কে তব সুখে,
মহাশূন্যে পড়েনি লুটায়ে।
সন্তানে আপন গুণ
না দেখিয়া কি আগুন
জ্বলিল যে হৃদয়ে তোমার!
মনঃক্ষোভে ত্যজিলে তনয়া আপনার!

৯

অভিমানে, চলে যায় অভিমানী মেয়ে,
বিসর্জ্জিতে আঁধারে জীবন।
অমনি হৃদয় তব উঠিল কাঁদিয়া—
নিবে গেল ক্ষোভের আগুন।
অমনি সহস্র করে,
রোধিতে, ফিরাতে তারে
শতদিকে ছুটিল কিরণ।
এমনি হে সন্তানের স্নেহের বন্ধন।

১০

তাহার' হৃদয়ে তেজ তোমারি মতন ;—
রূপে সম, নহে বটে কভু।
অসীম তোমার স্নেহ, অনন্ত যতনে—
গেল না সে, ফিরিল না তবু।
বহু ছুটাছুটি করে
শান্ত হ'ল ধীরে ধীরে,
ফুটিল শ্যামল-হাসি মুখে।
তবু সেত' ফিরিয়া এল না তব বুকে।

১১

এখন সে শত শত সন্তানের মাতা ;
তবু বুঝি তোমার নয়নে,—
আজিও সে, সেই ক্ষুদ্র অভিমানী মেয়ে ;
তাই যেন তৃপ্তিহীন মনে,
কি আনন্দে অঙ্গে তার
বুলাইছ স্বর্ণ-কর ;
কোথা পাবে সে সুখ নয়ন?
দৃষ্টিহীন স্থবিরের যতনের ধন।

১২

জ্বলিতেছ চিরদিন তুমি হে যেমন
জ্বলে সদা ধরণী তেমনি,
মানব সে সিন্ধুনীরে বুদ্বুদের মালা
তারাও জ্বলিছে দিনমণি!
বাহিরে স্নিগ্ধতা-ঢাকা—
শান্তির মাধুরী মাখা
অন্তরে জ্বলিছে মহানল,
অভিলাষ—আশা—তৃষা—আকাঙ্ক্ষা কেবল!

১৩

অবিরাম, অবিশ্রাম জ্বলিছ যেমন,
আমাদের' এ ক্ষুদ্র হৃদয়—
বিশ্বের রহস্যময় দুঃখ সুখে পড়ি'—
জ্বলিছে হে জ্ঞান পিপাসায়।
অমৃত ফেলিয়া তাই
শুধু জ্ঞান-সুধা চাই ;
ধ্রুবতারা আঁধার সাগরে—
মানবের নিত্য-সখা জ্ঞান এ সংসারে।

১৪

চল তবে, তব সনে হই অগ্রসর,—
আর' ঊর্দ্ধ্বে অনন্ত বিমানে,
তোমার উৎসাহ-কণা হৃদয়ে ধরিয়া
সহিব ও অসহ কিরণে।—
যতদিন নাহি ফিরে
আঁধার হৃদয়-নীরে
ঊর্ম্মি-মালা করি' ছুটাছুটি
মাখিয়া কনক-আলো—কিরণ-কিরীটী।

১৫

আঁধারে আঁধার শুধু, চলে না নয়ন,
আদি-গাথা নিহিত যাহায় ;
সে আঁধারে ফোটে আলো মুমূর্ষুর হাসি
তাহে শুধু মূর্ত্তি ভীতিময়।
তারপর ঊষা আসে
উজল লোহিত-বাসে—
সৌন্দর্য্য—কবিতা—আভরণ!
অবশেষে, তীব্র, শুভ্র, সত্যের কিরণ।

১৬

জড়ত্বে জীবন ফোটে—তরু—পশু—নর—
আর্য্যজাতি—চরম বিকাশ!
উজলিল সিন্ধু-গিরি কক্ষ-গিরি শির—
আর্য্য-হৃদি কিরণ-পরশ!
সে আলোকে আত্মহারা—
ভাসিল পুলকে ধরা
বিশ্ববাসী লভিল পরাণ—
ভারত তুলিল যবে জ্ঞানের নিশান!

১৭

ভারত দেখায পথ—বিশ্ব পিছে ধায়—
শিখে নর সৌন্দর্য্যের পূজা ;
গাহিতে প্রভাতীগান—প্রকৃতি বন্দনা,
চিনিল সে প্রকৃতির রাজা!
অনিল—অনল—জল—
সবিতা কিরণোজ্জ্বল
বিস্ময়ে নেহারে—নতশির ;
অমনি জ্ঞানের তৃষা—হৃদয় অধীর।

১৮

অমনি হৃদয়ে ফোটে কবিতা-কুসুম,—
সে কবিতা—অক্ষয় সে গান ;
মর্ম্মে মর্ম্মে জ্ঞান-গাঁথা অক্ষরে অক্ষরে,
জেগে উঠে আকাঙ্ক্ষার তান।
অসীম মনের বল—
চমকিল ধরাতল—
ভারতের প্রতিভা বিপুল ;
তাই ভারতের নাম ভুবনে অতুল।

১৯

হেথায় মানব-মনে প্রথম বিকাশ—
সৌন্দর্য্য—কবিতা—মধুগান ;
হেথায় শিখিল নর জ্ঞানের আদর—
সভ্যতার প্রথম সোপান!
জগতের ইতিহাসে,
স্বর্ণাক্ষরে পুরোদেশে—
লিখে রাখ ভারতের নাম,
জগতের জ্ঞান-গুরু পুণ্যময় ধাম!

২০

ভারত—ভারত-মাতা—জননী আমার
আজি কেন তোমার সন্তান—
অলস অবশ হেন—প্রাণ-হীন সম ;
হারায়েছে সে পূর্ব্ব সম্মান।
কোথা সে উৎসাহ বল—
লঙ্ঘিল যে বিন্ধ্যাচল
কোথা আজি—কোথা আজি হায়
সে প্রতিভা, জ্ঞান-প্রভা বিশ্বমুগ্ধ যায়।

২১

কোথা তা'রা, শির পাতি' লয়েছে যাহারা
উপহাস শত অপমান,
তবুও বলেনি ধরা শুধু মধুময়—
পরলোক নন্দন কানন।
তাদেরি সন্তান সব
—যাদের জ্ঞান-বিভব
ভারতের সৌরভ গৌরব—
তবু কেন, তবু কেন বোঝে না এ সব?

২২

শিখালে যে মানবের কত ক্ষুদ্র জ্ঞান—
কত ক্ষুদ্র হৃদয় তাহার,
আঁকিবে কল্পনা-বলে কেমনে সে ছবি—
সুমহান্ বিশ্বের ব্যাপার?
কেন হ'ল চরাচর—
কেন বা জন্মিল নর—
কে সৃজিল—কেন বা সৃজিল—
বিফল কল্পনা, হায় তৃষা না মিটিল।

২৩

কোথা আজি, সুবিশাল হৃদয় যাহার
কেঁদেছিল মানবের দুখে,
ব্যাধি, জরা, মরণের কঠোর শাসন
শেল সম বিঁধিল যে বুকে ;
স্নেহের বাঁধন ছিঁড়ে
রাজ্য সিংহাসন ছেড়ে
জগতে গাহিল শান্তি-গান—
'অহিংসা পরম ধর্ম্ম'—ত্রিতাপ নির্ব্বাণ!

২৪

তাঁদেরি সন্তান সব, তবে কেন হায়
সেই তেজ, সে উৎসাহ নাই?
তারা যেন জ্ঞান-যজ্ঞে দীপ্ত হুতাশন,—
অবশেষে—মোরা শুধু ছাই।
অথবা এ ভস্ম মাঝে
যে অনল-কণা আছে
—বিশ্ব তাহে হাসিবে না হায়—
ফুৎকারে ফুরায় বুঝি নিশ্বাসে মিশায়।

২৫

সাহসে বাঁধিয়া বুক—হ'য়ে অগ্রসর
ছুটেছিল জ্ঞানপথে যারা ;—
সহসা আবেশে, যেন, স্বপনে বিভোর—
নীরব নিথর আত্মহাবা ;
স্বপনে করিয়া ভুল
হারা'ল জ্ঞানের মূল
না বুঝে ত্যজিল আশা-তৃষা ;
ভুলিল, অভাবে শুধু জনমে পিপাসা।

২৬

উদ্ধে' যারা ছুটেছিল আলোকের পথে—
বিগলিত-ধরা-হৃদি হ'তে,
এবে তারা কাল-মেঘ আঁধার ভৈরব
বসুন্ধরা আঁধারে ঢাকিতে।
সে মেঘে হ'লনা জল—
ধরাতল সুশীতল,
তাহে শুধু অশনি ভীষণ—
চপলা চঞ্চল-আলো—স্তব্ধ আঁখি মন।

২৭

যে আলোকে আলোকিত গিরীশের শির,
চীনে চিনে জগতের লোক,
শিহরে মিশর যাহে রোমাঞ্চিত রোম—
পারস্যানে পরম পুলক,—
ভারতের রত্নরাজী—
সে আলোক, কোথা আজি?
কে হরিল—করিল নির্ব্বাণ?
নিজ-ভ্রমে হতমান তাঁদেরি সন্তান!

২৮

অনুনয়ে ফিরে মন, সিংহাসন টলে,
শক্তি ফিরে শক্তি-আরাধনে,
তটিনীর ফিরে স্রোত মানব-কৌশলে,
ফিরে স্মৃতি ভিষকের গুণে ;
সে শুধু ফিরেনা হায়—
যে দিন চলিয়া যায়,
কি কঠোর কালের শাসন।
যেমন চলিযা যায় আসে না তেমন।

২৯

প্রতীচ্যে জাগিল আলো—প্রাচ্য অন্ধকার ;
পুলস্ত্যান্ গাহে সুমধুর—!
'স্বর্গের সুষমা-গান—ভক্তি, শান্তি, ক্ষমা,—
তৃষাবারি—বিশ্ব-তৃষাতুর!
সবাই সবার ভাই,—
ছোট বড় হেথা নাই—
এক পিতা সবাই সন্তান।
মুছে ফেল, অহঙ্কার, ঈর্ষা, অভিমান।'

৩০

যে আলোক ফুটিল এ কনক-মুকুরে
কতদিন কেহ দেখিল না,—
চাহিতে, লাগিল ধাঁধা—আলোক-আঁধার ;
শান্তি তার একান্ত কামনা।
কাহার' লাগিল ভাল,
কেহ অন্য পথে গেল—
সে পথে ও আশা না মিটিল—
মরুভূমি, মরীচিকা, আলেয়ার আলো।

৩১

তীব্র-জ্বালা, দেহ মন পুড়ে হ'ল ছাই—
প্রাণ যায়, দারুণ পিপাসা—
তবুও পাবে না জল—কি বিষম ঠাঁই,
তবু হায় মিটিবে না আশা।
কঠিন শাসন এত,
কে সহিবে অবিরত,
মানুষ—মানুষ চিরদিন।
জ্ঞান-তৃষা, জ্ঞান বিনা কে করে বিলীন?

৩২

আবার ফিরিল নর—এসেছে যে পথে,
আবার শুনিল শান্তি-গান।
বুঝিল সে, শান্তি নহে, শান্তি তরে শুধু,
আছে আর' উদ্দেশ্য মহান্!
সমাজ, ধর্ম্মের বিধি,
শিখায় একতা যদি,
তবে তার আছে সার্থকতা,
নহে, শান্তি অর্থহীন—স্বপনের কথা।

৩৩

হেথায় মানব মনে, অনন্ত পিপাসা ;
জানি না—মিটে না কেন হায়,—
তাই চাহি চিরদিন জ্ঞানের আলোক,—
বিদ্বেষ কেবল অন্তরায়।
এক বিন্দু ক্ষমা যদি,
ঘুচায় বিদ্বেষ-ব্যাধি—
শান্তি যদি হাসে ধরা-পরে—
সরল জ্ঞানের পথ হবে ধীরে ধীরে।

৩৪

তাই শান্তি সুবিমল স্বর্গের কিরণ,
তাই ক্ষমা মানস-ভূষণ—
নীতিকথা একতার এত সমাদর,
তাই বুঝি 'ধর্ম্ম' মহাধন!'
দুর্জ্জয় মানব-মন ;
পাছে হয় সংঘর্ষণ—
বিধি বাঁধা তাই শত শত ;
বিশ্বের রহস্য, নহে, রহিবে অজ্ঞাত!

৩৫

শান্তি-জোছনায় শুধু ঘুমাইত যারা,
এবে দেখি জ্ঞানের কিরণ,—
ফুৎকারে নিবাতে চায়—ক্রোধে আত্মহারা—
ভেঙ্গে যায় কল্পনা-স্বপন।
তার পর ধীরে ধীরে,
ঘুম-ঘোর গেল দূরে,
বুঝিল সে ভ্রম আপনার ;
হইল সত্যের জয়—জয় একতার।

৩৬

সে আলোকে শ্বেতাম্বরা হাসিল য়ুরোপ,—
বিশ্ববাসী হাসিল আবার ;
নির্ম্মল জ্ঞানের আলো—সত্যের কিরণ
তীব্র তবু আনন্দ অপার।
শুভ্র তুষারের 'পর
পড়েছে রবির কর—
প্রতিবিম্বে উদ্ভাসিত ধরা।
তাই আজি য়ুরোপ ধরার আঁখিতারা।

৩৭

সে কিরণে মুছে গেল আফ্রিকা-অপ্রীতি,
আমেরিকা!—আমরি কি শোভা।
সে কিরণে অষ্ট্রেলিয়া, অসভ্য জাপান,
ধরেছে সৌন্দর্য্য মনোলোভা!
সে কিরণে সুবিমল
লভিছে নবীন বল—
এতদিনে ভারত আবার ;
ধন্য রে য়ুরোপ ধন্য মহিমা তোমার।

৩৮

য়ুরোপ! য়ুরোপ! আজি তোমার সন্তান,—
হাতে ধরে তুলেছে জগতে,
সে পরশে লভি' যেন নবীন জীবন,
মানব ছুটেছে এক পথে।
সে আলোক, আজি, সবে
আলোকিছে সমভাবে—
কি তৃণ কি উচ্চ তরুশির।
য়ুরোপ তোমার জ্ঞান মধ্যাহ্নমিহির।

৩৯

'কোন্ পথে যাবে ভাই' জিজ্ঞাসে য়ুরোপ,
'কোন্ পথে!' বিশ্ব বলে ধীরে,
'কই সুখ? কোথা হায় উৎস করুণার?
বিষাদ সতত আছে ঘিরে।
তবে বৃথা দিবারাতে
অজ্ঞাত কল্পনা-পথে
কি হবে বরষি ফুলচয়?
চল জ্ঞান পথে!' ধরা শোনে সবিস্ময়।

৪০

'এ নহে সন্তোষ ভাই—ঔদাস্য কেবল,
নহে শান্তি—শুধু তার ভাণ।
কেমনে লভিবে সুখ, বল, না হইতে
বিশ্বের সমস্যা সমাধান?
চল তবে সত্য-পথে
আরোহি জ্ঞানের রথে,
দেখে আসি, কোন্ পথে চলে
চন্দ্র তারা, নিশিদিন গগনমণ্ডলে'।

৪১

'কোন পথে, কোথা হ'তে বহে প্রস্রবণ,
কোথা হ'তে মেঘে আসে জল,
কোন গানে—কোন তানে—ধ্বনিত ধরণী,
কেন সিন্ধু সতত চঞ্চল :
কি দিয়া গঠিত ধরা,
কি দিয়া মানব গড়া,—
দেখ জ্বালি' জ্ঞানের কিরণ :—
কার্য্য যদি বলে দেয় অজ্ঞেয় কারণ।'

৪২

একি হ'ল! একি ছবি দেখালে বিজ্ঞান,—
এ জগতে নাহি কি করুণা?
একের নিধন বিনা বাঁচে না অপর!
এ বিশ্ব কি দানব রচনা!
হে সবিতা! হে সবিতা!—
মানবের জ্ঞানদাতা!,
দাও আলো—দাও সত্যকণা,
কিছু যে বুঝি না দেব কিছু যে বুঝি না।

৪৩

হে সবিতা, দাও বল আর' উচ্চে যাই,
প্রহেলিকা—এখন' বুঝি না,
প্রাণপণে, জ্ঞান-পথে তাই যেতে চাই :—
নহে, সুখ বিফল বাসনা।
চাহি সুখ কে কোথায়
জীবনে পেয়েছে হায় :
পা'ব কিনা জানি না এখন',
তবু খুঁজি, যদি পাই, পরশ-রতন।

৪৪

কোন্ পথে বিশ্ব ফিরে, তাই খুঁজি সদা,
আমরাও সেই পথে যা'ব,—
অনন্ত সাগর বুকে—অনন্ত লহরী,
তারি সনে, একতানে গা'ব।
যদি নব-আলো পাই,
আদরে ধরিব তাই,
রেখে দিব ভবিষ্যের তরে ;
না পাই, দর্শিত পথে পাইবে অপরে।

৪৫

হে সবিতা, না মিটিতে জ্ঞানের পিপাসা
তুমি দেব অস্তাচলে যাবে :
আসিবে জীবন-সন্ধ্যা—আসিবে আঁধার,
পূর্ণ আলো দেখা নাহি হ'বে।
ঊষায় উৎসাহ লয়ে
সন্ধ্যায় বিষণ্ণ হ'য়ে
এমনি রে অপূর্ণ আশায়,—
কাল-স্রোতে কত লোক ভেসে গেছে হায়।

৪৬

গেছে, মুছে গেছে স্মৃতি : কেহ বা আবার—
রেখে গেছে গৌরব-নিশানা,—
প্রদীপ্ত জ্ঞানের জ্যোতি—রবির কিরণ,
মধুময় কবিতা—জোছনা।
প্রশান্ত প্রদোষ ঊষা—
মধ্যাহ্নে দারুণ তৃষা—
তৃষা-বারি—বিশ্বের মঙ্গল ;—
ঊষায় প্রদোষে খুঁজি আপন কেবল।

৪৭

একটি কিরণ শুধু পড়েছে হৃদয়ে,
পূর্ণ-রবি দেখাত' মিলে না।
আমার হ'ল না হায় বাসনা পূরণ
সত্যপথ চেনা ত' হ'ল না।
তাই যেন হৃদাকাশে
—জীবনের দিবাশেষে—
অপূর্ণতা করিতে পূরণ
কবিতা-কল্পনা-ময়ী আশার সৃজন!

৪৮

হে সবিতা, দিন দিন এ বিশ্ব ভুবনে—
শিক্ষাদাতা—পিতার মতন
বিতরিছ স্নেহসনে—সুতীব্র কিরণ—
জ্ঞান-ধন—অমূল্য রতন।
আর স্নেহময়ী ছায়া—
হৃদয়ে মায়ের মায়া
পিছে তব ফিরে অনুক্ষণ,
ঘুচাতে ধরার ব্যথা—মুছাতে নয়ন।

৪৯

যাই তবে, সন্ধ্যা আসে,—হয়েছে সময়,—
স্নেহময়ী জননীর মত ;
ঝিল্লীরব—ঢালে বুঝি সুষমা-সঙ্গীত—
ওই—ওই—ওই অবিরত।
পিছনে আসিছে যারা
দাও আলো, হ'ক তারা
আত্মহারা—প্রফুল্ল-হৃদয়।—
যাই তবে—আমাদের হয়েছে সময়।

৫০

আবার পোহালে নিশি, মাখিয়া কিরণ—
তব সনে চলিব আবার,—
নব বলে, নবোৎসাহে, নবীন, জীবনে
পুরাইতে বাসনা অপার।
আবার—আবার—আলো,
জ্বালিও হে সমুজ্জ্বল
হে সবিতা জ্ঞানের কিরণ,
আর' আলো—আর' আলো, কর বিতরণ।

সম্পূর্ণ

* ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং।
ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ॥

সন্ধিক্ষণ

এতদিনে! এতদিনে বুঝেছে বাঙ্গালি
দেহে তার আজো আছে প্রাণ!
জগতের পূজ্য যাঁরা তাঁহাদেরি মাঝে
আশা হয় পাব মোরা স্থান।
যে খুসী টিট্‌কারী দিক
অন্তরে বুঝেছে ঠিক—
এ কেবল নহেক হুজুগ ;
সন্ধিক্ষণ আজি বঙ্গে, এল নবযুগ!

পথে ঘাটে দেখ চেয়ে অন্দরে বাহিরে
দেশহিতে বিলাস বর্জ্জন,
বিরাট সহস্র শীর্ষ উঠেছে জাগিয়া
লক্ষ মুখে এক দৃঢ় পণ।
যেথা যে বাঙ্গালি আছে,
প্রাণে প্রাণে মিলিয়াছে,
শুভ লগ্ন পেয়েছে বাঙ্গালি,
মনে হয় আর মোরা রব না কাঙ্গালী।

এ বড় আশার দিন—পণ্য স্বদেশের
সবে তুলে লয়েছে মাথায়,
এবার পরীক্ষা হ'বে প্রতিজ্ঞার বল,
ভগবান হউন সহায়।
ভুলেছিনু মনুষ্যত্ব
বিলাস ব্যসনে মত্ত,
ভুলেছিনু পৌরুষের স্বাদ,—
আজি পুন জাগে সেই সিংহের আহ্লাদ!

এ বড় শঙ্কট কাল—পণের রক্ষণ,—
আমাদের ভ্রম পদে পদে,
সতর্ক জাগ্রত যেন রহি সর্ব্বক্ষণ
নাহি ডুবি কলঙ্কের হ্রদে।
স্মরি স্বদেশের দুখ—
মাতা-পত্নী-কন্যা-মুখ—
নিত্য প্রাতে উচ্চারিব পণ—
"বাঁচাব দেশের শিল্প—দেশের জীবন।"

দরিদ্র দেশের কোলে দরিদ্রের বেশ
আমাদের সাজিবে সুন্দর,
খাটো দেহে খাটো ধুতি'—লজ্জা কিবা তায়?
শ্রমের সৌন্দর্য্য মহত্তর।
শক্তিমান দেহমন,
ভীষ্মের মতন পণ,
তার চেয়ে কি আছে শোভন?
জুড়ায় পরাণ মন ; কি ছার নয়ন?

ভগবান! হীনবলে তুমিই দিয়েছ
এ অপূর্ব্ব নূতন জীবন!
লইয়া অভয় নাম প্রতিজ্ঞা করেছি ;
শক্তি দাও রাখিব সে পণ।
নব স্রোত, বঙ্গভূমে,
তোমার নিদেশে নেমে,
সর্ব্বপ্রাণ করেছে সজীব ;
হে বরদ! শুভঙ্কর! হে সুন্দর! শিব!

তুমি দাও বুঝাইয়া নিন্দুকে, কুটিলে,—
'বাঙ্গালিও জন্মেছে মানব,
কার' চেয়ে তুচ্ছ নয় বাঙ্গালির দাবী
বৃথা সে করে না কলরব ;
মঙ্গল বিধান যত,
স্বদেশের সেবা ব্রত,
আজ সে মাথায় লবে তুলে ;
মূঢ় সে—যে দাঁড়াইবে তার প্রতিকূলে।'

'উন্মুক্ত সবারি তরে নিখিল সংসারে,
মনুষ্যত্ব-মহত্ত্বের পথ,—
চিরধন্য সে পথে কণ্টক দিতে পারে,—
এমন জন্মে না দাসখত ;
চুক্তির বেতন পাও,—
সর্ত্তমত কাজ দাও ;
যে প্রভু অধিক করে আশ
ব'ল' তারে—কর্ম্মচারী নহে ক্রীতদাস।'

অর্থের সম্বন্ধ হ'তে কত উচ্চতর
মনুষ্যত্ব—দেশহিত ব্রত ;
স্বার্থ সাথে স্বদেশের বিরোধ যেথায়
স্বদেশেরি পায়ে হও নত।
এ কথা না ভুলে রও—
'তুমি শুধু তুমি নও—
দশের মাঝারে একজন ;
দেশের—দশের শুভে কল্যাণ আপন।'

এমন' পণ্ডিত-মূর্খ জন্মেছে এ দেশে,—
শুনিবারে সাহেবের মুখে
নিজের বুদ্ধির কথা ; স্বদেশে বিদেশে
"পণ পণ্ড" বলে স্ফীত বুকে ;
নিজমুখে মাখি কালি,
লভে শূন্য করতালি,—
কালি দিয়া দেশের গৌরবে!
হা বঙ্গ! দিয়েছ স্তন্য ইহাদের' সবে!

শুনি' পণপত্রে কত রাজভৃত্য, হায়,
সহি করে অস্পষ্ট অক্ষরে!
কি লজ্জা! এতই ভয় চাকুরির তবে?—
কি লভিবে দাস্যবৃত্তি করে?
বাণিজ্যে বসেন রমা,
কৃষি প্রায় তারি সমা,
দুই পন্থা উন্মুক্ত তোমার।
তবু দ্বিধা-কৃত-মন? জঘন্য আচার!

স্বার্থান্ধ স্বদেশদ্রোহী জান নাকি হায়—
জান নাকি আত্মদ্রোহী তুমি ;
পুত্র পৌত্র অন্নাভাবে মরিবে ; এখনো
প্রসারিয়া লও কর্ম্মভূমি।
কারে কর পরিহাস?
নিজ স্ত্রীর লজ্জাবাস—
তাও নহে আয়ত্ত-অধীন!
সত্য তুমি অতি দীন—অতি দীন হীন।

আজি যারা অনাগত—ভবিষ্য যাদের
কি মান তাদের কাছে পাবে?

কোন স্বত্ব কোন বিত্ত (শববৃত্তি ব্যতীত)
তাহাদের তরে রেখে যাবে?
কোন্ কর্ম্ম, কোন্ নীতি,
কোন্ মহত্ত্বের স্মৃতি,—
তাহাদের হবে মূলধন?
স্মরিয়া তাদের কথা—দৃঢ় কর পণ।

পাঠশালে ছাত্র করে বিদেশী-বর্জ্জন,
চমৎকার! দৃশ্য চমৎকার!
বিলাস-বর্জ্জনে হের তরুণী ছাত্রীরা
অগ্রগামী আজি সবাকার।
বল' রাজপুতানারে,—
বেণী বিসর্জ্জিতে পারে
বঙ্গনারী তাঁদেরি মতন,
প্রয়োজন হ'লে ; সাক্ষী আজিকার পণ।

শিক্ষক শিখান্ আ'জ বালকে যুবকে
হইবারে দেশের সেবক ;
যত ধনী মহাজন পণ-বদ্ধ সবে,
ঊর্দ্ধ্ব শিখা উৎসাহ পাবক!
মহাপ্রাণ, সমুদার,
কত শ্লাঘ্য জমীদার
লয়েছেন দেশহিত ব্রত ;
মুক্তকোষ সবে, প্রাচ্য রাজাদেরি মত।

আর আজ ধন্য তুমি দরিদ্র বাঙ্গালি,-
বিসর্জ্জন দিয়েছ সংশয়,
যেন মন্ত্রবলে তুমি মুক্তপ্রাণ এবে,
মুক্তহস্ত কথায় কথায়!
পরস্পরে এ প্রত্যয—
যত্নে আসিবার নয়,
এ রত্ন দেছেন ভগবান!
অন্তরে সঞ্চিত করি' রাখ দৈবদান।

বৎসরান্তে ভাদ্রশেষে শুধু একবার
কূল প্লাবি' আসে যে জোয়ার,
তাহার তুলনা নাই ; সমস্ত বৎসরে
সে জোয়ার আসে একবার।

সে জোয়ার এসেছে রে
আমাদের ঘরে ঘরে,
এসেছে যে নূতন জীবন!
বাঙ্গালি পেয়েছে আজ সামর্থ্য নূতন।

কণা-কণা স্বর্ণ ছিল মৃত্তিকার মাঝে,
ধূলি পারা ধূলি মাঝে হারা ;
আজি কোন অনির্দ্দিষ্ট ভূগর্ভের তাপে
গলে মিলে হ'ল স্বর্ণধারা!
হার গড়ি সে কাঞ্চনে,
এস সবে, সযতনে—
পরাইব দেশের গলায় :
জননী! জনমভূমি! সাজাব তোমায়।

বাহিরের ঝড় এসে ভাঙ্গে যদি ঘর—
কোথা থাকে পুত্র পরিবার?
অন্তরে প্রবল বায়ু উঠিয়াছে যদি
নত হও সম্মুখে তাহার।
স্বদেশ, তোমার পানে—
দেখগো, উদ্বিগ্ন প্রাণে
কাতর নয়নে চেয়ে আছে।
আশা করে মাতৃভূমি প্রত্যেকের কাছে।

পবিত্র কর্ত্তব্য-ব্রত লয়েছি মস্তকে,
মরেও রাখিতে হবে পণ!
রাজ্যপণে পাশা খেলি, পণরক্ষা হেতু
বনে গেছে হিন্দু রাজগণ!
বিদেশের মুখ চেয়ে,
শতেক লাঞ্ছনা সয়ে,
সংজ্ঞা যদি এসেছে আবার,—
প্রতিজ্ঞা স্মরিয়া, শীঘ্র লও কার্য্যভার।

এদিন অলসে গেলে, কি ক্ষতি যে হবে—
দেখ বুঝে অন্তরে সে কথা ;—
আশা ভঙ্গ, মনঃক্ষোভ, শক্তি অপচয়,
শত দিকে পাবে শত ব্যথা ;—
শত্রু মিত্র দিবে গালি,
লেপিবে চরিত্রে কালি,—
পঙ্কে ফেলি' দলিবে দু'পায়ে ;
আবার সহস্র বর্ষ পড়িবে পিছায়ে।

জাতিত্ব গৌরব যাবে অঙ্কুরে মরিয়া,
ঝরিবে যে আধ-ফোটা ফুল ;
ভগবান! রক্ষা কর—শক্তি কর দান,
প্রভু! মোরা হয়েছি ব্যাকুল!
দুর্ব্বলের বল তুমি!
দীনের শরণ ভূমি!
আশ্রয় লইনু তব পায়,
লজ্জা নিবারণ সখা! হও হে সহায়!

কে আছ হে ধনবান আন' স্বর্ণ-ধন,
কায়ক্লেশ আন' শ্রমী যেবা,
শিল্পী আন' নিপুণতা, উদ্যোগী উদ্যম,
সবে মিলি কর মাতৃ-সেবা।
পরিশ্রমে লজ্জা নাই,
জ্ঞানবীর স্পিনোজাই,—
করিতেন কাচের সংস্কার!
মন্ত্রদ্রষ্টা স্রষ্টা ঋষি আদি সূত্রধার!

সুবেশ রাখাল-বেশ সকল ভুলিয়া,
ধন্য হও স্বদেশের কাজে ;
প্রতিজ্ঞা রাখিয়া স্থির স্থাণুর মতন
মান্য হও জগতের মাঝে।
আত্মতেজে করি' ভর—
কর্ম্মে হও অগ্রসর!
মুখে শুধু বলে এ 'হুজুগ' ;
বঙ্গ ইতিহাসে আজি এল স্বর্ণ-যুগ!

সম্পূর্ণ

বেণু ও বীণা

আরম্ভে

বাতাসে যে ব্যথা যেতেছিল ভেসে, ভেসে,
যে বেদনা ছিল বনের বুকেরি মাঝে,
লুকানো যা' ছিল অগাধ অতল দেশে,
তারে ভাষা দিতে বেণু সে ফুকারি' বাজে!

মূকের স্বপনে মুখর করিতে চায়,
ভিখারী আতুরে দিতে চায় ভালবাসা,
পুলক-প্লাবনে পরাণ ভাসাবে, হায়,
এমনি কামনা—এতখানি তার আশা!

হৃদয়ে যে সুর গুমরি মরিতেছিল,
যে রাগিণী কভু ফুটেনি কণ্ঠে—গানে,
শিহরি, মুরছি,—সেকি আজ ধরা দিল,—
কাঁপিযা, দুলিযা, ঝঙ্কারে—বীণাতানে?

বিপুল সুখের আকুল অশ্রুধারা,—
মর্ম্মতলের মর্ম্মরময়ী ভাষা,—
ধ্বনিয়া তুলিবে—স্পন্দনে হ'যে হারা,
এমনি কামনা—এতখানি তার আশা!

কতদিন হ'ল বেজেছে ব্যাকুল বেণু,
মানসের জলে বেজেছে বিভোল্ বীণা,
তাবি মূর্চ্ছনা—তারি সুর রেণু, রেণু,
আকাশে বাতাসে ফিরিছে আলয়হীনা!

পবাণ আমার শুনেছে সে মধু-বাণী,
ধরিবারে তাই চাহে সে তাহারে গানে,
হে মানসী-দেবী! হে মোর রাগিণী-রাণী!
সে কি ফুটিবে না 'বেণু ও বীণা'র তানে?

অনিন্দিতা

ধূলিরে সুন্দর করি
এস তুমি, হে সুন্দরী,
ধূলা পায়ে এস অনিন্দিতা!
পক্ষ্ম-পাখে, আঁখি-পাখী,
চাঁদের অমিয়া ছাঁকি'
ঢেলে দিক, হে কবি-বন্দিতা!

অধর-কপোলময়
ফুলের মিলেছে লয়,
সু-ললাট মতির আবাস,
সৌন্দর্য্যের ধারা-বৃষ্টি,
বিধির অপূর্ব্ব সৃষ্টি,
কালিন্দীর উর্ম্মি কেশপাশ।

ফুলের রচিত দেহ,
স্নেহ করুণার গেহ—
লয়ে এস—পরাণ উদার;
অপূর্ব্ব অমৃত-রসে,
সিনান করাও এসে,
জ্যোৎস্না-ঘন পরশে তোমার!

আন গো মঙ্গলঘট,
লয়ে এস অকপট
বেদনা-বুঝিতে-পটু মন,
দু'খানি স্নেহের করে
জগতেরে রাখ ধরে,
রাখ বেঁধে অন্তরে আপন।

এস, মন্দ-বায়ু-গতি!
সৌন্দর্য্য-রূপিণী সতী!
শোন মোর সৌন্দর্য্যের গীতা;
মনের দুয়ার খুলি,
একবার পথ ভুলি,
এস দেবী—এস অনিন্দিতা!

কিশলয়ের জন্মকথা

চোখ দিয়ে ব'সে আছি,
কখন অঙ্কুর ফাটি'
বাহিরিবে প্রথম পল্লব;
এক মনে আছি চেয়ে,
ধরা যদি পড়ে তাহে—
নিখিলের আদি কথা সব।

সারাদিন ব'সে, ব'সে,
তন্দ্রা চোখে এল শেষে;
চরাচর ডুবিল তিমিরে;

প্রভাতে দেখিনু জেগে,
নয়নে কিরণ লেগে—
কচি পাতা কাঁপিছে সমীরে।

আন-গগনের আলো।

আমাব কুঞ্জে লতার দুযার নিবিড়
ছিল না ভাল.
তাই ফাঁকি দিয়ে পশেছে আজিকে
আন-গগনের আলো ;
স্বজনি—শঙ্খ বাজা,—
আজ আসিযাছে হৃদযে আমার,
আমার হৃদয-রাজা!
অরুণ চবণে শরত প্রভাত—
আজি এল যেন তাবি সাথে সাথ.
তাবি সাথে সাথ নিবাত সলিলে
দুলিয়া উঠিল আলো ;
স্তব্ধ হিয়ার দু'কূল প্লাবিযা কিরণে
ভরিযা গেল।

কুঞ্জভবনে লতার দুযারে পল্লবদল নাচে,
অযুত গ্রন্থি তন্তুলতার খুলিলে
পরাণ বাঁচে,
উন্মাদ ভালবাসা!
ছিঁড়ে দিলে তুমি সব বন্ধন,
তুমি কেড়ে নিলে বাসা!
শরতের আলো—ত্রিলোক জুড়িযা—
তারি সাথে হিয়া গেল যে উড়িয়া,
বাতাসে চড়িযা আব কতদূর
ছুটিব তোমার পাছে,
কোথা যেতে চাও, কোথা লয়ে যাও,
হায গো কাহার কাছে?

আমার কুঞ্জ-দুয়ারের পাশে ছিন্ন
লতিকাগুলি—
ব্যথিতের মত চেয়ে আছে, হের,
মাখিয়া ধরার ধূলি।
ওগো! সমুদ্র-পাখী,—
তবু চলিয়াছি তোমারি সঙ্গে
ব্যগ্র-ব্যাকুল-আঁখি।

ভাঙা হৃদয়ের,—নয়ন জলের—
মরু, হ্রদ, কত মরীচি-ছলের ;
হাসির জ্যোৎস্না সুখের লহরে
ঘুম যায় নিরিবিলি ;
বিশ্ব-হিযার পরতে পরতে হিয়া
মোর গেল মিলি।

বিশ্বে আলোক ফুটেনি তখন
তুমি এসেছিলে যবে,—
অলোক-আলোকে সাঁতারি কখন'
তিমিরে কখন' ডুবে।
বিশ্ব-ভুবনচারী!—
সৃষ্টি-ছাড়া, কি মন্ত্রের বলে, হৃদয়
লইলে কাড়ি!

নিমেষ ফুটাও নিখিলের ছবি.
নিমেষে বুঝাও বুঝিবার সবি,
নিমেষে ছুটাও দ্যুলোকে-ভূলোকে
মোহন বংশী রবে ;
আমিও ছুটেছি. সাঁতারি আলোকে—
আঁধারে কখন ডুবে!

নববসন্তে

ফুলেব বনে ফুল ফুটেছে,
কোকিল গাহে তায় ;
কিরণ কোলে লহর দোলে.
সলিল বহে যায়!
ফুলের বনে পরাণ মনে
পুলক উথলায।
নূতন ঋতু. নূতন রীতি.
নূতন প্রীতি, নূতন গীতি.
নিখিল ধরা আপন-হারা
নূতন চোখে চায়.
ফুলের বনে. ফুল ফুটেছে,
সমীর মূরছায।

সোনার মৃগ মৃগীর পানে
সোনার চোখে চায়,
কপোত সনে. মধুর স্বনে,
কপোতী গান গায়,

সোনার ফড়িং তৃণের বনে
ঝিঁঝির পিছে ধায় ;
নূতন ঋতু, নূতন রীতি,
নূতন প্রীতি, নূতন গীতি,
নিখিল ধরা আপন-হারা
সোনার চোখে চায় !
ফুলের বনে পরাণ মনে
পুলক উথলায়।

বিভোর হ'যে চকোর আজি
চাঁদের পানে চায়,
হৃদয় তলে প্রেম উথলে
জগৎ ভুলে যায়,
চাঁদ সে ভাসে নীল আকাশে
আপন জোছনায় ;
তরুণ প্রাণে, নূতন প্রীতি,
নূতন রীতি, নূতন গীতি,
বিভোল ধরা আপন-হারা
সোনার চোখে চায় ;
নিখিল সনে তরুণ মনে
পুলক উথলায়।

বসন্তে

পুলক ঊষার কিরণ রাগে,
পুলক পাখীর আকুল-গানে ;
ফুলের গন্ধে পুলক জাগে,
প্রেমের পুলক কিশোর প্রাণে।

নূতন ফুলের গন্ধ উঠে
দিগ্‌বিদিকে যায় রে লুটে,
চল্‌ রে ত্বরা, চল্‌ রে ছুটে,
চল্‌ রে ছুটে ফুলের পানে !

বাতাস বেয়ে বাতাস ছেয়ে,
ফুলের গন্ধ দিশেহারা—
আকাশ পানে চ'ল্‌ল ধেয়ে,
যেথায় হাসে উজল তারা ;

আধেক পথে তারার আলো,—
ফুলের গন্ধে মিশিয়ে গেল,
বইল ধরায় প্রেমের ধারা,
পুলক ধারা বইল প্রাণে।

ফাগুনে

ফুল বলে, "আঁখি-জলে, ছিনু একা, ম্রিয়মাণ ;
তুমি এসে, মৃদু হেসে, নব প্রাণ দিলে দান ;
মলিন অধরে, মরি, তুমি দিলে সুধা ভরি',
তোমার চুমায় ফিরে, মনে পড়ে, ভোলা গান।
উদাস নয়নে আলো— তুমি জ্বালায়েছ ভাল,
এখন মরণ এলে—হাসি মুখে ঢালি প্রাণ।"
মধুকর, গুনগুনি বলে, "হায় গুণ গণি'
এমন ফাগুন দিন—হয় বুঝি অবসান।"

রূপ-স্নান

জ্যৈষ্ঠ মাস—বৃষ্টি হ'যে গেছে,
আহ্লাদে আকুলা ভাগীরথী ;
স্নিগ্ধ বাতে ত্রিলোক তুষিছে,
কৃষ্ণা যেন সেবি'ছে অতিথি।

লালে লাল পশ্চিম আকাশ,—
তপ্ত সোনা—সিন্দূরে—হিঙ্গুলে,
অঙ্গে ধরি রক্ত চীনবাস,
জাহ্নবী, চলেছে এলোচুলে।

লাক্ষারাগে রঞ্জিত আকাশে
খণ্ড নীল দূর্ব্বাদল-শ্যাম,
প্রলযের রক্তে যেন ভাসে
বটের পল্লব অভিরাম,—

ছায়া তার রক্তিম গঙ্গায়,—
দেখ চেয়ে—দিব্য কাম্য-রূপ,
রূপহীনা, কে আছিস্‌ আয়—
এ ঘাটে নাহিলে হয় রূপ !

মাঙ্গলিক

খাম্বাজ

পরমেশ ! আজি, বরিষ তোমার
আশিষ যুগল শিরে ;
কর পবিত্র, পুষ্পেরি মত,
এ নব দম্পতিরে।
আজি হ'তে তা'রা বাহিবে তরণী,
অকূল সিন্ধু-নীরে ;—
রহে যেন নভঃ কিরণে পূরিত,
বায়ু বহে যেন ধীরে।

হরষিত শত হৃদয় প্লাবিয়া
আজি যে পুলক ফিরে,—
সে মধুর প্রীতি, যেন দিবা রাতি
যুগলে রহে গো ঘিরে।

প্রেম ও পরিণয়

সুখের নিলয়— সেই পরিণয়,—
প্রণয় যাহে দৃষ্টি রাখে ;
নইলে কেবল লোহার শিকল,
জীবন-পথে বিঘ্ন ডাকে।
চন্দ্র তারায় সন্ধি ক'রে,
দুটি হৃদয় বন্দী করে,
কত যুগযুগান্ত ধ'রে
আয়োজন তার চ'লতে থাকে।
একটি নারী, একটি নরে,
অপূর্ণে অখন্ড করে,
প্রাচীন ধরায় তরুণ করে,—
অরুণ-রাগে জগৎ আঁকে।
অমৃত প্রেম মর্ত্ত্যলোকে,
অমৃত সে দুঃখ-শোকে ;
জীবন-পুঁথির জটিল লেখা—
স্পষ্ট হয় প্রেমিকের চোখে।
পরিণয়ে সেই যে প্রণয,
পরিণত যেই দিনে হয,
সে দিন ফলে অমৃত-ফল—
জগৎ-বিষ-বৃক্ষ-শাখে।

জ্যোৎস্নালোকে

তুমি গো আছ মগন ঘুমে
ফুলের বিছানা ;
জানালা দিয়ে পড়িছে গিয়ে
আকুল জোছনা।
এই সে ছিল চরণে ছুঁয়ে,
একটি কোণে একটু নুয়ে,
এখন সে যে হিয়ায় রাজে,
হরিণ-লোচনা !
সাহস পেয়ে, রয়েছে চেয়ে,
অধীর জোছনা !

সন্ধ্যা থেকে আমার চোখে
ঘুমের নাহি লেশ ;
জ্যোৎস্নালোকে তোমায় দেখে
সুখের নাহি শেষ !
আমার ছায়া তোমার বুকে,
জ্যোৎস্না সাথে ঘুমায় সুখে,
জ্যোৎস্না সাথে নয়ন পাতে
রচিছে মায়া দেশ।
সন্ধ্যা থেকে আমার চোখে
ঘুমের নাহি লেশ।

জ্যোৎস্নাটুকু মিলায়, বায়ু
দোলায় কেশ-পাশ,
এখনি তবে প্রভাত হবে,
জাগিবে রশ্মি-ভাস্।
ছিল না বাধা, হরষ মনে,
চাহিয়া ছিনু তোমাব পানে,
বিজন গেহ ছিল না কেহ
করিতে পরিহাস ;
জ্যোৎস্নাটুকু মিলায়, বায়ু
দোলায কেশ-পাশ।

সফল আজি জীবন মম,
সফল জোছনা,
সফল তব রূপের রাশি
কমল-লোচনা !
ধৌত করি তারার মালে,
ধৌত কবি যূথির জালে,
পড়েছে ঝ'রে তোমারি 'পরে
অমর জোছনা।
জ্যোৎস্না দেশে, রাণীর বেশে,
হরিণ-লোচনা !

স্পর্শমণি

কহিতে কাহিনী আছে, গাহিবার' আছে গান !
যত দিন মনোবীণে ভালবাসা তুলে তান !
মলয় চলিয়া গেলে ফুল ত' ফুটে না বনে,
ভালবাসা ফুরাইলে সাড়া ত' উঠে না মনে ;
দেবতা চলিয়া গেলে, দেউলে না দীপ জ্বলে,
ভুলেও না উঠে তান—প্রেম যেথা অবসান।

ভালবাসা যদি, হায়, বারেক ফিরিয়া চায়,—
অরুণ চরণ দিয়া—হিয়া পরশিয়া যায়,—
ফুটে শত শতদল, ছুটে মধু পরিমল,
জেগে উঠে কলগীতি—মন প্রাণ কানেকান!
গেয়ে না ফুরায় গান,—কথা হয় অফুরান।

রূপ ও প্রেম

রূপ ত' হাতের লেখা,
প্রেম সে রচনা ;
রূপহীনা নহে প্রেমহীনা।
লেখার এ দোষে শুধু,
স্পর্শিবে না কাব্য-মধু?
প্রেম—ব্যর্থ হবে রূপ বিনা?

কবি হ'তে শ্রেষ্ঠ কি গো
কেরাণী মুহুরী?
প্রেম হ'তে রূপের মাধুরী?
কুরূপে—নয়ন বিনা
কেহ ত' করে না ঘৃণা,
প্রেম যা'র হৃদয় যে তা'রি।

চাঁদের কিরণ সেও
চুমে তার গায়,
মলয়া সে কুন্তল দোলায়,
যৌবন-দেবতা করে
রাজ্য—সে দেহের' 'পরে
মনে প্রাণে বহে প্রেম-বায়!

তবে ফিরায়ো না আঁখি
কুরূপ বলিয়া,
যেয়ো না গো চরণে দলিয়া,
নিশির স্নেহের গেহে,
দেখো, রূপহীন দেহে,
প্রেম রূপ উঠে উথলিয়া!

মেঘের কাহিনী

সম্বর হ্রদে, জর্জ্জর দেহে, ঘুমায়ে
আছিনু ভাই,
লবণে জড়িত লহরের কোলে ঘুমেও
স্বস্তি নাই ;
সহসা পূরবে, তরুণ অরুণ হাসিয়া
দিলেন দেখা,
আমি জাগিলাম, বুকে দেখিলাম
অরুণ-কিরণ লেখা!
কিরণাঙ্গুলি ধরি'
আমি, উঠিলাম ত্বরা করি',
কম্পিত, ক্ষীণ, জর্জ্জর তনু—ললাটে
বহ্নি-শিখা।

তৃণ পল্লবে, নিম্ন বায়ুতে আপনার
জ্বালা ঢালি'
উচ্চ গিরির উন্নত চূড়ে উঠিতে
লাগিনু খালি ;
কঠোর শিলার পরশে আমার
নয়নে ঝরিল জল,
ছলছল চোখে লাগিনু উঠিতে—
ছুঁইনু গগনতল।
ডুবিলেন দিননাথ,
হাসি, পবন ধরিল হাত ;
তুষারের মত হ'য়ে গেল দেহ,
ফুরা'ল সকল বল।

* *

বাতাসের সাথে ধরি হাতে হাতে
গগনে ছুটিনু কত,
পলে পলে ধরি অভিনব রূপ—
খেলি বাতাসেরি মত ;
চন্দ্রমা আর গ্রহ তারকার সকল
বারতা লয়ে'—
বরষের পথ মনের আবেগে নিমেষে
চলিনু ধেয়ে ;
কত যে হেরিনু, আহা,
কভু, স্বপনে ভাবিনি যাহা!
ডাকে মোরে দূর চাতক, ময়ূর, কবি—
গান গেয়ে গেয়ে!

বিশ্বের ডাক শুনেছি আবার—
হৃদয় ভ'রেছে স্নেহে,
বিশ্বের প্রেমে পরাণ আমার ধরে না
ক্ষুদ্র দেহে ;
বুকে ধরি খর বিজলীর জ্বালা বুঝেছি
আপনি জ্বলে'

ধরণীর জ্বালা, তাই ত' আবার চলিয়াছি
মহীতলে!
মরুতে যে বায়ু ব'য়—
আর, করি না তাহাবে ভয় ;
রঙীন মেখলা পরিযা চলেছি
আশা দিতে ফুলদলে।

আমারি মতন কত শত মেঘ
জুটেছে আজিকে হেথা,
কাজলের মত বরণ, গাহিছে
জীমূত-মন্দ্র-গাথা।
চলিতে দুলিছে শত গোস্তন,
পূর্ণ শীতল রসে,
বেদনা তাপিতা আবেশে ঘুমায়,
কবরীবন্ধ খসে ;
টুটে কৃতচূড জটা,
তাহে, ফুটে দামিনীব ছটা,
কুন্তল ভার—আকুল ধরার চোখে মুখে
পড়ে এসে।

ঝর্ঝর রবে ঝরে বারিধার, শিথিলিত
কেশ, বেশ ;
গর্জ্জন ধ্বনি সহসা উঠিল ব্যাপিয়া
সর্ব্বদেশ।
এ পারে বজ্র অট্ট হাসিল,
ও পারে প্রতিধ্বনি,—
সংজ্ঞা হারা'নু, কি যে হ'ল পরে আর
কিছু নাহি জানি।
জাগিনু যখন শেষ,
দেখি, আছি আমি ব্যাপি' দেশ,
ভূতলে অতলে যেতেছে মিলায়ে
আমারি সে তনুখানি!

আজ নাহি মোর জোছনা সিনান,
কিরণে শিঙার নাই,
নাহি রামধনু-মেখলা আমার, নাই
কিছু নাই, ভাই ;
আজ আমি শুধু সলিল-বিন্দু, ভাই
আজি মোর ধূলি,
চাঁদেব মিতালি ভোলা যায়, করি'
তার সাথে কোলাকুলি।

আমি, নহি নহি মেঘ আর,
এবে, জল আমি পিপাসার,
সার্থক আজি জন্ম আমার—
যূথিরে ফুটায়ে তুলি।

বর্ষায়

শ্লথ, পরিণত— কদম কেশর
ঝরিছে এ পাশে ও পাশে ;
মৃদু-বিকশিত কেতকীর রেণু
ক্ষরিছে বাতাসে বাতাসে।
মেঘ আসে যায় বারেবার,
ঝরে বারিধারা, কদম কেশর,
মিলে মিশে একাকাব।

বহুদিন পবে চলিযাছি গ্রামে,
নূতন হযেছে পুরাণো।
চোখের উপরে বেড়ে ওঠে ধান,—
দায় হ'ল আঁখি ফিরান'।
নাচে বুলবুলি আর ফিঙে,
জাল ফেলে ফেলে জেলের ছেলেরা
বেযে নিযে চলে ডিঙে।

ধীরে মন্থরে গ্রামের ধরণে
চলেছে গ্রামের লোকেরা,
অলস গমনে জল বহে বধূ,
মেঘে মিশে যায় বকেরা।
কা'রে নাম ধ'রে ডাকে দূরে,
দূর হ'তে তার ফিরে আসে সাড়া
মাঠে মাঠে ঘুরে ঘুরে।

গাভী সাথে লয়ে একা পথ দিয়ে
চলেছে চাষার ঝিয়ারী,
নূতন বয়স, সরস শরীর,
চাহনি নূতন তাহারি ;
তা'রে এ দিঠি শিখা'ল কে গো?
বয়সের রীতি কে শিখায় নিতি
এ বিজনে, ব'লে দে গো!

সে যে অপরূপ বরষার মত,—
আপনি উঠে গো ভরিয়া,
সে যে সচকিত দামিনীর মত
প্রাণ আগে লয় হরিয়া!

সে যে ধানের ক্ষেতেরি মত,—
চোখের উপরে বাড়ে পলে পলে
ঢেউ উঠে শত শত।
সাথে গাভী লয়ে পশিল কুটীরে
কিশোরী চাষার ঝিয়ারী,
পুলকে অমনি উঠিল ডাকিয়া
কুকুর—তাহার দুয়ারী!
হেথা জল নেমে এল হেনে,
বাদলের ধারা বাদ সাধিল রে
চিকের পর্দ্দা টেনে!

সারিকার প্রতি

সারিকা! কোথা রে আজি—
সাগরিকা—কোথা আজ,
আঁকিছে কাহার ছবি,
বলিতে কেন লো লাজ?
সে দিন লুকায়ে রহি,
গেছিলি সকলি কহি,
আজি রে নীরব কেন—বন-বীণা বাজ, বাজ।

আজিও তেমনি কি রে, কদলীর ছায়ে রহি,
তপনের—মদনের—তনু মনে জ্বালা সহি,
শীতল কদলী ছায়
শয়ান রচিয়া, হায়,
বিভোরে আছে কি বসি সে আমার পথ চাহি?

আজ' কি আমার ছবি—ফেলিয়া
সকল কাজ—
আঁকিছে গোপনে, বালা, মলিন নলিন সাজ?
আজ' কি হৃদয় 'পরে—
আমার মুরতি ধরে?
আজ' কি তাহার মনে লীলা করে ঋতুরাজ!

আকুল আহ্বান

এস নাথ! এস নাথ! এস নাথ!
বসন্ত প্রভাত! সুখ-বসন্ত প্রভাত!
কোকিল সে কুহু কুহরিল,
শিহরি উঠিল বন-বাত;
গুঞ্জরি' অলি বাহিরিল
বকুল গন্ধ সাথে সাথ!
এস নাথ! এস নাথ! এস নাথ!

বকুল ঝরিয়া মরিল গো,
চম্পকও হ'ল পরিম্লান;
মূর্চ্ছিত তাপে শিরীষগুচ্ছ,
তনু-মন আজি ম্রিয়মাণ।
'ফটিক জল'—'ফটিক জল'—
চাতক ফুকারে সবিষাদ;
আমি লাজ-ভীতে নারি ফুকারিতে,
এস নাথ! এস নাথ! এস নাথ!

নিদ্রিত পুরে বায়ু 'হাহা' করে,
ঘন বরষণে কাটে রাত,
কত যূথি ঝরে—কে গণনা করে?
হায় নাথ! হায় নাথ! হায় নাথ!

কদম কেতকে বনভূমি ছায়,
দাদুরী আঁধারে কাঁদে রে,
ফুল সম হিয়া ফুটিবারে চায়—
তারে কে আজিকে বাঁধে রে।
কেতকী মলিন, নীপ রূপহীন,
কমল খুলিল আঁখি-পাত;
জ্যোৎস্না হাসিল প্লাবিয়া ধরণী;—
এস নাথ! এস নাথ! এস নাথ!

উত্তরে হাওয়া ফিরিল গো,
উলুকী ফুকারে সারা রাত;
তুমি তো এলে না—তবু, ফিরিলে না,—
হায় নাথ! হায় নাথ! হায় নাথ!

কুন্দ কাঁদিয়া দুখে, হায়,
ঝরিয়া মিশায় কুয়াসায়;
বিধবা কানন-বল্লরী, মরি,
মলিন আকাশ পানে চায়।
দীর্ঘ যামিনী কাটে না আর,
না মুদে হায় নয়ন-পাত;
ডাকে তক্ষক—বন-রক্ষক;
হায় নাথ! হায় নাথ! হায় নাথ!

অবসান

চলে যাও—ওগো, চলে যাও,—
বকুল ফুলেরে দলে যাও।
হেথায় ধূলির মাঝে
কে মুখ লুকা'ল লাজে,—

সে কথা শুনিতে কেন চাও?
আঁধারে ফুটিয়া সে যে
আঁধারে ঝরিয়া গেছে,
তার কথা—কেন গো সুধাও?

তাহার রূপের ভায়
তারা ত' ফুটেনি হায়,
বড় আশা?—ছিল না ত' তা'ও।
ঝরিয়া পথেরি ধারে
ছিল সে পড়িয়া, হা—রে
চরণে দলেছ—ভাল—যাও।
ধূলি-মাখা একাকার,
তার পানে বৃথা আর
আকুল নয়নে কেন চাও?
তা'রি সে শেষ নিশাস—
এখন' বহে বাতাস!
হেথা হ'তে—নিঠুর!—পালাও।

আলোকলতা

মূল নাই, ফুল ফল পত্র নাই মোর,
বাতাসে জনম মম, তরু-শিরে বাস;
তন্তু সম সূক্ষ্ম তনু, সুবর্ণের ডোর,
যে মোরে আশ্রয় দেয় তা'রি সর্ব্বনাশ।

চিনেছ? 'আলোকলতা' বলে মোরে লোকে;
যে মোরে আদরে শিরে ধরে আপনার—
নিস্তার নাহিক তার, বেড়ি পাকে, পাকে,
শ্রীহীন, লাবণ্যহীন, করি তনু তার,—

রস মরে, পত্র ঝরে, শরীর শুকায়,
আত্মহারা আলিঙ্গনে—তরু এ তনুর,—
সমাচ্ছন্ন পরশের মোহ-মদিরায়;
প্রতিবাতে কাঁপে দেহ অসার তরুর।

শুকাইলে বৃক্ষ, আমি, তবে সে শুকাই;
আলোকের ধন, পুনঃ আলোকে লুকাই!

সান্ত্বনা

বিফল যদি হয় গো প্রণয়—
বিফল হ'তে দাও;
সুখের পরে দুঃখ পেলে—
আর কি বেশী চাও?
তোমার মনের আকুলতা
বুঝতে পারে তরুলতা,
মানুষ যদি না বুঝে তা'—
সইতে হবে তা'ও।
প্রেম দিয়েছ প্রেমের ধনী,
দিয়েছ ঋণ—হওনি ঋণী,
রিক্ত তবু মুক্ত তুমি—
সেই পুলকেই গাও।
প্রণয় হারিয়েছিস ব'লে,
পড়িসনে ভাই দুঃখে হেলে,
প্রেমের সঙ্গে প্রাণ যেতে চায়—
তারেও যেতে দাও।

উদ্‌ভ্রান্ত

আন বীণা, বাঁধ তার, ঢাল সুরা, গাহ গান;
যে গিয়েছে—কথা তার, কর আজি অবসান।

যে ফুল গিয়েছে ঝ'রে, সে আর ফিরিবে না রে,
যে পাখী মরেছে হায়—গিয়েছে সে চিরতরে;

মোছ তবে আঁখি-ধার—কাঁদিয়া কি হ'বে আর?
ঢাল সুরা—করি পান, তোল গো নূতন তান,
শ্মশানে জনম যা'র—তা'র' কেন কাঁদে প্রাণ!

আমার এ আঁখি দিয়ে অশ্রু বহে না গো,
এ প্রাণ আপন ব্যথা কারেও কহে না গো,

আমার বেদনা বুঝে, এমন পাইনে খুঁজে,
এ জগতে যাতনার—পরিহাস—প্রতিদান!
পাষাণে পাষাণ হানি' তোল তবে কলতান!

বীণারে তুলিয়া লও, যত দিন আছে তার,—
তোমার ব্যথায় হায় কাঁদিবে সে শতবার,

কণ্ঠে মিলায়ে তান—গাহিবে করুণ গান,
তাহারে ধর গো বুকে—কর শোক অবসান;
তোল ফিরে কলগান, পাষাণে বাঁধিয়া প্রাণ!

ব্যর্থ

অতিথি ফিরিয়া গেছে,
আয়োজনে এখন কি ফল?

চাতক মরিয়া গেছে,
আজি আর মেঘে কেন জল ;
গোলাপ ঝরিয়া গেছে,
ফিরে যা' রে পবন পাগল।

টুটিয়াছে সুরার পেয়ালা
শুষ্ক মাটি লয়েছে শুষিয়া ;
ভেঙেছে ত' ভেঙে যাক্ খেলা,
ঘরে পরে কি হ'বে দুষিযা ?
নিশিদিন পঞ্জর-পিঞ্জরে
মরা পাখী কি হ'বে পুষিয়া ?

যামিনী পোহাযে যদি গেল—
এখন এ বৃথা অঙ্গ-রাগ ;
নয়নের নেশা ত' ফুরা'ল,—
মিছে কেন কথার সোহাগ ?
লিখে লিখে সাদা হ'ল কাল,
ছিঁড়ে ফেল,—চিহ্ন ঘুচে যাক্।

ভ্রষ্ট

আনন্দে অমৃত-গন্ধ আছিল তখন,
তীব্র ছিল দুঃখ অভিমান,
অনুভূতি তীক্ষ্ম ছিল, পুষ্প সম মন,
ভালবাসা ছিলনাক' ভাণ।

তখনি সে পরিচয় তোমায় আমায়,
কত দিন—কত দিন গেছে ;
এত ঘনিষ্ঠতা,—শেষে, কে জানিত হায়,
অচেনার মত র'ব বেঁচে ?

তুমি ডুবিয়াছ পঙ্কে, আমি সশঙ্কিত,
মজি নিজে—কখন—কে জানে ;
পাছে এ কাহিনী হয় অন্যের বিদিত,—
ফিরে নাহি চাহি তোমা' পানে।

হয় ত' হ'তাম সুখী আমরা দু'টিতে,—
হেলা ভরে তুমি গেলে চলি' ;
প্রেম-শতদল হায় ফুটিতে ফুটিতে—
মনে পড়ে ?—গিয়েছিলে দলি'।

মানুষ পাষাণ হয়, কর কি প্রত্যয় ?
চেয়ে দেখ—সাক্ষী তার আমি ;
ঠেকিয়া শিখেছি এবে, কেহ কার' নয়,—
সত্য কিনা জানে অন্তর্য্যামী।

কেনা, বেচা, বেনোগিরি কানাকড়ি নিয়ে,
হট্টগোল হাটের মাঝারে ;
ক্ষয়ে গেল সোনাটুকু যাচিয়ে, যাচিয়ে,
প্রতিদিন দোকানে, বাজারে,—

অধরে যে হাসি ছিল—মিশেছে অধরে,
জঙ্গলের ফুলের মতন ;
নয়নে যে জ্যোতি ছিল, শুধু অনাদরে,
নয়নে সে হযেছে মগন।

যে দিন পাঠায়েছিনু প্রেম-নিমন্ত্রণ—
অবসর হয়নি তোমার,
আজি তুমি উঞ্ছবৃত্তি করেছ গ্রহণ,
কি অদৃষ্ট তোমার আমার !

ভেব' না যন্ত্রণা দিতে, গঞ্জনা, ধিক্কারে,
আজ আমি এসেছি হেথায়,
আপনার চেয়ে ভালবেসেছিনু যা'রে—
তা'র কথা কা'রে কহা যায় ?

বাহিরে, যেথায় তোরে করে পরিহাস—
ক্ষীণ-কণ্ঠে সেথা তুলি হাসি,
অন্তরে অন্তরে বাঁধা স্মৃতি-নাগপাশ,
সংগোপনে অশ্রুজলে ভাসি।

তবুও কাঁদে না প্রাণ পুর্ব্বের মতন,—
অনুভূতি তীক্ষ্ম নহে আর,
জেনেছি মৃত্যুর স্বাদ না যেতে জীবন ;
অশ্রুশূন্য শুষ্ক হাহাকার।

একদিন-না-একদিন

একদিন-না-একদিন,
কারো-না-কারো কপালে,
ঘটেছে যা'—তাই নিয়ে ভাই
বৃথাই মাথা বকা'লে।

সীতার নামে কলঙ্ক আর
লক্ষ্মণেরে অবিশ্বাস,
ধ্যানভঙ্গ শঙ্করেব ও
যুধিষ্ঠিরের নবকবাস ;
এমন সকল কাণ্ড যখন আগেই গেছে ঘ'টে,
তখন তুমি খ্যাতির খেদে গরম কেন চ'টে ?
চ'লতে গেলেই লাগে ধুলো,
ধুয়ো তখন ও-সবগুলো,

তা' ব'লে কি পথ দিয়ে, ভাই,
চল্‌বে না'ক মোটে?

একদিন-না-একদিন,
কারো-না-কারো কপালে,
ঘটেছে যা'—তাই নিয়ে ভাই
বৃথা মাথা বকা'লে।

অরসিকে রসের কথায়
হয়ত যাবে ভোলাতে,
অপ্রেমিকে মনের ব্যথায়
হয়ত যাবে গলা'তে ,
অঘটন যা' ঘট্‌বে তা'তে—
সেটা কিন্তু স্বাভাবিক!
কাজেই তা'তে বিলাপাদি,
বেশী বকম, নহে ঠিক।
পবকে কেন মন্দ কই?
মনেব মত নিজেই নই।
আমাদের এই বোষ তুষ্টি—
অধিকাংশই আকস্মিক!

একদিন-না-একদিন,
কাবো-না-কাবো কপালে,
ঘটেছে যা'—তাই নিয়ে ভাই
বৃথাই মাথা বকা'লে।

নৈশ-তর্পণ

জলেব লীলা মিলিযে গেল নিবিড় আঁধাবে,
আলোক মালা উঠ্‌ল ফুটে নদীর দু'ধারে ;
নৌকা 'পরে আলোক নড়ে,
নদীর জলে বশ্মি পড়ে ;
উঁকি দিয়ে ঢেউগুলি তার ছুট্‌ছে কোথা রে ;—
বুঝি বা কোন্‌ ঘুরুনি দিযে অতল পাথারে।
পরাণ আমার কেমন তাতে হ'ল যে বিকল,
পড়ল ঘন নিশ্বাস, চোখেও পড়ল এসে জল!

অম্‌নি ক'রে আমার মনে উঁকি দিযে হায়,
কতই হাসি-মুখের ছবি নিমেষে লুকায ;
কেউ বা ভালবেসেছিল,
মধুর মৃদু হেসেছিল,
কার কাছে বা ততটুকুও হয়নিক' আদায়,
কেউ বা গেছে মানে মানে, কেউ ঠেকেছে দায়।

সবার তরেই আজকে আমি হয়েছি বিহ্বল ;
উঠছে ঘন নিশ্বাস, চোখেও পড়ছে
এসে জল।

কেউ ডুবেছে অতল জলে, ভেসেছে বা কেউ—
ছুটেছে কেউ কূলের পানে মথন ক'রে ঢেউ ;
কেউ হরষে জলে ভাসে,
কূলেব পানে চেযে হাসে,
কেউ বা ভাসে চোখের জলে, ত্রাসে মরে কেউ
কূলে বসে উদাস মনে কেউ বা গণে ঢেউ,
আজকে আমি সবার তরেই হয়েছি বিহ্বল,
পড়ছে ঘন নিশ্বাস, চোখেব শুকায় নাক' জল।

যে কেউ মোরে করে গেছ স্নেহের অধিকারী,—
নয়ন-জলে জানাব আজ আমি সে সবারি ;
জানিয়ে যাব আর' বেশী,
হয়নি যেথা মেশামেশি,—
ঘটেছিল যেথায় শুধু চোখের লেনা-দেনা।
জানিযে দেব চোখের জলে আমি সবার কেনা।
আমি যে আজ সবার তরেই রেখেছি কেবল,
একটা ঘন নিশ্বাস, চোখের একটি ফোঁটা জল।

মৎস্যগন্ধা

দ্বীপে ঊষা এল কুয়াসায়,—
কোলের মানুষ চেনা দায়,—
চারি ধারে ঘিবি' তারে জলের আক্রোশ,
বাহিবে বোষের ছাযা—অন্তরে সন্তোষ।
হিমবাশি ফণা তুলে ধায,
মৎস্যগন্ধা তরণী ভাসায়।

তরী চলে ডুবায়ে মৃণাল,
হাতে তাব আর্দ্র কালো জাল :
দৃঢ় মুঠি—টানে জাল, পড়েনি রে মীন!
হ'যো না মলিনা বালা আজি শুভদিন ;—
জালে ধরা দেছে পরাশর!
তরী 'পরে সোনার বাসর!

কোথা দিয়ে কাটে দিনরাত,
ঋষি নাহি মুদে আঁখি-পাত ;
ধীবে ধীবে মিলাইল—কুযাসার ঘর,
কাটাযে মোহের ঘোর উঠে পরাশর।
মৎস্যগন্ধা—পদ্মগন্ধা আজ,
কোলে তার শিশু 'ব্যাস' করিছে বিরাজ!

আলেয়া

"পুড়ে মরি—পতি নাহি পাই,
কোথা পা'ব জুড়াবার ঠাঁই?
জ্বালার অবধি মোর নাই।

দিনরাত শুধু হাহাকার,
শ্বাস-বায়ু অনল আমার,
মৃত্যু হ'ল—গেল না বিকার!

জ্বলে মরি, আকুল জ্বালায়,
ঘুরি তাই বিজনে জলায়,
মোর পিছে—কেন এস, হায!

ফিরে যাও পথিক, পথিক,
মাড়ায়ো না কখন' এ দিক,
এ পথের নাহি কোন' ঠিক।

ধ্রুবতারা নহি আমি ভাই,
আলেযার পোড়া মুখে ছাই,
পুড়ে মরি পতি নাহি পাই!

শীতল হইবে তনু ব'লে—
মাঝে মাঝে ডুবি গিযা জলে,
উঠিলে দ্বিগুণ পুনঃ জ্বলে।

মুখ দিয়া উগারি অনল,
পবন ছড়ায হলাহল,
ক্ষণকাল—সকলি বিকল।

আবাব যা' ছিল হয তাই,
শান্তি নাই—যন্ত্রণা সদাই,
পরিণাম হ'ত যদি ছাই।

ভাবিতাম বে'চে সুখ নাই,
এবে দেখি মবণেও তাই,
পুড়ে মরি—পতি নাহি পাই।"

সহমরণ

'জিজ্ঞাসিছ পোড়া কেন গা'?
শুনিবে তা'?—শোন তবে মা-
দুখের কথা বল্‌ব কা'রে বা!

জন্ম আমার হিঁদুর ঘরে,
বাপের ঘরে, খুব আদরে,
ছিলাম বছর দশ;
কুলীন পিতা, কুলের গোলে,
ফেলে দিলেন বুড়ার গলে;
হ'লাম পরের বশ।
আচারে তার আস্‌ত হাসি,
—বলব কি আর পরকাশি,—
মিট্‌ল সকল সাধ:—
হিঁদুর মেযে অনেক ক'রে
শ্রদ্ধা রাখে স্বামীব 'পরে,
তা'তেও বিধিব বাদ।
বুড়াকালেব অত্যাচারে,—
শয্যাশাযী কব্‌লে তা'রে—
জেগেই পোহাই রাতি:
দিন কাটে ত' কাটে না রাত,
মাসেক পরে গেল হঠাৎ—
নিব্‌ল জীবন-বাতি।

কতক দুখে, কতক ভযে,
শরীব এল অবশ হ'যে
ভাঙ্‌ল সুখের হাট;
খ'যের রাশি ছড়িযে পথে,
চল্‌ল নিযে শবের সাথে,—
যেথায শ্মশান-ঘাট।

গুঁড়িযে শাঁখা, সবাই মিলে,
চিতায় মোবে বসিযে দিলে,
বাজ্‌ল শতেক শাঁখ;
লোকের ভিড়ে ভরেছে ঘাট,
ধোঁয়ায় চিতাব অ ধ্-ভিজা কাঠ,
উঠল গর্জ্জে ঢাক।

রোমে, রোমে, শিরায়, শিরায়,
জ্বালা ধরে,—প্রাণ বাহিরায়,—
মরি বুঝি ধোঁয়ায় এবার!
আচম্বিতে—চীৎকার রোলে—
চিতা ভেঙে, পড়িলাম জলে,
মাঝি এক নিল নায়ে তার।

যত লোক করে 'মার মার',
আমার তো সংজ্ঞা নাই আর ;
যবে ফিরে মেলিনু নয়ান,
দেখি, এক কুটীরের মাঝে—
সেই মাঝি—আছে বসে কাছে,—
যে মোরে জীবন দেছে দান।
কয়দিন গেল শুধু কাঁদি' ;
শেষে তাবে করিলাম 'সাদি',
ভুলিলাম ক্রমে যত ক্লেশ ;
আগুনে গিয়েছে জ্ব'লে রূপ,
তবু ভালবাসে পোড়া মুখ,
সুখে-দুখে দিন কাটে বেশ।
* * *
খেয়া দেয় মরদ জোয়ান,
আছে আর' দেড় বিঘা ধান ;
আমি নিজে মিশি বেচি মা,—
শুনিলে ত'—পোড়া কেন গা' !'

চিত্রার্পিতা

কে তুমি মহিমময়ী, অয়ি চিত্রার্পিতা,
ধরিয়াছ বীণা-ছাঁদে শিশুরে আপন?
কচি মুখখানি তার, চুলে ভবা মাথা,
দেখাইছ স্নেহভরে ; করিয়া গোপন।

নিজ মুখ, মাতার উচিত মহিমায় ;
আকর্ষিতে দৃষ্টি শুধু সন্তানের 'পরে,
নিজরূপ অপ্রকাশ রেখেছ হেলায় ;
জননী তুমিই বটে—বিধাতার বরে।

দেখা যায় শিরে রুক্ষ কবরী তোমার,
প্রবাসে কি পতি তব? অয়ি মৃদুপাণি!
পাশে যে কুক্কুর তব—হায়, সে কাহার?
কোথা তিনি?—সেথা কি যায না ছবিখানি?

তাই কি, নয়ন-জল করিতে গোপন,—
বসেছ—ফিবায়ে হায মু'খানি আপন?

মমতাজ

হে সুন্দরী, অয়ি মমতাজ!
শোন গো তোমার জয়,
শোন সৌন্দর্য্যের জয়,
বিশ্বময় শুধু ওই আজ!

সৌন্দর্য্য-দেবতা তুমি রাণী!
প্রেমের প্রতিমা তুমি,
তোমার সমাধি-ভূমি—
প্রেমিকের চির মৌন বাণী!

সম্রাটের মমতা-পুতলী!
মোমের রচিত দেহ,
ফুলের রচিত গেহ,—
ছেড়ে তুমি কোথা গেলে চলি'?

তোমার তনুর অনুরাগে,
দেখ গো, পাথর কিবা
পুঞ্জিত ফুলের শোভা
ধরিযা, তোমারে ঘিরি' জাগে!

সম্রাটের রত্নময়ী তাজ!
ইষ্টদেবী শাজাহাঁর,
দেখিলে না একবাব—
কি ধনে মণ্ডিত তুমি আজ?

যাদুঘর

যাদুঘরের কবাট পড়ে,
মায়াদেবীর টনক নড়ে,
যেথায় ছিল যে,—
মায়ার কলে,—নূতন বলে,—
উঠ্‌ল সে বে'চে!
* * *

মমি

পাশ-মোড়া দিযা, ঢাকন ঠেলিয়া
জাগিযা উঠিল 'মমি',
মিশরের যত বুড়া যাদুকর
দাঁড়া'ল তাহারে নমি'।

গুঁড়া হযে পড়ে পুঁথি, বেশবাস,
গুঁড়া হ'য়ে ঝরে চর্ম্ম ;
যত চাহি তত মনে বাড়ে ত্রাস,
তত বাহিরায ঘর্ম্ম!

বাম হাতে তা'র কবিতার পুঁথি,
হরিতালে মোড়া মুখ,
নয়ন কোটরে অতল আঁধার ;
দুরুদুরু কাঁপে বুক!

অতি ক্ষীণ স্বরে, কহিল, সে ধীরে,
সোঙরিয়া 'রমেশেশ্',—
"নীল নদ নীরে ঘন শর-বন,
তীরে সে মিশর দেশ ;

আমি সে দেশের রাজার সভায়
ছিলাম প্রধান কবি ;
আজি কেহ নাই বুঝিতে সে বাণী,
বুঝিতে সে সব ছবি।

কমলের বন হয়েছে উজাড়,
মৃণালে সে শোভা নাই ;
কালি যেথা ছিল রাজার প্রাসাদ,
বিজন আজি সে ঠাঁই।

মরেছে হরিণ, হ'ল বহুদিন,
ছিল তবু মৃগনাভি ;—
তিলে তিলে ক্ষ'য়ে মোব গাথা সনে
ফুরাইবে—তাই ভাবি।

আছিল যখন মিশবের দেহে
শকতি-সতেজ প্রাণ,—
পৃথিবী তখন স্থপতি-কলার
পার্যানিক' সন্ধান,

স্নায়ু ও শিরায়, যবে হাতে-পা'য়,
ক্ষীণ হ'য়ে এল বল,—
স্থপতি, ভাস্কর, কবি, চিত্রকর,
বাঁচিতে করিল কল।

কূপের সলিল ছড়াইতে মাঠে
শুকাযে উঠিল কূপ,
পাথরের চাপে মরেছে মানুষ,
পুরী মরু সমরূপ।

কে দেখিবে ছবি, প্রতিমা, দেউল,
কে শুনিবে আজি গান ?
মরিয়াছে মৃগ তৃষায় পাগল,—
বোঝেনি—মরুর ভাণ।"

পাশ-মোড়া দিয়া ঢাকনের তলে
ঘুমায়ে পড়িল 'মমি',
কে কোথা লুকা'ল কিছু না বুঝিনু
উঠিনু যখন নমি'।

যাদুঘরে অন্ধকার!
ঘোরে কত জানোয়ার!
ডাকে কত পাখী,
মাছ কিল্‌কিল্ সাপ হিল্‌বিল্,
শিলা মেলে আঁখি।

* * *

তা' সবে এড়াযে ছাড়ি হাঁফ,
তাড়াতাড়ি—একেবারে নেমে পড়ি,
গোটা কুড়ি ধাপ :
'মায়ার সহিত
আসি উপনীত—'
যেথায় সাজান' শুধু পাথরের চাপ।

* * *

যক্ষ-মূর্ত্তি

তা'বি মাঝে, দেখিলাম অপরূপ—
পাষাণে খোদিত, এক মনোরম—
মদনেব যূপ!
মত্ত যক্ষ-রাজ,
মুবজার লাজ—
ভাঙিতে, যতনে এত, তবু সে বিবূপ।
শিশু-কাম দিতেছে বসনে টান,
কুবের সাধিছে ধরি'—'রতিফল'
করিবারে পান ;
বাধা দিযা তায—
দ্বিগুণ বাড়ায়,
আগুন জ্বালিলে আর নাহি পরিত্রাণ ;
"কথা রাখ—আর ফিরায়ো না মুখ,
এবার—পড়েছ ধরা, সুখে যে
দ্বিগুণ দেখি বুক!
মুখে শুধু রোষ,
মন পরিতোষ,
কি যে স্বভাবের দোষ—তবু দিবে দুখ!"
কত যুগ অমনি কেটেছে, হায়,
সাধিতে বিরতি নাই, তবু মুখ
কভু না ফিরায়!
তবু, পেতে হাত—
কাটে দিনরাত,
মুলে সে হাবাত হ'লে, কি হ'ত উপায় ?

কত যুগ অমনি গিয়েছে চ'লে!
ধরিয়া রয়েছ, তবু আনিতে পারনি
তারে কোলে ;
আর তুমি—পাশে,—
স্ফুরিত উল্লাসে,—
স্থির যে রয়েছে আজ'—সে পাষাণী ব'লে!

মমির হস্ত

১

কার দেহে, কোন্ কালে, লগ্ন ছিলে তুমি,—
নীলিমা-মণ্ডিত, ক্ষুদ্র, কঙ্কালাগ্র কর?
তার পর কত গেছে সহস্র বৎসর—
রক্ষা-লেপে লিপ্ত হ'যে লভিয়াছ ভূমি?

কবে সে—কবে সে হায, গেছে তোরে চুমি',
মানবের সঞ্জীবন তপ্ত ওষ্ঠাধর
শেষ বার? হায, কত যুগ-যুগান্তর
আগে, শিশুর আগ্রহে স্পর্শিয়াছ তুমি

জননীর বুক, কত খেলিযাছ খেলা,—
কত নিধি উৎসাহে ধরিযা ফেলে দেছ,—
প্রথম যৌবনে কত করিযাছ লীলা ;
নব বক্ষোচ্ছ্বাসে সাজি, কতই খেলেছ—

লযে নিজ কেশ, বেশ, নযন, অধর
আজ অস্থিসার—তবু মুগ্ধ এ অন্তর!

২

রাজদণ্ড হয ত' গো ধরিযাছ তুমি,
আজ তুমি কাচ পাত্রে কৌতুক-আগারে।
আজ গ্রাহ্য কেহ নাহি করে গো তোমারে,
দিন ছিল, হয ত' কৃতার্থ হ'ত চুমি',

জনমিযা ছুঁযেছিলে কোথাকার ভূমি,
আজ তুমি কোথা, হায, কোন্ দূর দেশে!
আজ ভালবেসে তোমা' কেহ না পরশে,
প্রত্নতত্ত্বজ্ঞের এবে ক্রীড়নক তুমি,

ওই তুমি—চিন্তাজ্বর করেছ মোচন,—
গোপন করেছ হাসি, মুছেছ নযন ;
ওই তুমি—হয ত' গো করেছ রচন
ফুলহার—কা'র তরে কুসুম শয়ন!

দেহচ্যুত, অবজ্ঞাত, হায় রে উদাসী,
ভালবাসা চাহ যদি—আমি ভালবাসি!

ডাকটিকিট

ডাকটিকিটের রাশি—আমি ভালবাসি,
যদি তা' পুরাণো হয়—ব্যবহার করা,
ছেঁড়া, কাটা, ছাপমারা স্বদেশী, বিদেশী ;—
তা' সবে পরশি' যেন হাতে পাই ধরা!

যুক্তরাজ্য, চিলি, পেরু, ফিজি দ্বীপ হ'তে,—
মিশর, সুদান, চীন, পারস্য, জাপান,
তুর্কী, রুষ, ফ্রান্স, গ্রীস হ'তে কত পথে
এসেছে, চড়িয়া তারা কত মত যান!

কেহ আঁকিযাছে বুকে—নব সূর্য্যোদয়,
শান্তি দেবী—কার' বুকে—তুষার পর্ব্বত,
হংস, জেব্রা, বরুণ, শকুনি, সর্পচয়,
কার' বুকে রাজা, কার' মানব মহত :—

যুগ্ম হস্তী, যুগ্ম সিংহ, ড্রাগন ভীষণ,
দীপ্ত সূর্য্য, সূর্য্যমুখী, ফিনিক্স, নিশান,
ময়ূর, হরিণ, কপি, বাষ্প, জলযান,
দেবদূত, অর্দ্ধচন্দ্র, মুকুট, বিষাণ!

কেহ আনিযাছে বহি' পিরামিড-কণা!
কেহ বা এসেছে মাখি' পার্থিনন-ধূলি!
নাযেগ্রা-গর্জ্জন বিনা কিছু জানিত না,—
এমন ইহার মধ্যে আছে কতগুলি!

কেহ বা এনেছে কা'র' কুশল সংবাদ—
মাখি' মুখামৃত, বহি' সাগ্রহ চুম্বন!
কেহ বা পেতেছে নব বাণিজ্যের ফাঁদ ;
কেহ অনাদৃত, কা'র' অ'দৃত জীবন!

সকলগুলিই আমি ভালবাসি, ভাই,
সমগ্র ধরার স্পর্শ পাই এক ঠাঁই!

উল্কা

তিমিরের মসীলেপ নিমেষে ঘুচায়ে
বিশ্বচিত্রপট হ'তে,—পরিস্ফুট করি',
প্রত্যেক পল্লবে, শাখে, তৃণে, জলাশয়ে,
দেউলে, প্রাসাদে, পথে,—ফুটাইয়া, মরি,

ভুজপাশে বদ্ধ সহচরে,—চকিতের মত,
জ্যোৎস্না-খণ্ড-রূপে হায়, চকিতে আবার
কোথায় ডুবিলে উল্কা? তারা লক্ষ শত
মুদিল নয়ন, হেরি এ দশা তোমার।

কোথা ছিলে? কোথা এবে চলিয়াছ, হায়!
সূর্য্যতেজে পুড়িতে কি পাড়িতে ভূমিতে?
অথবা, অনন্তকাল অভিশপ্ত প্রায়—
অনন্ত অতলে শুধু রহিবে নামিতে?

ছিলে কি জীবের ধাত্রী পৃথিবীর মত?
কিম্বা চিরবন্ধ্যা, শুধু, ধ্বংস তোর ব্রত!

স্বর্ণ-গোধা

স্বর্ণ জিনি বর্ণ তোর, নয়ন-রঞ্জন,
স্বর্ণ-গোধা! ভ্রম হয় স্বর্ণময় ব'লে,—
তনু তোর। ঘৃণ্য কিন্তু তোর পরশন ;
নাহি জানি কালকেতু ভুলিল কি ছলে।

সেকি তোরে ভেবেছিল খণ্ড সুবর্ণের?
ত্বরান্বিত তাই বুঝি গেছিল কুড়াতে?
শেষে নিজ ভ্রান্তি বুঝে—মর্ম্মরে পর্ণের—
তীরে বিঁধে এনেছিল অনলে পোড়াতে।

স্থির তুমি থাক যবে, উজ্জ্বল বরণ!
প্রীতি লভে বিমুগ্ধ নয়ন ; কিন্তু হায়
অঙ্গভঙ্গী আরম্ভিলে—আপনি নয়ন
ঘৃণা ভরে মুদে যায়, ফিরে নাহি চায়।

জড়মতি রূপসীর অপরূপ হাসি,—
মন হ'তে যেমন মমতা দেয় নাশি।

প্রবাল-দ্বীপ

তিমিরে, তিমির অস্থি যেথা হয় শিলা,
ছিদ্রময় স্পঞ্জ-পুষ্প যেথায় বিকাশ,
সেই সাগরের তলে, সুখে করে বাস—
প্রবাল-দম্পতী এক ;—নিত্য নব লীলা!

দিনে দিনে প্রবালের বাড়ে পরিবার,
কত জীয়ে, কত মরে—রাখিয়া কঙ্কাল,
পঞ্জরের বাড়ে স্তূপ, যত যায় কাল ;
অজ্ঞাতে পূরণ করে ইচ্ছা বিধাতার।

স্তূপীকৃত যুগান্তের প্রবাল-পঞ্জর—
কোটি কোটি প্রাণ-পাতে হ'য়ে সংগঠিত,
কোটি হৃদয়ের রক্তে হ'যে সুরঞ্জিত,—
একদিন তুলে শির সিন্ধুর উপর!

পলি পড়ে, শঙ্খ চরে, জাগে নব দ্বীপ,
ধৈর্য্যশীল প্রবালের যশের প্রদীপ!

আগ্নেয় দ্বীপ

পার্শ্বে তা'রি—সাগরের গূঢ় তলভূমে,
আচম্বিতে সমুত্থিত মহামন্দ্র রব,
আচম্বিতে মাটি ফাটি', পর্ব্বত ভৈরব
তুলে শির, স্তব্ধ ঊর্ম্মি ভয়ে তা'রে নমে।

আগ্নেয় উৎপাতে ত্রস্ত জল-জন্তু-দল,—
কালক্রমে পুনঃ যবে হইল নির্ভয়,—
থামিল কম্পন, দূরে গেল তাপচয়,
দেশান্তের পান্থ পাখী করি' কোলাহল—

উড়ে গেল, পড়ে গেল চঞ্চু হ'তে তা'র
বিস্ময়ে—শস্যের শীষ অভিনব দ্বীপে ;
শ্যামল হ'ল সে কালে জীবের আগার,
দাঁড়াইল মৌন মুখে বিধাতা সমীপে।

একে ধৈর্য্য অলৌকিক! অন্যে তেজোবল!
তপস্যার প্রতিভাব—পরিপূর্ণ ফল।

মূল ও ফুল

ফুল—শুধু দেখাইতে চায়
আপনারে রৌদ্রে জোছনায় ;
সমীরে করিতে চায় খেলা,
সারা বেলা রঙ্গ করে মেলা।
অলি বলে, "দাঁড়া' ওলো জুঁই।
এই ছুঁই—এই তোরে ছুঁই।"
ফুল বলে, "দুলেছি হাওয়ায—
আয় অলি এই বারে আয়।"
পাতা 'পরে মাথা যায় ঠুকে
অলি সে পলায় অধোমুখে!

মূল—শুধু লুকাইতে চায়
অন্ধকারে মাটির তলায় ;

খেলাধূলা গিয়েছে সে ভুলে,
কখন বা দেখে মাথা তুলে?
কাজ—কাজ—জানে শুধু কাজ,
কাল যথা তেমনি সে আজ।
মাটি হ'তে শোষে শুধু রস,—
পাতা ফুল রাখে সে সরস,
কাজ সদা—নাহিক কামাই,
ফুলদল—বেঁচে আছে তাই।

ফুল সে রাজার মত থাকে,
মূল সে চাষার মত পাঁকে।
মাঝে, শাখা পাতার সমাজ,—
গন্ধ, রস, ভুঞ্জে তিন সাঁঝ।
ফুলহীন মূল কত আছে,
মূলহীন ফুল কই বাঁচে?
ফুল ঝরে—ফুটে পুনরায়,
মূল গেলে সকলি ফুরায়।
ফুল তবু উঁচুতেই থাকে।
মূল সে চাষার মত পাঁকে।

ঝড় ও চারাগাছ

ঝড় বলে, "উড়ে গেল বড় বড় গাছ,—
এখনো আছিস্? আয়, উপাড়িব তোরে।"
"থাক্, থাক্" বলে চারা "না-না থাক্ আজ"
না শুনিয়া কথা, তারে ঝড় ধরে জোরে।

পাড়ে ভূমি 'পরে আহা; একি! অকস্মাৎ
উঠে চারা, মল্ল সম আস্ফালি' পল্লব,
রক্তবীজ যুঝে যেন আপনি সাক্ষাৎ,
নুয়ে পড়ে ভুঁয়ে, তবু, যুঝে অসম্ভব।

হর্ষে রবি ঢালে শিরে সোনার কিরণ,
শ্রান্তি বিদূরিতে মেঘ হর্ষে ঢালে জল,
বৃষ্টি জলে রৌদ্রে মিলে—হীরকে হিরণ
ঝলমল তিন লোক,—হাসে পরীদল।

লজ্জায়, পলায় রড়ে, ঝড় দেশ ছেড়ে,
ত্রিলোকের আশীর্ব্বাদে চারা উঠে বেড়ে।

জীবন-বন্যা

তিমির মগন গগন ঘিরিয়া
এ কি নব উচ্ছ্বাস!
স্পন্দিত করি' লক্ষ তারকা
জাগিছে রশ্মি-ভাস্!
বঙ্গসাগরে করি' আজি স্নান,
গাহিছে সমীর প্রভাতেরি গান,
জুড়ায় নয়ান, জুড়ায় পরাণ,
হাস্ রে জগৎ হাস্!
টুটিছে তন্দ্রা, ছুটিছে স্বপন,
ওই শোন শোন কল আলাপন,
উঠিবে অচিরে উজল তপন,
নাহি রে নাহি তরাস।
উঁকি দিয়ে হাসে ত্রিদিব-কন্যা,
বাঁধ ভেঙে আসে কিরণ-বন্যা,
স্রোতে ফুল পারা ভাসে-ডুবে তারা,
নয়ন মেলে আকাশ।
যুগ যুগ ধরি' তামসীর মাঝে—
নিষ্ফল আঁখি মেলিয়াছিল যে,
নিশা শেষে দিশা লভিল, সে আজ
লভি' নব আশ্বাস।
নাহি ভয় আর নাহি শোক চিতে,
নিদ্রার শেষে নবশক্তিতে—
মানবের হাটে ছুটেছে বাঙালী
ধরি' নব অভিলাষ।
কে রোধিতে পারে পথ আজি তার?
কে বাঁধিতে পারে নির্ঝর-ধার?
ক্ষুদ্র বামন চরণ ছায়ায়
ত্রিলোক করিবে গ্রাস।

* * *

বাজাও শঙ্খ, বাজাও বিষাণ,
মুক্ত গগনে উড়াও নিশান,
(আজি) কিরণে, তপনে, পবনে, জীবনে,
অভিনব উল্লাস।

কোন্ দেশে

(বাউলের সুর)

কোন্ দেশেতে তরুলতা—
সকল দেশের চাইতে শ্যামল?
কোন্ দেশেতে চল্‌তে গেলেই
দল্‌তে হয় রে দূর্ব্বা কোমল?

কোথায় ফলে সোনার ফসল,—
সোনার কমল ফোটে রে?
সে আমাদের বাংলাদেশ,
আমাদেরি বাংলা রে!

কোথায় ডাকে দোয়েল শ্যামা—
ফিঙে গাছে গাছে নাচে?
কোথায় জলে মরাল চলে—
মরালী তার পাছে পাছে?
বাবুই কোথা বাসা বোনে—
চাতক বারি যাচে রে?
সে আমাদের বাংলাদেশ,
আমাদেরি বাংলা রে!

কোন্ ভাষা মরমে পশি'—
আকুল করি' তোলে প্রাণ?
কোথায় গেলে শুনতে পা'ব—
বাউল সুরে মধুর গান?
চণ্ডীদাসের—রামপ্রসাদের—
কণ্ঠ কোথায় বাজে রে?
সে আমাদের বাংলাদেশ,
আমাদেরি বাংলা রে!

কোন্ দেশের দুর্দ্দশায় মোরা—
সবার অধিক পাই রে দুখ?
কোন্ দেশের গৌরবের কথায়—
বেড়ে উঠে মোদের বুক?
মোদের পিতৃপিতামহের—
চরণ-ধূলি কোথা রে?
সে আমাদের বাংলাদেশ,
আমাদেরি বাংলা রে!

সন্ধিক্ষণ

এতদিনে। এতদিনে বুঝেছে বাঙালি
দেহে তার আজো আছে প্রাণ!
এ জগতে যোগ্য যাঁরা তাঁহাদেরি মাঝে
আমরাও ক'রে নেব স্থান।
যে খুশি টিট্‌কারি দিক
অন্তরে বুঝেছে ঠিক—
এ কেবল নহেক হুজুগ;
সন্ধিক্ষণ আজি বঙ্গে, এল নবযুগ!

পথে ঘাটে দেখ চেয়ে অন্দরে বাহিরে
দেশহিতে বিলাস বর্জ্জন,
বিরাট সহস্র শীর্ষ উঠেছে জাগিয়া
লক্ষ মুখে এক দৃঢ় পণ।
যেথা যে বাঙালি আছে,
প্রাণে প্রাণে মিলিয়াছে,
শুভ লগ্ন পেয়েছে বাঙালি,
মনে হয় আর মোরা রব না কাঙালী।

এ বড় আশার দিন—পণ্য স্বদেশের
সবে তুলে লয়েছে মাথায়;
এবার পরীক্ষা হবে প্রতিজ্ঞার বল,
ভগবান্ হউন সহায়।
ভুলেছিনু মনুষ্যত্ব
বিলাস ব্যসনে মত্ত,
ভুলেছিনু পৌরুষের স্বাদ,—
কে জাগালে সে পৌরুষ?—সিংহের আহ্লাদ!

এ বড় শঙ্কটকাল—পণের রক্ষণ,—
আমাদের ভ্রম পদে পদে,
সতর্ক জাগ্রত যেন রহি সর্ব্বক্ষণ
নাহি ডুবি কলঙ্কের হ্রদে।
স্মরি স্বদেশের দুখ
মাতা-পত্নী-কন্যা-মুখ,
নিত্য প্রাতে উচ্চারিব পণ—
"বাঁচাব দেশের শিল্প—দেশের জীবন।"

দরিদ্র দেশের কোলে দরিদ্রের বেশ
আমাদের সাজিবে সুন্দর,
'খাটো দেহে খাটো ধুতি'—লজ্জা কিবা তায়?
শ্রমের সৌন্দর্য্য মহত্তর!
শক্তিমান দেহমন,
ভীষ্মের মতন পণ,
তার চেয়ে কি আছে শোভন?
জুড়ায় পরাণ মন কি ছার নয়ন?

ভগবান্! হীনবলে তুমিই দিয়েছ
এ অপূর্ব্ব নূতন জীবন!
লইয়া অভয় নাম প্রতিজ্ঞা করেছি;
শক্তি দাও রাখিব সে পণ।
নব স্রোত, বঙ্গভূমে,
তোমার নির্দ্দেশে নেমে,

সর্ব্বপ্রাণ করেছে সজীব ;
হে বরদ! শুভঙ্কর! হে সুন্দর! শিব!

তুমি দাও বুঝাইয়া নিন্দুকে, কুটিলে,—
'বাঙালিও জন্মেছে মানব,
কার' চেয়ে তুচ্ছ নয় বাঙালির দাবী
বৃথা সে করে না কলরব ;
মঙ্গল বিধান যত,
স্বদেশের সেবা-ব্রত,
আজ সে মাথায় নেবে তুলে ;
মূঢ় সে—যে দাঁড়াইবে তার প্রতিকূলে!'

'উন্মুক্ত সবারি তরে নিখিল সংসারে
মনুষ্যত্ব-মহত্ত্বের পথ,
চির-ধন্য সে পথে কণ্টক দিতে পারে,—
এমন জন্মে না দাসখত ;
চুক্তির বেতন পাও,—
সর্ত্তমত কাজ দাও ,
যে প্রভু অধিক করে আশ
ব'ল তা'রে—কর্ম্মচারী নহে ক্রীতদাস।'

অর্থের সম্বন্ধ হ'তে কত উচ্চতর
মনুষ্যত্ব—দেশহিত-ব্রত ;
স্বার্থ সাথে স্বদেশের বিরোধ যেথায়
স্বদেশেরি পায়ে হব' নত।
এ কথা না ভুলে রই,
'আমি শুধু তুমি নই—
দশের মাঝারে একজন ;
দেশের—দশের শুভে কল্যাণ আপন।'

এমন' পণ্ডিত-মূর্খ জন্মেছে এ দেশে,—
শুনিবারে সাহেবের মুখে
নিজের বুদ্ধির কথা ; স্বদেশে বিদেশে
'পণ পণ্ড' বলে স্ফীত বুকে ;
নিজ মুখে মাখি কালি,
লভে শূন্য করতালি,—
কালি দিয়া দেশের গৌরবে!
হা বঙ্গ ! দিয়েছ স্তন্য ইহাদের' সবে।

শুনি পণপত্রে কত রাজভৃত্য, হায়,
সহি করে অস্পষ্ট অক্ষরে।
কি লজ্জা! এতই ভয় চাকুরির তরে?—
কি লভিবে দাস্যবৃত্তি ক'রে?

বাণিজ্যে বসেন রমা,
কৃষি প্রায় তারি সমা,
দুই পন্থা উন্মুক্ত তোমার।
তবু দ্বিধা-কৃত-মন? জঘন্য আচার!

স্বার্থান্ধ স্বদেশদ্রোহী জান নাকি হায়—
জান নাকি আত্মদ্রোহী তুমি ;
পুত্র পৌত্র অন্নাভাবে মরিবে , এখনো
প্রসারিয়া লও কর্ম্মভূমি।
কারে কর পরিহাস?
নিজ স্ত্রীর লজ্জাবাস—
তাও নহে আয়ত্ত-অধীন!
সত্য তুমি অতি দীন—অতি দীন হীন।

আজি যারা অনাগত—ভবিষ্য যাদের
কি মান তাদের কাছে পাবে?
কোন্ স্বত্ব কোন্ বিত্ত—শ্ববৃত্তি ব্যতীত
তাহাদের তরে রেখে যাবে?
কোন্ কর্ম্ম, কোন্ নীতি,
কোন্ মহত্ত্বের স্মৃতি,—
তাহাদের হবে মূলধন?
স্মরিয়া তাদের কথা—দৃঢ় কর পণ।

পাঠশালে ছাত্র করে বিদেশী-বর্জ্জন,
চমৎকার! দৃশ্য চমৎকার!
বিলাস-বর্জ্জনে হের তরুণী ছাত্রীরা
অগ্রগামী আজি সবাকার।
বলো রাজপুতানারে,—
বেণী বিসর্জ্জিতে পারে
বঙ্গনারী তাঁদেরি মতন,
অন্তরে সে বীরাঙ্গনা, শৌর্য্যে ভরা মন।

শিক্ষক শিখান্ আজি বালকে যুবকে
হইবারে দেশের সেবক ,
যত ধনী মহাজন পণ-বদ্ধ সবে,
ঊর্দ্ধ্ব শিখা উৎসাহ পাবক!
মহাপ্রাণ সমুদার,
কত শ্লাঘ্য জমীদার
লয়েছেন দেশহিত-ব্রত ;
মুক্তকোষ সবে, প্রাচ্য রাজাদেরি মত।

আর আজি ধন্য তুমি দরিদ্র বাঙালি,—
দিয়েছ সংশয় বিসর্জ্জন

যেন মন্ত্রবলে তুমি মুক্তহস্ত এবে,
কোথা পেলে এত বড় মন!
পরস্পরে এ প্রত্যয়—
যত্নে আসিবার নয় ;
এ রত্ন দেছেন ভগবান্!
অন্তরে সঞ্চিত করি রাখ দৈবদান।

বৎসরান্তে ভাদ্রশেষে শুধু একবার
কূল 'প্লাবি' আসে যে জোয়ার,
তাহার তুলনা নাই ; সমস্ত বৎসরে
সে জোয়ার আসে একবার!
সে জোয়ার এসেছে রে
আমাদের ঘরে ঘরে,
এসেছে রে নূতন জীবন!
বাঙালি পেয়েছে আজ সামর্থ্য নূতন।

কণা কণা স্বর্ণ ছিল মৃত্তিকার মাঝে,
ধূলি পারা ধূলি মাঝে হারা ;
আজি কোন্ অনির্দ্দিষ্ট ভূগর্ভের তাপে
গ'লে মিলে হ'ল স্বর্ণধারা।
হার গড়ি সে কাঞ্চনে,
এস সবে, সযতনে—
পরাইব দেশের গলায় ;
জননী! জনমভূমি! সাজাব তোমায়।

বাহিরেব ঝড় এসে ভাঙে যদি ঘর—
কোথা থাকে পুত্র পরিবার?
অন্তরে প্রবল হাওয়া উঠিয়াছে যদি
নত হও সম্মুখে তাহার।
স্বদেশ, তোমার পানে—
দেখো গো উদ্বিগ্ন প্রাণে
কাতর নয়নে চেয়ে আছে।
আশা করে মাতৃভূমি প্রত্যেকেরি কাছে।

পবিত্র কর্ত্তব্য-ব্রত লয়েছি মস্তকে,
মরেও রাখিতে হবে পণ!
রাজ্যপণে পাশা খেলি', পণরক্ষা হেতু
বনে গেছে হিন্দু রাজগণ!
বিদেশের মুখ চেয়ে,
শতেক লাঞ্ছনা সয়ে,
সংজ্ঞা যদি এসেছে আব্যর,—
প্রতিজ্ঞা স্মরিযা, শীঘ্র লও কার্য্যভার।

এদিন অলসে গেলে, কি ক্ষতি যে হবে—
দেখ বুঝে অন্তরে সে কথা ;—
আশা ভঙ্গ, মনঃক্ষোভ, শক্তি অপচয়,
শত দিকে পাবে শত ব্যথা,—
শত্রু সে পাড়িবে গালি,
দু'গালে পড়িবে কালি,—
আমল পাবে না কারো ঠাঁয়ে
আবার সহস্র বর্ষ পড়িবে পিছায়ে।

জাতিত্ব গৌরব যাবে অঙ্কুরে মরিয়া,
ঝরিবে রে আধ-ফোটা ফুল ;
ভগবান্! রক্ষা কর—শক্তি কর দান,
প্রভু! মোরা হয়েছি ব্যাকুল!
দুর্ব্বলের বল তুমি!
দীনের শবণ-ভূমি!
আশ্রয় লইনু তব পায়,
লজ্জা-নিবাবণ সখা! হও হে সহায়!

কে আছ হে ধনবান আন' স্বর্ণ-ধন,
কাযক্লেশ আন' শ্রমী যেবা,
শিল্পী আন' নিপুণতা, উদ্যোগী উদ্যম,
সবে মিলি কর মাতৃ-সেবা।
পরিশ্রমে নাহি লাজ
আপনি চাষীর কাজ,—
করিতেন রাজা মিথিলায়!
মন্ত্রদ্রষ্টা ত্বষ্টা ঋষি আদি সূত্রধার!

সুবেশ রাখাল-বেশ সকলি ভুলিযা,
ধন্য হও স্বদেশের কাজে ;
প্রতিজ্ঞা রাখিযা স্থিব স্থাণুর মতন
মান্য হও জগতের মাঝে।
আত্মতেজে করি' ভর—
কর্ম্মে হও অগ্রসর!
মূর্খে শুধু বলে এ 'হুজুগ' ;
বঙ্গ-ইতিহাসে হের এল স্বর্ণ-যুগ!

হেমচন্দ্র

বঙ্গের দুঃখের কথা, সদা করি গান,
দুখের জীবন তব হ'ল অবসান,—
হে কবীন্দ্র! হেমচন্দ্র! চলে তুমি গেলে,—
সে কি গাহিবারে গান দেব-সভাতলে?

বাসবের সভাতলে কি গাহি'ছ গান?—
ভারত-ভিক্ষার কথা! কিম্বা ভিন্ন তান,—
গাহিছ,—কেমনে বাস করিল পাতালে
দুর্বৃত্ত বৃত্রের ত্রাসে, বাসব সদলে,
পরাজিত অধোমুখ; বর্ণিতে তাদের—
গাহিতে গাহিতে হায়—চাহিছ কি ফের
অতি নিম্নে—পরাজিত ভারতের পানে?
—তোমার সে মাতৃভূমি—সুধা যা'র স্তনে,—
তা'র কথা স্মরি' কি ঝরিছে আঁখি-জল?
জিজ্ঞাসে কি অশ্রুর কারণ দেবদল?
কি বলিবে, হায় কবি, কি দিবে উত্তর?
অন্তর্য্যামী জানিছেন তোমাব অন্তর।

দুর্য্যোগ

কি যেন মলিন ধূমে,
কি যেন অলস ঘুমে,
আকাশ রয়েছে ঢাকা সব একাকার;
ছায়া-ম্লান তরু-শির
প্লাবিত তটিনী-তীর,
বিবাম বিশ্রাম আব নাহি বরষার!

ঊষার কনক হাসি,
আর না জাগায় আসি'
হৃদযে উদ্দাম আশা, আনন্দ অপার;
এখন নিশিব শেষে,
রুগ্ন বালিকার বেশে—
জীবন জাগায এসে—মরণ সাকার!

তাপহীন, দীপ্তিহীন,
এমনি চলেছে দিন;—
বঙ্গের এ দুর্য্যোগের নাহি বুঝি শেষ!
এ জল ফুরাবে না রে,
এ আঁখি শুকাবে না রে!
ঘুচিবে না বুঝি আর এ মলিন বেশ।

কত দিন আলো নাই,
ভুলে যেন গেছি তাই,
কে বলিবে ছিল কি না?—মূকের স্বপন;
কবে নাকি, স্বর্ণ-ছবি,
পূরবে গৌরব রবি
উঠেছিল একবার, হয় গো স্মরণ।

কিরণ পরশে তা'র
দেশে এল হর্ষভার,
সে দিন প্রথম, বুঝি, সেই দিনই শেষ;
এসেছিল পথ ভুলে,
তাই ত্বরা গেল চলে,
প্রভাত সে না পোহাতে শূন্য হ'ল দেশ!

প্রিয়জন উপহার—
শুকাইলে ফুলহার,—
তবু কি ফেলিতে তা'রে পারে কোন' জন?
গেছে বর্ণ, গন্ধ যত,
কর্কশ কাঁটার মত,—
তবু সে যে প্রিয়-স্মৃতি, যতনের ধন।

তাই—পূর্ণ অনুরাগে,
আজিও হৃদয় জাগে
সে কাহিনী, মেঘে যেন ক্ষণপ্রভা খেলে;
জানি সে বিফল, হায,
নাহি প্রাণ শূন্য কায়,
আগুনের গুণ কি গো ভস্মে কভু মেলে?

এল গেল নিশিদিন,
মলিন, লাবণ্যহীন,
এ বরষা ফুরা'ল না, শুকা'ল না জল;
আকাশ, পৃথিবী নাই,
দাঁড়াবার নাহি ঠাঁই,
প্লাবনে হযেছে এক অকূল অতল!

আমরা ডুবিয়া আছি,
মরেছি কি বেঁচে আছি
জানিনা, প্রকৃতি মাগো, ডেকে নে, জুড়াই;
দক্ষিণ দুয়ার খুলে
ডুবাও গো সিন্ধুজলে,
হয়েছি পরের বোঝা—ঘরের বালাই।

সেথা নাহি ভেদাভেদ,
নাহি মা মনের ক্লেদ,
ঢেকে দে বঙ্গের মুখ, বেঁচে কাজ নাই;
অবাধ অনন্ত জল,
নাহি তীর, নাহি তল,
মুক্ত পথে ছুটে যা'ব,—দে না মাগো তাই।

তা' যদি দিবি না, তবে,
দেখাস্‌নি ও বিভবে,—
শরতের শুভ্র হাসি, বসন্ত-বিলাস ;
যাহারে সাজে, মা, হাসি,
তাহারে দেখাস্‌ আসি—
বিচিত্র বরণে আঁকা তোর 'বার মাস'।

যা'রা জগতের কাছে
নতশির হয়ে আছে,
জগতের কোন' কাজে নাহি যা'র যোগ ;
হৃদয়ে নাহিক বল,
জীবনে তা'র কি ফল ?—
আলোকে পুলকে তা'র শুধু কর্ম্মভোগ।

দিস্‌ না, মা, নাহি চাই,
আমাদের কাজ নাই—
হৃদয়-মাতানো তোর নব রবিকর ,
থাক এই অন্ধকার,
মলিনতা বরষার,
ক্ষুদ্র মোরা, তুচ্ছ মোরা, জগতের পর।

বরষার নিবিড়তা
দিক্‌ প্রাণে আকুলতা,
আপনা চিনিব তবু, আপনা চাহিয়া ;
সৌন্দর্য্য নিবিয়া যাক,
ধরণী ডুবিয়া থাক,
আপন দারিদ্র্য শুধু উঠুক ফুটিয়া।

অন্তহীন অবসাদ,
দিক্‌ প্রাণে নব সাধ,
যেতে জগতের কাজে উৎসাহ দ্বিগুণ ;
আয় বরষার ধারা,
আয় গো আঁধারি' ধরা,
কালিমা ঢেলে দে, হৃদে জেবলে দে আগুন!

আশ্বিন ১৩০৭ সাল।

বঙ্গ জননী

কে মা তুই বাঘের পিঠে বসে আছিস
বিরস মুখে ?
শিরে তোর নাগের ছাতা,
কমল-মালা ঘুমায় বুকে !
ঢল ঢল্‌ নয়নযুগল জল-ভরে পড়ছে ঢুলে,
কাল মেঘ মিলিয়ে গেল তোর ওই নিবিড়
কাল চুলে,
শিথিল মুঠি,—ত্রিশূল কেন ধরার ধূলা
আছে চুমি ?
কে মা তুই কে মা শ্যামা—
তুই কি মোদের বঙ্গভূমি ?

মা তোর ক্ষেতের ধান্যরাশি জাহাজ ভ'রে
যায় বিদেশে,
অন্ন-সুধা বঙ্গে ফেরে গরল
হ'যে সর্ব্বনেশে !
বনের কাপাস বনে মিলায়,
আমরা দেখি চেয়ে চেয়ে,
অন্নবসন বিহনে হায়,
মরে তোমার ছেলেমেয়ে !
বল্‌ মা শ্যামা, সুধাই তোরে,
মোদের এ ঘুম ভাঙবে নাকি ?
ধন্য হ'তে পারবো না মা
তোমার মুখের হাসি দেখি ?

ত্রিশূল তুলে নে মা আবার
রূপের জ্যোতি পরকাশি,
ভয়-ভাবনা ভাসিয়ে দিয়ে হাস আবার
তেমনি হাসি।
চরণতলে সপ্ত কোটি সন্তানে
তোর মাগে রে—
বাঘে রে তোর জাগিয়ে দে গো,
রাগিয়ে দে তোর নাগে রে ;
সোনার কাঠি, রূপার কাঠি,—
ছুঁইয়ে আবার দাও গো তুমি,
গৌরবিণী মূর্ত্তি ধর—শ্যামাঙ্গিনী
—বঙ্গভূমি !

'স্বর্গাদপি গরীয়সী'

বঙ্গভূমি ! কেন মাগো হইলে উর্ব্বরা ?
তাই, মা, নয়ন-বারি ফুরা'ল না তোর ;
স্বর্গ হ'তে গরীয়সী জন্মভূমি মোর,
এ স্বর্গে দেবতা কই ? দেখা'য়ে দে ত্বরা।

বল্‌ মোরে, কোন্‌ হেতু, সুপ্ত আজি তা'রা ?
অথবা, মগন কোন' তপস্যায় ঘোর ?

কবে ধ্যান ভাঙিবে গো,—নিশি হ'বে ভোর?
কবে, মা, ঘুচিবে তোর নয়নের ধারা?

অসুরে ঘিরেছে, হায়, কল্প-তরুবরে,
দেবতার কামধেনু দানবে দুহি'ছে!
আজি হ'তে অন্বেষি' ফিরিব ঘরে, ঘরে,
কোথা ইন্দ্র?—ব'লে দেগো, কাঁদিস্‌নে মিছে।

সে যে তোরে অস্থি দিযে গ'ড়ে দিবে অসি;
অয়ি বঙ্গ! অয়ি স্বর্গ! অয়ি গরীয়সী!

আষাঢ় ১৩০০ সাল।

আশার কথা

জননী গো—আজি ফিরে—
জাগিতেছে তব সন্তান সব
গঙ্গার উভতীরে!
বাড়িতেছে তব কুটীরে,
লালিত বক্ষ-রুধিরে,
সন্তান কোটি কোটি গো,
দৃঢ় উন্নত শিরে!
আর নহে কেহ অসুখী,
জননীর ভার শিরে আপনার
তুলে নেছে নব-বাসুকি,—
শত সহস্র শিরে!

উজ্জ্বল হাসি আননে,
ক্ষোণী বাজিতেছে সিন্ধুর তীরে,
কর্ব্বরী বাজে কাননে;
নব সঙ্গীত গাহিছে,
নূতন তরণী বাহিছে,
পবাণ নূতন চাহিছে,—
বিশ্ব-বিহারী নূতনে!
দখিণে গেছে অগস্ত্য,
পশ্চিমে গেছে ভার্গব, যেথা
সূর্য্য না জানে অস্ত!
গেছে রঘু প্রাগ্‌জ্যোতিষে,
বিশ্ব ছেয়েছে দলে, দলে, দলে,—
ভিক্ষু, শ্রমণ, বোধীশে;—
দীপ্তি বহি' তিমিরে!

ধনপতি সে শ্রীমন্ত,—
সিংহল-জয়ী বিজয় সিংহ,—
কীর্ত্তি-কথা অনন্ত!

জ্ঞানে, বিজ্ঞানে সিদ্ধ,
বীর্য্যে—উদার, স্নিগ্ধ,
আচারে জগৎ মুগ্ধ,
সেবায় নহেক' ক্লান্ত;—
হেন সন্তান, আজ,
আইল কি পুনঃ আলয়ে তোমার,—
ঘুচাইতে দুখ, লাজ?
তোমারি মন্ত্র-ভাষা গো,—
পূত, সুললিত, সঙ্গীত জিনি'
অন্তর-পরকাশা গো;—
জাগিছে আজি সে ফিরে!

সপ্ত সাগর তীরে,—
তোমার সপ্ত কোটি সন্তান
শত কোটি হ'বে ধীরে!
(মোরা) নৌকা ভরেছি পণ্যে,
(তুমি) আশিষ' দূর্বা-ধান্যে,
জননী! তোমারি পুণ্যে—
(মোরা) সকলি পাইব ফিরে।
নৌকা—ছুটেছে অধীরে!
সাত-ডিঙা ধন কোন্ প্রযোজন?
ঘিরিয়া ফেলিব মহীরে·
অচিরে—কিম্বা ধীরে!

দ্বিতীয় চন্দ্রমা

স্বপনে দেখিনু রাতে, হে ভারত-ভূমি,
সাগর-বেষ্টিতা অয়ি মর্ত্ত্যের চন্দ্রমা,
কুহকী নিদ্রার বশে সংজ্ঞাহীন আমি,—
শুনিনু মহিমা তব অয়ি বিশ্বরমা!

দেখিলাম, মহাকূর্ম্ম সাগরের তলে,
বলিছেন মন্দ্রভাষে নাগদলে ডাকি',
"খুলে দে বন্ধন যত, শিরে ধর তুলে,
অপূর্ব্ব এ ভূমি, আয় দেবলোকে রাখি!

পৃথিবীর গন্ধ নাই—নিষ্কাম ভারত!
ধর্ম্মের ভবন চির! দেবযোগ্য দেশ!
ধর্ম্ম-বিভা পৃথিবীরে দিয়েছ নিয়ত,
এবে চন্দ্র সনে প্রভা বিতর অশেষ।"

সহসা দেখিনু, মুক্ত কপোতের মত
উঠিলে অম্বরে, তুমি, দ্বিতীয় চন্দ্রমা!

চির জ্যোৎস্না হ'ল ধরা, চির আলোকিত ;
অতন্দ্র যুগল-চন্দ্র—অপূর্ব্ব সুষমা!

ধর্ম্মঘট

বাদলরাম হাল্‌ওয়াই—
গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান,
ধর্ম্মঘটের মস্ত চাঁই
দেখতেও ঠিক পালোয়ান।
মোটা রকম বুদ্ধিটা, তার
গলার স্বরও মধুর নয়,
কিন্তু যে কাজ কর্ব্বে স্বীকার,—
কর্ব্বে সে তা সুনিশ্চয়।
ছ' ছ' দিনের ধর্ম্মঘটে
বিকিয়েছে সর্ব্বস্ব তার,
অন্ন মোটে আর না জোটে
তবুও কাজে যায়নি আর!
হোথায় যত সওদাগরে—
কাম্‌ড়ে মরে নিজের হাত,
হেথায় সে সগোষ্ঠী শুকায়
নাইক পয়সা, নাইক ভাত।
হপ্তা গেল ; পত্নী তাহার
দু'দিন আছে উপবাসে,
যুত্‌তে গাড়ী বল্‌তে গিয়ে,
শিক্ষা ভালই পেয়েছে সে।
শিশুটি তা'র কাণ্ড দেখে
কাঁদতে যেন গেছে ভুলে,
শান্তমুখী মেয়েটি আজ
ভয়ে ভয়ে নয়ন তুলে।
ছেলে মেয়ের কষ্টে সে যে,
মোটেই ছিল নাক' সুখে,
স্পষ্ট সেটা লেখাই ছিল—
তার সে বিষম কাল মুখে ;
তারই সঙ্গে লেখা ছিল
হৃদয়ের বল বিলক্ষণ,
বিকট ঘৃণা, বিষম জ্বালা,
সবার উপর—অটল পণ!
ধনীর ধনের উপরে যে
পরিশ্রমের আছে মান,—
যদিও এটা নাই সে জানে
নয় সে তবু ক্ষুদ্রপ্রাণ।
বাদলরাম! বাদলরাম!
গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান!
বাদলরাম! বাদলরাম!
দেখ্‌তে শুন্‌তে পালোয়ান!
সূক্ষ্ম নহে বুদ্ধিটা তা'র,
কণ্ঠস্বরও মিষ্ট নয় ;
কিন্তু যে কাজ কর্ব্বে স্বীকার,—
কর্ব্বে সে তা সুনিশ্চয়!

পথে

আমার ধূলায়—এত ঘৃণা ;—
আর তুই ধূলা মেখে,
গাড়ী খান্‌ পথে দেখে,
ধরিলি আমারে এসে কিনা!

আশ্রয় লইলি মোর কোলে,
ওরে, তোর নাহি ভয়,
ভয়ের এ ঠাঁই নয়,
ধূলা দেছ,—মারিব তা' ব'লে?

শোন্‌ ওরে পথের বালক,
দূরে চলে গেছে গাড়ী,
এই বেলা তাড়াতাড়ি
বাড়ী যা' রে, থাকিতে আলোক।

চলে গেছে, যাক্‌—বাঁচা গেল ;
আশ্রয় দিলাম ওরে,
সে মোর ধূতির 'পরে—
চিহ্ন এক রেখে গেল কাল!

সত্য কথা বলিতে কি ভাই,
ধূলা দেখে হ'ল রোষ ;
কিন্তু তা'র—কিবা দোষ?
পথই তা'র খেলিবার ঠাঁই।

দরিদ্রের শিশু সে যে হায়,
কোথায় আঙিনা তা'র
নাচিবার—খেলিবার?
পথে খেলে, ধূলা মাখি' গায়।

বিশ্বগ্রাসী, ওগো, ধনিদল!
দরিদ্রের সকলি ত'—
করিয়াছ কবলিত,
পথ মাত্র আছিল সম্বল,—

ছেলেদের খেলিবার স্থান ;
তা'ও সহিল না আর,
তা'ও কর অধিকার?
গাড়ী, ঘোড়া, আনি নানা যান!

বিভীষিকা দেখাযে এ সব—
ইচ্ছা কি দরিদ্রদলে,
পাঠাইতে রসাতলে?—
ধনহীন—নহে কি মানব?

অন্ধ শিশু

শীর্ণ দেহ, শুষ্ক তা'র মুখ,
দৃষ্টিহীন—শিশু এতটুকু ;
জন্মেছে সে ভিখারীর ঘরে,
জীবন বহি'ছে অনাদরে।
পিতা মাতা কেহ নাই—কেহ নাই তা'র,
সে এখন অপরের সহায় ভিক্ষার।

অন্ধের দুখের নাহি শেষ,
গ্রীষ্মে, শীতে একই তা'র বেশ,—
একই ভাবে সকাল বিকাল,
পথে বসি' কাটায় সে কাল ;
কেহ বা দলিয়া যায়,—কেহ বলে 'আহা',
ব্যথিতের দুঃখ, হায, কে বুঝিবে তাহা!

না জেনে সে বসিল ফিরিযা,
পথ পানে পিছন করিয়া ;
না জেনে প্রাচীর-পাদ-মূলে,
হাতখানি পাতিল সে ভুলে!
নিষ্ঠুর নগরী ওরে, বিদ্রূপের ছলে,
মনে হয়, বিধি তোরে ভৎসিলা কৌশলে!

অবগুণ্ঠিতা ভিখারিণী

ওরে বধূ, গ্রাম্য-পথ-শোভা,
আজি কেন নগরীর মাঝে?
কৃষকের গৃহলক্ষ্মী তুই,
বল্ আজি হেথা কোন্ কাজে?
তুমি কি বিধবা নিরাশ্রয়া?
স্বামীর স্মিরিতি, শিশুটিরে
বাঁচাইতে, ত্যজি' লজ্জা ভয়—.
এসেছিস গ্রামের বাহিরে?

অথবা এ কি রে অভাগিনী
কলঙ্কের নিশানা তোমার?
—ভেবেছিলে বালাই যাহারে,
সান্ত্বনা সে আজি নিরাশার।
কেন বাছা এনেছিস্ শিশুরে ভিক্ষায়?—
কাঁদে ছেলে,—নিয়ে যা',—নিয়ে যা';—
জান না?—ভিক্ষায় তুমি এনেছ যাহারে,
পিতা তা'র নিখিলের রাজা!

বিকলাঙ্গী

নগরীর পথে, হায়,
কৌতুকের স্রোতে,
পাতিয়া বিশীর্ণ হাত—
প্রাতঃকাল হ'তে,
ব'সে আছে পথে!

মুখে নাহি বাণী, গা'য়
ছিন্ন বাসখানি
বযস চৌদ্দের বেশী
নহে অনুমানি,
কুব্জা অভাগিনী।

মুখ পানে তবু কা'র
চাহেনাক' কভু,
যৌবন যদিও আজি
দেহে তা'র প্রভু,—
চাহেনাক' তবু!

সরম-সঙ্কোচে, তা'র
সর্ব্ব দোষ ঘোচে ;
কুব্জারে ঘিরিয়া, ফুল—
ফোটে গোছে গোছে!
সরমে—সঙ্কোচে।

'কুস্থানাদপি'

স্বাগত, স্বাগত, বারাঙ্গনা!
তুমি কর ভাব-উপদেশ ;
সোনা সে সকল ঠাঁই সোনা,
যাই হ'ক পাত্র, কাল, দেশ।
পীড়া পেলে পথের কুকুর,
হও তুমি কাঁদিয়া বিব্রত ;—

ব্যথা তা'র করিবারে দূর,
প্রাণ ঢেলে সেবি'ছ নিয়ত!
উঠিছে সে শ্বসিয়া, শ্বসিয়া,
উর্দ্ধমুখ উদ্গত নয়ন ;
শ্বসিয়া—ধ্বসিয়া পড়ে হিয়া—
তোমার' যে তাহারি মতন।
হাসে লোক কান্না তোর দেখে,
ক্ষুণ্ণ-দৃষ্টি—উত্তর তাহার!
এত দিন কিসে ছিল ঢেকে—
এ হৃদয়—উৎস মমতার?
দেখি তোর ভাব আজিকার—
আনন্দাশ্রু এল চক্ষু ভরে,
বুদ্ধ—তুমি—খৃীষ্ট-অবতার,—
দিনেকের—ক্ষণেকের তরে!

বন্যায়

বন্যায় গিয়েছে দেশ ভেসে।
বনস্পতি,—পাখীদলে,
নিশীথে, জাগ.য়ে বলে ;—
"প্রাণ বাঁচা'—পালা' অন্য দেশে।

রক্ষা নাই আমার এবার,
এবার আসিলে হানা,
আর আমি টিকিব না,
দেরি তোরা করিস্‌নে আর।"

দেখিতে দেখিতে এল হানা,
বনস্পতি,—গঙ্গাজলে,
ছিন্ন মূল,—ভেসে চলে
তবু তা'রে পাখীরা ছাড়ে না।

"এখন' যা" বলে বনস্পতি ;
পাখী বলে' "পুণ্য ম'লে—
ভেসেছি গঙ্গার জলে" ;
সুজনের এই তো পীরিতি।

দেবীর সিন্দুর

সারা রাত, আহতের মত,
শোকাহত আচার্য্য ভাস্কর,—
নিদ্রাগত—শয্যা বিলুণ্ঠিত,
তবু ব্যথা জাগে নিরন্তর।

অকস্মাৎ আসিল চেতন,
বক্ষ হ'তে নামেনি বেদনা ;
শ্বাস যেন পূর্ব্বের মতন
সহজে করে না আনাগোনা।

"আজি দেশে দেবী-মহোৎসব,
ঘরে ঘরে বাদ্য বাজে নানা ;
সধবারা সাজিতেছে সব,
বিধবা লীলার তাহে মানা।

আছে লীলা বীজাঙ্ক চর্চ্চায়,
মন যেন শান্তির নিবাস ;
সে ধৈর্য্য জানি না কেন, হায়,
মোর মনে জাগায় ত্রাস।

মূর্ত্তিমতী শান্তি, মা আমার,
কোন' কথা নাহি তা'র মুখে
তবু, তা'র মুখ চাওয়া ভার,
শেল সম বাজে মোর বুকে।

লীলাবতী—সন্ন্যাসিনী বেশে—
করিতেছে দীর্ঘ উপবাস ;
পিতা আমি, দেখিতেছি ব'সে,
চোখের উপরে বারমাস!

ডাকি' লহ মোরে যমরাজ!
ডাকি' লহ কন্যা পতিহীনা ;
পিতা হ'য়ে করিতেছি আজ,
সন্তানের মরণ কামনা!

আজি দেশে দেবী-মহোৎসব,
এ উৎসব সকল হিন্দুর ;
সধবারা চলিয়াছে সব,
পরিবারে' দেবীর সিন্দুর,

ব্রাহ্মণী! এদিকে এস, শোন,
এখনি করিয়া দাও দূর—
মূর্খ—যত দেবল ব্রাহ্মণ,
পর' নাক' দেবীর সিন্দুর।"

শিশুর স্বপ্নাশ্রু

দোলায় শুয়ে ঘুমায় শিশু
মায়ের কোলের মত,

মায়ের নয়ন নিয়েছে আজ
জাগরণের ব্রত।
পল-বিপলে, সকাল সাঁঝে,
পাঁচটি মাসেব স্নেহ,
হৃদযটি তা'র ছাপিযে দিযে
ভাসিযে দেছে গেহ।
হায কিশোরী! নূতন খেলা—
মানুষ-পুতুল নিযে,
প্রদীপ করে, পলক-হারা,
তাই কি আছিস্ চেযে?
ঘুমায শিশু, পল্লী ঘুমায,
ঘুমে জগৎ ছায,
কাজল-কাল চোখের কোণে
ঈষৎ হাসি ভায়!
হঠাৎ, কেন চোখ দু'টি তা'র
ছলছলিযে আসে,
ঘুমের ঘোবে, শিশুর চোখে,
কোন্ দুখে জল ভাসে?
ঝিনুক-বাটিব ঝন্‌ঝনা কি
নিদ্রা-ঘোরেও শোনে?
তাই কি কাঁপে ঠোঁট দু'টি তা'র—
অশ্রু চোখের কোণে?
ভয যে আজ' শেখেনিক'
মান-অপমান নাই,—
কি বেদনায়, ঘুমেব ঘোরে,
তা'র চোখে জল ভাই?
শিশুর স্বপন—তা'ও কি নহে
সুখের ভগবান?
বিভীষিকার বিষম ছাযা
তা'তেও বিরাজমান?

অধুব

খটেব ধাবে, বাতাসে দুল্‌দুল্,
দেখেছিলাম একটি ছোট ফুল :—
রবির আলোয আহ্লাদে আকুল।

চটুল চোখে তারার মত চায়,
হাত-লোভান' মন-ভুলান' তা'য়,
খটের ধারে ছুটেছিলাম, হায়।

কত চড়াই, কত না উত্‌রাই,
তবুও তা'র নাগাল নাহি পাই,
ছিন্ন আঙুল, আকুল চোখে চাই ;

এই সে দেখি, যায় না দেখা আর,—
ওই সে পুনঃ, এম্‌নি বারে বার,
এম্‌নি ক'বে কাছে গেলাম তা'র।

খাড়া পাহাড়,—ফাটলে তা'র ফুল,
শিলার ফাঁকে বাধিয়ে দে' আঙুল,—
বাড়াই বাহু—আবেগ সমাকুল।

হঠাৎ—বাযু বইল ঝুরুঝুরু,
হৃদযতলে বিষম গুরুগুরু,
নিখিল যেন দুল্‌ছে দুরুদুরু!

গাছ দেখিনে, শুধু গাছের মূল,—
সাপেব মত ঝুলিযে দে' লাঙ্গুল—
গিরিব গাযে ঘুমেই ঢুলুঢুল।

শুইযা পড়ি—ঝুঁকিযা পড়ি ধীরে,
পাইনে নাগাল,—রক্ত নামে শিরে,
নিম্নে তিমির, শিলায় দেহ চিরে।

এবার বুঝি ঠেক্‌লবে আঙুল!
হঠাৎ—একি!—পড়্‌ল খসে ফুল,—
খটের তলে, বাতাসে দুলদুল!

স্খলিত পল্লব

আহ্লাদে বনানী সাজে মুকুলে পল্লবে,
বসন্তের সারঙ্গেব রবে!
নিবিড় শীতল ছায,
রাখালেরা ঘুম যায,
পাখী গায মৃদু কলরবে ;
গাছে গাছে কিশলয়,
নূতনের গাহে জয়,
মৃত্যু-জরা পাশরিয়া সবে।

অকস্মাৎ ক্ষুণ্ন করি' পল্লবের হৃদ,—
ক্ষুণ্ন করি' বসন্ত সম্পদ,—
স্তব্ধ করি' কলরব,—
পল্লবের জীর্ণ শব
লভিল রে নির্ব্বাণের পদ।

কে জানিত শোভা মাঝে,
মরণের পাংশু সাজে,
একজন পূর হয় মরণের নদ!
কাহার' হ'ল না ক্ষতি, গেল সে লুকায়ে,
নিভৃতে বৃন্তটি শুধু উঠিল শুকায়ে।

দুর্দ্দিনের অতিথি

সে দিন হঠাৎ বর্ষা পেয়ে,
কামিনী ফুল ফুট্‌ল বনে ;
আমি তাহার এক্‌টি গুচ্ছ
তুলে নিলাম পুলক মনে।

ঘবে এসেই দোয়াত হ'তে,
লুকিয়ে, ফেলে দিলাম কালি,
দোয়াতের সে ফুলদানীতে
ফুলটি রেখে দেখছি খালি ;

জোর বাতাসে, হঠাৎ, ঘরে
ঢুক্‌ল সে এক প্রজাপতি ;
রইল রে সে সাবাটি দিন,
এক্‌লা ঘরের হ'যে সাথী।

অতিথ্‌ হ'ল আমার ঘরে,
প্রজাপতি আপন হ'তেই ;
ঝড়-বাদলে, ছাড়তে তা'রে,
পারব না ত' কোন' মতেই।

কবাট দিলাম বন্ধ ক'রে,
জানলা দিয়ে দিলাম তাই ;
সন্ধ্যাবেলায প্রদীপ জেবলে,
ভাবছি ব'সে কত কথাই।

হঠাৎ, উড়ে, আলোয় প'ড়ে,
প্রজাপতির জীবন গেল ;—
হায, অতিথি! নয়ন-জলে,
নয়ন আমার ভ'রে এল।

দুর্দ্দিনের সেই অতিথিরে,
হায়, সুদিনের সুপ্রভাতে,—
আমার স্নেহ—পাথেয় দিয়ে,
পেলাম নারে আর পাঠা'তে।

আবার আমি তেমনি ক'রে,
অনল-দগ্ধ দেহটি তা'র,
রেখে দিলাম ফুলের 'পরে ;—
এ'কে নিলাম বুকে আমার!

শ্রাবণ ১৩০৪ সাল।

গোলাপ

পলে, পলে,—আলোকে, পুলকে,
ভরি' উঠে গোলাপ উষায .
স্ফুরিত পাপ্‌ড়ি, দিকে, দিকে,
কচি ঠোঁটে কি বলিতে চায?
রৌদ্রের সাগ্রহ আলিঙ্গনে,—
বাযুর চুম্বনে, উষ্ণ শ্বাসে,—
গন্ধ-ধারা সৃজিযা কাননে,
কৌতুকী সে—হাসে, শুধু হাসে।

অলি আসে—মধু লয়ে যায়,
থাকে না সে কাজ সাঙ্গ হ'লে,
গোলাপ সে মুখখানি ফিরায়,
শ্রান্তি-ভরে বৃন্তে পড়ে ঢ'লে।
রক্তমুখী সন্ধ্যাব গোলাপ,
ভাবে বুঝি লাবণ্য বাড়িছে ;—
বিষ ঢালে দিনান্তের তাপ,
আর জীবনের আশা মিছে।

নিশি আসে, শিশির নিষেকে—
শক্তি আর ফিরে নাক' তা'র,
শেষ গন্ধ ক্ষরে থেকে থেকে,
শেষ মধু,—নাহি নাহি আর।
তারপর নিশান্ত বাতাসে,
দলগুলি ঝরি' পড়ে, হায়,
আলোকের তীব্র পরিহাসে,
ধূলি মাঝে গোলাপ লুটায।

কুলাচার

বর এল সুতি-ধুতি-পরা,
গৃহে উঠে হাসির ফোয়ারা ;
'শুনেছি বনেদী লোক,
তা'দের' কি ছোট চোখ—
চেলী কভু দেখেনি কি তা'রা?'
গৃহে উঠে হাসির ফোয়ারা।

বাক্যপটু জেঠা মহাশয়,—
বরপক্ষে সম্বোধিয়া, কয়,
"সূতি-ধুতি ব্যবহার
এও নাকি কুলাচার?
এমন ত' দেখিনি কোথায়!"
হাসি' কয় জেঠা মহাশয়।

বরের সে পিতামহ শুনি',
(বর্ষীয়ান্ নিষ্ঠাবান্ তিনি)
কহেন, "বাপু হে শোন,
কাহিনী অতি পুরাণ,
পিতৃমুখে শুনেছি এমনি,—
এসেছিল বৃদ্ধ এক মুনি ;—

এসেছিল সন্ন্যাসী প্রবীণ
বহুকাল আগে একদিন ;
সেদিন মোদের গৃহে,
বিবাহের সমারোহে,—
দীর্ঘজটা, কম্বল মলিন,—
এসেছিল সন্ন্যাসী প্রবীণ ;—

দেহ গড়—উন্নত শিখর,
দন্ত শ্বেত, হাস্য মনোহর,
দগ্ধ প্রায় 'ধুনী' যেন
দীপ্তিমান্ দু'নয়ন,
দ্রুত পশে সভার ভিতর ;
স্তম্ভিত সকলে যোড়কর।

কহিলা কাঁপায়ে সভাতল,
'শুভকাজে—এ কি অমঙ্গল?
বিধান দিতেছি আমি,
কথা শোন গৃহস্বামী ;—
পুরোহিত! কি দ্যাখো, অবাক্!
দক্ষিণায় বসাব না ভাগ।

চীনবাস পোড়াও সকল,
কার্পাস পরাও নিরমল,
ধনী পাদপের দান,—
কন্যা-বরে শোভমান ;
বৃথা শিরে ল'য়ো না এ পাপ,—
দ্রূণ-জীব হত্যার সন্তাপ।'

মৌন সবে যেন মন্ত্রবলে,
চীনবাস পোড়ায় অনলে ;
নিষ্পাপ কার্পাস বাস,
পুষ্পসম পুণ্য হাস,
কন্যা-বরে করিল প্রদান
অন্তর্দ্ধান সন্ন্যাসী মহান্!

সেই হ'তে বংশের গৌরব,
সেই হ'তে সম্পদ বিভব,
সে অবধি এ বিধান—
কুলাচারে অধিষ্ঠান,
সে অবধি সব সুলক্ষণ,
পাপ প্রথা করিয়া বর্জ্জন।"

চমৎকৃত সভামাঝে সবে—
সন্ন্যাসীর পুণ্যের প্রভাবে,
কন্যাপক্ষ তাড়াতাড়ি,
কন্যার রেশমী শাড়ী
ছাড়াইয়া, কার্পাসে সাজায়!
নবোৎসাহে নৌবৎ বাজায়!

তিলক দান

স্নান সারি' সকাল সকাল,
মিঠায়ে ভরিয়া ছোট থাল,
আপনি চন্দন ঘসি',
চারি বছরের 'ঊষী'
ফোঁটা দিল, হাসি এক গাল।

দিদি এল পিঠে ভিজে চুল,
ঊষা-স্নানে শীতল আঙুল,
স্নেহের গৌরবে তা'র,
মুখে শ্রী ধরে না আর,
মা বলিয়া মনে হয় ভুল!

কার্ত্তিকের প্রভাত বাতাস
এখন' ছাড়িছে হিম-শ্বাস,
চন্দন-পরশ, শিরে,
জাগায় সে ফিরে, ফিরে,-
জাগায় সে স্নেহের আভাস।

আছি মোরা দুয়ারে দাঁড়ায়ে,
পূর্ণ পথ—ছোট বড় ভায়ে ;
—আকুল তৃষিত চোখে,
মলিন—বয়সে শোকে,
মুখপানে কে গেল তাকায়ে?

জড়সড়—শীতে করি' স্নান,
পরিধান—ধুতি পিরিহান,
শুভ্রকেশ—যত্নহীন,—
কোথা যাও হে প্রাচীন?
তুমিও কি মোদেরি সমান?

বর্ষীয়সী ভগিনীর গৃহে,
চলেছ কি স্নেহের আগ্রহে?
অথবা, অভ্যাস বশে,
অতীত মৃতের দেশে,
খুঁজিয়া ফিরিছ সেই স্নেহে?

এস, এস, মোদের পুলক—
পুনঃ তোমা করিবে বালক।
ক্ষুধিত ললাটে তব,—
মোরা দিব—মোরা দিব;
স্নেহদান—চন্দন-তিলক।

শিশুর আশ্রয়

ননীর গড়ন শিশুটি;
মা তাহার এক বেণিযার দাসী,
দিনে রাতে কাজ—নাই ছুটি।

শিশু—কাছে কাছে থাকে,
জল ঘাঁটে, কাদা মাখে,
ছুটে আসে শুনে মা'র স্বর;—
কবে অবসর হ'বে,
কবে তা'রে কোলে নেবে,
পা'বে ছেলে মায়ের আদর।

ট'লে ট'লে চ'লে যায,
মা'র মুখপানে চায়,
ট'লে ট'লে কাছে আসে ফের;
কাজে যেন ব্যস্ত কত,
হাত নাড়ে মা'র মত,
গিয়ে তা'র কাছেতে মুখের।

মা তা'র উঠিবে যেই,
ছেলের আঙুল সেই,—
চোখে লাগে, দেখে অন্ধকার;
অমনি শিশুর পিঠে,
পড়ে চড় দু'চারিটে,
কাঁদে শিশু করি' হাহাকার।

ভয়ে খেয়ে মা'রই কাছে গেল সে পাগল!
মার খেয়ে—আগেভাগে পেলে শিশু কোল।

হাসি-চেনা

ওরে দিদি, দেখি, দেখি—একবার আয়,
ওই দুষ্টু হাসি যেন দেখেছি কোথায।
যে বুড়া হর্যেছি আমি ভাই,
সব কথা ভুলে ভুলে যাই।
ওই যে চতুর হাসি সরল প্রাণের,
ও যেন বে কর্‌তব মধুর গানের;
হয়েছে,—ও হাসিটুকু, ভাই,
যা'র ছিল, সে-ও আর নাই।

থাকিলে কি হ'ত বলা নয়ক' সহজ,
তো'তে আর তা'তে গোল বাধিতই রোজ;
আব মনে তা'র ঠাঁই নাই,—
সেটুকু তোদেরি দি'ছি ভাই।
অতীতেব তবে শোক?—আমার ত' নাই;
যা'রা গেছে, আমি দেখি, তোরাও তা'বাই।
ভুল হ'য়ে যায় সব ভাই,
বুড়া আমি—তাই ভুলে যাই!

কচি হ'য়ে ফিরে আসে আমাদেবি মুখ,
আমাদেব যৌবনের যত ভুলচুক,
চলা, ফেরা, সব—চেনা, ভাই,
চেযে, চেয়ে, দেখি শুধু তাই।
যা'রা গেছে—কোথা হ'তে তা'দের সে হাসি—
প্রত্যহ নূতন মুখে ফুটে রাশি রাশি!
কৌতুকে রযেছি ভাল, ভাই,
দ্যাখ্—আব বুড়া আমি নই!

বর্ষীয়ান্

নগরীর সংকীর্ণ গলিতে—
পরিচ্ছন্ন পুরাণ' কুটীর;
একদিন সে পথে চলিতে
কুটীরেতে দেখিনু স্থবির।
আপন বলিতে, এ জগতে,
কেহ আর নাহি সে বুড়ার,
তাই, যা'রে পথে দেখে যেতে,
ডেকে বলে' যত কথা তা'র।

'টোটা'র বারতা শুনি' যবে,
দেশে দেশে অসংখ্য সিপাহী,—
কলহ করিয়া কলরবে,
দলে, দলে, হইল বিদ্রোহী ,—
অরাজক, হত্যা, অত্যাচার,
লুটপাট বীভৎস ব্যাপার ;—
সেই কালে বহু 'রোজগার'
ঘটেছিল অদৃষ্টে বুড়ার।

দিন কত' খুব ধুমধামে—
কাটে কাল, আমোদে হেলায়,
অট্টহাসি যেথায় ত্রিযামে,
সেথা হ'তে কমলা পলায়।
তারপর ব্যবসা জুয়ায়,
সম্পত্তি বিস্তর গেল তা'র ;
মরে গেল পুত্র দু'টি হায়,
পত্নী গেল—ঘুচিল সংসার।

"ঋণগ্রস্ত, বৃদ্ধ, অসহায়,
পুত্রহীন, সম্পদ-বিহীন,
প্রতিবাসী—হেন দুর্দ্দশায়,
ফিরে নাহি দেখে একদিন!
গঙ্গাস্নানে যদি কভু যাই,
রুগ্ন আমি, ঘটে না প্রত্যহ,
সমুখে যা, পায—লয় তাই,
বলিবার নাহি মোর কেহ ,
বলিলে মারিতে আসে সব,
নহি তবু তা'দের প্রত্যাশী,
চোর হ'য়ে আছি কি যে ক'ব
এমনি সুজন প্রতিবাসী!

বুড়া আমি মোর 'পরে এত উপদ্রব"—
কহে বৃদ্ধ, অকম্পিত-উর্দ্ধ-নেত্রে চাহি',—
"ভগবান্ তুমি ইহা দেখিতেছ সব,
চাহিয়া তোমার মুখ এত আমি সহি!"
অত্যাচার অন্যায়ের বারতা শুনিয়া,
স্বার্থপর দর্পিতের শুনি' বিবরণ,
বিশ্বাসী সে নিঃসহায় বৃদ্ধেরে দেখিয়া,
মনে হয—আছ তুমি—আছ ভগবন্!

অরণ্যে রোদন

ঘেসেড়ানি চলে গেছে জল খে'তে নদে,
একা—মাঠে শিশু তা'র কাঁদিছে বসিয়া,
দ্বিপ্রহর—নিরজন,—ক্ষীণকণ্ঠ কাঁদে,
অপরূপ শব্দ-মায়া বাতাসে সৃজিয়া!

কাছে আসে প্রজাপতি,—নেমে আসে সুর,
আবার বাড়িয়া উঠে ; বাতাসের বেগে
পতঙ্গ পলায় যেই—দূর হ'তে দূর ;
বিশ্বে আজি—কান্না শুধু উঠে জেগে, জেগে!

হাতে এসে মনোজ্ঞ সে পতঙ্গ পলায়,
কান্না সে ত' চিরসাথী—আছেই সমান,
বড়ে কমে ?—সত্য বটে , থামে না রে হায়,
হায় রে একান্ত একা শিশুর পরাণ!

কখন্ থামিবে কান্না, আসিবে জননী,
ফুরা'বে বিজন বাস—জুড়াবে পরাণী।

দেবতার স্থান

ভিখারী ঘুমাযেছিল মন্দিরের ছাযে ;
সহসা ভাঙিল ঘুম চীৎকার ধ্বনিতে,
জাগিযা, চাহিযা দেখে, পূজারী দাঁড়ায়ে,—
গালি পাড়ে, ক্রোধে যায ধাইযা মারিতে।

বিস্মযে ভিখারী বলে, "গোঁসাই ঠাকুর!
বুঝিতে না পারি মোরে কেন দাও গালি,
ভিক্ষা মেগে ফিরিয়াছি সারাটি দু'পুর,
শ্রান্ত বড় তাই হেথা শুয়েছিনু খালি।"

রুষিয়া পূজারী কহে, "চুপ্ বেটা চোর—
নীচ জাতি,—জান না এ দেবতার ঠাঁই ?
মন্দিরের অভিমুখে পা' রাখিয়া তোর—
এটা হল আরামের ঠাঁই ?—কি বালাই!"

সে বলে, "পা' লয়ে তবে কোথা আমি যাই,
এ জগতে সকলি যে দেবতার ঠাঁই!"

মেঘের বারতা

নীল-মেঘপুঞ্জ হ'তে শৈত্যের বারতা
আসিছে, তাপার্ত্ত, ক্লিষ্ট ধরণীর 'পরে ;

আচম্বিতে জলে, স্থলে, কাননে, অম্বরে,
বর্ষণে ধ্বনিয়া উঠে চর্চ্চরিকা গাথা!

কাঁপে তরু, পুলকে আপ্লুত পুষ্পলতা;
বৃষ্টি-ধারা উঠে নাচি' বায়ুর প্রহারে,
বাতাহত—বর্ষাহত—শ্যাম সরোবরে
সদ্য-যৌবনা শ্যামাঙ্গীর লাবণ্য-গৌবতা!

কালোতে বিকাশে আলো, মৃণালে কমল,
শ্যাম পত্রপুটে ফুটে সোনার মঞ্জরী,
তীর-বনচ্ছায়া-নীল, শ্যামল, কোমল,
বৃষ্টিপাতে—সরসীর বিকাশে মাধুরী।

নীল মেঘ হ'তে আসে শান্তির বারতা,
ধরায় লাবণ্য আনে অমরার কথা!

অপূর্ব্ব সৃষ্টি

স্বধর্ম্মে স্থাপিলা যবে সৃষ্টিরে বিধাতা,
(প্রতাপে তপনে যথা), অদৃষ্ট আসিযা
নিভৃতে মদনে ডাকি' কহিল বারতা;
বাহিরিল চুপে চুপে দু'জনে হাসিযা।

কুহেলি' সৃজিযা তা'রা মাখায় তপনে,
তপন হিমাংশু হ'ল; হেথা পুনরায়
নৈশ মেঘে চন্দ্র-ধনু রচিল গোপনে;
কেবা সূর্য্য—চন্দ্র কেবা—চেনা হ'ল দায়!

শুধু তাই নয়, রৌদ্র সৃজিযা শশীর,
পূর্ণিমার শুক্ল মেঘে করিল স্থাপন;
বিরহে মিশাযে দিল স্মৃতি পিরীতির
মিলনে কল্পিত ভেদ করিল রোপণ?

শাপ দিলা অন্তর্য্যামী অদৃষ্ট-মদনে,
'প্রভু হ'যে হবে দাস মানব সদনে।'

'বাতাসী-মা'র দেশ

তুলোর মতন পাখার ভরে,
কোন্ ফুলের বীজ উড়েছে?
কোন্ দেশেতে জনম লভি'
কোন্ বিজন গাঁয় ছুটেছে?

ছেলেরা যেই ধরতে ধায়,
অমনি উঠে হাওয়ায় হায়,
কেউ বলে সে চাঁদের সুতো
জ্যোৎস্না-স্রোতেই লুটেছে!

কেউ বলে ও 'বাতাসী-মা'র;—
কোন্ বিজন গাঁয় ছুটেছে।

সবাই মিলে উঠ্‌লো ব'লে শেষ,
আমরা যা'ব 'বাতাসী-মা'র দেশ!

যেদেশে লোক স্বপন ভরে,
বাতাসে বীজ বপন করে,
বাতাসে হয় সোনা-ফসল,
সোনার চেযে দেখ্‌তে বেশ!

আজ্‌কে মোরা সেই দেশেতে যা'ব,
আজ্‌কে যাব 'বাতাসী-মা'র দেশ!

তুলোর মতন লঘু পাখায
বায়ু ভরে বীজ উড়ে যায়,
হাওযার মাঝে বপন, রোপণ,
হাওযার মাঝে ফসল শেষ!

আজ্‌কে মোরা সেই দেশেতে যাব',
আজ যা'ব রে 'বাতাসী-মা'র দেশ!

জীর্ণ পর্ণ

সূর্য্যের কিরণ করি' আড়,
দিব্য এক টগরের ঝাড়;
আকাশে বাড়িয়া উঠে বেলা,
ছেলেরা ছাড়ে না তবু খেলা,
বুড়াদের ভাঙেনাক' জাড়।

পথে যেতে পড়ে গেল চোখে,
টগরের পল্লবের ফাঁকে,
কি এক সামগ্রী মনোলোভা,
বিম্বফল জিনি তা'র শোভা,—
রক্ত—যেন অপ্সরার স্বর্ণ অলক্তকে।

কাছে গিযে, দেখিনু যা' শেষে,
কৌতুকে একাই উঠি হেসে;
সে নহে অমৃত-ফল, হায়,
জীর্ণ পাতা, রৌদ্রে স্বচ্ছ প্রায়,
জীর্ণ তবু পূর্ণ যেন রসে!

তা'র কাছে সরস পল্লব,
কান্তিহীন, দীপ্তিহীন, সব ;
এ জীর্ণ পল্লব মাঝে, আজ,
সুস্থ, পুষ্ট, পত্রে দিয়া লাজ,—
বিকশিত সবিতার কিরণ-গৌরব!

অক্ষয়-বট

জন্ম তব সত্যযুগে হে, অক্ষয়-বট,
শাস্ত্রে কহে, সত্য কি? কহ তা' মোরে তুমি
বড় সাধ মনে, যেতে তোমার নিকট,
ধন্য সে, চক্ষে যে হেরে তব পীঠ-ভূমি।

ভাসিলা কি নারায়ণ তোমারি পল্লবে?
পিণ্ড দিলা সীতাদেবী তোমারি সাক্ষাতে?
সিদ্ধার্থ দেখিলা তোমা'—আর ভিক্ষু সবে?
বিক্রম বেতালে লভে—সে কি ও শাখাতে?

বল মোরে বিবরিয়া ছদ্মবেশ রাখি'
পূর্ব্ব কথা,—সর্ব্বতাপ যে কথা ভুলায় ;
ভূত সাক্ষী তুমি শাখী ; কতই না পাখী
যুগে যুগে শাখে তব বেঁধেছে কুলায়!

সময়-সাগর-জলে মগ্ন অতীতের
তুমি মাত্র চিহ্ন শাখী, পূর্ব্ব ভারতের।

শিশুহীন পুরী

সলিল-আলয়ে রাঙা শিখা ল'য়ে
আজিও রয়েছে কমল-কলি ;
এ হেন শিশিরে হায়, কা'র তরে,
জ্বলে উঠে নিতি অনল জ্বলি'!

তাম্বূল রসে রাঙায়ে রসনা
সোনামুখী বন-জবার হাসি—
ফুটিল আবার বনে বনে ওই,
আজ কে দেখিবে তা'দের আসি'?

কলায়ের সুঁটে প্রজাপতি ফুটে,—
প্রজাপতি লুটে বেড়ায় খালি ;
নারিকেল শিরে বেজে ওঠে ধীরে
শত জোড়া ছোট হাতের তালি!

কাঠ-বিড়ালেরা মুখে মুখে করে
ঘুরুনি ঘোরার হরষ-ধ্বনি ;
কাছিমেরা দেয় রোদে গা-ভাসান,
শালিকেরা ফেরে ফড়িং চুনি'।

লাল নীল ক্ষুদে জাড়ে আঁখি মুদে
হ'য়ে যায় হায় শুকায়ে সাদা,
ঘাটের ফাটলে লুটায় চামর,
রাশি রাশি ফুটে সোনার গাঁদা।

বনের কুসুমে আদর করিতে
নাহি কেহ, নাহি শিশুর হাসি ;
বনে, ফুলে, ফলে, ছায়া-তরু-তলে,
শুধু বিফলতা বেড়ায় ভাসি'।

বিজন এ পুরী শিশুর অভাবে
কে যেন জীবন লয়েছে কাড়ি',
হরষ বিথার নাহি যেন আর,
পুলক-দেবতা গিয়াছে ছাড়ি'।

পথহারা

আকাশ পানে চেয়েছিলাম, ছিলাম করজোড়ে,
এক্‌টা কিছু মনের মাঝে তুলেছিলাম গ'ড়ে ;
আকাশ পানে চেয়েছিলাম,
স্বাতীর জলে নেয়েছিলাম!
হর্ষে ছিলাম, হঠাৎ চোখে প'ড়ল ধূলা এসে,
ছায়াপথটি হারিয়ে গেল,—অশ্রুজলে ভেসে।
দেখি—প্রথম পারিনি ত' চাইতে কোনমতে,—
ছায়াপথটি হারিয়ে গেছে সাদা মেঘের স্রোতে ;
আকুল হ'যে দিক্ ভুলেছি,
বুকের মাঝে গোল তুলেছি,
কে—ছায়াপথ চিনিয়ে দেবে, ছিনিয়ে ছায়া
হ'তে?
পরাণ-পাখী—ফির্‌বে কিবে মেঘের রচা পথে?
কে জ্যোতি-পথ দেখা'বে হায়, দিব্য-রথে ল'যে?
ভেসে যাবে মেঘের ফেনা কোন্ সে বাতাস
ব'য়ে?
নীরব নিশি ভাব্‌ছি একা,—
আজও কার' নাই'ক দেখা,
পরাণ-পাখী ফিরবে নাকি তারার রচা পথে?
তোলাপাড়া এই শুধু, হায়, সে দিন সন্ধ্যা
হ'তে।

নাভাজীর স্বপ্ন

'ডোম' বলি'. ফিরাইয়া মুখ,
চলে গেল পূজারী ব্রাহ্মণ,
নাভাজী নমিতেছিল গোবিন্দে তখন ;
দু'টি ফোঁটা অশ্রুজলে, মন্দির সোপান,
সিক্ত হ'ল ; সে দিন সে আর,
পথে যেতে গাহিল না গান।

কাটা বেত, চেরা—কাঁচা বাঁশ,
কুটীর দুয়ারে স্তূপাকার,—
অন্যদিন পরিতৃপ্ত হ'ত গন্ধে যা'র,
আজ তা'রে কোন' মতে পারিল না আর
বাঁধিবারে ; দেখিল না চেয়ে
আপন হাতের দ্রব্য-ভার।

কুটীরের রুদ্ধ করি' দ্বার,
ভূমিতলে রচিল শয়ান,
রাঁধিল না, খাইল না, করিল না স্নান ;
ধীরে—তন্দ্রা এল চোখে, মগ্ন হ'ল মন ;
দেখিল সে অপূর্ব্ব স্বপন,—
ইষ্টদেব শিয়রে আপন!

"হে নাভাজী! ক্ষুণ্ণ কেন মন?"
জিজ্ঞাসিলা গোবিন্দ তখন,
"কর বৎস হরিদাস কবীরে স্মরণ,
সে সব ভক্তের কথা করহ প্রচার,
ব্রাহ্মণের দর্প হ'বে দূর,—
ঘৃণা কা'রে করিবে না আর।"

'রম্যাণি বীক্ষ্য'

ফাগুন নিশি, গগন-ভরা তারা,
তারার বনে নয়ন দিশাহারা ;
কে জানে আজ কোন্ স্বপনে
উঠেছে চাঁদ আন্ গগনে,
তারার গায়ে চাঁদের হাওয়া লেগেছে!
পেয়েছে সব চাঁদের যেন ধারা!
আন্ গগনের চাঁদ,
যেন হেথায় পাতে ফাঁদ ;
আর নিশীথের আলো—
আজ হেথায় কিসে এল?
আরেক সাঁঝের গান,
ফিরে জাগায় যেন তান ;
তারার বনে পরাণ হ'ল সারা!
এ যেন নয় গান,
এ যেন নয় আলো,
তবু দোলায় কেন প্রাণ,
তবু কেমন লাগে ভাল,—
মন যে মগন তা'তে,
ফাগুন-মধুর-রাতে,
মন চিনেছে আকাশ-ভরা তারা,—
পেয়েছে আজ চাঁদের যা'রা ধারা!
বিচিত্র ওই আকাশ
দেয় নূতন কত আভাস,
ঊষার আলো বাতাস—
যেন, শেফালিকার সুবাস—
যেন, তারার বনে লেগেছে,
চোখে আমার জেগেছে ;—
মুক্ত রে আজ মর্ত্ত্য-ভুবন-কারা!
তারার বনে মন হয়েছে হারা!

সন্ধ্যা-তারা

(কীর্ত্তনের সুর)

অয়ি মৃদুলোজ্জ্বল তারাটি,
মম জীবন-সন্ধ্যা-গগনে ;
অয়ি দিব্য-কিরণ-ধারাটি,
কত শান্তি বিতর ভুবনে।
যবে নিদাঘ-সমীর নিশ্বাসে—
মম হৃদয় শুকায় নিরাশে,
তুমি অমনি আসিয়া,
যাতনা জুড়াও—
শান্ত শীতল কিরণে ;—
মম জীবনে—সন্ধ্যা-মগনে!

যবে ধূলায় ধূলায় মিলিয়া,
ঘন আঁধারে আসে গো ঘিরিয়া,
আসি আকুল পরাণে
তোমারে দেখিতে
নীলিম নিথর গগনে,
মম জীবনে—সন্ধ্যা-লগনে!
তুমি নিরাশার মেঘে ডুবো না,

তুমি প্রলয়ের ঝড়ে নিবো না,
শুধু অমনি আসিয়া,
হাসিয়া, হাসিয়া,
অমিয় ঢালিয়ো পরাণে ,—
মম জীবন-সন্ধ্যা-গগনে!

জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ সাল।

অমৃতকণ্ঠ

শুনেছি, শুনেছি কণ্ঠ তব,
পুনঃ, আজি বহুদিন পরে,
প্রাণে মনে জেগেছে উৎসব,
রোমাঞ্চ সকল কলেবরে!
উৎকর্ণ, উদ্‌গ্রীব হ'য়ে আছি,
আবার শুনিতে ওই স্বরে।

নিশান্তের শুকতারা সম
পরিপূর্ণ লাবণ্যের রসে,
সঙ্গীত তোমার, নিরুপম!
হর্ষ-ধারা অন্তরে বরষে ;
দিবসে কোথায় ডুবে যায়, অতি ক্ষীণ,
অতি মৃদু যে সে।

পূর্ণ, পুষ্ট মন্দার মুকুল,—
নন্দনের লতাচ্যুত হ'য়ে,
তোমার ও সঙ্গীতে আকুল,—
অঙ্গে মোর পড়িল লুটায়ে,
প্রথম পাপ্‌ড়ি সে সময়ে,
এলায়ে পড়িবে মধুবায়ে।

ও সঙ্গীত আঙুরের ফল,
মৃদুকায় রসের ব্যথায়,
অধরের পীড়নে কোমল
ভেঙে পড়ে, একটি কথায় ;
বিন্দু—দুই, স্নিগ্ধ, সুমধুর বস দিযা—
মিলায় কোথায়।

বর্ষণান্তে মুক্তাফল সম,—
পল্লবাগ্রে যাহা শোভা পায,—
সন্ধ্যাসূর্য্য,—যাহে অনুপম
সপ্ত বর্ণে—লীলায় সাজায়,—
সে যেন গো তোমার সঙ্গীতে,
লয় দিয়া সলিলে মিলায়!

স্বাতী হ'তে ঝরি' যে শিশির
মহামণি হয সিন্ধুতলে,
তুলনা সে—আজি এ নিশির
অন্ধকারে যে সুর উথলে ;—
আনন্দ-চঞ্চল করি' মোরে,
আকুল করিযা তারাদলে।

জননীর চুম্বনের মত
ও সু-স্বর, পবিত্র, কোমল,—
মন্ত্রপূত আশীর্ব্বাণী-যুত,
হর্ষ-স্নিগ্ধ যেন শান্তিজল ;
সদ্য-ঝরা শেফালি পরশে,
হ'ল যেন শরীর শীতল।

নক্ষত্র জানিত যদি গান,
ভাবিতাম গাহিতেছে তারা ;
বাণীর বীণার মধু-তান!
অমরার—অমৃতের ধারা!
তারার পরশ বুঝি পাও,—
তাই গাও হ'যে আত্মহারা!

আঁখি কভু দেখেনি তোমায,
হে অনন্ত-আকাশ-বিহারী!
ফের' তুমি তারায়, তারায,—
নক্ষত্রের কূলে কূলে, মরি
পক্ষ্ম যেন আঁখির পলকে,—
আঁখির পলকে যাও সরি'।

বড় সাধ, শিশুকাল হ'তে,
হে সুকণ্ঠ! চিনিতে তোমায ;
পাইনি সন্ধান কোন' মতে,
পাইনি তোমার পরিচয ;
কত জনে সুধাযেছি নাম,—
বলিতে পারে না কেহ, হায়!

সুধাযেছি কবিজন পাশে
সুধাযেছি কৃষক-বধূরে ;
কেহ শুনি' অন্তরালে হাসে,
কেহ হায় চলে যায় দূরে ;
কোন্ দেশে জনম তোমার?
কিবা নাম—কে বলিবে মোরে?

নাম তব থাকে, নাহি থাকে,
ডাকিব 'অমৃতকণ্ঠ' ব'লে ;

ভালবেসে যে-যা' ব'লে ডাকে,
তাহাতেই পরাণ উথলে ;
হে অমৃতকণ্ঠ! পাখী মোর,
তোর গানে চক্ষু ভরে জলে।

গান—তব শোনে বহু জনে,
না থাকে বা থাকে পরিচয় ;
শুনেছি হে, ওই গান শুনে,
গর্ভশায়ী শিশু স্তব্ধ রয ;
যতদিন নাহি এস ফিরে,
ততদিন ভূমিষ্ঠ না হয।

গাও, তবে, গাও হে আবার,
হর্ষ-শিশু লভিবে জনম!
সুধাপায়ী! চন্দ্রিকা উদ্গার
কর পুনঃ স্নিগ্ধ মনোরম ;
কোকিল পাপিয়া চাতকেরা স্তব্ধ হ'ল,
গাও নিরুপম।

যাহা কিছু মনোজ্ঞ-মধুর,
যাহা কিছু পবিত্র-সুন্দর,
যত আছে ঈপ্সিত-সুদূর,
—চির-মুগ্ধ আমার অন্তর—
বলে', পাখী শীর্ষে সবাকার—
হরষ-আপ্লুত ওই স্বর।

বহুদিন, বহুদিন পরে,
পাখী—তোর পেয়েছি রে সাড়া!
বহুদিন, বহুদিন পরে,
প্রাণ মোর পেয়েছে রে ছাড়া!
সাড়া দেছে অন্তরের বীণা,
গানের স্পন্দনে পেয়ে নাড়া!

আজ, পাখী, সাধ হয ফিরে,
ফিরিবারে তারায়, তারায় ,—
ব্যগ্র চোখে, সমুন্নত শিরে,
ছেড়ে যেতে পুরাণ ধরায ;—
বাঁশীর একটি রন্ধ্র খুলি',
নিঃশেষিতে সঙ্গীতে ত্বরায়।

তার পর, নৈশ অন্ধকারে,
তোর মত যা'ব মিলাইয়া ;
কাজ নাই আনন্দ ঝঙ্কারে,
চলে যা'ব শুষিরে গাহিয়া ;
যাহা গাই,—তোর মত যেন,
যেতে পারি পুলক ঢালিয়া।

তারপর, কে চিনে না চিনে,
রাখিব না সন্ধান তাহার ;
কণ্ঠ যদি পূর্ণ হয় গানে
তোর মত, গাহিব আবার ;
বেশীক্ষণ রহিব না আমি,
গান শেষে বহিব না আর।

হে অমৃতকণ্ঠ! হে সুদূর!
মূর্ত্তিমান্ সুর! সুধাধার!
কণ্ঠ মোর কর হে মধুর,
কর মোরে সঙ্গী আপনার,
গান গেযে, উল্লাসে উড়িয়া,
দিব মোরা অসীমে সাঁতার!

বেদনার বন্ধনের পারে,
চল, পাখী, লইযা আমায় ;—
কষ্ট,—যেথা, ফিরে না শিকারে,
সব ব্যথা সঙ্গীতে ফুরায় ;
বাঁশীর একটি রন্ধ্র খুলি'—
সব গান শেষ হ'য়ে যায।

কর মোরে, অতনু-সুন্দর!
পরিপূর্ণ সঙ্গীতের রসে ;
এই মহা তমিস্র-সাগর
আসে যেন সঙ্গীতের বশে ;
তারার জনম দিয়া গানে,
দীপ্ত কর এ বিজন দেশে।

অন্ধকারে, পথভ্রান্ত জন
পায় যেন সঙ্গীতে আশ্বাস ;—
ঘুচে যেন প্রাণের ক্রন্দন,
ফেলিতে না হয় দীর্ঘশ্বাস,
অন্ধকারে পায় দেখিবারে—
জ্যোতির্ম্ময় আপন নিবাস!

মুক্তি-শিশু—জন্মেনি এখন'
আছে কোন্ গানের প্রত্যাশে!
পাখী! পাখী! তোমার মতন
গান মোরে শিখাও হে এসে!
মুক্তি-শিশু আসুক জগতে,—
পূর্ণ হ'ক ত্রিলোক হরষে!

মমতা ও ক্ষমতা

পক্ষী-শাবকেরে বটে সেই স্নেহ করে,—
দৃঢ় মুষ্টি-বলে যা'র কাল ফণী মরে ;
নহিলে বৃথা সে স্নেহ,—শুধু মনস্তাপ ;
মমতা—ক্ষমতা বিনা, উন্মাদ প্রলাপ।

নামহীন

বর্ষাশেষ, সুপ্রভাত প্রসন্ন আকাশ,—
মহাদ্যুতি ইন্দ্রনীল মণির মতন ;
জলে, স্থলে, ফুলে, ফলে, লাবণ্য-বিকাশ,
পথ, ঘাট, সব—যেন সবুজে মগন।

পুরাণ প্রাচীরখানি সবুজে সবুজ !
আর তা'রে কে বলে' কঙ্কাল-সার আজ?
দেখ্‌রে নিন্দুক তোরা দেখ্‌রে অবুঝ,
লাবণ্যের বন্যা—মর্ত্ত্যে—নন্দনের সাজ !

অতি ছোট ছোট গাছ—ছেয়েছে প্রাচীর,
নেচে উঠে স-পল্লব আকুল উল্লাসে,
রৌদ্র-ঝিলে করে স্নান, নত করি' শির,
পাখী সম ;—বিচঞ্চল মৃদুল বাতাসে।

বল্‌ ওরে ছোট গাছ তোদেরে সুধাই,
নাম কি রে—নাম কি রে—নাম কি তোদের ?
"নাম নাই, আমাদের নাম নাই, ভাই,
হর্ষে আছি,—হর্ষ দি'ছি—এই,—এই ঢের!"

আকাশ-প্রদীপ

অন্ধকারে জ্বলে ক্ষীণ আকাশ-প্রদীপ,
কতক্ষণ—আছে আয়ু—কতক্ষণ আর ?
হিম-সিন্ধু মাঝে রচি' ক্ষুদ্র মায়া-দ্বীপ,
সে কেবল রশ্মিটুকু করিল বিস্তার!

শাহারজাদী

কল্পনা-নগরে, শত কবিতা সুন্দরী,
আনন্দে করিত বাস ; সহসা একদা,
কহিলেন লোকেশ্বর, তূর্য্যধ্বনি করি,
"সেই আমি নিত্য নব অনিন্দ্য প্রমদা।"

আনন্দে লাগিল দিতে যত পুরবাসী
কন্যা নিজ ; কে জানিত দিনেকের তরে
সে সম্পর্ক ? পোহাইলে বিবাহের নিশি,
কে জানিত যা'বে তা'রা স্বপনের পুরে!

ভয়ে নাহি আর কেহ করে কন্যাদান
লোকেশ্বরে : পরিণাম, জেনেছে সকলে ;
ফিরিয়া এসেছি তাই ভবনে আপন,
মানসী কন্যারে মোর কহি' অশ্রুজলে ;—

যা' রে বাছা ! লোকেশের কণ্ঠে দেহ' মালা ;
শাহারজাদীর ভাগ্য লভ' তুমি বালা!

সম্পূর্ণ

হোমশিখা

সবিতা

"তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং। ভর্গোদেবস্য ধীমহি। ধিয়ো যো ন প্রচোদয়াৎ।"
"ধেয়াই বরেণ্য সবিতায়। রমণীয় দীপ্তি-দেবতায়। আমাদের বুদ্ধি-বিধাতায়।"
—বিশ্বামিত্র।

"For I doubt not thro' the ages one increasing purpose runs,
And the thoughts of men are widened with the process of the Suns."
—*Tennyson.*

"Knowledge is power." —*Bacon.*

তিমির রূপিণী নিশা,—হে বিশ্ব-সবিতা!
তুমি দেব, নির্ম্মল-কিরণ!
আলোকের আলিঙ্গনে রমিত তিমির,—
ফুল্ল উষা—অপূর্ব্ব মিলন।
পুষ্পময়ী বসুন্ধরা,—
দ্যু-লোক আলোক-ভরা,—
জনয়িতা—সবিতা—সবার!
বরণীয়—রমণীয়—নিত্য-জ্ঞানাধার!

হে সবিতা! অবনীর নবীন বয়সে,
আহ্বানিত এমনি ভাষায়—
আর্য্য-ঋষি,—প্রকৃতির পুত্র প্রিয়তম,—
নিত্য নব জ্ঞান-পিপাসায়।
গেছে চ'লে কতদিন,
তবু তৃষা নহে ক্ষীণ,
কি অতীতে বর্ত্তমানে কিবা,
জ্ঞান-তৃষা মানবের জ্বলে নিশি দিবা।

উষায় উষায় তাই আহ্বানি' তোমায়,—
আলোক—উৎসাহ—আশা—জ্ঞান!
স্তব্ধ হ'ক তন্দ্রাময় অবসাদ-মাখা—
ঝিল্লীরব—কুহকের তান।
না হ'লে নিদ্রার কোলে
আবার পড়িবে ঢ'লে,
সঙ্গী যত—চলে যা'বে ফেলে,
রহিব পিছনে একা—কাঁদিতে বিফলে।

অসিত বরণ তব বৈতালিকগণ—
আগমন করি'ছে ঘোষণা ;—
নীরস কর্কশ স্বর,—তবু লাগে ভাল—
তবু তা'ই শুনিতে বাসনা!
বাজিলে সমর-ভেরী
মাতি' উঠে রণ-করী,—
সে উৎসাহ মানে না বেদনা,
তখন আকাঙ্ক্ষা তা'র অঙ্কুশ-তাড়না।

এসেছে, এসেছে ধরা আঁধারের পারে!—
নীলাকাশে হাসিছে কিরণ ;
এস রবি, এবে তুমি কোন্ দিব্যলোকে?
দিব্যালোক কর বিকীরণ!
আঁধার,—বনের মাঝে
লুকাইছে ভয়ে-লাজে,
সেথাও আলোক ছুটে আসে,—
জড়ায়ে লুকায়ে জড়ে বাঁচে অবশেষে!

সমুজ্জ্বল সুষমায়—লোহিত আভায়—
কি আনন্দ উঠিছে ফুটিয়া ;
বিদ্যুতের বেগে ধায় হৃদয়-শোণিত,—
পুলক উঠিছে উথলিয়া!
নিতান্ত আপন যেন!
—নহিলে এমন কেন?—
আছে যেন কত পরিচয়,
আছে যেন অনন্তের স্মৃতি প্রীতিময়।

তবে কি, তবে কি তুমি পিতা পৃথিবীর—
বসুন্ধরা দুহিতা তোমার?
হে সবিতা, বিশ্ববাসী তাহারি সন্তান,—
তাই বুঝি আনন্দ অপার!
ধমনীতে তাই বুঝি,
তোমারে হেরিয়া আজি
ছুটিছে শোণিত খরতর,
হৃদয়ের আকর্ষণ এ যে প্রভাকর!

ছিল দিন,—এ হৃদযে বহে যে শোণিত,
বহিত সে—ও তব হৃদয়ে ;
তখন ধরণী ছিল অঙ্কে তব সুখে,
মহাশূন্যে পড়েনি লুটায়ে।
সন্তানে আপন গুণ
না দেখিয়া, কি আগুন
জ্বলিল যে হৃদয়ে তোমার!
মনঃক্ষোভে ত্যজিলে তনয়া আপনার!

অভিমানে, চ'লে যায় অভিমানী মেয়ে,
বিসর্জ্জিতে আঁধারে জীবন ;
অমনি হৃদয় তব উঠিল কাঁদিয়া,—
নিবে গেল ক্ষোভের দাহন।
অমনি সহস্র করে,
রোধিতে, ফিরা'তে তা'রে
শতদিকে ছুটিল কিরণ।
এমনি হে সন্তানের স্নেহের বন্ধন।

তাহার' হৃদয়ে তেজ তোমারি মতন ;—
রূপে সম, নহে বটে কভু ;
অসীম তোমার স্নেহে, আগ্রহে, যতনে—
মরিল না ; ফিরিল না তবু।
ছুটে, ছুটে, ভেসে, ভেসে,
শান্ত, ধীরে হ'ল শেষে,
ফুটিল শ্যামল-হাসি মুখে ;
তবু সে ত' ফিরিযা এল না তব বুকে।

এখন সে শত শত সন্তানের মাতা ;
তবু বুঝি তোমার নয়নে—
আজিও সে, সেই ক্ষুদ্র অভিমানী মেয়ে ;
তাই যেন তৃপ্তিহীন মনে,—
হর্ষাবেগে অঙ্গে তা'র
বুলাইছে শতবার
স্বর্ণ-কর, হে বাষ্প-লোচন!
লভিল স্থবির অন্ধ ফিরে হারাধন।

জ্বলিতেছ চিরদিন তুমি হে যেমন,
জ্বলে সদা ধরণী তেমনি ;
মানব—সে সিন্ধুনীরে বুদ্বুদের মালা,
তা'রাও জ্বলি'ছে দিনমণি!
বাহিরে স্নিগ্ধতা ঢাকা,
শান্তির মাধুরী মাথা,
অন্তরে জ্বলি'ছে মহানল,
অভিলাষ, আশা, তৃষা, আকাঙ্ক্ষা কেবল!

অবিরাম, অবিশ্রাম জ্ব'লিছ যেমন,
মোদের' এ ক্ষুদ্র হিয়া হায়—
বিশ্বের রহস্যময দুঃখ-সুখে পড়ি'—
জ্বলি'ছে হে জ্ঞান-পিপাসায়।
অমৃত ফেলিয়া তাই
শুধু জ্ঞান-সুধা চাই ;
ধ্রুবতারা আঁধার সাগরে—
মানবের নিত্য সখা—জ্ঞান এ সংসারে।

চল তবে, তব সনে হই অগ্রসর,—
আর' উৰ্দ্ধে অনন্ত গগনে,
তোমার উৎসাহ-কণা হৃদয়ে ধরিয়া
সহিব ও অসহ কিবণে।—
যতদিন নাহি ফিরে
আঁধার হৃদয়-নীরে
ঊর্ম্মিমালা, করি' ছুটাছুটি,
মাখিয়া কনক-আলো'—কিরণ-কিরীটী।

আঁধারে আঁধার শুধু, চলে না নয়ন,
আদিগাথা নিহিত যেথায় ;
সে আঁধারে ফোটে আলো মুমূর্ষুর হাসি
তাহে শুধু মূর্ত্তি ভীতিময়।
তার পর ঊষা আসে
উজল লোহিত-বাসে—
সৌন্দর্য্য—কবিতা—আভরণ!
অবশেষে, তীব্র, শুভ্র, সত্যের কিরণ।

চেতনা জাগিল জড়ে,—তরু, পশু, নর,—
আৰ্য্যজাতি বিকাশ চরম!
উজলিল সিন্ধু-গিরি, কক্ষ-গিরি শির,
আৰ্য্যদের প্রতিভা পরম।

সে আলোকে আত্মহারা—
ভাসিল পুলকে ধরা,
বিশ্ববাসী লভিল পরাণ,—
ভারত তুলিল যবে জ্ঞানের নিশান!

ভারত দেখায় পথ বিশ্ব পিছে ধায়—
সৌন্দর্য্যের পূজা শিখে নর;
গাহিতে প্রভাতী তান—প্রকৃতি বন্দনা,
প্রকৃতির চিনিল ঈশ্বর!
চঞ্চল অনিল, জল,
সবিতা কিরণোজ্জ্বল,
নেহারি' বিস্ময়ে নতশির;
অমনি জ্ঞানের তৃষা—পরাণ অধীর।

অমনি হৃদয়ে ফোটে কল্পনা-কুসুম,—
সে কবিতা—অক্ষয় সে গান;
জ্ঞানের—প্রাণের কথা অক্ষরে, অক্ষরে,
মর্ম্মে তা'র আকাঙ্ক্ষার তান।
অসীম মনের বল—
চমকিল ধরাতল,—
ভারতের প্রতিভা বিপুল;
তাই ভারতের নাম ভুবনে অতুল!

হেথায় মানব-মনে প্রথম বিকাশ
সৌন্দর্য্য—কবিতা—মধুগান;
হেথায় শিখিল নর জ্ঞানের আদর,
সভ্যতার প্রথম সোপান।
জগতের ইতিহাসে,
স্বর্ণাক্ষরে পুরোদেশে—
লিখে রাখ ভারতের নাম,
জগতের জ্ঞান-গুরু পুণ্যময় ধাম!

ভারত,—ভারত-মাতা, জননী আমার,
আজি কেন তোমার সন্তান—
অলস, অবশ হেন—প্রাণহীন সম?
হারায়েছে সে পূর্ব্ব সম্মান।
কোথা সে উৎসাহ, বল,—
লঙ্ঘিল যে বিন্ধ্যাচল,
কোথা আজি—কোথা আজি, হায়,
সে প্রতিভা, জ্ঞান-প্রভা, বিশ্ব মুগ্ধ যা'য়!

কোথা তা'রা? শির পাতি' লয়েছে যাহারা,
উপহাস শত অপমান,
তবুও বলেনি শুধু মধুময় ধরা,—
পরলোক নন্দন সমান।
তা'দেরি সন্তান সব,
—যা'দের জ্ঞান-বিভব
ভারতের—বিশ্বের গৌরব;—
তবু কেন, তবু কেন বোঝে না এ সব?

শিখা'ল যে মানবের কত ক্ষুদ্র জ্ঞান—
কত ক্ষুদ্র ধারণা তাহার,
আঁকিবে কল্পনা-বলে কেমনে সে ছবি—
সুমহান্ বিশ্বেব ব্যাপার?
কেন হ'ল চরাচর,
কেন বা জন্মিল নর,—
কে সৃজিল—কেন বা সৃজিল?—
বিফল কল্পনা, হায়, তৃষা না মিটিল।

কোথা আজি, সুবিশাল হৃদয় যাহার
কেঁদেছিল মানবের দুখে,
ব্যাধি, জরা, মরণের কঠোর শাসন
শেল সম বিঁধিল যে বুকে;
স্নেহের বাঁধন ছিঁড়ে,
রাজ্য সিংহাসন ছেড়ে,
জগতে গাহিল শান্তি-গান,—
'অহিংসা পরম ধর্ম্ম'—ত্রিতাপ নির্ব্বাণ।

তা'দেরি সন্তান সব, তবে কেন হায়,
সেই তেজ, সে উৎসাহ নাই?
তা'রা যেন জ্ঞান-যজ্ঞে দীপ্ত হুতাশন,—
অবশেষ—মোরা শুধু ছাই।
অথবা এ ভস্ম মাঝে
যে অনল-কণা আছে
—বিশ্ব তাহে হাসিবে না হায়,—
ফুৎকারে ফুরায় বুঝি নিশ্বাসে মিশায়।

সাহসে বাঁধিয়া বুক,—হ'য়ে অগ্রসর,
ছুটেছিল জ্ঞান-পথে যা'রা,—
সহসা আবেশে, যেন স্বপনে বিভোর,—
নীরব, নিস্পন্দ, আত্মহারা;
স্বপনে করিয়া ভুল,
হারা'ল জ্ঞানের মূল,
না বুঝে ত্যজিল জ্ঞান-তৃষা;
ঠেলিল অমৃত-ভাণ্ড, হারাইল দিশা।

ঊর্দ্ধে যা'রা ছুটেছিল আলোকের পথে—
সবলে তেয়াগি' ধরণীরে,
এবে তারা পাংশু মেঘ অশুভ, মলিন,
এল দেশ ঢাকিতে তিমিরে।
সে মেঘে হ'ল না জল—
ধরাতল সুশীতল,
তাহে শুধু অশনি ভীষণ—
চপলা—চঞ্চল-আলো—ধাঁধিল নয়ন।

যে আলোকে আলোকিত গিরীশের শির,
চীনে চিনে জগতের লোক,
শিহরে মিশর যাহে রোমাঞ্চিত রোম,—
পারস্তানে পরম পুলক,—
ভারতের ভাগ্য-দেবে,—
জিজ্ঞাসি' কোথায় এবে
সে আলো—কে—করিল নির্ব্বাণ?
কোন ভুলে হতমান ভারত-সন্তান!

অনুনয়ে ফিরে মন, সিংহাসন টলে,
শক্তি ফিরে শক্তি আরাধনে,
তটিনীর ফিরে স্রোত মানব-কৌশলে,
ফিরে স্মৃতি ভিষকের গুণে,
সে শুধু ফিরে না হায়—
যে দিন চলিয়া যায়,
কি কঠোর কালের শাসন!
যেমন চলিয়া যায় আসে না তেমন।

প্রতীচ্যে জাগিল আলো,—প্রাচ্য অন্ধকার,
দীন-শিশু গাহে সুমধুর?—
"দেবতার ভোগ্য সুধা—ভক্তি, শান্তি, ক্ষমা,-
কর পান বিশ্ব তৃষাতুর!
সবাই সবার ভাই,—
ছোট-বড় হেথা নাই,—
এক পিতা সবাই সন্তান;
ধুয়ে মুছে ফেল গর্ব্ব, ঈর্ষা, অভিমান।"

যে আলোক ফুটিল এ কনক-মুকুরে,
কতদিন কেহ দেখিল না,—
চাহিতে—লাগিল ধাঁধা—মুদিল নয়ন;
শান্তি তা'র একান্ত কামনা।
কেহ বা ভাসিল স্রোতে,
কেহ গেল ভিন্ন পথে,
সে পথেও না মিটিল আশা;
মরুভূমি, মরীচিকা, আলেয়ার বাসা।

তীব্র জ্বালা, দেহ মন পুড়ে হ'ল ছাই,—
প্রাণ যায়, দারুণ পিপাসা,—
তবুও পাবে না জল,—কি বিষম ঠাঁই,
তবু হায় মিটিবে না আশা।
কঠিন শাসন এত,
কে সহিবে অবিরত?
মানুষ—মানুষ চিরদিন;
জ্ঞান-তৃষা, জ্ঞান বিনা কে করে বিলীন?

আবার ফিরিল নর এসেছে যে পথে,
আবার শুনিল শান্তি-গান।
বুঝিল সে, শান্তি নহে, শান্তি তরে শুধু;
আছে আর' উদ্দেশ্য মহান্!
সমাজ, ধর্ম্মের বিধি,
মমতা শিখায় যদি,
তবে তা'র আছে সার্থকতা;
নহে, 'শান্তি' অর্থহীন—স্বপনের কথা।

হেথায়, মানব মনে, অনন্ত পিপাসা;
জানি না মিটে না কেন হায়,—
তাই চাহি চিরদিন জ্ঞানের আলোক,
দ্বেষ-বহ্নি শুধু অন্তরায়।
এক বিন্দু ক্ষমা যদি
নিবায় বিদ্বেষ-ব্যাধি—
বিশ্বে যদি শান্তি আসে ফিরে,
সরল জ্ঞানের পথ হ'বে ধীরে, ধীরে।

তাই শান্তি সুনির্ম্মল স্বর্গের কিরণ,
তাই ক্ষমা মনের ভূষণ;—
নীতি-কথা, একতার এত সমাদর,
তাই বুঝি 'ধর্ম্ম মহাধন'!
দুর্জ্জয় মানব মন,
পাছে, বেধে উঠে রণ,
বিধি বাঁধা তাই শত শত;
বিশ্বের রহস্য, নহে, রহিবে অজ্ঞাত।

যা'রা শুধু ঘুমাইত—সুখদ শয়নে
এবে দেখি' জ্ঞানের কিরণ,—
ফুৎকারে নিবাতে চায়,—ক্রোধে আত্মহারা,—
ভাঙ্গে তা'র কল্পনা—স্বপন।

তার পর ধীরে ধীরে,
ঘুম-জাল গেল চিরে,
বুঝিল সে ভ্রম আপনার ;
হইল সত্যের জয়—জয় মমতার।

সে আলোকে শ্বেতাম্বর হাসিল বিজ্ঞান,
বিশ্ব আঁখি মেলিল আবার ;
নির্ম্মল জ্ঞানের আলো—সত্যের কিরণ
তীব্র তবু আনন্দ-আধার।
শুভ্র তুষারের 'পর
প'ড়েছে রবির কর—
প্রতিবিম্বে উদ্ভাসিত ধরা ;
তাই আজি বিজ্ঞান বিশ্বের আঁখি-তারা।

বিজ্ঞান! বিজ্ঞান! আজি তোমার মহিমা—
কলগীতি তুলেছে জগতে,
সে পরশে লভি' যেন নবীন জীবন,
মানব ছুটেছে এক পথে।
সে আলোক, আজি, সবে
আলোকিছে সমভাবে—
কি তৃণ কি উচ্চ তরুশির ;
বিজ্ঞান তোমার হাসি মধ্যাহ্ন-মিহির!

'কোন্ পথে যা'বে ভাই' জিজ্ঞাসে বিজ্ঞান,
'কোন্ পথে!' বিশ্ব বলে ধীরে,
'কই সুখ? কোথা হায় উৎস করুণায়?
বিষাদ সতত আছে ঘিরে ;
তবে বৃথা দিবারাতে
মিথ্যা-দেবতার মাথে
কি হ'বে বরষি পুষ্পচয়?
চল জ্ঞানপথে।' ধরা শোনে সবিস্ময়।

'এ নহে সন্তোষ, হায, ঔদাস্য কেবল,
নহে শান্তি—শুধু তা'র ভাণ।
কেমনে লভিবে সুখ, বল, না হইতে
বিশ্বের সমস্যা সমাধান?
চল তবে সত্য পথে,
আরোহি' জ্ঞানের রথে,
দেখে আসি, কোন্ পথে চলে
চন্দ্র তারা, নিশিদিন গগন-মণ্ডলে ;—

কোন্ পথে, কোথা হ'তে বহে প্রস্রবণ,
কোথা হ'তে মেঘে আসে জল,
কোন্ গানে কোন্ তানে—ধ্বনিত ধরণী,
কেন সিন্ধু সতত চঞ্চল ;
কি দিয়া গঠিত ধরা,
কি দিয়া মানব গড়া,
দেখ জ্বালি' জ্ঞানের কিরণ ;—
কার্য্য যদি ব'লে দেয় অজ্ঞাত কারণ।

একি হ'ল! একি ছবি দেখা'লে বিজ্ঞান,—
এ জগতে নাহি কি করুণা?
একের নিধন বিনা বাঁচে না অপর!
এ বিশ্ব কি দৈত্যের রচনা!
হে সবিতা! হে সবিতা!
মানবের জ্ঞানদাতা!
দাও আলো—দাও সত্যকণা,
কিছু যে বুঝি না দেব, আমি যে উন্মনা।

হে সবিতা, দাও বল আর' উচ্চে যাই,
প্রহেলিকা এখন' না বুঝি,
প্রাণপণে জ্ঞানপথে তাই যেতে চাই ;—
চির সুখ,—বৃথা তা'রে খুঁজি।
চাহি' সুখ কে কোথায়
জীবনে পেয়েছে তা'য় :
পা'ব কিনা জানি না সে হায ;
তবু সে পরশমণি, প্রাণ তা'রে চায়।

কোন্ পথে বিশ্ব ফিরে, তাই খুঁজি সদা,
আমরাও সেই পথে যা'ব—
অনন্ত সাগর বুকে—অনন্ত লহরী,
তা'রি সনে, একতানে গা'ব।
যদি কোন' রত্ন পাই,
আদরে ধরিব তাই,
দিব ডালি ভবিষ্যের করে ;
না পাই, এই সে পথে পাবে তা' অপরে।

হে সবিতা, না মিটিতে জ্ঞানের পিপাসা,
তুমি দেব অস্তাচলে যা'বে ;
আসিবে জীবন-সন্ধ্যা—আসিবে আঁধার
পূর্ণ আলো কে মোরে দেখা'বে।
ঊষায় উৎসাহ ল'য়ে,
সন্ধ্যায় বিষণ্ণ হ'য়ে,
এমনি রে অপূর্ণ আশায়,—
কালস্রোতে কত লোক ভেসে গেছে হায়।

গেছে, মুছে গেছে স্মৃতি ; কোন' পুণ্যবান
রেখে গেছে গৌরব-নিশান,
বাজায়ে বীণার তারে নব নব গান,
বাজায়ে সে জ্ঞানের বিষাণ ;
দারুণ তৃষ্ণায় জ্বলি'
বিক্ষত চরণে চলি'
আনিযাছে পিপাসার জল,
রেখে গেছে দিব্য ফল—বিশ্বের মঙ্গল।

হে সবিতা, দিন দিন এ বিশ্বভুবনে,
শিক্ষাদাতা—পিতার মতন
বিতরিছ স্নেহ সনে—সুতীব্র কিরণ—
জ্ঞান-ধন—অমূল্য রতন।
আর স্নেহময়ী ছায়া,—
হৃদযে মায়ের মাযা,
পিছে তব ফিরে অনুক্ষণ,
ঘুচা'তে ধরার ব্যথা—মু'ছাতে নয়ন।

যাই তবে, সন্ধ্যা আসে,—হয়েছে সময়,—
অন্ধকার পক্ষ করে নত ;
ঝিল্লীরব—ঢালে বুঝি সুষমা-সঙ্গীত,
ওই—ওই—ওই গো নিয়ত।
পিছনে আসিছে যা'রা।
দাও আলো, হ'ক তা'রা
আত্মহারা—প্রফুল্ল হৃদয় ;—
যাই তবে—আমাদের হয়েছে সময়।

আবার পোহালে নিশি, মাখিয়া কিরণ—
সঙ্গে তব চলিব আবার,—
নব বলে, নবোৎসাহে, নবীন জীবনে
পূরাইতে তৃষ্ণা কামনার।
আবার নির্ম্মল—আলো,
আমার হৃদযে জ্বাল',
হে সবিতা জ্ঞানের কিরণ,—
আর' আলো—আর' আলো কর বিতরণ।

১৩০৫ সাল।

সোম

"O for a draught of vintage, that hath been
Cool'd a long age in the deep-delved earth,
Tasting of Flora and the country-green." —*Keats*.

"Pains ask to be paid in pleasure." —*Bacon*

নিশীথের মায়া-উপবনে,
মৃগ তুমি হে মৃগাঙ্ক সোম!
কোন্ যুগে—কোন্ শুভক্ষণে
জনমিলে উজলিযা ব্যোম?
নিশির পরশি কায়
চলিয়াছ চিরদিন,
মাথা রেখে তারি গায়
ভ্রমিতেছ বিরাম বিহীন ;
তিথি, মাস, বর্ষ কত হায,
লয় হ'য়ে গেল পায পায়!

বর্ষ, যুগ হাজার হাজার,
লক্ষ লক্ষ তিথি, পক্ষ, মাস,
কোথা দিয়ে হ'যে গেল পার,
তুমি সেই ভ্রমি'ছ আকাশ!

কোথা দিযে হ'ল পার
অপরূপ কত জীব,
তা'দের মঙ্গল, আর
তা' সবার যতেক অশিব ;
তুমি সব দেখিলে একাকী,
আকাশের শুক্ল-পক্ষ-পাখী!

কত নিধি জলধি-মন্থনে
উঠেছিল, মনে তাহা নাই,
হস্তী, হয়,—নাহি সে স্মরণে—
ভস্ম ছাই—কত কি বালাই।
কেবল রয়েছে জাগি'
তোমার জনম-কথা,
হৃদয়ে গিয়েছে লাগি'
সে দিনের আনন্দ-বারতা ;

চতুর্দ্দিকে মঙ্গল আভাস,
দেবতার মৃদুমন্দ হাস।

ধীরে ত্যজি' পৃথিবীর জঠর,
সিন্ধুর এড়ায়ে সর্পজট,
শিশু-শশী—প্রশান্ত, সুন্দর,
আবির্ভূত শিরে স্বর্ণঘট;
সে সুধা সেচন করি'
ব্যোম-লতিকার মূলে,
মলিন বল্লরী, মরি,
সাজা'লে মুকুলে ফলে ফুলে;
ব্যোমলতা—সোমলতা এবে,
হে মায়াবী! তোমারি প্রভাবে।

থরে থরে নক্ষত্র-মুকুল
ব্যোমলতা-সোমলতা 'পরে
বায়ুভরে করে দুল্ দুল্,
ছায়াপুটে মঞ্জরী মুঞ্জরে,
সহসা, লতার গাযে,
সমীরণ একদিন
দেখিল, নখের ঘায়ে
রসধারা ঝরিতেছে ক্ষীণ,—
সে রস আকণ্ঠ করি' পান,
সমীরণ হারায় জ্ঞেয়ান।

নব চোখে দেখিছে সংসার,
জ্ঞানহারা মুগ্ধ সমীরণ!
এ সংসার ভালবাসিবার
নহে নহে অহরহ রণ।
জ্ঞেয়ান হারায়ে বায়ু
লভিল নূতন জ্ঞান,
মানব হারায়ে আয়ু
লভে যেন দেবতার মান;
অনাঘ্রাত কুসুমের ঘ্রাণ,
বন্দী করি' নিল মন প্রাণ।

সে অবধি এ তিন ভুবনে
স্বর্ণধারে ঝরে সোমরস,
সুরাসুর আনন্দিত মনে
পান করি' গান করে যশ।
ঝরিয়া, ক্ষরিয়া, সোম!
উড়ুম্বর পাত্রে মোর,
পূর্ণ কর সন্ধ্যা-হোম,
চূর্ণ কর যুদ্ধে দস্যু চোর;
এস সোম ইন্দ্রের সেবায়,—
আর্য্য-ঋষি ডাকিছে তোমায়।

যজ্ঞ যাগে, দস্যু বধে কিবা,
বেলান্ত কাটায়ে ঋষিগণ,
পিপাসায়, মগ্ন যবে দিবা,
করিত তোমারে আবাহন;
মোরাও তেমনি আজ,
দিন-শেষে পিপাসায়,
ফেলে রেখে শত কাজ,
ডাকিতেছি কৃপার আশায়;
শিরে বোঝা—লক্ষ কোটি কাজ,
দুর্ভাবনা হানে শত বাজ।

রোগ এল শূল ল'য়ে হাতে,
পিছনে রহিল পড়ি' কাজ,
শোক এল শেল হানি' মাথে
সব কাজে পড়িল রে বাজ;
জরা এসে লজ্জা দিবে
ব্যর্থ হয়ে যা'বে সব,
মৃত্যু কবে সাড়া দিবে
ডুবায়ে কাজের কলরব;
শত কাজে সহস্র ভাবনা,
দুর্ভাবনা—মরণ-যন্ত্রণা।

কাজ সারা কবে হ'বে আর,
বেলা যায় বাড়ে হাহাকার;
অন্ধ করি' নয়ন সন্ধ্যার
নিশাচর আসে অন্ধকার।
এস সোম, এস ত্বরা,
সহিতে পারি না আর,
দস্যু-শঠ-ভণ্ড-ভরা
জগতের পাপ অত্যাচার;
পিশাচে বেঁধেছে হেথা দল,
সর্ব্বশুভ করিতে বিফল।

ধর্ম্ম কহে খড়্গ তুলি রোষে,
'রাজস্ব দে', প্রাপ্য সে আমার'
'পূজা দাও আগে রাজকোষে'
দর্পভরে কহে তরবার।

সমাজ কহিছে হাঁকি',
'আগে রাখ মোর মান',
প্রকৃতি বলিছে ডাকি'
'ফিরে দে, ফিরে দে মোর দান।'
তুল না জ্ঞানের কথা আর,—
অজ্ঞ হয়ে ভাণ বিজ্ঞতার।

সোম! সোম আন সোমরস,
দেহ ঢালি' রঞ্জিত ধারায় ;
দেহ মন হয়েছে বিবশ,
রুদ্ধ প্রাণ সব্যূহ কায়ায় ;—
বরিষ, বরিষ মুখে
সোমরস সুধাধার,
যা' আছে জ্বালা এ বুকে—
যত ক্ষত মৌন নিরাশার।
মুছে যা'ক্—হ'ক্ অবসান,
সোমরস করি' আজি পান।

আহা হা কি সুন্দর অম্বর,
কি সুষমা দ্যুলোকে-ভূলোকে,
তরুর কাঁপিছে কলেবর
ছায়া-বুকে জাগিয়া পুলকে,
ঘুমাইছে নববধূ,—
ছায়া, নব জোছনায়,
বিভোর মদন, মধু,
স্ফুরিত অধরে ফিরে চায়!
এস সোম! প্রেম কর দান,—
সে অশান্তি সান্ত্বনা মহান্!

স্নিগ্ধ বায়ু, ক্ষুদ্র শিশু যেন,
হিমকর—হানিছে চঞ্চল,
কপালে কপোলে—ফুল হেন—
চোখে মুখে, আহ্লাদে পাগল।
মা চাহিছে পথ, ওরে,
বধূ একা জানালায়,
শিশু হাসে স্বপ্নঘোরে,
পুত্র, পিতা, পতি, ঘরে আয় ;
মগন নিশি শান্তি সুষমায়।
স্নেহনীড়ে ফিরে তোরা আয়।

বহুরূপী! দিব্য-মায়াধর!
কি কুহক জান হে কুহকী,
কতরূপ ধর মনোহর,
নিত্য নব যখনি নিরখি ;
নির্ম্মল অক্ষত কভু
ধৌত সুর-গঙ্গাজলে,
রুদ্রের ললাটে কভু
গৌরীর রঞ্জিত পদ-তলে,
কভু বক শুক্র সুশোভন—
ঘন নীল পল্লবে মগন।

কভু মিলে উজ্জ্বলে কোমলে,
বায়ুস্তরে ভেসে যাও একা,
পারিজাত হরণের কালে
বজ্রে যেন গরুড়ের পাখা!
মিশর-রাণীর কভু
পানপাত্র চমৎকার,—
যত পান করি তবু
শূন্য পাত্র পূরে পুনর্ব্বার!
কভু চারু সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর,
মূর্ত্তিমান দেবতার বর।

শিশু শুয়ে জননীর কোলে
গান শোনে গান গেয়ে গেয়ে,
'চাঁদ আয়' ব'লে হাত তোলে
কত হাসে কাঁদে তোমা চেয়ে,
তুমি ত' এস না হায়
কাঁদা তা'র হয় সার ;
বালক যৌবন পায়,
ঠেকে শেখে,—ডাকে না সে আর ;
এখন সে চেয়ে তুষ্ট নয়,
পেলে, বুঝি, তখন কি হয়।

প্রেম আসে চন্দ্রমালা গলে,
মুখে চোখে চারু চন্দ্র-হাস,
আবরিত চন্দ্রিকা অঞ্চলে,
চন্দ্রের মণ্ডলে যা'র বাস ;
হৃদয়ে বেজেছে সাড়া
নয়নে জেগেছে রূপ,
সাগর পেয়েছে নাড়া
আর কি হিল্লোল রহে চুপ?
চাঁদে যা'র উঠিত না মন,
চাঁদমুখে তুষ্ট সে এখন ;

আশাপাখী উড়ায় বালক,
দৃঢ় পাখে ফিরে সে ভুবন,
অন্ধ করে সুতীব্র আলোক
নিম্নে ক্রমে আরম্ভে ভ্রমণ ;
এক এক বার শুধু
দিনান্তের রাঙা মেঘে,
উছলে হৃদয়-মধু,
সুপ্ত প্রাণ উঠে জেগে জেগে ;
তার পর রহে নত শিরে
গণ্ডীব্যূহ যত আসে ঘিরে।

হায় সোম চাই কি শুনিতে
হৃদয়ের ক্ষুদ্র বিবরণ?
মন মরে—জানিতে চিনিতে,
বড় হ'যে ছোট হয় মন ;
আশায দিয়েছ ছাই,
তোমায় না চাহি আব
এবে যে চন্দ্রমা চাই
বাঁধা র'বে সদা সে আমার ;
সে চাঁদের ক্ষতি ক্ষয় নাই,
প্রেমশশী পূর্ণ সে সদাই।

সে চাঁদ উদয় হ'লে মনে,
নাহি ভয়, নাহি গৃহ বন,
শক্তি লভে ভীরুচিত জনে
প্রেম করে অসাধ্য সাধন ;
নব প্রীতি, নব প্রাণ,
সম্বন্ধ নূতন সব,
নব দান প্রতিদান,
দেহ মনে নবীন উৎসব।
সর্ব্বস্ব—জীবন করি পণ,
বারেক দেখিতে প্রিয়জন।

উদারতা উদিত হৃদযে,
আজি মহা মার্জ্জনার দিন,
অনুভূতি তীক্ষ্ণতর হ'যে
বিশ্বজনে গণে ত্রুটিহীন,
সম্রাট আজি রে আমি,
মরমের রাজা আজ,
সাহসের অনুগামী
হ'য়ে ক্ষমা দেছে দিব্যসাজ!

কি কহিনু—করিনু কি কাজ,
ক্ষম সোম! মত্ত আমি আজ।

সোম! তুমি প্রেমে নিরমান,
কর প্রাণ প্রেমে পরিপূর,
মুহূর্ত্তের তরে কর দান
ইন্দ্র সম সম্পদ প্রচুর ;
বিনিময়ে ল'য়ে যাও
যা' আমার আছে সব,—
সুদীর্ঘ জীবন লও
অদৃষ্টের ব্যসন উৎসব ;
ক্ষণ তবে হীরা দাও নিতে,
কাজ নাই অঙ্গার খনিতে।

আজি মোর হয অনুমান
জীবনের মাহেন্দ্র সময,
পূর্ণ বুঝি সত্যের সন্ধান
হর্ষরব তাই বিশ্বময ;
সবিতা সহায যা'র,
সোম যা'র সহচর,
জ্ঞানাধার—প্রেমাধার—
একাধারে নারী আর নর,
পিতৃভাবে মন্ত্রের সাধন,
মাতৃভাবে সন্তাপ হরণ।

এক নেত্র সুতীব্র উদাস,
আর নেত্র আর্দ্র স্নেহনীরে,
একাঙ্গে বিরাজে কৃত্তিবাস,
বধূ-বেশ আর অঙ্গ ঘিরে ;
একে দণ্ড, কমণ্ডলু,
শ্রুতি আব পুঁথিভার ;
আবে লাজ স্বর্ণবালু
শমীপত্র আর ঘৃত ধার ;
মেঘাশ্রিত নিদাঘের সাঁঝ ;
ক্ষম সোম—মত্ত আমি আজ।

কালের কাহিনী আছে যত
আর যত কথা কালিকার
সে সকল আজিকার মত
দাও সোম ক'রে নদী পার,
বিস্মৃতির বৈতরণী—
তা'র বড় কাল জল,

—মৃত্যুর তামসী খনি
যা'র কাছে স্বচ্ছ সুনির্ম্মল,—
সে নিবিড় বিস্মৃতির জলে,
কালের কাহিনী দাও ফেলে।

আজি শুধু সত্য বর্ত্তমান,
আজি শুধু প্রেমের বেসাতি,
প্রাণ ল'য়ে কিবা দিবে দান?
বল, আজ গণিব না ক্ষতি।
প্রথম বেলায় ওগো
তুলো না বচসা আর,
দিব সে—যা' তুমি মাগ'
মুখ আর ক'র না'ক ভার;
কথা রাখ, দোহাই তোমার,
হাটে হাটে ঘুরায়োনা আর।

জ্যোৎস্না হাসে, শীতোষ্ণা যামিনী,
অন্তর্বায়ু কাঁপিছে জাহ্নবী,
ধ্যানরতা মুগ্ধা সন্ন্যাসিনী
যোগেন্দ্রের যোগ্য নারীচ্ছবি।
বালতরু বসন্তের
পল্লবে অঙ্কিত শাখা,—
সংমিলিত ভুজঙ্গের
পুচ্ছ যেন শেহালায় মাখা;
কুশভূমে জিহ্বা খান্ খান্,
চুরি ক'রে স্বর্গ-সুধা পান।

সংখ্যাতীত জোনাকীর মত
জলে স্ফুরে আলোকের ঝাঁক,
বিশ্বকর্ম্মা আজি যেন স্বতঃ
তারার চড়ায়ে দেছে পাক:
ফুটে উঠে, ডুবে যায়,
ফুটে ওঠে আরবার,
ভেসে ওঠে, হেসে চায়
একেবারে হাজার হাজার!
মালা গলে ঢেউ নাচে দুলে,
চুপি সাড়ে পড়ে এসে কূলে।

বকুল দলিয়া কেবা যায়?
বাতাসে আসিছে গন্ধ তা'র;
এ পথে নিশীথে কে গো, হায়,
কোন্ গোপী করে অভিসার?
কোন্ বনে বাজে বাঁশী,
কোন্ গানে মজে প্রাণ,
কা'র মুখে ফুটে হাসি,
কা'র মুখ ভয়ে পরিম্লান,
কই রাই—কই সে কানাই?
বল সোম, বল মোরে তাই।

তা'দের বাঁশীর শুনি সুর
গায়ে লাগে তা'দেরি বাতাস,
বনমালে সৌরভ প্রচুর,
মনে জাগে তা'দেরি তিয়াষ;
সকলি রয়েছে, হায়,
তা'দেরি সে দেখা নাই,
দিন গেছে,—নিশি যায়,
কোথা রাই—কোথায় কানাই?
এই ছিলে কোথা গেলে ভাই,
আর কেন দেখা নাহি পাই?

বসুন্ধরা যখন কিশোরী
এসেছিল নবীন কিশোর,
স্বরগের প্রেম বুকে ধরি,
ধরণীর লাবণ্যে বিভোর:
তুমি জান সোমরায়
তুমি ত' জান সে সব,
অনুষ্ঠিত এ ধরায়
হ'ল যবে স্বর্গের উৎসব,—
এল যবে কিশোরী কিশোর,
রূপে—মোহে—প্রেমে হ'য়ে ভোর।

জগতের প্রথম প্রেমিক,
মুগ্ধ মূক রূপে সে তন্ময়,
প্রিয়া মুখে চাহে অনিমিখ্,—
লজ্জা, ভয়, কখন' বিস্ময়;
কত পথে কত মতে
দিনমান কেটে যায়,
বিশ্ব ডুবে তমঃ স্রোতে
প্রিয়ায় দেখিতে নাহি পায়;
আচম্বিতে তুমি সোমরায়,
প্রেমিকের হইলে সহায়!

শৈলমূলে নদীকূলে কিবা
ঘুম যায় প্রেমের প্রতিমা,
অঙ্গে অঙ্গে চন্দ্রিকার বিভা
কিশোরীর বাড়ায় মহিমা;

অল্প বয়সী বালা
অসীম রূপের খনি,
ভূলুণ্ঠিত যূথীমালা
প্রতি অঙ্গ ফুলের গাঁথনি ;
প্রেমিকের হে চির সহায়,
তুমি যেন জাগা'য়ো না তা'য়।

আঁখি চাহে সুপ্ত আঁখি 'পরে
সুপ্তশ্বাসে জাগ্রত মিশায,
মন কাঁদে সুপ্ত মন তরে
প্রতি অঙ্গে প্রতি অঙ্গ চায় ;
অলক উড়িয়া পড়ে
চোখের উপরে ওই,
আলো পড়ে,—ছায়া নড়ে,
দেখিবার কি আছে এ বই ?
অকস্মাৎ বিদ্ধ যেন বাণে,
ধায় যুবা কাতর পরাণে।

সারা দিনমান কবি' ক্ষয,
নিশি আনে মাহেন্দ্র সুযোগ,
সোম, সোম, কি আনন্দময়,
নযনের মনের সম্ভোগ ;
রূপ মাঝে মোহ বীজ,—
স্বর্ণকোষে প্রেমাঙ্কুর,
মধু! সোম! মনসিজ!
দেহ সবে আনন্দ প্রচুর,
গণ্ডূষে শুষিব সুধা সব,
সোম, সোম—আজি মধূৎসব।

দিনে, দিনে, মিলন মধুর,
পুষ্ট কলা তুমি দিনে দিনে,—
পূর্ণিমায ক্ষীব-ভারাতুর—
উপমিত—গর্ব্ভিণীর স্তনে ;
তারপর অবসাদ,
দূরে দূরে প্রতিদিন,
সফলার পতি সাধ
কে না জানে—নিত্য হয় ক্ষীণ ;
হায় সোম, দীর্ঘ বিভাবরী
জাগে যুবা পূর্ব্ব কথা স্মরি'।

সেই দেখা—সেই চেয়ে থাকা,
কাছে কাছে থাকিবার সাধ,
তরুতলে ঘুমঘোরে ডাকা,
ছেলেখেলা মধুর বিবাদ,
করে করি' কর-রোধ,
আবেগ সহস্র গুণ,
বালিকার কিবা বোধ?
তবু নারী স্বভাবে নিপুণ!
তোলাপাড়া এই সারারাত,
বারেক না মুদে আঁখিপাত।

শাখে শাখে পাকে বীজকোষ,
লঘু তুলা বাতাসে উড়ায়,
স্মৃতি ল'যে যাহার সন্তোষ
ভোলা কথা যত্নে সে কুড়ায়,
সেই নিশি পূর্ণিমার,
সেই সোম কান্তিমান্ ;—
লূতাজাল ভাবনার
ছেয়ে ফেলে প্রশান্ত নয়ান।
ঝিঁঝিঁ ডাকে—লাগে ঘুমঘোর,
হায় নিশি স্বপন-বিভোর।

স্বপনে স্বপনে কাটে রাত ;
জীবনের আধেক স্বপন,
দিনরাত, ঘাত প্রতিঘাত,
আলো ছায়া—বেকত গোপন ;
আদিকাল হ'তে, আজ,
এল গেল কতদিন ;
কত ছবি, কত সাজ,
কত প্রেম আদি-অন্তহীন!
হে মায়াবী! দিব্য-কলেবর!
প্রেম-সোম! অক্ষয়-অমর!

দাও মোরে আজিকার মত
মনোমত সুন্দর স্বপন ;—
যা' কিছু রয়েছে অবিদিত,
যত কিছু আকাঙ্ক্ষার ধন ;
আমার সন্তাপ হর,
তীর্থ-বারি ঢালি' শিরে,
আমারে সম্রাট কর
স্বপনের অবাধ মন্দিরে,
জ্ঞানে যাহা হ'য়ে আছে বোঝা,
প্রেমের পরশে হ'ক সোজা।

আশ্বিনের ঝটিকা সমান,
ভ্রষ্ট করে—নষ্ট করে সব
উন্মাদ শোকের অভিযান,
পরিণত ব্যসনে উৎসব ;
অর্থহীন অত্যাচার,
অক্ষুধায় রক্তপাত,—
কে বুঝাবে মর্ম্ম তা'র ?
কোন্ দ্বারে করিব আঘাত ?
জ্ঞান হেথা মানে পরাভব,
বুদ্ধি নারে বোঝাতে এ সব।

নাশে শোক উৎসাহ উদ্যম,
শক্তি যায়, সামর্থ্য ফুরায় ;
কাহার' না হ'লে মনোরম,
মন্ত্র—সাধা হ'য়ে উঠে দায় ;
কেহ যদি না শুনিল
বীণা সে ত' ভেঙেছেই,
কেহ যদি না মানিল
সে মানুষ থাকিযাও নেই ;
বন্যা যদি মূল ফেলে ঢাকি',
আর বাসা বাঁধিবে কি পাখী ?

শোক যদি আসি' দেয হানা,
মৃত্যু যদি হবে প্রিয়জন,
কাঁদিতে ক'র' না সোম মানা,
বলিও না 'এমনি জীবন',
মত্তজনে তত্ত্বকথা
বৃথা হ'বে অপব্যয়,
ঔষধ বিহনে ব্যথা
ঘুচেনাক' শুধু ব্যবস্থায় ;
হারানিধি—ঔষধ অমোঘ,
এনে দাও—দূরে যাক্ রোগ।

এনে দিবে হারা-মরা ধন
হেন জন পাব গো কোথায়,
আন সোম আন গো স্বপন—
স্বপ্ন জানে—তাহারা যেথায়।
কত কথা বলিবার
বাকী যে রয়েছে হায়,
আয় স্বপ্ন একবার
ল'য়ে চল তাহারা যেথায় ;

ওহে সোম! স্বপন-দেবতা!
জান তুমি তাহাদের কথা।

এখনি—এখনি প্রাচীমূলে
দেখা দিবে তপন করাল,
কাঁটা সম কর্কশ আঙুলে
ছিন্ন করি' স্বপনের জাল ;
শত্রু মিত্র নিরন্তর
আনে বুদ্ধি, উপদেশ,
কাঁদিবার অবসর
দিবে না দিবে না বুঝি লেশ!
স্বপনে মিলন কর দান,
এস সোম—হ'য়ো না পাষাণ।

ক্ষণস্থায়ী শুক্ল প্রতিপদে
উদযাস্ত না হয নির্ণয,
ক্রমে তনু বাড়ে পদে পদে,
পূর্ণিমায সদা সমুদয় ;
তেমনি, ক্ষণিক হায
স্বপনে মিলন হ'ক,
মরণের পূর্ণিমায
অনন্ত মিলনে যা'বে শোক।
মহাস্বপ্ন হ'বে এ জীবন,
মহানিদ্রা—হ'বে জাগরণ।

পৃথ্বী ডাকে, "এস, প্রিয সোম!
এস কুন্দ-বরণ সুধীর!
দেখ মোর কণ্টকিত রোম,
শতস্তনে উচ্ছ্বসিত ক্ষীর ;
যবে গ্রহণের কালে
দিনকর কোলে লয,
রবিরে আবরি' ফেলে
এত রূপ ধরে সোমরায ;
চাঁদ ছেলে মন্দ বলে লোকে,
মন জানে, দেখি যে কি চোখে।"

যবে তুমি সূর্য্যের সকাশে
গুপ্তভাবে সুপ্তভাবে রও,
অগ্রে চল তবু ভাগ্যবশে
দীপ্তিলাভে বঞ্চিত ত' নও ;
পলে পলে অগ্রসর,
তিলে তিলে দীপ্তি লাভ,

নিত্য নব কলেবর
নিত্য কত অভিনব ভাব ;–
অহরহ উন্নতি তোমার,
ক্ষয় শেষে উদয় আবার।

অচেনা নূতন কত মুখ
দেখিবে জগতে কালি সাঁঝে,
তা'দের প্রাণের দুঃখ-সুখ,
যে কথা বলে না কা'রে লাজে–
তোমারে বলিব সব,
তুমিও শুনিবে তাই,
তা'দের সে কলরব
কর্ণে তব পশিবে সদাই ;
তাদের' আনন্দ কর দান,
প্রেম দিয়া পূর্ণ কর জ্ঞান!

প্রেম দিয়া পূর্ণ কর জ্ঞান,
কর সোম প্রাণের বিকাশ ;
জ্ঞান যদি হয় মুহ্যমান,
প্রেম দিয়া দিও হে আশ্বাস ;
পলে পলে আগুয়ান,
তিলে তিলে শক্তিলাভ,
নিত্য নব নব জ্ঞান,
নিত্য কত নবতর ভাব ;
নিত্য নব আনন্দ তুফান,
প্রেমে জ্ঞানে পূর্ণ হক প্রাণ।

সর্ব্বংসহা

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

"—To be weak is miserable,
Doing or suffering" —*Milton*

শ্যামাঞ্চলা, সাগর-বসনা,
পদ্মগন্ধা, বন্দিতা ধরণী,
কান্তিময়ী, প্রসন্ন বদনা,
সর্ব্বংসহা, জীবের জননী,
ধাত্রী, ধেনু, মানবের প্রসূ সনাতনী!
ভুঞ্জ তুমি ভুঞ্জ অহরহ,
দেবতার পূর্ণ অনুগ্রহ!

সন্তানের শিরে রাখি' শির
মা শিখায় প্রণাম বালকে,
শিশু পুনঃ তুলি নিজ শির
মা'র শিরে প্রণমে পুলকে ;
বসতি প্রসূতি সনে আনন্দ-গোলোকে!
তেমনি আমিও নমি তোরে,
শিশু সম আহ্লাদের ভরে।

অনিন্দিতা, বেদের বন্দিতা,
পৃথ্বী তুমি ছন্দে প্রকীর্ত্তিতা,
ঋষিদের আরাধ্যা দেবতা,
অর্ঘ্য ধর—হৃদয়ের কথা ;
হে বিশ্ব-দেবতা! আজি শুন মোর গাথা ;
শক্তি, প্রেম, জ্ঞানের নিধান
হ'ক যত মানবের প্রাণ।

শক্তির সুদৃঢ় সিংহাসনে
জ্ঞান প্রেম—রাজা আর রাণী,
বীর্য্যবান কেশরী বাহনে
জগন্মাতা ত্রিলোক পালিনী ;
সূক্ষ্মশক্তি অধিষ্ঠিত স্থূলে চিরদিনই।
তুমি সেই দৃঢ় সিংহাসন,
সাধকের সাধের আসন।

মুখ্য লক্ষ্য জ্ঞান যে জনার,
প্রেম যা'র প্রাণের সাধনা,
শক্তি তা'র প্রধান নির্ভর,
ভয়াবহ শৌর্য্যে তা'র ঘৃণা ;
স্থির নহে প্রেম, জ্ঞান, কভু শক্তি বিনা।
রাখিবার শক্তি যা'র নাই,
পাওয়া তা'র বিষম বালাই।

পৃথিবী তুমি শক্তি স্বরূপিণী,
পূর্ণ কর ত্রিবিদ্যা সাধন,
শৌর্য্য প্রেম জ্ঞেয়ানের খনি!
সিদ্ধিকাম সাধকের ধন!
নাহি ক্ষতি, হও যদি শ্মশান-আসন।
পোড়াহাড় অগ্নি বরিষণ,
সে ত' হ'বে অঙ্গের ভূষণ!

সংসার শ্মশান হয় যদি,
গৃধ্র, ফেরু, শিবার রোদন
বিশ্বে যদি উঠে নিরবধি,—
তবু র'বে অটুট সাধন,
তবু হ'বে শ্মশানে শক্তির উদ্বোধন!
বিভীষিকা দাঁড়ায় আসিয়া,
তাড়াইব হেলায় হাসিয়া!

দেহ শক্তি—শক্তি অবিনাশী,
দৃঢ় হ'ক এ বাহু যুগল,
'ন্যায়' যদি সত্য ভালবাসি
তবে যেন না হই বিফল—
করিবারে দুষ্কৃতের দুরাশা বিফল।
নহে বৃথা জীবে প্রেম, ন্যায়ে রুচি ছার,
দুর্ব্বলের আত্মগ্লানি সার।

যে শকতি অয়ি সর্ব্বংসহা!
জন্মাবধি ন্যস্ত প্রতি নরে,
দেবশক্তি—রাজশক্তি তাহা,
প্রতি নর সম্রাট অন্তরে।
অত্যাচারে তাই প্রাণ চাহে দলিবারে।
সে শক্তি অমর কর তুমি,
ধান্যে ধনে পরিপূর্ণা ভূমি!

সিংহী তুমি অয়ি সর্ব্বংসহা!
প্রতি নর সিংহের শাবক ;
খাদ্য, পেয়,—স্তন্য তব যাহা—
স্বাস্থ্য-বল-শৌর্য্য-নিয়ামক,
সঞ্চারি' শকতি সৃজে অন্তরে পাবক!
সে পাবক নিষ্কম্প নির্ম্মল,
আত্মতেজ নির্ভর অটল।

হে কঠিনা! ডুবেছে যে কভু
সেই জানে মহিমা তোমার,
ভাসি ডুবি—যত যুঝি তবু,
পায়ে ভূমি ঠেকেনাক' আর,

দৃঢ়স্পর্শ—সুখস্পর্শ ঠাঁই দাঁড়াবার!
কঠিনা!—কে বলে তোরে হেয়?
নির্ভর—কঠিন হওয়া শ্রেয।

হে অচলা! ভূকম্প যে জন
কখন' করেছে অনুভব,
সেই বুঝে অচলের গুণ ;—
চরাচর দোলে যবে সব—
সিন্ধু সম ভূমি যবে আরম্ভে তাণ্ডব,
গৃহ, তরু মাতালের প্রায়
ট'লে যেন পড়ে গায় গায়!—

দীর্ণ দেশ বিষম জৃম্ভনে,
আর্ত্তনাদে পূরিত অম্বর :
যদুবংশ দ্বারাবতী সনে,
ধনজনে পম্পাই নগর,—
হ'ল যবে কবলিত,—তোমারি জঠর
পুনঃ স্থান দিল তা' সবায়,
মৎস্য-নাবী তুমি কি গো হায়?

তাহার' অনেক যুগ আগে,
গঙ্গা সম কঠিন পরাণে,
(কোন্ শান্তনুর অনুরাগে,
কে বলিবে—কেবা তাহা জানে,)
গ্রাসিযাছ আপনি গো—আপন সন্তানে।
অতিকায় মহাবলবান,—
তবু তোর তুষ্ট নহে প্রাণ!

ছিল শুধু পশুবলে বলী,
অপুষ্ট দুর্ব্বল ছিল মন,
তাই বুঝি অঞ্চলে ঢাকিলি
বক্ষে ল'য়ে করিতে যতন?
গর্ব্ভে পুনঃ দিলি স্থান কাঙ্গারু মতন।
বলসার স্তন্য করি পান,
কবে তা'রা পাবে পুনঃ প্রাণ?

স্তরে স্তরে অন্তরে তোমার
এখন' যে তা'দের স্মিরিতি
হ'য়ে আছে, অঙ্গারের ভার ;
এখন' যে জাগিতেছে নিতি
মসীময় তাহাদের অপূর্ব্ব মূরতি ;—
কত জীব এবে অস্থিসার ;
কত তরু, পল্লব-সম্ভার।

এই সব জীব অতিকায়
পৃথ্বী তোর প্রথম সন্তান ;
আর কি পা'বে না তা'রা হায়
আর কি পাবে না তা'রা প্রাণ ?
নব তেজে মনোবলে হ'য়ে বলীয়ান ?
এই যে অঙ্গার-তরু সব,
জানিবে না আর মধুৎসব ?

ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যের মত
ধান্য-ধনে চির পরিপূর
হও তুমি অক্ষয় অক্ষত ;
দেহ জীবে স্তন্য সুপ্রচুর ;
দেহ কান্তি, দেহ শক্তি, ক্লান্তি কর দূর।
মানবের কামধেনু তুমি,
বলময়ী ফলময়ী ভূমি!

যুগ্ম সন্ধ্যা হানিছে তোমারি
লঘু মেঘ-অঞ্চলে কুঙ্কুম,
সগন্ধ মৃন্ময় রেণু ধরি'
রচে রবি কিরণ-কুসুম!
হে ধরণী—বরণীয়া—মর্ত্ত্যে কল্পদ্রুম।
ধূলি-পটে ফুটাও আলোক,
বরণের অনন্ত পুলক।

ধূলি বিনা রশ্মি সে নিষ্ফল,
বিনা দেহে আত্মা সে অক্ষম,
স্থূল বিনা সূক্ষ্ম হীনবল,
শৌর্য্য বিনা উত্তম অধম,
শক্তি বিনা প্রেমে জ্ঞানে অশান্তি পরম ;
ত্রিশক্তি সে ত্রিমূর্ত্তি দেবতা,
জ্ঞানে, প্রেমে, শক্তিতে একতা।

মানুষ—মানুষ হ'ক ফিরে,
প্রেমে, জ্ঞানে, শক্তিতে সমান ;—
কি প্রশান্ত, অতলান্ত তীরে,
অর্ক-টীকা নীরে ভাসমান,
কি অন্তার্ক-সিন্ধুকূলে নিত্য তমস্বান্,
দ্বীপে, দ্বীপে, দেশে দেশে নর—
আত্মবলে করুক নির্ভর।

মানবের বিরাট সঙ্ঘাত
এক দেহ হ'ক এক প্রাণ,
এক অঙ্গে বাজিলে আঘাত
সর্ব্ব অঙ্গে পড়ে যেন টান,—
আঁখি ছুটে, বাহু উঠে হ'যে একতান ;
একের সাধিতে পরিত্রাণ
সবে যেন হয় এক প্রাণ।

অসিবর্ষ—এসিয়া বিপুল,
উক্ষরূপী য়ুরোপ উদ্দাম,
উষ্ট্ররূপী আফ্রিকা অতুল,
আমেরিকা বন-বৃষ নাম,—
কূর্ম্মসম পৃষ্ঠে ধরি' কত পুরীগ্রাম,
পুরে, গ্রামে লোক দলে দল
ক্ষমতায বহে অবিচল।

গ্রামে, গ্রামে, নগরে, নগরে,
সংখ্যাতীত কুটীর প্রাসাদ ;
গৃহে, গৃহে, লোক নাহি ধরে,
জনে, জনে,—প্রমোদ, প্রমাদ
বিস্ময় উঠে এক অপূর্ব্ব নিনাদ!
নানা সুর মিলে এক সাথে
কাণে এসে পশে প্রতিবাতে।

বুদ্ধ, কৃষ্ণ, খৃষ্ট, মহম্মদ
'সারেগম' একই বীণার ;
সৌম্য কবি, বীরেন্দ্র দুর্ম্মদ,
ভকতির—ভাজন—ঘৃণার ;
কি অপূর্ব্ব বিশ্বরূপ মানব তোমার!
ভিন্ন সুর এক বীণা 'পরে,
মিলে মিশে আনন্দে বিহরে!

ধর্ম্মনীতি, বীরের বিধান,
কত না আচার মনোহর—
নরমেধ, আত্ম-বলিদান,
আলিঙ্গন করে পরস্পর!
ধৃতরাষ্ট্র আলিঙ্গনে যেন বৃকোদর ;
লৌহ-ভীম গুঁড়া হ'য়ে যায়,
শোণিত উগারে রাজা, হায়!

কত বীর—কত ধর্ম্মবীর,
কত ঋষি,—কত শাস্ত্রকার,
কত শিল্পী, বৈজ্ঞানিক ধীর,
কত কবি কিঙ্কর আশার—
ভাঙিয়া গড়িছে কত অপূর্ব্ব সংসার!

বিফলতা, বিরোধের মাঝে
এ অখণ্ড সুর কোথা বাজে?

মানুষ সমান হ'বে নাকি
ধনে, মানে, শৌর্য্যে, প্রেমে, জ্ঞানে?
সে ছবি কি দেখিবে এ আঁখি?
একি মহাস্বপ্ন আজি প্রাণে!
বুঝাযে দে—বুঝায়ে দে—অবোধ সন্তানে,—
সর্ব্বংসহা জননী আমার,
মৌন তুমি থেক না মা আর।

ওই শোন যত মহাদেশে,
যত মহাসাগরের তীরে,
কাণাকাণি করিছে উল্লাসে,
'মুক্তি পা'বে মানব অচিরে!'
দগ্ধ করি' বৈতরণী—বিস্মৃতির তীরে
লোকাচার—কুশ-পুত্তলিকা,
জ্বলিবে জ্ঞানের দীপ্ত শিখা!

কি বলিলি জননী আমার,
কম্পিত পুলকে মন প্রাণ,
"যে যা' বলে—যে যা' কহে আর—
কথায় দিয়ো না কারো কাণ,—
মানুষ আবার হ'বে সম্মানে সমান!
নতশির হ'বে রে উন্নত!
দূরে যা'বে যত মনঃক্ষত।"

শক্তি দাও ছিঁড়িব শৃঙ্খল,
সর্ব্বংসহা!—সহেছি অনেক!
দূর কর সর্ব্ব অমঙ্গল,—
দূর কর প্রভেদের ভেক;
মুক্তিজলে সর্ব্বজনে কর অভিষেক!
মুক্ত হ'ব শক্তি কর দান,
দুঃখ হ'তে কর পরিত্রাণ।

শক্তিময়ী! শক্তি কর দান,
মুক্তির দেহ মা অধিকার,
অনুকম্পা কিম্বা অবজ্ঞান
চাহি না মা চাহি না কাহার;
ঘরে পরে যোগ্যতা জানায়ে পুনর্ব্বার
তারে যেন করি গিয়ে দাবী—
মানবের মহামুক্তি,—ভাবী!

হে ধরণী! অশ্রান্ত-গমনা!
চির-স্থিরা—লোকে তোমা' জানে,
শব্দ নাই—আড়ম্বর কণা,
কার্য্য নিজ সাধিছ গোপনে,
ত্বরা নাই, শ্রান্তি নাই, এ শূন্য ভ্রমণে!
ত্বরাহীন কর তন্দ্রাহীন
শক্তির সঞ্চয়ে চিরদিন।

শক্তিময়ী! স্তন্য কর দান,
হ'ক প্রাণে বলের সঞ্চার;
মনে যত সংকল্প মহান্
কার্য্যে হ'ক পরিণতি তার,
প্রয়োগ ক্ষমতা মোরে দাও মা আমার!
অপ্রয়োগে মন্ত্র সে নিষ্ফল,
শৌর্য্য বিনা সকলি বিকল।

সর্ব্বংসহা জননী আমার,
সহ্যগুণে মণ্ডিতা ধরণী,
ধৈর্য্যে বল কর মা সঞ্চার,
দুঃসহ কি সহে চিরদিনই?
নিভৃতে শিখা' মা বিদ্যা অসুর-নাশিনী;
নহে নষ্ট হয় প্রেম-যাগ,
দৈত্যে খায়—জ্ঞান-যজ্ঞ-ভাগ!

কর মোরে তোমার পূজারী,
হে ধরণী! শক্তি, স্বরূপিণী!
কর মোরে সৈনিক তোমারি,
নারীরূপা! নিখিলের রাণী!
শুধু, পূর্ণ মহিমায় চাহিয়ো আপনি,
আজ্ঞা তব বুঝিব অমনি,
প্রাণপাতে পালিব তখনি।

প্রাণ—সে ত' তুচ্ছ অতিশয়,
স্থির মৃত্যু—জন্মেছে যে ভবে,
মৃত্যু সে ত' ফিরে পায় পায়,
মরণেরে কেন ভয় তবে?
দুর্ভিক্ষে মরণ—মারী, ভূকম্প, আহবে,—
সর্পাঘাতে, অগ্নির উৎপাতে,
দস্যু হাতে কিম্বা বজ্রাঘাতে।

মৃত্যু যা'র চির সহচর
যোগ্য তা'র নহে মৃত্যুভয়,

বেদিয়া না ছাড়ে স্নানাহার,—
কালফণী সঙ্গে তা'র' রয়।
মিছে তবে—মিছে তবে মরণের ভয় ;
অবহেলে ডমরু বাজায়ে,
কালফণী ফিরিব নাচায়ে!

নির্ভর—নিজের ক্ষমতায়
কবে হ'বে, ধরণী, সবার?
কতদিনে—কতদিনে, হায়,
হ'বে নর দেবতা আবার?
চৈতন্য, সিদ্ধার্থ, কৃষ্ণ, রাম অবতার!
কতদিনে হ'বে পুনরায়
জ্ঞানে, প্রেমে, শৌর্য্যে সমন্বয়!

সর্ব্বংসহা! সঙ্ঘাত-কঠিনা!
নমোনমঃ জননী সবার,
কা'রে মোরা জানি তোমা' বিনা?
দেহ, প্রাণ, সকলি তোমার।
তুমি সে সূতিকা-গৃহ, ক্রীড়াভূমি আর,
ফুলশয্যা, বাসর শয়ান,
তুমি পুনঃ অন্তিমে শ্মশান!

শ্রান্ত তনু বালকের মত,
শয্যার আশ্রয় লই যবে
অৰ্দ্ধরাতে—বর্ত্তি নির্ব্বাপিত,
ঘুমে যবে অচেতন সবে,
তুমি মোর ঘুম দাও নয়ন-পল্লবে ;
কোলে লয়ে আহ্লাদে আকুল,
চোখে মুখে পড়ে কাল চুল!

অন্ধকারে তন্দ্রা আসে ঘিরে,
কত দেখি বিচিত্র স্বপন,
মনে হয় তোর দেহে ফিরে
দেহ মোর লীন হয় পুনঃ,—
তোর ক্ষেতে, গাঙে, মেঘে, এই তনু মন,—
শস্যে মিশি কখনো শিশুতে,
স্বপ্নময়ী বিচিত্র নিশীথে।

গন্ধ হ'য়ে রহি গো কুসুমে,
রস হ'য়ে বাস করি ফলে,
লঘু বাষ্প হ'য়ে মেঘে, ধূমে,
জ্যোতিরূপে বিদ্যুতে, অনলে,
শব্দরূপে পিক কণ্ঠে,—নির্ঝরের জলে।
তনু মন প্রাণ মিশে যায়,
একে একে পৃথ্বী তোর কায়!

তবু রহে জেয়ান অমর,
তবু সেই আনন্দ সত্তার,
তবু সেই শক্তিতে নির্ভর—
যে নির্ভরে আনন্দ অপার,
অসীমে মিশেও সাড়া পাই আপনার ;
তোর মাঝে দেখি আপনায়,
সিন্ধু মাঝে বুদ্বুদ খেলায়!

সর্ব্বংসহা! অয়ি সর্ব্বংসহা!
নমস্তে ধরণী! নমস্কার,
একমুখে যায় না গো কহা
তাই মাতা বলি শতবার,—
মনস্কাম পূর্ণ কর আমা সবাকার ;
পূর্ণ নর দেখা, মা আমার,
মরধামে দেব অবতার।

ঘরে ঘরে দেবের স্বভাব,—
জ্ঞানে প্রেমে শৌর্য্যে সমন্বয় ;
ঘরে ঘরে সত্যের প্রভাব
একেশ্বর প্রভু যেন হয় ;
শক্ত বাহু, মুক্তকণ্ঠ, উন্মুক্ত হৃদয়
হয় যেন জননী সবার ;
জনে জনে দেব অবতার।

ত্রিশক্তিতে পূর্ণ কর প্রাণ,
কর মাতা জনম সফল,
দেবত্ব মানবে কর দান,
স্তন্যে কর শরীর সবল।
জ্ঞানে পুষ্ট, প্রেমে তুষ্ট, সজীব সচল ;
শৌর্য্যে—কর প্রতিষ্ঠা সবার,
ত্রিপদ্ম-আসনে পুনর্ব্বার!

সমীর

—"Be thou, spirit fierce,
My spirit ! Be thou me, impetuous one !"
—*Shelley*

হে সমীর, প্রাণবায়ু, আয়ু-প্রদ তুমি,
বিশ্বে তুমি প্রাণের উপমা!
প্রশান্ত সুন্দর কভু প্রচণ্ড উন্মাদ!
কবি বিনা কেবা চিনে তোমা?
নিরূপিতে গতি তব,
কত চেষ্টা অভিনব,
সব তুমি করেছ নিষ্ফল!
হে লোচন-অগোচর! হে চির-চঞ্চল!

চন্দ্রলেখা আমারে করি'ছে আলিঙ্গন,
আলিঙ্গিছে অরুণ কিরণ!
তাহাদের' প্রিয় তুমি, জীবন বল্লভ,
ওগো প্রিয়তম সমীরণ!
বিতরি' নিশ্বাস বায়ু,
পুনঃ বিহঙ্গের আয়ু—
ঝড়-রূপে কর তুমি নাশ!
কুসুম-বিকাশ ওহে বিটপীর ত্রাস!

উড়াও আকাশে ছিন্ন মেঘের পতাকা,
ঢেকে ফেলে রবির প্রতাপ!
ভীম হুহুঙ্কার নাদে কাঁপে জল স্থল,
দর্পে কর চূর্ণ ইন্দ্রচাপ!
আবার সুধীর হ'য়ে,
খেল ঘরে ধূলি ল'য়ে,
ও চরিত্র কে বুঝিবে হায়!
কখন' চুমিছ ধূলি—কখন' তারায়!

এই তুমি করিতেছ মরণ-বিস্তার
গৃহে গৃহে মারী-বীজ দিয়া,
এই পুনঃ ফুটাইছ কুসুমের হাসি
জলে স্থলে গন্ধ বিথারিয়া!
মেরুপ্রান্তে যমরূপে,
নাসারন্ধ্রে পশি' চুপে,
কণ্ঠ চাপি' রুধিছ নিশ্বাস!
চন্দন-পরশ পুনঃ মলয় বাতাস!

নবজাত শিশুর অন্তর-নীড়ে পশি'
কর তুমি সম্বন্ধ স্থাপন!
চির সহচর তুমি, তোমার বিরহে
অন্ধকার হেরি ত্রিভুবন!
তুমি আত্মা, বিশ্বপ্রাণ,
কর মোরে কর দান,
মহাপ্রাণ তোমার মতন ;
সদানন্দ, ছন্দকবি, প্রসন্ন পবন!

খেলাঘরে ধূলা খেলা, অনেক হয়েছে,
এইবার কর গৃহহীন ;
ঘূর্ণবায়ু সম প্রাণ গ্রহে গ্রহান্তরে
ছুটে যেতে চাহে অনুদিন!
বেদুইন মরুচর,—
তাহার নাহিক' ঘর,
বাস তা'র উন্মুক্ত সমীরে!
চল সখা, পরশিব শশাঙ্ক মিহিরে!

রুদ্ধ বায়ি পলে পলে হ'তেছে পঙ্কিল,
রুদ্ধ বায়ু বিষ হ'য়ে উঠে!
অসহ্য এ অবরুদ্ধ নিষ্কর্ম্ম জীবন,
চল চল বাহিরিব ছুটে!
চল দেশ-দেশান্তরে'
মেরুপ্রান্তে মরু 'পরে,
গৃহে প্রাণ রহিতে না চায় ;
তরু সম মরিব কি জন্ম-মৃত্তিকায়?

বিহঙ্গ তোমারি প্রজা, তুমি জান তা'রা
কোন্ লোকে করে গো প্রয়াণ,
তোমারি কৃপায় তা'রা পথ না হারায়,
ফিরে আসে সুধা করি' পান।
হে বায়ু! বিমান-রাজ!
আমারে দেখাও আজ,
মহাশূন্যে যত আছে পথ!
হ'ব সহচর, পূর্ণ কর মনোরথ!

পাখীরা তোমার প্রজা আমিও তাহাই,
প্রাণ মোর পাখীর সমান ;
পাখীরা শোনায় গান, আমিও শোনাব
বিশ্বপ্লাবী সঞ্জীবন গান!
কীচকের রন্ধ্রে পশি,
তুমি বাজাইলে বাঁশী
গাহি প্রেম, মান, অভিমান ;
যুদ্ধ গা'ব, পাঞ্চজন্যে তোল' তুমি তান!

হে অরূপ, হে অবর্ণ, হে বর্ণনাতীত!
বিশ্ব ঘোষে তোমার মহিমা!
ভাগে ভোগ করে ধরা আলো অন্ধকার ;
তোমার রাজ্যের নাহি সীমা!
জ্ঞান, প্রেম, শক্তি যথা,—
তুলিতে না পারে মাথা,
তুলে শির উৎসাহ সেথায়!
যাহার স্বপক্ষে তুমি—তাহারি সে জয়।

বহ্নির আত্মীয় হ'য়ে দাবদাহ কালে,
ভস্মশেষ কর মহাবন!
তুমি সে বিরূপ হ'লে চক্ষের নিমেষে
নিবে যায় চণ্ড-হুতাশন!
তুমি তুষ্ট হ'লে পরে
কুসুম স্ফুরিয়া—করে
বিশ্বজনে আনন্দ প্রদান ;
রুষ্ট হ'লে কোরকেই হয় অবসান।

ভাসিছে তোমার স্রোতে পুঞ্জদ্বীপ সম,
কত মেঘ—বৃষ্টি-বিন্দু-কারা ;
মহাসিন্ধু হ'তে তুমি সিন্ধু মহত্তর,
অনন্তের অন্তহীন ধারা!
অনন্ত জীবন তুমি,
প্রাণের আবাস-ভূমি,
চিরন্তন আত্মার ভাণ্ডার!
আয়ুষ্কর! আয়ুহর! আয়ুর আধার!

বহিতেছ দুর্ব্বাসার শাপবাক্য তুমি,
বহিতেছ সীতার রোদন,
বহিতেছ রাবণের লালসার শ্বাস,
ভীমের সে প্রতিজ্ঞা ভীষণ!
ভীষ্মের অটল বাণী,
শকুনির কাণাকাণি,

গান্ধারীর ক্রুদ্ধ হাহাকার!
তোমারে বিদীর্ণ করি' ছুটেছে চীৎকার!

বহ তুমি উচ্চ নীচ ক্ষুদ্র মহতের
অন্তরের সাগ্রহ প্রার্থনা,—
কিন্তু কোন্ দেশে হায়! কিন্তু সে কোথায়?
বল মোরে, শুনিতে বাসনা ;
এই যে ক্রন্দন-ধ্বনি,
নিত্য আসিতেছ শুনি'
প্রতীকার কি করিছ হায়?
হৃদয় কি জেগে আছে মিথ্যা প্রতীক্ষায়!

দর্পহারী! ক্ষুদ্র তৃণ খেলে তোমা' সনে,
আয়ু তা'র নাহি লও কাড়ি'
কিন্তু যেই বৃক্ষ তোলে মস্তক গগনে,
ফেল তা'রে সমূলে উপাড়ি'!
যে পর্ব্বত চুমে নভঃ,
কঙ্কর-প্রহারে তব
দিন দিন হয় তা'র ক্ষয়।
প্রকাণ্ডে দলিয়া গাও সামান্যের জয়।

পরশ—পরশ-মণি তোমারি সে দান,
হে চন্দন-কানন-নিবাসী!
হাসিতে রোদনে সদা তুমি দাও তান,
বিশ্ব জুড়ি' বাজে তব বাঁশী!
বজ্রের দামামা কাড়া,
পাপিয়ার নৈশ সাড়া,
তোমারি বীণার ভিন্ন সুর।
কর মোরে বজ্র দৃঢ়, সঙ্গীত মধুর!

প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তাপে তুমি নাহি দহ'
এসে শুধু ধূলির সমীপে,—
তাহারি জ্বালায় জ্বলি' জ্বালার বারতা
আপনি প্রচার' সপ্তদ্বীপে!
আমিও একান্তে রহি'
দুঃখ অনায়াসে সহি,
কিন্তু হায় দুঃখীর ক্রন্দন
অসহ্য সে, তাই গানে করি সে ঘোষণ।

অসহ্য সে অক্ষমের 'পরে অত্যাচার ;
রাজ্যেশ্বর, পথের ভিখারী,—
সমান ন্যায়ের চোখে ; মানুষ সবাই ;
অধিকার সমান সবারি।

ওই কথা নিশিদিন
গাহিতেছে মনোবীণ্,
ওই কথা প্রচারি ভূতলে ;
আমি শুধু কঙ্কর প্রহারি গিরিদলে।

দংশকের আক্রমণে অস্থির কুঞ্জর,
ক্ষয় গিরি কঙ্কর আঘাতে,
ভেঙে পড়ে হর্ম্ম্যচূড়া শব্দের সংক্ষোভে,
ক্ষয় শিলা বিন্দু বারি পাতে!
ক্ষুদ্র করে মহাকাজ,
ক্ষুদ্র দিতে পারে লাজ—
জ্ঞান বৃদ্ধ হ'য়ে প্রবীণেরে!
পরাজিল শিশু রাম প্রৌঢ় ভার্গবেরে!

ছাড় তবে তপ্তশ্বাস, প্রলয় বাতাস,
আমি সাথে ছুটাই আগুণ,
দাবানলে দগ্ধ হ'ক মিথ্যা-লোকাচার,
তুমি আমি আজি সমগুণ!
ভস্ম হ'বে বহু প্রাণী
হায়, তবু স্থির জানি—
সে ভস্মে উর্ব্বরা হ'বে ধরা ;
ঘুচিবে জঙ্গল, হ'বে শস্য-শ্যামা ত্বরা!

নববীজে আরম্ভিব বপন রোপণ,
নববীজ—সত্য অভিনব!
মানবের মহাসঙ্ঘ জাগি' সেই দিন
ভ্রাতৃভাবে মিলিবে রে সব!
জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে
সবাই মিলিবে এসে ;
বিরোধী পৃথক্ ইতিহাস—
হ'বে মাত্র পুরাতত্ত্ব—হ'বে পরিহাস।

সেই মহা-মিলনের দিনে সমীরণ!
হ'য়ো তুমি প্রসন্ন বাতাস ;
সে দিন আমার গান তোমা' সনে মিলি'
আকাশে তুলিবে কলহাস।
মোরে চিনিবে না তা'রা,
আমি কিন্তু আত্মহারা—
মিশে যা'ব তা'দের উল্লাসে!
স্তব্ধ র'বে আজি যা'রা ব্যস্ত উপহাসে।

হায় বায়ু, দর্পী তরু শুষ্ক পত্র ফেলি'
তোমারেও করে উপহাস!
কোথা রহে দর্প তা'র, সে রহে কোথায়
ছাড় যবে প্রচণ্ড নিশ্বাস!
ইচ্ছা করে তোমা সম
জন্ম পেতে, নিরুপম!
ঝড়ে ঝড়ে কাটাতে জীবন!
হ'ক সে শোভন কিবা হ'ক অশোভন!

কতদিন ফিরিব হে সংসারের মাঝে—
গণি' গণি' চরণ ফেলিয়া?
কতকাল যা'বে আর ভাবিয়া চিন্তিয়া—
ছেলেখেলা প্রত্যহ খেলিয়া?
বাঁচাই সকল দিক,
তবু সে হয় না ঠিক,
কিছুতেই নাহি নিরাপদ ;
বাঁশরী বাজাই সর্পশিরে রাখি পদ!

সর্ব্ব স্বার্থ পণে কেনা মানুষের প্রেম
কার' ভাগ্যে হয় সে কপট!
যন্ত্রণা-মরণ পণে গর্ব্বের বহন,
পুত্রমুখ দর্শন দুর্ঘট!
সব নিরাপদে রেখে—
পেতে যাহা চাহে লোকে—
হায় তা'র মূল্য কিছু নাই!
যেথায অমূল্য মণি ভুজঙ্গ সেথাই!

সর্ব্বত্যাগে ব্রাহ্মণত্ব, বিদিত সংসারে,
রাজত্ব সে জীবন সঙ্কটে!
বাণিজ্যে সর্ব্বস্ব পণ,—মূলমন্ত্র হায়,
নিরাপদে কোন্ শুভ ঘটে?
অনেক কণ্টক মাঝে
একটি কমল রাজে,
অনেক অশুভ মাঝে শুভ।
অনেক হারাতে হয়—পেতে হ'লে ধ্রুব।

হে সমীর, হে অধীর, হে শান্ত মলয়,
কর মোরে তোমার সমান ;
মানব-মুকুল যেন আমার ভাষায়
ফুটে ওঠে লভি' নব প্রাণ।
আমার এ গানে পুনঃ
সকল বন্ধন যেন
ছিঁড়ে উড়ে বিশ্ব ছেড়ে যায়,—
বিরাট মানব জাতি মিলে পুনরায়।

'জীবন' কাহারে বলে, শিখাও সমীর,
শিখাও হে 'বাঁচা' কা'রে বলে ;
নিত্যমৃত্ত মানুষ না জড় হ'য়ে পড়ে,
সূক্ষ্ম অতি লাভ ক্ষতি গণনার ফলে।
গাও হে উৎসাহ গান,
পূর্ণ করি' তোল' প্রাণ
অভিনব শুভ মন্ত্রণায় ;—
মানুষ মানুষ যাহে হয় পুনরায়।

হে সমীর! প্রবেশিয়া সম্রাটের বুকে,
জন্মিয়াছ উচ্চ-আশা হ'য়ে :
দরিদ্রের বুকে পশি' দীর্ঘশ্বাস-রূপে
বাহির হ'য়েছ বহ্নি লয়ে,
আমার মরম মাঝ
যে লেখা দেখিলে আজ
বিশ্বে তা'র কর হে প্রচার,—
সকল বন্ধন হারা আনন্দ অপার!

আজি হ'তে যে করিবে নিশ্বাস-গ্রহণ
সেই সে করিবে অনুভব—
হে বায়ু, তোমার সনে আমার বুকের
যত কথা, যত সুর—সব!
সে কভু ভুলিবে না হে—
আমার প্রাণের দাহে,—
আমাদের উৎসাহ বচন ;
চাহিবে মানব পানে উজ্জ্বল লোচন!

আবেগের স্রোতে নব ভাবের প্রবাহে
ভেসে যা'বে ত্বরিতে পরাণ,—
নূতন আনন্দ-লোকে, ওহে সমীরণ!
শুনিবে সে আনন্দের গান।
চকিতে দেখিবে চেয়ে,—
সমস্ত জগৎ ছেয়ে
আনন্দে, ধরিয়া হাতে হাত,
গাহিছে মিলন-গীতি মানব-সংঘাত!

সে দিন কোথায় আমি রহিব জানি না,
তুমি র'বে এমনি সমীর!
হয় ত' পড়িবে মনে আমার এ গান,
ভুলে যাবে হয় ত' অধীর!
যুগে যুগে গান করি'
কত পাখী গেছে মরি' ;
আজ পুনঃ শুনি' কলতান,
মনে কি পড়ে না হায় তাঁহাদের গান?

আমি জানি কোন' কথা ভুল না হে তুমি,
হারাণ' কথার তুমি খনি!
যৌবনের তাপে তাই তপ্ত হ'য়ে ওঠ—
পিককণ্ঠ শুন গো যখনি!—
যখনি বসন্ত প্রাতে
কোকিল সঙ্গীতে মাতে,
ফুল কলি আঁখি তুলি' চায় ;
আমি দেখিয়াছি সব ঢেক'না আমায়!

হে সমীর! তোল তবে উৎসাহের তান,
বিশ্ব যেন রহে সচেতন!
আমিও তোমার সনে গা'ব সমস্বরে,
যতদিন না আসে মরণ।
আমি গেলে—দেখ' দেখ'
এ গান জাগায়ে রেখ'—
মিলনের সঙ্গীত মহান্!
নবোৎসাহ সঞ্চারিয়া—দিয়ো নব প্রাণ!

যে আছে প্রেমিক, ওগো, যেবা জ্ঞানবান,
শক্তিমান যে আছে ধরায়,
তাহারে শোনাও, বায়ু, এ মহা-সঙ্গীত,
মহোৎসাহে মাতাও ত্বরায়!
শোনাও সকল লোকে,—
অন্ধ, দীন, পঙ্গু, মূকে,—
যন্ত্রণার অবসান গান!
মহোৎসাহ-মহোৎসবে পূর্ণ কর প্রাণ।

সিন্ধু

"—Boundless—enless, and sublime,
The image of Eternity—the throne
Of the Invisible." —*Byron.*

হে রহস্য-নিকেতন! সিন্ধু সুমহান্!
হে ভাস্কর-করোজ্জ্বল জল!
পরিয়া হিরণ্য দ্রাপি বিরাট শরীরে,
কর গান আনন্দ বিহ্বল!
অতলান্ত, নিত্যতমঃ,
গূঢ় তুমি মৃত্যু সম,
ইহলোকে পরলোক তুমি!
হে সমুদ্র! অদ্ভুতের নিত্য-লীলাভূমি!

ছায়া সম—স্বপ্নোপম প্রজাগণ তব
চিরকাল নিঃশব্দ নির্ব্বাক!
জল-গুল্ম ধরে, মরি, সচল-স্বভাব
রাজ্যে তব,—অবাক, অবাক!
অসিচঞ্চু কেহ হায়,
কেহ চলে অষ্টপায়,
একাধারে ধরে নানা রস!
স্বচ্ছ-সুপিচ্ছিল তনু তরুণ-পরশ!

চরণে নিশ্বাস ল'য়ে প্রাণ ধরে কেহ,
স্ত্রী-পুরুষ কেহ এক দেহে,
নিজ দেহ কাটি' কেহ খণ্ডে খণ্ডে বাঁচে,
বহু একে পার্থক্য না রহে!
কোন জীব আঁতে দাঁতে,
—মুখে না, চিবায় আঁতে!—
ঘুচালে হে লিঙ্গ ও বচন!
ঘুচালে সহজ জ্ঞান—গেল ব্যাকরণ!

মক্ষিলতা—লতা হ'য়ে গ্রাসে মক্ষিকায়!
রক্ত শ্বেত প্রবাল পঞ্জর—
ধরে কিবা গুল্ম শোভা নয়ন রঞ্জন
ছিদ্র-ঘন মনোজ্ঞ-সুন্দর!
অপূর্ব্ব শম্বুক চয়,
কপর্দ্দ কঙ্কালময়,
শোভে তটে যেন অট্টহাস!
নিঃশব্দে শিখিছে শঙ্খ সঙ্গীত উদাস!

সচল দ্বীপের মত যোজন যুড়িয়া,
চলে তিমি শৈবালে চর্চ্চিত!
রাজশঙ্খ—অঙ্গে অঙ্গে রামধনু আভা;
মুক্তা-প্রসূ—ত্রিলোক বাঞ্ছিত!
বরুণ—আসে না আর,
পান-পাত্র আজ' তা'র
আছে পড়ি' আলয়ে তোমার!
রতির বীজন-বৃন্ত সৃষ্টি চারুতার!

কতদিন সন্ধ্যারাতে দক্ষিণ পবনে,
পেয়েছি হে তব আলিঙ্গন!
টেনেছে মরণ-টানে পরাণ আমার
তব গান,—ভৈরবে মোহন!
উদয়াস্ত রবিচ্ছটা,
প্রলয় মেঘের ঘটা,
সব সাজে সাগর তোমায়!
দিবসের তীব্র আলো, তমিস্র নিশায়।

প্রশান্ত যখন তুমি, অন্তরে তখন'
জাগে ভয় দেখিযা তোমায!
ক্ষুব্ধ যবে ঝটিকায, সুন্দর তখন,
তখন তোমায় প্রাণ চায়!
কি এক মোহের টানে
ধায় প্রাণ তোমা পানে
লালসা, কামনা, অনুরাগে!
জাগে না মরণ-কথা, ভয় নাহি লাগে!

কত সুরে, কত ছলে, ডাক গো আমায়,
রাত্রিদিন প্রভাত-সন্ধ্যায়!
মন্দ আন্দোলিত তব ওই বক্ষঃস্থল
নিশিদিন পরাণ লোভায!
ওই—ওই কলহাসি,
বাজায় ব্যাকুল বাঁশী,
টানে প্রাণ অকূলের পানে!
শয্যা ত্যজি' উঠিয়াছি মুগ্ধ ওই গানে!

ডাক গো আবার ডাক মহামন্দ্র রবে,
শোনাও মরণ ভোলা গান!
নিথর নক্ষত্রমালা ডুবিবার আগে
আমারে মিলন কর দান।
আঁধার মাথায় ল'য়ে
কাহারা চলেছে বেয়ে?
ঢেউ মাঝে তরণী মিলায়!
তুমি জান' কোন্ পথে তারা আসে যায়!

জাগিছে শৃঙ্খলাহীন মগ্ন-গিরি-শির,
তমঃশিলা ক্ষয় তিলে তিলে;
ডুবে জাগে শতবার ফেনিল লহরে
বালুচর অকূল সলিলে।
তরী লয়ে যা'রা যায়
পথ তা'রে কে চিনায়?
যদি তা'রা ডুবে এ পাথারে?
তা'রা কি মরণ ভুলে ভেসেছে সাগরে?

হে সিন্ধু! আমিও আজি মরণ বিস্মৃত!
কেবা আমি ধরণীর মাঝে?
পৃথ্বীদেহে অতি ক্ষুদ্র রক্তশোষী কীট,
এ জীবন লাগিবে কি কাজে!
তাই আসিয়াছি আজ
ঘুচা'তে সকল লাজ
ঝাঁপ দিতে তরঙ্গ মাঝারে;
মহাপ্রাণে মিশাইতে ক্ষুদ্র এ—আমারে।

সচল পর্ব্বত সম ঢেউ আসে ছুটে,—
এখনি কি পড়িবে আছাড়ি'?
কিবা সে প্রকাণ্ডতর ঢেউয়ে যাবে মিশে
দিবে শেষ জলস্থল নাড়ি'?
মরিব ঢেউয়েরি সনে,
লক্ষ ঢেউ যেই ক্ষণে—
এক হ'য়ে—হ'য়ে সুমহত—
ভাঙ্গিয়া পড়িবে শেষে গলায়ে পর্ব্বত।

ঘুচে যাবে ব্যবধান, বাধা ও বন্ধন,
সপ্তসিন্ধু মিলিবে আবার!
কোলাকুলি হ'বে পুনঃ লহরে লহরে,—
আজ নাহি পরিচয় যা'র।

সাজিয়া কিরণ বাসে
অপ্সর শিশুর হাসে
পূর্ণ হ'য়ে যা'বে চরাচর!
এক হ'বে কৃষ্ণ, পীত, তুষার সাগর।

প্রাণের সে রাজ্য হ'বে, ভাবের সংসার,
শক্তি প্রেম জ্ঞানের মিলনে;
বহিবে উৎসাহ-বায়ু জাগায়ে ভুবন,
হর্ষ রবে জীবনে-মরণে।
সোম হবে স্নিগ্ধতর,
সবিতা উজ্জ্বল আর',
চিরশ্যামা সর্ব্বংসহা ধরা,
সমীরণ অনুকূল, সিন্ধু মুক্তি-ধারা!

ব'সে আছি সেদিনের পথ চেয়ে হায়,
দিন যায়, জীবন ফুরায;
দেশান্তের পান্থ পাখী দেশ ছেড়ে যায়,
তুমি জান' কেন সে পলায।
মোরেও লইয়া যাও,
মোরেও দেখায়ে দাও,—
আনন্দের চির নিকেতন;
শান্তির প্রদীপ যেথা মঙ্গল-কেতন।

হে সাগর আজি তব স্নিগ্ধ উপকূলে,
দেখিনু যে অপূর্ব্ব স্বপন,
সে কি সত্য হ'বে কভু হ'বে কি সফল?
কহ মোর জীবন-মরণ!
এই যে চিত্রের মেলা,
এই যে ঢেউয়ের খেলা,
ইহা কি হ'বে না চিরন্তন?
চিরদিন ব্যথা র'বে—রহিবে ক্রন্দন?

ফুকারি' সমুদ্র-পাখী উঠে যে কাঁদিয়া!
পরক্ষণে হাসে হা-হা স্বরে!
এ কি হায় দৈববাণী—বল রত্নাকর,
প্রত্যয় না হয় শকুন্তেরে।
মন গাহে ভিন্ন গান,
সে কহিছে অবসান—
একদিন হ'বে বন্ধনের!
এ জগৎ কেবলি ত' নহে অশুভের।

অশুভের রাজ্য এবে, ভুল নাহি তা'য়
অধিকার চিরস্থায়ী কা'র?
শুভশক্তি আজিও যুঝিছে প্রাণপণে
একদিন জয় হ'বে তার!
তখন ঘুচিবে ভেদ,
ঘুচিবে সকল খেদ,
সেই দিন এ বিশ্ব-ভুবনে—
মরণে ফলিবে শুভ, মঙ্গল জীবনে!

জীবন-মরণ—হ'বে দিবা বিভাবরী,
নাহি র'বে বিরক্তি সংশয়!
পূজ্য হ'বে মনুষ্যত্ব সকলের আগে,
মান্য হ'বে মানব-হৃদয়!
জীবনে ফলিবে শুভ,
মরণে মিলিবে ধ্রুব,
হবে নর বিরাট-মানব!
জলের মিলনে যথা সিন্ধুর উদ্ভব।

যে জলে করেছে কেলি কার্ত্ত-বীর্য্যার্জ্জুন,
ল'য়ে শত সহস্র অঙ্গনা!
যে জলে রক্তাক্ত করি' দিয়েছে তৈমুর,
যে জলে জানকী নিমগনা,
যে জলে যুগান্ত ধ'রে
পূজার্চ্চনা করে নরে
সকলি এসেছে তব ঠাঁই,
মিলে এক হ'য়ে গেছে, ভেদ আর নাই।

হে সিন্ধু! গর্জ্জন গান গাহ পুনর্ব্বার,
গুহাতলে তুলি' প্রতিধ্বনি;
ধ্বংস করি' বাধাবিঘ্ন, বিদারি' পর্ব্বত
গাহ পুনঃ লক্ষ কণ্ঠে,—শুনি!
কহ মহা-কর্ম্ম-বরে,—
"সহিছ কেমন ক'রে—
বহিছ দুষ্কৃত পৃষ্ঠোপরে?
ঘুচাও ধরার ভার, নাশ' অধর্ম্মেরে!"

ওই—ওই ভেসে যায় দণ্ড সুবিশাল,
বারম্বার ডুবিয়া ভাসিয়া,
ও কি ভগ্নশেষ কোন' অর্ণবযানের?
কা'র ভাগ্য ফেলিলে গ্রাসিয়া?

ল'য়ে রত্ন ল'য়ে প্রাণ,
ফিরায়ে করি'ছ দান—
ভগ্নতরী—শব উগারিয়া?
ফেলিতেছ ভুক্তশেষ কূলে আছাড়িয়া?

হে সমুদ্র! হে বিচিত্র! হে সংসার-রূপী!
ঘুচাও হে আমার সংশয়;—
ওই যে তরঙ্গ তব উঠে আস্ফালিয়া,
হে অনন্ত! ওকি ফণাচয়?
কেবল—কেবল বিষ—
উগারিছ অহর্নিশ?
মন্দ-ভাল দুই নাশ' ক্রূর!
হে সমুদ্র! হে সংসার! হে সর্প নিষ্ঠুর!

চিরকাল রহিবে কি বিচিত্র কেবল—
শত কণ্ঠে শত ভাষা কহি'?
শত পথে শত মতে হট্টগোল তুলি'
ভ্রমিবে অদ্ভুত বোঝা বহি'?
তরঙ্গে তরঙ্গ হানি'
জ্ঞাতি-সূত্র নাহি মানি'
কেবলি কলহে হ'বে চূর?
হে সমুদ্র! সে সংসার! হায় সর্প ক্রূর!

তোমায় মথিব পুনঃ সুরাসুরে মিলি'—
হে সমুদ্র! হে বিশ্বসংসার!
অমৃত ছানিয়া ল'ব বিষ-সিন্ধু হ'তে,—
মিল শুধু হ'ক একবার!
হাঙ্গর কুম্ভীর মাঝে
আমি জানি রত্ন আছে,
তমোময়! হে রহস্যময়!
পুরাতনে ভাঙি', গাও, নূতনের জয়।

পুরাতনে চূর্ণ করি' ডুবাও সলিলে,
বহুদিন খর সূর্য্যতাপে—
দহিছে সে;—স্থান তা'রে দাও নিজ বুকে,
দহিছে অন্যায়-মহাপাপে!
নূতন ন্যায়ের দেশ—
গড়' তুমি, ঊর্ম্মি-কেশ!
সেথা পুনঃ দেখিলে অন্যায়,—
ভেঙে দিও—ডুবাইও—প্রচণ্ড বন্যায়।

আজি বিশ্বে বিতরিছে দক্ষিণ পবন
পুষ্পগন্ধি ধরার নিশ্বাস ;
দূর দেশ হ'তে যা'রা আসিছে বাহিয়া,—
শ্রান্ত প্রাণে লভিল আশ্বাস!
মজ্জমান ভগ্ন-পোতে
অসহ্য লবণ স্রোতে
লভি' যেন সলিল সুস্বাদ—
নাবিকের মন লভে কূলের সংবাদ!

আজি এই বালুচরে বসিয়া একাকী,—
আজি এই দক্ষিণ পবনে,—
অতি দূর—গ্রহান্তর হ'তে মৃদুগান—
পশে আসি' আমার শ্রবণে!
ওগো ভিন্ন গ্রহবাসী!
কি গান গাহিছ বসি'—
তোমাদের সমুদ্রের তীরে?
ডাকিছ কি আমাদের? বল', শুনি ফিরে!

হে সাগর! রশ্মি-রেখা নাচিছে হাসিয়া!
হাসিতেছ তুমি কলস্বরে!
কি যেন গোপন আজি রাখ মোর কাছে!
যেন তাহা বলিবে না মোরে!

ঊর্ম্মি করে কাণাকাণি,
গ্রহে গ্রহে জানাজানি,
কেন শুধু আমায় গোপন!
বল', বল', জাগরণে কর' না স্বপন।

হাসিয়া লুকাতে কেন চাহ বারবার,—
ফুটে উঠে ফেন-শুভ্র-হাস!
মঙ্গল-বারতা তুমি পেয়েছ নিশ্চয়,
মিলনের মহান্ আশ্বাস!
কখন বর্ষণ ছলে—
ত্রিলোকের সন্ধিস্থলে—
ক্ষণপ্রভা বলেছে তোমায়,
বৃষ্টি বিন্দু—কলস্বরে সায় দেছে তা'য়।

দেশে দেশান্তরে মিল যুগে যুগান্তরে!
অন্তরের অনন্ত মিলন!
লোকে লোকান্তরে মিল গ্রহে গ্রহান্তরে!
গাহ সিন্ধু সঙ্গীত নূতন!
অচেত চেতনে মিল!
জীবনে-মরণে মিল।
জন্মে জন্মান্তরে সম্মিলন!
তরঙ্গে তরঙ্গে সিন্ধু! করহ ঘোষণ!

স্বর্ণগর্ভ

"মাতর্মেদিনি তাত মারুত সখে তেজ সুবন্ধো জল
ভ্রাতর্ব্যোম নিবন্ধ এষ ভবতামন্ত্যঃ প্রণামাঞ্জলিঃ।
যুষ্মত্ সঙ্গ যশোপজাত সুকৃতোদ্রেক স্ফুরন্নির্ম্মল
জ্ঞানাপাস্ত সমস্ত মোহমহিমা লীযে পরেব্রহ্মণি॥"

হে অসীম! স্বর্ণগর্ভ ব্যোম!
হে বিরাট! ব্রহ্মাণ্ড-উদর!
কুক্ষিতলে লক্ষ সূর্য্য সোম,—
তবু তুমি তমঃ কলেবর!
কোথা আদি কোথা শেষ—
কই তব কাল দেশ?
বিশ্বাধার! অচ্যুত! অক্ষয়!
গুণহীন গুণের নিলয়!

কোথায় অসংখ্য তারা জ্বলে?
অনাদি অনন্ত অন্ধকারে!
কোথায় হাজার ভেলা চলে?
অকূল অতল পারাবারে!
নিশীথে প্রান্তর দেশে
ধুনী জেলে আছি ব'সে
রশ্মিছত্র বেড়ে উঠে যত—
আঁধার-চত্বর বাড়ে তত!

হা অনন্ত আঁধারের গ্রাস!
হা আলো—খেলানা আঁধারের;
অসত্যের মাঝে করি' বাস,
হায় হায় কি হ'বে সত্যের!
গ্রহ, রাশি, সূর্য্য, সোম,
জ্যোতির্ম্ময় তারাস্তোম,
কতটুকু এনেছে জীবন?
কতটুকু আলোক স্পন্দন?

অপরূপ! স্বরূপ তোমার
তিন লোকে কে পারে বর্ণিতে?
নাহি পাই স্পর্শ সুষমার,
নাহি পাই মাধুরী ভুঞ্জিতে;
বর্ণের বিকাশ নাই,
গন্ধের বিলাস নাই,
নাই নাই সঙ্গীত ঝঙ্কার;—
মুগ্ধ তবু অন্তর আমার!

তবু যে উদ্‌গ্রীব হ'যে আছি—
মনে প্রাণে স্বস্তি আব নাই,
অন্ধকারে হ'য়ে কাছাকাছি
সারাবাত ব'সে আছি তাই;
তুমি আছ আমি আছি;
জানিতে পাইলে বাঁচি—
মোদের সম্বন্ধ চিরন্তন,
পুরাতনে নিযত নূতন!

এ কি মোহ? এ কি ইন্দ্রজাল?
মায়াধর—প্রাচীন সংস্কার?
তা'রি ভাষে দেখি কি খেয়াল—
মূর্ত্তি ধ'রে আসে বাক্য তা'র?
স্বপনেরে সত্য ভাবি'
পরিচয় করি দাবী?
মিথ্যা করি মনেরে পীড়ন?
একি ব্যঙ্গ? হায় মুগ্ধ মন!

নয়ন মেনেছে পরাজয়,
ঊর্দ্ধবাহু ব্যর্থতা প্রচারে;
তবু মোর সদা মনে হয়
একেবারে ডুবিনি পাথারে।
কৌতূহলে করি' সাথী
কাটাই তিমির রাতি;
যে তিমিরে সুদূর তপনে,
খদ্যোত বলিযা হয় মনে।

এ তিমিরে নাহি ধ্রুব, রবি,
কেহ নাই কিছু নাই হায়!
করমে আনন্দ বড় লভি'
ভেসেছি গো শুধু সে আশায়!
দোহদ-ব্যথার মত
দুর্লভের মোহ যত
আকুল করিল প্রাণমন,
তাই ডালি দিনু এ জীবন।

নিজেরে বিপন্ন করি' নিজে!
সেই এক আনন্দ নূতন!
পুনঃ বাঁচি হর্ষ তাহে কি যে—
কে করিবে তাহার বর্ণন?
সাগরে ভাসাযে ভেলা
সারাবেলা হেলাফেলা,
কে জানে সে ভিড়িবে কোথায়?
নূতন বন্দরে কিবা অতল তলায?

হে হিরণ্য-গর্ভ! হে আকাশ!
তোমার ও অরূপ সলিলে
অ ছে বহু আবর্ত্তের' গ্রাস
অপরূপ—তুমি হে নিখিলে!
আবর্ত্তের নাভিস্থলে—
ঘূর্ণ্যজলে উঠে জ্ব'লে—
এক এক সূর্য্য সমুজ্জ্বল!
ডুবে ভেসে ফিরে গ্রহদল।

সূর্য্যনাভ সে আবর্ত্ত হ'তে
যেই গ্রহ যতদূরে চলে,—
শব্দহীন মন্দীভূত স্রোতে
নির্ব্বিকার নিস্তরঙ্গ জলে,—
সে কি তত শান্তি পায,
তত তৃপ্তি লভে? হায়,
কিবা সেই ধন্য ত্রিভুবনে
ফিরে যেই আবর্ত্তের টানে!

হে বিরাট! ওহে বিশ্বরূপ!
তোমার ও দেবদেহ মাঝে,—
শুভ্র, শ্যাম, কুৎসিত, সুরূপ,
ভাল, মন্দ, সমানে বিরাজে।

নিবিড় পল্লবদলে
বর্ণে, রূপে, পরিমলে,
ফুল হাসে তারার মতন ;
কে ধন্য অধন্য কোন্ জন?

যে সবিতা সার্থক হেথায়,
অন্যলোকে সেই সে নিষ্ফল!
যে সুধাংশু হেথা দীপ্তি পায়,
লোকান্তরে পিণ্ড সে কেবল!
সর্ব্বংসহা এই ধরা,
মাতা যা'রে বলি মোরা,
ভিন্ন গ্রহে—গ্রহ মাত্র হায়!
অগোচর এই সিন্ধু বায়!

হেথা যা'র মূল্য কিছু নাই,
অমূল্য সে অন্য কোন' দেশে ;
আজি যা'রে বলিতেছি 'ছাই',
প্রাণাধিক ছিল কালিকে সে!
যে তত্ত্ব নূতন বলি'
মাথায় নিতেছি তুলি',—
আজি যা'রে কবি আবিষ্কার,
কাল কেহ পুছিবে না আর।

হে মহান্! সকলি নিষ্ফল
ব্যবহার না জানিলে তা'র,
হে উদার! সকলি সফল
জানিলে প্রকৃত ব্যবহার!
বিকারে গরলে মধু,
নহিলে—গরলই শুধু,
হে মৃত্যু! হে অমৃতের রাজা!
তোমা' ছাড়ি'—কা'রে করি পূজা!

বর্ণহীন তুমি হে আকাশ!
নীলকান্ত—মানুষের চোখে,
তোমার' কি জাগে অভিলাষ
রূপে ধরা দিতে নরলোকে?
মানুষের প্রেম, হায়,
তোমার' কি প্রাণ চায়?
সূর্য্যশশী ভাণ্ডারে যাহার,—
প্রাণ পেতে প্রাণ কাঁদে তা'র?

নীলোৎপলে পরাগের মত
গর্ভে তব সূর্য্য কোটি কোটি!
পরমাণু সম গ্রহ যত
রসে ফিরে উলটি-পালটি!
স্বর্ণগর্ভ! বিশ্বাধার!
তত্ত্ব জানে কে তোমার?
স্বর্ণসূত্রে শুধু অনুভব,—
জ্যোতির্ম্ময় আনন্দ উৎসব!

হে হিরণ্যগর্ভ! হে উদার!
পক্ষপুটে রাখিয়াছ ঢাকি'
স্বর্ণডিম্ব—সোনার সংসার ;
হে আদিম! হে অপূর্ব্ব পাখী!
স্নেহ তব সুগভীর,
নাহি তল নাহি তীর,
নাহি তাহে তরঙ্গ চঞ্চল ;
শুধু শান্ত রক্ত চলাচল।

তরঙ্গিত সাগর বিশাল,—
শেষ যা'র ধরণীর শেষে,
ক্ষুব্ধ তা'র গর্জ্জন কল্লোল
ডুবে যায় মৌন তব দেশে ;
ভাবের স্বপন-কায়া,
মনের জগতে, মায়া
বিরচন করি' যেন ফিরে,—
নিঃশব্দে ও তিমির-শরীরে!

আছ তুমি সকলের মাঝে,
তবু যেন নাই কোন' ঠাঁই ;
দেহে তব ব্রহ্মাণ্ড বিরাজে,
তবু তুমি নির্লিপ্ত সদাই!
নাট্যলীলা, নিত্য নব,
দ্রষ্টাভাবে অনুভব
অন্তরের জগতে হরষে!
স্নিগ্ধ এক মৃণালের রসে!

জ্যোতির্ম্ময় সুবর্ণ মৃণাল,—
অন্তরে, আনন্দ-ধারা তা'র—
বহিয়া চলেছে চিরকাল,—
চিরন্তন প্রাণের আধার!

হৃষ্ট-আশা-সূত্র-ভরে
বিশ্ব রহে শূন্য 'পরে,
যদি সেই সূত্র পড়ে কাটি'—
তখনি সে মাটি হয় মাটি।

সূর্য্য হ'য়ে ফুটেছে হরষে
কণামাত্র তোমার গৌরব!
ফুল হ'য়ে বসন্তে বিকাশে
হে নির্গুণ! তোমার সৌরভ!
তুমি ব্যাপ্ত লোকে লোকে,
তুমি দীপ্ত চোখে চোখে,
মুখে মুখে গুঞ্জরিত তুমি ;
অমৃত! মরণে আছ চুমি'!

সোপবীত দ্বিজ শনৈশ্চর,
দিনকর গ্রহ-ছত্রপতি,
পাণ্ডুর কিরণ শশধর,
চারিচন্দ্রে গুরু বৃহস্পতি,
ছায়াপথ—তারাসেতু,
রাশিচক্র, ধূমকেতু,
কত শত সৌর সম্প্রদায়,—
তোমার শরীরে শোভা পায়!

মহাশূন্য! পূর্ণ সর্ব্বধনে!
মহামৌন! সঙ্গত আলয!
অন্ধকার! সহস্র তপনে—
লক্ষ সুধাকরে আলোময়!
গ্রহ হ'তে গ্রহান্তরে,
সূর্য্য হ'তে শশধরে,
কিরণে কিরণে আলিঙ্গন!
রাজ্যে তব বিচ্ছেদে মিলন!

স্বর্ণগর্ভ! সাম্রাজ্যে তোমার
অন্তরীক্ষে অনন্ত মিলন!
দূরে প্রেম—আনন্দের ধার,—
চোখে চোখে, কিরণে কিরণ!
নাহি পরশের ক্লেদ,
নাহি গ্লানি, নাহি স্বেদ,
দৃষ্টি সুখে হৃষ্ট প্রাণমন!
তুষ্ট চিতে অনন্তে ভ্রমণ!

উলটি'-পালটি' শতবার
কোথায় চলেছে গ্রহচয়?
ইঙ্গিতে বল হে একবার—
কি উদ্যোগ চলে নভোময়?
ঊর্দ্ধ কিবা অধোগতি,
না বুঝিনু ক্ষীণমতি,
কিবা শুধু স্রোতে গা' ভাসান্!
কোথা এর হ'বে অবসান?

কোথায় জ্যোতিষ্ক দল চলে—
যাত্রীদল চলেছে কোথায়?
কে আমি? কে দিবে মোরে ব'লে—
এ কথা সুধা'ব কা'রে হায়?
জানি শুধু ভাসিয়াছি,
কূল নাই কাছাকাছি,
বিস্ময়ে সংশয়ে কাটে দিন,
শক্তি গেল, দৃষ্টি হ'ল ক্ষীণ।

তাই ব'লে করিনি নিজেরে
নিশাচব আশঙ্কার দাস ;
কি সুধা'বে জন্ম-নাবিকেরে?—
তা'র শুধু ভেসেই উল্লাস!
লাভ ক্ষতি নাহি গণে,
নাহি গণে ধন জনে,
জানে শুধু আনন্দ—জীবন!
আশঙ্কা,—সে জীবনে মরণ!

স্বর্ণগর্ভ! স্বর্ণগর্ভ ব্যোম!
দুঃখে সুখ তোমার আমার!
আমরা ফুটাই তারাস্তোম—
ছিল যেথা নিত্য অন্ধকার!
আনন্দ আনন্দ শুধু
কেবল কেবল মধু
বিতরণ,—মথিয়া সাগর!
মধুময়—হ'ক চরাচর!

মধু জলে, মধু বনফলে,
ওষধির পত্রে মূলে মধু,
মধু শস্যে, মধু মহীতলে,
জীবনে আনন্দ-মধু শুধু!

মধু—কর্ম্মে আসক্তের,
মধু—বিষে রোগার্ত্তের,
মধুপ্রদ মৃত্যু দধীচির!
মধুজীব দয়িত শচীর!

মধু তুমি, মধু স্নিগ্ধ ব্যোম!
মধুময়ী চিরশ্যাম ধরা!

মধু, মধু, মধু সূর্য্য সোম!
মধুবাত, সিন্ধু মধুক্ষরা!
মধুমান্ বনস্পতি,
কাম্য ধেনু মধুমতী,
মধু! মধু—বিশ্ব মধুময়!
মধুমান্ আনন্দ অক্ষয়!

সাগ্নিকের গান

"এতেনা-গ্নে ব্রহ্মণা বাবৃধস্ব
শক্তীবা যত্ তে চকৃমা বিদাবা।
উত প্রণেষি অভিষস্যো অস্মান্ত্
সংনঃ সৃজ সুমত্যা বাজবত্যা।"

আকাশে বর্সাত যাঁ'র তপনের মাঝে,
অন্তরীক্ষে বিদ্যুতের দেহে,
সেই অগ্নি মূর্ত্তিমান গেহে,
সেই অগ্নি মর্ত্ত্যভূমে আনন্দে বিরাজে!

কীটের আবাস ভূমি, বিশীর্ণ, নীরস,
নিস্তেজ, শ্রীহীন শমীশাখে—
মূর্ত্তিমান সেই বহ্নি থাকে,
সংঘাতে জাগিয়া উঠে দৃপ্ত নিরলস!

প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁ'রে যজ্ঞ বেদিকায়,
মোরা সবে তাঁ'রি পূজা করি,
অন্তরে তাঁহারি তেজ ধরি,
বিচ্ছুরিত নববল তাঁহারি শিখায়!

জ্বল' জ্বল' তেজঃপুঞ্জ! উজ্জ্বল পাবক!
সূর্য্য চন্দ্র আছে যতদিন,
ততদিন তুমি মৃত্যুহীন,
ততদিন তন্দ্রাহীন জ্বল' ধ্বকধ্বক!

দহ' দহ' নিঃশেষিয়া মিথ্যার জঞ্জাল,
অমূলক, অলীক, অসার,
দগ্ধ কর'—কর' ছারখার।
গ্রাস' তুমি মেলি' সপ্ত রসনা করাল!

সত্যের কিরণ রূপে বিরাজ ভুবনে,
মানুষে মানুষ পুনঃ করি'
সকল কলঙ্ক তা'র হরি'
অগ্নি-পরীক্ষায় আজি চিনাও কাঞ্চনে।

জ্ঞান-বহ্নিরূপে জ্বল' সদা উর্দ্ধ মুখ,—
নিবাত নিষ্কম্প সমুজ্জ্বল,
আবেগ উদ্বেগে অচঞ্চল,
মৌন প্রতীক্ষার মত নিয়ত উন্মুখ!

প্রেমের আলোক রূপে করহে বিরাজ!
সুনীচ তৃণের পানে হেলি'
আপনার স্বর্ণ-পাণি মেলি'
গলিত কাঞ্চনে তা'রে সিক্ত কর' আজ।

জ্বল' মনঃকুণ্ড মাঝে নির্ম্মল পাবক!
সমুদ্রে বাড়বানল জ্বল',—
দাবানল বনে বনে চল',
ঝলসি' জ্বলিয়া উঠ পৌরুষ-পুলক!

আর তুমি সুপ্তভাবে ইন্ধনে বিলীন—
কতকাল রহিবে অনল?
জাগ' জাগ' জাগ' মহাবল!
থেক না হে অসীম শক্তিতে শক্তিহীন।

দিব দান ইতিহাস-খাণ্ডব-কানন,
হে অগ্নি! বাড়া'তে অগ্নি তব,
ঢালিব জীবন-হবি নব,
নূতন শক্তিতে জাগ' জাগ' হুতাশন!

মোদের বচনে মনে—অন্তর মন্দিরে,
রহ তুমি জাগি' অনুক্ষণ,
তরু দেহে রসের মতন ;—
বিষম জ্যৈষ্ঠের দিনে দুরন্ত শিশিরে।

দরিদ্রের নিধি সম রাখিব তোমায়
আজীবন অতি সাবধানে,
যোগ্যজনে সঁপিয়া নিদানে
নিশ্চিন্তে ধূলার দেহ মিশা'ব ধূলায়।

বিশ্ব-মানবের ভ্রূণ অপুষ্ট কোমল—
যতদিন পূর্ণাঙ্গ না হয়,
যতদিন আছে কোন' ভয়
ততদিন তপ্ত তা'রে রাখিও অনল।

যে দিন পেয়েছে নর তোমার সন্ধান,
মনুষ্যত্ব পেয়েছে সে দিন ;
হে অনল, হে চির নবীন!
তুমি রাখ বাঁচাইয়া তোমার সে দান।

উচ্চে উঠিবেই শিখা দুলুক যতই,
নির্ম্মুক্ত নির্ম্মল সুমহৎ
আত্মার কাঞ্চনময় রথ
তুলেছে পতাকা নীল নীলাকাশে ওই।

সে রথে মহিমাময়ী প্রাণময়ী নারী—
বিরাজিতা জগতের রাণী ;
মূঢ় জড় সদা যুগ্মপাণি
চলেছে স্খলিত গতি পিছে পিছে তা'রি।

প্রাণময়ী সুন্দরীর রথচিহ্ন ধরি'
পঙ্গু, মূক, জড় মুক্ত হ'বে,
মুক্ত হ'বে প্রেমের গৌরবে,
যা' আছে অপূর্ণ আজি উঠিবে তা' ভরি'।

হৃদয়-মন্দির-বাসী শক্তির প্রেরণা—
অনুভব করি' নিজ মাঝে,
সাজিবে সে অভিনব সাজে,
দূরে যা'বে ভেদজ্ঞান—অলীক ধারণা।

অনলে জ্বলিয়া যা'বে সকল প্রভেদ,—
পঙ্কলেপ, চন্দন প্রলেপ,
অগ্নি হ'তে নগ্ন শুনঃশেফ—
উঠিবে নির্ম্মল শিশু উচ্চারিয়া বেদ!

পাপে পুণ্যে তারতম্য মূর্খতা বিদ্যায়
মানুষে মানুষে যাহা আছে,
টিকে না—ও পরীক্ষার কাছে,
দগ্ধ হয় ছদ্মসাজ জ্ঞানের শিখায়।

চঞ্চল, সংযমী শিব মদনের শরে ;
ধর্ম্মপুত্র মিথ্যা কহে হায়,
কেবা উচ্চ তুচ্ছ কে হেথায়?
অহল্যা, বসন্তসেনা,—শ্রেয় বলি কা'রে?

ধর্ম্ম ব্যর্থ হ'য়ে গেছে নির্ণয়ে রোগের,
বিফল বিধান বিধি যত :
মূলে হায় কি যে আছে ক্ষত,
অতর্কিতে ছেয়ে ফেলে দেহ সমাজের!

পশুতে ভরিয়া উঠে বীরের সমাজ,
ভণ্ডে ভরি' উঠে ধর্ম্ম-মঠ ;
কীটে ভরে শস্যপূর্ণ ঘট,
সত্ত্বরস নাশি' রহে পরি' তুষ-সাজ!

তারপর আসে যবে বপনের দিন,
লঘু বায়ে তুস উড়ে যায়,
ঘৃণ্য কীট মাটিতে লুকায়,
চাহিয়া রহিতে হয় বল-বুদ্ধিহীন।

দেহীর জটিল এই দেহের মতন—
যত সংঘ-সমাজ-শরীর,
সবই হায় ব্যাধির মন্দির,
ক্ষণিক স্বাস্থ্যের শেষে রোগ চিরন্তন।

এ রোগের শান্তি নাই ঔষধে মন্তরে ;
দেখা পেলে সত্য-দেবতার,
ব্যাধি তবে থাকে না'ক আর,
বাহিরে বিকাশে জ্যোতি আনন্দ অন্তরে।

রহ চির-প্রজ্জ্বলিত চির-সমুজ্জ্বল
সত্যনিষ্ঠা! বহ্নি শিখা সম ;
যেথা যেথা সুনিবিড় তম
সেথাই মোদের তুমি সহায় সম্বল।

ভবিষ্যের বলবুদ্ধি ভরসা যাহারা,
সত্যের নিষ্কল শিখা পানে
দ্রুত পদে উল্লাসিত প্রাণে
যা'রা আজি চলেছে ভাবনা-ভয়-হারা ;—

কিছু কি তা'দের তরে করি নাই ভবে?
দেহপাত করি' প্রাণপাত
ভরিয়াছি সময়ের খাত,
দেহ সেতু ক'রে দি'ছি,—তা'রা পার হ'বে।

কি উৎসাহ কত সাধ আমা' সবাকার!
সব জানিবার কৌতূহল,
কি অমৃত কিবা হলাহল,
সব শিখিবার সাধ—সব শিখাবার!

সব গ্লানি, সব ব্যাধি, বেদনা ঘুচায়ে,
পৃথ্বীরে করিব নিরাময়,
কুৎসিতে করিব শোভাময়,
বশে আনি' কালফণী ফিরিব নাচায়ে।

সন্দেহের সংশয়ের অন্ধকার দেশে
ল'য়ে যাব জ্ঞানের মশাল,
আঁধার খনির রত্নজাল
তুলিয়া আনিব মোরা নিমেষে নিমেষে।

এই ধূলিময় ধরা রহি' এরি মাঝে,
রাখে নর সংবাদ তারার!
ক্ষুদ্র নর তুচ্ছ নহে আর,
জেনেছে সে—এ বিশ্বের আত্মীয় সে নিজে!

শত দিকে শত স্রোত, ঘূর্ণি শত শত
তা'রি মাঝে ক্ষুদ্র আপনায়,
যে শক্তিতে স্থির রাখা যায়,
অমৃতের অংশ সেই বিশ্বে ওতপ্রোত।

বহুদূরে স্বর্গপুরে না রহেন তিনি,
তাঁর বাস মানব-অন্তরে,
আনন্দ তাঁহারি চর্য্যা করে,
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি দুই তাঁহারি সঙ্গিনী।

তাঁহারি নয়ন-জ্যোতি সত্যের আলোক,
সন্দেহে ও সংশয়ে সহায়,
সর্ব্বশুভ তাঁ'রি অনুজ্ঞায়
তাঁ'রি কর্ম্মকাণ্ডে পরিপূর্ণ মর্ত্ত্যলোক।

গাও হে কর্ম্মের জয়! উৎসাহী যুবক!
কর্ম্ম কর সত্যের কারণে,
কত শ্রম জ্ঞানের চরণে,
জ্বলুক্ অতন্দ্র শিখা কর্ম্মের পাবক!

আপন পরের তবে কর কায় ক্লেশ!
সকল জীবের সুখ তরে,
শুভ চিন্তা শুভ কর্ম্ম ক'রে,
করম-বীরের স্বর্গ লভ' অবশেষ।

বিশ্বের মঙ্গল হেতু কর পরিশ্রম,
মানুষেব তরে কর তপ,
কর্ম্ম—কর্ম্ম—কর্ম্ম কর জপ,
আছে ত' মৃত্যুর পারে বিশ্রাম চরম।

আগুণ জ্বালায়ে রাখ! রাখ হে সজাগ!
ন্যায্য দাবী যা'র যত আছে—
অবনত হও তা'র কাছে ;—
তা' ব'লে নিজের দাবী করিয়ো না ত্যাগ।

বহ্নিশিখা সম সদা হও উচ্চশির!
সুপবিত্র, নিষ্কল, নির্ম্মল,—
রেখ' তেজ উৎসাহ প্রবল,
ক্ষুদ্র হও—তুচ্ছ নও, হ'যো না অধীর।

সবাই হইতে নারে যোগী জিতেন্দ্রিয়,
হ'তে পারে সরল সবাই,
স্খলনে পতনে ক্ষতি নাই,
সরল যে সেই সাধু বিশ্বের সে প্রিয়।

নির্ভয়ে ভেটিয়ো তা'রে যে আসে সম্মুখে,
ব্যাধি, জরা, মৃত্যু, ভয় আর,—
মর্ম্ম বুঝে লও সবাকার ;
নহে, মিথ্যা বেঁচে থাকা ভ্রম পুষি' বুকে।

সাবধান! সাবধান!—ওহে সত্যকাম!
কাচ মণি নিজে লও চিনে,
মণিভ্রমে রাঙা কাচ কিনে,
মনে মনে কমায়ো না রতনের দাম।

শিশু সম নগ্ন, কান্ত, পবিত্র, সুন্দর ;
অগ্নিসম নিষ্কলঙ্ক, শুচি,—
হাস্যে যা'র তম যায় ঘুচি'—
সেই সত্য চিরন্তন, অক্ষয়, ভাস্বর।

তাহারে ধরিয়া রাখ হৃদয়ে আপন,
আজীবন সেবা কর তা'রি ;
ভ্রষ্ট যত ত্রিপুন্ড্রকধারী,
চোখে তা'র ধুলা দিয়ে, করে জ্বালাতন।

আগুণ সজাগ রাখ, হে উন্নতি-কামী!
রহ ধরি' সাধনার পথ,
সিদ্ধ হ'বে তবে মনোরথ,
নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয়, ভুল'—তীর্থ-পথ-গামী!

যুগের সাধনে কিম্বা জনেকের তপে
করগত হয় যেই নিধি,
সে নিধি রহে না নিরবধি,—
যতন যে জানে শুধু তা'রে প্রাণ সঁপে।

তপস্যা নিয়ত চাহি—চাহি কালে কালে,
সিদ্ধি হয় তবে করগত ;—
বিক্রমের বেতালের মত
চলিবে নির্দ্দেশ মানি' ভূতলে-পাতালে!

জ্ঞান চাহি হে অনল চাহি মোরা আশা,
আশাহীনে শূন্য এ সংসার,
কর্ম্মে জ্ঞানে হর্ষ নাহি তা'র,
জন্মমৃত্যু—যন্ত্রবলে যাওয়া আর আসা।

সমীরের সখ্য চাহি—চাহি হে ইন্ধন,—
চাহি জ্ঞান, চাহি মোরা আশা,
করুণা, মমতা, ভালবাসা,
উৎসাহ, শক্তি চাহি আবেগ-স্পন্দন!

আজন্ম নেহারি শুধু মানবে ঘিরিয়া,
বিস্তারি' বিপুল নিজ দেহ
আছে বিশ্ব, জানেনা'ক কেহ
কোথা হ'তে কি কারণে, এল কি করিয়া!

আজীবন দেখিতেছি সূর্য্য, সিন্ধু, ক্ষিতি,
মৃত্যুহীন এ বিশ্বভুবনে ;
তাহাদেরি অক্ষয় জীবনে
মানুষের' আছে ভাগ, মনে হয় নিতি।

বিশ্ব-মানবের সাথে প্রতি মানবের—
এক দাবী, এক অধিকার,
এক বিধি, একই বিচার ;
অনাদি অনন্ত এক ধারা জীবনের!

যুগে যুগে চলিয়াছে দেহের পালন,
চলিয়াছে মনের বিকাশ,—
অন্তরের আনন্দ-উচ্ছ্বাস,
বিশ্ব-ক্রোড়ে দুলিছে পুলক অকারণ!

হে পাবক! পবিত্র কর হে চিত্ত মোর,
দগ্ধ করি' মিথ্যার জঞ্জাল,
নষ্ট করি' শঙ্কা-তমোজাল,
জ্বল' তুমি বিনাশিয়া সংশয়ের ঘোর।

বিশ্ব-মানবের প্রাণে মিশাও এ প্রাণ,
ঘুরে যাক্ জীবনের ধারা,
পারাবারে হ'ক আত্মহারা ;
বিশ্ব-মানবের গানে মিলাও এ গান।

আপনারে বিরাটের আত্মীয় জানিয়া,
বাড়ুক শক্তি দিনে, দিনে,
তা'র সাধ্য তা'র শক্তি জেনে—
নিজ সাধ্য, নিজ বল লইব চিনিয়া।

বিশ্ব-মানবের মত পৌর-অধিকার,
তা'র মত পৌরুষ, গৌরব,
জনে জনে লভে যেন সব ;
জনে জনে মহত্ত্বের পূর্ণ অবতার।

হে পাবক! হে নির্ম্মল! হে চির-উজ্জ্বল!
ভুলিতে দিয়ো না আমাদের
মহনীয় মহিমা তপের,
চিরস্থির রহে যেন সাধনার ফল।

যুগে, যুগে, হে যজ্ঞাগ্নি! শিখা'য়ো সকলে ;—
অতন্দ্রিত ভাবে যেই জাতি,
সমুজ্জ্বল রাখি' জ্ঞানভাতি
তপস্যা করিতে পারে,—তা'র পুণ্যফলে—

স্বর্গলোক নেমে আসে এই ভূমণ্ডলে ;
লভে নর দেবতার মান,
দেবশক্তি, দেবতার জ্ঞান ;
পুলকে বিদ্যুৎ খেলে তা'র পদতলে!

যে আজ মেলিছে আঁখি ভবিষ্যের কোলে,
যজ্ঞের অনল পানে চেয়ে,
মৃদুস্বরে উঠিতেছে গেয়ে,
অর্থহীন আনন্দ-কাকলি কুতূহলে,—

তাহারি ললাটে এই যজ্ঞ-ললাটিকা ;
যুগান্তের তপস্যার ফল,
দিক্ তা'রে নিত্য নব বল,
সে রাখিবে সমুজ্জ্বল সাগ্নিকের শিখা।

যা'রা আসিতেছে ওই আমাদের পরে,
প্রাণে যেন বহ্নি-তেজ রাখে ;
যুগে যুগে দীপ্ত যেন থাকে,
মনুষ্যত্ব-মহত্ত্বের রশ্মি ঘরে ঘরে।

জ্বল' অগ্নি ঘরে, ঘরে, অন্তরে, অন্তরে,
কর' প্রাণপুঞ্জ তেজস্বান্ ;
যাক্ তম, যাক্ ভেদজ্ঞান,
ঘৃণা, ভয়, পাপ, তাপ, দর্প যাক্ দূরে।

হে অগ্নি! হে দেবপ্রিয়! দীপ্ত হুতাশন!
সফল কর এ মম গান,
গৃহে গৃহে কর অধিষ্ঠান,
হউক সাগ্নিকে পূর্ণ নিখিল ভুবন।

উজ্জ্বল-সজাগ রহ হে দৈব-আলোক!
তেজঃপুঞ্জে পূর্ণ কর প্রাণ,
অন্ধজনে দৃষ্টি কর দান,
স্বর্গের কিরণে পূর্ণ হ'ক মর্ত্ত্যলোক!

সাম্য-সাম

"For a' that, and a' that,
'Tis coming yet, for a' that,
That man, to man the world o'er,
Shall brothers be for a' that."

—*Robert Burns*

ছায়াপথ হ'তে এসেছে আলোক, তপন উঠেছে হাসি' ;
বারতা এসেছে পুলক প্লাবনে ভুবন গিয়েছে ভাসি'!

নাচিছে সলিল, দুলিছে মুকুল, ডাকিয়া উঠিছে পিক,
বারতা এসেছে প্রভাত পবনে,—প্রসন্ন দশ দিক।

কে আছ আজিকে অবনত মুখে, পীড়িত অত্যাচারে ?
কে আছ ক্ষুণ্ণ, কেবা বিষণ্ণ, অন্যায় কারাগারে ?

যুগ যুগ ধরি' কি করেছ, মরি, লভিতে কেবলি ঘৃণা ?
পুরুষে পুরুষে হীনতা বহিতে, দহিতে কারণ বিনা!

এ বিপুল ভবে কে এসেছে কবে উপবীত ধরি' গলে ?
পশুর অধম অসুর দম্ভে মানুষেরে তবু দলে'!

কণ্ঠে বাঁধিয়া ধনসম্পুট, রত্নমুকুট শিরে,
কেহ নাহি আসে গর্ভ-নিবাসে, মানবের মন্দিরে ;

তবে কেন হায় জগত জুড়িয়া, এ বিপুল খল-পণা,
বেড়া দিয়ে দিয়ে মুক্ত বাতাসে বাঁধিবার জল্পনা!

কর্ম্মে যা'দের নাহি কলঙ্ক, জন্ম যেমনি হ'ক,
পুণ্য তা'দের চরণ পরশে ধন্য এ নরলোক।—

হ'ক সে তাহার বরণ কৃষ্ণ, অথবা তাম্র-রুচি,
নির্ম্মল যা'র হৃদয় সেজন শুভ্র হ'তেও শুচি।

ব্যবসা যা'দের রজত মূল্যে নিজ পদধূলি দান,
অস্তে উদয়ে ব্যস্ত করিতে আপনার স্তুতিগান,

যা'দের কৃপায় রন্ধনশালে ধর্ম্ম পেলেন ঠাঁই,
হায পরিতাপ! ত্রিলোক বলিছে তাহাদের জাতি নাই!

ভুবন ব্যাপিয়া ম্লেচ্ছ যবন শূদ্র বসতি করে,
সাত সমুদ্র তাহাদেবি হায় পাদোদকে আছে ভ'রে;

বিপুল বিশ্বে এক গণ্ডূষ জল পাওয়া আজি দায়,
ধর্ম্ম আছেন রন্ধনশালে;—জাতিটাই নিরুপায়!

যাহাদের ছায়া ছুঁইলেও পাপ, পবন অর্ব্বাচীন,
তা'দেরি চরণ-ধূলি তুলি' দেয় মস্তকে নিশিদিন;

নিশ্বাস নিতে মনে হয়, সে যে অজাতির উচ্ছিষ্ট।
কর্ম্ম হ'তেছে পণ্ড নিয়ত ধর্ম্ম হ'তেছে ক্লিষ্ট।

জগতের চূড়া এ জাতির যদি পামীরে হইত বাস,—
তা হ'লে হ'ত না প্রতি নিশ্বাসে নিতে পামরের শ্বাস।

ম্লেচ্ছের শ্রমে চারি আশ্রম ভাঙিয়া পড়িছে নিতি,
পীড়ায় আতুর সংহিতা সব পুড়িযা যেতেছে স্মৃতি।

বর্ণোত্তমে বর্ণে তাহারা করিয়াছে পরাজয,
নিষ্ঠার বলে প্রতিষ্ঠা তা'র আজিকে ভুবনময়;

ব্রাহ্মণ শুধু মরিছে বহিয়া উপবীত অবশেষ,
রাজ্য বিহীনে লজ্জা দিতেছে পৈতৃক রাজবেশ।

উর্দ্ধে রয়েছে উদ্যত সদা জগন্নাথের ছড়ি,
সমান হ'তেছে শূদ্র ও দ্বিজ সবে তা'র তলে পড়ি'।

খনির তিমিরে, কা'রা কি কহিছে, ওগো শোন পাতি' কাণ,
অনেক নিম্নে পড়ি' আছে যা'রা শোন তাহাদের' গান।

দূর সাগরের হলহলা সম উঠিছে তা'দের বাণী,
বহু সন্তাপ, বহু বিফলতা, অনেক দুঃখ মানি';

অশ্রু হারায়ে রক্ত নয়ন জ্বলিছে আগুন হেন
পঙ্কিল ভাষা, স্বল্প বচন,—নাহি সে মানুষ যেন!

শ্রমের মাতাল পাষাণের চাপে উঠিছে পাগল হ'য়ে,
রস.তল পানে ছুটে যেতে চায় বোঝার বালাই ল'য়ে ;

জীবন বিকায়ে ধনের দুয়ারে খাটিয়া খাটিয়া মরে,
কলঙ্কহীন শ্রমের অন্নে জঠর নাহিক ভরে।

হেথায় কুবের ফুলিছে, ফাঁপিছে,—ফুলিছে টাকার থলি,
চিবুকের তলে বাড়িছে তাহার দ্বিতীয় পাকস্থলী !

নর বাহনের সুবিপুল ভারে মানুষ মরিল, হায়,
মরিল মরম, মরিল ধরম, ধরণী গুমরি' ধায়।

তবু ঘর্ঘরে, চলে মন্থরে, জুড়িয়া সকল পথ,
ধনী নির্ধনে সমান করিয়া জগন্নাথের রথ !

মানুষ কাঁদি'ছে, মানুষ মরি'ছে বেঁচে আছে তরবার !—
এর চেয়ে সেই বন্য-জীবন ভাল ছিল শতবার ;

সেথায় ছিল না শৃঙ্খল-জাল, বন্দী ছিল না কেউ,
ছায়া-সুগহন কাননের মাঝে শুধু সবুজের ঢেউ,

জটিল গুল্ম কণ্টকে ফুলে উঠিত আকুল হ'য়ে,
দেবতার শ্বাস আসিত বাতাস ফলের গন্ধ ব'য়ে,

পশু ও মানুষে ছিল মেলামেশা ভাষাহীন জানাজানি,
ছোট ছোট ভাই ভগিনীর মত ছিল বহু হানাহানি ;

জীবন আছিল, আনন্দ ছিল, মৃত্যুও ছিল সেথা,
ছিল না কেবল রহিয়া রহিয়া মন মরিবার ব্যথা।

ছিল না সেথায় দুর্জয় লোভে দহন দিবস নিশা,—
লুটিয়া, পীড়িয়া, দলিয়া, ছিঁড়িয়া প্রভু হইবার তৃষা।

ছিল না এমন খাজনার খ.তা খাজাঞ্চী-খানা জুড়ি',
সেলামী ছিল না, গোলামী ছিল না, হাইতোলা-সাথে-তুড়ি।

হায় বনবাস ! সজীব, সরস, শতগুণে তুমি শ্রেয়,
এই পোড়া মাটি রস-বাসহীন মানুষে ক'রেছে হেয় ;

এই কাঠ খোঁটা—বসন্তে যাহা আর ফোটাবে না ফুল,
এরি সহবাসে নীরস মানুষ—জীবনে মানিছে ভুল।

উর্দ্ধে উঠেছে দুর্গ প্রাচীর, মানব শোণিতে আঁকা,
আকাশ সুনীল কুটীরবাসীর চক্ষে পড়েছে ঢাকা ;

সাগরের বায়ু বাধা পেয়ে পেয়ে সাগরে গিয়েছে ফিরে,
মানবের মন এমনি করিয়া মরিয়া যেতেছে ধীরে।

তরবারি শুধু ফিরিছে নাচিয়া বিপুল হেলার ভরে,
বাঁধন কাটিতে জন্ম যাহার সেই সে বন্দী করে!

বলবান যেই,—ধর্ম্ম যাহার ক্ষত ও ক্ষতির ত্রাণ,
সেই সে ঘটায় জগতের ক্ষতি, সেই করে ক্ষত দান!

অমল যশের লালসায় হায় জয়ের মশাল জ্বালি',
নিরীহ জনের রক্তে কেবল লভে কীর্ত্তির কালি।

বন্ধ্যা সোণায় এরা বড় জানে,—জননী মাটির চেয়ে,
সফলতা যা'র অণুতে-রেণুতে চিরদিন আছে ছেয়ে;

তবু এরা জ্ঞানী, তবু এরা মানী, এরা ভূস্বামী তবু,
ভূমির ভক্ত সেবক যাহারা—এরা তাহাদেরি প্রভু!

যা'রা প্রাণপাতে কঠিন মাটিতে ফলায় ফসল ফল,
তা'রা আছে শুধু খাটিয়া বহিয়া ফেলিবারে শ্রমজল;

তা'রা আছে শুধু কথায় কথায় হইতে যোত্রহীন,
'দেড়া' 'দুনো' দিযে বর্ষে বর্ষে কেবল বহিতে ঋণ;

সমুখে করাল রয়েছে 'আকাল' মৃত্যু রয়েছে পিছে,
ঘিরি' চারিধার আছে হাহাকার, পলাবার আশা মিছে।

এত বড় এই ধরণীর বুকে তাহাদেরি নাহি ঠাঁই,
তবুও ভূমির ভৃত্য, ভক্ত, ভর্ত্তা সে তাহারাই!

তা'দের নয়নে ফলময়ী ভূমি স্নেহময়ী মা'র চেয়ে,
রমণীর চেয়ে রমণীয়—যবে কাল মেঘ আসে ছেয়ে;

কন্যার চেযে কান্তিশালিনী, হাস্যশোভনা ভূমি;
কি বুঝিবে মূঢ় রাজস্বভুক্, এর কি বুঝিবে তুমি?

তবুও সমাজ তোমা হেন জনে ভূস্বামী বলি' মানে;
প্রকৃত স্বামী সে দীন কৃষকের কথা কে তুলিবে কাণে?

বলের গর্ব্ব পর্ব্বত হ'য়ে বাড়ায় ধরার ভার,
চলে লুণ্ঠন কুণ্ঠাবিহীন ঘরে ঘরে হাহাকার;

প্রবল দস্যু বিকট হাস্যে বিশ্বভুবন মথি',
সুনামের হার গলায় দোলায়ে চলেছে অবাধ-গতি!

নিরীহ জনের নয়ন ধাঁধিয়া ঘুরাইয়া তরবারি,
বালকে বৃন্তে বধিয়া চলেছে, বাঁধিয়া চলেছে নারী!

পিশাচের প্রায় ক্রূর হিংসায় শবেরে দিতেছে ফাঁসী,
সপ্ত সাগর মানে পরাভব ধু'তে কলঙ্ক রাশি!

ইতিহাস তবু তাহাদেরি দাসী,—নিত্য ছলনাময়ী,
ধন বৈভব তাহাদেরি সব, তা'রা বীর, তা'রা জয়ী!

ক্ষুদ্র প্রদীপে নিবাতে পবন! যতন তোমার যত,
সেই শিখা যবে দহে গো ভবন কোথা রহে তব ব্রত?

হায় সংসার, ক্ষুদ্র মশার দংশন নাহি সহ,
মৃত্যুর চর ক্রূর বিষধর তা'রে পূজ' অহরহ!

তবু উদ্যত রয়েছে নিযত বৈভবে দিয়ে লাজ,
বলী দুর্ব্বলে করিতে সমান বিশ্বদেবের বাজ!

মুক্ত রাখ গো মনেব দুয়ার, মানুষ এসেছে কাছে,
ঘুচাও বিরোধ, বাধা, ব্যবধান, বিঘ্ন যা' কিছু আছে,

বলের দর্প, কুলের গর্ব্ব, ধনের গরিমা ল'য়ে,—
মুক্ত বাতাসে বাক্য-বেড়ায় ফেল' না ফেল' না ছেয়ে;—

জননীর জাতি, দেবতার সাথী নারীকে ব'ল' না হেয়,
অর্দ্ধজগতে ক'র' না গো হীন জগতের মুখ চেয়ো।

স্নেহবলে নারী বক্ষ শোণিতে ক্ষীর করি' পারে দিতে;
কে বলে ছোট সে পুরুষের কাছে—কোন্ মূঢ় অবনীতে?

তাবা-সুগহন গগনেব পথে চলেছে মরাল-তরী,
তা'রি মাঝে নারী পুষ্প-প্রতিমা সুষমা পড়িছে ঝরি';

চরণের বহু নিম্নে জগৎ স্তব্ধ হইয়া আছে,
নন্দন-বন-বিহারী পবন ফিরি'ছে পায়েরি কাছে;

কুন্তল দোলে, মন্থরে চলে স্বপন-তরণীখানি,
সুপ্ত জগতে চিরজাগ্রতা প্রেমময়ী কল্যাণী!

কত কবি মিলে বিশ্বনিখিলে বন্দনা রচে তা'র।
সঙ্গীত ভুলি' দু'টি আঁখি তুলি' চাহে শুধু শতবার;

মুগ্ধ নয়ন স্বপ্নমগন, মৌন বচন সব,
সেতার, কানুন্, বীণা, তান্পুরা মানে যেন পরাভব!

গানের দেবতা, প্রাণের দেবতা, ধ্যানের দেবতা নারী;
বনের পুষ্প, মনের ভক্তি সে কেবল তা'রি—তা'রি।

ক্ষেত্র বীজের প্রাচীন কাহিনী তুলে আর নাহি কাজ,
গেছে সংশয়, রমণীর জয়,—জগত গাহিছে আজ;—

কত না বালক ধন্য হ'য়েছে মায়ের মূরতি লভি'
কত না বালিকা বহিয়া বেড়ায় জনকের মুখছবি;—

তবে কেন মিছে কথার কলহ, দূর কর কলরব,
আর কাছাকাছি আসুক মানুষ—আসুক মহোৎসব!

কে রয়েছ বলী, আর্ত্ত অবলে হাতে ধরি' লও তুলি',
জ্ঞানী, অধিকার বাড়াও নরের নূতন দুয়ার খুলি';

মানুষেরে যদি মনে জান' পর, শিক্ষা বিফল তবে,
রাখিবার বল মারিবার চেয়ে বহু গুণে শ্রেয় ভবে।

দেবতার ঘরে গণ্ডী রেখ না—খোল' মন্দির দ্বার,
দেবতা কাহার' নহে তৈজস, দেবভূমি সবাকার;

নরকের ভয় দেখায়ে মানুষে খর্ব্ব ক'র' না তবে,
মানুষেরি প্রেমে হউক ধন্য, লভুক্ পুণ্য সবে।

কে জানে, কেমন পরলোক, যাহে আকাশ রয়েছে ঢাকি'।
মূক মরি' সেথা পায় কি গো বাণী, অন্ধ কি পায় আঁখি?

উন্মাদ সেথা লভে কি শান্তি? পুষ্টি লভে কি ভ্রূণ?
বন্ধু সেথায় বন্ধুর মুখ দেখিতে কি পায় পুনঃ?

পুণ্যের ক্ষয়ে এই লোকালয়ে জন্ম কি হয় আর?
কিবা সে পুণ্য? কিবা সে পাতক? মূল কোথা ছিল কা'র?

সৃষ্টির সাথে কে সৃজিল মায়া? কে দিল বৃত্তি যত?
কে করিল হায় মনু-সন্তানে স্বার্থ-সাধনে রত?

তিমিরের পরে তিমিরের স্তর, দৃষ্টি নাহিক চলে,
মৃত্যু সে কথা গুপ্ত রেখেছে, জীবিতে কভু না বলে,

যে বলে 'জেনেছি' ভণ্ড সেজন, নহে উন্মাদ ঘোর,
সে জ্ঞান আনিতে পারে ইহলোকে জন্মেনি হেন চোর।

ছায়াপথ জুড়ি' আলোক বিথারি' কত না তপন শশী,
শান্তির মাঝে অচিন্ত্য বেগে চলিযাছে উচ্ছ্বসি';

কত না লক্ষ পুষ্পক রথ, যাত্রী কত না তায়,
কোন্ সে তীর্থে যাত্রা সবার, কে বলিতে পারে, হায়;

কা'রা করেছিল যাত্রা প্রথম? পৌঁছিবে কা'রা শেষ?
রথে রথে বাড়ে অস্থির স্তূপ, শাদা হয় কাল কেশ!

রথের মাঝারে জন্ম মরণ, চিনে জীব শুধু রথ,
সমুখে পিছনে শুধু বিস্তার—সীমাহীন ছায়াপথ!

কলরব করি' যাত্রী চলেছে, গান গেয়ে, কেঁদে, হেসে,
মৌন আকাশে শব্দ পশে না, বায়ু স্রোতে যায় ভেসে;

প্রার্থনা ভেসে কূলে ফিরে এসে ব্যথিয়া তুলে গো মন,
মানুষ আবার মানুষে আঁকড়ি' প্রাণে পায় সান্ত্বন!

সেই মানুষেরে ক'র' না গো হেলা তা'রে ক'র' না গো ঘৃণা,
এ জগতে হায় কি আছে নরের—নরের মমতা বিনা?

অভিষেক যা'রে করেছে তপন, আর সে অশুচি নাই,
জ্যোৎস্না-মদিরা যে করেছে পান সেই সে আমার ভাই;

সমীরে যাহার নিশ্বাস আছে, সে আছে আমারি বুকে,
সলিলে যাহার আছে আঁখিজল সে আমার দুখে সুখে;

কুসুম-সরস ধরণী যা'দের বহিছে পরশখানি,
জীবনে মরণে কাছে আছে তা'রা, মনে মনে তাহা জানি।

জাগ' জাগ' ওগো বিশ্ব-মানব! বারতা এসেছে আজ!
তোমার বিশাল বপু হ'তে ছিঁড়ে ফেল ভৃত্যের সাজ;

জানু পাতি' কেন রয়েছ নীরবে অবনত করি' মাথা?
কা'রা কাঁধে পিঠে উঠিয়া তোমার—তোমারে দিতেছে ব্যথা?

ঘণ্টা ঝাঁঝর কর্ণে বাজায়ে বধির করিছে কা'রা?
অঙ্কুশ হানি' অঙ্গে কে তব বহায় রক্তধারা?

জানু পাতি' কেন অবনত শিরে রয়েছ নীরবে, হায়,
দাঁড়াও উঠিয়া, ঘৃণ্য কীটেরা পড়ুক লুটিয়া পায়।

দাঁড়াও হে ফিরে উন্নত শিরে হাসি' উজ্জ্বল হাসি,
হাতে হাত ধরি' গুণী, জ্ঞানী, বীর, শিল্পী, রাখাল, চাষী;

জগতে এসেছে নূতন মন্ত্র বন্ধন-ভয়-হারী,
সাম্যের মহাসঙ্গীত সব গাহ মিলি' নরনারী!

"আমরা মানি না মানুষের গড়া কল্পিত যত বাধা,
আমরা মানি না বিলাস-লালিত ঘোড়ার আরোহী গাধা;

মানি না গির্জ্জা, মঠ, মন্দির, কল্কি, পেগম্বর,
দেবতা মোদের সাম্য-দেবতা অন্তরে তাঁ'র ঘর;

রাজা আমাদের বিশ্ব-মানব, তাঁহারি সেবার তরে,
জীবন মোদের গড়িয়া তুলেছি শত অতন্দ্র করে;

আশা আমাদের সূতিকা-ভবনে বিরাজিছে শিশুরূপে,
তা'রি মুখ চেয়ে জগতের বাহু খাটিয়া চলেছে চুপে!

ধনের চাপে যে পাপের জনম এ কথা আমরা জানি,
দণ্ডের চেয়ে দয়ার ক্ষমতা অধিক বলেই মানি;

দোষীরে আমরা নাশিতে না চাহি, মানুষ করিতে চাই,
গত জনমের পাতকী বলিয়া আতুরে দুষি' না ভাই।

যা'র কোলে শিশু হাসে আহ্লাদে শিশু-হিয়া জানি তা'র,
যা'র স্নেহে ভূমি হয় গো সফলা ভূমি তা'রি আপনার!

মানি না অন্য বিধি ও বিধান মানি না অন্য ধারা,
মানি না তা'দের সংসারে যা'রা করেছে দুঃখ-কারা।

প্রেমের আদর জানি গো আমরা জ্ঞানের মূল্য জানি,
শক্তি যখন শিবের সেবিকা তখনি তাহারে মানি ;

আমরা মানি না শিখা, ত্রিপুণ্ড্র, উপবীত, তরবারি,
জাব্দা খাতার, ধারিনাক ধার, মোরা শুধু মমতারি।

মাংসপেশীর শাসন মানি না, মানি না শুষ্ক নীতি,
নূতন বারতা এসেছে জগতে মহামিলনের গীতি।

নয়ন মোদের উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে সহসা তাই!
তৃণে, পল্লবে, নীল নভতলে আর মলিনতা নাই!

চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে বিশ্ব বিপুল পুলক ভরে।
বাহু প্রসারিয়া ছুটেছে মানব মানব-হিয়ার তরে!

ছিঁড়িয়া পড়িছে শৃঙ্খল যত ভাঙিয়া পড়িছে বাধা,
বিঘ্ন যত সে মনে জেগেছিল নাহি নাহি তা'র আধা!

জীর্ণ বিকল লোহার শিকল ছিঁড়িছে—পড়িছে টুটি',
আজীবন যা'রা আছিল বন্দী তা'রাও লভিছে ছুটি!

অন্ধের দেশে দৃষ্টি আসিছে, মূকের ফুটিছে বাণী,
কবে থেমে যায় কলহের সাথে অস্ত্রের হানাহানি।

অন্যায় সাথে বিস্মৃতি-নদে ডুবুক অত্যাচার,
সাম্যের মহাসঙ্গীতে সুর যাক্ মিলি' সবাকার।

এস তুমি এস কর্ম্মী পুরুষ, এস কল্যাণী নারী,
প্রভু আমাদের বিশ্বমানব মোরা জয় গাহি তাঁরি।

কা'র বন্ধন হয়নি মোচন—কারায় কাঁদিছ বসি'—
গাহ নির্ভয়ে সাম্যের গান—শিকল পড়ুক খসি' ;

উচ্চে সবলে উচ্চার' ওগো সাম্যের মহাসাম,
কর' করাঘাত কারাভবনের দুয়ারে অবিশ্রাম ;

দুর্ব্বল বাহু বল পা'বে ফিরে,—ওগো হও একসাথ,
কণ্ঠে মিলাও কণ্ঠ আবার, হাতে ধরি' লও হাত ;

অপরাধে, নারী, পুরুষেরি মত দণ্ড যদি গো পায়,—
তবে পুরুষের স্বাধীনতা হ'তে কেন বঞ্চিবে তায়?

নারী ও শূদ্র নহেক ক্ষুদ্র, হেলার জিনিস নহে,
দেহ তাহাদের আগুনের আগে তোমাদেরি মত দহে ;

তাহাদের' রাঙা রক্ত রয়েছে, তাহাদের' আছে প্রাণ,
আশা, ভালবাসা, ভয়, সংশয়, আছে ; আছে অভিমান ;

তৃষ্ণা-ক্ষুধায়, শোকে, বেদনায়, তোমাদেরি মত ভোগে,
তোমাদেরি মত মর্ত্ত্যমানুষ, মরে তোমাদেরি রোগে ;

ওগো ধনবান, ওগো বলবান, জেন' তোমাদের' আছে,
তাহাদেরি মত গ্রন্থি অপটু,—স্কন্ধ মাথার মাঝে!

মানুষ মানুষ ; শক্তি মূরতি , বহ্নি ধরে সে বুকে ;
সে নহে শূদ্র, সে নহে ক্ষুদ্র, দেববিভা তা'র মুখে ;

সে যে জন্মেছে ধরণীর বুকে, কে তা'রে ছিঁড়িয়া ল'বে!
সে যে দিনে দিনে হয়েছে মানুষ, তা'বে ঠাঁই দিতে হ'বে!

তা'র বাঁচিবার, তা'র বাড়িবার অধিকার আছে—আছে ;
কার' চেয়ে দাবী কম নহে তা'র এ বিপুল ধরা মাঝে।

ধরণীর বুকে আছে সঞ্চিত অমেয় পীযূষ-সুধা,
বলী দুর্ব্বলে ভুঞ্জিবে তাহা, কেহ সহিবে না ক্ষুধা।

সবিতা যাহারে করেছে আশীষ, ধরণী ধরেছে বুকে,
সে কভু জগতে মরিতে আসেনি,—মরিতে আসেনি ভুখে।

নগ্ন মূরতি, হর্ষমুকুল, শিশু আসে ধরা 'পরে,
ঘৃণার পঙ্ক তা'রে মাখায়ো না ওগো পঙ্কিল করে ;

রক্তপায়ীর মুখোস্ পরায়ে তা'রে নাচায়ো না, ওরে,
দিয়ে ত্রিপুণ্ড্র ভণ্ড তাহারে সাজায়ো না হেলাভরে :

সুকুমার হিয়া চরণে দলিয়া মানুষে যন্ত্র করি'
শ্যামা ধরণীর পুলকের হাসি নিয়ো না নিয়ো না হরি'।

আহা শিশু হিয়া উছসি' উঠিয়া দূরে ফেলে দেয় সাজ,
ধনী ও দীনের দুলাল মিলিয়া খেলিতে না মানে লাজ!

আজ' শোনা যায় হৃদয় নিলয়ে প্রকৃতির মহাবাণী,
তাই মাঝে মাঝে যেন থেমে আসে জগতের হানাহানি ;

ওগো তবে আর—যাহা আপনার—তা'রে কেন রাখ দূরে?
ওই শোন, শোন,—রাগিণী নূতন ধ্বনিছে বিশ্বপুরে!

জীমূত মন্দ্রে সপ্তসিন্ধু গাহিছে সাম্য-সাম,
মন্দ পবন নূতন মন্ত্র জপিছে অবিশ্রাম!

প্রভাত তপনে, গগনে, কিরণে পড়ে গেছে জানাজানি,
মেদিনী ব্যাপিয়া তৃণে পল্লবে সুগোপন কাণাকাণি!

পুরাণ বেদীতে উঠিছে দীপিয়া অভিনব-হোমশিখা,
এস কে পরিবে দীপ্ত ললাটে সাম্য-হোমের টীকা!

কত না কবির উন্মাদ-গীতি আজিকে শুনিতে পাই,
বাহু প্রসারিয়া রয়েছে তাহারা আজি যেই দিকে চাই!

হে শুভ সময়! গাহি তব জয়, আন' বাঞ্ছিত ধন,
অক্ষয় দানে ধনী ক'রে তুমি দাও মানুষের মন,

কর নির্ম্মল, কর নিরাময়, কর তা'রে নির্ভয়,
প্রেমের সরস পরশ আনিয়া দুর্জ্জয়ে কর জয়!

ভাই সে আবার আসুক্ ফিরিয়া ভায়ের আলিঙ্গনে,
ভস্ম হউক বিবাদ বিষাদ যজ্ঞের হুতাশনে,

সমান হউক মানুষের মন, সমান অভিপ্রায়,
মানুষের মত, মানুষের পথ, এক হ'ক পুনরায়,

সমান হউক আশা, অভিলাষ, সাধনা সমান হ'ক,
সাম্যের গানে হউক শান্ত ব্যথিত মর্ত্ত্যলোক।

সমাপ্ত

তীর্থ-সলিল

বিশ্ববাণীর বারতা এনেছি বঙ্গের সভাতলে,
ভ'রেছি আমার সোনার কলস নানা তীর্থের জলে ;
ওগো তোরা আয় আয়!
নিখিল কবির সঙ্গীত ওঠে বঙ্গের বন-ছায়!

স্তব্ধ বিমূঢ় শত শতাব্দ যাহাদের মুখ চায়,—
যাঁদের ভাষায় অতীত জগৎ পুনর্জ্জীবন পায়,—
তা'রা আজি কুতূহলে
বঙ্গবাণীর মন্দিরে আসি' মিলিয়াছে দলে, দলে!

আমার কণ্ঠে গাহিছে আজিকে জগতের যত কবি!
আমার তুলিতে আঁকিছে তাঁদের দুঃখ সুখের ছবি।
শত বিচিত্র সুর,
আজি একত্রে বিহরে হরষে অখণ্ড সুমধুর!

আমার কণ্ঠে গাহিছেন ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস!
দান্তে, হোমার, শেক্ষপীয়ার, কণ্ঠে করিছে বাস!
গেটে, হুগো, বায়রণ,
হেওজু, হাফেজ, স্যাফো, অবৈয়ার, খুস্‌হাল, টেনিসন্‌।

ওমর খৈয়াম্‌ আসিয়া মিলেছে, এসেছে ভল্টেয়ার ;
হায়েন্‌ এসেছে, শেলি, সাদি, কীট্‌স, বার্ণ্‌স্‌, বেরাঞ্জার।
আরো যে এসেছে কত!
মোদের পদ্মবনে জগতের জুটেছে মধুব্রত!

নানা দেশে যা'রা ছিল গো ছিন্ন, ছিল নানা মত ভাষা,—
নানা কালে যা'রা ছিল বিভিন্ন, না ছিল মিলন আশা,
তা'রা আজি এক ঠাঁই!
আকুল হৃদয়ে করে কোলাকুলি পুলকের সীমা নাই।

প্রেম-যমুনায় মিলেছে আজিকে স্নেহ-গঙ্গার ধারা,
জ্বালা-কুণ্ডের এসেছে প্রবাহ টুটিয়া পাষাণ-কারা ;
চুপে চুপে তা'রি সাথে,
ঝরিয়া মিশেছে স্নিগ্ধ শিশির গোপনে তিমির রাতে।

কুম্ভ আমার ভরিয়া এনেছি শত তীর্থের জলে,
বঙ্গবাণীর পুণ্যাভিষেক পুন আজি হ'বে ব'লে ;
ওগো তোরা আয় আয়,
শতেক ধারায় তীর্থ-সলিল উথলি' বহিয়া যায়!

মাঙ্গলিক

এ গৃহে শান্তি করুক্ বিরাজ মন্ত্র-বচন-বলে,
পরম ঐক্যে থাকুক সকলে, ঘৃণা যাক দূরে চ'লে,
পুত্রে পিতায়, মাতা দুহিতায় বিরোধ হউক দূর;
পত্নী পতিব মধুর মিলন হোক আরো সুমধুর;
ভায়ে ভায়ে যদি দ্বন্দ্ব থাকে তা' হোক আজি অবসান,
ভগিনী যেন গো ভগিনীর প্রাণে বেদনা না করে দান:
জনে জনে যেন কর্ম্মে বচনে তোষে সকলের প্রাণ,
নানা যন্ত্রের আওয়াজ মিলিয়া উঠুক একটি গান।

অথর্ব্ব-বেদ।

দু'দিনের শিশু

"আমি আজো নামহীন,
বয়স দুইটি দিন।"
—কি ব'লে ডাকিব মোরা তোরে?
"আমি খুসী-টুস্‌টুসি,
আমার নামটি খুসী।"
—'খুসী'! তুই খুসী থাক ওরে!
আনন্দ-সুধার পাত্র,
বয়স দু'দিন মাত্র,
'খুসী' ব'লে আমি ডাকি তোরে;
তুমি হাস চেয়ে চেয়ে,
আমি কহি গান গেয়ে,—
তোরে ঘিরি' খুসী যেন ঝরে।

ব্লেক।

মাউরি জাতির 'ঘুম-পাড়ানি'

(অস্ট্রেলিয়া)

খোকা আমার, খোকা আমার, 'তুল্ তুল্‌সী'র পাতা!
বেনামুলের গুচ্ছ আমার রাখ্‌রে বুকে মাথা!
মৃগনাভির কৌটা আমার খোকা ঘুম যায়,
গুগ্‌গুলু ধূপ-ধুনার আবেশ খোকার চোখে আয়!

জাপানী 'ঘুম-পাড়ানি'

ঘুমো আমার সোণার খোকা, ঘুমো মায়ের বুকে ;
আকাশ জুড়ে উঠলো তারা ঘুমো রে তুই সুখে।
হাত পা নেড়ে কান্না কেন? কান্না কেন এত?
চাঁদ উঠেছে, ঘুমো রে তুই সোণার চাঁদের মত!
একটি দিয়ে চুমো,—ঘুমো রে তুই ঘুমো।

ঘুমো আমার সোণার পাখী মায়ের বুকের 'পরে ;
ঘুমের ঘোরে ডরিয়ে কেন উঠ্‌লি অমন ক'রে?
ও কিছু নয়,—শব্দ ওঠে হাওয়ায় বাঁশের ঝাড়ে,
(আর) চকাচকী ডাকাডাকি ক'চ্ছে পুখুর পাড়ে!
ঘুমো রে তুই ঘুমো—একটি দিযে চুমো।

ঘুমো আমার সোণার যাদু কিসের তোমার ভয়?
কে কি করে?—কাছে কাছে মা যে তোমার রয় ;
আমার খোকায ছুঁতে নারে ঘাসের বনের সাপ ;
বাজ পড়ে না,—যতই খুসী হ'ক না মেঘের দাপ!
ঘুমো মাণিক ঘুমো,—একটি দিয়ে চুমো।

ঘুমো মনেব সাধে, শুধু স্বপন দেখিস্‌ না রে,—
ভয় পাছে পা'স্‌ জেগে,—হুতোম ডাকছে যে আঁধারে।
গুটিসুটি মাথাটি রাখ্‌ আমার বুকের 'পরে,
হাস্‌ রে শুধু,—দেখি আমি,—হাস্‌রে ঘুমের ঘোরে!
ঘুমো মাণিক ঘুমো,—ঘুমো রে তুই ঘুমো।

ঘুমো আমার সোণার খোকা, ঘুমো আমার কোলে,
ভূমিকম্পে পাহাড় যখন ঘর বাড়ি নে' দোলে ;
পাপের কর্ম্ম যে ক'রেছে দেব্‌তা তা'রেই মারে,
নির্দ্দোষী মোর সোণার খোকা,—কেউ না ছুঁতে পারে,
ঘুমো মাণিক ঘুমো,—সোণার পাখী ঘুমো।

শিশু

খোকা! দেখ ফুল!
খোকা দেখে এর চেয়ে ভাল ঢের,—
সুখের স্বপন হ'তেও মোহন,
দেখে ছবি জুল্‌জুল্‌!

খোকা, শোনো গান!
খোকা জানে এর চেয়ে ভাল ঢের,
যতই শোনাক্‌ ও গানের চেয়ে
মধুর পাখীর তান।

খোকা, দেখ চাঁদ!
চাঁদেরে আকাশে দেখে খোকা হাসে,
আলোয় সে দেয় ভালবাসা কত,—
নিশির মিটায সাধ।

খোকা, দেখ ঢেউ!
আহা কচিমুখ হ'ল উৎসুক ;
দুধেব ছেলের গম্ভীর ছবি
দেখিবি কি তোরা কেউ?

খোকা, দেখ তারা!
খোকা তোলে হাত, হায উন্মাদ,
যা' কিছু শোভন তাহাতেই দাবী?
এ কি গো তোমার ধারা?

খোকা, ঘড়ি বাজে ;
খোকা ঢুলে ঢুলে পড়ে বাহুমূলে,
জড় হ'যে এল পাপ্‌ড়ি ফুলেব
পত্রপুটের মাঝে!

কিরণ-কুসুম! খোকা!
শুধু সুস্বপন দেখ তুমি ধন!
যে অবধি রাত না হয প্রভাত
না ফুটে অরুণ-লেখা!

সুইনবার্ণ।

মিনি ও বিনি

মিনিতে আর বিনিতে
ঘুমিয়ে প'ল ঝিনুকে,
আয গো তোরা দেখে যা'
মিনুকে আর বিনুকে।
ভিতর-রাঙা ঝিনুকটি,
বাহিরে তা'র রূপালি ;
সাগর জলেব শব্দেতে
ঘুরে বেড়ায় নিদালি!
দু'টি তারা ফুট্‌ফুটে
উঁকি দিয়ে দেখ্‌ছে যে,
কোন্‌ স্বপনে মগ্ন তা'রা
কেউ কি পারে বল্‌তে সে?

চমক-ভাঙা সবুজ পাখী
শিশ্‌টি দিতে লেগেছে,-
জাগো আমার লক্ষ্মী মেয়ে,
সূয্যিমামা জেগেছে।

টেনিসন্‌।

মানব-সন্তান

যত্নে রেখ এই ক্ষুদ্র মানব-সন্তানে,
ক্ষুদ্র,—তবু অন্তরে সে ধবে বিশ্বম্ভরে,
শিশুরা জন্মের আগে রশ্মিরাশিরূপে
চঞ্চল পুলকভরে ফিরে নীলাম্বরে।
আসে তা'রা আমাদের অন্যায়ের দেশে,
বিধাতা পাঠান শুধু দিন দুই তরে,
শিশুর অস্পষ্টভাষে তাঁরি বাণী ফুটে,
ক্ষমার বারতা তাঁর শিশু-হাসে ক্ষরে!
তা'দের সে স্ফূর্ত্তি ভা'তে আমাদের চোখে,
স্বর্গ কাঁদে শিশু যদি কাঁদে গো ক্ষুধায়;
আনন্দে তা'দের যে গো চির-অধিকার,
তা'রা ব্যথা পেলে বিশ্ব কাঁদে যাতনায়!
নির্ম্মল সে ফুলদলে রস যদি মরে,—
বিশ্বজনে পরশে তবে সে অপরাধ;
মানুষের ঘরে, মরি, দেবতা বিহরে!
হায় রে, নিগূঢ় নভস্থলে বজ্রনাদ—
জাগে,—যবে ভগবান ফিরেন খুঁজিয়া
সেই সব শিশু,—হায়, যা'রা ধরাতলে
এসেছিল একদিন দেবতার সাজে,—
এবে যা'রা ছিন্নবাসে,—সিক্ত অশ্রুজলে।

ভিক্তর হুগো।

অন্ধ বালক

বল গো কাহারে বলে আলো,
আমি তা'র কিছু যে জানি নি,
চোখে দেখে কি আনন্দ বল,
আমি যে গো অন্ধ চিরদিনই।
কত কি দেখেছ, বল সব,
রবি নাকি আলো দেয় নিতি!

তাপ আমি করি অনুভব,
কেমনে সে করে দিবা রাতি?
দিন রাতি জানে না এ আঁখি,
ঘুম রাতি. খেলা মোর দিন ;
না ঘুমায়ে জেগে যদি থাকি,—
মোর দিন র'বে চিরদিন।
শুনি আমি দুঃখ করে সবে.—
দুঃখ করে ভাবি মম ক্লেশ ;
আপনি বুঝি না যে অভাবে,
তা' আমি সহিতে পারি বেশ।
পা'ব না যা'—সে ভাবনা ছাই,
সে কেবল—মন-সুখে শুনি ;
গান গাই—রাজসুখে ভাই,
তবু আমি অন্ধ চিরদিনই।

সিবার।

বসুন্ধরা

জীবের জননী তুমি, অয়ি বসুন্ধরা!
অগাধ অনন্ত স্নেহে ও হৃদয় ভরা।
হে আদি-সম্ভূতা. আজি বন্দিব তোমায়,
মহীয়সী তব নাম নবীন গাথায়।
সাগরে বিহরে যা'রা বিচিত্র বরণ,—
আকাশে আমোদে ভাসে ;—করে বিচরণ
পুণ্যময় ভূমি 'পরে শান্তি পারাবার ;—
সকলি তোমার দেবী সকলি তোমার।
সবারে সমান ভাবে পাল গো আপনি
অনন্ত রতন ধনে. হে আদি-জননি!
ফুল্লমুখ শিশু হাসে—সে তোমারি কোলে ;
শাখে শাখে পাকা ফল পুঞ্জে পুঞ্জে দোলে ;
মানব-জীবন.—সেও তব ইচ্ছাধীন.
আপনি ফুটায়ে কর আপনাতে লীন।

হোমর।

চিত্রকূট

ওই দেখ তরু 'পরে ফুলরাশি থরে থরে
শোভিছে প্রদীপমালা সম ;
শিশির গিয়েছে ব'লে যেন তা'রা কুতূহলে
প'রেছে মালিকা মনোরম!

হেথায় ভেলার বন বিল্ব-তরু অগণন
ফলভারে অবনত কায় ;
কে করিবে উপভোগ এ কাননে নাহি লোক,
ফলে ফল বিফলে হেথায়।
ওই দেখ গাছে গাছে কেমন ঝুলিয়া আছে
মধুক্রম মধুমক্ষিকার ;
ডাহুক ডাকিছে জলে, শিখি কেকারব ছলে
উত্তর দিতেছে যেন তার!
আপনি ঝরিয়া ফুল ঢেকেছে বিটপী-মূল,—
রচিয়াছে ফুলের আসন ;
ফিরে করী দলে দলে, বিহগের কলকলে
চিত্রকূট মুগ্ধ করে মন!

বাল্মীকি।

সমুদ্রে ঝড়

চারিদিকে বহিল বাতাস,—
তুলিয়া সাগর-বক্ষে সংক্ষোভ ভীষণ ;
অন্তস্তল করিয়া বিকাশ
উন্মাদ তরঙ্গ তীরে ধায় অগণন।
কলরবে কাঁদিল মানব,
সশব্দে ছিঁড়িয়া যায় নৌকার বাঁধন ;
উঠি' মেঘ সহসা ভৈরব
নিল হরি' নীলাকাশ, রবির কিরণ!
কাল নিশি নামিল সাগরে,
আকাশে অশনি ঘোর করে গরজন ;
ব্যোম-পথে বিদ্যুৎ বিহরে,
গ্রাসিতে ছুটিয়া আসে আসন্ন মরণ।
ঝঞ্ঝা ধায় গভীর স্বননে,
গগন চুমিতে চায় তরঙ্গ পাগল ;
গর্জ্জিয়া সাগর-স্রোত হানে—
ছিন্ন পাল, ভগ্ন দাঁড়, তরণী বিকল।
ভগ্ন-চূড়া পাহাড়ের মত
ধেয়ে আসে জলরাশি নাচি' নিরবধি ;
তুলে শিরে কাহারে ত্বরিতে,
কাহারে অতল-তলে জীবন্ত সমাধি।

ভার্জ্জিল।

মেঘের গান

মেঘমালা আদি-অন্তহীন!
ভাসিযা আসি গো মোবা মানবের নেত্রপথে,
শিশিরে মাজিযা তনু ক্ষীণ!
ছাড়িয়া গভীর শান্তিময়
উচ্চভাষী সাগবেব,— পিতা যিনি আমাদের,—
সুখময তাঁহার নিলয়,—
যাই মোরা উচ্চ গিরিকূটে ;
আঁখি মেলি' একবার দেখে লই চারিধার,
গিবি সাজে বিটপী মুকুটে।
দেখি কত অর্ব্বুদ গিরির,
ভ্রূকুটি করিয়া চায আছে সদা পাহারায়
সর্ব্ব-জীব-ধাত্রী পৃথিবীর!
দিই মোরা শস্যের জনম :
চিরস্রোতা তটিনীর মন্দ্রভাষী জলধির
শুনি গান নিত্য মনোরম।
দেখি তীক্ষ্ণ দিবার নয়ন ;
চেয়ে আছে অনিমিখ্ পূর্ণ করি' দশদিক,
দেখি সূর্য্য অশ্রান্ত-কিরণ!
মোদের অমর কায়া 'পরে
পরিয়া ঝটিকাবাস হাসি মোরা অট্টহাস,
দৃপ্ত রবি দেখি হেলা ভবে ;
মর্ত্ত্যভূমি আতঙ্কে শিহরে!

এরিস্টোফেনিস।

একটি মূষিকের প্রতি

ওরে কচি! ওরে জড়সড়! নতমুখ!
কত আতঙ্কে দুরুদুরু তোর বুক,
অত দ্রুত আর হবে না পলা'তে
ত্বরিত চলি'
মারিতে ধরিতে আমি যাব না রে
লাঙল তুলি'।
সত্যই ব্যথা পেয়েছি পরাণে, ভাই,
স্বভাবের ভাব—মানুষ তা' রাখে নাই ;
অকারণ নয় তোর এই ভয়,—
আমারে ত্রাস!
ধরাচর তবু তোরি সহচর,
মরণ-দাস।

সংশয় নাই,—তস্কর তুমি ভাই,
তা'তেই বা কি?—বেঁচে থাকা ও তো চাই
বোঝা বোঝা ধানে দু'একটি শীষ,—
মাগুন-এই ;
সবা সনে বেঁটে নেব দেব-দান
তাড়াতে নেই।

ছোট বাসাটিও ভেঙে গেছে, হায়,
যেটুকু আছে তা' বাতাসে উড়ায় ;
নাহিও কিছুই নূতন গড়িতে,—
পাতা কি ঘাস,
এসে প'ল ব'লে এদিকে পোষের
শীত-বাতাস।

দেখি মাঠ ঘাট হ'ল তৃণহীন,
শীত ঘনাইয়া আসে দিন দিন,
ভেবেছিলি হেথা জাড়ের ক'দিন
থাকিবি বেশ ;
দলিয়া কোটর লাঙল কঠোর
গেল রে শেষ!

ওই অতগুলি তৃণ, পাতা, লতা,
কত শ্রমে কেটে এনেছিলি হেথা ;
ফলে হ'লি দূর,—নাহি আর তোর
ঘর দুয়ার,
সহিতে বিষম শিলা-বরিষণ,
হিম, তুষার।

একা তুই ন'স্ দেখ্ রে ইঁদুর,
কল্পনা যা'ব হ'য়ে গেছে চূর,
ইঁদুর নরের অনেক মানসই
হয় বিফল ;
সুখ আশা হায়, পিছে রেখে যায়
ব্যথা কেবল।

তবু আছ বেশ, মোর তুলনায়,
শুধু অনুভব,—আছ যে দশায়,
হায় রে মোরা যে পিছে দেখি ঘোর
ঘটনা-চয় ;
সমুখে দেখি না,—শুধু অনুমান,—
তা'তেও ভয়!

বার্ন্‌স্।

কোকিল

আরেক পাখী সে বেঁধেছিল বাসা,
অতিথির বেশে হ'ল তোর আসা,
বাসার সবে যে হ'ল কোণ-ঠাসা,
কোকিল! ওরে কোকিল!
অচেনা পক্ষী-জনকের কাছে,
অজানা পক্ষী-জননীর' কাছে,
কণ্ঠে না জানি কি যে তোব আছে,—
পাগল যাহে নিখিল!
ছাড়িয়া আপন কানন-নিবাস,—
যেথায় রূপালি কুসুমের হাস,
সুরে ভরি' দিযা ফাগুনী বাতাস
আয় তুই হেথা আয!
কমলা-লেবুর শাখে নেমে পড়,
ফুলগুলি যা'র ঝরে ঝরঝব,
ফুল ঝরঝর গান নিরন্তর
আয়, আয মধু-বায়!
সারাটি সকাল, সকল দুপুর
সারা দিনমান শুনি ওই সুব,
লাগে না যেন গো কভু অমধুর
ও সুর আমার কাণে ;
মন দিব ঘুষ,—এস,—নিযে যাও,
দূর দেশে আর হ'যো না উধাও,
কমলা-লেবুর শাখে গান গাও,—
থাক, থাক এইখানে।

'মন্যো-শু' গ্রন্থ।

চাতকের প্রতি

বন্দি তোমা' আনন্দ-মূরতি!
পাখী তুমি কখন ত' নহ,
স্বর্গে কিবা তা'রি কাছে অতি
ভরা-প্রাণে ঢাল স্বপ্ন-মোহ ;
না শিখিয়া, না ভাবিয়া আহা, অজস্র গাহিছ অহরহ!

ঊর্দ্ধে দূরে—দূর দূরান্তরে
ধরা হ'তে উড়েছ উধাও,
গূঢ় নীল গগন-সাগরে
পুঞ্জ তেজ সম ছুটে যাও,
গাহিয়া উড়িয়া চল কত,—উড়িয়া কতই গান গাও।

শ্রান্তি-ভরে সূর্য্য পড়ে ঢলি',
তাহারি সে সুবর্ণ-আলোকে
মেঘ-মালা উঠিছে উজলি',
তুমি তাহে সাঁতারিছ সুখে,
অশরীরী আনন্দ যেন গো ছাড়া পেয়ে ছুটেছে দ্যুলোকে।

গলিয়া পাণ্ডুর সন্ধ্যা মিশে
তোমারি প্রণয়-পথ 'পরে ;
পাই না তোমার আর দিশে,
তারা যেন তীব্র রবিকরে ;
উচ্ছ্বাসের উচ্চ স্বর তব, আহা তবু শুনি প্রাণভ'রে।

শুভ্রকায়, রজত-গোলক,
শশাঙ্কের রশ্মির সমান,—
ক্ষীণ যা'র প্রদীপ্ত আলোক
ঊষার কিরণে ম্রিয়মাণ ;
নয়নে যায় না দেখা, শেষে, আছে শুধু হয় অনুমান।

মুখরিত ধরণী, সমীর,
হয়েছে তোমারি সুরে হায়,
নির্ম্মেঘ আকাশ যবে স্থির
নগ্ন-কায়া যামিনী ঘুমায়,
জ্যোৎস্না যেন বৃষ্টি করে চাঁদ, গগনের কূল ভেসে যায়।

তুমি যে কি আমরা জানি না,
জানি না কি তুলনা তোমার,
ইন্দ্রধনু হ'তেও ঝরে না
তেমন উজল বারিধার,—
তুমি যেথা সেথাই যেমন কলতান,—সঙ্গীত বিথার।

ভাবাবেশে উন্মাদ পরাণ,
অচেনা সে কবির মতন,—
অযাচিত গেয়ে যাও গান
মুগ্ধ ধরা নহে যতক্ষণ,—
অভিনব আশা-আশঙ্কায় যতক্ষণ নাহি ডুবে মন।

অবরিতা নৃপবালা হেন,
প্রাসাদের নিভৃত শিখরে,
ভালবাসা-ভারে উন্মন
ক্লান্ত হিয়া জুড়াবার তরে
প্রেমেরি মতন মধু-গান গাহ কুঞ্জ প্লাবিয়া সুস্বরে।

সোনালি সে জোনাকীর মত,—
হিমজলে পাপ্‌ড়ির স্তরে
ঢাল গো তরল আলো কত,
নিশীথে, অজ্ঞাতে, অগোচরে ;
ঝরা ফুল আর তৃণদল রাখে যা'রে ঘিরিয়া আদরে।

পুঞ্জ-পত্র কুঞ্জের ভিতরে
গোলাপের মত নিমগন ;
যতক্ষণ গন্ধ না বিতরে,—
তপ্ত বায়ু করে আলিঙ্গন ;
শেষে সেই সৌরভেরি ভারে ক্লান্তপক্ষ মন্থর পবন।

বসন্তের বর্ষণের রব
কম্পন-চঞ্চল তৃণ 'পরে,—
বর্ষণ-জাগ্রত ফুলে সব ;—
যত সুর নিখিলে বিহরে,—
ক্লেদহীন, উচ্ছ্বাসে নবীন—তব সুর জিনে সকলেরে।

পাখী কিবা কিন্নর! শিখাও,
পূর্ণ প্রাণ কি ভাব-সৌরভে,
এমন ত' শুনিনি কোথাও
মদিরা কি প্রণয়ের স্তবে,
স্বরগের সুধার প্লাবন আবেগে ঢালিতে মর ভবে।

পরিণয়-নিশির সাহানা,
বিজয়ীর বিজয়ের তান,
ও গানের নহে সে তুলনা,
মিথ্যা তা'র মাধুরীর ভাণ ;
কি যেন অভাব সে সকলে,—লুক্কায়িত—তবু বর্ত্তমান।

বল, পাখী, কোথা সে নির্ঝর,—
উৎসারিত যাহে তব গান?
কোন্ গিরি, সাগর, প্রান্তর?
কোন্ মেঘ সোনার সমান?
সে কোন্ পাখীর ভালবাসা? সে কোন্ ব্যথার অবসান?

তব গান বরিষে অমিয়া,
নাহি তাহে অবসাদ-লেশ,
কভু বুঝি বিরক্তির ছায়া
আসে নাই দিতে তোমা' ক্লেশ ;
প্রেম জান ; জান না প্রেমের তৃপ্ত সুখে দুঃখ কি অশেষ।

জাগিয়া কি স্বপনে ঘুমায়ে
জান কি বারতা মরণের?
মর নর আমাদের চেয়ে
গভীর প্রকৃত কথা ঢের?
নহে তব গীতি স্রোতস্বিনী কেন চির সৌন্দর্য্যের ফের?

আগে পিছে চাহি চারিভিতে,
কামনা—কোথাও যাহা নাই;
আমাদের প্রাণের হাসিতে
মিশে আছে বেদনা সদাই;
সব চেয়ে সুমধুর গান—সব চেয়ে দুখের কথাই।

তবু মোরা পারিতাম যদি
ঘৃণা, ভয়, গর্ব্ব তেয়াগিতে;
জনমি' যদি গো নিরবধি
নাহি হ'ত অশ্রু বরষিতে,
জানি না শকতি হ'ত কিনা তোমার ও আনন্দে মিশিতে।

আনন্দের ছন্দ আছে যত,
যত আছে সুর, লয়, তান,—
রত্নসম কাব্য শত শত
গ্রন্থের ভাণ্ডারে শোভমান,—
কবি বলে, ধরণী-বিরাগী, সকলের শ্রেষ্ঠ তব গান।

আনন্দের জান যে বারতা,
শিখাও হে তাহার সন্ধান,
ওই তব সংহত মত্ততা
কণ্ঠে মোর দিক্ আসি' তান,
বিশ্ব যাহে শোনে গো বিস্ময়ে—মুগ্ধপ্রাণ আমারি সমান!

শেলি।

কাব্যাধিষ্ঠাত্রীর প্রতি

দুঃখ নাই কল্পনা আমার,—তুমি যদি নাহি হও জন-বিমোহিনী;
তবে যদি নাহি পার মর্ম্ম পরশিতে,—অভাগিনী তুমি!
আজ যদি সমস্ত জগৎ ছলায়-কলায় বাঁধা পড়ে গো আপনি;—
সাহসে হৃদয় বাঁধ, দেখ'—ছেড় না সরল পথ তুমি!
সত্য রত্ন অমূল্য সে ধন,—যদ্যপি সে ধনে ধরে ও হৃদয়-খনি,
সুখ্যাতি ও অখ্যাতির বায়ু-বাণ হ'তে মুক্ত তবে তুমি!
যদি তুমি না পার দেখাতে ফিরাইয়া জগতের নিজ রূপখানি,
দেখ গো আপনি চেয়ে আপনার পানে,—গরবিনী তুমি!

বাস্তবের গভীর সাগর—তরঙ্গ সংক্ষুব্ধ তা'রে করেছ আপনি ;
হঠাৎ-কবির দল মরিবে ডুবিয়া, বেঁচে র'বে তুমি!
সে কাল গিয়াছে চ'লে এবে,—মিথ্যা যবে কবিতার আছিল সঙ্গিনী ;
এখন ফিরাও গতি, আর পূজা তা'র করিয়ো না তুমি!
লুক্কায়িত গৌরবের 'ভেদ'—প্রাণপ্রিয় স্বদেশের আরাধনে, ধনি ;
কিঙ্করের যোগ্যতাও থাকে যদি তব—সম্রাট্ সে তুমি!
রসজ্ঞের নয়নে নয়নে থাকা যদি আনন্দের হয় বিমোহিনী,
সম্পর্ক রেখ না তবে মূর্খ, অরসিক, অন্ধ সনে তুমি!
যদি কেহ বুঝে তব গুণ, একজন! একজন! লও তারে গণি' ;
তোর গর্ব্ব রেখে থাকে 'হালি' তা'র গর্ব্ব রেখ' সখী তুমি।

আলতাফ্ হুসেন আন্সারি।

কবি ও মানবজীবন

জীবন—সে ত' ভূতের সাথে রণ,
যে ভূত থাকে মনের গুহা মাঝে ;
কবি ত' সেই—নিজেই যেই জন
বিচার করে নিত্য নিজ কাজে।

ইব্সেন।

ক্ষীর ও নীর

শাস্ত্র অনেক, কাব্য অনেক, আয়ু-সংক্ষেপ, হায়!
দুর্ঘটনার অন্ত নাহিক, বাধা দেয় পায়, পায় ;
সুধী যেইজন মরালের মত স্বভাবটি হয় তা'র,
সে করে যতনে ক্ষীর-সংগ্রহ নীর করি' পরিহার।

বৃদ্ধ চাণক্য।

কর্ম্ম ও কল্পনা

কে আছ হে সুচতুর! কর শুভকাজ,
দিন না ফুরায় শুধু শুভ কল্পনায় ;
জীবন মরণ সাথে মিশাইয়া, আজ,
অনন্ত কালেরে কর ছন্দ মধুময়।

গেটে।

অদৃষ্ট ও পুরুষকার

অদৃষ্ট, পুরুষকার,—মিছে তর্ক সব,
ও সব নহেক কোনো ধর্ম্মের বিভব ;
ভাগ্যের প্রাধান্য মেনে গেছে ভীরু সবে,
সাহসী পুরুষকার ;—জীবন আহবে।

আলতাফ্ হুসেন আন্সারি।

পৃথিবীর সার্থকতা

মনে কর তুমি নাই,—অথচ তোমার
নিখিল বিপুল বিশ্বে পূর্ণ অধিকার!
এ কথা কেমন?—শুধু কথামাত্র সার।

গ্রহ-তারা-পুষ্প-ফলে বিচিত্র দর্শন
বীজমন্ত্র সম এই নিখিল ভুবন;—
ব্যাখ্যা, অর্থ, সার্থকতা সকলি 'জীবন'!

খুশ্‌হাল।

দেবদারু ও বনলতা

বর্ষায বাড়িয়া বনলতা,
উচ্চে উঠে দেবদারু বাহি',
"কত হল বযঃক্রম তব?"
জিজ্ঞাসে তরুর মুখ চাহি'!

তরু কহে, "বর্ষ দুই শত,—
মাস ছয় এদিক-ওদিক।"
লতা বলে, "এতে বৃদ্ধি এই!—
সপ্তাহে যা' হ'ল মোর ঠিক!"

তরু বলে, "বাঁচ আগে শীতের তুষারে,
আয়ু ও বৃদ্ধির কথা হ'বে তারপরে!"

খুশ্‌হাল।

মৃৎপাত্র ও স্বর্ণপাত্র

স্বর্ণপাত্র ভাঙিলেও তা'র সোনা বলি' সমাদর,
ধননাশে জ্ঞানী জ্ঞানীই থাকে গো অক্ষয় গুণাকর;
মূর্খের যদি হয ধননাশ—কিবা সে মূল্য তা'র?—
মাটির পাত্র ভাঙিবা মাত্র হ'যে থাকে ধূলিসার।

পণ্ডিতা অবৈয়ার।

জ্ঞানের প্রতি

হে জ্ঞান! করেছ ধনী কত না জাতিরে,
যাহারে ছেড়েছ সেই ডুবেছে তিমিরে;
সংসারের সর্ব্বরত্ন তা'দেরি কারণ,
জানে যা'রা একমাত্র তুমি মূলধন।

আলতাফ্‌ হুসেন আন্‌সারি।

মাতার প্রতি

উচ্চশির উচ্চে রাখা অভ্যাস আমার,
আমার প্রকৃতি, হায়, রুক্ষ ও কঠোর ;
বাজার(ও) অবজ্ঞা-দৃষ্টি পারেনাক মোর
নয়নেরে করিবারে নত একবার।
কিন্তু অয়ি স্নেহময়ী জননী আমার,
যখন নিকটে থাকে মূর্ত্তিখানি তোর,
অতি তীব্র অভিমান দর্প অতি ঘোর
সব যায় ; বাল্য যেন পাই পুনর্ব্বার!
সে কি দেবতাত্মা তব?—শান্ত করে মোরে ?
দেবতাত্মা,—বিশ্ব যার মুঠার ভিতরে,—
আমোদে মেলিযা পাখা ফিরে যে অম্বরে!
মরমে মরি, মা, আজি স্মরিযা আপন
কৃতকর্ম্ম ,—যাহা ব্যথিযাছে তব মন ;—
যে মনে—সবাব বেশী পাই স্নেহধন।

অন্ধ খেয়ালের মোহে ছাড়িয়া তোমায,
ফিরিলাম খুঁজিয়া খুঁজিযা বিশ্বময়,—
মমতার যদি কভু দেখা মিলে, হায় ;
আশা ছিল, লভিলে তা' জুড়াবে হৃদয!
দেখিলাম যতদূর দৃষ্টি মোর যায,
ফিরিলাম দ্বারে দ্বারে করাঘাত করি'
কাতরে কহিনু স্নেহ-ভিখারীরে, হায,
ফিরায়ো না ; ঘৃণাভরে সবে গেল সরি'।
সেই আমি খুঁজিতেছি সারাটি জীবন,
মমতার, হায়, তবু দেখা নাহি পাই ;
আজ ফিরিযাছে মন ভবনে আপন,
যেথা, মাগো, তুমি মোরে ডাকিছ সদাই।
আজি দেখিলাম যাহা দৃষ্টিতে তোমার,
সেই ত' মমতা—চির-আরাধ্য আমাব।

হায়েন্।

বন্ধু-গর্ব্ব

তাদের গর্ব্ব ক'রে থাকি আমি,—সে কথাটি জানি আমি,
যাহারা নিয়ত আমারে ঘিরিয়া রয়েছে দিবস-যামী ;
আমার গর্ব্ব, আমার সর্ব্ব, আমার বন্ধু তা'রা ;—
এতগুলি মণি-রতনের মাঝে হ'য়ে আছি আমি হারা।
তা'রা ঢলঢল মুকুতার ফল,—তা'রা মুকুতার পাঁতি,
আমি একখানি রেশমের সূতা তা'দের রেখেছি গাঁথি'।

পশি' পরশিয়া দেখিয়াছি আমি অন্তর সবাকার,
তা'দের বক্ষ-নীড়ে গতিবিধি চিরদিন এ জনার ;
আমারে ঘিরিয়া আছে নিশিদিন, আমারে বেড়িয়া আছে,
মোরে নির্ভয়ে করি' নির্ভর তা'রা হেসে খেলে বাঁচে ;
তা'রা ঢলঢল লাবণ্য-জল-সিক্ত মুকুতা পাঁতি,
আমি একখানি রেশমের সুতা রেখেছি তা'দের গাঁথি' !

মস্কিন্ অল্দরামি।

নিষ্কলঙ্ক দারিদ্র্য

কেহ কি হয় অধোবদন
অকলঙ্ক দবিদ্রতায় ?
দৈন্য মোরা করি ববণ,
ভীরু যে জন গণি না তায়।

অকথিত, অকীর্ত্তিত
কর্ম্ম মোদের যেমনি হোক,
মর্য্যাদা ত' মুদ্রাচিহ্ন
মানুষ সোনা,—যেমনি হোক্।

শাকান্নে দিন যদিই কাটে,
'গড়া'—না হয পরলামই তাই ,
মূর্খে সাজাও লম্বশাটে,
মানুষ তবু মানুষই ভাই !

যেমনি হোক—যেমনি হোক,
আড়ম্বর—তা' যত সে হোক,
সরল যে জন সেই মহাজন
দীন দরিদ্র যাহা সে হোক।

দর্পে চলে,—দর্পে চাহে,—
ওই যে—যাহে বল্ছে 'প্রভু'—
যতই পূজা করুক তাহে
গণ্ডমূর্খ মাত্র তবু।

যেমনি হোক্ তাজ্টা তাহার,—
কল্কাদার সে যেমনি হোক,
বুদ্ধি যাহার আছে সে জন
হাসবে দেখে, যেমনি হোক।

রাজা পারেন মান্যদানে
সকল লোকেই কর্ত্তে মানী,
গড়্তে পারেন অখল প্রাণে
সামর্থ্য নাই সেটুকুখানি ;

যেমনি হোক—যেমনি হোক,
মান্য তাঁদের যত সে হোক,
উচ্চ সকল পদের চেয়ে
যোগ্যতা ;—সে যেমনি হোক।

বল গো তবে আসুক ভবে
আসিবে যাহা সুনিশ্চয়,
যোগ্যতা আব বুদ্ধি আবার
হউক জয়ী ধরণীময়!

যেমনি হোক—যেমনি হোক,
আসিবে সেদিন, যেমনি হোক,
মানবে মানবে—ভাই ভাই হবে.
এ সারা ভুবনে যখনি হোক।

রবার্ট বার্ণস্।

বনচ্ছায়ায়

সবুজ বনের সবুজ ছায়,
আয় গো কে তোরা মেলিবি কায় ;
পাখীর কণ্ঠে মিলায়ে তান,
গাহিবি মধুর—মধুর গান!
আয় গো হেথা আয় গো, হেথা আয়!
এখানে নাই—
কোনো বালাই.
শুধু শীত—শুধু শীতের বায়।

আকাঙ্ক্ষারে বিদায় ক'রে,
মেলিবি কায় রবির করে,
ফলের রাশি কুড়িয়ে এনে,
ভুঞ্জিবি আয় হরিষ মনে,
আয় গো হেথা আয় গো. হেথা আয়!
হেথায় নাই—
কোনো বালাই,
শুধু শীত—শুধু শীতের বায়।

শেক্সপীয়ার।

সাধের স্বপন

সাধের স্বপন কোথায় আছে?—
প্রাণের মাঝে?—মনের মাঝে?
জন্ম কোথায় বল গো খুলে,
বাড়ে সে ধন কোন্ গোকুলে—
বল্ গো বল্।

আঁখির মাঝে জন্মে সে ধন,
দৃষ্টি-রসে পুষ্ট সে ধন,
যেথায় জনম সেথাই মরণ!
আমরা তাহার মরণ-ঘড়ি
বাজাই চল!
টুং-টাং-ঢং—টুং-টাং-ঢং
বাজাই অনর্গল।

শেক্সপীয়ার।

বসন্তে

আম্র শাখায় ফুল দুলিয়ে,
মানিনীদের মান ভুলিয়ে,
পঞ্চশরের দূত এসেছে মধুর মলয় বায়;
ফুটেছে ফুল, অশোক বকুল,
মিলন আশে পরাণ আকুল,—
দূর প্রবাসীর নারী,—হৃদয় ধর্‌তে নারে হায়।
ফাগুন এসে আগেই হিয়া
কোমল ক'রে যায় রাখিয়া,
শেষে মদন সুযোগ পেয়ে বাণ হানে গো তায়।

শ্রীহর্ষ।

বসন্তে

আবার ভাটেরা গান ধরিল নূতন,
নূতন কাহিনী বাঁশী কহে অনুখন,
থাকুন গুহায় যোগীবর, আমি আজ যা'ব উপবনে,
ওই দেখ বসন্তের ফুল আমায় যে ডাকিছে সঘনে!
স্থগিত রাখিতে ক্ষুধা ঘুমায় ভিখারী,
অধোমুখ আজো রাজা রাজ্য-কথা স্মরি'!
দেখিতে যা' ভাল লাগে চোখে, দেখিলে তা' দোষ যদি হয়,
তবে—তবে—তবে খুশ্‌হাল আজন্ম আসামী সুনিশ্চয়।

খুশ্‌হাল।

শিশু-কন্দর্পের শাস্তি

প্রেমের ক্ষুদ্র দেবতাটি হায় দেখিলেন একদিন,
রাঙা গোলাপের বুকেতে একটি ভ্রমর রয়েছে লীন!
জন্তুটি কি যে ভাবিয়া না পান,
অঙ্গুলি তা'র পাখায় চাপান
সে অমনি ফিরে অঙ্গুলি চিবে রাখিল হুলের চিন্!
অমনি আঙুল উঠিল জ্বলিয়া,
নয়নের জল পড়িল গলিয়া,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া চলিল ছুটিয়া শঙ্কায় বিমলিন ;
জননী তাহার ছিলেন যেথায়
লুটায়ে সেথায় পড়িল ব্যথায়,
"আই—আই—মাগো মরেছি, মরেছি" কাঁদিয়া কহিল দীন,
"ওগো মা মরেছি, মরেছি, মরেছি,
ওগো মা সাপের বিষেতে জ্বরেছি,
পাখ্না-গজানো সর্প-শিশুর গরলে হইনু ক্ষীণ!"
জননী হাসিয়া কহেন, "বালক!
মধুপের হুল যদি ভয়ানক,
তবে যাবে-তারে ব্যথা কেন দাও বাণ হানি' নিশিদিন?"

আনাক্রেয়ন্।

যৌবন-মুগ্ধা

যখন আমি ঘোম্‌টা তুলি নয়ন 'পরে,
পাণ্ডুর হয় গোলাপগুলি ঈর্ষ্যা ভরে,
বিন্ধ তাদের বক্ষ হ'তে ক্ষণে ক্ষণে,
ক্রন্দনেরি ছলে মধুর গন্ধ ক্ষরে!
কিম্বা, যদি সুগন্ধি কেশ আচম্বিতে
এলায়ে দিই মন্দ বায়ে আনন্দেতে,
চামেলি ফুল নালিশ করে ক্ষুণ্ণ মনে,
গন্ধটি তা'র লুকায় চুলের সুগন্ধিতে!
যখন আমি দাঁড়াই একা মোহন সাজে,
এম্‌নি শোভা হয় যে, তখন অম্‌নি বাজে,
শতেক শ্যামা পাখীর কণ্ঠে কলস্বনে
বন্দনা গান, স্পন্দন তুলি' কুঞ্জমাঝে!

জেবুন্নিসা।

হৃদয়ের নিধি

সাগর মাঝে মুকুতা রাজে,
গগনে তারা সাজে গো,

প্রাণের মাঝে? হৃদয় মাঝে?
আছে প্রণয় আছে গো!
বিরাট নভঃ, সিন্ধু বিশাল,
হৃদয় মহান্ আরো সে;
কি ছার তারা মুকুতা জাল?
প্রণয় উজল তার' যে!
এস কিশোরী হরষ মনে,
পরাণ তোমায় চায় গো.
হৃদয় সিন্ধু গগনের সনে
প্রণয়ে মিশিয়া যায় গো!

হায়েন্।

পূর্ব্বরাগ

নীরব যদিও রহে বালা আলাপনে,
আমি যবে কহি শোনে অবহিত মনে,
যদিও সাহসে চাহে না সে মুখপানে,
দৃষ্টি তবুও তিষ্ঠে না কোনোখানে!

কালিদাস।

রূপসী

লাবণ্য-খনি নির্মাণি কি গো পিতা এই বালিকার?
কিবা সেই আদি রসের রসিক, কুসুম আয়ুধ যার?
কিবা সে পুষ্প-প্লাবিত চৈত্র? হেন রূপ নিশ্চয়
বেদ-প্রণেতা সে বুড়া ব্রহ্মার সৃষ্টি কখনো নয়।

কালিদাস।

ভ্রমরের প্রতি

তুমি বারবার পরশিছ তা'র ত্রস্ত চপল আঁখি,
কি গোপন বাণী কহ গুন্‌গুনি' কাণের সমীপে থাকি;
হস্ত তাড়না গ্রাহ্য কর না, চুরি কর চুম্বন,
আমরা মূর্খ, ওগো মধুকর, তুমি সে রসিক জন।

কালিদাস।

প্রেম সঙ্কট

দুর্লভ জনে অনুরাগ মম, হায়,
লজ্জা বিষম, আমি পরবশ তায়,
একি সঙ্কট, সখী একি হ'ল দায়,
মরণই শরণ, নিরুপায়, নিরুপায়।

শ্রীহর্ষ।

উন্মনা

মাগো, আমার মন বসে না
কাট্‌না নিয়ে থাক্‌তে ঘরে ;
মন আইঢাই স্বস্তি না পাই,
বুকের ভিতর কেমন করে।
কাল্‌কে যা'রে দেখেছিলাম
তারেই নয়ন খুঁজে মরে ;
একটি বারের চোখের দেখায
পরাণ কি গো এমনি করে!

স্যাফো।

প্রেমের বেদনা

আবার ভালবাসা কাঁদায় মোরে,
অমৃত এনেছে সে তিক্তে ভ'রে ,
দুখের নিধি মম পরাণ প্রিয়তম,
বেঁধেছে সে আমায ফুলের ডোরে,—
বেঁধেছে সূচীময ফুলের ডোরে।
এ কি গো ভালবাসা ঘটালে জ্বালা ?
পবালে গলে মোর কেমন মালা ?
ছিঁড়িতে নারি তায, বহিতে প্রাণ যায়,
করিবি কিবা হায় মুগ্ধা বালা,
দোলাযে দিল গলে কিসের মালা!

স্যাফো।

লাল মানুষের গান

(আমেরিকা)

বুকেতে বিঁধেছে তীর,
যাতনায় অস্থির,
ক্ষত মুখ বিঁধিছে কাঁটায ;
নিশির দেবতা! সাধি,
ক্ষত মোর দাও বাঁধি'
ঘুমের প্রলেপ দিয়া তায়।
নহিলে অসহ হ'লে
আঁখি যদি ভরে জলে,
ধ'রে তারে রাখা হ'বে দায়
কাঁদিলে ভীরুর মত
গৌরব হবে হত,
তাহাও সহিতে নারি, হায়!

অপূর্ব্ব বিষাদ

হৃদয়ে আমার বিষাদের ভার,
গেছে মন-সুখ ফুরায়ে ;
বুঝি কভু হায় পা'ব না সে সুখ
এ জীবনে আর ফিরায়ে।

দরশন তা'র পাই না যেথায়,—
শ্মশান হেন গণি তায় ;
বেসুর নীরস সারা সংসার
আমার চক্ষে আজি হায়।

ভেঙে শত চুর হয়েছে হৃদয়,
মনের কিছুই নাহি ঠিক,
কোথা যেন হায় ভাসিযা বেড়ায়
ঘুরিযা মরে সে চারিদিক।

হৃদয়ে আমার বিষাদের ভার
গেছে মন-সুখ ফুরায়ে ;
বুঝি কভু হায় পা'ব না সে সুখ
এ জীবনে আর ফিরায়ে।

আমি চেযে থাকি তারি তরে শুধু
বাতায়ন পথে বিমনা ;
তারি তরে যাই ঘরের বাহিরে
আর কাজে মন লাগে না।

মরি কি মূরতি মনোবিমোহন
কি মধুর তা'র প্রকৃতি ;
সে অধরে সেই সুধামাখা হাসি,
সে চোখে প্রেমের কি জ্যোতি!

সে মধুর বাণী বহি' শত ধারে
হরণ করে গো প্রাণ মন ;
মরি কিবা সুখ পরশে তাহার ;
ওহো, আর সেই চুম্বন!

হৃদয়ে আমার বিষাদের ভার
গেছে মন-সুখ ফুরায়ে ;
বুঝি কভু হায় পা'ব না সে সুখ
এ জীবনে আর ফিরায়ে।

নিয়ত হৃদয় জ্বলিছে আমার
তারি তরে, হায়, কোথা সে?
বারেকের তরে পাই যদি তারে
রাখি ধরি' হৃদি-নিবাসে।

বারেক তাহারে পাইলে চুমিতে,
—সতত যেমন মানসে,—
বুঝি, এ হৃদয় গলিয়া তখনি
চুম্বনে তা'র যা'বে মিশে!

গেটে।

ঊষায় ও নিশায়

জাগিনু যখন ঊষা হাসে নাই,
সুধানু 'সে আজ আসিবে কি?'
চ'লে যায় সাঁঝ, আর আশা নাই,
সে ত' আসিল না, হায় সখি!
নিশীথ রাত্রে, ক্ষুব্ধ হৃদয়ে,
জাগিয়া লুটাই বিছানায়;
আপন রচন ব্যর্থ স্বপন
দুখ ভাবে নুয়ে ডুবে যায়।

হায়েন্।

মারাঠি গান

বাজিছে নাকাড়া কাড়া, বাজিছে বাঁশী,
বঁধু বিনা জ্বলে বুকে অনল-রাশি,
ফাগুনে সকল নারী সুখে বিহরে,
আমি শুধু দহি সই কুসুম-শরে।
কুহরে কোকিল নব রভস ভরে,
মরম উথলে মোর মরমে মরে।
সে যদি আসিয়া করে হৃদয়-আলা,
তবে সই নেব তোর কুসুম-মালা;
সে রয়েছে কোন্ দেশে, কে জানে কোথায়,
আমি এ 'ফাগুনী ফুল', কোথা রাখি হায়!

দুঃখের হেতু

সকলে সুধায়, কেন খিন্ন দিন দিন,—
কেন আমি দুঃখে বিমলিন?
সদাই বিরস কেন সদাই বিমনা?
কৈশোরে এত কি দুর্ভাবনা?
হায়! তা'রা বুঝে না রে এ মৃত্যু-যাতনা,
ঘুচাতে যা' কেহ পারিবে না,—
বিনা সে মধুর হাসি, বিনা সে চাহনি,—
(জগৎ-ভুলানো নির্ঝরিণী;)

কে ঘুচাবে দুঃখ জ্বালা ?   কে বর্ষিবে ঘুম ?
হাহাকার করিবে নিঝুম !
সে কঠিনা, ক্ষমাহীনা,   সুন্দরী সে নারী,
শিলা-সুকঠোর হিয়া তা'রি !
সে জানিতে নাহি চায়   কেন আমি ক্ষীণ,
কেন বা গুমরি নিশিদিন ;
আনন্দে যখনি, হায়,   বিমুগ্ধ নয়নে,
চাহি সে মধুর মুখপানে.—
চাঁদমুখ ঘিরে ফেলে মেঘে,
কুটিল ভ্রূকুটি কি যে   উঠে, হায, জেগে ;
বিরহে, নৈরাশ্যে,   সদা ডুবে আছি তাই,
ক্ষুব্ধ খেদ ভিন্ন কিছু নাই ;
জীবন বিজন মোর,   গহন সে হায়,
বিষাদের বিষ-লতিকায়।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

মুখর ও মৌন

আকুল কূজনে কপোত কাঁদিছে
মরম-যাতনা জুড়াতে তা'র ;
আমারি মতন ব্যথিত সে জন,
মম সম বুকে দুখের ভার।
সে কাকলি শোনা যায় বনে বনে,
গোপন বেদনা আমারি শুধু ;—
তবু আঁখিজল ঝরে অবিরল,
লুকানো আগুন জ্বলে সে ধূ ধূ !
হায় পাখী, মোরা প্রেমের বেদনা
আধা-আধি বেঁটে নিয়েছি দোঁহে ;
মুখর কাকলি তোমাতে কেবলি,
মৌন ব্যথা সে আমারে দহে।

সিরাজ অল্ ওয়ারক।

একা

একাকী যদি কাটিল কাল, বাঁচিয়া সুখ নাই ;
শোভার নিধি কি হ'বে ?—যদি ভাবুক নাহি পাই।
যে দিন দেখা না পাই তব সে দিন হ'ক নাশ,
তোমায় ছেড়ে সুখের আশা মরীচিকার আশ।

ভবভূতি।

পরিবর্ত্তন

বসন্তের গোলাপের আভা
শোভিছে ও কপোলে তোমার,
আর ওই হৃদয় ভরিয়া
বিরাজিছে শীতের তুষার!
কিন্তু ইহা যাবে উলটিধা
কার্য্য সাধি' গেলে বর্ষচয় ;—
তখন কপোল হ'বে হিম।
সন্তাপিবে বসন্ত-হৃদয়!

হায়েন্।

গুপ্ত প্রেম

(তিব্বত)

ডাঙায ওই উঁচু ডাঙায,
ফুল ফুটেছে শাদায় রাঙায়,
ওরে রাখাল ভাই!
নূতন তর ফুল ফুটেছে,
আন্ রে তুলে তাই!
আন্ রে তুলে নূতন ফুলে,
আন্ রে তুলে তায় ;
হাতটি দিয়ে তুলিস নে রে
শুকিয়ে যাবে হায়!
পরাণ দিয়ে তুলে এনে
হিয়ায় বাঁধ তায় ;
বুকের মাঝে গোপন রেখ,—
প্রাণের মাঝে, হায়!

পথের পথিক

পথের পথিক! তুমি জানিলে না কি আকুল চোখে আমি চাই ;
তোমারেই বুঝি খুঁজেছি স্বপনে, এতদিন তাহা বুঝি নাই!
কবে এক সাথে কাটায়েছি কোথা নিশ্চয় মোরা দু'টিতে,
মুখ দেখে আজ মনে প'ড়ে গেল পথের মাঝারে ছুটিতে!
সাথে খেয়ে শুয়ে মানুষ যেন গো, পুরাণ যেন এ পরিচয়,
ও তনু কেবল তোমারি নহেক এ তনু শুধুই আমারি নয়!
চোখের মুখের সব অঙ্গের মাধুরী আবার আমারে দিয়ে,
আমার বাহুর বুকের পরশ চকিতের মত যাও গো নিয়ে।

কথা ত' কহিতে পারিব না আমি স্মৃতি তোমার ভাবিব একা,
পথ 'পরে আঁখি রাখিব আমার ফিরে যত দিন না পাই দেখা।
আশায় রহিব আবার মিলিব তা'তে সন্দেহ আমার নাই,
দৃষ্টি রাখিব নিশিদিন যেন আর তোমা' ধনে না হারাই।

-হুইট্‌ম্যান।

সার্থক দিন

আজিকার দিন যায় নি বিফলে,
পেয়েছি গো আজি তাহার দেখা!
হাসিতে মাণিক হাসিতে দেখেছি,
নয়নেরি জলে মুক্তা-লেখা!
দেখেছি দেখেছি তাহারি মুখ,
দুঃখ জীবনে জেনেছি সুখ;
(শুধু) তাহাবে ফিরিয়া দেখিব বলিয়া
যাতনা ভুলিয়া যায় গো থাকা।

ম্যাক্সিম গোর্কি।

প্রস্থিতা

নয়ন রে তোর উদিত ভাগ্য এখনি অস্ত যায়,
মরম দেশের মহা উৎসব ফুরায়ে গেল সে হায়!
ধৈর্য্য-দুয়ারে কবাট পড়িল, পড়িল সে চিরতরে,
পড়ে যবনিকা, লুকাল বালিকা, চ'লে গেল লীলা ভরে।

কালিদাস।

বালিকার অনুরাগ

(তার) রূপ দেখে হায় ঘরের কোণে মন কি রাখা যায়?
(সে যে) পথের ধারে দাঁড়িয়েছিল আমার প্রতীক্ষায়!
(সে যে) মিথ্যা এসে ফিরে গেল তাই ভাবি গো হায়।

পথের আনাগোনার মাঝে কতই মানুষ যায়,
(আমি) কখ্‌খনো ত' চক্ষে অমন রূপ দেখি নি, হায়;
(তারে) দেখ্‌তে পেয়েও আজ কেন হায় যাই নি জানালায়।

ওড়্‌নাখানি উড়িয়ে দেব অঙ্গরাখার 'পর,
তোমরা সবাই জেনে থাক, আস্‌বে আমার বর!
(আমি) বরের ঘোড়ায় চড়ে যাব কর্ত্তে বরের ঘর।

ওড়্‌নাখানি উড়্‌ছে আমার বসন্ত হাওয়ায়,
ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ গো ওই দূরে শোনা যায়,
(আমি) পরের ঘরে কর্ব্ব আপন, আমায় দাও বিদায়।

চীন দেশের 'শীকিং' গ্রন্থ।

গোপিকার গান

ছি ছি, কি লাজ, রাখাল! রাখাল!
লজ্জা সরম নাই ;
চুমা দিয়ে পালিয়ে যাবে
দুইছি যখন গাই।
গোলাপ কত ফুটছে আবার,
বকুল হেসে লুট্‌ছে আবার,
তুমি এসে চুমা দিলে দুইছি যখন গাই!

রাখাল এসে পিছন থেকে
চুমা দিয়েই পালাল ভাই,
ধর্‌ব তা'রে কেমন ক'রে
দুইতে দুইতে গাই ;
পায়রা কত উড়্‌ছে আবার,
কোকিলে গান জুড়ছে আবার,
রাখাল এসে চুমা দিলে দুইছি যখন গাই।

এস ফিরে রাখাল! রাখাল!
চুমা দিয়ে যাও না ভাই,
এড়ানো কি যায় কখনো
দুইতে দুইতে গাই ,
পাপিয়া গানে মগন আবার,
আজকে যে গো মিলন সবার,
পিছন হ'তে চুমা দে যাও, দুইতে দুইতে গাই!

টেনিসন্।

প্রেমের ইন্দ্রজাল

নীবীবন্ধন আপনি খসিছে, স্ফুরিছে ওষ্ঠাধর,
মনে মায়াবীজ বপন ক'রেছে ; সখী, সে কি যাদুকর?
যখনি আমার মদন-গোপালে নয়নে দেখেছি, হায়,
তখনি পড়েছি ইন্দ্রজালেতে,—সখী লো ঠেকেছি দায়!
শুকপাখী এসে চলে গেছে, হায়, মোরে করি' উদ্‌ভ্রান্ত,
এ যদি কুহক নহে তবে আর কুহক কি তাই জান্‌ ত'।

কাল নিশি হ'তে ঘুম আসি' চোখে কেবল পাগল করে ;
স্বপনে সে আসে, জাগিলে লুকায়, মর্ম্ম বিদরে ওরে!
সখীরে সে শুধু চুম্বন দিতে চেয়েছিল এ অধরে ;
তোদের দেখিয়া মদন-গোপাল চ'লে গেছে রোষভরে ;
খেলা ছলে এসে ভালবাসা সে যে ঢেলে দিয়ে গেছে প্রাণে,
হায় সখি, মোর মদন-গোপাল না জানি কি গুণ জানে!

তামিল কবিতা।

দেখে যাও

তুমি কি দেখিবে, বালা, কি মধুর আলো,
জ্বালিযাছ হৃদযে আমাব?
কথায় ভাষায় শুধু তাই ফোটে ভাল
যে লালসা তুচ্ছ অতি ছার।
নীরবে,—দেখ গো চেযে—কত ভালবাসি,
প্রণয় নীরব চিরদিন,
এ নযনে,—দেখে যাও—শুধু ওই হাসি
জাগাযেছে শকতি নবীন।

ভল্টেয়ার।

মৃত-সঞ্জীবনী

বসন্তের দিবা কি গো তুলনা তোমাব?
তুমি যে সুন্দরী আরো, অযি লজ্জাশীলা!
ব্যস্ত করে দস্যু হাওযা ফুলদলে, আর
'মধু'র পত্তনি থাকে অতি অল্প বেলা।
কখনো প্রতপ্ত অতি স্বর্গের নযন,
বরণ তাহার প্রায মনে হয ম্লান ;
হারায সৌন্দর্য্য ক্রমে সৌন্দর্য্যের ধন,
পরিবর্ত্তনের ফেরে হয ম্রিয়মাণ।
কিন্তু তব অনন্ত বসন্ত কোনো দিন
হ'বে না মলিন ; হারা'বে না এই দান,
গর্ব্বে তোমা' মৃত্যু নাহি বলিবে অধীন,
অমর সঙ্গীতে তুমি র'বে বর্ত্তমান!
মানব রহে গো যদি এ মর ধরায়,—
র'বে ইহা ;—সঞ্জীবিত করিতে তোমায়।

শেক্সপীয়ার।

প্রিয়ার পরশ

সরস পরশে তব ইন্দ্রিয়ের উপজে বিকার,
ও পরশ চেতনারে ভ্রান্ত করি' চিয়ায় আবার!
নিশ্চয় কবিতে নারি—হর্ষ ইহা কিম্বা দুঃখভার,
মোহ—নিদ্রা.—মত্ততা কি সুধাসেক,—বিষের সঞ্চার!

রূপের মাধুরী

মিথ্যা কথা, পদ্ম নহে তুলনা তাহার
লজ্জা মানে মৃগনাভি কেশবাসে যার ;
কৃষ্ণভুরু ধনু তার পক্ষ্মরাজী শর,
প্রতি শর লাগে হায় প্রাণের ভিতর।
তীক্ষ্ণ যেন তরবারি দু'টি আঁখি তার,
প্রেমিকের প্রাণ ল'যে যুদ্ধ অনিবার।
অধরেব কোণে কৃষ্ণ তিল শোভমান,
খুলেছে হাব্‌সী শিশু চিনির দোকান!
প্রদীপ্ত আলোক সম রূপশিখা তার,
প্রেমিক পতঙ্গ ফিরে ঘিরি' অনিবার।
কপোল পরশে শুধু কানের সে দুল,
অধর ছুঁইতে পায লবঙ্গের ফুল!
অনিন্দ্য সে রূপ তার রূপের মাধুরী,
কেবল পাষাণ প্রাণ, এই খেদে মরি।
কে জানে কতই লোকে কত কি যে চায়,
খুশ্‌হাল্‌ মুগ্ধ শুধু রূপের প্রভায়।

খুশ্‌হাল্‌।

ভালবাসার নামান্তর

পুলক-ভরা পাখীর গানে
আমরা কেন দিব গো কাণ?
সবার চেয়ে সুকণ্ঠ পিক
তোমার কণ্ঠে গাহিছে গান!
দেব্‌তারা আকাশের তারা
দেখান্‌ কিম্বা রাখুন্‌ ঢেকে,
সবার চেয়ে উজল তারা
ফুটেছে ওই তোমার চোখে!
বসন্ত আজ নূতন ক'রে
ফুটাক্‌ ফিরে ফুলের কলি,
ফুলের সেরা ফুল যে ওগো
তোমার হিয়া, আমরা বলি!

গগন-শোভা দিনের রাজা,—
আবেগ-মাখা পাখীর ভাষা,—
বিকশিত হৃদয়-কুসুম,—
(তাদের) আরেকটি নাম ভালবাসা।

ভিক্তর হুগো।

জোবেদীর প্রতি হুমায়ুন

গোলাপে ফুটাও তুমি সৌন্দর্য্য তোমার,
জ্যোতি তব ঊষার কিরণে ;
পাপিয়ার কলস্বরে তোমারি মাধুরী,
মরালের শুভ্রতা বরণে !
জাগরণে স্বপ্ন সম সঙ্গে তুমি মোর,
চন্দ্র সম নিশীথে তন্দ্রায় ;
আর্দ্র কর, স্নিগ্ধ কর, মৃগনাভি সম,
মুগ্ধ কর রাগিণীর প্রায়।
তবু যদি সাধি তোমা' ভিখারীর মত
দেখা মোরে দিতে করুণায় ;
বল তুমি, "রহি অবগুণ্ঠনের মাঝে,
এ রূপ দেখাতে নারি হায়!"
তৃষা আর তৃপ্তি মাঝে র'বে ব্যবধান—
অর্থহীন এ অবগুণ্ঠন ?
আমার আনন্দ হ'তে সৌন্দর্য্য তোমার
দূরে রাখে কোন্ আবরণ ?
একি গো সমর-লীলা তোমায় আমায় ?
ক্ষমা দাও, মাগি পরিহার ;
মরমের(ও) মর্ম্ম যাহা তাই তুমি মোর,
জীবনের জীবন আমার !

সরোজিনী নাইডু।

নারী-বন্দনা

(মলয় উপদ্বীপ)

ললাট তোমার সিতপক্ষের তৃতীয়ায় ক্ষীণ চাঁদ,
আধ-ফুটন্ত যূথিকার কলি স্ফুরিত নাসার ছাঁদ ;
রাঙা দুটি গাল,—পুষ্ট রসাল, ধরেছে মাত্র রং,
নেবু-গন্ধের তৃণের মতন কাঁচ আঙুলের ঢং!

কুন্তল ঘন গন্ধ মগন গুবাক-ফুলের কাঁধি,
জোড়া-ভুরু যেন আকাশের পাখী চিত্রে রেখেছে বাঁধি'!
নয়নে তোমার শুক্র-তারার চির-উজ্জ্বল বিভা,
পেকে-ফেটে-যাওয়া ডালিমের মত ওষ্ঠ অধর কিবা ;
তিনটি রেখায় নিবিড় লেখায় শোভিত কণ্ঠ তা'য়,
ক্ষীণ কটি যেন ফুলের বৃন্ত হিল্লোলে দোলে হায়!

নারী-বন্দনা

(মিশর)

রমণীর মণি, মমতার খনি, রাজার দুলালী ধনি,
অমা যামিনীর তিমির জিনিয়া কালো তব কেশ গণি ;
কালো সে নিবিড় ফল-মণ্ডিত জম্বুবনের চেয়ে,
পৃষ্ঠ তোমার—স্কন্ধ তোমার—ললাট তোমার ছেয়ে!
কুসুম স্তবক স্তন দু'টি তব বিমুখ বিরাগ ভরে,
তীক্ষ্ণ উজল দশন অমল হীরকে মলিন করে ;
লঘু লীলায়িত সকল অঙ্গ হিল্লোলে যেন দোলে,
তোমারে ঘিরিয়া যেন বসন্ত নব-পল্লব খোলে!

নারী-বন্দনা

(জাপান)

মুল-পাপ্‌ড়ির জড়িমা-জড়িত আধ-বিকশিত আঁখি,
উজ্জ্বল যেন ছুবির মতন, শান্ত যেন গো পাখী!
সুন্দর কিবা দীর্ঘ ও গ্রীবা, বদন ডিম্বাকার,
বক্ষ ও উরু নহে নহে গুরু, ক্ষীণ পাণি পাদ তা'র
পাণ্ডুবদন, পাণ্ডুবরণ, মাথায় কেশের রাশি,
অতুল শিল্প ওষ্ঠ-অধরে আধ-বিকশিত হাসি!

নারী-বন্দনা

(গ্রীস)

কপোল তোমার গোলাপের মত, দুধে-আল্‌তার রং,
নিশ্বাস মধু, সরল নাসিকা,—নহে গরুড়ের ঢং ;
দীঘল আঙুল, ক্ষুদ্র চরণ, উজল মাঝারি চোক্‌,
জোড়া নহে ভুরু,—ঈষৎ বক্র, হাসিতে তুষ্ট লোক ;
নগ্ন মুরতি সুন্দর অতি, ভূষণে তেমনি শোভা,
তনু কমনীয়, সুখ নমনীয়, নিখিল পরাণ লোভা!

নারী-বন্দনা

(ভারতবর্ষ)

পূর্ণিমা-চাঁদ বদনের ছাঁদ লাবণ্যে তনু ছায,
আধ-বিকশিত সোনার কমল উর্জালিছে মহিমায় ;
পরশে তাহার শিরীষ-সুষমা, বলি-চিহ্নিত মাঝ,
কোকিল-কণ্ঠী, হরিণ-নয়না, হাসে ভাষে সদা লাজ।

নারী-বন্দনা

(যিহূদি)

তোমার মুখের গন্ধ মধুর নাস্‌পাতি হ'তে মিঠে,
কিবা সর্ব্বৎ—কিবা সে সরাব অধর অমৃত ছিটে।
তরুণ তরুর ছন্দ তনুর, নীল কুন্তলজাল,
হৃদয়কুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে দ্রাক্ষা সে সুরসাল!
লুকায়ে ও বুকে উৎসুক মুখে ও কি মৃগশিশু দু'টি?
আবরণখানি করিলে মোচন—ওরা কি পালাবে ছুটি'?
স্ফটিকে গঠিত অঙ্গ তোমার, অমৃত পাত্র কায়,
কোন্ রস তাহে আছে যে অভাব ভাবিয়া পাই না হায়!

নারী-বন্দনা

(য়ুরোপ—মধ্যযুগ)

অমলবরণী নবনীত জিনি'—জিনি' বরফের গুঁড়া,
কোমল চিকন চিকুর সোনালী জিনি' কাঞ্চন-চূড়া!
অধর অরুণ, হাসিটি তরুণ, করুণ নয়ন দু'টি,
ক্ষীণ তনু—তাজা, পরিক্ষীণ মাজা,—তবু সে পড়ে না টুটি'।
বুকের বসন তুলিয়া ধরিয়া আছে দু'টি আখ্‌রোট,—
সোহাগ-ভিখারী আছে আগু বাড়ি'—সাথে আছে রাঙা ঠোঁট।

নারী-বন্দনা

(কাফ্রি)

ওই কালো রূপ অমৃতের কূপ সুষমার খনি কালো,
শ্যাম পল্লব জিনিয়া পেলব কালো আমি বাসি ভাল ;
নিবিড় রূপের স্নিগ্ধ গাঢ়তা স্বপনে ডুবায় আঁখি,
স্নিগ্ধ শ্যামল বদনে উজল চঞ্চল আঁখি-পাখী!
ললাট-ফলক বেড়িয়া অলক খেলা করে বায়ু-ভরে,
কোমলে কঠোর—সংহত তনু কাফ্রির মন হরে।

নারী-বন্দনা

(পারস্য)

ঘন কুন্তল শত তরঙ্গে সতত রঙ্গ করে,
ভুরু ধনু কে গো ক'রেছ যোজনা নয়ন-পক্ষ্ম-শরে!
গুম্ফ-বিহীন ওষ্ঠে চিবুকে নীল সুষমার লেখা,
দীঘল সরল তনু নির্ম্মল, চোখে কজ্জল-রেখা ;
কালো তিল—খুঁটে কুড়ায়ে তুলেছে,—ফুটায়ে তুলেছে রূপ,
অমল চরণে লুণ্ঠিত কত মুকুট-শীর্ষ ভূপ!

নারী-বন্দনা

(আরব)

বেতসী জিনিযা নমনীয় তনু,—কিশলয় জিনি' কচি ;
বদন-ইন্দু ঘিরি' কুন্তল বেখেছে যামিনী রচি'!
কজ্জল-হীন কাজল-নয়ন বেশমী পক্ষ্মে ঘেরা,
কান্ত কোমল ক্লান্ত সে দিঠি সকল দিঠির সেরা ;
অধর অরুণ দশন তরুণ প্রবালে মুকুতা পাঁতি ,
ক্ষীণ কটি, গুরু উরু নিতম্ব, জোড়া ভুরু প্রাণঘাতী!
এক বৃন্তের দু'টি দাড়িম্ব হৃদি 'পরে হৃদি লোভা,
লঘু পাণি, লঘু চরণ, আঙুলে হেনার রঙীন শোভা।

কবির প্রেম

গোলাপ যাহা প্রণয় যদি হ'ত তাই,
আমি তা'রি হ'তাম পাতার মত ;—
দোঁহার তনু বাড়িত একই সাথে,
গানের দিনে কিম্বা দুখের রাতে
ফুলের বনে কিম্বা মাঠের মাঝে ভাই,
হর্ষে বিভোর কিম্বা শোকে হত!
গোলাপ যাহা প্রণয় যদি হ'ত তাই,
আমি তা'রি হ'তাম পাতার মত!

'কথা' যাহা আমি গো যদি হ'তাম তাই,
প্রণয় যদি হ'ত 'সুরের' মত ;—
মূর্চ্ছনা কি উচ্চগ্রাম, খাদে,
দোঁহার সর্ব্ব মিশিত এক(ই) সাথে,
দুপুর বেলা মধুর বৃষ্টিপাতে ভাই,
হর্ষে বিভোর পাখী দু'টির মত ;
'কথা' যাহা আমিও যদি হ'তাম তাই,
প্রণয় যদি হ'ত সুরের মত!

জীবন যাহা—তুমি গো যদি হ'তে তাই,
আমি হ'তাম মরণেরি মত!
রৌদ্র বৃষ্টি হ'ত একই সাথে,
চৈত্র মাসের নূতন পাতে পাতে,
চৈত্র মাসের সকল শাখে শাখে ভাই
ফুলে যখন ফলের গন্ধ যত।
জীবন যাহা—তুমি গো যদি হ'তে তাই,
আমি হ'তাম মবণেরি মত।

তুমি গো যদি দুখের হ'তে ক্রীতদাস,
আমি হ'তাম হরষেরি সাথী ;—
ভাগ্য ল'যে চলিত শুধু খেলা,
কখনো হাসি, কখনো হেলাফেলা,
বালক সম—বালিকা সম পরিহাস,
অরুণ সাথে অশ্রুময়ী রীতি!
তুমি গো যদি দুখের হ'তে ক্রীতদাস,
আমি হ'তাম হরষেরি সাথী।

তুমি যদি 'মধু'ব প্রিয়া হ'তে রাণী,
আমি হ'তাম 'মাধবে'রি রাজা ;—
মুকুল, ফুল, রাখিয়া বাজি মেলা,
পাতার পাশা হ'ত মোদের খেলা,
নিশার মত হ'ত ঊষার হাসিখানি,
নিশি হ'ত অরুণ-রাগে মাজা!
চৈত্রনিশিব তুমি যদি হ'তে রাণী,
আমি হ'তাম বসন্তেরি রাজা।

তুমি যদি সুখের প্রিয়া হও রাণী,
আর আমি হই বেদনারি বাজা ;—
মদনে মোরা করিব দোঁহে শিকার,
ছিঁড়িয়া পাখা ঘটাব তা'র বিকার,
মুখেতে তা'র লাগাম এক দিব টানি,—
শিখাব তা'রে নাচনেরি মজা!
তুমি যদি সুখের প্রিয়া হও রাণী,
আর আমি হই দুঃখব্যথার রাজা!

সুইনবার্ণ।

গোলাপ-গুচ্ছ

সারাদিন আমি বেঁধেছি গোলাপ
গুচ্ছ করি',
এবে একে একে দলগুলি তা'র
নিতেছি হরি ;

দিতেছি ছড়ায়ে যে পথে আমার
সে জন যায়,
একবার সেকি চাহিবে না ফিরি'?
চা'বে না? হায়!
তবে প'ড়ে থাক্,— তবে প'ড়ে থাক্,—
মরিয়া যা'বে?
আমি ভেবেছিনু নয়নে তাহার
পড়িয়া যা'বে।

হায়, কতকাল করিয়াছি শ্রম
সাধিতে হাত
ফিরাতে কঠিন আঙুল বীণায়
দিবস রাত,
আজিকে আমার গাহিতে যতন
জানি যে গান,
সে কি শুনিবে না? হায় গো সে জন
দিবে না কাণ?
যাক্ ছিঁড়ে তার, গান থেমে যাক্
হৃদয় তলে,
আহা যদি আজ সে জন আমায়
গাহিতে বলে!

সারাটি জীবন শিখেছে শুধুই
বাসিতে ভাল,
এবার ভেবেছি সাধিয়া দেখিব
জ্বলে কি আলো;
মরম-কাহিনী শোনা'ব সে জনে,
শুনিবে সে কি?
দিবে সে কি মোরে স্বরগের সুখ?
ভালই, দেখি।
যে খুসি হারাক্ আমি তো বলি গো
এমনি ধারা,—
স্বর্গ যা'দের করতলে আসে
ধন্য তারা!

রবার্ট ব্রাউনিং।

মিলন-সঙ্কেত

তোমারি স্বপন-সুখে জাগিয়া উঠি,
কাঁচামিঠে ঘুমটুকু পড়ে গো টুটি';

মৃদু নিশ্বাসে যবে সমীর চলে,
রশ্মি-উজ্জল তারা আঁধারে জ্বলে,
তোমারি স্বপন-সুখে জাগিয়া উঠি,
তোমারি জানালা-তলে এসেছি ছুটি' ;
চরণ কে যেন মোর আনে গো টানি',
কে জানে কেমনে?—আমি জানিনে রাণী।
নিথর নিবিড় কালো নদীর 'পরে
চলিতে চলিতে বায়ু মুরছি' পড়ে—
মিলায় চাঁপার বাস—নিবিযা আসে,
ভাবের ভুবন যেন স্বপন-দেশে ;
পাপিয়ার অনুযোগ ফুটিতে নারি'
মরমে মরিয়া হায় গেল গো তা'রি,
আমিও মরিয়া যাব অমনি ক'রে,
আদরিণি! ও তোমার হৃদয় 'পরে।
এ তৃণ-শয়ন হ'তে তোলো আমারে,
মরি গো মরেছি, ডুবে যাই আঁধারে!
পাণ্ডু অধরে আর নয়ন-পাতে,
বৃষ্টি কর গো প্রেম চুমার সাথে!
কপোল হ'য়েছে হিম, হায় গো প্রিয়া,
দ্রুততালে দুরুদুরু কাঁপিছে হিয়া ;
ধর গো চাপিয়া বুকে, এস গো ছুটি'
তোমারি বুকের 'পরে যাক্ সে টুটি'।

শেলি।

প্রেমের সুখদুঃখ

প্রেম রাখিল মাথাটি তা'র
কাঁটায় ভরা গোলাপ শেষে ;-
ঠোঁট দু'টি তার শুকিয়ে এল,
আঁখির পাতা উঠ্‌ল ভিজে।
সঙ্গীহারা শিথানে তা'র
ভয় ভাবনা রইল ঘিরে ;
তিলে তিলে পোহায় নিশি,
উষায় ধরা হাসে ফিরে ;
উষার সাথে হরষ এসে
চুমিল সেই মুখটি ধীরে,
ভয় ভাবনা গেলেন সরে
ছিলেন যাঁরা শিথান ঘিরে!

আঁখিতে তা'র ফুট্‌ল আলো,
ঠোঁটে ঊষার হাসি-রাশি ;
নিশায় বিষাদ রাজ্য করুক্‌
ঊষা ফিরে আন্‌বে হাসি!

সুইনবার্ণ।

সন্ধির আনন্দ

কমল, গোলাপ আন ভরিয়া অঞ্জলি,
আন বেলা, ফুল্লযূথী ছড়াও পবনে ;
আমার ব্যথায় যা'রা ব্যথা পেলে মনে,—
এস আজ! আনন্দের অংশী হ'তে বলি।
আন গো অরুণ ফুল, আন শুভ্র কলি,
যে ফুল সাজিবে ভাল এ আনন্দ দিনে ;
সুগন্ধ সলিল-ধারা ঢাল গো ভবনে,
আমার ভাবের সাথে মিলে এ সকলি।
শান্ত সে বিপক্ষ মোর, করেছে মার্জ্জনা,
শান্তি এবে, চাহে না সে মরণ আমার ;
দয়া মাত্র গর্ব্ব তার,—নহে নহে ঘৃণা ;
আশ্চর্য্য হ'য়ো না তবে উৎসাহে আমার ;
এত সুখে—এ আনন্দে—ক্ষীণ মনোবীণা—
নহে ছিন্ন তন্ত্রী!—এই বিস্ময় অপার!

বোয়ার্দ্দো।

মারাঠি গাথা

কানাই। আবার কিনিলে মোরে, হে সুন্দরী!
গোপী। আমি ত' আসিনি ; টেনে আনে বাঁশরী ;
লহরিয়া উঠে হিয়া ঘনঘটাতে—
কানাই। বালিকা, কেমনে এলে আঁধার রাতে?
কেমনে চিনিলে পথ? গভীর নিশা!
গোপী। চমকে বিজলী মুহু—পাইনু দিশা।
কানাই। পিছল সে বাঁকা পথ কাঁটায় ভরা,
বেদনা পেয়েছে বড়, বিম্বাধরা!
গোপী। লঘু গতি, দৃঢ় মতি করে সে হেলা।
কানাই। নিশি যে বিষম কালো,—তুমি একেলা!
গোপী। না, না বঁধু, একাকিনী আসেনি রাধা,
প্রেম যার সাথী তা'র কিসের বাধা!

প্রেমের নেশা

ধন্য সে,—প্রভাতে জাগি' সতৃষ্ণ নয়নে
প্রতিদিন যেইজন দেখে ও বয়ান ;
মাতাল চেতনা পায় নিশা অবসানে,
প্রেমের কাটে না নেশা না গেলে পরাণ!

সাদি।

চুম্বন

প্রথমেতে কীটের চুম্বন!
চুম' মোরে,—যেন তুমি পার না বুঝিতে
কোনো মতে,—কোন্ ভাবে আজি রজনীতে,—
ফুল যা'রে বল তুমি,—এ মোব আনন-
শতদল—গুটায়েছে পাপ্ড়িগুলি তা'র ;
চুম্বন-পরশ দাও সর্ব্বত্র তাহার!
ফুটিব পরশ চিনি' অমনি তখন!
ভ্রমরের চুম্বন এবার!
চুম' মোরে,—যেন তুমি পশেছ অন্তরে
হর্ষভরে,—একদিন দিবা দ্বিপ্রহরে ;
উড়াতে না পারে হায় সে দাবী ত' আর
মুকুল সাহস ক'রে ;—সব পর হাত ;
তাই শেষে, শ্লথ-দল পুষ্প সম, নাথ!
এ ফুলে পাড়াই ঘুম বাহুতে তোমার।

রবার্ট ব্রাউনিং।

সাকীর প্রতি

এস সাকী! দেহ পাত্র ভরিয়া
রঙিগল মদিরায় ;
আর কারো হাতে এমন করিযা
পাত্র কি লওয়া যায়?

সে রস ধরে না আঙুরের ফল,—
নাহি সে মর্ত্ত্য-লোকে,
সে যে রাঙিয়াছে তোমারি কপোল,
উজল করেছে চোখে।

আব্দল্ সালম্ বিন রাগোয়ান্।

মেঘের প্রতি

আরো গম্ভীরে ডাক তুমি মেঘ, ডাক গম্ভীর স্বরে,
তোমার প্রসাদে পরাণ আমার অনুরাগ-রসে ভরে ;
নিবিড় পরশ-হরষ-আবেশে ঘন রোমাঞ্চ হয়,
নব-বিকশিত নীপের পুলক জাগে সারা তনুময়।

শূদ্রক।

প্রিয়া যবে পাশে

প্রিয়া যবে পাশে, হস্তে পেয়ালা, গোলাপের মালা গলে ;—
কিবা সুলতান? তখন আমাব গোলাম সে পদতলে।
ব'লে দাও বাতি না জ্বালায আজি আমোদের নাহি সীমা,
আজ প্রেযসীব মুখচন্দ্রেব আনন্দ পূর্ণিমা।
আমাদের দলে সবাব যা' চলে তাহে কারো নাহি রোষ,
তবে ফুলমযী! তুমি না থাকিলে পরশিতে পারে দোষ।
আমাদেব এই প্রেমিক সমাজে আতর ব্যাভার নাই,
প্রিয়ার কেশেব সুরভিতে মোরা মগন সর্ব্বদাই।
শবের মুরলী শুনি আমি ওগো সমস্ত কাণ ভরি',
আঁখি ভরি' দেখি সুবাব পেযালা—তব রূপ সুন্দরী।
শর্করা মিঠা আমাবে ব'ল' না, প্রিযা! আমি তাহা জানি,
তবু সব চেয়ে ভালবাসি ওই মধুর অধরখানি।
অখ্যাতি হবে? অখ্যাতিতেই বেজে গেছে মোর নাম,
নাম যাবে? যাক্, নামই আমার সব লজ্জার ধাম ;
মত্ত, মাতাল, ব্যসনী আমি গো, আমি কটাক্ষ-বীর,
একা আমি নই আমাবি মতন অনেকেই নগরীর।
মোল্লাব কাছে মোর বিরুদ্ধে কবিযো না অনুযোগ,
তাঁর' আছে, হায, আমাবি মতন সুবা-মত্ততা বোগ।
প্রিয়ারে ছাড়িয়া থেক না হাফেজ! ছেড় না পেয়ালা লাল,
এ যে গোলাপেব চামেলিব দিন—এ যে উৎসব কাল!

হাফেজ।

সাকীর প্রতি

ওগো সাকী মদিবা বিলাও,
পেয়ালা ভরিযা বারেবার ;
মধুপান বিনা মধু যা'বে?
বলিয়ো না—দোহাই তোমার।

আর কবে ফ্লদলে পা'ব,
ফ্লমুখী স্ন্দরী সঙ্গিনী?
কোন বাধা বাঁধে মোরে আজি?-
হেন দিনে,—বল ত' রঙ্গিণী!
দেখ, কি বলিছে ওরা—শোনো,
কি বলিছে বাঁশীতে বীণায়,—
'গেলে দিন আসে না ফিরিয়া'
কি দার্ণ, কি বিষম হায়।
মিষ্ট বড় জীবনের স্খ,—
হায়—যদি থাকে চিরদিন,
চিরকাল না থাকিল যদি—
গণ', তা'বে তুচ্ছ অর্থহীন।
কত না ন্তন প্রেম হায়,
দলিত কালের পায় পায়!

খ্শ্হাল।

সাগরে প্রেম

আমরা এখন প্রেমের দেশে, তবে,
বল, এখন কোথায় যাব আর?
থাক্বে হেথা?—যেতে কোথাও হ'বে?
পাল তুলে দিই?—ধরি তবে দাঁড়?
নানান্ দিকে বহে নানান্ বায়,
ফাগ্ন চিরদিনই ফাগ্ন হায়,
প্রেমের পাশে বন্দী মোরা তায়,
এখন বল, কোথায় যা'ব আর?

চুমার চাপে যে দ্খ গেছে মরি',—
অস্ত স্খের শেষ নিশাসে ভরি',—
প্রসাদ পবন মোদের হ'বে সে;
ফ্লে বোঝাই হ'বে নৌকাখান,
পন্থা মোদের জানেন ভগবান,
আর জানে সেই কুস্ম-ধন্ যে!
প্রেমের পাশে বন্দী মোরা, হায়,
এখন বল, যা'ব আর কোথায়?

মাঝি মোদের প্রণয়-গাথা যত,
ধ্বজে দ্'টি কপোত প্রণয়-ব্রত,
সোনার পাটা, সোনার হ'বে ছই,

রশারশি রসিক জনের হাসি,
নয়ন কোণে র'বে রসদ রাশি,
রসদ র'বে অধর প্রান্তে সই!
প্রেমের পাশে বন্দী মোরা, হায়!
এখন বল, যা'ব আর কোথায়?

কোথায় শেষে নামাব, বল্, তোরে,—
বিদেশী সব যেথায় নিতি ঘোরে?
কিম্বা মাঠের শেষে গাঁয়ের ঘাটে?—
যে দেশে ফুল ফোটে অনল মাঝে?
কিম্বা যেথায় তুষার বুকে সাজে?
কিম্বা জলের ফেনার সাথে ফাটে?
প্রেমের পাশে বন্দী মোরা হায়!
এখন বল,—যা'ব আর কোথায়?

কয় সে ধীরে, "নামিও মোরে সেথা,
প্রেমের পাখী একটি মাত্র যেথা :—
একটি শর, একটি মাত্র হিয়া!"
তেমন পুরী যেথায় আছে, হায়,
নরের তরী যায় না গো সেথায় ;
নারী সেথায় নাম্‌তে নারে, প্রিয়া!

তেয়েফিল্ গতিয়ে।

রাজা ও রাণী

"ওই শোনো গো কাক কোকিলে ডাকে,
সভায় তব লোক দেখ না কত!"
"না, না, কোথায় কাক কোকিলে ডাকে?
শব্দ হ'ল ঝিঁঝির ডাকের মত"।
"ওই দেখ গো ভোরের আলো পেয়ে,
সভা তোমার উঠছে যেন হেসে!"
'না, না, ও নয় দিনের আলো, প্রিয়ে,
উদয় চাঁদের রশ্মি ওঠে ভেসে।"
"হায় প্রিয়তম, ঝিল্লি তানের মাঝে,
সুখের বড় নিদ্রা তব সনে ;
ভাবনা শুধু,—ফিরবে সভার লোক,
না জানি কি ভাববে তা'রা মনে!"

'শীকিং' গ্রন্থ।

বিদায় ক্ষণে

মাঝিরা বলিল "গেল বেলা গেল,
আর বিলম্ব নয়।"
সেই ক্ষণে প্রিয়া শিখা'ল হিয়ায়
আঁখি কত কি যে কয়!

উদ্বেল হিয়া কাছে এল প্রিয়া
কহিতে বিদায়-বাণী ;
মনের যে কথা মুখে মিলাল তা'
আধেক চেতনা মানি'।

মুগ্ধ নয়ন জল-ভার-নত,
মেলি' দুইখানি কর,
গোলাপের বনে মলয়ার মত
পড়িল বুকেরি 'পর।

রাহু সম মোর উৎসুক বাহু
বেড়িয়া ধরিল তা'রে ;
সে কহিল কাঁদি' "পরিচয় যদি
না ঘটিত একেবারে!"

আবু মহম্মদ।

প্রবাসে

হলুদ বরণ পাখী, ওরে হলুদ বরণ পাখী মোর,
শস্য খুঁটে নিস্‌নে আমার শস্য লুটে নিস্‌নে চোর!
বিদেশে বিদেশীর মাঝে পাইনে সাদর সম্ভাষণ,
চল্‌ রে উড়ে পালাই দেশে যেথায় আছে আপন জন।

হলুদ বরণ পাখী, ওরে হলুদ বরণ পাখী মোর,
ভুট্টা খুঁটে নিস্‌নে মোদের নিস্‌নে ওরে ভুট্টা-খোর!
বিদেশে কেউ মন বোঝে না মিথ্যা মুখের পানে চাই,
চল্‌ রে ভেসে আপন দেশে আপন জনের কাছে যাই।

সোনার বরণ পাখী, ওরে সোনার বরণ পাখী মোর,
মোদের রুটি নিস্‌নে লুটি' পাখী রে পায় ধরি তোর ;
বিদেশে বিদেশীর মাঝে থাক্‌তে মোরা পারি না, ভাই,
চল্‌ রে মোরা সবাই মিলে দেশের কোলে ফিরে যাই।

চীন দেশের 'শীকিং' গ্রন্থ।

হাব্‌সী নারীর গান

বাতাস গরজায়, বৃষ্টি পড়ে ;
পথিক দরজায়, বিদেশী অসহায়,
কাতর সে যে হায় বিষম ঝড়ে।
কাছে মা নাই তা'র দুধ কে দেবে আর ?
গরম ক'রে আর আদর ক'রে ?
বধূ সে কাছে নাই, গম কে ভাঙে ভাই,
রুটি কে গড়ে বল্‌ তাহার তরে ?
বিদেশী অসহায়, কোথা সে যাবে হায় ?
আমরা তারে আয় বাঁচাই ঝড়ে,
নাই মা, বধূ নাই, খেতে কে দেবে ভাই ?
কে তারে দেবে ঠাঁই !—বৃষ্টি পড়ে।

স্মৃতি

অন্তরে কাঁদিয়া ফিরে মোহময় তান,
থেমে গেলে গান !
বকুল শুকায়ে গেলে,—তবু তা'র ঘ্রাণ
মুগ্ধ করে প্রাণ !
গোলাপ ঝরিলে তার পাপ্‌ড়ি বিছায়
প্রিয়ার শয্যায় ,
তুমি গেলে ভালবাসা পড়িবে ঘুমায়ে
স্মৃতিটি জড়ায়ে !

শেলি।

দুখ-শর্ব্বরী মাঘে

দুখ-শর্ব্বরী মাঘে,
বড় সুখী তরুলতা ;
শাখে আর নাহি জাগে
শ্যামল শোভার কথা !
উত্তর বায়ু পারে না পত্র ঝরাতে ;
বরষি' করকা তীব্র স্বননে ত্বরাতে ;
নাহি পারে আর পিণ্ড-তুষার জ্বরাতে ;
বিকাশের মুখে তা' সবায়।
দুখ-শর্ব্বরী মাঘে,
বড় সুখী নির্ঝর ;
বুদ্‌বুদে নাহি জাগে
রঙিন রবির কর !

শুধুই মধুর বিস্মৃতি ল'য়ে সুখেতে,
লালসা-লহর শান্ত করে সে বুকেতে ;
নিমেষের' তরে উচ্চারে না ত' মুখেতে
কঠোর কালের বারতায়।
আহা যদি সকলেরি
হ'ত গো এমনি হায় ;
অতীতের সুখ স্মরি'
কে না কাঁদে যাতনায় ?
মরমে মরমে পরিবর্ত্তন মানা,
প্রতিকার নাই,—চিকিৎসা নাই—জানা,
অথচ নহেক অপটু, বধির, কাণা,
সে কথা লেখেনি কবিতায়।

কীটস্।

বধূ

ছেলেবেলার কথা ভাবি যখন জ্বলে সাঁঝের দীপ ;
মনে পড়ে গাঙের ধারে তল্‌তা বাঁশের দীর্ঘ ছিপ্।
বাম দিকে সেই ঝর্‌ণা ঝরে, ডাহিন দিকে বইছে নদী,
দূরে হ'লেও তোমরা আমার কাছেই আছ নিরবধি।
আঁখি যে ঠাঁই দেখতে না পায়, মন ছোটে সেই বাপের ঘরে,
বাপের মায়ের ভায়ের আদর না পেয়ে প্রাণ কেমন করে।
ঝর্‌ণা ঝরার ঝঙ্কারে আর নদীর কুলুকুলুর সাথে,
তোমাদের আনন্দ হাসি শুনি আমি আঁধার রাতে !
কেরল কাঠের নৌকা চ'ড়ে সরল কাঠের দাঁড়টি বেয়ে,
মাগো আমার ইচ্ছে করে, তোমার কাছে জুড়াই গিয়ে।

'শীকিং' গ্রন্থ।

উৎকণ্ঠিতা

ওই গো আবার আকাশ ডাকে,—
আকাশ ডাকে ওই !
এমন সময় বাইরে থাকে ?—
ছুটিই বা তা'র কই ?
ওগো, তুমি ফিরে এস, ফিরে এস গো !
তোমায় ঘরে দেখে আমি নির্ভাবনা হই।

আবার আকাশ উঠছে ডেকে ;
কখন গেছে সেই ;
বাড়্‌ছে বাতাস থেকে থেকে,
ফিরতে কি তা'র নেই ?
ওগো, তুমি ফিরে এস, ফিরে এস গো !
তুমি কাছে থাক্‌লে ত' ভয় পাইনে কিছুতেই।

ভেঙে বুঝি পড়্‌ল আকাশ
পড়্‌ল বুঝি ওই ;
এমন দিনেও নেই অবকাশ,—
একলা সারা হই !
ওগো, তুমি ফিরে এস ফিরে এস গো,
তোমার কাছে বসে আমি নির্ভাবনা হই।

চীন দেশের 'শীকিং' গ্রন্থ।

প্রোষিতভর্ত্তৃকা

প্রভু মম যোদ্ধা তেজীয়ান্‌,
বীরাগ্রণী বীর ;
নৃপ আগে রণে তিনি যান ;
করে ধনু তীর।

যুদ্ধে যবে গেল প্রিয়তম,
সে অবধি কি গ্রীষ্মে কি শীতে,-
রুক্ষ কেশ ওড়ে শণ সম ;
বাঁধিব সে ? কাহারে তুষিতে ?

বৃষ্টি চাই, তবু সূর্য্য ওঠে
নির্মেঘ আকাশে ;
তাঁরি কথা প্রাণে সদা ফোটে,
মনে শুধু আসে।

কোথা মিলে বিস্মরণী লতা ?
আমি দ্বারে করিব রোপণ ;
জাগে যে কেবলি তাঁরি কথা,
হায় তাহে কেবলি রোদন !

'শীকিং' গ্রন্থ।

ব্যাকুল

ঘন গরজে, বন গহন,
মেঘে ছাইল সারা গগন,
ব্যাকুলা বালিকা
কেঁদে ফিরে একা
সাগর-তীরে দুখে মগন।
প্রচণ্ড ঢেউ পড়ে আছাড়ি'
ত্রাসে বালিকা উঠে ফুকারি'
একাকী—একাকী,
কেঁদে রাঙা আঁখি,
শ্রান্ত, ব্যথিত, আকুল মন।
শূন্য জগৎ, চূর্ণ হৃদয়,
বাঁচিবার সাধ আব নাহি হায় ;
ডেকে নাও নাও,
কোলে ঠাঁই দাও,
অনেক দেখেছে দু'টি নয়ন।

শিলার।

সতী

প্রাণের আবেগে এসেছি ছুটিয়া
ছাড়িয়া ঘর ;
এসেছি খুঁজিতে অনল-সমাধি
চিতার 'পর।
অসহ জীবন জীবন যাতনা
সহে না আর ;
মুক্ত করিতে এসেছি, আমার
জীবন ভার।
সেই ত' মরণ মধুর—মধুর—
বঁধুর সনে ;
পুরিবে কি সাধ? থাকে যদি আহা
বিধির মনে!
এই, এই শেষ ;— সকলি দেখেছি,
সানুর তলে
এখনি মিশিবে শরীরে শরীর,
হেম-অনলে।
উচ্চ এ গিরি ;— এখনি পড়িব
চিতার মাঝে,
চল প্রিয়তম যাই সুরপুরে
দেবতা-সাজে!

আমি? আমি রব তোমারে ছাড়িয়া
ধরণী মাঝে?
গেছে উৎসব; উৎসব-দীপ
আর কি সাজে?

য়ুরিপিডিস।

নব-সপত্নী-সম্ভাষণ

চকাচকীর ডাকাডাকি নদীর চরে শোনা যায়,
তুমি সতী! যোগ্য পতির, ভাগ্যবতী তুমি হায়।
আন্ গো তুলে কুমুদমালা যেখানে পা'স্ ডাহিন বাঁয়,
এই কুমারীর অন্বেষণে প্রভু মোদের ছিলেন, হায়।
অন্বেষিয়া না পেয়ে তায় মৌনে গেছে দীর্ঘদিন,
বিষাদ ভরে কেটেছে রাত শয্যামাঝে নিদ্রাহীন!
আন্ গো তুলে কুমুদ ফুলে আঁচল ভ'রে নিয়ে আয়,
আজ্‌কে বালা মোদের হবে বাঁশী বীণার ঘোষণায়।

চীন দেশের 'শীকিং' গ্রন্থ।

গান

নূতন মধুর লালসা-লোলুপ অলি হে!
আম্র-মুকুলে গিয়েছিলে তুমি চুমিয়ে,
আজি কমলের দুয়ারে মাত্র বুলিয়ে,
একেবারে তারে গেলে কি ভ্রমর ভুলিয়ে!

কালিদাস।

যুগ্মপত্নীর প্রেম

যুগ্মপত্নী ছিল এক প্রাচীন জনের,
প্রৌঢ়া এক, বালা এক,—এই দু'জনের।
যখন বসিত বুড়া বালা-স্ত্রীর ঘরে,
পাকা চুল তুলিত সে আগ্রহের ভরে;
প্রৌঢ়া কিন্তু পাকা চুল তুলিবার ছলে,
কাঁচা উপাড়িত!—নিজ মিলাতে কুন্তলে!
দিনে দিনে এইরূপে বেড়ে উঠে প্রেমের বিপাক,—
দেখা দিল বিপ্র শিরে মাথা-জোড়া বিপর্য্যয় টাক!

লা ফন্তেন্।

পদস্খলন

কৌতুকে পড়িতেছিনু একদা দু'জনে,
সুন্দরের কথা,—তা'র প্রেমের কাহিনী,
নিভৃতে দু'জনে ছিনু অসংশয় মনে,
চোখাচোখি হ'তেছিল, শোণিত-বাহিনী
কপোল রঞ্জিয়াছিল দ্রুত অধ্যয়নে ;
শেষে একঠাঁয়ে মোরা ডুবিনু দু'জনে।
যখন পড়িনু মোরা,—চুমিল কেমনে
সে প্রেমিক ঈপ্সিত সে প্রফুল্ল আননে,—
যে আমারে ভুলিবে না কখনো জীবনে
কম্প্রবক্ষে মুখে মোর চুমিল অমনি!
পোড়া বই,—লিখেছিল কোন্ নষ্টজনে,
সেদিন সে কাব্য-পাঠ থামিল তখনি।

দান্তে।

সৌন্দর্য্য ও সাধুতা

ভাবিতাম, পদ্মপর্ণ! এ বিশ্ব-সংসারে
নাহি কিছু তোমা সম পুণ্য-সুবিমল :
তবে কেন কুক্ষিগত শিশির-কণারে
মুক্তা বলি' লোকমাঝে প্রচার' কেবল ?

হেঙ্জু।

বাতুলতা

স্রোতের জলে লেখার চেয়ে বড়
একটা মাত্র আছে বাতুলতা ;—
সেটা কেবল তা'রি কথাই ভাবা,—
ভাবে না যে জন্মে তোমার কথা।

'মন্যো-শু' গ্রন্থ।

অভাগীর চরম সাধ

আর কি আমার নাম করে কেউ
আমাদের সেই গাঁয় ?
ঘাটের পথে,— মাঠের কোলে,—
প্রাচীন বটের ছায় ?

সেই যে, যেথা খেলেছিলাম
কতই খেলা, হায়!

মাগো, তোমায় মুখ দেখাতে
হয় মা আমার ভয়,
হতভাগীর এ অপরাধ
ক্ষমার যোগ্য নয় ;—
তবু তোমার আমার লাগি'
অশ্রু আজো বয়।

বাবা আমার পুরুষ মানুষ
তাঁর ভ্রূকুটি সয়,
তুমি নারী,— ওই ত' বাধা
ওইখানেই ত' ভয় :
কেমন করে ছোঁবে?—যে জন
ছোঁবার যোগ্য নয়?

তবে আজি মরতে বসে
ডাকছি মা তোমায়,
ছেলেবেলার মতন আমায়
ঘুম পাড়াবি আয় ;
সামনে যে মা দারুণ আঁধার
দৃষ্টি ডুবে যায়।

ষ্টিফেন ফিলিপ্স।

বিচারক

পরের পরাণ মনের মাঝারে যত তোলাপাড়া হয়,
তা'র সনে যদি তোমার হিয়ার নাহি থাকে পরিচয়,—
আচরণ তা'র বিচার করিতে যেয়ো না যেয়ো না তবে,
তুমি যাহা ভাব কলঙ্ক, তাহা অস্ত্রের লেখা হবে ;
হয় ত' সে রণে তুমি হেরে যেতে ; সে তবু হয়েছে জয়ী ;
ক্ষতের চিহ্ন বহিছে এখন ক্ষতের যাতনা সহি'।
তা'র যতখানি তোমার নয়ন অপ্রিয় বলি' মানে,
হয় ত' তাহার চরিত্র-বল বিকশিত সেইখানে ;
হয় ত' সে কোনো রিপুর সঙ্গে জীবন মরণ রণ,
যা'র স্মৃতি আজো হৃদে জাগরূক রয়েছে অনুক্ষণ ;—
যে রিপুর সাথে যুঝিতে হয় ত' তুমি হ'তে অধোমুখ,
অধরে মিশাত আজিকার ওই বিদ্রূপ হাসিটুক।

যে গুটির তরে তুমি কর ঘৃণা হয় ত' সে কিছু নয়,
হয় ত' দেবতা নিয়েছেন তা'র শক্তির পরিচয় ;—
কঠিন মাটিতে পড়িয়া, আবার যাহে সে ভবিষ্যতে
পারে উঠিবারে আপনার বলে,—চলিবারে দৃঢ়পদে ;
কিবা অন্তরে তুচ্ছ জানিয়া ধরণীর ধনমানে,
উড়ে যেতে যাহে মন চাহে তা'র আকাশের নীড় পানে।
"একেবারে গেছে,—নষ্ট হ'য়েছে" এমন ভেব না মনে,
রাখো আশা রাখো ভালবাসা, ঘৃণা কোরো না পতিতজনে ;
তা'র পতনের গভীরতা তা'র শোচনার পরিমাপ,
পতন যতই গভীর ততই উচ্চ সে পরিতাপ ;
এত নীচে পড়ে গিয়েছে অভাগা, হয ত' সে পুনরায়,
হ'বে উন্নীত তেমনি উচ্চে বিধাতার মহিমায।

ড্ অ্যান্ প্রোক্টার।

নিষ্ঠুরা সুন্দরী

কি ব্যথা তোমার ওহে সৈনিক,
কেন ভ্রম একা ম্রিয়মাণ ?
শুকায শেহালা হ্রদে হ্রদে, পাখী
গাহে না গান।
সৈনিক কিবা ব্যথিছে তোমায় ?
কেন বা শ্রীহীন ? কেন ম্লান ?
শাখা-মূষিকের পূর্ণ কোটর,
মরাইয়ে ধান।
কমলের মত ধবল ললাটে
কেন বা ছুটিছে কাল-ঘাম ?
কপোল-গোলাপ উঠিছে শুকা'যে,—
নাহি বিরাম।
"মাঠে মাঠে যেতে নারী সনে ভেট,—
সুন্দরী সে যে পরী-কুমারী,—
দীঘল চিকুর, লঘুগতি, আঁখি
উদাস তারি।
"গাঁথি' মালা দিনু শিরে পরাইয়া,
কাঁকন, মেখলা কুসুমে গড়ি' ;
চাহি' মোর পানে আবেগে যেন সে
উঠে গুমরি'।
"চপল ঘোড়ায় লইনু তুলিয়া,
অনিমিখ সারা দিনমান ;
পাশে হেলি' সে যে গাহিল কেবলি
পরীর গান!

"আনি' দিল মোরে কত ফলমূল,
দিল বন-মধু, সুধারাশি গো ;
কহিল কি এক অপরূপ ভাষে,—
'ভালবাসি গো !'
"অপ্সর-বনে লয়ে গেল মোরে,
নিশ্বাসি' কত কাঁদিল হায় ;
মুদিনু তাহার ত্রস্ত নয়ন
চারি চুমায়।
"সেইখানে মোরে দিল সে নিদালি,
স্বপন দেখিনু কত হায়,
চরম স্বপন—তা'ও দেখেছি এ
গিরির গায়।
"মরণ পাংশু কত রথী, বীর,
কত রাজা মোরে ঘিরিয়া ঘোরে,
কহে তারা, "হায়, নিঠুরা রূপসী
মজাল তোরে।"
"দেখিনু তাদের ক্ষুধিত অধর,
লেখা যেন তাহে 'সাবধান'
জেগে দেখি আমি হেথায় পড়িয়া,
গিরি শয়ান।
"সেই সে কারণে হেথা আমি আজ,
তাই ভ্রমি একা ম্রিয়মাণ ;
যদিও শেহালা মরে হ্রদে, পাখী
না গাহে গান।"

কীটস্।

রাখাল ও রাজকন্যা

চলিতে চলিতে কিশোর রাখাল
প্রাসাদ ছায়ায় দাঁড়াল আসি' ;
নৃপ-বালা হায়, দেখিল তাহায়,—
প্রেমের লালসা হৃদয়ে বাসি'।
ধীরে কহে বালা, "হায় আমি যদি
নিকটে তোমার পেতাম যেতে,—
আহা কি ধবল বৎসের দল,
কিবা রাঙা ফুল ফুটেছে ক্ষেতে!"
নীচে হ'তে তবে কহিল রাখাল,
"একবার যদি এস গো হেথা,—
আহা কি অরুণ কপোল তরুণ
আহা কি ধবল ও বাহুলতা!"

তারপর, নিতি নীরব ব্যথায়,
প্রাসাদ ছায়ায় দাঁড়াত একা ;
নয়ন তুলিয়া রহিত ভুলিয়া
যে অবধি বালা না দিত দেখা।
"এস, এস, এস রাজার দুলালী!"
পুলকের ধ্বনি উঠিত বাজি' ;
মধুরে অমনি কহিত রমণী
"রাখাল রে ফিরে এসেছ আজি!"
গেল শীত, এল ফুলের সময় ;—
মাঠে, ঘাটে, বাটে মুকুল-লেখা ;
রাখাল ফিরিল, প্রিয়ারে ঢুঁড়িল,
বৃথা হায়,—সে ত' দিল না দেখা!
"দেখা দাও, ওগো, দেখা দাও ফিরে"
কহিল ফুকারি' করুণ সুরে ;
ধ্বনিল অমনি অশরীরী বাণী—
"বিদায়—বিদায় রাখাল ওরে!"

আহ্ল্যান্ড্।

প্রেম ও মৃত্যু

ভালবাসা! যদি তোর পূর্ণ ক্ষেত্র হ'তে,
মরণ, সোনার শীষ তোলে ;—
দিস্ রে গলায়ে দিস্ শোকে মূঢ় প্রাণ,
সোনার প্রদীপ দিস্ জেলে।
নিরাশার কুমন্ত্রণা করি' পরাজয়
শুনাস্ মধুর আলাপন ;
মরণ, ফসল তোর বাঁটি' যদি লয়
ছাড়িস্ নে বপন রোপণ।

বেরাঁজ্যার।

প্রাচীন প্রেম

যখন তুমি প্রাচীন হ'বে সন্ধ্যাকালে তবে,
উনন্ পাড়ে বসে বসে কাট্‌বে সুতা যবে,
আমার রচা গানগুলি হায় গুন্‌গুনিয়ে গা'বে,
বল্‌বে তুমি, "জানিস কি লো
আহা যখন বয়েস ছিল
লিখ্‌ত গানে আমার কথা কবি সে তার ভাবে!"

শোনে যদি দাসীরা সব আমার রচা গান,—
কাজ সেরে শেষ ঘুমায় যখন,—গানে তোমার নাম
শুনে যদি ওঠেই জেগে,
বল্‌বে তা'রা ক্ষণেক থেকে,
"ধন্য তুমি উদ্দেশে যা'র কবি রচে গান!"
মাটির তলে মাটি হয়ে ঘুমিয়ে আমি র'ব,
গাছের ছায়ে নিশির কায়ে, ছায়া যখন হ'ব,
তোমার গর্ব্ব, আমার প্রীতি,
মনে তোমার পড়্‌বে নিতি,
দিয়ো তখন—দিয়ো মোরে—দিয়ো প্রণয় তব ;—
তুমি যখন প্রাচীন হ'বে, আমি—ধূলি হ'ব।

র'স্যান্দ।

জ্যোৎস্নার কুহক

ভঙ্গুর ভাবনা কতশত, কতশত অস্ফুট বেদনা,
মর্ম্মরিয়া প্রাণে ওঠে জেগে, দাঁড়ায়ে যখন আনমনা
চেয়ে থাকি লাবণ্য-তরল শরতের চাঁদে : আত্মহারা ;
তবু সে রূপালি কুহকেতে একা আমি পড়ি নাই ধরা!

ৎসিসাতু।

স্বপ্ন

স্বপ্ন শেষে গেল ল'য়ে মোরে তা'র পাশে ;
বিশ্বময় অন্বেষি' পাই নি যার দেখা!—
দেখিলাম চন্দ্রলোকে সে আজি নিবসে,
হ'য়েছে সুন্দরী আরো ; কোমলতা মাখা
হাতখানি হাতে রেখে, কহিল "যদ্যপি
মিথ্যা নাহি কহে আশা, তবে তুমি হেথা
রবে এসে চিরকাল মোর কাছে ; কবি!
কত না যাতনা দি'ছি—দি'ছি কত ব্যথা ;
কিন্তু দিবা মোর ফুরা'ল সন্ধ্যার আগে।
সে আনন্দ কে বুঝিবে? ভুঞ্জি যাহা এবে ;
তোমার অপেক্ষা শুধু, আছি শুধু জেগে
নিরখি' তোমার পথ ; কবি, এস তবে।"
হায় রে ফুরা'ল কেন স্পর্শখানি তা'র,
কেন বা থামিল বাণী স্বর্গ সুষমার!

পেত্রার্ক।

প্রেম ও গৌরব

মোরে শুনায়ো না খ্যাতির কাহিনী,—ইতিহাসে খ্যাত নাম,
যৌবন-দিন শুধু মানবের সব-গৌরব-ধাম!
বাইশ বছর বয়সের সেই প্রেম-কুসুমের হার,
জয়-মাল্যের চাইতে মূল্য শতগুণে বেশী তা'র।
বলি-লাঞ্ছিত ললাটের 'পরে পুষ্প-মুকুট কেন?
মরণ-পাংশু কুসুমের দলে স্নিগ্ধ শিশির হেন!
পাকা চুলে আর সাজায়ো না ফুলে, যাও নিয়ে যাও মালা;
কে চাহে বিজয়-মাল্য?—যদি সে শুধুই নামের জ্বালা।
কীর্ত্তি! তোমার কৃপায় কখনো হর্ষ যদি বা আসে,
সে নহে তোমার শুনিতে মস্ত কেতা-দুরস্ত ভাষে;
সে পুলক শুধু তখনি জাগে গো যবে গৌরব গানে,
ভালবাসিবার অযোগ্য নহি,—প্রিয়া মোর বুঝে প্রাণে।
গৌরব আমি খুঁজেছি, পেয়েছি প্রিয়ার নয়ন-মাঝে,
কীর্ত্তি-ছটার প্রধান রশ্মি তারি চাহনিতে আছে;
যখনি সে আঁখি উজ্জ্বল হয় চাহিয়া আমার পানে,
আমি মনে জানি সেই ভালবাসা, কীর্ত্তি সে—জানি প্রাণে।

বায়রণ।

দিবাস্বপ্ন

তীর হ'তে দূরে সাগরে যে শিলা জাগে,
তা'রি 'পরে বসি' দিবসে স্বপন দেখি,
হু হু করে হাওয়া, সাগরের পাখী ডাকে,
ঘুরে ফিরে ঢেউ শিলায় শিলায় ঠেকি'।
ভালবেসেছিনু কত এ জীবনে, আহা,
সুন্দর শিশু কত গো বন্ধু কত;
কোথা তা'রা? হায়, হাওয়া শুধু করে 'হা-হা',
ফেণমুখী ঢেউ ধায় পাগলের মত!

হায়েন্।

যৌবন ও বার্দ্ধক্য

জগৎ যে সুখ হরণ করে তা' ফিরে আর দিতে নারে,
কিশোর ভাবের অরুণিমা, হায়, ক্ষয় সে অন্ধকারে;
কপোল কেবলি হয় না পাণ্ডু যৌবন যবে যায়,
মনের পেলব কুসুম-সুষমা তা'রো আগে টুটে, হায়!

মগ্ন সুখেরে ঘিরিয়া তখনো যাহারা ভাসিতে থাকে,
অত্যাচারের আবর্ত্তে কিবা মজে কলঙ্ক পাঁকে ;
দিক্-নিরূপণ হয় না তখন ; দিশা যদি মিলে, তবু,
সাগর অকূল! ছেঁড়া পাল তুলে পোঁছিতে নারে কভু!
মরণের হিম পরাণে তখন নামিয়া ভরে গো বুক,
পরের বেদনা বুঝিতে না পারে, না ভাবে আপন দুখ!
অশ্রুজলের উৎস নিরোধ হয় সে হিমের ভারে,
আঁখি ছলছলে উজলে যদি বা—সে শুধু তুষার-ধারে।
রসের ভাষণে রসনা যদিও মনেরে ভুলায়ে রাখে,
নিশীথ অবধি ; হেতু তা'র হায়, ঘুম চোখে নাহি লাগে।
সে যেন জীর্ণ প্রাসাদ ঘিরিয়া শ্যামা লতিকার শোভা,
নিকটে ধ্বংস জর্জ্জর অতি, দূর হ'তে মনোলোভা!
হায় গো হইতে পারিতাম যদি যেমন ছিলাম আগে,
আগের মতন অনুভূতি যদি আবার মরমে জাগে ;
অতীত স্মরিয়া তেমনি কাঁদিয়া আঁখি-জল যদি ঝরে,
সে আবিল ধারা মিঠা হ'বে মোর জীবন মরুর 'পরে।

বায়রণ।

জীবন-স্বপ্ন

ললাটের 'পরে ধর চুম্বনখানি,
শুনে যাও মম বিদায়-বেলার বাণী .
আজনম মোর স্বপনে হ'য়েছে ভোর,—
বলেছে যাহারা বলেনি মিথ্যা ঘোর।
আশা-পাখীগুলি উড়ে যদি গিয়ে থাকে,—
দিনে কি নিশির নির্জ্জনতার ফাঁকে,—
কি করিব? হায়, পালানো তাদের ধারা,
জাগো কি ঘুমাও পালায়ে যাবেই তা'রা ;
সজাগ কিবা সে খেয়ালে রয়েছি ব'লে,
উড়িয়া পালাতে কখনো কি তা'রা ভোলে?
যা' করি, যা' ভাবি, যা'ই দেখি মোরা চোখে
সবই নব নব স্বপন স্বপ্ন-লোকে!
সিন্ধুর কূলে গর্জ্জন গান শুনি,
করতলে ল'য়ে সোনার বালুকা গণি,
কত সে অল্প—তবু সব গেল ঝরি',
নীল পারাবার নিল গো তাদের হরি'!
এখন একেলা হৃদয়ে তাদের স্মরি'
কেঁদে মরি আমি,—আমি শুধু কেঁদে মরি।
হায়, বিধি, মোর কিছু কি শকতি নাই?—

দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিতে যে ধন পাই ?
এ জীবনে কভু বাঁচাতে কি পারিব না ?—
সিন্ধুর গ্রাস হইতে একটি কণা ?
যা' করি, যা' দেখি, সকলি কি তবে খেলা !
স্বপ্ন-সাগরে স্বপন-ঢেউয়ের মেলা।

এড্‌গার অ্যালেন্ পো।

দুঃখের শিক্ষা

সজল চোখে জলগ্রহণ করেনি যে জন,
কাটায় নি যে দীর্ঘ নিশি ঊষার পথে চাহি',
ডাক্‌তে যা'রে হয়নি কভু 'ত্রাহি, ত্রাহি, ত্রাহি',
হা ভগবান ! মোটে তোমায় চেনে না সে জন।
দুঃখে ভরা ধরার মাঝে পাঠাও তুমি সবে,
দাও না বাধা যখন মোরা পাপের পথে চলি' ;
অনুতাপের অনল মাঝে মরি শেষে জ্বলি'
মুহূর্ত্তেকের স্খলনে, হায়, জনম-দুখী ভবে।

গেটে।

দ্বিধার জীবন

যে অবধি না হয় ছিন্ন,
জীবনেব এই মধুর চিহ্ন
যে অবধি ব্যক্ত না হয়,—
ব্যক্ত যাহা হবেই হবে ;—
সে পর্য্যন্ত মন রে আমার,
পূজোর্চ্চনায় কি ফল তোমার ?
মন্ত্রজপে—ছেলেখেলায়
মিথ্যা নিয়ে মত্ত র'বে ?
নূতন কিবা বল্‌ব কথা,
নব নির্ঝর বয় না সেথা,
নূতন ক'রে পায় না ব্যথা
মানুষ কভু মরণ-শেষে ;
বরষ পরে বরষ নেমে,
দেয় গো ঢেকে কতই প্রেমে ;
হর্ষ-গীতি যায় গো থেমে,
অশ্রুজলের স্রোতে ভেসে।
একটি দিনের কর্ম্ম যদি,
আবিল করে জীবন-নদী,

মানুষ যদি হয় গো ঋণী
মৃত্যু-মহাজনের কাছে ;—
ধাক্কা স'য়ে যদি সে তা'র
শক্তি ফিরে পায় দাঁড়াবার,
জেগেই যদি উঠ্‌বে আবার
দু'দিন আগে দু'দিন পাছে ;—
তবে কেন কান্নাকাটি ?
কেন হৃদয় ফাটাফাটি ?
জীবন কেন হ'বে মাটি
উপাসনায়—উপবাসে ?
যতই ডাক করপুটে,—
যতই মর মাথা কুটে,—
জীবন তবু যাবে টুটে
মৃত্যু সাড়া দিলে এসে।
কাল!—সে বটে সবার প্রভু :—
এড়িয়ে কেহ যায় না কভু,
একটু হাসিখুসী তবু
ওরি মধ্যে লুটতে হ'বে ;
নইলে শুধু জীবন, মরণ,
দুঃখ ও সুখ, শান্তি ও রণ,
কেবল গণন এবং স্মরণ
কর্ত্তে শুধু থাকবে ভবে !
দু'দিন পরে ভাঙ্‌লে মেলা
সকল তা'তেই সমান হেলা,—
ইষ্টমন্ত্র, জপের মালা,
কর্ম্ম, খেলা, কান্না, হাসি ;
যে ক'টা দিন আছিস্‌ বেঁচে,
ফিঙের মতো বেড়াস্‌ নেচে,
বিশ্ব ব্যাপার এঁচে, এঁচে,
মরিস্‌ নে আর শূন্যে ভাসি'।

সুইনবার্ণ।

শান্তিহারা

আমার সুখের জন্ম নিশীথে, বৃদ্ধি আঁধারে তা'র!
ক্লান্ত পরাণে তাই ঘুরিফিরি যেথায় অন্ধকার।
চিত্ত ব্যাকুল অন্ধের মত কি যেন হাঁতাড়ি' মরে,
মনের কুয়াশা মন জুড়ে আছে কিছুতেই নাহি সরে!
কাতরে কাটাই সারা দিনমান, কাঁদিয়া কাটাই নিশা,
সহি, দহি, ডাকি ভগবানে তবু শান্তির নাহি দিশা।

জার নিকোলাস্‌।

বিচিত্রা

হেথায় উঠিছে বীণাধ্বনি,
হোথায় শোকের হাহাকার ;
হেথা তর্ক করে জ্ঞানী, গুণী,
মাতালের হোথায় চীৎকার !
হেথায় সুন্দরী মনোহরা,
হোথা বৃদ্ধা,—জীর্ণ দেহখান্,
না বুঝিনু কেমন এ ধরা,—
অমৃত কি গরলে নির্ম্মাণ।

ভর্ত্তৃহরি।

বিড়ম্বনা

বেঁচে থাকা বিড়ম্বনা, হায়!
একটুকু প্রেমের আরাম,
একটুকু জীবন-সংগ্রাম ;
তারপর ?—বিদায়, বিদায়!
লীলাখেলা দু'দিনে ফুরায় ;
এতটুকু আশার কিরণ,
এতটুকু মধুর স্বপন,
তারপর ?—নীরবে বিদায়!

মস্ত্ নাইকেন্।

নিয়তি

দিন দিন নিযতির নূতন ব্যাভার,
প্রণয়ে প্রশ্রয়ে তার নাহিক প্রত্যয় ;
একদণ্ডে শক্তিমানে করে ধূলিসার,
ধূলার কীটেরে তুলি' তারি গাহে জয!
নিশ্ছিদ্র নূতন তরী ডুবায় সলিলে,
ভগ্নতরী কভু ঝড় তুফানে বাঁচায় ;
একা আমি কি করিতে পারি এ নিখিলে ?
কে আছে সুহৃদ্ মম ? কারে ডাকি হায়!
যাহা করি বাধা দেয় নিয়তি তাহায়,
কেহ নাই শুনিবারে এ মম ক্রন্দন ;
অদৃষ্ট অ-দৃষ্ট যদি না থাকিত হায়,
কিম্বা মোরে দৃষ্টি হ'তে করিত বর্জ্জন!

মহতের দুঃখ হেথা, নীচের উন্নতি ;
শিশু বালিকার অঙ্গে বস্ত্র শত শত,
ছিন্ন বাসে লজ্জা পায় বরাঙ্গী যুবতী,
জ্ঞানীর না মিলে রুটি, মূর্খে মেওয়া যত।
বিশ্বাসী ভক্তের গৃহে আসন দুর্লভ,
বঞ্চকের ঘরে দেখ বস্ত মখমল ;
সাজ সওয়ারের ভারে ক্লিষ্ট ঘোড়া সব,
বাজারে অবাধে গাধা খায় নানা ফল!
আনন্দে সকল পাখী কেলি করে বনে,
বন্দী শুধু—সেই যা'র সুকণ্ঠ, সুঠাম ,
সত্য কি কল্পনা ইহা বুঝাব কেমনে?
শান্ত হও খুশ্‌হাল ভাগ্য তোরে বাম!

খুশ্‌হাল।

নিয়তি

নিয়তির গতি অপরূপ অতি,
নহে সে ধনের মানের বশ ;
খণ্ডিত শির দিগ্বিজয়ীর
শকুনিতে খায় শোণিত রস!
কেহ আজনম না রহে অধম
দীন বলহীন বলিয়া শুধু,
যেই মাছি মরে পরশের ভরে
রাজার পাত্রে পিয়ে সে মধু!

ইমাম সাফাই মহম্মদ্‌ বিন্‌ ইদ্‌স।

যুগ্মক

হেয় মানি পারস্যের মহা আড়ম্বর,—
পল্লবিত সোনার মুকুট ;
খুঁজিও না,—পাওয়া যায় কোথায় সুন্দর
বারমার্স গোলাপ অফুট।
নবীন রসাল পাতে গাঁথ, সখী, মালা,
আমাদের সেই সাজে বেশ,—
বসি' যবে দ্রাক্ষা-জটা-ছায়ায় নিরালা
দ্রব-চুনি সুরা করি শেষ!

হোরেস্‌।

রুবাইয়াৎ

বনচ্ছায়ায় কবিতার পুঁথি পাই যদি একখানি,
পাই যদি এক পাত্র মদিরা, আর যদি তুমি রাণী!
সে বিজনে মোর পার্শ্বে বসিয়া গাহ গো মধুর গান,
বিজন হইবে স্বর্গ আমার তৃপ্তি লভিবে প্রাণ।

সাকী! তুমি আজ পাত্র ভরিয়া এনো তাই নিশ্চয়,
ভুলায় যাহাতে অতীত শোচনা ভবিষ্যতের ভয় ;
আগামী কল্য! সে ভাবনা আমি উড়ায়ে দিয়েছি হেসে,
আগামী কল্য চ'লে যেতে পাবি গত-কল্যের দেশে।

জীবন-খাতায় তোমার আমার হিসাবনিকাশ হ'লে,
ভেব না কখনো এমনটি আর হ'বে না ভূমণ্ডলে ;
চিরদিবসের সাকী আমাদের পাত্রটি হ'তে তা'র
এমন ঢেলেছে কোটি বুদ্বুদ—ঢালিছে সে অনিবার!

*　　　　　　　　　*

পথের মধ্যে ক্ষণিক বিরাম, ক্ষণেকের আহ্লাদ,
মধ্য-মরুর উৎসে ক্ষণিক জীবনের আস্বাদ ;
আঁখি পালটিতে, আর কেহ নাই! ছায়া-যাত্রীর দল
নশ্বরতায় লয় হ'য়ে গেছে ; ওরে তোরা ছুটে চল!

*　　　　　　　　　*

নরক অথবা স্বর্গের আমি করিনে ভরসা ভয়,
এইটুকু জানি,—মানব জীবন প্রতি মুহূর্ত্তে ক্ষয়,
এইটুকু খাঁটি, বাকী যাহা বল তাহা মিথ্যার জাল,
বারেক যে ফুল ফুটিল তাহারে চিরতরে নিল কাল!

*　　　　　　　　　*

অদ্ভুত!—নয়? কত লোক গেছে মৃত্যু-দুয়ার দিয়ে,
একটি প্রাণীও ফিরিয়া এল না পথের বার্ত্তা নিয়ে ;
কোটি কোটি লোক আমাদের আগে গিয়েছে গো ওই পথে,
ওর সন্ধান নিতে হ'লে তবু নিজেকেই হ'বে যেতে!

পর জীবনের পুঁথি পড়িবারে যাত্রা করিল মন,
আঁখি যাহা কভু না পায় দেখিতে করিবারে দর্শন ;
ফিরে এসে ধীরে চুপে চুপে মোরে কহিল সে, "ওরে ভাই,
আমিই স্বর্গ, আমিই নরক, সে আর কোথাও নাই।"

স্বর্গ—সে শুধু পূর্ণ কামনা,—স্বপন পূর্ণতার,
নরক—সে অনুতপ্ত মনের বিকট অন্ধকার ;—
যেমন আঁধার হ'তে কিছু আগে বাহির হ'য়েছি সবে,
যেমন আঁধারে একদিন, হায়, ডুবিতে আবার হ'বে।

প্রথম মাটিতে গড়া হ'য়ে গেছে শেষ মানুষের কায়,
শেষ নবান্ন হ'বে যে ধান্যে তা'রো বীজ আছে তা'য়
সৃষ্টির সেই আদিম প্রভাত লিখে রেখে গেছে তাই,
বিচার-কর্ত্রী প্রলয় রাত্রি পাঠ যা' করিবে ভাই।

বটে গো এমন প্রতিজ্ঞা আমি করেছি বারম্বার,
অনুতাপে মোর ক্ষীণ চিত্তের করিব সংস্কার ;
বিচার ক্ষমতা ছিল কি তখন? ফুল হাতে ঋতুরাজ
জীর্ণ আমার অনুতাপটুকু ছিন্ন ক'রেছে আজ!

* *

তবু বসন্ত গোলাপের সাথে দু'দিনেই লয় পায়,
কুসুম-গন্ধী যৌবন-পুঁথি পলে উলটিয়া যায় ;
কাল যে পাপিয়া এই তরু-শাখে গাহিতে ছিল গো গান,
কোথা হ'তে এসে কোন পথে হায় করিল সে প্রস্থান!

* *

ওই যে উদয়-শিখরে চন্দ্র খুঁজিছে মোদের সবে,
মোদের অন্তে এমনি কতই অস্ত-উদয় হ'বে ;
উদয়-শিখরে উঁকি দিয়ে ধীরে তখনো সন্ধ্যা হ'লে,
আমাদের সবে এইখানটিতে খুঁজিবে সে—নিষ্ফলে।

ওমর খৈয়াম।

মাতাল

আমার ত্রুটির মার্জ্জনা নাই?
রোষের শান্তি নাই কি তব?
আঙুর ফলের জলটুকু খাই ;—
ভর্ৎসনা তাই নিয়ত স'ব?
এমন করিলে সুরা দিব ছেড়ে?—
তুমি মনে মনে ভেবেছ তাই?
কারণ-সংখ্যা গেল শুধু বেড়ে,
এবার দেখিবে কামাই নাই।

সুরার পেয়ালা বড় ভাল লাগে,
আরো ভাল লাগে উষ্মা তব ;
পরিতোষ হেতু পান করি' আগে
তোমারে জ্বালাতে ভরিব নব!

কালিফ্ এজিদ্।

মাতালের যুক্তি

কালো মাটি কালো মেঘের ভাঁটিতে
চোঁয়ানো খাঁটিটি খায়!
গাছপালাগুলো তা'রি পাত্রের
একটু প্রসাদ পায়!
সাগর দিব্য প্রভাতে প্রদোষে,
নদীর মদিরা বসে বসে শোষে!
আকাশে সূর্য্য সাতটা সাগর
একাই শুষিতে চায়!
দিন বুঝে বুঝে ক্রমে ক্ষীণ চাঁদ,
রবির ভাণ্ডে দিয়ে বসে হাত।
বল দেখি তবে আমারেই সবে
কেন বা দূষিছে হায়!

আনাক্রেয়ন্।

সম্ভোগ

ভালবাসি অস্ত্র খেলা, প্রেম ভালবাসি,
তাই ব'লে এসেছ ভর্ৎসিতে?
যদি সব ছেড়ে দিয়ে বনে আমি পশি,
সুনিশ্চিত অমরতা পারিবে ত' দিতে?
বাঁচাতে না পার' যদি মৃত্যুবাণ হ'তে
বাক্য তবে বাড়ায়ো না আর ;
মৃত্যু আসিবার আগে হইবে ভুঞ্জিতে
উপভোগ্য যা' আছে ধরার।

তারিফ্।

বেলুচির গান

শোনো বীর! শোনো বন্ধু আমার, শোনো নবতর তান,
আমি কবি—আমি গাথার গায়ক গাহিব নূতন গান!

মাণিক কুড়ায়ে পেয়েছি গো আমি বিঁধেছি মুক্তাফল,
ছন্দের ফাঁদে বাঁধিয়া ফেলেছি ভাবরাশি চঞ্চল!
কল্য নিশীথে ছিলাম যখন মগন নিদ্রা-ঘোরে,
স্বপনে আমার কল্পনা এসে দেখা দিয়ে গেছে মোরে!
তাজা ঘাসে ভরা ক্ষেত্রের চেয়ে নধর সে কচি মুখ,
'দুম্বা' মেষের পুচ্ছ জিনিয়া রসে ডগমগ বুক!
শীর্ণবৃন্ত কুসুমের মত বায়ুভরে দোলে কায়,
নাগকেশরের পেলব সুষমা সকল অঙ্গ ছায়!
আমি ভাবি মনে বুঝি তা'র সনে মিলিব দিনের শেষে,
চির-আলোকিত পরীর রাজ্যে,—শত উৎসবের দেশে!

অজ্ঞাত।

মুমূর্ষু তাতার সিপাহীর গান

ঘোড়াটি আমার ভালবাসিত গো শুনিতে আমার গান,
এখন হ'তে সে ঘোড়াশালে বাঁধা র'বে সারা দিনমান।
জিনি' তরঙ্গ সুন্দরী মোর তাতার-বাসিনী সাকী,—
লীলা-চঞ্চলা, রঙ্গনিপুণা,—শিবিরে এসেছি রাখি!
ঘোড়ার আমার জুটিবে সওয়ার, ইয়ার পাইবে সাকী,
শুধু মা আমার এ বুড়া বয়সে কাঁদিয়া মুদিবে আঁখি!

নেপালী শ্লোক

আর ছায়া ছায়া নয়,—বটেরি ছায়া ;
আর মায়া মায়া নয়,—ঘরেরি মায়া।

দিবাস্বপ্ন

সরু গলির মোড়ে, যখন, দিনের আলোক ঝরে,
ময়না দাঁড়ে গাহে, এমন গাইছে বছর ধ'রে ;
সুসান্ যেতে পথে, হঠাৎ শুন্‌তে পেলে গান,
শব্দ সাড়া নাইক ভোরে শুধুই পাখীর তান।
মন ডুবিল গানে, একি, কি হ'ল ওর আজ,—
দেখ্‌ছে যেন, জাগে পাহাড় গাছের পরে গাছ ;
উজল হিমের ঢেউ চলেছে গলিটির মাঝ দিয়ে,
ঘেঁসাঘেঁসি বস্তি মাঝে চল্‌লো নদী ধেয়ে!
সবুজ গোঠের ছবি, তাহার পাহাড় দুটি ধারে,
সে পথ দিয়ে গেছে কত কল্‌সী নিয়ে ভ'রে ;

একটি ছোট ঘর সে যেন বাবুই পাখীর বোনা,
তার চোখে সে ঘরের সেরা, নাইক তার তুলনা ;
স্বর্গের সুখ পরাণে তা'র ; মিলিযে আসে ধীরে,—
ঘোর কুযাশা, ছায়া, নদী, পাহাড় যত তীরে ;
বইবে না বে নদী, পাহাড় তুলবে না আর শির,
স্বপন টুটে, নযন ফুটে, মুছে নয়ন নীর।

ওয়াড্‌র্সোযার্থ্‌।

নারী ও কুংফুশিয়ো

শিষ্যসহ কুংফুশিযো লঙ্ঘিছেন যবে
'টই' নামে পর্ব্বতের শ্রেণী ;—
শুনিলেন আচম্বিতে, হাহাকার রবে
কাঁদে এক নাবী অভাগিনী।

আজ্ঞায চলিল শিষ্য নারীব উদ্দেশে,
দেখা পেযে কহিল তাহারে,
"হেন শোক হয শুধু মহা-সর্ব্বনাশে,—
হাঁগো মাতা, হারাযেছ কাবে?"

নারী কহে "যা কহিলে সত্য সে সকলি,
বাঘের কবলে গেছে স্বামী,
শ্বশুব গেছেন, গেছে নযনপুত্তলি
পুত্র মোর ; আছি শুধু আমি!"

"তবু তুমি দেশ ছেড়ে যাও নাই চলে?"
জিজ্ঞাসিলা কুংফুশিযো মুনি ;
"সে কেবল সু-রাজার রাজ্যে আছি ব'লে।"
উত্তরিলা নাবী। তাহা শুনি'
শিষ্যদলে ডাকি' মুনি কহিলেন শেষ,—
'বাঘ হ'তে ভয়ঙ্কব কু-রাজার দেশ!"

রাজার প্রতি

রাজন্! যদি দুহিতে চাও মহীরে নিরবধি,
বৎস সম পালন কর সবে ;
প্রজায় যদি তুষ্ট কর,—পুষ্ট কর যদি,
রাজ্য তোমার কল্প-ধেনু হবে।

ভর্ত্তৃহরি।

জাতীয় সঙ্গীত

(ইংলণ্ড)

রাজারে রক্ষা কর কর ভগবান্!
রাজা আমাদের হউন আয়ুষ্মান্!
জয়ী কর তাঁরে, দাও তাঁরে যশ,
দাও দাও তাঁরে বিমল হরষ,
সুখে শান্তিতে রাজ্য করুন এই কর ভগবান্!

জাগ, জাগ, প্রভু! জাগ, জাগ, ভগবান্!
শত্রু দলিতে হও হে অধিষ্ঠান।
নষ্ট কর হে শত্রুর ছল,
নাশ দুষ্টের বুদ্ধি ও বল,
হে চির-শরণ, বিপদে মোদের অভয় কর হে দান।

ভাণ্ডারে তব যা' আছে শ্রেষ্ঠদান,
সদয় হৃদয়ে দেহ তাঁরে ভগবান্;
রাজা আমাদের বিধি ও বিধান,
বজায় রাখুন; হে কৃপা-নিধান!
মোরা যেন সদা মনে সুখে তাঁর গাহি মঙ্গল-গান।

কেরি।

জাতীয় সঙ্গীত

(নরোয়ে)

ঝঞ্ঝা-মথিত সাগরোত্থিত
ভালবাসি এই দেশ,
হ'ক বন্ধুর,— আকর্ষণের
তবু তা'র নাহি শেষ।
ওগো ভালবেসো, তারে ভালবেসো,
না ভুলি' পূর্ব্ব-কথা,
ভুলো না মোদের 'সাগা' সঙ্গীত,—
স্বপ্নময়ী সে গাথা।

বীর সৈন্যের সহায়ে হ্যারাল্ড্
এই দেশ বাঁচায়েছে,
হাকন্ রক্ষা ক'রেছে, ঈভিণ্ড্
গান তার গেয়ে গেছে;
রক্তে এ'কেছে ক্রুশের চিহ্ন
নিশানে ওলাফ্ রাজা;
স্বেয়ার ভেঙেছে ভণ্ডামি,—ভয়
করেনি পোপের সাজা।

নর্স্‌ম্যান্‌! তুমি যেখানেই থাক
গাহিয়ো তাঁহার জয়,
জয়ী যিনি তোমা' করেছেন, যবে
জয়ে ছিল সংশয়।
পিতৃগণের বীর জল্পনা,—
মায়েদের আঁখিজল,—
পন্থা মোদের করেছে বিশদ।
অধিকার অবিচল।

বটে গো আমরা বাসি ভাল এই
ঝঞ্ঝা-মথিত দেশ!
হ'ক বন্ধুর,— মায়ামন্ত্রের
তবু তাব নাহি শেষ!
পূর্ব্বপুরুষ যুঝিল যেমন
দেশেব মুক্তি তরে,
ডাক পড়িলেই মোরাও সকলে
যুঝিব তেমনি ক'রে।

জন্‌স্টার্ন্‌ জোর্ন্‌সন্‌।

জাতীয় সঙ্গীত

(ফ্রান্স)

ফরাসীভূমির সন্তান সবে আয় রে আয রে আয়!
কীর্ত্তিলাভের শুভ অবসর যায রে বহিযা যায।
অত্যাচারের উদ্যত ধ্বজা রক্তে করিযা স্নান,
আমাদের 'পরে বৈর সাধিতে হ'যেছে অধিষ্ঠান!
শুনিছ কি সবে কি ভীষণ রবে কাঁপায়ে জলস্থল,
দম্ভের ভরে গর্জ্জন করে শত্রু-সৈন্য-দল!
তা'রা যে আসিছে কেড়ে নিতে বলে তোমার সকল ধন,
গ্রাসিতে শস্য-ক্ষেত্র নাশিতে পুত্র ও পরিজন!
ধর হাতিয়ার ফ্রান্সের লোক, বাঁধ দল, বাঁধ দল!
চল্‌ রে চল্‌ রে চল্‌!
ঘৃণ্য শোণিতে হ'বে কি সিক্ত মোদের ক্ষেত্রতল!

বিশ্বাসঘাতী ক্রীতদাস-দলে জিজ্ঞাস' কিবা চায়?
ওই অতগুলো রাজার জটলা কেন বা আজি হেথায়?
কিসের জন্য ঘৃণ্য শিকল হইতেছে নির্ম্মাণ?—
যুগ যুগ ধ'রে কাহাদের তরে?—আজি ল'ব সন্ধান।
আরে অপমান! ফরাসী! ফরাসী! সেনা কি মোদেরি তরে!
ফরাসী! ফরাসী! একি গো সহসা! একি আজি অন্তরে!

এ কি উল্লাস! আমরা প্রথম সাহসে করিয়া ভর,
ধার্য্য করেছি দাস্য-নিগড় ছিঁড়িব অতঃপর।
ধর হাতিয়ার ফ্রান্সের লোক . .ইত্যাদি।

এ কি অভাগ্য! এ কি অপমান! বিদেশীর দল এসে,
বিধি ও বিধান করে ব্যবস্থা ফরাসীর এই দেশে!
এ কি অপমান! অর্থের লোভে বিদেশী সৈন্য যত,
ফরাসীর বল ধূলি-লুণ্ঠিত করিতেছে অবিরত।
ওগো ভগবান্! এমনি করিয়া বহিব কি চিরকাল?
নতমস্তকে বহিব লাঙ্গল, হাতে শৃঙ্খল-জাল?
যাহারা ঘৃণ্য যাহারা অধম—তা'দেরি বাড়িবে বল?
ভাগ্য-বিধাতা হ'বে কি মোদের অত্যাচারীর দল?
ধর হাতিয়ার ফ্রান্সের লোক . ইত্যাদি।

ভয়ে কেঁপে মর; বিশ্বাসঘাতী অত্যাচারীর দল!
সকল দলের তোরা কলঙ্ক সবার ঘৃণার স্থল .
ভয়ে কেঁপে মর; সময় এসেছে, পা'বি তোরা এইবার,
পিতৃদ্রোহের ফন্দীর যাহা যোগ্য পুরস্কার!
তোদের সঙ্গে যুঝিতে দেশের সকলেই আজি সৈন্য,
যদি হত হয়!—কি ভয়? মোদের লোকের নাহিক দৈন্য
এ মাটি আবার দিবে উপহার প্রসবি' নূতন বীর,
তা'রাও তৈয়ার হইবে যুঝিতে তা'রাও তুলিবে শির;
ধর হাতিয়ার ফ্রান্সের লোক . . ইত্যাদি।

আমরা ফরাসী,—পালন করিব বীরের ধর্ম্ম যত,
বীরের মতন করিব আঘাত, সহিব বীরের মত ,
যারা বিপক্ষে যুঝিছে মোদের লজ্জা-জড়িত মনে,
অভাগা তাহারা; তাহাদের মোরা ক্ষমিব হে প্রাণপণে।
কিন্তু এ দেশে রক্ত-পিপাসু দস্যু যে সব আছে,—
যা'রা 'বুইয়ে'র পাতকের ভাগী—ফিরে তারি পাছে পাছে,
শার্দ্দূল সম যারা নির্ম্মম, নাহি প্রাণে মমতাই—
আপন মায়ের বুক চিরে যা'রা তাহাদের ক্ষমা নাই।
ধর হাতিয়ার ফ্রান্সের লোক . .. .. ইত্যাদি।

আমরা পশিব একে একে একে কর্ম্মক্ষেত্র মাঝে,
যখন মোদের জ্যেষ্ঠের দল দেখিব বিরত কাজে ,
পশিব ক্ষেত্রে, দেখিব তাঁদের দেহ-অবশেষ ধূলি,
গুণের চিহ্ন দেখিব চক্ষে দেখিব কীর্ত্তিগুলি।
তাঁহাদের ধারা রাখিব আমরা—শুধু বেঁচে থাকা নয়;
তাঁদের মতন সমাধি যেন গো আমা-সবাকার হয়।
আমাদের হ'বে সেই গৌরব তুলনা যাহার নাই;
অত্যাচারের রুধিবারে গতি না হয় মরিব ভাই।
ধর হাতিয়ার ফ্রান্সের লোক... ... .. ইত্যাদি।

জন্মভূমির নির্ম্মল প্রেম! ওগো চির-সম্বল!
তোমার শত্রু নাশে উদ্যত এ বাহুতে দেহ বল।
ওগো স্বাধীনতা! প্রিয় স্বাধীনতা! হও ত্বরা পরকাশ!
আমাদের সাথে মিলিয়া আপন শত্রু করহ নাশ ;
দাঁড়াও আসিয়া আমাদের এই জয় পতাকার ছায়,
ভৈরব রবে উচ্চার আজি তোমার সে ঘোষণায়।
হিংসায় জ্বলে যেন মরে যায় তোমাদের শত্রুচয়,
আমা-সবাকার গৌরব দেখি'—তোমার দেখিযা জয়।
ধর হাতিযার ফ্রান্সের লোক। বাঁধ দল! বাঁধ দল!
চল্ রে চল্ রে চল্!
ঘৃণ্য শোণিতে হ'বে কি সিক্ত মোদের ক্ষেত্রতল!

রুজে দেলিল্।

জাতীয় সংগীত

(রুষিযা)

সকল ভযের ভয তুমি প্রভু! তোমারে নমস্কার ;
বজ্র তোমার রণ-দুন্দুভি, বিদ্যুৎ তরবার!
তোমার রাজ্যে করুণা তোমার হউক মূর্ত্তিমান,
শান্তির ধারা বর্ষণ কর কালে কালে ভগবান্।

হে কৃপা-নিধান! তোমার বিধান জগৎ ভুলিছে হায়,
তোমার নিদেশ ঠেলিছে মানুষ প্রত্যহ পায় পায় ;
রুদ্র তোমার ক্রোধ জেগে উঠে না যেন দহে গো প্রাণ,
শান্তির ধারা শিরে আমাদের বরিষ হে ভগবান্!

প্রতিশোধ তুমি শোধন করিছ, বল তব বৈভব,
অজ্ঞাতে কর বিচার সবার দেখ অলক্ষ্যে সব।
কৃপায মোদের রক্ষা কর হে বিপদে পরিত্রাণ,
শান্তির-ধারা বর্ষণ কর কালে কালে ভগবান্।

জাতীয় সংগীত

(হঙ্গেরি)

দেশের দশের ডাক শোন ওই,
ওঠ, ওঠ, ম্যাগিয়ার!
এই বেলা যদি পার ত' পারিলে,
নহিলে হ'ল না আর।
মুক্ত হ'বে? না,—রহিবে অধীন?

বুঝে চিনে লও পথ,
'ম্যাগিয়ার আর র'বে না অধীন'
করিনু এই শপথ।
আমরা সকলে করিনু শপথ
ল'য়ে দেবতার নাম,
আর রহিব না অধীন,—হে প্রভু!
পুরাও মনস্কাম।

পেটোফি।

জাতীয় সংগীত

(মিশর)

ওগো নীল-নদ-প্লাবিতা ধরণী। আমি ভালবাসি তোরে,
ওই ভালবাসা ধর্ম্ম আমার—আমার পুণ্য, ওরে!
হে মিশর ভূমি! গরীয়সী তুমি, তুমি মহিমার ধাম,
অযুত যুগের জননী এ দেহ তোমারেই সঁপিলাম।
কত কীর্ত্তির শ্মশান তুমি গো পুণ্য মিশর ভূমি,
তব সন্তানে যে করে পীড়ন তা'রেও গ্রাসিবে তুমি ;
আকাশের তারা উপাড়িতে কভু সম্ভব যদি হয়,
আমাদের আশা নির্ম্মূল করা সম্ভব তবু নয়।
যুগের নিদ্রা করি' পরিহার জেগেছি চলিতে আগে,
বিধির দত্ত মোদের স্বত্ব পুরোভাগে ওই জাগে :
অতীতে স্মরণ কর দেশবাসী! ভুলো না ভবিষ্যৎ,
মোদের সহায় ধর্ম্ম আছেন উজলি' মোদের পথ।

জাতীয় সংগীত

(ঋগ্বেদ)

রথের অগ্রে ইন্দ্রের তেজ, মোরা পূজা করি তায়,
আমরা অটল শত্রুর ব্যূহে ইন্দ্রেরি মহিমায় ;
তিনি আহ্বান শুনুন্ মোদের পূর্ণ রাখুন তূণ,
হীন শত্রুর ছিন্ন হউক অধম ধনুর্গুণ।
নিঃশেষে হত শত্রু যাঁহার মোরা তার গাহি জয়,
আদেশে সিন্ধু দেশে দেশে ধায় মেঘে বর্ষণ হয় ;
বিশ্বের ধন কর হে পোষণ পূর্ণ রাখ হে তূণ,
হীন শত্রুর ছিন্ন হউক অপটু ধনুর্গুণ।
অরাতির চোখে কভু আমা সবে দেখ না দেখ না দেব!
হিংস্র জনের মাথায় বজ্র কর প্রভু নিক্ষেপ ;

বসুধার বসু দান কর আর পূর্ণ রাখ হে তূণ,
হীন শত্রুর ছিন্ন হউক অধম ধনুর্গুণ।
আমাদের আয়ু লক্ষ্য করিয়া, যা'রা ব্যাঘ্রের প্রায়,
ফিরিছে নিয়ত, আমাদেরি পায়ে নত কর তা' সবায় ;
তুমি যে বিবাধ, শক্তি অগাধ, মোদেরো পূর্ণ তূণ,
হীন শত্রুর ছিন্ন হউক অপটু ধনুর্গুণ।
শত্রু মোদের হউক সনাভি, দস্যু অথবা দাস,
আকাশের মত ছেয়ে ফেলে সবে নিঃশেষে কর নাশ ;
কর অভিভূত তা'দের নিয়ত, মোদের ভর হে তূণ,
হীন শত্রুর ছিন্ন হউক অধম ধনুর্গুণ।
হে দেব! তোমার অনুগত মোরা, তোমার শরণ চাই,
হে সখা! সকল পাপ ত্যজি' যেন পুণ্যের পথ পাই ;
বন্দনা করি মোরা প্রাণ ভরি' তুমি দেহ ভরি' তূণ,
হীন শত্রুর হউক ছিন্ন অপটু ধনুর্গুণ।
সেই বিদ্যাটি শিখাও মোদের যা'র বলে অনিবার,
দুহিতে পারি হে ধরণী-ধেনুর অফুরান্ ক্ষীরধার ;
যাহাতে বৃদ্ধি যাহাতে সিদ্ধি যাহাতে ভরে যে তূণ,
যা'তে অক্ষয় চিরদিন রয় মোদের ধনুর্গুণ।

রাজর্ষি সুদাস।

জাতীয় সংগীত

(ভারতবর্ষ)

বন্দনা করি মায় !
সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা, চন্দন-শীতলায় !
যাঁহার জ্যোৎস্না-পুলকিত রাতি
যাঁহার ভূষণ বনফুল পাঁতি,
সুহাসিনী সেই মধুরভাষিণী—সুখদায়—বরদায় !
বন্দনা করি মায়।
সপ্তকোটির কণ্ঠনিনাদ যাঁহার গগন ছায়,
চৌদ্দটা কোটি হস্তে যাঁহার
চৌদ্দটা কোটি ধৃত তরবার,
এত বল তাঁর তবু মা আমার অবলা কেন গো হায় ?
বন্দনা করি মায়।

বঙ্কিমচন্দ্র।

চিঠি

হিন্দুর 'পরে নির্ভর করে হিন্দুর যত আশা,
তবু মহারাণা ভুলিয়া আছেন তাহাদের ভালবাসা !

রাজপুতানার যত সর্দ্দার পৌরুষহীন আজ,
রাজপুতানার কুল-ললনার গেছে সম্ভ্রম-লাজ।
আকবার শাহ সমভূম সবে করিয়া ফেলিল প্রায়,
সবার দৃষ্টি আজিকে কেবল প্রতাপের মুখ চায়।
আকবর শাহ দালাল হ'য়েছে রাজপুতানার হাটে,
সবারে কিনেছে ; প্রতাপে কিনিতে ধন নাই তার গাঁটে।
রাজপুতকুলে জন্ম লভিয়া মান কে হারাতে চায়?
তবুও সে ধন অনেকেরি গেছে বিকায়ে নৌরোজায়!
যবে একে একে হ'বে ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ রত্নহীন,
চিতোরের নাবী আসিবে কি রাণা এই হাটে কোনোদিন?
অর্থ গিযেছে, রাজ্য গিয়েছে তবুও প্রতাপ রায়,
পরম যতনে আছেন নিরত সে নিধির রক্ষায়।
নিরুপায় হ'যে অনেকে গিয়েছে, অপমানে জর্জ্জর,
সে কালিমা মুখে মাখে নাই শুধু হামির বংশধর।
প্রতাপ কোথায় এত বল পায লোকে জিজ্ঞাসা করে,
শকতি তাঁহার তববাবে আর বীরোচিত অন্তরে।
মানুষ-হাটের এ দালাল কিছু রহিবে না চিরকাল,
মরিতে হইবে ; তখন দেশের দূরে যা'বে জঞ্জাল ;
সে দিন সবারে হ'বে বাহিরিতে প্রতাপের সন্ধানে,
বীর্য্যের বীজ হইবে রোপিতে বিজন রাজস্থানে ;
তুমি শুধু জানো মান বাঁচাইতে, তাই সবে মুখ চায়,
দেশের গর্ব্ব কর প্রতিষ্ঠা অভিনব মহিমায়।

পৃথ্বীকবি (বিকানীর)।

স্বদেশ-বন্দনা

(আমেরিকা)

স্বদেশ! আমার মাতৃভূমি!
স্বাধীনতার ধাত্রী তুমি ;
সবে গাহি তোমার জয়-গান।
পিতৃগণের পুণ্য-ভবন,
আর্য্যগণের গৌরবের ধন,
সকল বনই জাগাক্ ধ্বনি
স্বাধীনতার তান।
স্বদেশ! আমার জন্মভূমি!
স্বাধীনতার ধাত্রী তুমি,
ভালবাসি মধুর তব নাম ;

ভালবাসি গহন তোমার,—
তোমার নদী, চৈত্য, বিহার,
প্রেমোল্লাসে হৃদয় আমার
আকুল অবিরাম।
সুরে বাতাস উঠুক ভ'রে
সকল বনে বাজুক ফিরে
সুধাময় স্বাধীনতার গান ;
সকল মুখে ফুটুক বাণী,
মিলুক এসে সকল প্রাণী,
মৌনী-গিরির প্রতিধ্বনি
দীর্ঘ করুক তান।
পিতার পিতা! বিশ্বপিতা!
স্বাধীনতার জন্মদাতা!
মোরা তব—চরণে গাই গান,
স্বদেশ মোদের যুগে যুগে,
থাকুক স্বাধীনতার সুখে,
হ'ক সে বলীয়ান্!

স্যামুয়েল স্মিথ্।

পদস্থ বন্ধুর প্রতি

না হে বন্ধু, কাজ নাই আর, অভাব আমার নাইক বড় ;
তোমাব 'ভালাই' নিযে তুমি অন্য কোথাও সরে পড়।
রাজবাড়ীর উচ্ছিষ্টগুলো,—তোমাব হয ত লাগে ভাল :
দোহাই তোমার,—আমীরী জাল আমার তরে কেন গড়?
ভালবাসাব যত্ন সোহাগ আমি কেবল চাই রে ভাই,
খুব আমুদে সঙ্গী দু'জন,—মনের মতন যদি পাই ;
পরিশ্রমের অন্ন দু'টি নিজের ঘরে খা'ব খুঁটি' ;
'মস্ত হ'বার ব্যস্ততা নাই' ভগবানের হুকুম তাই।
(আমি) আপন মনে পথে পথেই গেয়ে বেড়াই প্রতিদিন,
তোমাদের জাঁকজমক্‌গুলো কর্ব্বে আমায় ভরসাহীন ,
নির্যাতির উচ্ছিষ্ট যদি ভাগ্যে পড়ে নিরবধি,
বলব "আমি যোগ্য নহি—আমি যে ভাই অতি দীন।"
আপ্‌নি খেটে আপন হাতে আন্‌বো খুঁটে যা' কিছু পাই,
সবার চেয়ে বেশী রকম এইটে আমার সাজে রে ভাই ;
যা' হ'ক আমার ভিক্ষা ঝুলি,—কখ্‌খনো হ'বে না খালি ;
'মস্ত হ'বার ব্যস্ততা নাই'—ঈশ্বরেরও হুকুম তাই।
সে দিন আমি স্বপ্নে দেখি,—উড়েছি ওই নীল আকাশে,
সেখান হ'তে জগৎ পানে দেখ্‌ছি চেয়ে বিষম ত্রাসে,—

বিশাল এক জীয়ন্তের নদে যায় রে ভেসে পদে পদে
কত রাজা, সৈন্য কত,—কত জাতি ঘোর দুর্ভোগে!
স্তব্ধ হ'লাম শব্দ শুনে, জয়ধ্বনি সেইটে ভাই!
দেশ-বিদেশে একজনের নাম চল্লো ধেয়ে শুনতে পাই;
ওগো মস্ত লোকেরা সব! তোমাদেরও হয় পরাভব?
'উচ্চ আশার নাই প্রয়োজন' ভগবানের হুকুম তাই!
যা' হ'ক তা' হ'ক সবার আগে তোমাদেরি ধন্য বলি,
ওগো মোদেব কর্ম্মপটু রাজ্য-তরীর নাবিকগুলি!
পরস্পরের শান্তি-সুখে পবস্পরে দিচ্ছ ফুঁকে,
ভগ্নতরীব একটা দিকেই পড়্ছ ঝুঁকে সবাই মিলি'!
কূলে থেকে বল্ছি আমি 'ভ্যালা বে মোর ভাই বে,
যা' করেছ খুব কবেছ,—এমনি ধাবাই চাই যে!'
তার পরে ফেব রৌদ্রে বসে বোদ পোহাতে থাকব ক'সে,
'উচ্চ আশার নাই প্রয়োজন' ঈশ্ববেরও হুকুম তাই!
ঘৃতে আর চন্দনের কাঠে পুড়বে তুমি বুঝছি বেশ,
সুঁদ্‌রী কাঠের চিতায় শুয়ে আমি হ'ব ভস্মশেষ,
তোমার শেষ-পালঙ্ক ধ'রে, আমীর উজীর চলবে ঘিরে,
আমি যাব বাঁশের দোলায় নিয়ে আমার কাঙাল-বেশ।
মরণ কিন্তু মরণই—ঐ তোমারও যা' আমারও তাই;
তোমার মশাল জ্বললো না আর আমার প্রদীপ নিব্‌ল রে ভাই।
তফাৎটা যা' দেখছি খাটে, চন্দনে সুঁদ্‌রী কাঠে;
'উচ্চ আশার নাই প্রয়োজন' ভগবানের হুকুম তাই!
তাই বলি ভাই আবার আমি মনের মতন হ'ব, ওরে,
চলে যা'ব জন্মের মত সেলাম ক'রে আড়ম্বরে;
তোমার এ সব রঙীন দেখে বাইরে ভাই এসেছি রেখে,—
ছেঁড়া আমার চটিটা আর ভাঙা আমার বাঁশীটিরে।
আমি আমার বাঁশীর মত সমান স্বাধীনতাই চাই,
তা'তে তোমার রঙীন কাচের ঘরের কোনো ক্ষতিই নাই;
স্বাধীনতার বিজয় গীতে গাইব মোরা পথে পথে,
'মস্ত হ'বার ব্যস্ততা নাই' ঈশ্বরেরও হুকুম তাই।

বেরাঁজ্যার্।

অবিচার

দুর্য্যুগে হাওয়া গুমরি' কাঁদে রে,
কথার অতীত ব্যথা তার;
দুর্জ্জয় হাওয়া,—যখন বাজে রে
মেঘ-মৃদঙ্গ অনিবার;

ক্ষুব্ধ পবন অশ্রু-বিকল,
নগ্ন কানন মসী-শাখাদল,
গিরি-গহ্বর বিহ্বল জল
স্মরি' জগতের অবিচার!

শেলি।

পুণ্যের ক্ষয়

দেবতার মধ্যে এবে এ অধম দেশে
আশাদেবী আছেন কেবল,
অন্য সবে সুমেরুর স্বর্ণচূড়া বাহি'
গেছেন ত্যজিয়া ভূমণ্ডল।
অন্তর্হিত ধর্ম্মদেব সত্যদেব সহ,
শ্রী গিয়েছে ধী গিয়েছে চ'লে,
এ ভীরুর দেশে শুধু ধর্ম্মভীরু নাহি,
প্রতিজ্ঞা পালিতে এরা ভোলে।
দুশ্চরিত্র দুর্জ্জনেরে করিতে বরণ
নারীদের দ্বিধা নাহি আর।
পাত্র ধনী?—ধন করে কলঙ্কমোচন,
কুৎসিতে সুন্দরে একাকার!
কুবেরের যূপে বলি পড়ে জোড়া জোড়া
লুব্ধ, নীচ, কুক্কুরী কুক্কুর,
পুণ্যের প্রাচীন যুগ অতীতে বিলীন,
ন্যায় ধর্ম্ম হয়ে গেছে দূর।

থিয়োগ্নিস্।

বন্দীর প্রার্থনা

বন্দী মোরা,—মোরা ভাগ্যহীন;
ভগবান্! দাও হে সুদিন।
কর প্রভু শৃঙ্খল-মোচন,—
দূর কর অধর্ম্মাচরণ;
ল'য়ে চল উষার মন্দিরে,
স্নিগ্ধ শান্ত স্বর্গনদী তীরে;
ল'য়ে চল আনন্দের চির নিকেতনে,
ল'য়ে চল শান্তি ধামে,—সান্ত্বনা-ভুবনে;

শোনো প্রভু মোদের প্রার্থনা,
প্রভু মোরা হয়েছি ব্যাকুল ;
দুর্ভাগার—বন্দীর প্রার্থনা,
দয়াময় হও অনুকূল!

সিঙ্কিভিচ্।

উদ্দীপনা

ওহো! দেখ দাবানল জ্বলিল অন্তরে!
লম্ফে লম্ফে অট্টহাসে ছাইল কানন ;
অশ্ব মোর তীব্রবেগে ছোটে বায়ু-ভরে।
এ বাহু কিনেছে নাম যুদ্ধে অগণন।
ওহে ভাই, দূর কর নিদ্রা, তন্দ্রা সব,
উদয়-গিরির দিকে চল মোর সাথে,
আঁধারে মগন দেশ, নিষ্পন্দ নীরব,
অরুণ কিরণ মোরা পা'ব পথে যেতে!
তপ্তলোহ বক্ষে মোর আবেগের ভরে
উঠিছে দুলিয়া—তুমি এখনো ঘুমাও?
অপূর্ব্ব পুলকে মোর আঁখি আসে ভ'রে
ছুটেছি জ্যোতির দিকে উধাও, উধাও!
উঠ ভাই! জাগ ভাই! নহিলে এখনি
জাগা'বে বিষার্চ্চি বায়ু দংশিয়া সঘনে ,—
পুড়িবে কপাল, শিরে পড়িবে অশনি,
বরণ করিতে হ'বে বিফল মরণে।

ম্যাকসিম্ গোর্কি।

মানুষ

পথ দেখিয়ে যায় গো নিয়ে
এমন মানুষ কই?
বাক্-চাতুরী কর্ব্বে না যে
ব্যকুল যবে হই ;
কোথায় আজি কাজের কাজী
তেমন মাঝি কই?

তুষ্ট আছে যে জন মনে
সত্য-মহিমায়,
দীর্ঘ নিশি দেশে যখন
ডুবায় কালিমায়,
তখনো যেই জান্‌ছে মনে
তপন সে কোথায়।

হঠাৎ লড়াই বাধিয়েছ তাই
দিব না হায় দোষ,
হওনি জয়ী তা'তেও তেমন
হইনি অসন্তোষ,
সৈন্য এত নষ্ট হ'ল
করিনি তায় রোষ।

তবে যে ওই চিত্ত লঘু
ওরেই করি ভয়,
নেতা যে জন ব্যঙ্গ করা
তা'র কি উচিত হয?
নটের মত ভঙ্গী,—ও ত'
রণভূমির নয।

পরাজয়ের জন্য কারেও
দিই নে অপরাধ,
মৃতের সংখ্যা দেখিযে দিতে
নাহি মোদের সাধ;
শুধু অধীর করে হে বীব!
লঘু বিসম্বাদ।

দেশেব লোকে তেজের বাণী
শুনতে যবে চায়,—
অপমানে চক্ষে মুখে
আগুন বাহিরায়,—
তখন দলাদলির গোলে
ব্যস্ত হ'লে?—হায।

উদ্যত যা'র হয়নি বাহু
নাইক এমন লোক.
যাহার দিকে তাকিযেছি হায
ঝল্‌সে গেছে চোক্;
তোমরা শুধু বুঝলে না ক'
দেশের দুঃখ শোক!

যায় গো নিয়ে পথ দেখিয়ে
এম্‌নি মানুষ চাই,
কাঁদ্‌লে ব্যথায় বাক্-চাতুরী
কর্ব্বে না যে ভাই,
নিপুণ মাঝি চাই গো আজি
কাজের কাজী চাই!

ষ্টিফেন ফিলিপ্‌স্।

ইতালির প্রতি

ইতালি! ইতালি! এত রূপ তুমি কেন ধরেছিলে, হায়,
অনন্ত ক্লেশ লেখা ও ললাটে নিরাশার কালিমায় ;
এমন ভাগ্য কেন করেছিলে? করেছিলে কোন্ পাপ?
অপরের বর অদৃষ্টে তব কেন হ'ল অভিশাপ?
হ'ত ভাল যদি হ'তে কুৎসিত, অথবা সে হ'তে বলী,—
ভয়ে আসিত না, ভালবাসিত না, চরণে যেত না দলি'।
রূপের গরিমা, মহিমা তোমার পলে পলে তবু, হায়,
আত্মকলহে প্রত্যহ আজি তিলে তিলে ক্ষয় পায়।
হ'লে রূপহীনা সহিতে হ'ত না বর্ব্বর অভিযান,
গিরি লঙ্ঘিয়া আসিত না 'গল্' রক্ত করিতে পান ;
তা' হ'লে এ ছবি দেখিতে হ'ত না, মরিতে হ'ত না লাজে,
পরের অস্ত্র হস্তে ধরিয়া তুমি ভ্রম' রণ মাঝে।
কেন যে এ রণ জান না কারণ,—তবুও বুঝিছ, হায়,
জয় পরাজয় সমান তোমার চির-শৃঙ্খল পায়!

ফিলিকাজা।

মৃত্যুঞ্জয়

প্রতি জনে যোগ্য কর্ম্ম প্রতি জনে যোগ্য পুরস্কার,—
ভাগ্য রহে দিতে ;
যে পোষে বিশ্বের প্রাণ, বিসর্জ্জন করি' আপনার,—
মরে সে বাঁচিতে।

সুইনবার্ণ।

যথালাভ

হৃদয় চাহিয়াছিল নিধি ;
নিরখি' সে আনন্দ অপার!
পূর্ণ ধন নাহি পাই যদি
যা' পেয়েছি,—প্রচুর আমার।

টলষ্টয়।

ফার্সী উদ্ভট

জিজ্ঞাসি' বৃশ্চিকে ধীরে ধীরে,-
শীতে কেন এস না বাহিরে?

বিছা বলে, "গ্রীষ্মে বড় করেছি সুকাজ,-
তা' বাহির হ'ব আজ!"

জিজ্ঞাসিনু বুড়া-বিপত্নীকে,—
কেন তুমি কর না ক' নিকে?
"বৃদ্ধার রূপ বড়ই ঠেকে ফি'কে।"
অর্থ আছে বালা-নারী লহ।
"বৃদ্ধা যদি আমাবি অসহ,
বালা কেন চাইবে বুড়ায়? কহ।"

সাদি।

নিশীথে

কতদিন নীরব নিশীথে,
নিদ্রা যবে নাগপাশে বাঁধিবাবে চায়,
স্মৃতি এসে জাগায চকিতে
যে দিন গিয়েছে তা'রে নবীন আভায়;
সেই হাসি, অশ্রু, গীতি,
সেই কৈশোরের স্মৃতি,
প্রণয নিয়ত কত নাচাত' হিয়ায়;
যে চোখে জ্বলিত জ্যোতি
আজি সে মলিন অতি,
ভেঙে গেছে ফুল্লপ্রাণ এবে নিরাশায়!

এমনি রে নীরব নিশীথে,
ঘুমের বাঁধন যবে বাঁধিবারে চায়,
দুখ-স্মৃতি জাগায় চকিতে
অতীত দিনের ছবি নবীন আভায়!

মনে পড়ে যখন আবার,—
অটুট বাঁধনে বাঁধা বন্ধু সমুদায়,
একে একে সম্মুখে আমার
শিশিরে পল্লব সম ঝরে গেছে হায়,—
মনে হয় যেন আমি
একাকী মন্দিরে ভ্রমি'
উৎসবান্তে যবে সবে লয়েছে বিদায়,—
শুকায়েছে ফুলহার,
প্রদীপ জ্বলে না আর,
একা আমি,—আর কেহ নাহিক হেথায়।

এমনি গো নীরব নিশীথে,
নিদ্রা যবে নাগপাশে বাঁধিবারে চায়,
স্মৃতি এসে জাগায় চকিতে
অতীত দিনের ছবি নবীন আভায়।

মুর।

বৃদ্ধের স্বপ্ন

আহা নিমেষের যৌবন-সুখ
ফিরে কর মোরে দান,
বালকের মত হাসি আরবার,
চাহি না বুড়ার মান।
দূর হ' কালের লুণ্ঠিত ধন,
যশের মুকুট নাও,
যায় ছিঁড়ে যাক্ জ্ঞানের লিখন,
জয়-ধ্বজা ভেঙে দাও।
শিরায় শিরায় অনল-উৎস
কৈশোর এসে ফিরে,
দিক্ ভালবাসা কীর্ত্তির আশা
মদির স্বপনে ঘিরে।
শুনিল দেবতা প্রার্থনা মম
হাসিয়া কহিল ধীরে,
"এখনি তোমার কামনা পূরিবে,—
যদি হাত রাখি শিরে।
কিন্তু ভাবিয়া দেখ দেখি, এর
রাখিতে চাহ কি কিছু?
কামনা তোমার পূরাতে সময়
এখনি হটিবে পিছু!"
আহা প্রাণাধিকা পত্নীরে ছেড়ে
কে বল বাঁচিতে পারে?—
পারি না ছাড়িতে প্রিয়ারে আমার,
রাখিতে দিবে কি তা'রে?
লইল দেবতা স্বর্ণ লেখনী,—
ডুবাইয়া জোছনাতে,—
লিখিল—'বালক হইবে আবার
পতি হ'বে তারি সাথে!'
"নাহি তবে আর প্রার্থিত কিছু?—
এখনি বালক হ'বে,
বয়সের সাথে যা কিছু পেয়েছ,—
মনে রেখ, সব যা'বে।"

রহ দেখি,—আহা! কত আনন্দ
জনক-জীবনে, মরি,
পুত্র, দুহিতা —তাহাদের হায়,
তেয়াগ কেমনে করি?
ফেলিয়া লেখনী মধুর হাসিয়া
দেবতা কহিল, "হায়,
বালক হইয়া পিতা হতে চাও
বলিহারি কামনায়!"
আমি হাসিলাম, —ভাঙিল স্বপ্ন
হাসির আবেগ-ভরে,
লিখিনু কাহিনী তরুণ-পরাণ
প্রবীণ জনের তরে।

অলিভার ওয়েণ্ডেল হোমস্।

বৃদ্ধের যৌবন-স্বপ্ন

বুড়া হ'যে যৌবন যে চায়,
বল তা'বে "ওগো মহাশয়!
যে কর্ম্ম ক'রেছ তার এই যোগ্যবেশ, এই পরিচয়;
তবে কেন মিছামিছি আব
আপন লজ্জার কথা তোলা বারম্বার?"

মরণেবে কেন ভয করা?
এখন ত' দেহে মোর জরা,
প্রিয়জন কত গেছে আগে কাঁচা চুলে চলে গেছে তা'রা!
আর আমি ভেবে হ'ব সারা?
পাগল না হ'যে তবু পাগলেব পারা!

মানুষ ত' বালুক'র ঘব,
ভাঙিছে গড়িছে নিরন্তর:
ভাল ক'রে আঁখি মেলে দেখ, —সন্দেহ রবে না অতঃপর।
নিয়তির চুল্লী কে এড়ায?
খুশ্‌হাল, স্বচক্ষে দেখেছে,—
শুষ্ক, শ্যাম সব সে পোড়ায!

খুশ্‌হাল্।

দশা-চক্র

প্রথমে কাঁদুনে ছেলে মায়ের কোলে,
যত দুধ খায় তা'র আধেক তোলে।

ক্রমে খুঙ্গি পুঁথি লয়ে পাঠশালে যায়,
চক্‌চক্‌ করে মুখ প্রভাতী প্রভায়!
ক্রমশঃ হৃদয় তলে জাগে পীরিতি,
রচিছে হঠাৎ-কবি প্রণয়-গীতি!
মুখ ভরি' গোঁফ দাড়ি বাড়িয়া ওঠে,
যশ লাগি' মাথা দিতে সমবে ছোটে!
তার পর বিজ্ঞবর,—বেজায় ভুঁড়ি,
পঞ্চায়তে পায় মান,—জ্ঞানের ঝুড়ি।
তাব পর নড়বোড়ে ঠিক যেন সং,
দিনে দিনে ফিরে পায় শৈশবের ঢং!
তাব পর ক্ষীণ তনু শয্যাতলে লীন,
দৃষ্টিহীন, সংজ্ঞাহীন,—সন্নিকট দিন।

শেক্সপীয়র।

চরম-শান্তি

প্রথম সূর্য্যের তাপে কি ভয় এখন?
দুরন্ত শীতেরে কেবা ডরে?
সমাপ্ত হ'যেছে কর্ম্ম পেযেছ বেতন,
গেছ চলি' আপনার ঘরে!
স্বর্ণ জিনি' বর্ণ যা'র সে জন(ও) নিশ্চয়,
ধাঙ্গড়ের সঙ্গে হ'বে ধূলি মাঝে লয়।

অত্যাচার নরে আর স্পর্শিতে তোমায়,
ভ্রূকুটির ভয নাহি আর,
এড়ায়েছ অশনের বসনের দায়,
তৃণ, তরু, সমান তোমার।
পাণ্ডিত্য, ঐশ্বর্য্য, রাজ্য,—তা'ও সুনিশ্চয়,
এমনি করিয়া হ'বে ধূলি মঝে লয়!

বজ্র বিদ্যুতের ভয নাহি, নাহি আর,—
যা'রে ভয় করে সর্ব্বজন;
নিন্দা নারে পরশিতে কিম্বা তিরস্কার,
দুঃখ সুখ সব সমাপন।
প্রেমিক, প্রেমিকা, হায়, তারাও নিশ্চয়,
এমনি করিয়া হ'বে ধূলি মাঝে লয়।

শেক্সপীয়র।

পূর্ণ-বিকাশ

নারী গর্ভে জন্ম লভিয়া
কে আছে এমন ভুবনে?—
ব্যাঘ্র অথবা বানরের ভাব
জাগেনি ক' যা'র জীবনে?
মানুষ এখন' অপুষ্ট ভ্রূণ,—
আজো বাকী তা'র অনেকই,
হ'বে না তাহার নব উন্মেষ
নব নব যুগ সনে কি?
এখনো যে তা'র আবছায়া সব,
কত জাতি জীযে মরে গো,—
ত্রিকালদর্শী হেরে,—চিত্রের
রশ্মিতে ছায়া হবে গো!
এইরূপে যবে সবি এক হ'বে,
নির্ম্মল হ'বে দৃষ্টি,
গাহিব তখন, "জয় ভগবন,
মানুষ হ'যেছে সৃষ্টি।"

টেনিসন্।

নদী-সংবাদ

বিশ্বামিত্র।

ত্যজি' গিরি-জঙ্ঘায,
ভাঙিয়া মন্দুরায়,
সাগর সঙ্গে মিলিতে রঙ্গে চলেছে তটিনী সঘনে;
এলায়ে সলিল-পাশ,
শতদ্রু সনে বিপাশ,—
সুন্দর তনু ধেনু-যুগ্মক ছুটেছে বৎস-লেহনে!
ইন্দ্র প্রেরিত রথী,
সিন্ধুর পথে গতি,
ইন্দ্রাভিলাষ-পূর্ণকারিণী বাঞ্ছিত ধন কর দান;
একই প্রবাহে দুলি'
তরঙ্গে রঙ্গে ফুলি'
সমান গমনে ঊর্ম্মি মিলায়ে সাগরে কর গো অভিযান;
বৎস-লেহনকামী
ধেনু সম দ্রুতগামী
যেন মিলি দোঁহে সন্তান মোহে চলেছ অধীর গমনে;
শতদ্রু মাতার পাশে
বিপাশা নদী সকাশে
আসিয়া হ'য়েছি উপনীত আজি—ক্লান্ত হইয়া ভ্রমণে।

নদীদ্বয়।

আমরা রঙ্গে চলেছি,
সিন্ধুর দিকে ঢলেছি,
ফিরিবার নহে আমাদের গতি ফিরিবার নহে কভু সে ;
কেন বার বার তবে,
ডাকে ঋষি আমা সবে,
সব জেনেশুনে কেন অকারণে ডাকে আমা সবে তবু সে ?

বিশ্বামিত্র।

ওগো জলময়ী নদী
ক্ষণতরে দোঁহে যদি
দাঁড়াও,—শুনাই নূতন স্তোত্র প্রসাদের অভিলাষী গো,
আমি কুশিকের পুত্র,
রচিব নূতন স্তোত্র,
যাহে শত ধারে ঈপ্সিত সোম ক্ষরি' পড়ে রাশি রাশি গো ?

নদীদ্বয়।

নাশিয়া বিরোধী বৃত্রে
নদী ও নদ খনিত্রে
খনিলা ইন্দ্র বজ্র-আয়ুধ,— চলেছি তাঁহারি নিদেশে,
দ্যুতিমান, পটুহস্ত,
যে কাজে করিলা ন্যস্ত,
তাই সাধিবারে ছুটিয়াছি মোরা, —ছুটিয়াছি দেশে-বিদেশে।

বিশ্বামিত্র।

বাসবের বীরকর্ম্ম
কীর্ত্তন করা ধর্ম্ম,—
কেমনে ইন্দ্র বজ্র বিঁধিলা জলের অরাতি অহিরে :
বাসবের গাহি জয়
কেমনে সলিল চয়
আসিয়া মিলিল,—মিলিয়া ধাইল উর্ব্বরা করি' মহীরে।

নদীদ্বয়।

ওগো ঋষি, ওগো হোতা,
বলিলে আজি যে কথা
ভুলিয়ো না তাহা, উক্থ রচিয়া আমাদের ক'র' তুষ্ট,
করি গো নমস্কার,
আমাদের তুমি আর
পুরুষের মতো ক'র' না ক'র' না বাচালতা-দোষ-দুষ্ট ;

বিশ্বামিত্র।

শোনো গো আমার স্তুতি
দাও দোঁহে অনুমতি

বহুদূর হ'তে এসেছে এ জন লয়ে ধন নানা মত ;
তোমাদের যত জল
যাক্ সে রথের তল,
সুখে পরপারে যেতে দাও মোরে হও ওগো অবনত।

নদীদ্বয়।

ওগো ঋষি, ওগো হোতা,
শুনিনু সকল কথা ;
সুখে হও পার ল'য়ে সে তোমার রথ ও তুরগ যত ;
সন্তানে দিতে স্তন
পতিরে আলিঙ্গন,
নারী সে যেমন হয় অবনত, রহিলাম তারি মতো।

বিশ্বামিত্র।

পার হয় যত নর
ভরত-বংশধর,—
ইন্দ্রপ্রেরিত তাহারা তোমার নির্দেশে নেমেছে নীরে ;
পেয়েছি গো অনুমতি
রচি তোমাদের স্তুতি
গা'ব সব ঠাঁই থাকি সে যেথাই,—যজ্ঞে যজ্ঞে ফিরে।
ভরত-বংশধর
পার হ'ল যত নর,
রচি' মনোজ্ঞ উক্‌থ নবীন করিছেন স্তুতি বিপ্র ,
অন্নদে! ধনপ্রদে!
ক্ষুদ্র নদী ও নদে
পবিত্র জলে ভরিতে ভরিতে চল দেশে দেশে ক্ষিপ্র।

ঋগ্বেদ, তৃতীয় মণ্ডল, ৩৩ সূক্ত।

অগ্নি

(সামবেদ)

হে চির-নবীন! স্তুতির নিধান! বিচিত্র তব কাজ!
স্তন্য তেয়াগি' আহুতির লাগি' যজ্ঞে আসিলে আজ!

স্তনহীনা তব জননী অরণি, তাই কি হে অদ্ভুত!
জন্মমাত্র যৌবন লভি' হ'লে দেবতার দূত!

উপস্তুত।

নীলনদের বন্দনা

জয় নীলনদ! জয়তু গোপনচারী!
স্বরূপ তোমার প্রকাশ মিশর দেশে ;
আমা-সবাকার তুমিই পালনকারী,
জীবন বাঁচাও কখন্ নিভৃতে এসে ;
নিশিরে তুমিই দিবসে মিলাও আনি',
তুমি আনন্দে পূর্ণ কর হে প্রাণ ;
বরষে বরষে জীবে জীবে প্রাণ দানি'
বন্যার জলে ভিজাও সকল স্থান।
বরষে বরষে কর রসার্দ্র দেশ,
নামিয়া গোপনে স্বর্গ-সোপান হ'তে :
ওগো বলি-প্রিয়! ওগো বিমুক্ত-কেশ!
শস্যের ভার নিয়ে এস নীল স্রোতে!
দেবতা-মানুষে গাহিছে তোমার জয়,
সবাই তোমারে ভালবাসে, করে ভয়।

মিশরের চিত্রলিপি।

মিত্র-বন্দনা

নিদ্রাবিহীন, চির-জাগ্রত, সারা ভূভাগের পতি,
অযুত নেত্র, অযুত কর্ণ, মিত্রের করি স্তুতি।
সভার মুখ্য, সত্যের মূল, সুন্দর-কলেবর,
জ্ঞানের আকর, বলের নিধান, সবার পূজ্যবর!
যুদ্ধের আগে যোদ্ধারা যাঁরে বলি দেয় উপহার,
ঘোড়ার পৃষ্ঠে বসিয়া সওয়ার অর্চ্চনা করে যাঁর ;—
নিজের জন্য স্বাস্থ্য মাগে সে, অশ্বের দ্রুতগতি,
প্রার্থনা করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে শত্রু-প্রতি ;
মিত্রের বরে প্রার্থনা পূরে শত্রুর হয় ক্ষয় ;
দিবার মতন বলি দিব আজি, গাব মিত্রের জয়!

'আবেস্তা' গ্রন্থ।

মৃত্যুরূপা মাতা

নিঃশেষে নিবেছে তারাদল, মেঘ এসে আবরিছে মেঘ,
স্পন্দিত, ধ্বনিত অন্ধকার, গরজিছে ঘূর্ণ্য-বায়ু-বেগ!
লক্ষ লক্ষ উন্মাদ পরাণ বহির্গত বন্দী-শালা হ'তে,
মহাবৃক্ষ সমূলে উপাড়ি' ফুৎকারে উড়ায়ে চলে পথে!

সমুদ্র সংগ্রামে দিল হানা, উঠে ঢেউ গিরি-চূড়া জিনি'—
নভস্তল পরশিতে চায়! ঘোররূপা হাসিছে দামিনী,
প্রকাশিছে দিকে দিকে তার,—মৃত্যুর কালিমা মাখা গায়!
লক্ষ লক্ষ ছায়ার শরীর!—দুঃখরাশি জগতে ছড়ায়,—
নাচে তারা উন্মাদ তাণ্ডবে ; মৃত্যুরূপা মা আমার আয়!
করালী! করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিশ্বাসে প্রশ্বাসে ;
তোর ভীম চরণ-নিক্ষেপ প্রতি পদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে!
কালী তুই প্রলয়রূপিণী, আয় মা গো আয় মোর পাশে!
সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়,—মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,—
কাল-নৃত্য করে উপভোগ,—মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।

বিবেকানন্দ।

মায়া

শূন্য ব্যোম মনে হয় বিরাট খিলান,
জোনাকী—জোছনা-কণা,—হয অনুমান।
অবাধ, অগাধ ব্যোম জানি তবু হায়,
জানি গো জোনাকী চুরি করে না জ্যোৎস্নায়।

বেদব্যাস।

বৈরাগ্যোদয়

বনের মধ্যে আমের বৃক্ষ দেখিলাম সুবিশাল,
শ্যামল তাহার পল্লব-ছায়া, ফল তা'র সুরসাল ;
পথিকেরা এসে ফলের লালসে ভাঙিয়া ফেলিল শাখা!
হৃদয কহিল,—'সংসার মাঝে আব শ্রেয় নয় থাকা।'
চিকণ দু'খানি সোনার কাঁকণ পরিল যখন নারী,
শব্দ হ'ল না বিন্দু মাত্র ; হায়, কিছু পরে তারি
কাঁকণে কাঁকণ ঠেকিল যেমন দ্বন্দ্ব উঠিল বাজি'।
হৃদয় কহিল, 'আর কেন? চল, সংসার সুখ ত্যজি'।
পক্ষীর দলে এসে পড়েছিল ভিন্ন দলের পাখী,
মুখে ছিল তার খাদ্যের ভার, তায় ছিল সে একাকী ;
চঞ্চু আঘাতে সকলে মিলিয়া ব্যস্ত করিল তা'রে।
হৃদয় কহিল, 'পালাও, পালাও, কাজ নাই সংসারে।'
মসৃণ দেহ, উচ্চ ককুদ, উদ্ধত, বলবান
বৃষ চলিয়াছে ; ভযে তার কাছে কেহ নহে আগুয়ান ;
সে করিল এক ধেনুর কামনা,—অমনি শৃঙ্গাঘাত!
আমি লইলাম ভিক্ষাপাত্র ; সংসারে প্রণিপাত।

বৌদ্ধজাতক গ্রন্থ।

লামার গান

আকাশের পথে রবি শশী ধায়
সোহাগে ধরায় বেড়িয়া ধরে,
বিধাতার দীপ আলো করে দিক্
কিবা দক্ষিণে কি উত্তরে ;
সে আলোকে সুখে ভাসে নরলোক,-
তা'রে কি কুকাজে মলিন করে ?

সুদূর পূরবে আবরি' আকাশ
তুষার শীর্ষ জাগে শিখরী,
গগন শয়ান তা'রি গহ্বরে
হিংসা বিরত ফিরে কেশরী ,
সে ত' নহে ক্রুর, হে শীত বাতাস,
তবে কেন হও তাহার অরি ?

দখিণ বনের রাণী সে বাঘিনী
সকল শ্বাপদ অধীন তা'র,
যখন সাহসে জনপদে পশে
শোভা গৌরব ধরে না আর ;
হে বসুন্ধরা! মঙ্গল-করা!
অপকার যেন না হয় তার।

পশ্চিমে,—হ্রদে অগাধ সলিলে
নানা জীব সুখে নৃত্য করে,
সোনালী দু'চোখ তুলে ভেসে চলে
দেখিবারে দূর রত্নাকরে ;
বাঁকা ব'ড়্শী কি ছলভরা জালে
তা'রা যেন কভু ধরা না পড়ে।

উদীচী শিখরে পাহাড়ের নীড়ে
গৃধ্র বিহরে পাখীর চূড়া,
সে নহে দস্যু নহে নরঘাতী,
তুষ্ট সে পেলে ক্ষুদ কি কুঁড়া ;
বিষ-মাখা বাণ পেয়ে সন্ধান
গরিমা যেন গো না করে গুঁড়া ;

লামা মিললাপা ইহাদের মাঝে
এই গহ্বরে বসতি করে,
রচে গান, জপ-চক্র ঘুরায়
নিখিল জীবের হিতের তরে ;
নিশাচরী কোনো যাদুকরী হেন
ভ্রষ্ট না করে ভিক্ষুবরে।

লামা মিললাপা।

বৌদ্ধের তপস্যা

শশক-বর্ষ আসেনি তখনো ব্যাঘ্র-বর্ষ যায়,
ধর্ম্ম-চক্র ধরিতে হৃদয় ব্যাকুল হইল হায ;
তাই সে একদা তুষার সীমায় হইনু উপস্থিত,
সঙ্গীবিহীন নির্জ্জন গিরি, শঙ্কাবিহীন চিত।
পবনে গগনে যুক্তি করিয়া বৃষ্টি করিল শিলা,
চন্দ্র তপন হইল বন্দী, কেবলি মেঘের লীলা ;
লোহার নিগড়ে নয গ্রহ বাঁধা পড়িলেন একে একে,
দুনো উজ্জ্বল 'দুক্' তারা শুধু দেখা যায় থেকে থেকে।
নয় রাতি নয় দিনমান ধরি' বরফ-ফুল্কি ঝরে,
সরিষার মত কোনোটি পঙ্গপালের আকার ধরে!
বরফের গুঁড়া জমাট বাঁধিল বড় বড় চূড়া ব্যেপে,
নীচে বনভূমি মুরছিযা পড়ে গুরুভার বুকে চেপে ;
শিলা কঙ্কাল পূরিল তুষারে, ঘুচিল কালিমা রেখা ,
ললাটের বলিচিহ্ন মুছিল, ফুটিল জ্যোতির্লেখা!
উর্ম্মিল জল স্থির হ'ল নদী থামিল মধ্য পথে,
স্থল কিবা জল হ'ল সমতল, চিনিব সে কোন্ মতে?
কিবা পশু পাখী কিবা সে মানব খাদ্য না পায কেহ,
বিফলে চকোর বরফ খুঁটিল, মূষিক খুঁড়িল গেহ .
গবয়, চমরী, ছাগ, কস্তূরী খুলিতে না পারে মুখ.
হেন দুর্য্যোগে মিললাপা! তুমি কতই পেয়েছ দুখ!
একা গুহাতলে বন্দী ছিলাম বরফের কারাগারে,
ভিক্ষুজনের জীর্ণ বসন হটায়েছে বাত্যারে ;
স্খলিত-দন্ত শীত-শার্দ্দূল পলাযে গিয়াছে দূরে,
তপের তাপেতে গলেছে তুষার অযুত ধারায ঝুরে!
দুরন্ত ঝড় হয়েছে শান্ত ঘন ধারা বরিষণে,
প্রণত পঞ্চভূতের শীর্ষ বুদ্ধের শ্রীচরণে।

বহ্নির কুলে জন্ম আমার, ব্যাঘ্র সে জ্ঞাতি মম,
বসতি আমার তুষারাস্তৃত গিরি-চূড়া দুর্গম,
সিংহের কুলে জনমি' শুনেছি সঙ্ঘের মহাবাণী,
যে পথে গেছেন অর্হত সবে আমিও সে পথ জানি ;
মহাযান-পথে যাত্রী আমরা মরণেও মোরা ধন্য,
ওগো উপাসক! তথাগতে জান, চিত্ত কর না অন্য ;
দুখ মাঝে সুখে ছিল মিললাপা না ছিল হৃদয়ে শোক,
ওগো উপাসক! তোমা সবাকার চির-কল্যাণ হোক্!

লামা মিললাপা।

চির-শরণ

আমার রাখাল আপনি দয়াল, আমার ভাবনা কিরে?
তিনি রেখেছেন শ্যামল ক্ষেত্রে শান্ত হ্রদের তীরে ;
তিনিই আমায় দুর্ব্বল চিতে শক্তি করেন দান,
সৎপথে চালান আমায় দয়াল নামের রাখিতে মান ;
মরণের ছায়া ঘিরে যদি তবু করিব না কিছু ভয়,
তুমি আছ সাথে সহায়! শরণ! জানি আমি নিশ্চয়!
শত্রুপুরীতে রক্ষা করেছ আমারে দণ্ডধর!
অভিষেক মোরে করি' আনন্দে ভরেছ এ অন্তর ;
এমনি করুণা রহে যেন প্রভু! মোর 'পরে চিরদিন,
চিরদিন যেন তোমারি ছায়ায় রহি গো ভাবনাহীন।

রাজা দায়ূদ।

নাম কীর্ত্তন

আমার প্রভুর নাম কীর্ত্তন কর মন্দিরে তাঁর,
তাঁহারি প্রকাশ আকাশের তলে গাও হে বারম্বার।
তাঁর সে বিশাল কীর্ত্তি-কাহিনী কর সবে কীর্ত্তন,
তাঁহার অপার মহিমার কথা গাও হে অনুক্ষণ ;
তুরীতে ভেরীতে বীণা বাঁশরীতে গাও সবে তাঁরি নাম,
কীর্ত্তন-সুখে নৃত্য করিয়া ফির হে অবিশ্রাম।
বাজায়ে মুখর করতাল সবে গাও হে ভরিয়া প্রাণ,
নিশ্বাস নিতে শিখেছ যে জন সেই কর নাম গান।

রাজা দায়ূদ।

ব্যাকুল

কতদিন তুমি এমন করিয়া ভুলিয়া রহিবে? প্রভু!
কতদিন হেন রহিবে গোপনে? দেখা কি পাব না কভু?
কতদিন হেন যুক্তি করিব আপন মনের সনে?
শত্রুকুলের হর্ষ কতই দেখিব দুঃখ মনে?
প্রভু! ভগবান্! বিচার করিয়া রাখ এ মিনতি মোর,
নয়নে কিরণ বিথারিয়া নাশ কাল-নিদ্রার ঘোর।
আমার প্রাণের ব্যাকুলতা হেরি' শত্রু যেন না হাসে,
আমারে বেদনা দিতে যেন কেহ না পারে নিন্দা-ভাষে।
আমি বিশ্বাস রেখেছি তোমার অনন্ত করুণায়,
ওই হাতে আমি মুক্তি লভিব আছি সেই ভরসায় ;
চিরদিন আমি তোমারি চরণে গাহিব হে ভগবান্,
আমারে ঘিরিয়া রয়েছে তোমার রাজ-হস্তের দান।

রাজা দায়ূদ।

অনুতপ্ত

প্রভু! কেবা আমি?—আমার ভাবনা তুমি ভাব অবিরত?
দুয়ারে এসেছ খুঁজিতে আমায়, কষ্ট হ'য়েছে কত;
শীতের বিষম রাত্রি কাটালে আমারি প্রতীক্ষায়,
দুরন্ত হিমে দুয়ার বাহিরে দাঁড়ায়ে একাকী, হায়!
প্রভুরে চিনিতে ভ্রম হ'ল মোর, ঘরে না লইনু বরি',
ইহ-পরকালে কি হ'বে আমার তাই সে ভাবিয়া মরি।
কণ্টক-ক্ষত চরণে তোমার শুকায় শোণিত-ধারা,
কিছুই হ'ল না এ অকৃতজ্ঞ অধম জনের দ্বারা।
দৈববাণীতে ক'য়ে গেছে মোরে—"ওরে কান পেতে শোন্,
হৃদয়-দুয়ারে নিয়ত আঘাত করেন নিরঞ্জন!"
কতবার আমি শুনেছি সে বাণী,—শুনেছি আপন কানে,
মৃদুল মধুর বিষণ্ণ সুর আসিয়া লেগেছে প্রাণে;—
তবু উঠি নাই;—বলেছি 'দুয়ার সকালে খুলিব কাল',
হ'য়েছে সকাল, তবু বলি 'কাল',—একি হ'ল জঞ্জাল!

লোপ ডি ভেগা।

করুণার বার্ত্তা

মধ্য-দিনের আলোর দোহাই, নিশির দোহাই,—ওরে!
প্রভু তোরে ছেড়ে যান্‌নি কখনো, ঘৃণা না করেন তোরে।
অতীতের চেয়ে নিশ্চয় ভাল হবে রে ভবিষ্যৎ,
একদিন খুসী হ'বি তুই লভি' তাঁর কৃপা সুমহৎ।
অসহায় যবে আসিলি জগতে তিনি দিয়েছেন ঠাঁই,
তৃষ্ণা ও ক্ষুধা,—দুঃখ যা ছিল ঘুচায়ে দেছেন তাই;
পথ ভুলেছিলি,—তিনিই সুপথ দেখায়ে দেছেন তোরে,
সে কৃপার কথা স্মরণে রাখিস্;—অসহায় জনে, ওরে!
দলিস্‌নে কভু; ভিখারী আতুর বিমুখ যেন না হয়,
তাঁর করুণার বারতা ঘোষণা কর রে জগতময়।

কোরাণ।

সাকীর প্রতি

সাকী! যদি জানো আস্বাদ মদিরার,
সুরা বিনা তবে আনিয়ো না কিছু আর;
ভজনা গৃহের বেচিয়া মাদুর, দরী,
প্রেম-সুরা কিনে আন তুমি সুন্দরী!

মাতাল! এখনো সংজ্ঞা যদি হে থাকে,
ওই শোনো, তোমা' গোলাপের বনে ডাকে ;
বিষণ্ন চিতে সান্ত্বনা কর দান,
অখ্যাতি হ'ক তাহাতে দিয়ো না কান।
প্রেমের জগতে মনের গোপন ধারা,
বেণুর কাঁদনি বীণার তানের পারা।
আচারনিষ্ঠ দানশীল ধনী হ'তে
প্রেমিক ফকির শ্রেষ্ঠ সে বহু মতে।
সুলতান হেন পবী হের কে আসিছে,
সাবা সহবের লোক তা'ব পিছে পিছে।
মাত্র বাবেক দেখেছে যে জন মুখ
সেই পথ চেয়ে রয়েছে গো উৎসুক।
আব কতদিন বিবহ-বেদনা হাফেজ সহিবে, হায়,
বুক ফাটা দুখ কবে হ'বে শেষ সে কথা সুধাব কা'য়?

হাফেজ।

হাফেজের রুবাইয়াৎ

তুমি বলেছিলে "ভাবনা কি? আমি তোমারেই ভালবাসি
আনন্দে থাক ধৈর্য্য-সলিলে ভাবনা সে যাক্ ভাসি।"
ধৈর্য্য কোথায়? কিবা সে হৃদয়? হৃদয় যাহারে কয়,
সে ত' শুধু এক বিন্দু শোণিত আর ভাবনার রাশি।

* *

সমীর! গোপনে আমাব কথাটি বলিয়া এস হে তায,
জানাও আমার মরমের জ্বলা তা'রে শত জিহ্বায ;
তেমন করিয়া বল না যাহাতে বেদনা সে মনে পায়,
নানা বারতাব মধ্যে আমার কথাটি জানায়ো, হায়।

* *

মরণেব বাণ জীবন-দেউল যখন করিবে চূর্ণ,
সেই মুহূর্ত্তে জীবন-পাত্র ভবিয়া হইবে পূর্ণ!
তখন হাফেজ! সতর্ক থেকো, যবে ল'য়ে যাবে তুলি'
জীবন-গৃহের সব তৈজস ক্রমশঃ কালের কুলি।

* *

নদী-তীরে যেয়ো মদিরা-পাত্র সাথে লয়ে,—যদি পার,
প্যান্‌পেনে যত কুনোদের ছেড়ে দূরে থেকো, ভাল আরো ;
এমন সাধের জীবন মোদের দিন দশ বই নয়,
তাজা বুকে হাসি মুখে থাকা ওগো তাই ত উচিত হয়।

গোপনে গোলাপ-মুকুল রয়েছে তোমায় দেখে,
সরমে চামেলি রয়েছে হোথায় মু'খানি ঢেকে ;
গোলাপের কলি কোথা পাবে হায় অমন কায়া ?
যে রবির রূপে রূপসী সে,—তাহা তোমারি ছায়া !

তোমার বিরহে তপ্ত অশ্রু গলিছে বাতির মত,
পেয়ালার মত গোলাপী আঁখির জল ঝরে অবিরত ;
হৃদযের, এই সঙ্কট দিনে শুনি যদি বীণা-তান,
আঁখি-বারি রূপে হৃদয়-রক্ত ঝরে ব্যাকুলিযা প্রাণ।

* *

হৃদয়ে করেছি কাঁদিবার ঠাঁই তোমার বিরহে স্বামী !
সান্ত্বনা—তাও রেখেছি হৃদযে যতনে লুকাযে আমি,
শত ঝঞ্ঝার আঘাতে পরাণ যতই পীড়িছ প্রভু !
অটল হৃদয়,—প্রত্যয় তার ভাঙিয়া পড়ে না তবু।

* *

সকল কামনা সফল করিতে তুমি আছ কৃপাময় !
তুমি কাজী, তুমি কোরাণ আমার, তুমি মোর সমুদয়,
আমার মনের কথাটি তোমায কি আর জানা'ব আমি ?
তোমার অজানা কিছু কি জগতে আছে অন্তর্য্যামী !

প্রেম বিমুখ

ওরে মন ! তুই ছেড়ে চলে আয় প্রেম-বিমুখের সঙ্গ ;—
কুমতি উদয় যা'র সাথে হয়,—হয় রে ভজন ভঙ্গ।
কাকে কি করিবে কর্পূর খেয়ে ? কুকুর গঙ্গা নেয়ে ?
গাধা কি করিবে অগুরু গন্ধে ? মর্কট মালা ল'য়ে ?
নাহিক সুমতি, সাধু সঙ্গতি, বিষয়ে ডুবিয়া মরে ;
কহে সুরদাস কালো কম্বলে অন্য রং কি ধরে ?

সুরদাস।

প্রিয়-বিরহে

ওগো প্রিয়তম ! তোমার কথাই ভাল লাগে মোর মনে,
লক্ষ যতনে যা' বোঝায় লোকে লাগে না মনের কোণে ;
ক্ষীর দিয়া মুখ যদি পালঙ্কে রাখ গো জলের মীন,
তবু ধড়ফড়ি' মরিবে সে, হায়, হইবে সংজ্ঞাহীন।

জহুরী চিনিছে হীরায়,—তাই সে হাতুড়ি হানে না আর,
স্বাতীর সোয়াদ পাপিযাই জানে বিরহের ব্যথা যা'র ;
কবীর কহিছে ভাবের ভুবনে গোপন নাহিক আর।

কবীর।

জপের গুটি

জীবে প্রেম যাঁর চরম শিক্ষা আমি সে গুরুর শিখ্,
মর্ম্মতলেরো মর্ম্ম যেজন জাগ্রত অনিমিখ্ ;
অনুসন্ধান যে করেছে তাঁর সেই ত পেযেছে ঠিক্!

নিশ্বাসগুলি যে মালার গুটি সে কেমন জপ-মালা!
নিভৃতে আসিযা করেছে আপনি অনাগত কাল আলা!
নিশ্বাস-মণি-মালা কে দেখেছে!—মালার উজল জ্বালা।

নানক।

পরমেষ্ঠী

তখন ছিল না 'অস্তি' 'নাস্তি', না ছিল আকাশ
ভূমণ্ডল,
কে ছিল শরণ? কিবা আবরণ? সে কিগো গহন
গভীর জল?
মৃত্যু ছিল না, না ছিল অমৃত, না ছিল রাত্রি
না ছিল দিন,
বায়ুহীন দেশে নিশ্বাস ল'য়ে ছিল সেই 'এক'
ক্রিয়া-বিহীন।
আঁধারের বুকে ঘনান্ধকার, ঠাহর না হয়
আকার কোনো,
সে মহার্ণবে আপনার তপে বাড়িতে লাগিল
মহিমা ঘন!
সেই আদিমের মনো-বিন্দুতে ধীরে ধীরে ধীরে
উপজে কাম,
কবিরা জানেন 'নাস্তি'র সাথে সেই অস্তির
মিলন ধাম।
বিশ্বের বীজ অঙ্কুরি' উঠে, মহা-মহিমায়
অখিল ভরে ;
প্রযত্নবান পুরুষ উর্দ্ধে, নিম্নে প্রকৃতি
নিজেরে ধরে।

বিপুল সৃষ্টি!—কোথা হ'তে এল? কে জানে ইহার
জনম দিন;
সৃষ্টি কাহিনী কেমনে জানিবে? সৃষ্ট দেবতা
অর্ব্বাচীন?
পরম ব্যোমের পরমপুরুষ,—বিশ্বলোকের
যে জন ধাতা,—
সে কথা হয় ত' তিনিই জানেন, অথবা তিনিও
জানেন না তা'!

প্রজাপতি ঋষি।

কে?

কে ছিল আদিতে? কে রাখিল ধরি'
দ্যুলোকে-ভূলোকে আপন স্থানে?
কে অদ্বিতীয় পতি সকলের?
কোন্ দেবে পূজি হব্য-দানে?

শকতি ও প্রাণ যে করিল দান?
দেবতারা যাঁ'র শাসন মানে?
মৃত্যু অমৃত ভৃত্য যাঁহার?
কা'রে পূজি মোরা হব্য-দানে?

যিনি মহিমায় করেন বিরাজ
নিখিল জীবের নয়নে প্রাণে?
পশু, পাখী, নর, যাঁহার অধীন?
কা'র পূজা করি হব্য-দানে?

রসের আধার সমুদ্র আর?
হিমাচল যাঁ'র কীর্ত্তি জানে?
দিকে দিকে যাঁ'র অভয় হস্ত?
কোন্ দেবে পূজি হব্য দানে?

অসীম ব্যোমের পরিমাণ করি',—
বাতাস উজলি' কিরণ-স্নানে,—
পৃথিবীরে দৃঢ় ক'রেছেন যিনি?
কা'রে পূজি মোরা হব্য-দানে?

লভি' প্রতিষ্ঠা ক্রন্দসী যাঁর
নিরত নিয়ত মহিমা গানে?
যাঁহার বিভায় দীপ্ত তপন?
কা'র পূজা করি হব্য-দানে?

ত্রিভুবন-ব্যাপী সলিল-গর্ভে
জাত জাতবেদা যাঁহারে আনে?
নিখিল দেবের জীবন-বস্তু?
কোন্ দেবে পূজি হব্য-দানে?

নিপুণ চক্ষে বিপুল বিশ্ব
যিনি হেরিলেন সলিলাধানে,
সকল দেবের অধিদেব যিনি?
কারে পূজি মোরা হব্য-দানে?

পৃথিবীর পিতা, স্বর্গ-জনিতা,
তিন লোক বাঁধা যাঁ'র বিধানে,
তিনি যেন কভু না হ'ন বিমুখ,
যাঁ'রে পূজি মোরা হব্য-দানে।

সকল প্রজার প্রজাপতি! দেব!
বিশ্ব শাসিতে কে আর জানে?
মোদের আহুতি কর হে গ্রহণ,
কামনা পুরাও কাম্য-দানে।

হিরণ্যগর্ভ ঋষি।

সংস্বরূপ

বাক্য যাঁহারে বর্ণিতে নারে, বচন সৃষ্টি যাঁ'র,
তিনিই ব্রহ্ম; লোকে যাহা পূজে তাহা কতটুকু তাঁ'র!

মন যাঁ'রে মনে করিতে না পারে, মন কল্পনা যাঁর,
তিনিই ব্রহ্ম; লোকে যাহা পূজে তাহাই করো না সার।

নয়ন যাঁহারে পায় না দেখিতে, নয়ন রচনা যাঁ'র,
তিনিই ব্রহ্ম, লোকে নাহি জানে পূর্ণ-প্রকাশ তাঁ'র।

কান যাঁ'র কথা শুনিতে না পায়, কানেরে শোনান্ যিনি,
তিনিই ব্রহ্ম; লোকে যাহা পূজে শুধু তাই নন তিনি।

প্রাণ অপারগ যাঁ'র প্রণিধানে প্রাণের প্রণেতা যিনি,
তিনিই ব্রহ্ম; লোকে যাহা বলে শুধু তাই নন তিনি।

ভাল মতে তাঁ'রে আমিও জানিনে, জানিনে যে তাহা নয়,
এটুকু যে জন জানে অনুভবে,—জেনেছে তা'রি হৃদয়।

যে ভাবে জানিনে সে কিছু জেনেছে; জানে না—যে ভাবে জানি
ধারণা ধরিতে পারে না তাঁহারে—যে কহে তাহারে মানি।

অন্তরযামী বলি' যে তাঁহারে জেনেছে,—অমৃত তা'রি,
আত্মার বলে বিদ্যায় লভি' অমৃতের অধিকারী।

তলবকারোপনিষৎ।

সমাপ্তে

আমারে মার্জ্জনা কর, হে কবি-সমাজ!
—এতক্ষণ গাহিলাম যাহাদের গান,—
ভুল যদি ঘ'টে থাকে ক্ষমা কর, আজ
বিদায়ের অশ্রুজলে হোক অবসান

আমার সকল ত্রুটি। ভালবাসি ব'লে,—
চেয়েছিনু বাড়াইতে তোমাদের যশ,—
গিয়েছিনু ছড়াইতে নব নব দলে
তোমাদেব অন্তরেব চিব-নব রস ;—

আনন্দের আত্মীয়তা করিতে স্থাপন,—
লঙ্ঘিয়া সকল বাধা,—ভাষা, কাল, দেশ,
বর্ণ, জাতি, পাঁতি, কুল ;—ছিল এ মনন ;
নাহি জানি কি করিতে কবিনু কি শেষ।

সুদূর অতীত হ'তে পা'ব কি ইঙ্গিত?
ব্যর্থ কি সার্থক, হায়, আজিকার গীত!

তীর্থরেণু

তীর্থের ধূলি মুঠি মুঠি তুলি'
কিরিয়াছি এক ঠাঁই,
বিশ্ব-বীণার তারে তারে তারে
পরশ বুলায়ে যাই ;
প্রাচীন দিনের আচিন্ জনের
কুড়াই বিভূতি রাশি,
মৃত কবিদের অমৃত অশ্রু
বকুল-সুরভি হাসি !

বোলি, পবিত্রী, ঠুমরা এনেছি,
এনেছি স্বর্ণ-মাখি,
শ্যাম-বিন্দু কি রামরজ—আমি
কিছুই রাখিনি বাকি ;
কাম্য কাজল, সতী সিন্দূর—
এনেছি ভিক্ষা মাগি',
আশা-পুরী ধূপ এনেছি বঙ্গ-
ভাষার পূজার লাগি।

হরি-বিরহিণী ব্রজ গোপিনীর
খিন্ন তনুর শেষ—
এনেছি গো সেই গোপী চন্দন,—
জুড়াতে মরম দেশ!
অশ্রু-হাসিব অভ্র আবীর
এনেছি যতন ক'রে,
সরস্বতীর চরণ সরোজে
অর্ঘ্য দিবার তরে।

ধরার আঁচলে আঁখিজল কা'রা
মুছেছিল ব্যথা স'য়ে,
অতীত দিনের অশ্রু, হের গো,
রয়েছে অভ্র হ'য়ে!
অতীত ফুলের পুলকে অরুণ
হ'য়েছে আবীর গুলি,
আবীর গভীর পুলকের স্মৃতি,-
হরষ-হাসির ধূলি!

বঙ্গবাণীর চরণে নিবেদি
অভ্র-আবীর রাশি,
অঞ্জলি দিই নিখিল কবির
আকুল অশ্রু হাসি ;
আমার অশ্রু আমার পুলক
তারি সথে যায় মিশে,
খুঁজি না, বাছি না, বুঝি না, কেবল
চেয়ে থাকি অনিমিষে।

আমার বীণা সে ধন্য আজিকে
সকল সুরেতে বেজে,
নাড়া পেয়ে তার সকল তন্ত্রী
নিঃশেষে ওঠে নেচে!
নিখিল কবির নিশ্বাসে হের
ভরিযা উঠেছে বেণু,
ভ.ব-নগরীব ভাবের ব্যাপারী
বিতাব তীর্থ-রেণু।

পহেলি

নবীনে প্রবীণে নারী নরে মহামেলা!
বাঁশী সিতারের মিলিত সুরেব খেলা!
ঝঙ্কারে তানে, শিঞ্জনে কোলাকুলি,
গোল না বাধায় ঠেকার যে বোল্‌গুলি।
'সোদর সিনেহ' সুষমায় ভবে গেহ,
তুষ্ট হৃদয চির নিরাময দেহ ;
মিলনের আলো জ্বলিযাছে মন্দিরে,
শিশু হাসি ঘিরে পুবাতন পৃথিবীরে।

শি-কিং গ্রন্থ।

মুকুলের গান

আঁধার নিশি সে কখন আসিবে,
আঁধারে আর্দ্র নিশাস ফেলে?
সবুজ ঘোমটা কবে শিথিলিবে?
অনতিশীতল শিশির ঢেলে!

প্রতি সাঁঝে আসে একটি বালিকা
মোরা তারে ভাল বাসি গো বাসি,
মোদেরি 'পরে সে যতনে বরষে
সেচন ঘটের মুকুতা রাশি!

হৃদে তার আধ মায়ের মমতা
পিপাসার মত আকুলি' উঠে,
চেয়ে ফিরে ফিরে বলে ধীরে ধীরে,—
"আজো একটিও ওঠেনি ফুটে!"

কখন্ আসিবে আঁধিয়ার রাতি
আঁধারে আর্দ্র নিশ্বাস ফেলে?
অবগুণ্ঠন ঘুচাবে কখন?
নিশীথ-শীতল শিশির ঢেলে!

আলবার্ট গায়্গার্।

বিকাশ-ভিখারী

মুকুল যখন ফাটিয়া ফুটিছে ফুলে,—
ভরিছে ভুবন তপ্ত ভ্রমর করে,—
বিকাশ-ভিখারী অশরীরী কোন্ শিশু
মোর হিয়া মাঝে কাঁদে ওগো সকাতরে!

কহে সে "তুমি তো পুলকে ভ্রমিছ একা,
শস্যের ক্ষেতে, গোলাপের উপবনে,
মোর যে এখনো হয়নি জগৎ দেখা,
রেখেছ ক্ষুধিত, সে কথা কি নাই মনে?

মিনতি রাখ গো, ভিখারীর মুখ চাও,
কত আর রব বিকাশের পথ চেয়ে?
প্রসন্ন হও, প্রকাশিত হতে দাও,
তুমিও হরষে—দেখিয়ো—উঠিবে গেয়ে।

নাদুস-নুদুস হাত আমি একখানি,—
স্বপনের ঘোরে খুসী হও যারে চুমি;
পীযূষ-লুব্ধ দু'টি কচি ঠোঁট আমি,—
তৃষিত রয়েছি, তৃপ্ত কর গো তুমি।

আমি চাই তোর সঙ্গী দোসর হ'তে,
ছোট হই—বশ ক'রে নিতে জানি মন;
আমার ভাষাটি শিখাব নানান্ মতে,
অফুরান্ কথা কহিব অনুক্ষণ।

কি দেখিছ, হায়, বাহিরে ফুলের বনে?
দেখ, চেয়ে দেখ ভিতরে কি শূন্যতা!
দেখ গো হৃদয় পুরিছে কি ক্রন্দনে!
বিকাশ-ভিখারী কাঁদিছে! ঘুচাও ব্যথা।"

অ্যাগ্নেস্ মায়গেল্।

খোকার আগমনী

রামধনুকের রঙীন্ সাঁকো দিয়ে
নাম্‌ল কে গো সটান্ স্বর্গ থেকে!
মুখে মুঠায় সোহাগ-সুধা নিয়ে
উজল চোখে স্নেহের কাজল এঁকে!

এগিয়ে তারে দ্যান্ দেবতা কত,—
কতই পরী নাইক লেখাজোখা!
পথ চেয়ে তার রয়েছে লোক যত,
বাছনি! আনন্দ দুলাল! খোকা!

ক্যাপলন্।

স্নেহের নিরিখ্

কাঁটায় তুলে তৌল্ করে মহাজনের মাল,
নিখ্‌তি ক'রে সোনার ওজন জানে;
ব্যাভারে পাপ ঢুকলে পরে, দেখ্‌ছি চিরকাল,
আইন বহির নিরিখ্ লোকে মানে।

কিন্তু তোরা জানিস্ কিগো? বল্‌তে পারিস্ মোরে?
পেযে কোলে প্রথম ছেলে (ম'রে আবার বেঁচে)
মা-হওযায যে নূতন সুখে মাযের পরান ভরে,—
সে ধন ওজন করার নিরিখ্ নিখ্‌তি কোথায় আছে?

ক্যাপলন্।

ঘুমপাড়ানি গান

(কসাক্)

ঘুম যাযরে, ঘুম যায়রে, খোকা ঘুম যায়;
চাঁদ দেখ্‌তে চাঁদ উঠেছে নীল আকাশের গায!
ভয় নেই রে মুদ্‌ব নাকো আমি আঁখির পাত,
চৌকি দিয়ে মানৎ মেনে কাটিযে দেব রাত।
আয় ঘুম আয়!

টেরেক্ নদী টগ্‌বগিয়ে টাট্টু ঘোড়ার মত
গণ্ডশিলার উপর দিয়ে ছুট্‌ছে অবিরত;
রাখ্‌ছে ঘাঁটি ক্রুদ্ধ কসাক্, তলোয়ারে তার হাত,
চৌকি দিয়ে মানৎ মেনে কাটাই আমি রাত।
আয় ঘুম আয়!

খোকা রে তুই বেটাছেলে, বেটাছেলের দল
ছিনিয়ে নিয়ে যাবে তোরে, পড়বে চোখের জল।
ঘোড়ায় চড়ে কোন্ সুদূরে যাবি তাদের সাথ!
মাথা খুঁড়ে, মানৎ মেনে, কাট্‌বে আমার রাত।
আয় ঘুম আয়!

কসাক্ বংশে জন্ম তোমার, কঠিন তোমার প্রাণ,
মনের মধ্যে তবুও আছে মায়ের প্রতি টান;
লড়াই তবু বাধ্‌লে, খোকা, ছুট্‌বি অকস্মাৎ,
মাথা খুঁড়ে, মানৎ মেনে, কাট্‌বে আমার রাত।
আয় ঘুম আয়!

বিদায় বেলায় যখন আমি কর্ব্ব আশীর্ব্বাদ,
উঁড়িয়ে নিশান্ চড়্‌বি ঘোড়ায় হেলিয়ে ডাহিন হাত।
খোকা আমার যুদ্ধে যাবে কঠিন কসাক্ জাত,
মাথা খুঁড়ে, মানৎ মেনে, কাট্‌বে আমার রাত।
আয় ঘুম আয়!

দলের সঙ্গে থাক্‌বি তবু ঠেক্‌বে ফাঁকা ফাঁকা,
আমায় বাছা, থাক্‌তে হবে এই ঘরেতেই একা।
যেথায় থাকিস্ মনে রাখিস্ মায়ের আশীর্ব্বাদ,
জানিস্ মনে মানৎ মেনে কাটাই আমি রাত।
আয় ঘুম আয়!

প্রসাদী ফুল দেব আমি সঙ্গেতে তোমার,
যুদ্ধে গিয়েও মায়ের কথা ভাবিস্ এক-একবার।
যেখানে যাস্, যেথায় থাকিস্, তোর কিছু নেই ভয়,
মানৎ মেনে আপদ বালাই কর্ব্ব আমি ক্ষয়।
আয় ঘুম আয়!

ঘুম-ভাঙা
(তামিল ছড়া)

আহা, আহা 'আ-ঈ'!
আহা মরে যাই,
কচি আঙুল ঘুরুণি,
বাছা, পরাণ জুড়ুনি,
কে বেড়াবে হামা দিয়ে,
কে বেড়াবে দাওয়ায়,
কে খেল্‌বে ধুলো নিয়ে
ছাঁচতলাটির ছাওয়ায়!

আহা, আহা 'আ-ঈ'
ঘুম ভেঙেছে মায়ি!
মুক্তো ঘেরা টোপর মাথায়
কে দেয রে হামা?
চুমু দিযে জাগিয়ে দিলেন
মায়ের ভাই মামা।

আহা, আহা 'আ-ঈ'
আহা মরে যাই,
কিচ্ছু ভাল লাগছে নাকো
দুধটি এখন চাই।
রাঙা পলার মালা গলায়,
গায়ে জরির জামা,
দুধ খাওয়াতে জাগিযে দিলেন
মাযের ভাই মামা।

আহা, আহা 'আ-ঈ'
একটি চুমু খাই,
খোকায কোলে ক'রে মোরা
নেচে নেচে যাই ;
দুধটি খেয়ে কল্‌কলাবি,—
'বকুম্‌ বকুম্‌' বোল্‌ ;
বড় অমোদ হয রে তোমার
পেলে মামার কোল।

তেলুগু ছড়া

খোকামণি মায়েব গলাব মাদুলি!
খোকামণিব বৌটি হ'ল কুঁদুলি।
খোকা সাহেব কোণে দিলেন ঠেসে,
নিযে গেল খ্যাঁক্‌শেযালি এসে!

'অমৃতং বালভাষিতং'

বাজার কথা অটল-সুগম্ভীর,
শাস্ত্র-কথা প্রশান্ত উদার ;
ন্যাযেব কথা নিলয় সে যুক্তির,
শিশুর কথা?—পুলক পারাবার।

ক্যাপ্‌লন্‌।

চিঠি

"প্রণাম শত কোটি,
ঠাকুর! যে খোকাটি
পাঠিয়ে দেছ তুমি মাকে,
সকলি ভাল তার ;—
কেবল—কাঁদে, আর,
দাঁত তো দাও নাই তাকে!
পারে না খেতে, তাই,
আমার ছোট ভাই,
পাঠিয়ে দিয়ো দাঁত, বাপু!
জানাতে এ কথাটি
লিখিতে হ'ল চিঠি।
ইতি। শ্রী বড় খোকাবাবু।"

রেক্সফোর্ড।

কহে অঙ্কুর আঁধারে মাটির মাঝে,
"মজবুৎ নই, তবুও লাগিব কাজে!"
এত বলি' ধীরে আলোকে তুলিল মাথা,
মৃদু বলে খুলি' দিল একখানি পাতা।

পাতা, নিরখিয়া পরখিয়া চারিধার
ডাকিয়া আনিল ডাটি ভাইটিকে তার ;
তাব পিছে পিছে কচি পাতা আরো দু'টি
কৌতুকে এল বাহিরিয়া গুটি গুটি!

সুরু করি' কাজ, খাটিযা সকাল সাঁঝে,—
পরিণত হ'ল অঙ্কুর চারা গাছে ;
রবি দিল আলো, মেঘ তারে দিল জল,
দিনে দিনে বাড়ি' লভিল সে ফুল ফল।

যারা ছোট আছ, এস মানুষের মাঝে,
মজবুৎ নও, তবুও লাগিবে কাজে ;
আলোকের দিকে ধীরে ধীরে তোল মাথা,
রবি আশিষিবে, মেঘেরা ধরিবে ছাতা।

কর্ম্মের ক্লেশে ললাটে ঝরুক জল,
ফুটাও জগতে অক্ষয় ফুল ফল।

নিগ্রো ডান্‌বার।

ছোটো খাটো

ছোটো খাটো স্নেহের দু'টো কথা,
ছোটো খাটো সহজ উপকার,
পৃথিবীরে স্বর্গ ক'রে তোলে,
ক'রে তোলে পরকে আপনার!

অজ্ঞাত।

মিশর-মহিমা

মিশরে পুরুষ রণপণ্ডিত, রমণী ধনুর্দ্ধর!
স্তনন্ধয় যে শিশু তারে মাতা ধরান্ ধনুঃশর!
মার কাছে ছেলে সত্য বলিতে সত্য পালিতে শেখে,
সহজ সাহসে দুঃখ সহিতে শেখে শৈশব থেকে।
ভয়ে সে কাঁপে না, কষ্টে কাঁদে না, লোহার বাঁটুল ছেলে,
দু'দণ্ডে বশ করিতে সে পারে দুরন্ত ঘোড়া পেলে।
পিতা হাতে তার দ্যান্ হাতিয়ার শেখান্ অস্ত্রখেলা,
বেড়ে ওঠে বুক শড়্কী ধনুক লয়ে ফিরে সারা বেলা।
ভীমরুল পারা দুর্ম্মদ তারা লড়িতে করে না ভয়,
বিনা ছলে কভু তাদের হঠানো নরের সাধ্য নয়।

নীতি চতুষ্টয়

সিংহশাবক ক্ষুদ্র হ'লেও মদ-বিমলিন হাতীরে হানে,
শক্তিমানের প্রকৃতি ইহাই ; বিক্রম কভু বয়স মানে?

* * *

স্বর্গ হইতে শিবের জটায় সেথা হ'তে পর্ব্বতে,
পর্ব্বত ছাড়ি ধরণী-পৃষ্ঠে, সাগরে ধরণী হ'তে ;
এমনি করিয়া গঙ্গা চলেছে অধোগতি অনিবার,
নষ্টমতির নিপাতের লাগি শত দিকে শত দ্বার।

* * *

তপ্ত লোহায় সলিল-বিন্দু,—নাম খুঁজে পাওয়া দায়
পদ্ম-পাতায় সেই পুন রাজে মুকুতার সুষমায়!
স্বাতী হ'তে পড়ি' শুক্তিতে হয় মুক্তা সে নিরমল!
মন্দ, মাঝারি, ভালো হওয়া,—সব সংসর্গেরি ফল।

আচারানষ্ঠে ভণ্ড বলে গো, ধীরজনে ভীরু, সরলে মূঢ় ;
প্রিয়ভাষীজনে ধনহীন গণে, বীরে নির্দ্দয়, তেজীরে রূঢ়!

শান্তস্বভাবে অক্ষম ভাবে, বাগ্মী পুরুষে বাচাল বলে,
হেন কোনো গুণ নাই মানুষের যাহা দুর্জ্জনে দোষেনি ছলে।

ভর্ত্তৃহরি।

অনাথ

(মুণ্ডারি)

ও পাড়াটা ঘুরে এলাম কেউ তো নেই,
এ পাড়াটা মরুভূমির মতন ;
মাগো আমার নেই গো তুমি নেই গো নেই,
নেইক বাবা কর্ব্বে কে আব যতন ?
আজ্‌কে যদি বাবা আমার থাক্‌ত গো,
মা যদি মোর আজ্‌কে বেঁচে থাক্‌ত,
পথে পথে খুঁজ্‌ত কত ডাক্‌ত গো,
কোলে পিঠে ক'রে সদাই রাখ্‌ত।
মা হারিয়ে হারিয়েছি হায সকলকেই,
কেউ ডাকে না কেউ করে না খোঁজ ;
বাপ গেছে যার জগতে তার কেউ তো নেই
এক্‌লা পথে ঘুরে বেড়াই রোজ।
মা-হারানো বড় দুখেব তুলনা তা'র নেইকো
বাপ হারানো জগৎ অন্ধকাব,
মা গো আমার, সত্যি তুমি নেই কি, তুমি নেই গো
বাবা আমার সত্যিই নেই আর !
পরের দ্বারে দাঁড়াই স্নেহ পাইনে,
চাক্‌রি স্বীকার এই বয়সেই কর্ব্ব :
ভয়ে কারো মুখের পানে চাইনে,
হয়তো মাগো কেঁদে কেঁদেই মর্ব্ব।

দুঃখ কামার

এক যে আছে কামার
নামটি তার দুঃখ।
হাতুড়ি তার টঙ্ক
চেহারা তার রুক্ষ ;
হাপরটা তার মস্ত
আগুন সদাই জ্বল্‌ছে,
হাঁপিয়ে প্রতি নিশ্বাসে
জাঁতাও জোরে চল্‌ছে।

দুঃখ নামে কামার
হৃদয় পেটাই কর্চ্চে,
তার হাতুড়ির ঘায়ে
পড়্ছে ঝরে মর্চ্চে ;
ঘায়ের উপর ঘা দিয়ে
কর্চ্চে এমন টঙ্ক,
ফাট্বে না কি চট্বে না,
পড়্বে নাক' অঙ্ক।
দুঃখ ভারি শিল্পী
বিশ্বকর্ম্মার অংশ,
কর্চ্চে হৃদয় মজ্বুৎ
এম্নি,—যে নাই ধ্বংস।

বডম্যান্।

দান-পুণ্য

ক্ষুধার সৃষ্টি করে নি দেবতা নরের নিধন তরে,
খাদ্য পেয়েও শ্রাদ্ধ যে করে সেও একদিন মরে।
বিহিত বিধানে দান করি' দাতা কখনো হয় না দীন,
কৃপণই কেবল পায় না শান্তি চির-আনন্দ-হীন।

ক্ষুধাতুর যবে অন্নের লাগি অন্নবানের দ্বারে
হয় উপনীত, তখন যদি সে গৃহের কর্ত্তা তারে
ফিরাইয়া দ্যান্ কঠিন হৃদয়ে, কিবা তার আগে ভাগে
নিজের তুষ্টি করেন সাধন, তাঁরে সন্তাপ লাগে।

আতুরে অন্ন দান করে যেই তারে পূজা করে সবে,
দান-যজ্ঞের পুণ্য সে পায় অরির(ও) শ্রদ্ধা লভে ;
বন্ধু হয়ে যে বন্ধুজনেরে অন্ন না করে দান,
সে নহে বন্ধু, তার গৃহ নয় মাথা রাখিবার স্থান।

তাহারে ছাড়িয়া সন্ধান কর উদার জনের ঘর,
আপন জনের চেয়ে সে আপন হ'ক সে হাজার পর।
অর্থীজনের দীন প্রার্থনা যে পার পূরণ কর,
সমুখে সরল পথ নিরমল যে পার সে পথ ধর।

ধন বৈভব,—হায় গো সে সব চক্রের মত ঘোরে,
কখনো তোমার, কখনো আমার ; স্থির নয় কারো ঘরে।
হীন মন যার,—নহেক উদার অন্ন তাহার কাল,

দেবতা তোষে না বন্ধু পোষে না ঘরে ভরে জঞ্জাল ;
একাকী যে জন ভোগ করে ধন একা সে ভুঞ্জে পাপ,
ধরার অন্ন হরণ করিয়া একা বহে সন্তাপ।

ভিক্ষু ঋষি।

নববর্ষে

দ্বারে দেবদারু-শাখা,—
চিহ্ন অচিন্ পথে ;
কারো তরে ফুলে ঢাকা,
কারো—ভিজে অশ্রুতে।

ইকুজু।

বৃক্ষ-বাটিকায়

ঘিরেছে গৃহটি মোর পল্লব-সাগরে,—
নহে সে নিষ্জীব কিবা বৈচিত্র্যবিহীন ,
পাণ্ডু শ্যাম তিন্তিলী সে হেথা শোভা করে
ঘন শ্যাম আম্রকুঞ্জে রহিযা নিলীন ,
ধূসর স্তম্ভের মত মাঝে মাঝে তাল ,
নীরব ঝিলের তীরে বিপুল শিমুল,—
সুপ্ত দেশে তূরী যেন বাজায় করাল
শ্যামবনে লালে লাল ফুটাইযা ফুল।
পূর্ব্ব ভাগে বেণু-বন, শোভা তার সাঁঝে,—
ওঠে যবে চারু চাঁদ পত্র-অন্তরালে,
শুভ্র শতদল যবে সরোবর মাঝে
রৌপ্য পাত্রে পরিণত, চারু ইন্দ্রজালে!
মূরছিতে চাহে মন মৌন সুষমায়,
আদিম নন্দন বনে আঁখি ডুবে যায়।

তরু দত্ত।

দুপুরে

দুপুরে,—সোনার করে
ঝাপ্সা বাতাস ভরে,
কড়ি-পোকাগুলি তায়
ইতি-উতি ফর্কায় ;
চির প্রশান্ত গ্রাম,
ঘটনার নাহি নাম।

তাচিবানে-নো-মাসাতো।

গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নে

মধ্যাহ্ন ; গ্রীষ্মের রাজা, মহোচ্চ সে নীলাকাশে বসি'
নিক্ষেপিল রৌপ্যজাল, বিস্তৃত বিশাল পৃথ্বী 'পরে ;
মৌন বিশ্ব ; দহে বায়ু তুষানলে নিশ্বসি' নিশ্বসি' ;
জড়ায়ে অনল-শাড়ী বসুন্ধরা মুরছিয়া পড়ে।

ধূ ধূ করে সারাদেশ ; প্রান্তরে ছায়ার নাহি লেশ ;
লুপ্তধারা গ্রাম-নদী! বৎস গাভী পানীয় না পায় ;
সুদূর কানন-ভূমি (দেখা যায় যার প্রান্তদেশ)
স্পন্দন-বিহীন আজি ; অভিভূত প্রভূত তন্দ্রায়।

গোধূমে সর্ষপে মিলি' ক্ষেত্রে রচে সুবর্ণ সাগর,
সুপ্তিরে করিয়া হেলা বিলসিছে বিস্তারিছে তারা ;
নির্ভয়ে করিছে পান তপনের অবিশ্রান্ত কর,
মাতৃক্রোড়ে শান্ত শিশু পিয়ে যথা পীযূষের ধারা।

দীর্ঘ-নিশ্বাসের মত, সন্তাপিত মর্ম্মতল হতে,
মর্ম্মর উঠিছে কভু আপুষ্ট শস্যের শীষে শীষে ;
মন্থর, মহিমাময় মহোচ্ছ্বাস জাগিয়া জগতে,
যেন গো মরিয়া যায় ধূলিময় দিগন্তের শেষে।

অদূরে তরুর ছায়ে শুয়ে শুয়ে শুভ্র গাভীগুলি
লোল গল-কম্বলেরে রহি' রহি' করিছে লেহন ;
আলসে আযত আঁখি স্বপনেতে আছে যেন ভুলি',
আনমনে দেখে যেন অন্তরের অনন্ত স্বপন।

মানব! চলেছ তুমি তপ্ত মাঠে মধ্যাহ্ন সময়ে,
ও তব হৃদয-পাত্র দুঃখে কিবা সুখে পরিপূর!
পলাও! শূন্য এ বিশ্ব, সূর্য্য শোষে তৃষামত্ত হয়ে,
দেহ যে ধরেছে হেথা দুঃখে সুখে সেই হবে চূর।

কিন্তু, যদি পার তুমি হাসি আর অশ্রু বিবর্জ্জিতে,
চঞ্চল জগত মাঝে যদি থাকে বিস্মৃতির সাধ,
অভিশাপে বরলাভে তুল্য জ্ঞান,—ক্ষমায় শান্তিতে,
আস্বাদিতে চাহ যদি মহান্ সে বিষণ্ণ আহ্লাদ,—

এস! সূর্য্য ডাকে তোমা, শুনাবে সে কাহিনী নূতন ;
আপন দুর্জ্জয় তেজে নিঃশেষে তোমারে পান ক'রে,—
শেষে ক্লিষ্ট জনপদে লঘু করে করিবে বর্ষণ,
মর্ম্ম তব সিক্ত করি' সপ্তবার নির্ব্বাণ-সাগরে!

লেক'ং-দে-লিল্।

শিশিরের গান

কাঁদন আজি হায়,
ধ্বনিছে বেহালায়
শিশিরের ;—
উদাস করি' প্রাণ,
যেন গো অবসান
নাহি এর!
রুধিয়া নিশ্বাস
ফিরিছে হা-হুতাশ
অবিরল,
অতীত দিন স্মরি'
পড়িছে ঝরি' ঝরি'
আঁখিজল।
সমীর মোরে, হায,
টানিযা নিতে চায়,
করি' জোর,
উড়ায় হেথা হোথা,
যেন গো ঝরাপাতা
তনু মোব!

পল্ ভার্লেন্।

শীত-সন্ধ্যা

আঁধার করিয়া হৃদ গৃধ্র সম ধূসর পাখায়,
রাত্রি আসে, হায!
দিবসের শবদেহ তাম্রনখে সবলে পাকড়ি'
চলিল সে উড়ি'।
পশ্চিম গগন জুড়ি' ছড়াইযা পড়ে রক্তধার,
পশ্চাতে তাহার।
বিস্মযে চাহিয়া আছে সূক্ষ্ম পল্লবের পক্ষ্ম তুলি'
ঝাউ-তরুগুলি!
শত শত কৃষ্ণ ছায়া ছুটিয়াছে দস্যুর পিছনে,
ত্বরিত গমনে।
আকাশ হইতে ধীরে পউষের হিমার্দ্রবাতাসে,
চিন্তা নেমে আসে ;
নির্ব্বিশেষে সর্ব্ব জীব নীরব চরণে চলে, হায়!
বিস্মৃতি-গুহায়।

বায়ের্‌বম্।

শিশির যাপন

চোটো নাই ভাই বরফ আজো নড়ছে নাকো দেখে,
হাত পা ভেঙে গিয়েছে তার প'ড়ে আকাশ থেকে!
সকল বাড়ীর দুয়ারে সে দিয়ে গেছে হানা,
জলে হাওয়ায় ছোবাছুঁবি, বাহির হওয়া মানা!
মস্‌জিদে লোক যায় না শীতে, ঘিরেছে উনান্‌,
দেখছি এবার অগ্নি-পূজা ধর্‌লে মুসলমান!
আয় মেসিহি! শীতের ক'দিন ঘুমিয়ে কাটাই আয়,
বসন্তে সব ফুলের সনে জাগ্‌ব পুনরায়।

বাসন্তী বর্ষা

ক্ষুদে' বাদলের জয় হোক্‌ ওগো, প্রয়োজন বুঝে
দ্যায় সে দ্যাখা,
শস্য-বীজের তৃষ্ণা ঘুচাতে তপ্ত ঋতুতে
সে আসে একা!
বন্ধু হাওয়ার সঙ্গে নিশীথে নীরব চরণে
বেড়ায় সে যে,
তার সেই পুলকাশ্রুতে ভিজে ধরাতল ওঠে
সবুজে সেজে!
কালি সন্ধ্যায় মেঘের ছায়ায় হয়েছিল পথ
দ্বিগুণ কালো,
দূরে নৌকায় উল্কার মত জ্বলেছিল শুধু
মশাল-আলো ;
আজ প্রাতে তাজা রঙের পরশে হরষে ফাটিয়া
পড়িছে মাটি,
ফিরে পতঙ্গ মুকুতা-উজল তৃণদলে পরি'
সোণালী শাটী।

তু-ফু।

মহানগর

মহানগর—মহাসাগর, তরঙ্গ তায় কত,
লোকের মেলা, লোকের ঠেলা ঢেউয়ের খেলার মত ;
উঠ্‌ছে ভেসে যাচ্ছে ডুবে, কে কার পানে চায়?
ডুগ্‌ডুগি তার বাজিয়ে বাউল আপন মনে গায়।

যাচ্ছে ভেসে চোখের উপর ডুবছে একে একে,
বিস্মরণের ঘূর্ণি জলে সাধ্য কি যে টেঁকে?
যে মুখখানি এই দেখিলাম,—আর সে নাহি, হায়!
ডুগ্‌ডুগি তার বাজিযে বাউল আপন মনে গায়।

শ্মশান-মুখো যাচ্ছে কারা?—কান্না গেল শোনা!
বন্ধ তবু হয না হেথা লোকের আনাগোনা!
ডুব্‌ছ তুমি, ডুব্‌ছি আমি, কে কার পানে চায?
ডুগ্‌ডুগি তার বাজিয়ে বাউল আপন মনে গায়।

লিলিযেঙ্‌ক্রন্।

চড়ুই

ছোটো একটি চড়ুই পাখী,
তার পরনে পোষাক খাকী,
মোব ঘবের বাহিবে থাকি'
ওঠে 'চিঁপিক্' 'চিঁপিক্' ডাকি'!
টোকা দ্যায সে সার্সিব কাচে,
যেন আসিতে চায গো কাছে,
যেন শোনাতে চায সে মোরে
তার গান দিনমান ধ'বে ;
আমি কাজ করি আনমনে,
কে বল্ চড়ুযের গান শোনে?
পাখী 'চিঁপিক্' 'পিচিক্' ক'রে
উড়ে চ'লে গেল অনাদরে।

অ শা, সান্ত্বনা, ভালবাসা,
ওগো, স্বর্গে যাদের বাসা,
তাবা পাখীর মতন এসে
এই মানুষেবে ভালবেসে
বসি' জীবনের বাতায়নে
গ.ন শোনায গো জনে জনে ;
মোরা ডুবে থাকি শত কাজে,
তারা ঘেঁষিতে পায না কাছে ;
মোরা ভুলে থাকি হাসি খুসি,
শুধু
তারা অনাদরে যায় ফিরে,
তখন ভাসি নয়নের নীরে।

নিগ্রো ডান্‌বার।

বানর

একটা বানর বসেছিল সরল গাছের শাখে,
আমি ব'সে ভাবছিলুম, 'সে খায় কি? কোথায় থাকে?'
অলসভাবে ভাবতে এবং চাইতে চাইতে ক্রমে,
কখন চক্ষু পড়ল ঢুলে স্বপ্ন এল জমে।
স্বপ্নে দেখি বলছে বানর, "ওহে পোষাকধারী!
দেখছ? আমার নেইক দর্জ্জি, নেই কেনো দিকদারী;
মাসে মাসে নেই তাগাদা, পরিনে হ্যাট্‌কোট্‌,
নেইক নিত্য সান্ধ্য-সভায় নিমন্ত্রণের চোট।
বেণের ঘরে দিন দুপুরে রসদ কেড়ে খাই,
বেটা তবু বেজায় মোটা, আমি কাহিল, ভাই!
যাইনে কারো গাড়ীর পিছে, ঘরের হোক কি ঠিকে,
দিইনে নজর অন্য কোনো মর্কটের স্ত্রীর দিকে।
খোস্‌পোষাকী নইকো মোটেই ঢাকিনে গা পর্দ্দায়,
বাংলো-বাড়ী নেইকো আমার ঘুমাই সুখে ফর্দ্দায়;
কিনিনে দস্তানা আংটি, চোখ ঠারিনে মনকে,
সুন্দরীদের জন্য পয়সা দিইনে হ্যামিল্টনকে।
স্বন্দ্ব করি নিজের মধ্যেই, ভার্য্যা এবং ভর্ত্তা,
বানর-গিন্নি স্পষ্ট জানেন আমিই তাঁহার কর্ত্তা।
ম্যালেরিয়ার ভয় করিনে, নেইক দেনার দায়,
মানুষ জাতটা দেখলে আমার বড্ড হাসি পায়।"
হঠাৎ জেগে দেখি আমার মাখন-মাখা রুটি
সংগ্রহ-না-ক'রে বানর যাচ্ছে গাছে উঠি!
মুখখানা তার রক্তবর্ণ গায়েতে লোম কত!
খেতে খেতে চুলকায় মাথা, ঠিক বানরের মত।
শিষ্ট সে নয়, সভ্য সে নয়, নেহাৎ হনুমান,
(তবু) সাদাসিধে বানর হ'তে চাইলে আমার প্রাণ!
বল্লাম তারে, 'ভদ্র বানর! করলেন অন্তর্যামী
খোস্‌মেজাজী বানর তোমায়, আমায় করলেন আমি!
বিদায় বন্ধো! শনৈঃ শনৈঃ যাচ্চ আপন ঘরে,
ভুল না, হায়, তুমি হতে ইচ্ছা করে নরে।"

কিপ্লিং।

অম্বনালা

(মাদাগাস্কার)

চারিদিকে দেখে যাও এঁকে-বেঁকে
হে নদ অম্বনালা!
অকারণে রেগে দুঃসহ বেগে
যেন ঘটায়ো না জ্বালা।

শীতে তুমি খাটো শাড়ীর মতন
না ঢাকে সকল কায় ;
লেপ-চাপা-পড়া শিশু সম হাঁফ্
লাগাও হে বরষায়!
ছুটে ছুটে ছুটে মাথা কুটে কুটে
ধুলায় মলিন বেশ,
খেটে খেটে খেটে জন্ম কেটেছে
কর্ম্মের নাহি শেষ!
দিবস যামিনী চলেছ এমনি
ছাড়িয়া পাহাড়-চূড়া,
পাথর নড়াযে চলেছ গড়াযে
উড়াযে সলিল-গুঁড়া।

সাগরের প্রতি

হে পিঙ্গল মত্ত পাবাবার,
মোর তরে মন্দ্রভাষী তুমি এনেছ এনেছ সমাচার।
বিপুল বিস্তৃত পৃষ্ঠ তুলি'
চলেছে তরঙ্গ-ভঙ্গ তব , মাঝে মাঝে ক্রোড়-সন্ধিগুলি
অতল পাতাল-গুহা প্রায়.
তারি 'পরে অস্পষ্ট সুদূর তবী চলে স্পন্দিত পাখায।
শুনি আমি গর্জ্জন তোমার,—
কহ তুমি. "তীবে বসি' বিলম্ব কবিছ কেন মিছে আব?
"ফেন-ধৌত আকাশ পরশি'
নাচিছে উত্তাল ঢেউ যত, ত্রস্ত চোখে তাই দেখ বসি'?
"ক্ষুদ্র এই তবী স্বল্পপ্রাণ,—
সাহসে পশেছে সেও তরঙ্গ-সঙ্ঘাতে, আছে ভাসমান।
"বিনাশ যদ্যপি ঘটে তার,—
তাহে কিবা? নাহি কি তাহাবি মত আরো হাজার হাজার?
"দর্পভরে হও আগুয়ান,
সহজ আরামে মাটি থেক না আঁকড়ি' ভীরুর সমান ;
"নেমে এস, যাও জেনে লয়ে
কি বিহ্বল পুলক বিপদে, কি আনন্দ ভাগ্যবিপর্য্যযে।"
বটে গো প্রমত্ত পারাবার,
আমি যে তোমার চেয়ে বলী, মহত্তর উচ্ছ্বাস আমার।
উঠি তব তরঙ্গ-চূড়াতে,
সে কেবল কৌশল আমার খেলিবারে আকাশের সাথে ;
আবার তলায়ে ডুবে যাই,
কোলাহল-কল্লোলের তল কোথা আছে জানিবারে তাই।

নিরাপদে তীরে সাবাবেলা
খেলা, সে যে বিধাতার মহা-অভিপ্রায ব্যর্থ করে ফেলা
এ খেলা যে সাজে না আত্মার,
মৃত্যুহীন পরম পুরুষ চিরজনমের লক্ষ্য যার।
সিন্ধু সম বিঘ্ন ও বিপদে
বিশ্বজনে ঘিরেছেন তাই ভগবান ; তাই পদে পদে
সৃজিযা বেদনা ব্যর্থতায়
বিষম জটিল ফাঁদ দেছেন জড়াযে আমাদের পায ;
বজ্রে ওতঃপ্রোত করি মেঘ,
বিপর্য্যস্ত করিছেন তাই—পাশমুক্ত করি ঝঞ্ঝাবেগ ;—
যাহে নর হয দুঃখজযী,
পরাজযে মাতে জযোল্লাসে যাতনার নির্য্যাতন সহি',
আপনার অজেয আত্মায
প্রতিকূল নিযতির সমকক্ষ করি' আপ্ত ক্ষমতায়।
লও মোরে হে সিন্ধু মহান্,
হও মম আনন্দের হেতু, হও তুমি স্বর্গের সোপান।
হে সমুদ্র, দুরন্ত কেশরী,
তোমারে আনিব নিজ বশে হেলায কেশর-গুচ্ছ ধরি' ;
নহে ডুবে যাব একেবারে
লবণার্দ্র গভীর গহ্বরে অন্ধকার অতল পাথারে।
সুবিপুল ও বপুর ভার
ধরিব নিজের 'পরে, করিব নিরোধ ভাগ্যেরে আমার।
হে স্বাধীন, হে মহাসাগর!
অমেয আত্মার বল পরখিতে আজ আমি অগ্রসর।

[অরবিন্দ] ঘোষ।

মরু-যাত্রী

চলেছে উটের আরোহী চলেছে সীমাহীন প্রান্তরে,
বিঘ্ন বিপদ পদে পদে তার চিত্ত সজাগ করে।
গগনের পারে প্রভাতের তারা করে তারে আহ্বান,
মরুবালুকায লিখে লিখে যায ধৈর্য্যের অবদান!
সে যে পিপাসায় জল নাহি চায় ক্ষুধাকালে খর্জ্জুর,
উষ্ট্র তাহার বাঁচিযা থাকুক সুখ-দিন নহে দূর।
মরুর কষ্টে ক্লেশ গণে না সে,—সে যে কীর্ত্তির পথ,
তপ্ত ধূলার পরপারে আছে গৌরব সুমহৎ!
রাঙা সিরাজীর গুণ গাহে সেই গাহে সিরাজের গান,
দৈব-সুরায় পরাণ-পাত্র ভরিয়া করে সে পান!
হাফেজের তান ধ্বনিছে আজিকে সঙ্গীত মাঝে তার,
ফৈজী কহিছে,—কবিরে ভ্রান্ত করিতে সাধ্য কার।

ফৈজী।

জিন্

নিরঞ্জন
নিদ্‌পুর,—
নিকেতন
মৃত্যুর ;
বায়ু, হায়,
মুরছায়,
ঢেউ নাই
সিন্ধুর।

আকাশ জুড়ে
একি আভাষ!
নিশ ব পড়ে
ঘন নিশাস!
কাহারা ধায
প্রেতেব প্রায
অনল ভায়
মানি' তরাস।

ঘোর কলরব!
তন্দ্রা মিলায় ;
হুম্ব দানব
অশ্ব চালায!
পলায যে রড়ে
তাবি 'পরে পড়ে,
ঢেউয়ে ঢেউযে চড়ে
নৃত্য-লীলায়!

কাছে আসে হুঙ্কার,
ধ্বনিছে প্রতিধ্বনি ;
পুণ্যের কাবাগার
মঠে কি মন্যু-ফণী?
কিবা ঘন-জনতায়
বজ্র ঘোষণা ধায়,
কভু মৃদু,—মরি যায়,
কভু উঠে রণরণি'।

কি সর্ব্বনাশ! ফুকারিছে জিন্
তাই হল্‌হলা উঠেছে, ওরে!
পালা যদি চাস্ বাঁচিতে দু'দিন
এই বেলা ওই সোপান ধরে'।

গেল,—নিবে গেল প্রদীপ আবার,
কালিমায় ঢেকে গেল চারিধার,
গ্রাসি' ঘর দ্বার নিকষ আঁধার
বসিল চড়িয়া হর্ম্ম্য 'পরে।

সাজ ক'রে আজ বেরিয়েছে জিন্ যত,
ঘূর্ণিবাতাসে পড়ে গেছে 'হুস্' 'হাস্'!
দাব-দহনেতে দীর্ণ তরুর মত
পর্ণ ঝরায়ে ঝাউ ফেলে নিশ্বাস!
ধায় জিন্ যত শূন্যে পাইয়া ছাড়া,
অদ্ভুত-গতি দ্রুত অতি চলে তারা ;—
সীসার বরণ ভীষণ মেঘের পারা
বজ্র যখন কুক্ষিতে করে বাস।

এল কাছে আরো,– এল ঘিরে এল ক্রমে এ যে!
আগুলি দুয়ার দাঁড়াও, যুঝির প্রাণপণে ;
কি গণ্ডগোল বাহিরে আজিকে ওঠে বেজে!
দৈত্য দানব হানা-দেওয়া ঘোর গর্জ্জনে।
বেঁকে নুয়ে পড়ে বাহাদুরী কড়িকাঠ যত,
জলজ কোমল নমনীয় লতিকার মত!
নাড়া পেয়ে কাঁপে পুরানো জানালা দ্বার কত
মরিচায় জরা কবচের ক্ষীণ বন্ধনে।

'ঝির্ঝির' 'গুমরি' গরজিছে এ যে নরকের কলরব!
উত্তর-বায়ু চলেছে তাড়ায়ে পিশাচ প্রেতের পাল!
এবার রক্ষা কর ভগবান! কালো পল্টন সব
পদ-ভরে ভেঙে ফেলে বুঝি ছাদ! একি হল জঞ্জাল!
প্রাচীর হেলিছে, দুলিছে, টলিছে, সারা গৃহ যেন কাঁদে ;
সূর্য্য বুঝি গো কক্ষ ছাড়িয়া প্রলয়-ঝঞ্ঝা-ফাঁদে
পড়ে গিয়ে আজ কেবলি গড়ায় শুষ্ক পাতার ছাঁদে ;
ঘূর্ণি হাওয়ায় টেনে নিয়ে যায়, দাঁড়ায় না ক্ষণকাল।

হজরৎ! আজ বান্দা ঠেকেছে বড় দায়,
নিশাচর পাপ পিশাচের হাতে কর ত্রাণ ;
মুণ্ডিত শির বার বার নমি তব পায়,
ভয়বিহ্বলে নির্ভয় কর, রাখ প্রাণ।
এই কর প্রভু! কুহকী প্রেতের যত ছল,
ভকতের দ্বারে এসে হয় যেন হতবল ;
পক্ষ-লগন নখে আঁচড়িয়া সার্সিতল,
আক্রোশে তারা ফিরুক শিকার করি' ঘ্রাণ।

গেছে, চলে গেছে!—চলে গেছে জিন্ যত ;
উড়িয়া পড়িয়া ছুটেছে গগন-পারে!
ছাদে থেমে গেছে নৃত্য সে উদ্ধত,
শত করাঘাত আর পড়িছে না দ্বারে।
শিহরে কানন পলায়ন-বেগ-ভরে,
শিকল-বেড়ীর শব্দে আকাশ ভরে,
গ্রামের প্রান্তে সীমাহীন প্রান্তরে
শালতরু যত নুয়ে পড়ে সারে সারে।

ধীরে, ধীরে, ধীরে, দূরে, দূরে, দূরে,
পাখার আওয়াজ মিলায়ে আসে!
মৃদু হ'তে ক্রমে মৃদুতর সুরে
কাঁপে সে আসিয়া কানের পাশে!
মনে হয়, শুনি ঝিল্লির ধ্বনি,
স্পন্দিছে সারা নিথর ধরণী,
কিবা শিলাপাতে মৃদু ঠন্‌ঠনি
পুরাণো ছাদের শেহালা-রাশে।

সেই অপরূপ ধ্বনি!
শোনা যায়! শোনা যায়!
শিঙার শব্দ গণি'
বেদুইন্ ফিরে চায়!
তটিনী-তটের তান,
উচ্ছ্বাসে অবসান!
সোনালী স্বপ্ন-খান্
শিশুর নয়ন ছায়।

জিন্ বিভীষণ,—
মৃত্যুর চর,
আঁধারে গোপন
করে কলেবর ;
করে গরজন
গভীর, ভীষণ,
ঢেউয়ের মতন ;
রহি' অগোচর।

ঘুমায়ে পড়ে
মৃদুল স্বর,
ঢেউ কি নড়ে
তটের 'পর!

প্রেতের লাগি'
মুক্তি মাগি'
জপে কি যোগী
যন্তকর!

মনে হয়,
কুস্বপন,
কানে কয
অনুখন!
কে কোথায'!
মিশে যায়!
মুরছায
গবজন!

ভিক্তর হুগো।

দুয়ো সুয়ো

সুযোবাণীর দুলাল! ওরে! খেয়ে মেখে নে,
সদয় বিধি নানান নিধি দিযেছে এনে!

দুযোবাণীব দুখেব বাছা! ধুলাকাদাতে
বুকে হে'টে বেডাস যেন জন্ম-হাভাতে।

সুযোবাণীব দুলাল! তোমার পুজায ভারী জাঁক,
জুড়িয়ে গেল হোমের ধূমে নবগ্রহের নাক!

দুযোবাণীব দুখেব বাছা! তোমার দুঃখ ক্লেশ,—
এ জীবনে হ'বে কি হায,—হ'বে কি তার শেষ?

সুয়োরাণীব দুলাল! তোমার বংশ বাড়িছে,
তোমার গোধন বাজ্য জুড়ে শৃঙ্গ নাড়িছে।

দুযোরাণীব বাছাবে! তোব ক্ষুধায, দুপুরে,
পেটের নাড়ী চিবায যেন হন্যে কুকুরে।

সুযোরাণীব দুলাল ওরে ঘুমাও সুখেতে,
আরাম করে বাপের ঘরে হাসি মুখেতে।

দুযোরাণীর দুখেব বাছা! দুখের বাছা রে!
বর্ষা শীতে বেড়াও কে'দে বনের মাঝারে।

সুয়োরাণীর দুলাল! শেষে, ধুলায় পড়িলে!
রক্ত দিয়ে তপ্ত মাটি পুষ্ট করিলে!

দুয়োরাণীর তনয়! ওগো তোমার মাথার ঘাম
পড়ুক আরো, ব্যস্ত কাজে থাক অবিশ্রাম।

সুয়োরাণীর দুলাল! তোমার দেমাক ছুটেছে,
শুয়োর-মারা শড়্কিতে আজ খড়্গ টুটেছে!

দুয়োরাণীর দুলাল! কর স্বর্গ অধিকার,
ফিরাও তুমি গ্রহের গতি বিধান বিধাতার।

বদ্‌লেয়ার।

মহাশঙ্খ

নিতান্ত হিম, অতি নির্জীব, কপাল-অস্থি ওরে,
মোর হাতে তুমি হ'য়েছ পরিষ্কৃত ;
ধৌত ধবল অমল তোমায় ক'রেছি যতন ক'রে
ঠাঁয়ে ঠাঁযে নাম লিখেছি সঙস্কৃত।

পাঠের বেলার সঙ্গী আমার! ওরে বিষণ্ণ! তোরে
কোণে ফেলে আমি রাখিতে কি পারি, বল্,
সময কাটে না, কাছে আয তুই ভুলাযে রাখিবি মোরে,
কথা বল্ ওরে বাড়িছে কৌতূহল।

বল্ মোরে আজ বল্ কতবার এই তোর মুখখানি
চুম্বন-লোভে সঁপিয়াছে আপনায ?
বল্ মোরে বল্ মিলন-বেলায সে কোন্ মধুর বাণী
ব্যক্ত ক'রেছে মৃদু কল-বেদনায ?

নিথর! পার না উত্তর দিতে, বাছারে, ক্ষমতা নাই,
জন্মের মত বন্ধ হ'য়েছে মুখ ;
পথে যেতে যেতে মৃত্যু আপন অস্ত্র হেনেছে, তাই
জীবনের সাথী টুটেছে মাধুরীটুক্।

একি গো দারুণ বারতা জানালে, মোরা যে রেখেছি ভেবে
জীবন টিঁকিতে পারে অনন্ত দিন ;
এই সুখ, এই রূপ যৌবন, এও কি ফুরাবে, তবে,
এই ভালবাসা—এও তবে হবে ক্ষীণ!

কর্ম্ম-কঠোর দিন শেষে পাঠে ব্যস্ত রয়েছি যবে,
একেলা নীরবে নির্জ্জন এই ঘরে,
পরাণ আমার গুরু ভাবনার ভাষাহীন গৌরবে
ধীরে ধীরে ধীরে এমনি করিয়া ভরে।

তোর পানে চেয়ে কেটে যায় বেলা নিয়তির কথা ভেবে,
বাহিরে আঁধার, নয়নে স্বপনঘোর ;
সহসা ও তোর ললাটের লেখা দেখে ভয়ে উঠি কেঁপে,—
"মর্ত্ত্য মানুষ! সময় আসিছে তোর!"

লোবিয়ে।

গ্রন্থাগারে

মৃতের সভায় মোর কাটিছে জীবন
দৃষ্টি মম পড়ে গো যেথাই,
সেথাই জাগিছে কোনো মনস্বীর মন ;
কোনোদিন মৃত্যু যার নাই।
মৃতের বন্ধুতা কভু হয় নাকো ক্ষীণ,
আলাপ মৃতেরি সাথে করি রাত্রিদিন।

উৎসবে তাদেরি ল'যে করি মহোৎসব,
দুর্দ্দিনে সান্ত্বনা ভিক্ষা করি,
কি পেয়েছি, কি যে মোরে দেছে তারা সব,
সে কথা যখনি আমি স্মরি,
তখনি এ অন্তরের কৃতজ্ঞতা ভরে
কপোল বহিয়া মুহু অশ্রুধারা ঝরে।

অতীতে মৃতের দেশে পড়ে আছে প্রাণ,
আমি বাস করি গো অতীতে,
মৃতের ভাবনা ভাবি, গাহি মৃতগান,
মৃত দুখে দুখ পাই চিতে ;
তাদের চরিত্রে যাহা আছে শিখিবার
সঞ্চিত করিয়া লই অন্তরে আমার।

তাদের আশায় আশা দিয়েছি মিলায়ে,
পাব ঠাঁই তাদেরি মাঝারে,
চলিব তাদেরি সাথে নিশান উড়ায়ে
শত শত শতাব্দীর পারে!
নাম রেখে যাব আমি জগতে নিশ্চয়,
যে নাম ধূলিতে কভু হবে নাকো লয়!

সাউদী।

উচ্চশিক্ষা

পুঁথিতে যা আছে লেখা সে তো শুধু
জ্ঞানের বর্ণমালা,
পুঁথির শিক্ষা শেষ ক'রে ধর
প্রকৃতির কথামালা ;
পুষ্পের ভাষা শিখিয়া লও গো,
গগন-গ্রন্থ পড়,
বৈশ্বমৈত্রী কর অনুভব
বাক্য কর না জড়।

জোয়াকিম্ মিলার।

'যোগ্যং যোগ্যেন'

উজ্জ্বল সোনা, রক্ত প্রবাল,
অমল মুকুতা ফল,—
কাহারো জনম খনির গর্ভে,
কাহারো সিন্ধুজল ;
তবু একদিন হয় এক ঠাঁই,
মিলি' জহুরির ঘরে
পরস্পরের বিচিত্র শোভা
বাড়ায় পরস্পরে।
'যোগ্যেব সাথে মিলিবে যোগ্য'
সনাতন এ বিধান,
কুলমর্য্যাদা কি করিতে পারে ?
কিবা করে ব্যবধান ?

কম্ব গনর।

কর্ত্তব্য ও পুরস্কার-লোভ

পুরস্কার-লোভে হায়, কর্ত্তব্য কে করে ?
মানুষ কি দেছে কবে বর্ষা-জলধরে ?

'কুরাল' গ্রন্থ।

বাঁকা

কুকুরের বাঁকা ল্যাজ সোজা হয় নাকো
বাঁশের চুঙিতে তারে যত ভ'রে রাখ ;

কুটিলের বাঁকা মন তাহারি মতন,
তার সাথে তর্ক করা বিফল যতন।

বেমন।

কুতার্কিক ও কাঠ্‌ঠোকরা

কুতার্কিকেব নাহিক প্রভেদ
কাঠ্‌ঠোকবার সঙ্গে,
ঠুকরিয়া পোকা বাহির করে সে
বনস্পতির অঙ্গে ;
যোজন জুড়িয়া বিতরে যে জন
ফল ছায়া আপনার,—
নীড় বাঁধি' সুখে শত শত পাখী,
আশ্রয়ে আছে যার,—
অটল যে আছে এতকাল সহি'
কাল-বৈশাখী হাওয়া,—
কাঠ্‌ঠোকবার মতে সে অসার ;
পোকা যে গিয়েছে পাওয়া!

রিকার্ড ডেমেল।

অলক্ষণ

শুক্র যদি দীপ্ত বেশে সন্ধ্যাকাশে ওঠে,
ধূমকেতুটার ধূমল পুচ্ছ পিছনে তার লোটে,
অজ্ঞাচার্য্য চেঁচিয়ে বলেন, "একি! বিষম দায়!
আমারি এই কুটির 'পরে সবার দৃষ্টি? হায়!
না জানি অদৃষ্টে কত কষ্ট আছে আর।"
এমন সময় বল্‌ছে ডেকে প্রতিবেশী তার,
"গ্রহের ফেরে এবার আমি ডুবেছি নির্ঘাত,
বাপের হাঁপ আর সাববে কিসে মায়ের পাযেব বাত?
জ্বরের জ্বালায় ধুঁক্‌ছে খোকা, শান্তি নাইকো চিতে,
ভার্য্যা হ'ল বদ্‌মেজাজী গ্রহের কুদৃষ্টিতে!
হপ্তাখানেক বন্ধ ছিল মোদের দ্বন্দ্বরণ,
আবার বেধে যায় ;—আকাশে দেখ্‌ছ অলক্ষণ!
লোকের মুখে, কাণাঘুষায়, বুঝছি আমি বেশ,
উল্টাবে পৃথিবী এবার হবে কলির শেষ।"
অজ্ঞাচার্য্য বলেন, "বন্ধু! তোমার কথাই ঠিক,
গ্রহতারার গতিক দেখে ভুলেছি আহ্নিক!

চল দেখি ভিন্ন গাঁয়ে তল্পী আমার নিয়ে,
ও গ্রামটাতে গ্রহের দৃষ্টি কেমন? দেখি গিয়ে।"
সেথাও দেখে শুকতারা সে তেম্‌নি চেয়ে আছে.
তেম্‌নি লুটায় ধূম্রপুচ্ছ ধূমকেতুটার পাছে।
ফিরে তখন গেল দোঁহে আপন আপন ঘর,
ধৈর্য্য-ধনে ধনী তারা হল অতঃপর।

গেটে।

নব্য অলঙ্কার

ললিত শব্দের লীলা সকলের আগে কবিতায়;
পয়ার সে বর্জ্জনীয়, বরণীয় ছন্দে বিচিত্রতা;
নিশ্চয় নির্ণয় নাই, গ'লে যেন মিলিবে হাওয়ায়;
ভারে যাহা কাটে শুধু, রবে না এমন কোনো কথা।

যথা অর্থ সংজ্ঞা খুঁজে উদ্‌ভ্রান্ত না হয় যেন চিত;
নাই ক্ষতি নির্ভুল শব্দটি যদি নাই পাওয়া যায়;
ব্যক্ত আর অব্যক্তের যুক্তবেণী মদির সঙ্গীত।
তার মত প্রিয় আর নাহি কিছু নাহি এ ধরায়।

সে যেন বিমুগ্ধ আঁখি ওড়নার সূক্ষ্ম অন্তরালে,
স্পন্দহীন মধ্যাহ্নের সে যেন গো আলোক-স্পন্দন;
সে যেন সন্তাপহারী শরতের সন্ধ্যাকাশ-ভালে
প্রদীপ্ত ও দীপ্তিহীন নক্ষত্রের মৌন সংক্রমণ।

আমরা চাহি গো শুধু লীলায়িত 'ছায়া-সুষমায়',
রঙে প্রয়োজন নাই, কি হ'বে রঙীন তুলি নিয়ে?
'ছায়া-সুষমা'ই শুধু বিচিত্রের মিলন ঘটায়,—
বাঁশী আর শিঙা-রবে,—স্বপনে স্বপনে দেয় বিয়ে।

নিষ্ঠুর বিদ্রূপ আর অশুচি বাচাল পরিহাস,—
পরিহার কর দুই প্রাণঘাতী ছুরির মতন;
রন্ধন-গৃহের যোগ্য ও যে নীচ রসুনের বাস,
দেবতার (ও) পীড়াকর; তাঁদেরো কাঁদায় অকারণ।

কবিতার কুঞ্জগৃহে বাগ্মিতা প্রবেশ যদি করে,—
বাগ্মিতার গ্রীবা ধরি' মোচড় লাগায়ো ভাল মতে;
অনুশীলনের লাগি সাধু শ্লোক এনো ভাষান্তরে,—
সে কাজ বরঞ্চ ভাল;—কবিতারে মাঠে মারা হ'তে।

বাণীর লাঞ্ছনা, হায়, বর্ণনা করিতে কেবা পারে,—
অনধিকারীর হাতে কি দুর্দ্দশা, বিড়ম্বনা কত!

হীরা, জিরা মিলাইয়া শিকল সে গেঁথেছে পয়ারে,
নির্জ্জীব, বৈচিত্র্যহীন ;—অর্ব্বাচীন অনার্য্যের মত।

শব্দের ললিত লীলা,—সমাদর সর্ব্বযুগে তার ;
উড়িয়া চলিবে শ্লোক মুক্তপাখা পাখীর মতন!
পাওয়া যাবে সমাচাব প্রযাণ-চঞ্চল চেতনার,
আরেক নূতন স্বর্গ,—ভালবাসা আরেক নূতন!

কবিতা সে হ'বে শুধু সঙ্গীতে সঙ্কেতে উদ্বোধন,—
আভাসের ভাষাখানি,—প্রভাতের মঞ্জিম বাতাস ;
দু'পাশে দোলায়ে যাবে গোলাপ কমল অগণন!
বাকি যাহা,—সে কেবল পণ্ডশ্রম, পাণ্ডিত্য-প্রয়াস।

পল্ ভার্লেন্।

স্বর্ণমৃগ

দেখিয়াছি তারে মেঘের মাঝারে,
পাহাড়ের জঙ্গলে,
দুঃখে গলে না স্নেহে সে ভোলে না,
কেবলি নাচিয়া চলে!

তবু তার সেই চাহনিটি যেন
পূর্ব্বরাগের চাওয়া,
দোলাইয়া যেন যায় বনে বনে
প্রভাত-শুভ্র হাওয়া!

চিরকামনার স্বর্ণমৃগ সে,
কীর্ত্তি তাহার নাম ;
শিকারী এবং কুক্কুরদলে
দ্যায় না সে বিশ্রাম।

পাউণ্ড।

কবি

চন্দ্র আমার মনের মানুষ!
বন্ধু সে পারাবার!
গগন আমার ভবনের ছাদ!
প্রভাত আমার দ্বার!
সিন্ধু-শকুনে সঙ্গী করিয়া
চুমি গো গগন-ভালে,
নিজ দেবত্ব লুটাতে না পারি
ধরণীর ধূলিজালে।

চাং চি হো।

স্রোতে

কালিকার আলো ধরিয়া রাখিতে নারি ;
আজিকার মেঘ কেমনে বা অপসারি?
আজিকে আবাব শরৎ আসিছে মেঘের চতুর্দ্দোলে,
শত হংসের পক্ষ-তাড়নে উড়ো-কাঁদনের রোলে!

পাত্র ভরিয়া প্রাসাদ-চূড়ায় চল,
প্রাচীন দিনের কবিদের কথা বল ;—
শ্লোকে শ্লোকে সেই পরম গরিমা, চরম সুষমা গানে,
ছত্রে ছত্রে অনলের সাথে জ্যোৎস্না পরাণে আনে।

পাখীর আকৃতি আমিও জেনেছি কিছু,
পিঞ্জরে তবু আছি করি' মাথা নীচু ;
কল্প-লোকেব তারায় তারায় ফিবিতে তবুও হাবি,
পায়ের ধূলার মত ধরণীরে ঝেড়ে ফেলে দিতে নারি।

স্রোতের সলিলে মিছে হানি তববারি,
মিছে এ মদিরা শোক সে ভুলিতে নারি!
নিয়তির সাথে দ্বন্দ্ব বাধাযে মিথ্যা জযের আশা,
তুলে দিযে পাল, হাল ছেড়ে শুধু স্রোতে ও বাতাসে ভাসা।

লি-পো।

ভাবের ব্যাপারী

উৎসব-শেষে অতিথির দল গিয়েছে চ'লে,
পানের পেয়ালা ফেলে গেছে হায হর্ম্ম্যতলে ;
আর কেহ নাই জাগায়ে রাখিতে সে কল্লোল,
ওঠ্ জামি! তবে পাত্রটা তোর ভরিয়া তোল্!
হোক সুরাশেষ কিবা অমৃতের ফেনা,
জুড়ে দে রে ফের বসের সে লেনাদেনা!

কতই গাহিলি কতই নীরবে কাঁদিলি, হা রে,
মুক্তার মালা গাঁথিলি সোণার বীণার তারে।
বরষে বরষে কতই নূতন তুলিলি তান,
জীবন ফুরায় তবু হায় শেষ হ'ল না গান!
তবে সুরু কর রসের সে লেনাদেনা,
হোক সুরা কিবা সুধা-সাগরের ফেনা!

জামি।

সঙ্গীত-মিস্ত্রির নিবেদন

(মাত্রাবৃত্ত অমিত্রাক্ষর)

ইংলন্ড্! ইংলন্ড্!
সিন্ধুর প্রহরী!
রাষ্ট্রের স্রষ্টা!
মানুষের ধাত্রী!
সঙ্গীত শুনিবার
অবসর আছে কি?—
সঙ্গীত-মিস্ত্রির
অপরূপ কীর্ত্তি?
গোলমাল দিনরাত,
কেমনে বা শুনিবে?
নানা দলে কলহেব
চীৎকাব তুলিছে,—
ভিক্ষুক ক্ষুধিত,
খনিজীবী খুসি নয়,
'শ্রম' নামে রাক্ষস
বন্ধনে অস্থির।
তবু, কবি-কর্ম্ম-
কারেদের নেহাযে
পড়িতেছে হাতুড়ি,—
গাড়তেছে ছন্দ,—
তন্ময মুখ সব,—
উজ্জ্বল, বক্তিম,
হাপরের তাপে, হায,
ঝলসায় চক্ষু!
সত্য কি?—শুনিছ?
তুমি সব দেখিছ?
তবে বুঝি নয় ইহা
পণ্ড ও নিষ্ফল!
ওগো এই সঙ্গীত-
অনুরাগ, মানবের
স্বভাবেতে, শাশ্বত
রহিযাছে লগ্ন,—
জীবনের খাদ্যে
প্রণয়ের পানীয়ে
পুষ্ট সে, হৃষ্ট সে
মৃত্যুর অতীত।

বিশ্বের সুগভীর
মর্ম্মেতে ভিত্তি,
যমজ সে নিখিলের
সকলের সঙ্গে ;
শুধু তাই ? কিবা এই
প্রকৃতির তত্ত্ব ?
ছন্দে সে প্রকাশের
নিরবধি চেষ্টা !
তরুলতা—পুষ্পে,
তারা—উদযাস্তে,
নদী—ভাঁটা জোযারে
সঙ্গীতে বেপমান !
বাজরাজ ব্রহ্মাণ
কবিদেব জ্যেষ্ঠ,
তাঁবি মহাছন্দে
চবাচর চলিছে।
তাই কহি, বিদ্রূপ
কবিতাবে ক'বো না,
মা আমার! মা আমাব!
মানবেব ধাত্রী!
ধনজন, বৈভব,
সবই ক্ষণভঙ্গুর,
ছেড়ে যায লক্ষ্মী,
ধ্রুব শুধু বাণী গো!
গান ঘিরে বাখে সব,
গান কভু মবে না,
মানুষ রচিবে গান
শুনিবে তা' মানুষে।
সৃষ্টির একতান
সঙ্গীত যতদিন
ঝরি' ঝরি' অবিরাম
নাহি হয় নিঃশেষ,
ততদিন আমরাও
তাব সাথে গাহিব ,
যে গানের ছন্দে
নর্ত্তিত বিশ্ব!
তবে, কবি-কর্ম্ম-
কার দিক্ কবিতায়
উপহার তোরে গো!
মানবের ধাত্রী!

বয়সের চিহ্ন
মুখে তোর পড়িছে,
স্বপ্নের মত ছায়
সময়ের ছায়া গো।
গান সেই ঔষধ—
যাহে ফিরে যৌবন,
উৎস সে নবতার,
প্রভাতের নির্ঝর।
তাঁতশালে জগতের
ভাগ্য তো বুনিছ ;—
শ্রম লঘু হয় কিসে
গান নাহি গাহিলে ?
ভেবেছ কি দুনিয়ায়
সার শুধু খাটুনি ?
পুজিবার,—বুঝিবার
আছে শোভা, হর্ষ ;
কবি নহে তুচ্ছ,
হীন নহে কবিতা,
মা আমার! মা আমার!
মানবের ধাত্রী!

ওয়াট্‌সন্‌।

মেলার যাত্রী

(দাগিস্থান)

চট্‌পট্‌ ওঠ ওঠ গো মাম্মু!
ছিরি-ছাঁদ আছে মোদেরো মাম্মু!
সূয্যির মত কপাল মাম্মু!
ঝিক্‌মিক্‌ চোখ উজল মাম্মু!
দাঁত আমাদের মুক্তো মাম্মু!
দুটি ঠোঁট উদ্‌যুক্ত মাম্মু!
চুল চুল্‌বুল্‌ হাওয়াতে মাম্মু!
বসে কি ভাবিস দাওয়াতে মাম্মু!
পশ্‌মী পোষাক পরে নে মাম্মু!
গাঁয়ে আমাদের মেলা যে মাম্মু!
পাগড়ী মাথায় বেঁধে নে মাম্মু!
চাদরখানাও কাঁধে নে মাম্মু।
তাজা ফুলগুলো হাতে নে মাম্মু!
ধো-ধো-দ্রিম্‌-দ্রিম্‌!
দ্রিম্‌-দ্রিম্‌-মৃ-মৃ!

শিকারীর গান

মহুয়া গাছের তলে হরিণ চরে,
আরে, ঘাসের 'পরে ;
গুড়িগুড়ি বাঁকা পথে শিকারী চলে ;
আহা, কতই ছলে!
মহুয়ায় হরিণের মন হরিল,
সারা বন ভরিল ;
তীর-বেগে হয়ে খাড়া ধনুকধারী
তীর হানে শিকারী!
মহুয়া গাছের ছায়ে হরিণ পড়ে ;
লোহ লাগে শিকড়ে ;
আহ্লাদে ফুকারিযা চলে শিকারী,
আজি, আমোদ ভারি!
আবে! ধনুকধারী!

নৃত্য-গীতিকা

(মেক্সিকো)

গোটা গোটা উঠল ফুটে জাল্‌-তু-মোতির ফুল,
পাপ্‌ড়ি সে পুরন্ত হ'ল বাতাসে দুলদুল ;

পাহাড় কোলে কুজ্ঝটিকা ঘুমিযে প'ল আজ,
শীষ দিযে ঐ নীল পাখীটি ডুবলো পাতার মাঝ!

কঠিন ঠোঁটে গাছের বাকল কোন্‌ পাখী কাটে,
কাঠবিড়ালীর 'চিঁড়িক্‌' 'চিঁড়িক্‌' শব্দে কান ফাটে ;

কালো বাদুড় মাকুর মতন সাঁঝের জাল বোনে,
ফলন্ত গাছ নুয়ে কথা কয় মাটির সনে!

হাওয়ার কোলে মিলিয়ে গেল একলা চিলের ডাক,
বৃষ্টি এসে পড়ল ব'লে,—আয গো নাচা যাক।

বসন্তের প্রত্যাবর্ত্তন

কিরণে ঝলমল অগাধ নীলজল,
নীল কমল তায় ফুটেছে ;
বনের পথ ধরি' চলেছে সুন্দরী,
নীল কমল হেরি' ছুটেছে।

ঝাপ্‌সা ঝোপে ঝাপে ব্যথিত বায়ু কাঁপে,
পিচের শাখে শাখে পাতার সূচী ;
ঝাউয়ের মৃদু ছায়া রচিছে কি যে মায়া
ছড়ায়ে বনপথে সোনার কুচি !
নীল কমল লখি' চলে কমল-সখী,
বন বিজন, ভিজা ভেষজ ঘ্রাণ ,
আবেশে একাকার চলিতে পিছে তার
শুনি গো বারবার পুরাণো তান ;—
"নিখিলে আছে মিশে কাহিনী অনাদি সে,—
যা' ছিল পুরাতন হ'ল সে নব ;
কালের বিষে জরা তরুণ হ'ল ধরা
পুরাণো প্রাণে নব প্রেমোৎসব !"

সুকুন্তু ।

প্রেমিক ও প্রেমহীন

ভাল যারা বাসে শুধু তারা ভাল থাকে
প্রেমহীন সারা হয় বহি আপনাকে ।

'কুরাল'-গ্রন্থ ।

ভালবাসার সামগ্রী

ভালবাসি হাসি-ভরা বসন্ত মধুর,
আর ভালবাসি নব বরষ প্রবেশ ,
রসের পুরিয়া ভালবাসি গো আঙুর
ভালবাসি সুখালস প্রেমের আবেশ !
ধরে রাখ, দেখ দেখ, সুখ না পালায়,
পালালে সে এ জীবনে ফিরিবে না হায় ।

সম্রাট বাবর ।

নারী

নারী নিরমলা, নারী সুন্দরী,
নারী মনোরমা স্বর্গের পরী,
নারী সে ভেষজ ব্যথিত মনের,
নারী সে ভূষণ বীর্য্যবানের,
নারী সম্পদ, নারী সম্ভ্রম,
নারী-প্রেমলোভ ভাগ্য পরম ।

অল্‌রিচি ।

মন যারে চায়

(মন্দারি)

কাকের ও কোলাহল চাইনে,
মুখর ঘটক দল চাইনে,
মন যারে চায় আমি তারে শুধু চাই ;
ডগমগ চৌদোল চাইনে,
জগঝম্পের বোল চাইনে,
মন যারে চায় আমি তারে শুধু চাই।
দুয়ারে আমের শাখা চাইনে,
কপালে সিঁদুর আঁকা চাইনে,
ভালবাসা যায় যারে তারে শুধু চাই।

"বৌ-দিদি"

বৌ-দিদি চাস ? বোন্‌টি আমার,
বৌ-দিদি তোর চাই ?
ভাবার হাটে খুঁজব এবার
দেখব যদি পাই।
তুই যে মোদের পুণ্যপ্রভা,—
ঠাকুর ঘরের দীপ ;
তোর মতোটিই আন্‌তে হ'বে
পুণ্য হোমের টিপ্‌।
স্বপ্ন-দেবীর পাখা দু'খান্‌
ধার ক'রে-না-নিয়ে,
ঝড়ের রাতে বেরিয়ে যাব
কারেও না জানিয়ে ;
ধরব গিয়ে ঝড়ের বেগে
রামধনুকের ডোর,
রামধনুকের একটি রেখা
বৌ-দি' হবে তোর !

ডুবব সোজা সাগর জলে
সূর্য্যালোকের মত,
প্রবাল-গুহায় অপ্সরীরা
নাইতে যেথায় রত,
পরীরাণীর মুকুটখানি
আন্‌ব সাথে মোর ;
সেই মুকুটের মধ্য-মণি
বৌ-দি' হবে তোর !

পক্ষীরাজের পিঠেতে সাজ
মুখে লাগাম দিয়ে,
যাদু-জানা পাগল্-পানা
কল্পনাকে নিয়ে,
সটান্ গিয়ে কল্প-লোকের
আন্‌ব সে মন্দার,
বৌ-দি' তোমার সেই তো হ'বে
বোন্‌টি গো আমার!

।ডরোজিয়ো।

অতুলন

(একটি মালাই পান্তুমের হুগো কৃত ফরাসী অনুবাদ হইতে)

প্রজাপতিগুলি খেলিয়া ফিরিছে পাখার ভরে,
শৈল-মেখলা সিন্ধুব কূলে গেল গো তারা!
পঞ্জরতলে মন কাঁদে মোব কাহাব তরে,
জন্ম অবধি সারাটা জীবন এমনি ধারা।

শৈল-মেখলা সিন্ধুর কূলে গেল গো তারা।
গৃধ্র উড়িল—চলিল সে বন্তামের পানে ;
জনম অবধি সারাটা জীবন এমনি ধারা,
কিশোর মুরতি বড় ভাল লাগে মোর নয়ানে।

গৃধ্র উড়িয়া চলে ওই বান্তামের পানে,
পত্তনপুরে পৌঁছি' গুটায় পক্ষ দু'টি ,
কিশোর মুরতি বড ভাল লাগে মোর নযানে,
তবু ভাল যারে বাসি তার মত নাইক দুটি।

পত্তনপুরে গৃধ্র গুটায় পক্ষ দু'টি,
যুগল কপোত চলেছে উড়িযা দেখ গো চাহি ;
ভাল যারে বাসি তার মত আর নাইক দু'টি
মরম-দুয়ার খুঁজে নিতে তার তুল্য নাহি।

সন্ধ্যার সুর

ওই গো সন্ধ্যা আসিছে আবার, স্পন্দিত সচেতন
বৃন্তে বৃন্তে ধূপাধার সম ফুলগুলি ফেলে শ্বাস ;
ধ্বনিতে গন্ধে ঘূর্ণি লেগেছে, বায়ু করে হাহুতাশ,
সান্দ্র ফেনিল মূর্চ্ছা-শিথিল নৃত্য আবর্ত্তন!

বৃন্তে বৃন্তে ধূপাধার সম ফুলগুলি ফেলে শ্বাস,
শিহরি' গুমরি' বাজিছে বেহালা যেন সে ব্যথিত মন ;
সান্দ্র-ফেনিল মূর্চ্ছা-শিথিল নৃত্য-আবর্ত্তন!
সুন্দর-ম্লান, বেদী সুমহান্ সীমাহীন নীলাকাশ।

শিহরি' গুমরি' বাজিছে বেহালা যেন সে ব্যথিত মন,
অগাধ আঁধার নির্ব্বাণ-মাঝে নাহি পাই আশ্বাস ;
সুন্দর-ম্লান বেদী সুমহান সীমাহীন নীলাকাশ,
ঘনীভূত নিজ শোণিতে সূর্য্য হয়েছে অদর্শন!

অগাধ আঁধার নির্ব্বাণ-মাঝে নাহি পাই আশ্বাস,
ধরার পৃষ্ঠে মুছে গেছে শেষ আলোকের লক্ষণ ;
ঘনীভূত নিজ শোণিতে সূর্য্য হয়েছে অদর্শন,
স্মৃতিটি তোমার জাগিছে হৃদয়ে, পড়িছে আকুল শ্বাস।

বদ্‌লেয়ার।

নীরব প্রেম

পাপিয়ার তান না ফুরাতে, রবি, সহসা যেমন ক'রে
নিষ্প্রভ করি' দ্যায় রশ্মিতে মন্থর শশধরে,
তেমনি করিয়া সূর্য্যের মত উজ্জ্বল তব রূপ,
কণ্ঠ আমার করেছে হরণ ; গান একেবারে চুপ!

উতলা বাতাস সহসা যেমন দ্রুত পাখাভরে আসি'
জোর ফুঁয়ে ভেঙে ফেলে গো কীচক,—তার সবে-ধন বাঁশী ;
তেমনি করিয়া আবেগের ঝড় আমারে করে গো ক্ষীণ,
ভালবাসা মোর অমিত বলিয়া ভালবাসা ভাষাহীন।

নয়ন আমার সে কথা তোমারে জানায়েছে নিশ্চয় ,—
কেন যে বাঁশরী নীরব আমার বীণা সে মৌন রয় ;
সে কথাটি যদি না পার বুঝিতে বিদায়, বিদায় সাকী,
না-পাওয়া চুমার, না-গাওয়া গানের স্মৃতি লয়ে আমি থাকি।

ওয়াইল্‌ড্।

প্রথম সম্ভাষণ

কতবার ভেবেছি গো, ভগবান নিজ করুণায়,
নিভৃতে সৌন্দর্য্য তব দেখাইয়া দিবেন আমায় ;
আজিকে আপনা হ'তে তুমি মোরে দিলে দরশন!
অনেক দিনের সাধ—হৃদয়ের—করিলে পূরণ।

চক্ষে দেখিতেছি তোমা, কণ্ঠস্বর শুনিতেছি কানে,
হে সুন্দরী! কহ কথা, আরবার চাহ মোর পানে;
মুগ্ধ ও শ্রবণে তুমি বল যাহা বলিবার আছে,
অন্তরের অভিলাষ অসঙ্কোচে কহ মোর কাছে।

ফর্দুসী।

মুগ্ধ

নীল আকাশের বিমল বিভাতে
তোমারেই শুধু দেখি, কিশোরী!
গিরি নির্ঝরের রূপালী তুফানে
তুমি দেখা দাও মুরতি ধরি'!
স্পন্দনহীন প্রখর রৌদ্রে
রয়েছ দাঁড়ায়ে হে অপ্সরী!
হাসিছ আকুল জোছনা ভরি'!
যে দিকে চাই
দেখি তোমায়!
আঁখি ফিরাই,—
রয়েছ! হায়!
কভু পিছে কভু হাসিছ সমুখে,
হায় নিষ্ঠুরা! একি চাতুরী!

কিস্ফালুড।

প্রেম-পত্রিকা

প্রকৃতি-মধুরা, মুখে হাসি ভরা, ভিতরে বাহিরে মধু।
রূপ-দেবতার প্রতিমা তুমি গো, গঠিত অমৃতে শুধু!
সুল্তানা! আমি গোলাম তোমার, বাঁধা আছি হাতে গলে,
রাখিতে, মারিতে, বিক্রি করিতে পার গো ইচ্ছা হ'লে।

ওই অধরের সুধা পান করি' আয়ু হ'ল অক্ষয়,
অমৃত-কূপের সন্ধান জেনে মরণে কি আর ভয়?
স্বাদু ও সরস নাহি চাহি যশ, তুমি রাখ হাতে হাত,
রাজা বিনা কার এমনটা ঘটে? আর কেবা হয় মাত্?

কপোতের মত শুভ্র আমার ক্ষুদ্র এ চিঠিখানি,
পাখ্না মুড়িয়া চলিল উড়িয়া তোমারি সমীপে, রাণী!
এমন একটা কিছু করা চাই শীঘ্র না ভোলে লোকে,
সাবাস নেজাতি, তোম্—তানা—নানা, হাসি যে উছলে চোখে!

নেজাতি।

ব্রাহুই গান

মেদুর নয়ন মেঘের মতন,
দারুচিনি জিনি দাঁত,
চোখের চাহনি, চাহনি সে নয়,—
লাখ টাকা হাতে হাত!
বোঁটাতে তোমার জল যদি থাকে
দাও গো না করি' ছল,
আমাব পক্ষে হবে ঔষধ
তোমাব হাতের জল।

ওগো সুন্দবী ক্লান্ত মনেব
পক্ষেতে তুমি তাঁবু,
শর্কর-খাদী বাদ্‌শাজাদী সে
ও রূপের কাছে কাবু!
তুমি যেন কোনো ফুলের গন্ধ,—
কেবল গন্ধটুকু!
গোলাম আমাবে ক'বেছে তোমার
মশালা-গন্ধি মুখ!

সাধ

(মিশব)

তোমাবি দুযাবে দ্বাবী হ'তে পেলে আমি তো ভাই
কিছু না চাই,
বাঁচিয়া যাই!
ভর্ৎসনা-বাণী কম্পিত মনে শুনি গো কত,
শিশুর মত ,
নয়ন নত।
আমি যদি হায হ'তাম তোমাব হাব্‌সী দাসী,
রূপের রাশি,
নিকটে আসি'
অবাধে দু'চোখ ভবি' দেখিতাম ; সরম ভরে
যেতে না স'রে,
ঘোমটা প'রে!
হ'তাম যদি ও করে অঙ্গুরী, কণ্ঠে মালা,—
হৃদয আলা!
রূপসী বালা!
মালারি মতন দুলিতাম তবে হৃদয় তলে,
নানান্ ছলে,
বেড়িয়া গলে ;

এক হ'য়ে যেত অঙ্গুলি আর অঙ্গুরীতে ;—
অতি নিভৃতে,—
দুইটি চিতে।

সঙ্কোচ

ভালবাসি তারে প্রাণপণ ভালবাসা,
তাহারি বিরহে মরিয়া যেতেছি দুখে ;
সে নাম শুনিতে কেহ যদি কর আশা,
বলিব না, হায়, আনিতে নারিব মুখে!

মিলন জনমে যদি নাই ঘটে, হায়,—
আশা যদি শুধু উঠিয়া মিলায় বুকে,—
অশরণ হিয়া ফাটিয়া টুটিয়া যায়,—
তবুও সে নাম বলিতে নারিব মুখে!

গোপন সে নাম বাহির করিতে কেহ
ছুরি ল'যে যদি আসে মোর সম্মুখে,—
চিরে চিরে করে চিরুণীর মত দেহ,—
তবু বলিব না,—আনিব না তাহা মুখে!
যার কেশজালে হৃদয় পড়েছে ধরা,—
যেখানে সেখানে যখন তখন
সে নাম কি যায় করা!

জাফর।

সঙ্কেত গীতিকা

ভোর হয়ে গেছে, এখনো দুয়ার বন্ধ তোর!
সুন্দরী! তুমি কত ঘুম যাও! সজনী!
গোলাপ জেগেছে, এখনো তোমার নয়নে ঘোর?
টুটিল না ঘুম? দেখ চেয়ে,—নাই রজনী।
প্রিয়া আমার,
শোনো, চপল!
গাহে কে! আর
কাঁদে কেবল!
নিখিল ভুবন করে করাঘাত দুয়ারে তোর,
পাখী ডেকে বলে, 'আমি সঙ্গীত-সুষমা' ;
ঊষা বলে, 'আমি দিনের আলোক, কনক-ডোর,'
হিয়া মোর বলে, 'আমি প্রেম, অয়ি সুরমা!'

প্রিয়া! কোথায়?
শোনো, চপল!
বঁধুয়া গায়,—
নয়নে জল।
ভালবাসি নারী! পূজা করি, দেবী! মূরতি তোর,
বিধি তোরে দিয়ে পূর্ণ ক'রেছে আমারে;
প্রেমে দেছে শুধু তোরি তরে বিধি হৃদয়ে মোর,
নয়ন দিয়েছে দেখিতে কেবল তোমারে!
প্রিয়া আমার.
শোনো, চপল!
গাহিতে গান
কাঁদি কেবল!

ভিক্তর হ্যুগো।

কৃপা-কার্পণ্য

অবগুণ্ঠন কব গো মোচন, নিশাব আঁধার
গিয়েছে ক্ষ'য়ে,
বাহির হও গো, তোমাবে দেখিতে সূর্য্য এসেছে
বাহির হ'য়ে!

মোব মরমের যতেক তন্তু যত খুসী তুমি
জটিল কর,
কুসুম-গন্ধি কুন্তল শুধু কুটিল কোবো না,
মিনতি ধর।

যেখানে-সেখানে অমন করিয়া চাহনি তোমার
যেয়ো না হানি',
সারা ধরণীতে হাহাকার ধ্বনি তুলো না, তুলো না,
তুলো না রাণী!

আকাশের তারা গণিযা গণিয়া আমি যে যামিনী
কাটাই নিতি,
জাগো জাগো মোব প্রভাতের আলো! মৌন ধরার
ফাগুনী-গীতি!

ফজ্‌লীর দিন কাতরে কাটিছে;—কারণ তাহার
সুধালে কেহ,—
সরমের কথা কি বলিবে? হায়, একটুও তারে
দাওনি স্নেহ!

ফজ্‌লী।

চাঁদের লোভ

অবগুণ্ঠন ঘুচাও, রূপের
আলোকে ভুবন ভরিয়া দাও,
পুরাতন এই ধূলির ধরণী
নিমেষে স্বর্গ করিয়া দাও!
স্বর্গ-নদীর মৃদু-হিল্লোল
হাসিতে তোমাব দোলাযে দাও,
অগুরু-গন্ধে ছেয়ে ফেল দেশ,—
কুঞ্চিত কেশ এলাযে দাও!
তব কপোলের সুকোমল লোম
ফার্সী আখরে হুকুম লিখে,
বাতাসেব হাতে দিযে, বলে দেছে,—
'জয ক'রে এস দিগ্বিদিকে।'
অমৃত কূপেব সন্ধান, যদি
বিধাতা না দেন, পায না কেহ,
হাজার ববষ ঘুরে মব কিবা
মাটি হ'যে যাক সোনার দেহ।
জযনাব! তুমি অ-বলাব রীতি
এবারের মত ছাড়িয়া দাও,
নিষ্ঠায মন দৃঢ় কব, সখী,
আকাশের চাঁদ পাড়িয়া নাও।

জয়নাব।

উপদেশ

কথা শোন্, বুলবুলি!
দিন কিনে নে বে বন্য!
অরুণ এ দিনগুলি
ভালবাসিবাবি জন্য।

বিজ্ঞেরা অকারণে
নিন্দে প্রণযটিকে,
প্রেমিক জেনেছে মনে
বিজ্ঞ আমোদ ফি'কে।

স্বপ্ন যদি এ প্রণয
নিদ্রা বাড়ানো যাক্ ;
জাগার বয়েস এ নয,
সে ভাবনা আজ থাক্।

যদি দেখি সুখ-স্বপন
স্বপনেরি সাথে চুঁয়ায়
শেষ করা যাবে জীবন
ভুলচুকে ধরা ধুয়ায়।

দে জুয়ি।

তবু

তবু মোবে হ'ল না প্রত্যয়!
হাজারের মাঝে, ওবে! বেছে যে নিযেছে তোরে
আমার এ অবোধ হৃদয।

ছিনু একা, ছিলাম স্বাধীন,
তোমারি লাগিয়া হায, শিকল প'রেছি পায়,
রহিব তোমাবি চিবদিন।

ফর্দ্দুসী।

নিষ্ফলারম্ভ

(মিশর)

মৃণালের লাগি কাঁদিছে মবাল
কাতরে বিদায কালে,
তুমি তো দিলে না ভালবাসা, শুধু
আমি জড়াইনু জালে ;
হৃদি-তন্তুতে পড়েছে গ্রন্থি
কেমনে ছিঁড়িব, হায,
কেমনে করিয়া এড়াব না জানি,
ছাড়াতে জড়ায পায়!
নিত্য যে আমি সন্ধ্যাবেলায
নিযে যাই পাখী ধ'রে,
পরিজনে যদি সুধায় আজিকে,
কি কহিব উত্তরে?
তোমার প্রেমেরে বন্দী করিতে
আজি পেতেছিনু জাল,
নিষ্ফলে বেলা ফুরাল আমার
বৃথা কেটে গেল কাল।

দুঃসহ দুঃখ

চাঁদের নৌকা ভাসিয়া চলেছে শৈল-শিখর 'পরে
প্রদীপের আলো মরে ;
অতীত অযুত বসন্ত আজি বুকে মোর হাহা করে,
আর! আঁখি জলে ভরে!
মরমের ব্যথা বুঝিলে না, বঁধু! এ দুখ রাখিতে ঠাঁই
নাই গো কোথাও নাই।

ওয়াং সেং-জু।

কৌশলী

(প্রাচীন মিশর)

শয্যাগ্রহণ করিয়া রহিব পড়িয়া ঘরে,
পীড়িত জানিয়া পড়শী আসিবে দেখিতে মোরে।
আমি জানি মনে তাহাদেরি সনে আসিবে প্রিয়া ;-
আমারে নীরোগ করিয়া বৈদ্যে লজ্জা দিয়া!

গুপ্তপ্রেম

হিয়ার মাঝারে প্রাণ কাঁদে মোর
খেদে দু'নয়ন ঝুরে ;
বঁধুতে আমাতে হ'ল না মিলন,
চিরদিন দূরে দূরে।
মন্দ লোকের সন্দেহে ধিক্,
বিধাতা জানেন মন,
চক্ষের দেখা দেখিতে পাব না
তাই ভাবি অনুখন।

কুরেন্‌বার্গ।

পতঙ্গ ও প্রদীপ

(হিন্দি)

পতঙ্গ কহিছে, 'দীপ! তুমি দেখ রঙ্গ,
তোমার লাগিয়া জ্ব'লে মরিছে পতঙ্গ।'
দীপ কহে, 'হায়, বন্ধু, অভিমান মিছে,
আগে হ'তে আমি জ্বলি, তুমি জ্বল পিছে।'

অভ্যর্থনা

পদ্মে রচিয়া বন্দন-মালা দ্যায় না তোরণে দোলায়ে,
সম্বল তার আঁখি-পদ্মের দৃষ্টি ;
সুরভি অধরে মৃদু হাসি লয়ে বাতায়নে থাকে দাঁড়ায়ে,
পুষ্পদশনা করে না পুষ্পবৃষ্টি!
মঙ্গলঘট বুকে করে থাকে, শ্রমজলে অভিষিক্ত,
মাটিতে নামায়ে রাখিতে দেখিনি কভু সে,
তরুণীর পতি অভ্যর্থনা বাহিব হইতে রিক্ত,
অন্তরে মিঠা অমৃত ছিটায় তবু সে!

রাজা অমরু।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে

ওগো! দিনের নাবাল ভূঁয়ে,
আর রজনীর এই পারে,
কিছু ধরিয়া পাইনে ছুঁয়ে
আঁখি ডুবে যায় একেবারে ;
ছায়া মোলায়েম, আলো মৃদু,
পড়ে পথে ঘাটে নুয়ে নুয়ে ;—
রবি ছড়িয়ে গেছে সে সীধু,
বুন্দল যে ফুল গিয়েছে থুয়ে।
এই নিভৃত নিমেষগুলি
সে কি বৃথাই বহিয়া যাবে?
মরণ আছে যে নয়ন তুলি' ;—
শেষে প্রেমের অযশ গা'বে?
তবে ফুলেরা দেখুক্, অয়ি!
এই ভরা প্রেম নিমেষের,
ওগো ভালবাসা হ'ক জয়ী
আজ মরণের 'পরে ফের।

সুইন্‌বার্ণ।

গান

নয়নে নয়ন রাখ গো
হাতখানি রাখ হাতে,
অধরে অধর ঢাক গো
ঘন চুম্বন পাতে!

চুম্বন সে যে মধুর মদিরা
প্রেমিকে করে সে পান,
পিয়াও, পিযাও, কাফ্রি-কুমারী!
চুম্বন কব দান।
কমল—কমলে নেহারি'
ফোটে গো যেমন প্রাতে,
প্রণয তেমনি দোঁহারি
বিকশিছে একসাথে!
শ্যামল তমাল, শ্যামা লতিকায
কোবো না গো ঠাঁই ঠাঁই,
কাফ্রির কালো কাফ্রিনি ভাল,
তুলনা তাহাব নাই।

নিগ্রো ডান্‌বার।

খেয়ালির প্রেম

ওগো বাণী! দাস পডিযাছে বাঁধা তোমাব চুলেব
শিকল-জালে,
সকল দাসেব আগে চলা তাই দৈবে ঘটেছে
মোর কপালে!
প্রেমের শিবিব রচনা কবেছি, নিন্দা-নাকাড়া
গিযেছে বেজে,
গোলাম তোমাব আমীব হ'যেছে, ওই চাহনির
ভূষণে সেজে!
আমার মনেব গহন গুহায পশেছে তোমার
দস্যু আঁখি,—
হৃদয পরাণ আতিপাতি কবি' ধরিতে তোমারে
পাবিব নাকি?
রাঙা অধরের চুম্বন লোভে বাঙা মদিরার
পাত্র চুমি,
সুরার পাত্র দেখিবা মাত্র মনে হয, বুঝি,
নিকটে তুমি।
বিধাতার বরে গরীব মেসিহি আপন খেযালে
রয়েছে সুখে,
বাদ্‌শার চেয়ে বড় হয়ে গেছে তোমার মূরতি
ধরি' এ বুকে।

মেসিহি।

সুলতানের প্রেম

ছিন্ন কলিজা পলিতা হ'য়েছে,
হাসির আগুন লাগায়ে দাও,
বিধাতার বরে আলো হ'বে ঘর
মোর দীপখানি জাগায়ে দাও!
আঁখি জলে মোর হয়েছে সাগর,
এ তো দু'দিনের বন্যা নহে,
কত ঝ'রে গেছে কতই ঝরিছে
কেবা নির্ণয় করিয়া কহে?
ম্লান সন্ধ্যার অরুণ শিঙার,—
সে আমারি রাঙা চোখের ছায়া,
আঁধার গগনে তাই তো লেগেছে
পদ্মরাগের রঙীন মায়া।
তুমি সুষমার কাব্য মহান্,—
গোলাপ তো তার একটি পাতা
তব কপোলের মৃদু-লোম-লেখা
ফার্শী আখরে লিখেছে গাথা!
আমি বলেছিনু, 'জমু্ সুলতান
তোমার চুমার একটি মাগে।"
মনে পড়ে? তুমি হেসে বলেছিলে,—
'দাবী আছে বটে বিধির আগে!"

জমু্ সুলতান।

প্রেমের অত্যুক্তি

(একটি স্পেন্‌দেশীয় কবিতার অনুসরণে)

হাজারটা মন থাক্‌ত যদি সব কটা মন দিয়ে,
ভাল তোমায় বাস্‌তাম আমি, প্রিয়ে!
কুবেরের ধন পাই গো যদি পায়ে তা' অর্পিয়ে
ভাবব,—কিছুই হয়নি দেওয়া, প্রিয়ে।
লক্ষ-লোচন ইন্দ্র হয়ে, তোমার পানে থাকব চেয়ে,
হাজার বাহু দিয়ে তোমায় ধর্ব্ব আলিঙ্গিয়ে,—
কার্ত্তবীর্য্য রাজার মত, প্রিয়ে!
কানুর মত শিখ্‌ব বেণু বৃন্দাবনে গিয়ে,
তোমায় শুধু কর্ত্তে খুসী, প্রিয়ে!
ফাগুন হ'য়ে দিব তোমায় লাবণ্যে ছাপিয়ে,
প্রণয় হ'য়ে সোহাগ দিব, প্রিয়ে!
কবি হ'ব মন গলাতে, রাজা হ'ব সাধ মিটাতে,
নিত্যকালে পেতে তোমায় স্বর্গ হ'ব প্রিয়ে।
সকল সাধন,—সকল পুণ্য দিয়ে।

মনের মানুষ

(সুইডেন)

সিন্ধু-শকুন শুভ্র পাখা হেলিয়ে চ'লে যায়
মত্ত তুফান ধর্ত্তে আসে, ভয় করে না তায়!
যে দিকে যাক্ ফিরবে কপোত নীড়েই পুনরায়,
পরাণ আমার অহর্নিশি তোমার পানে ধায় ;—
ওগো, মনের মানুষ!

জোয়ারের জল হ'ক সে প্রবল, প্রেমের কাছে নয়,
পণ্যবহা নদীর মত অগাধ সে প্রণয়।
ঝরণা জলের মতন বিমল অম্নি নিরাময় ·
প্রেমের চোখে তন্দ্রা নাহি সদাই জেগে রয় ;—
ওগো, মনের মানুষ!

অতল-তলে নামতে পারি আন্তে মুকুতায়,—
যেখানে ঢেউ গুমরে কাঁদে মৌন বেদনায়।
বরফ ফুড়ে যে ফুল ফোটে পর্ব্বতের চূড়ায়,
প্রেমের লাগি আন্তে পারি—আন্তে পারি তায় ;—
ওগো, মনের মানুষ!

বন-গীতি

তেতে যখন উঠ্ছে কোঠা, যায় না ঘরে টেঁকা,
তখন উচিত বেরিয়ে পড়া 'দুই-প্রাণীতে-একা'।
চোরাই সোহাগ বেঁটে নেওয়া নয়কো নেহাত মন্দ
বনের ভিতর ঘনায় যখন অল্-বোখারার গন্ধ।

সূয্যি মামার পাইকগুলো বাইরে বিষম খুঁজচে,
পালিয়ে-ফেরা ফেরার দুটোর দুষ্টুমিটা বুঝচে!
ঝোপের খোপে কুল্ফি হাওয়া দিচ্চে হেথা জুড়িয়ে,
দুষ্টু দুটো পাড়ছে গাছের নিচ্চে তলার কুড়িয়ে।

দিনটা যখন যাচ্চে ভাল যায় সে ঘোড়া ছুটিয়ে,
দীর্ঘ ঘন ঘাসের রাশে পড়ল কে ওই লুটিয়ে?
নুইয়ে-পড়া তৃণ আবার দাঁড়ায় ঘন সার দিয়ে,
কিচ্ছু দেখা যায় না গো আর আঁধার বনের ধার দিয়ে।

আলবার্ট গায়গার্।

লুব্ধা

আহা রাই আমাদের শক্ত মেয়ে,
ও সে ছাড়ে না দাঁও হাতে পেলে ;
রাই দশটা চাঁপা আদায় ক'রে
মোটে একটি চুমা শ্যামকে দিলে!

তার পরদিনেই এক নূতন কাণ্ড,
হঠাৎ শ্যামের বরাত গেল খুলে ;
রাই দশটা চুমা দিলে সেদিন
মোটে একটি কদম্বের বদলে।

ওগো তার পরেব দিন বাই আমাদের
যেন চাইতে কিছু গেল ভুলে ,
আহা শ্যামকে শুধু রাখতে খুসী
আপন অধরখানি ধর্‌লে তুলে!

হায়, তার পরেব দিন মূর্খ মেযে
নিজের সবই শ্যামের পাযে থুলে ;
কারণ সন্দেহ তার চন্দ্রাকে শ্যাম
চুমা দিযেছে গো বিনিমূলে।

দু-ফ্রেণি।

মিলনানন্দ

(মিশর)

যখনি তাহারে আসিতে দেখিতে পাই,
হৃৎ-পিণ্ডটা দ্রুত তালে উঠে দুলে ;
দু'বাহু বাড়াযে বাহুতে বাঁধিতে চাই,
অসীম পুলক উথলে হৃদয়-কূলে!

ভুজ-বন্ধনে বন্দী যদি সে করে,
তনু আরবের আতরে তিতিযা উঠে ;
চুমে যদি হাসি-বিকচ-বিম্বাধরে,
বিনা মদিরায সংজ্ঞা আমার টুটে।

মনোজ্ঞা

(মিশর)

তোমার মনের মতন হইতে কি যে ছিল প্রযোজন,
সে কথা আমারে দিয়েছিল ব'লে গোপনে আমারি মন!

তুমি যাহা চাও, চাহিবার আগে, আমি তা' করিয়া রাখি,
যেখানে যখন খুঁজিবে বন্ধু সেখানে তখন থাকি।
পাখী মারিবার তীরধনু লই পাখী ধরিবার জাল,
মৃগয়ার মাঠে ছুটে সারা হই, রোদে হয় মুখ লাল ;
আরবের পাখী মিশরে আসে গো আতব মাখিয়া পাখে,
টোপের উপর ঠোকর মারিয়া শূন্যে ঘুরিতে থাকে।
গায়ে আরবের ফুলের গন্ধ, পায়ে তার খস্‌খস্‌,
তোমারে বন্ধু মনে পড়ে গেল, আঁখি হ'ল সুখালস ;
শুধু কাছাকাছি পেলে তোমা' বাঁচি অধিক কামনা নাই,
তীব্র মধুর নূতন এ সুর বারেক শুনাতে চাই।

প্রেম-তত্ত্ব

এই ভালবাসা, এই সেই প্রেম, স্বর্গের সুখ
মর্ত্ত্যে পাওয়া,
ঘোমটা ঘুচানো পলকে পলকে, আলোকে পুলকে
উধাও ধাওয়া।
প্রেমের পহেলা সংসার ভোলা, প্রেমের চরম
পক্ষ মেলা,
আঁখির আড়ালে ফেলিয়া জগৎ, আকাশে-বাতাসে
মত্ত খেলা।
প্রেমিকের দলে ঢুকেছ যখন, দৃষ্টি বাহিরে
দেখিতে হবে,
হৃদয়-পুরীর অলিগলি যত একে একে সব
চিনিয়া ল'বে।
নিশ্বাস নিতে কোথায় শিখিলি, ওরে মন, তুই
নিস্‌ তা' জেনে ;
কেন যে হৃদয় স্পন্দিত হয়—তার সমাচার
কে দ্যায় এনে।

রুমি।

'প্রেম'

গানটি ফুরাইলে যদি না মনে লয়
এমন শুনি নাই জীবনে,
সে জন গেলে চলে যদি না মনে হয়
মানুষ নাই আর ভুবনে,

'রূপসী' বলিয়া সে সোহাগ না করিলে
যদি না মানো দীন আপনায়,
যদি না জানো মনে 'জীবনে মরণেও'
ব'ল না 'প্রেম' তবে কভু তায়।

বসিযা জনতায তাবি সে প্রেমমুখ
ধেয়ানে যদি দিন না কাটে,—
গগন ব্যবধান,— তবুও মনোপ্রাণ
না সঁপি' যদি বুক না ফাটে,
তাহাব নিষ্ঠায রাখিযা বিশ্বাস
স্বপন ভবে দিন নাহি যায,—
ভাঙিলে সে স্বপন মবিতে নাব যদি
ব'ল না 'প্রেম' তবে কভু তায।

এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং।

বিদায় ক্ষণে

উটের সহিস সাড়া দিযে গেল
পড়ে গেল হাঁকাহাঁকি,
এমন সমযে দেখিনু অদূরে
দাঁড়াযে আমার সাকী!
মন্দ লোকেব নিন্দার ভযে
একটি কথা না বলি'
নিমেষেব তরে এসে চলে গেল
আঁখি এল ছলছলি'।
গোপন কথাব শ্রোতা বহু জুটে,
খুঁজিতে হয না লেশ,
এবারের মত বিদায় বারতা
চোখে চোখে হ'ল শেষ।

বেহাযেদ্দিন জোহির।

স্বপ্নাতীত

দুলেছিল অচিন্ পাখী এই ডালের এই ফেঁক্ড়িতে,
পরশে ফুল ধরিয়েছিল তায গো!
তখনো তার হযনি বাসা আগ্ডালের ঐ বাঁকটিতে
একেবারে নীল আকাশের গায় গো!
ফেঁক্ড়ি কাঙাল,—স্বপ্নাতীত, হায় গো,
তারেই কিনা গান শোনানো! বেছে নেওয়া তায় গো!

থুয়েছিল রাজার মেয়ে মাথাটি তার এই বুকে,
শুভক্ষণে ক্ষণিক প্রেমের উচ্ছ্বাসে,
তখনো সে তাহার যোগ্য উচ্চ প্রেমের রাজসুখে
পায়নিক হায়, যায়নি মেতে উচ্চাশে!
কাঙাল হৃদয়—হর্ষে বুঝি টুটবে সে,
তারেও কিনা প্রেম দেওয়া গো জমিয়ে রেখে উদ্দেশে।

রবার্ট ব্রাউনিং।

বাসন্তী স্বপ্ন

আমার আঁধার ঘরে,
রাতে এসেছিল হাল্কা বাতাস
ফাল্গুনী লীলাভরে!
আমারে ঘিরিয়া ঘুরে ফিরে শেষে
চুপে চুপে বলে, 'ওরে!
উড়ু উড়ু মন উড়াব আজিকে,—
সাথে দিয়ে যাব তোরে।'

সাগরে চলিল ধারা,
জ্যোৎস্না-জড়িত শতেক যোজন
মিলায় স্বপন পারা।
মন-রাখা ওগো মনের রাখাল!
এনু কি তোমারি দেশে?
চান্দা নদীর কিনারে কিনারে
ফাগুনী হাওয়ায় ভেসে?

ক্ষণিক স্বপ্নাবেশ
আঁখির পলক পড়িতে টুটিল,—
হ'যে গেল নিঃশেষ!
ব্যথিত নয়ন লুকানু যেমন
বিতথ শয্যা মাঝে,
পরাণ আমার হ'ল উপনীত
অমনি তোমার কাছে!

কোথায় চম্পাপুর!
কোথা আমি, হায়, তুমি বা কোথায়,—
শতেক যোজন দূর!
মাঝে ব্যবধান গিরি, নদী, গ্রাম,
পথে বাধা শত শত,
সুপ্ত মুখানি ছুঁয়ে এনু তবু,—
চকিতে হাওয়ার মত!

ৎসেন-ৎসান্।

বর্ষার কবিতা

কেমন হ'য়েছে মন,—মনে নাহি সুখ,
হারায়ে শীতের বাস শীতে কাঁপে বুক,
কি হ'ল আমার ওগো সদা ভাবি তাই,
চন্দনের খাটে শুয়ে চোখে ঘুম নাই।
বড়ই দুখিনী আমি বড় অভাগিনী,
বিদেশে রয়েছে বঁধু আমি একাকিনী ;
দিন যায় যাতনায় হায় হায় করি',
রেশ্‌মী বালিশে শুয়ে আমি কেঁদে মরি।
তোমারে জানাই বঁধু তোমারে জানাই,
এ দশায় এ দেশে থাকিতে সাধ নাই ;
এস একবার এস সাধি পায়ে ধরি'
ফুলশেষে শুয়ে বঁধু মরি যে গুমরি'।
ঝরণা ঝরার মত আঁখিজল ঝরে,
কেঁদে নদী বয়ে যায় বঁধুয়ার তরে ;
কি হ'বে ফুলের শেষে, চন্দনের খাটে,
বঁধু বিনা হাহাকারে সদা বুক ফাটে।
ফিরে এস, ফিরে এস, এস বঁধু মোর,
তুমি এলে শুকাইতে পারে আঁখি-লোর।

পথিক-বধূ

(মিশব)

দুয়ারের পানে সতত চাহিয়া থাকি,
বঁধু যে আমার আসিবে দুয়ার দিয়া,
পথে পাহারায় রেখেছি দুইটি আঁখি,
কর্ণ সজাগ স্তব্ধ ক'রেছি হিয়া।

স্তব্ধ হৃদয় অসাড় হইয়া আসে,
বন্ধু তোমার সাড়া যে পাইনে তবু ;
তব ভালবাসা নিধি সে আমার পাশে,
তা' বিনা পরাণ তৃপ্ত হ'বে না কভু !

প্রবাসে বসিয়া পাঠায়েছ সমাচার,
'বিলম্ব হবে'—জানায়েছ লিপিমুখে,
কেন লিখিলে না, 'ভালবাসি নাকো আর,
মনমত ধন মিলেছে,—রয়েছি সুখে।'

চঞ্চল ! তুমি কেন এত নির্দ্দয় ?
এমনি ক'রে কি বেদনা সঁপিতে হয় !

ভাবান্তর

ভাল রীতি তব ওহে ভালবাসা!
রয়েছ আমারে ভুলে!
তোমার লাগিয়া আমি পথ চাই,
তুমি তো এস না মূলে!
আপন ভাবিয়া নিকটে গেলাম
চ'লে গেলে পায় পায়,
কমল ভাবিয়া ধরিতে ধাইনু,
কাঁটায় বি'ধিলে হায়!
সাথী সমঝিয়া মুখ চাহিলাম
বিরক্ত হ'লে, বঁধু,
বেজার হইলে, বুকে চাপাইলে,
পাষাণের ভার শুধু!
আশা পথ চেয়ে তবুও রহিনু,
রহিনু জন্ম ধ'রে,
ছলনা যে হায় ব্যবসায় তব
বুঝিনু তা' ভাল ক'রে!
শতবার তুমি ক'রেছ ছলনা,—
ক'রেছ শতেক ভাবে,
দুঃখ কেবল এ ব্যাভার তব,—
স্মরণে রহিয়া যাবে।
সুখের লাগিযা পাহাড়-আড়ালে
লইলাম আশ্রয়,
সুখ দূরে থাক্, সিংহ আসিযা
হিয়া উপাড়িয়া লয়!
তাড়াতাড়ি ক'রে হ'ল না শিঙার
ফেলে এনু ফুল-ডালা,
তাই কি আমায় পরাইলে সখা
বিষম জ্বালার মালা?
শিকারের মত ক্ষতবিক্ষত
করিলে আমারে বাজ!
জোর-জবরিতে পরাণে মারিলে,
এই কি উচিত কাজ?
নিম্‌খুন্‌ করি' কাটারি রুখিলে
পূরে কি মনস্কাম?
ভ্রূকুটি করিয়া যে ছুরি হানিলে
তাহাতেই মরিলাম।
ওগো মনোচোর! মনের মানুষ!
কেন তুমি চঞ্চল?

চিরদিন কি হে নিরাশ করিবে
চিরদিন নিষ্ফল?
স্তম্ভিত হই, নিঃশ্বাস ফেলি
পূর্ব্বের কথা স্মরি,
কহে ঝিন্দন্, তবু দেখা নাই,
বিরলে ঝুরিয়া মরি।

ঝিন্দন্।

'তাজা-বে-তাজা'

গাও, কবি! গাও, কর বিরচন
তাজা তাজা গান, কবিতা নূতন:
আঙুরের রসে ভিজে যাক্ মন,—
তাজা! তাজা! তাজা! নূতন! নূতন!

পুতলীর মত রূপসীর সাথে,
হাসিমুখে এসে বস গো ছায়াতে;
আদায় করিয়া লহ চুম্বন,
তাজা! তাজা! তাজা! নূতন! নূতন!

'ননুয়া তনুয়া' সাকী একেবারে
দাঁড়ায়েছে আসি' আমারি দুয়ারে,
সে শুধু করিবে সুধা-বিতরণ
তাজা হ'তে তাজা! নূতন! নূতন!

পেয়ালা হেলায় ঠেলিয়া রাখিলে
জীবনে কি কভু আনন্দ মিলে?
পিয়ে দেখ হিয়া মাঝে প্রিয় ধন,
চিরদিন তাজা! নিত্য-নূতন!

মন-কাড়া দেখে বন্ধু কেড়েছি,
তারে ছাড়া আর সকলি ছেড়েছি,
মোরে তুষিবারে করে সে যতন,
ধরে নব রূপ, নিত্য নূতন!

ওগো সমীরণ! তুমি কামচারী,
যাও তুমি সখা মন্দিরে তারি,
চির অনুরাগী, বল' গো, এ জন,
তাজা এ হৃদয়! এ প্রেম নূতন!

অসাধ্য-সাধন

দেহ-বিমুক্ত আত্মা দেখিবে?—
এস তবে ত্বরা করি',
মৌন পূজায়,—স্খলিত-বসনা
দেখ ঐ সুন্দরী।

নৈলি।

অদৃষ্ট ও প্রেম

অদৃষ্ট শাসন করে নিখিল ভুবনে,
শাসনে সে রাখে নৃপগণে,
নারীর হৃদয়, প্রাণ, প্রেম চিরদিন
হ'য়ে আছে তাহারি অধীন!
রক্ত হ'তে পারে ক্ষয়, কি ফল তাহায়?
অদৃষ্ট প্রেমের গতি, কে রুধিবে, হায়!

ফন্দর্সী।

বিদেশী

স্বপনের শেষে আঁখি কচালিয়া কি দেখিনু আহা মরি!
চন্দ্রলোকের কান্তি যেন গো এসেছে মূরতি ধরি'!
ভাগ্য আমার ফলিল কি আজ? লভিনু দৈববল?
বৃহস্পতি কি এল একাদশে? সখী তোরা মোরে বল্!

পরিধানে তার বিদেশীর বেশ, পরিচিত তার মুখ,
প্রেমের রূপের পূর্ণ সুষমা মন করে উৎসুক!
অনিমেষ চোখে পলক পড়িতে অমনি নিরুদ্দেশ!
দেবতার দূত ছলিয়া গেল রে মনে বুঝিলাম বেশ।

মিহির আর মরণ হ'ল না; নিশার তিমির চিরে
সিকন্দরের মত সে গিয়েছে অমৃত-কূপের তীরে।

মিহির।

উড়োপাখী

আপন দুখে আপনি আছি মরম ব্যথায় মর্ম্মে মরি'
কোন্ দেশের এক উড়োপাখী মনটি নিয়ে গেছে সরি'!
মধুর, মধুর তার মাধুরী!

নিজের লোহে লাল হ'য়েছি নিজের সাথে যুদ্ধ করি',
জীবন—সে হ'য়েছে ব্যাধি, চিকিৎসা কর সুন্দরী!
চতুর! কেন আর চাতুরী?
নাস্‌পাতি ঢেকেছ বুকে, রেখেছ মুখ মিঠায় ভরি',
ব্যথা দিয়ে চলে গেছে ওই খেদে, হায, কেঁদে মরি;
নিঠুর! দেখা দাও গো ফিরি'!
ওগো আমার সাধের স্বপন! চিরদিনের যাদুকরী!
ভিখারী দুয়ারে তোমার আছি দিবা বিভাবরী,
হাজির আছি শুন্‌তে হুকুম,—
মধুর! মধুর যার মাধুরী!

ডুম্‌ মীরণ।

একা

গোলাপ এখনো বাঙা আগুনেব মত!
নৈশ বাযে বনবীথি দুলিছে মন্থরে;
তৃণশয্যাতলে, হায, ছিনু নিদ্রাগত,
সহসা উঠেছি জেগে পল্লব-মর্ম্মরে।
ওগো এস! এস একবার!
গভীর এ নিশীথের শোনো হাহাকার!

চাঁদ লুকাযেছে লতা-কুঞ্জেব আড়ালে,
জোছনার কুচিগুলি পড়ে হেথাহোথা;
বঞ্জুল-চুম্বিত কালো লহরের তালে,
জেগে ওঠে কবেকার—কোথাকার কথা!
আর্দ্র তৃণে নযন লুকাই,
তোমাবে এমন চাওযা কভু চাহি নাই।

আজিকেব মত ভাল বাসিনি গো কভু,
খুঁজিনি কখনো বুঝি আজিকাব মত!
আঁখি-অধরের খেলা খেলেছি তো তবু,
হাসিমুখে আদব তো কবিযাছি কত।
সুগোপন সুখেব আভাস,—
তারো মাঝে, মনে হয়, পড়েছে নিশ্বাস।

তুমি যদি দেখিতে,—ও জোনাকী দু'টিরে,—
দু'টি প্রাণী রাত্রি মাঝে একটি আলোক;
চারিদিকে বনচ্ছায়া; নিশীথ তিমিরে
সাঁতারিছে তৃপ্তিহ্রদে তৃপ্তিহীন চোখ!
এস! একা রহিব গো কত;
গোলাপ এখনো রাঙা আগুনের মত!

রিকার্ড ডেহ্মেল।

পতিতার প্রতি

চঞ্চল হয়ে উঠিসনে তুই, ওরে,
কেন সঙ্কোচ? কবি আমি একজন;
সূর্য্য যদি না বর্জ্জন করে তোরে,—
আমিও তোমায় করিব না বর্জ্জন!

নদী যতদিন উছলিবে তোরে হেরে,—
বন-পল্লব উঠিবে মর্ম্মরিয়া,—
ততদিন মোর বাণীও ধ্বনিবে যে রে
তোর লাগি,—মোর উছলি' উঠিবে হিযা।

দেখা হবে ফের, কথা দিয়ে গেনু নারী,
যতন করিস্ যোগ্য আমার হ'তে,
ধৈর্য্য ধরিস্,—শক্ত সে নয় ভারি,
আসিব আবার ফিরে আমি এই পথে।

কবি আমি শুধু কল্প-ভুবন-চারী,
ব্যভিচারী নই, তবু করি অভিসার,
ভাল হ'যে থেক, মনে রেখ মোরে, নারী!
আজিকার মত বিদায়, নমস্কার!

হুইট্‌ম্যান।

সাকীর প্রতি

বিষণ্ণ হ'যো না সাকী হ'যো না মলিন,
এ দিন যে আনন্দের দিন;
যুদ্ধদিনে প্রাণপণে ক'রেছি লড়াই,
এস, আজ জীবন জুড়াই।
আনন্দের পাত্র তুলে লও হাসিমুখে,
কাঁপে চুনি আঁখির সমুখে!
ভ'বনার বিষে মন ডুবায়ো না, হায়,
ধৌত তারে কর মদিরায়।

ফর্দ্দুসী।

আপান-গীতি

(ফরাসী)

রাঙিয়ে স্বচ্ছ কাচের গেলাস!
আয় রে আমার তরল বিলাস!
অপ্সরীদের অধর সুধা! বক্ষ-লোহের দোসর তুমি!

এস মদির-নেত্রা সাকী!
এস, তোমায় সামনে রাখি,
গু-গুলু-গুলু-গুলু, ঢুক্-ঢুক্-ঢুক্, জমিয়ে রাখ আসর তুমি।
নাই জগতে এমনটি সুখ,—
গু-গুলু-গুলু-গুলু! ঢুক্-ঢুক্-ঢুক্!
পয়সা তিনে স্বর্গ কিনে স্বপ্ন-পরীর অধর চুমি।

বৎসরান্তে

সেও তো এমনি এক বিহ্বল শ্রাবণে
নব অনুরাগে ভরি' উঠেছিল হিয়া!
তব অলকের গন্ধ সন্ধ্যা-সমীরণে
পান আমি ক'রেছিনু, প্রিয়া!
আজিকে মাথার কেশে রচিলে আসন,
দাঁড়ায়ে দেখিব শুধু, গলিবে না মন।
সেও তো এমনি এক শ্রাবণ-দিবসে
মূর্ত্তিমতী দেবী বলি' পূজেছিনু তোরে,
তুমি যা পবিত্র করি' দিতে গো পরশে
বুকে তুলে নিছি তা' আদরে।
আজিকে টুটেছে প্রেম, মন উদাসীন,
যতনে নাহিক ফল, সে যে প্রাণহীন।

লরেন্স হোপ্।

আত্মঘাতিনী

আরেক দুর্ভাগিনী
গেছে সংসার থেকে,
জীবন যাতনা মানি'
মৃত্যু নিয়েছে ডেকে।
ধর্ গো আস্তে ধর্
সাবধানে তোল্, বাছা ;
মুখখানি সুন্দর,
বয়েস নেহাত কাঁচা।

তবু সে পরেছে আজ
মহাযাত্রার সাজ ;
আর্দ্র বসনে, চুলে
অবিরত জল ঝরে ;
ঝটিতি নে গো নে তুলে,
ঘৃণা ভুলে, স্নেহভরে।

তুলিস্‌নে হেলা ক'রে,
ব্যথার ব্যথী হ', ওরে!
দাও নয়নের বারি ;
গ্লানি তার ঘুচিয়াছে,
এখন যেটুকু আছে—
সে যে পবিত্র—নারী।

তার সে মতিভ্রমে
ভাবিস্‌নে আজ ভ্রমে,—
আর সে অত্যাচারে ;
সব কলঙ্ক শেষ,
শুভ-সুন্দর বেশ
মৃত্যু দিয়েছে তারে।

থাক্‌ তার শত ত্রুটি
তবু সে মানুষ, ওরে,
লালাস্রাবী ঠোঁট দুটি
মুছে দে যতন করে।
কবরী পড়েছে খসি'
জড়ায়ে দে চুল মাথায,
কি নিবিড় কেশরাশি!
বিস্ময়-নীরে ভাসি'—
ঘর ছিল তাব কোথায?

বাপ, মা—কেহ কি নাই?
নাই কি আপন বোন্‌?
নাই সহোদর ভাই?
আর কোনো প্রিয় জন?—
প্রিয যে সবার চেয়ে?
হায়, অভাগিনী মেয়ে!

পর-দুখ-অনুভব
হায় সে কি দুর্লভ!
সংসার সুকঠিন।
থাম-দেওয়া মোটা মোটা
এত বাড়ী, এত কোঠা,—
তবুও সে গৃহহীন!

বাপ, মা, ভায়ের স্নেহ
দিতে পারিলে না কেহ?
কি বিষম! কি ভীষণ।
প্রেম—গৌরব-হারা,
(প্রমাণ খুঁজিছে কারা?)

দেবতার কৃপাধারা
তাও যে অদর্শন।

কত গৃহে আলো জ্বলে—
ঝলকে নদীর জলে,
কত উৎসব হয,
অভাগী আঁধারে থেকে
অবাক নযনে দেখে,
নিশীথে নিরাশ্রয়!

কন্‌কনে হিম হাওযায
কাঁপিযে দেছিল তারে,—
কাঁপাতে পারেনি যাহায
স্রোতে কি অন্ধকারে,
লাজ অপমান স্মরি'
মরণ নিল সে বরি',—
পরাণ ছুটিতে চায রে!
যেথা হোক! যেথা হোক!
এ—জগতের বাইরে!

নদীর খরস্রোতে
গেল সে শীতল হ'তে,—
ঝাঁপ দিল বিহ্বলে ;
লুব্ধ পুরুষ! কই?
এসে দেখে যাও, ওই
কর্ম্মের ফল ফলে!—
পার যদি স্নান কোরো!—
পান কোরো ওই জলে।
ধর্‌ গো আস্তে ধর্‌,
সাবধানে তোল্‌, বাছা,
মুখখানি সুন্দর!
বযেস নেহাত কাঁচা।

তনুখানি নমনীয়
থাকিতে থাকিতে ওরে
যতনে শোযাযে দিযো
শেষ শয্যার 'পরে :
চকিত চোখের পাতা
খোলা যেন থাকে না তা',—
দিয়ো সে বন্ধ ক'রে।

ভীষণ চাহিয়া আছে
মৃত্যু—হতাশ আঁখি,

ভবিষ্যতের পানে
যেন সে দৃষ্টি হানে
গ্লানির মাঝারে থাকি'।

অমানুষ মানুষের
গভীর অবজ্ঞায়
এ দশা আজিকে এর,
তাই পাগলের প্রায়
খুঁজেছে সে বিশ্রাম ;
শোচনীয় পরিণাম।

দু'টি হাত ধীরে ধীরে
রাখ গো বুকের 'পরে,
মরণ-নদীর তীরে
যেন ঈশ্বরে স্মরে।

দোষ তার মেনে নিয়ে,
ত্রুটি—সে স্বীকার ক'বে,
সঁপে তারে যাও দিয়ে
বিভুব চবণ 'পরে।

হুড।

বন্ধন-দুঃখ

পিঞ্জর গড়ি' গোলাপের শাখা দিয়ে
বুল্‌বুলে আনি' যতনে রাখিনু তায়,
তবু কোন্ দুখে মবে গেল সে কাঁদিয়ে?
কাননের পাখী বাঁধন সহে না, হায়।

নৈলি।

জ্ঞানপাপী

হৃদয় সে হ'ল দর্পণ আপনার,
অতল-গভীর, তরল-পরিষ্কার।
জ্ঞান-বাপী-জলে সন্ধ্যা নামিল, হায়,
একটি তারার দীপ্তি দুলিছে তায়।

অকারণে আলো করিয়া প্রেতস্থান
মশাল জ্বালিয়া হাসিতেছে শয়তান।
এ এক গর্ব্ব! তৃপ্তি এ অপরূপ!
জেনে শুনে ঘোলা ক'রে তোলা জ্ঞান-কূপ।

বদ্‌লেয়ার।

মণিহারা

রক্ত আলো মিলিয়ে গেল ইতস্ততঃ করে,
মৌন চাঁদের সুষমাতে রাত্রি ওঠে ভ'রে!
জান্‌লা খুলে বাদ্‌লা হাওয়া নিই গো মাথা পেতে,
কালো চুলের লহর দোলে জ্যোৎস্না-তরঙ্গেতে!
নিশার বায়ু নীল পদ্মের গোপন কথা বলে,
টুপ্‌টুপিয়ে শিশির পড়ে স্তব্ধ ঝাউয়ের তলে!
ইচ্ছা করে—বাজাই বীণা ;—শুন্‌বে কে তা' আর?
মৃতের জগৎ জাগায় এমন শক্তি আছে কার?
এম্‌নি করে স্বপ্ন মিলায় উড়ো পাখীর সাথে!
মনের মাঝে হারামণি পাই গো গভীর রাতে!

মেং-হো-জান্।

বাল-বিধবা

আমার স্বপন, সুখের স্বপন,
নিমেষে ফুরাল,—এই সে ক্লেশ!
ইন্দ্রধনুর ভঙ্গুর তনু
অস্ত রবির কিরণে শেষ।
রিক্ত শাখার রক্তিম পাতা,
বাতাসে হুতাশে কাঁপিয়া মরি,
নিঠুর জগতে আছি কোনো মতে,
জানি না কখন পড়িব ঝরি'!
গঙ্গায় ধারা যতদূর যায়
ওগো দয়াময়! তাহারো পারে
লয়ে যেয়ো এই সুখ-বঞ্চিত
চির-লাঞ্ছিত ভস্মভারে।

ডিরোজিয়ো।

লয়লার প্রতি

তুমি যেথা নাই সে দেশে কেমনে থাকি?
স্বপনে যে আজো তোমারি মুরতি আঁকি!
নিরখি' স্বপনে আঁখি ভ'রে আসে জলে,
জেগে দেখি আছি একাকী এ শিলাতলে!
মরুর মরীচি বিস্তারে শুধু মায়া,
ধরিবারে ধাই—সুদূরে মিলায় ছায়া!

ভাবনার জ্বালা জ্বলিছে অনুক্ষণ,
মরণ-সাগরে ডুবিলে জুড়ায় মন।
আকাশের পাখী ধরিতে করিনু সাধ,
ধরিনু যখন নিয়তি সাধিল বাদ ;
চোখের উপরে কেড়ে নিয়ে গেল তারে,
বক্ষে চাপিয়া ধরিলাম—নিরাশারে।
মায়াবীর রাজা খুঁজিয়ে করিনু সাথী,
অমৃতের কূপে পৌঁছিনু রাতারাতি ;
তীরে গিয়ে দেখি শুকায়ে গিয়েছে জল,
সকল যতন হ'য়ে গেল নিষ্ফল!
লয়লা আমার কব তুমি হাহাকার,
নিঠুর নিয়তি, নিস্তার নাহি আর।
মজনু! গুমরি' গুমরি' কাঁদ্ রে তুই,
তোর অশ্রুতে ফুটিবে মরুতে শুভ্র সুরভি জুঁই।

হাতিফ।

অনুতাপ

আমি তারে ভালবাসি নাই, তবু,
চলে সে গিয়েছে ব'লে
ফাঁকা ফাঁকা যেন ঠেকিছে জীবন,
নয়ন ভরিছে জলে!
কত কথা সে যে আসিত বলিতে
শুনিনি তাহার আধা,
আজ কথা যদি কহে সে আবার
আর দিব না গো বাধা।
ত্রুটি খুঁজিবারে ব্যস্ত ছিলাম
ভালবাসিব না ব'লে,
জ্বালাতন তারে করেছি কেবল
মরেছি আপনি জ্ব'লে।
প্রণয়ে নিরাশ হইয়া যে জন
মরণ নিয়েছে ডেকে,
তারি তরে মালা রচিব এখন
জীবন-যামিনী জেগে।

ল্যাণ্ডর।

নয়ন জলের জাজিম

হাজারটা হাতে আড়ষ্ট হিম
কাজের বিষম গুঁতাতে,
জগৎ-জোড়া বুনছে জাজিম
নয়ন-জলের সুতাতে।

টানার 'পরে পড়েন পড়ে,
কাজটা ভারি খাপী গো ;
নিত্য নিশায় জাজিম বিছায়
অশ্রু জগৎ-ব্যাপী গো!

পল্ ওয়ার্টিমার্।

তান্‌কা

['তান্‌কা' জাপানী সনেট। ইহা পাঁচ পংক্তিতে সম্পূর্ণ। ইহার প্রথম ও তৃতীয় চরণে পাঁচটি করিযা এবং দ্বিতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম চবণে সাতটি করিয়া অক্ষর থাকে। তান্‌কা সাধারণতঃ অমিত্রাক্ষর হয়।]

(১)

ফাগুন এ ঠিক,
গগনে আলো না ধবে ,
প্রসন্ন দিক,
তবু কেন ফুল ঝবে ?
ভাবি আব আঁখি ভরে।

কিনো।

(২)

ঝিঁঝি ডাকা শীত!
একা জাগি বিছানায ;
কাঁপিতেছে হৃৎ,
কাছে কেহ নাহি, হায ,
ধরণী তুষাবে ছায।

গোকু।

(৩)

দুঃখে কাঁদিনে,
নিয়তির পদে নমি,
ভয় শুধু মনে
শপথ ভেঙেছ তুমি ;
দেবতা কি যাবে ক্ষমি' ?

শ্রীমতী উকন্।

(৪)

মুগ্ধ প্রভাত,
শিশির ঝলকে ঘাসে ;

শরতের বাত
উদ্দাম ওই আসে,
সোণার স্বপন নাশে।

আসায়াসু।

(৫)

চপল সে ঠিক
দম্‌কা হাওয়ার মত ;
জানি, তার কথা
ভুলিলেই ভাল হ'ত ;—
ব্যর্থ যতন যত।

শ্রীমতী দৈনী-নো-সাম্মি।

(৬)

কুসুমের শোভা
টুটে সে বৃষ্টিজলে,
রূপ মনোলোভা
তাও তো যেতেছে চলে ;
আসা-যাওয়া নিষ্ফলে।

শ্রীমতী কোমাচী।

(৭)

প্রবল হাওয়ায
মেঘ ভেঙে চুরে যায ;
জ্যোৎস্না চুঁযায,
চাঁদ ফিরে হেসে চায়,
আঁধার লুকায় কায়।

শাক্যো-নো-তায়ু-আকিসুকে।

(৮)

যামিনী ফুরালে
প্রভাত আসিবে, জানি
সূর্য্য জাগালে,
তবু বিরক্তি মানি ;—
তোমারে বক্ষে টানি।

মিচি-নোবু ফুজিবারা।

(৯)

জেলেদের জাল
দেখা নাহি যায় জলে,
এমনি কুয়াশা ;—
দৃষ্টি নাহিক চলে,
'বেলা হ'ল' তবু বলে!

সাদায়োরি।

(১০)

রাগ কোরো না গো
জল দেখি নয়নেতে ;—
বঁধু গেছে মোর,
সন্ন্যাম বসেছে যেতে ;
মন বাঁধি কোন্ মতে!

শ্রীমতী সাগামি।

(১১)

তাব ব্যবহার
বুঝিতে পারি না আর ;
প্রভাত বেলায
জটা বেঁধে গেছে, হায়,
চুলে—আর চিন্তায়।

শ্রীমতী হোরিকারা।

সুপ্রভাত

স্বজনী! আমার কাননের ফুল!
তেম্‌নিটি তুমি আছ কি আজো?
ধূলা পায়ে তোরে দেখিতে এসেছি,
এস বাহিরিয়া যেমন আছো।
ভুবন ভ্রমিয়া আজিকে এসেছি,
শোলোক রচেছি, ভালও বেসেছি ;-
তবে, সে কাহিনী তোর কাছে কিছু নয়!
(তবু) দুয়ারে যখন এসেছি হঠাৎ,—
দুয়ার খুলিতে হয় ;
স্বজনী! সুপ্রভাত!

পদ্মের দিনে দেখেছিনু তোরে,—
হৃদয়-পদ্ম খুলেছি সবে,—
তুমি বলেছিলে, 'আর কারো প্রেম
চাহি না, চাহি না, চাহি না ভবে!'
ত্বরিতে গিযে যে এল দেরী ক'রে,—
আঁখি আড়ে তার কি করিলি? ওরে!
সে কথায়, হায়, কাজ কি আমার আর?
(তবু) এই পথে আজ এসেছি,—হঠাৎ,
খোলো জাল জানালার!
স্বজনী! সুপ্রভাত!

দে মুস্যে।

বিবাহ-মঙ্গল

(পার্শীজাতি)

'আজ আমাদের বিযে বাড়ী!'—কেমন ক'রে জান্‌লি ভাই?
'গযলা আসে, মযরা আসে, স্যাকরা আসে, জান্‌ছি তাই!'
'আজ আমাদের বিযে বাড়ী!'—কেমন ক'রে জান্‌লি ভাই?
'ঘরে দ্বারে উঠান 'পবে লোক ধবে না,—জান্‌ছি তাই!'
'আজ আমাদের আমোদের দিন!'—কেমন করে জান্‌লি ভাই?
'বাজ্‌ছে বাঁশী, বাজ্‌ছে ন'বৎ, শুন্‌ছি কানে, জান্‌ছি তাই!'
'মোদের বাড়ী বরেব বাড়ী!'—কেমন কবে জান্‌লি ভাই?
'ঘোড়ার সারি দাঁড়িয়ে দ্বারে দেখ্‌ছি চোখে জান্‌ছি তাই!'
'বরের বাড়ী আমোদ ভারী!'—কেমন কবে জান্‌লি ভাই?
'বন্ধু-কুটুম! তাক্‌-দুমাদুম্‌! আঙিনায আব নাইক ঠাঁই!—
জান্‌ছি তাই!'

সাঁওতালী গান

সোনার সাজনি দিছি কিনিযে,
রূপার সাজনি দিছি তায;
'আসিব' বলিয়ে গেছে চলিয়ে,
তবে সে এল না কেন, হায়!

বিবাহান্তে বিদায়

(মুণ্ডারি)

ভাই বোনেতে ছিলাম রে এক মাযের জঠরে,
মায়ের যা' দুধ সব খেয়েছি আমরা ভাগ ক'রে;
তোমার ভাগ্যে ভাই রে তুমি পেলে বাপেব ঘর,
আমার ভাগ্যে ভাই রে আমি হ'লাম দেশান্তর।

মাসেক দু'মাস কাঁদবে বাপে, সারাজীবন মায়,
দিনেক দু'দিন হয় তো রে ভাই কাঁদ্‌বে তুমি, হায় ;
ভায়ের বধূ কাঁদ্‌বে শুধু বিদায়ের কালে,
পোষা পাখী মুছ্‌বে আঁখি আঁখির আড়ালে।

নৃত্য-নিমন্ত্রণ

(মুণ্ডারি)

আয় গো ক'নে সবাই মোরা নাচ্‌তে যাই,
পাথর তো নই থাক্‌ব পড়ে একটি ঠাঁই।
আয় গো ক'নে নিমন্ত্রণে যাই সবাই,
গাছের মত শিকড় গেড়ে থাক্‌তে নাই ;
জীবন গেলে কর্ব্বে দেহ পুড়িয়ে ছাই,
বাঁচার মত বাঁচতে চাই,—নাচ্‌তে যাই।

স্ত্রী ও পুরুষ

(মাদাগাস্কার)

স্ত্রী। নিত্যই তুমি বল, 'ভালবাসি'
আজিকে সুধাই তাই,—
কিসের মতন ভালবাস মোরে?—
আমি তা' শুনিতে চাই।

পুরুষ। অন্নের মত ভালবাসি তোমা',—
অন্নগত এ প্রাণ,—
যা' নহিলে চোখ দেখিতে না পায়,
শুনিতে না পায় কান।

স্ত্রী। ক্ষুধার তাড়না না থাকে যখন
অন্ন তখন কিবা?
এই ভালবাসা? ইহারি গর্ব্ব
কর তুমি নিশি-দিবা!

পুরুষ। স্নিগ্ধ বিমল নির্ঝর জল
সম তোমা' ভালবাসি,
কর্ম্মক্লান্ত, সমুদ্‌ভ্রান্ত,—
তাই কাছে ছুটে আসি।

স্ত্রী। গুম্ফে ও চুলে ধূলা যবে ঝুলে
লোকে হেসে বলে 'চাষা'
তখনি কেবল প্রয়োজন জল ;
এই তব ভালবাসা?

পুরুষ। শীতে সম্বল 'লম্বে'র মত
তুমি গো আমার পক্ষে,
তাই সাথে নিয়ে ফিরি চিরকাল
বাঁধিবারে চাই বক্ষে।
স্ত্রী। হ'লে পুরাতন ফুরায় যতন
দূরে পড়ে থাকে 'লম্ব',
এই পুরুষের ভালবাসা বুঝি?
এই নিয়ে এত দম্ভ!
পুরুষ। মধুচক্রের মতন তোমায়
ভালবাসি প্রাণ ভ'রে,—
হরষে যে ধন লুটিয়া এনেছি
যতনে রেখেছি ঘরে!
স্ত্রী। মধুচক্রের সব নহে মধু,
সব(ই) নহে পরিপাটি ;
অনেক তাহাতে আছে জঞ্জাল,
ঢেব আছে মলামাটি।
পুরুষ। রাজার মতন ভালবাসি তোরে,—
ভালবাসি গরিমায়,—
যাহার আদেশে ওঠে-বসে লোক,-
যার গুণ সবে গায়।
স্ত্রী। রাজার সঙ্গে প্রেমের তুলনা
কোরো তুমি চিরদিন,
যার কটাক্ষে নত হয়ে আসে
নয়ন লজ্জাহীন ;—
পুরুষ। যার কটাক্ষে কলঙ্কী হিয়া
সরমে মরিয়া যায়,
যার ইঙ্গিতে সব সঙ্কোচ
নিঃশেষে লয় পায়।

দুঃখ ও সুখ

হৃদয়ের মাঝে পাশাপাশি আছে
গুপ্ত দু'খানি ঘর,
দুঃখ ও সুখ বাস করে তাহে,-
যমজ দু' সহোদর।
সুখ জেগে উঠে আপনার মনে
খেলে গো আপন ঘরে,
দুরন্ত ছেলে দুঃখ এখনো
ঘুমাইছে অকাতরে।

ওরে সুখ! তুই চুপি চুপি খেল্,
করিস্‌নে কলরব ;
এখনি দুঃখ উঠিবে জাগিযা
করিবে উপদ্রব।

অজ্ঞাত।

রণচণ্ডীর গান

(আইস্‌ল্যাণ্ড)

পড়্‌ল টানা যমের তাঁতে
পড়্‌বে কে রে পড়্‌বে কে ?
রক্তে রাঙা শক্ত মাকু
মরবে কে আজ মববে রে!
ঘন বুনন্ চল্‌ছে বেড়ে
নাইক ছাড়ান্-ছিড়েন্ যে,
নাড়ীর মত নীল টানা, আব
রক্ত-বাঙা 'পড়েন্' সে!

সকল টানার মাথায় মাথায
চাপিয়ে নরমুণ্ড ভার,
ঠেল্‌ছি মাকু রক্তমাখা
কাটার, টাঙি, খড়্গ আর!
শড়্‌কিগুলো চর্‌কি আমাব
কামাই নেই একদণ্ড তার,
আগাগোড়া লোহায গড়া
তাঁতখানা খুব চমৎকাব!

ভদ্রা নেছে গুটিয়ে লাটাই,
রিক্তা নলী এলায় রে!
বর্ম্ম চিবায়, চর্ম্ম চিবায়,
জীবন নিবায় হেলায় সে!
মবণ ঝড়ের মধ্যিখানে
বাঁচবে কে আর বাঁচবে কে?
প্রাণের আশা নেই কাহারো,
রিক্তা এখন নাচবে যে!

নন্দা, জয়া, দিগ্বিজয়ীর
কর্ণে জপে জযের গান ;
রিক্তা এসে কঠোর হেসে
হরণ করে বীরের প্রাণ।

নগ্ন ভীষণ খড়্গ হাতে
ঘোড়ায় তবু চড়্‌বি কে ?
অগম দেশে চল্‌বি ধেয়ে
ফিরবি নে আর মরবি রে !

বসন্তে অশ্রু

নব বসন্ত ডাক দিয়ে গেছে
দুয়ারে দুয়ারে, হায়,
নব বধূ তাই এসে দাঁড়ায়েছে
আধখোলা জানালায়।
জরিতে জড়িত নীল রেশমের
বসনে ঢেকেছে কায়া,
ললাটে এখনো চিহ্ন পড়েনি
নয়নে পড়েনি ছায়া ;
সহসা বাতাস বয়ে নিয়ে এল
উতলা ফুলের বাস,
সহসা তাহার মন উথলিয়া
পড়িল গো নিশ্বাস।
রণচণ্ডীরে যে ধন সঁপেছে,—
যা' দিয়েছে কীর্ত্তিরে—
তাহারি লাগিয়া বিহ্বল হিয়া,—
নয়ন ভরিছে নীরে।

ওয়াং-চাং-লিং।

সৈনিকের গান

(গ্রীস)

শড়্‌কির মুখে কর্ষণ করি
আমরা এমন চাষা !
কাতার নাহিক, কর্ত্তন করি
খড়্গে ফসল খাসা !
নিরস্ত্র করি শত্রু সকলে
নিরস্ত হই তবে,
পদতলে পড়ি 'হুজুর' 'জনাব'
বলি' তারা কাঁদে সবে।
আপনার 'পরে আপনি কর্ত্তা
কর্ত্তা আপন ঘরে,
সাধ্য কি কেউ আমাদের আগে
সমরে অস্ত্র ধরে।

বীরের ধর্ম্ম

বীরের ধর্ম্মে যা' বলে করিয়ো,—যে কথা যে কাজ
পুরুষে সাজে ;
প্রশংসা যদি হয় প্রয়োজন খুঁজিয়ো আপন
মনের মাঝে।
ধন্য জীবন তাহারি,—যে-জন নিজে বিচারিয়া
নিজের তরে
নীতি ও নিয়ম করি' প্রণয়ন, আমরণ তাহা
পালন করে ;
নহিলে কেবল বেঁচে মরে থাকা,—পুতুলের মত
আসা ও যাওয়া,—
একখানি ছায়া,—এক জোড়া চোখ্, একটা শব্দ,—
একটু হাওয়া!

কামেন্স্।

যোদ্ধৃ জননী

এস বাছা, এস বাপা! দুলাল রে আমার
বিদায় দিযে তোবে,
ভ'ব্‌ছি এখন শূন্য ঘবে শূন্য হৃদয নিয়ে
থাক্‌ব কেমন ক'রে।
ডাক এল আর চ'লে গেলি দুবন্ত যুদ্ধেতে,
বাপেব মৃত্যু ভুলে,
অভাগী এই বিধবাকেই আবার দিতে হ'ল
বুকের পাঁজব খুলে,—
দিতে হ'ল প্রাণেব চেযে যে জিনিসটি প্রিয,—
পরের হাতে তুলে।

বাছা আমাব ভাবে কেবল গৌরবেবই কথা,
জয়ের স্বপন দেখে ;
আমাব হিয়া অমঙ্গলের মিথ্যা ভয়ে কেঁপে
উঠ্‌ছে থেকে থেকে।
হযতো বাছা হ'বি জয়ী, জয়ের মালা সবাই
দেবে তোমার গলে,
আমি সে আর দেখব নাকো, দুঃখে ও আহ্লাদে
ভেসে নয়ন জলে ;
আমি তাহার আগেই যাব,—আগেই মিশে যাব
বসুমাতার কোলে।

অল্পদিনেই যায় রে ভুলে ছেড়ে যাওয়ার ব্যথা
অল্পবয়সীরা,
বুড়া হাড়ে দুর্ভাবনা ঘুণের মত ধরে,
কেবলি দ্যায় পীড়া!
আর যাবা তোর পথ চাহে আজ, বয়স তাদের কম,
হযতো, তারা তোরে
দেখ্‌তে পাবে, খুসী হ'বে ; ভালয় ভালয় যদি
ফিরে আসিস্‌, ওরে!
দেখ্‌তে শুধু পাবে নাকো দুঃখিনী তোর মা,
সে অভাগী আগেই যাবে মরে।

বেইলি।

দুর্গম-চারী

ফিরে যাও, বল গিয়ে নাবিকের দলে
যে রাজ্যে করেছি পদার্পণ, সে আমাব
হবে পদানত। যদি কভু দেখা হয়,
আমারে দেখিবে রাজবেশে, নহে দেখা
হ'বে না জনমে। এখনো বিলম্ব কেন?
ইচ্ছা নাই যেতে? যাও,—যাও, কথা শোনো ;
অদ্যাবধি বন্ধু ঘোড়া, ভৃত্য তলোয়ার!
বিদেশী দাসের দলে সেনা কবি লব,
আমার আদেশ তারা পালিবে যতনে,—
বর্ব্বরের দল। চঞ্চল সমুদ্র সাথে
সম্পর্ক করিয়া দিনু শেষ। ফিরে যাও।

নযন! এখন হ'তে কর অন্বেষণ
কোথা আছে কাপুরুষ, দুর্গ বিরচিয়া!

*　　*　　*

ঘোড়ার চারিটা ক্ষুব বাজিছে আজিকে
মানবের কঙ্কালে কপালে,—পদে, পদে!
অদৃষ্ট কি বিভীষিকা দেখায আমারে?—
আমারি পরীক্ষা হেতু?—রাজ্যের তোরণে?
দর্পে চল কাল ঘোড়া বর্ব্বরে দলিযা,
আমি যা' ওরা তা নয়—তাই ভূলুণ্ঠিত।

হার্ট লেবেন্‌।

বন্দী

বিকল ভাবে বিরস ভাবে
সারা দিনমান
কারা-গৃহের প্রাচীর 'পরে
উড়িছে নিশান ;
বাতাসে তার শব্দ উঠে
বিচিত্র সুরে,
ক্লান্ত হিয়া আমারে, হায়,
অতিষ্ঠ করে!
ছাদের কোলে তীব্র আলো
গবাক্ষে জাগে,
চেয়ে চেয়ে শূন্য নয়ন
নির্ব্বাণে মাগে ;
হাতে শিকল, পায়ে বেড়ি,
পরাণ সে অধীর,
কারাবাসীর দুঃখে কালো
পাষাণের প্রাচীর।
পাষাণপ্রাচীর আর্ত্তনাদের
আখরে চৌচির,
নির্য্যাতনের নিশান ওড়ে,
নির্দ্দোষী বন্দীর।

উইলিয়ম মরিস্।

বন্দী সারস

বন্দী সারস দাঁড়ায়ে আছে,
পিঞ্জরতলে আঙিনা মাঝে,
উড়ে যেতে তার মন চায় ;
সাগর পার যাবে আবার,—
সে আশা এখন মিছে হায়।

এক পায়ে ভর করিয়া রহে,
বোজা চোখ দিয়ে সলিল বহে,
আর পায়ে ফিরে করে ভর,
বদল করে, ভাবিয়া মরে,
হায় অসহ্য অবসর!

কভু মাথা গোঁজে পাখার নীচে,
সুদূরের পানে তাকায়,—মিছে,—
প্রাচীরে ঘিরেছে চারিদিক ;

নাহিক ফাঁক, শিলার থাক,
মিছে চেয়ে থাকা অনিমিখ্।

আকাশের পানে আঁখি ফিরায়,
দেখে চেয়ে চেয়ে,—উড়িয়া যায়
স্বাধীন সারস দলে দল
দেখিতে দেশ ; সে শুধু ক্লেশ
সহিছে, দহিছে অবিরল!

আজো ভুলে আছে মিছে আশায়,
ভাবে,—ফিরে পাখা গজাবে, হায়,
উড়িতে আবার হ'বে বল ;
বন অগাধ ভ্রমিতে সাধ,
মন হযে উঠে চঞ্চল।

শ্যাম লাবণ্যে শরৎ হাসে,
সারসের দল আর না আসে,
পিঞ্জরে একা আছে সেই ;
বন্দী পাখী অন্ধ আঁখি,
রন্ধ্র নেই একেবারেই।

আকাশের পথে কারা ও যায়!
পাখার শব্দ ধ্বনিছে, হায়,
কে যায় পাখায় করি' ভর!
পাতিয়া কান শোনে সে তান
উড়ে চলে কোন্ নভচর।

মনের আবেগে উড়িতে চায়,
অক্ষম পাখা,—পড়িয়া যায়,
উঠিতে শকতি নাহি তার,
পাখায় আর সহে না ভার,
বেড়ে ওঠে শুধু হাহাকার।

হায় পাখী! মিছে ভরসা রাখা,
আর কি তোমার হবে গো পাখা?
হ'লেও সে,—লাভ নাহি তায় ;
যতই হোক,—নিঠুর লোক—
বারে বারে কেটে দিবে, হায়।

আরাণী।

রণমৃত্যু

বীরের মত ম'র্ত্তে পেলে চাইনে কিছু আর,
সব কলঙ্ক ফেল্‌বে ধুয়ে বুকের রক্তধার!
তপ্ত গোলা—বক্ষ 'পরে ধর্ব্ব লুফে তায়,
মুক্ত মাঠে খোলা হাওয়ায় জীবন যেন যায়।
শত্রু যদি হয় সাহসী—হয় সে বীর্য্যবান্—
বীরের মৃত্যু আমায় তবে দ্যায় সে যেন দান।
স্বদেশ কিবা বিদেশ 'পরে ম'র্ত্তে ক্ষতি নাই,
চাইনে নাম ; বীরের মত ম'র্ত্তে যদি পাই।
মৃত্যুতে মোর যে বংশটির দীপ হবে নির্ব্বাণ,
মৃত্যু স্বীকার,—মর্য্যাদা তার কর্ব্বনাক ম্লান।
মৃত্যুতে মোর জয়ের ধ্বজা নাই তুলিল শির,
শত্রু মিত্র বলবে তবু 'পতন হ'ল বীর'।

ফিজ্‌বল্‌।

নিশানের মর্য্যাদা

(নান্‌সান্‌ যুদ্ধের পর একজন মৃত জাপানী সৈনিকের পাগড়ীর মধ্যে প্রাপ্ত)

প্রভু! নিশি অবসানে শিশিরের সনে
হয়ত জীবন ফুরাবে প্রাতে,
তবু নিশানের মান রক্ষা করিব,—
দিব না সে ধন শত্রু হাতে ;
কভু ছাড়িব না তাহা ; অন্তিমে তারে
পাগড়ী করিয়া বাঁধিব মাথে।

ক্লান্ত সিপাহী

চির সহিষ্ণু সাহসী সিপাহী
ক্লান্ত চরণ আজ,
বিশ্রাম তরে আশ্রয় নেছে
নিভৃত সমাধি-মাঝ।
মিথ্যা আজিকে তূর্য্য-নিনাদ,
আর সে দিবে না কান
ছাউনি ফেলেছে মরণের ছায়ে,
যাত্রার অবসান!

বালক বয়সে ছেড়ে এসেছিল
গরীব বাপের ঘর,

ভাগ্য ফিরাতে সৈনিক হ'য়ে
যুঝেছে নিরন্তর ;
দুর্গম দেশে সে দুঃসাহসী
ফিরেছে সর্ব্বদাই,
সম্পদ কিবা না ছিল সহায়
না ছিল বন্ধু ভাই।
দুঃখ বিপদ গ্রাহ্য করে নি
চ'লেছে গাহিয়া গান,
আজি বিশ্রাম পেয়েছে আরাম
ঘূর্ণাব অবসান।

ফাল্গুনী মিঠা পুষ্প ছিটায়ে
আবরিযা শবাধাব,
দুঃখ সুখেব দোসবেরা তার,
মুছে আঁখি শতবার :
কাঁদিযা বেচারী সিপাহীব নারী
চলিযাছে ম্রিযমাণ,
তাব সিপাহীব হ'যে গেছে বণ
যাত্রার অবসান !

অজ্ঞাত।

ক্ষুদ্র গাথা

"ও বাজপুত্র! ও বন্ধু! দেখ চেয়ে!"
"ডাকিছ কি সখা শরের আঘাত পেয়ে?"
"দেখি, দেখি,—বুকে কিসের ও রাঙা দাগ?"
"ওকি দেখিতেছ? ছড় গেছে বুঝি? যাক।"

"ও রাজপুত্র! ফের, ফেব এই বেলা,
খাড়া এ পাহাড়, উপরে শত্রু মেলা!"
"পাথরেতে ঠেকে উছট লেগেছে বুঝি,
ও সিপাহী লোক! বন্দুক ধব! যুঝি!"

হূন সৈন্যেরা চ'লেছে দর্পভরে ;
রাজার পুত্র,—সহসা আহত শরে,—
কহিল ফুকারি' "হোঠো না সিপাহী লোক!"
আর কথা নাই,—নিবেছে জীবনালোক।

জিউলে।

মল্লদেব

(একটি ফরাসী গাথার অনুকরণে)

যুদ্ধে গেছেন মল্লদেব!
ঝনন্‌-ঝন্‌! ঝনন্‌-ঝন্‌! ঝন্‌-ঝনন্‌!
কবে ফিরিবেন জানি নে গো,
কবে হ'বে তাঁর শুভাগমন!

ফিবে আসিবেন ফাল্গুনে,
রণন্‌-রণ্‌! রণন্‌-রণ্‌! রণ্‌-রণন্‌।
সাধেব ফাগুয়া-উৎসবে,—
যবে আনন্দে দেশ মগন।

ফাল্গুন এল, ফুবাল গো,
রণ্‌-রণন্‌! রণ্‌-রণন্‌! রণ্‌-রণন্‌!
ফিরে না এলেন মল্লদেব,
না জানি কোথায হায সে জন!

রাণী উঠিলেন দুর্গেতে ;
রণ্‌-বণন্‌! বণ্‌-বণন্‌! বণ্‌-রণন্‌!
দুর্গম সেই দুর্গ-চূড়া,—
পুষ্প-পেলব তাঁব চরণ।

দূরে দেখিলেন সৈনিক!
ঝন্‌-রণন্‌! ঝন্‌-রণন্‌! ঝন্‌-রণন্‌!
মলিন তাহার মূর্ত্তি গো!
অশ্ব তাহাব ধীব গমন!

'ওরে বাছা! ওরে ঘোড়-সওযার!
ঝন্‌-বণন্‌! ঝন্‌-রণন্‌! ঝন্‌-রণন্‌!
কোন্‌ সমাচার আন্‌লি তুই?
বল্‌ আমায,—বল্‌ এখন।'

'এম্‌নি খবর আমার গো,
ঝন্‌-ঝনন্‌! ঝন্‌-ঝনন্‌! ঝন্‌-ঝনন্‌।
ভর্‌বে জলে ভাস্‌বে গো
প্রফুল্ল ওই দুই নয়ন।

'রঙীন বসন ছাড়্‌বে গো!
ঝন্‌-রণন্‌! ঝন্‌-রণন্‌! ঝন্‌-রণন্‌!
হাতের কাঁকণ কাড়্‌বে গো!
ছাড়্‌বে গো সব ভূষণ।

'স্বর্গে গেছেন মল্লদেব ;
ঝনন্‌-রণ্‌! ঝনন্‌-রণ্‌! ঝন্‌-রণন্‌
ক'রে এলাম ভস্মশেষ,
চিহ্নমাত্র নাই এখন!—নাই এখন!'

নবাব ও গোয়ালিনী

(গুজ্‌রাটি গাথা)

শহর ছেড়ে সেপাই নিয়ে গুজরাটের এক গাঁয়,
ছাউনি ফেলে, নবাব সাহেব বেরুলেন সন্ধ্যায় ;
অলিগলির ভিতর দিয়ে চল্‌তে অকস্মাৎ
দেখ্‌তে পেয়ে গোপের মেয়ে ধর্ত্তে গেলেন হাত।
হাত ছিনিয়ে গোপের মেয়ে কট্‌মটিয়ে চায়,—
ঈষৎ হেসে নবাব সাহেব ডেকে বলেন তায়,—
"নবাব আমি, আমার সাথে নগরে তুই চল্‌,
চাষার হাটে রূপের রাশি করিস্‌ নে নিষ্ফল।"
"চাষার গ্রামই ভাল আমার, নগরে দিই খাক্‌!"
"নবাবকে তুই জবাব করিস্‌! বড্ড যে দেমাক।"
নবাব বলে, "হিন্দুর মেয়ে শোন্‌ রে আমার বোল্‌,
সোণায় দেব অঙ্গ মুড়ে ধুক্‌ড়ি কাঁথা খোল্‌।"
"লজ্জা ঢেকে ধর্ম্ম রেখে সোণায় মারি লাথি!"
"নবাবকে তুই জবাব করিস! আঃ রে হারামজাদি!"
"একলা পেয়ে মন্দ বল, স্পর্দ্ধা তোমার বড়,
ন' লাখ আমার গুজরাটি ভাই কর্ব্ব ডেকে জড় ;
মারি চাপড়,—পাগ্‌ড়ি উড়াই,—লাল ক'রে দিই মুখ ;
নারীর সাথে রঙ্গ করার দেখ্‌বে কেমন সুখ?
হাঁক দিলে মোর ন' লাখ ভায়ে ভাঙ্‌বে তোমার জাঁক,
লাঠির গুঁতোয় পথের পাঁকে গুঁজতে হবে নাক ;
নিলাম করে বেচিয়ে দেব নবাবী তাঞ্জাম,
সান্ত্রী সেপাই, ঢাল তলোয়ার, সকল সরঞ্জাম!
টাকা টাকা বেচ্‌ব টাটু,—দাম্‌ড়িতে দশ উট"—
গতিক দেখে ঘোড়ায় উঠে নবাব দিলেন ছুট!

ফৌজদার

বিরক্ত বিব্রত ফৌজদার
আরামের আরাধনা করে,
দুরন্ত গরম যবে, আর,
কাছারিতে লোক নাহি ধরে,

শুনিতে শুনিতে মোকর্দ্দমা
পদে পদে সন্দেহ কেবলি,
রাশি রাশি মিথ্যা হ'য়ে জমা
আসামীরে ফেলে শেষে দলি'!

আরামের লাগি ফেলে শ্বাস,
'আলো দাও' বলি' চাঁদে ডাকে,—
'ডাকাতে না শান্তি করে নাশ,
চোর যেন কানাচে না থাকে।'

এত খাটে, এত ভেবে মরে,
তবু তার না পুরে আশয়,
চোরেরা তবুও চুরি করে,
নালিশের শেষ নাহি হয়!

কত মতলব হয় মাটি
কত চেষ্টা ব্যর্থ হ'যে যায়,
'দশের হিতের তরে খাটি'
এই ভেবে সব স'য়ে যায়।

বিরক্ত বিব্রত কেন তবে?
অক্ষত শান্তির কেন আশা?
শান্তি লাগি যুদ্ধ হেথা হবে,
পৃথিবী যে মানুষের বাসা!

ওয়ারেণ্ হেষ্টিংস।

তৈমুর-স্মরণ

(তাতার ও তিব্বত-বাসী মোগলদিগের মধ্যে প্রচলিত)

শিবিরে মোদের দৈবপুরুষ
তৈমুর ছিল যবে,
মোগল জাতির বীর্য্য তখন
বিখ্যাত ছিল ভবে;
ধরণী সে হ'ত নিজে অবনত
মোগলের পদভরে,
শুধু কটাক্ষে লক্ষটা জাতি
কাঁপিয়া মরিত ডরে!
তৈমুর! অবিলম্বে তুমি কি
ল'বে না নূতন কায়?
এস, ফিরে এস দৈবপুরুষ
র'য়েছি প্রতীক্ষায়।

মোগল আজিকে শান্ত হ'য়েছে,—
নিরীহ গড্ডলিকা,
নিরালয় মাঠ আলয় যাদের
হৃদয়ে বহ্নিশিখা!
কই গো তেমন শিরদার কই?
কোথা সেই সর্দ্দার?
মোগলে যেজন রণপণ্ডিত
করিবে পুনর্ব্বার!
তৈমুর! অবিলম্বে তুমি কি
লবে না নূতন কায?
এস, ফিরে এস দৈবপুরুষ
রয়েছি প্রতীক্ষায়।

মোগলের ছেলে বন্য ঘোড়ায
বাহুবলে বশে আনে,
দৃষ্টি তাহার মরু-বালুকাব
লিখন পড়িতে জানে!
তবু সে দৃষ্টি ব্যর্থ এখন
মিছা কাজে আছে ভুলি',
বৃথা বাহুবল,—বাঁকাতে পাবে না
পৈতৃক ধনুগুলি।
তৈমুর! অবিলম্বে তুমি কি
ল'বে না নূতন কায?
এস, ফিবে এস দৈবপুরুষ
রয়েছি প্রতীক্ষায়।

দৈবপুরুষ তৈমুর পদে
আমরা নোয়াই শির;
সবুজ চাযের পাতা দিই তাঁরে
পালিত মেষের ক্ষীর।
হৃদয়ে মোদের তৈমুর-কথা
যুগে যুগে জাগরূক,
উৎসাহ ভয়ে উদ্যত বাহু
মোগল সমুৎসুক!
লামা আমাদের মন্ত্র পড়ুন,
করুন আশীর্ব্বাদ,
শড়্কি ও শূর হবে খরতর,
পূর্ণ হইবে সাধ।

তৈমুর! অবিলম্বে তুমি কি
লবে না নূতন কায়?
এস, ফিরে এস দৈবপুরুষ
রয়েছি প্রতীক্ষায়।

জাতীয় সংগীত

(জাপান)

অযুত যুগ ধরি' বিরাজো মহারাজ!
রাজ্য হ'ক তব অক্ষয়,
উপল যতদিন না হয় মহীধর,—
প্রভূত শৈবালে শোভাময়।

শ্রদ্ধা রাখিয়ো সারাটি জীবন স্বদেশের গৌরবে,
হেথা যে তোমার হিন্দোলা ছিল, হেথাই সমাধি হ'বে;
আকাশের তলে তোরে কোল দিতে আছে আর কোন্ দেশ?
দুঃখ কি সুখ যা' ঘটুক তোর হেথা আজি হেথা শেষ।

তোদের পূর্ব্ব-পুরুষের স্মৃতি লেখা আছে এরি বুকে,
কত বরেণ্য এ দেশে ধন্য করিয়াছে যুগে যুগে;
'অর্পাদ্-বীর' অর্পণ তোরে ক'রে গেছে এই ভিটা,
'হুনিয়া' ইহার নামটি ক'রেছে দুনিয়ার মাঝে মিঠা।

ম্যাগিয়ার! নিজ জন্মভূমিতে ভক্তি রাখিয়ো তবে,
আজন্ম সে যে ক'রেছে লালন, অন্তে সে কোলে লবে;
বিপুল জগতে তোরে কোল দিতে আর কোনো দেশ নাই,
মরণ বাঁচন এইখানে তোর দুখ সুখ এই ঠাঁই।

ভেরোজ্‌ম্যার্ট।

স্বদেশ

সাঁচ্চা লোকের স্বদেশ কোথা? কোথায় গো তার দেশ?
যেখানে তার জন্ম ঘটে?—সীমার মাঝে শেষ?
চিহ্ন-করা গণ্ডী-ঘেরা ক্ষুদ্র সীমার মাঝে
মন কখনো বস্‌তে পারে?—পরাণ কভু বাঁচে?
তাই তো! তবে?...সাঁচ্চা লোকের স্বদেশ হ'বে ঠিক
নীল আকাশের মতন বিশাল, মুক্ত চতুর্দ্দিক!

যে দেশেতে অব্যাহত স্বাধীনতার তান?
মানুষ যেথায় মানুষ এবং মান্য ভগবান?
সাঁচ্চা লোকের সেই কি স্বদেশ? প্রবাসী আত্মার
আরো বিশাল ক্ষেত্র কি গো হয় নাকো দরকার?
তাই তো! তবে? .সাঁচ্চা লোকের স্বদেশ হ'বে ঠিক,
নীল আকাশের মতন বিশাল, মুক্ত চতুর্দ্দিক!

যেথায় যেথায় পর্‌ছে ওগো মানুষ বারম্বার,
দুঃখ শোকের শিকল বেড়ী, সুখের পুষ্পহার ;—
আত্মা হেথায় তপশ্চরণ ক'রে নিরন্তর
সত্য ও সুন্দরের দিকে হচ্ছে অগ্রসর,—
সাঁচ্চা লোকের জন্মভূমি সেইখানেতেই, ঠিক,
জগৎ-জোড়া স্বদেশ তাহার মুক্ত চতুর্দ্দিক।

একটিও, হায়, মানুষ যেথায় কাঁদ্‌ছে সকাতরে,
মোদের স্বদেশ সেই যেন হয় ভগবানের বরে ;
যেখানটিতে একখানি হাত মুছায় দুটি চোখ
জগৎ মাঝে সেইটুকু ঠাঁই তোমার আমার হোক ;
সাঁচ্চা লোকের জন্মভূমি সেখানটিতেই ঠিক,
বিশ্বজোড়া বিশাল স্বদেশ মুক্ত চতুর্দ্দিক।

লাওয়েল।

পিতৃপীঠ

ওগো কোথা সেই দেশ, কেমন সে দেশ
কে মোরে বলিবে তাহা?
মোর পরাণের চেয়ে প্রিয় সে, তবুও
চক্ষে দেখিনি, আহা!
তবু সে আমার দেশ, আমারি স্বদেশ,
না জানি দেখিব কবে!
কবে মন্দার-হরিচন্দন-বীথি
নয়নে উদয় হ'বে!

হেথা যত অনশন-ক্লিষ্ট বামন
মিলিয়াছে একঠাঁই,
হায় ক্ষুদ্রতা আর ক্ষুধা তৃষ্ণার
অবসান হেথা নাই!
হেথা মৃত্যু ফিরিছে দুয়ারে দুয়ারে,—
রাজা প্রজা কাঁপে ত্রাসে ;
ওগো নৃত্য-শালায় নূপুরের ধ্বনি
বারে বারে থেমে আসে!

হেথা রাণী কেবা? হায়! দাসী কে হেথায়?
মরণ-অধীন সব!
হায় ধূলি-শয্যায় এক হ'য়ে যায়
হাসি-রোদনের রব!
হায় অতুলন রূপ হয় অগোচর,
কুরূপের(ও) মুখ ঢাকে,
ওগো জলের লেখার মতন লুকায়
চিহ্ন কিছু না থাকে!

যায় আলোক হইতে পুলক হইতে
মলিন ধূলির তলে,
এই উষ্ণ শোণিত হিম হযে যায়
ধমনীতে নাহি চলে!
হায় এমনি করিয়া লুকায যেন সে
ছিল না মর্ত্ত্য-লোকে;
ওগো সবারি দৃষ্টি এড়ায মানুষ,—
ভগবান ব্যতিবেকে।

সেই শ্রীপদে যে চির-জীবন-নিঝব,
এ তো শুধু ফুৎকার,—
শুধু ক্ষণিকের মাযা,—মবণের ছাযা,—
স্বপনের সঞ্চাব।
ওগো, নিখিল শরণ, শঙ্কা হরণ
সেই শ্রীচরণ চুমি'
আছে ছাযার মাযাব মবণের পাবে
আমার জন্মভূমি।

ক্রিষ্টিনা রসেটি।

ভবিষ্যতের স্বপ্ন

ভবিষ্যতের তিমিব-গর্ভে দেখিলাম ডুব দিযে
চর্ম্ম-চোখেতে বিশ্বলোকের স্বপ্ন দেখিনু কি এ।
দেখিনু আকাশ ভরিয়া উঠিল বণিকের ব্যোমযানে,
রাঙা গোধূলির নাবিকেরা মণি বোঝাই করিয়া আনে।
ঘোর হুঙ্কার শুনিনু গগনে, বীভৎস হিম পড়ে,
ব্যোম-পথে ব্যোম-বাহিনী লইয়া লক্ষ জাতিতে লড়ে।

সহসা বহিল দখিনা বাতাস ঝঞ্ঝার মাঝখানে,
'সাধারণী ধ্বজা তুলিয়াছে শির' কহিল কে কানে কানে!
'স্পন্দরহিত রণদুন্দুভি হ'বে ওগো এইবারে,
বিশ্বমানব মিলিবে আসিয়া জগৎ-সন্তাগারে;

দশের সহজ বুদ্ধি মিলিয়া শাসিবে পালিবে ধরা,
সার্ব্বজনীন বিধানে ধরণী প্রশান্ত হ'বে ত্বরা।'

টেনিসন্।

শুক্ল নিশীথে

শুক্লা যামিনী প্রসন্ন হ'ল
লভিয়া তোমাব জ্যোতি,
দেহ-নিরুদ্ধ আত্মারে তাই
দিল সে অব্যাহতি ;
ছিঁড়িল শিকল হ'ল সে উজল
স্ফটিক মালার মত!
প্রভু ভৃত্যের ভেদ ঘুচে গেল,
ভুবন স্বপ্নহত!
বন্দী ভুলিল বন্ধন, বাজা
রাজ্য ভুলিল ঘুমে
পুণ্য যামিনী সাম্য আনিল
বিষম মর্ত্ত্যভূমে!

বুমি।

অভেদ

আমরা সবাই ভাই,
ধরণীর কোলে জন্ম নিযেছি স্তন্য তাহাবি খাই ;
কিবা সে শূদ্র কিবা ব্রাহ্মণ,
সবারি সমান জন্ম মরণ,
এক মনোপ্রাণ, এক ভগবান, কোনোখানে ভেদ নাই।

কর্ম্মেব ফলে কেউ বা ভিখারী,
কেউ ধনবান, কেউ বা মাঝারি ;
বড় যারে দেখ সে শুধু মঞ্চে দাঁড়ায়েছে উঠে তাই।
বৃষ্টি বাতাস—নিতি এই দুয়ে
ব্রাহ্মণে ছোঁয় চণ্ডালে ছুঁয়ে!
সকলেবি সাথে কোলাকুলি করে জোছনা সর্ব্বদাই।

আমরা সবাই ভাই!
কেউ কালো, কেউ গোউর বরণ,
লম্বা ও খাটো—সব খাঁটি মন,
দুধ সেই শাদা—কালো হোক চাই ধলোই হউক গাই ;
আমরা সবাই ভাই!

কপিলর।

স্মৃতি

যৌবন আমি ভালবাসিতাম
সুখাবেশে সুমধুর,
হউক ক্ষুদ্র তবু সে পাত্র
প্রেমে শুধু পরিপূর!
হ'লাম সেয়ানা হ'ল বিবেচনা,
গেল নাবালক নাম,
আমাব বুদ্ধি কহিল আমারে,—
"ভালবাস অবিরাম।"
তাবপর চলি' গেল যৌবন,
উড়িয়া পলাল সুখ ;
তবু ভাল আজো আছে যে জাগিয়া
মনে আনন্দটুক্ ;
সে শুধু এখনো ভালবাসি ব'লে,—
খুসী আছি ভালবেসে ;
প্রেমের অভাব পূরাইতে কিছু
নাই মানুষের দেশে।

মাদাম দ্‌দেতোৎ।

দুর্ব্বোধ

এখনো দুর্ব্বোধ!

জীবন কেটেছে এক সাথে,
দুঃখে সুখে, বসন্তে বর্ষাতে,
একই ঘরে গেছে দিন রাত,
বিবাহে মিলেছে হাতে হাত,
কত লীলা, কত খেলা, কত সে প্রমোদ ;
তবু হায়, তবুও দুর্ব্বোধ!

এখনো দুর্ব্বোধ!
শৈশবের স্মৃতি মমতার,
প্রশংসা, সস্নেহ তিরস্কার,
ভুল করা, উপদেশ পাওয়া,
দেশে দেশে সঙ্গে সঙ্গে যাওয়া ;
বিমুখ, বিরূপ শেষে—হয় তো বিরোধ
পরস্পর, এমনি দুর্ব্বোধ!

তবুও দুর্ব্বোধ!
একই কাজে এক যোগে থেকে,
পরস্পরে 'মিতা' বলে ডেকে,

দ্বন্দ্ব করে, বুকে টেনে নিয়ে,
অকুণ্ঠিতে প্রাণ খুলে দিয়ে,
আঁখি আড়ে ছাড়াছাড়ি শেষে জন্মশোধ ;
দেখা হ'লে তখন দুর্ব্বোধ।

তবুও হয় না পরিচয়!
মানুষ কি একান্ত একাকী,—
ভাবি আব স্তব্ধ হয়ে থাকি।
জনে জনে গণ্ডী দিয়ে দিয়ে,
প্রকৃতি গো রেখেছ ঘিরিয়ে ;
গণ্ডী শুধু গণ্ডী ছোঁয়, মিলন না হয় ;
হয় না যথার্থ পরিচয়।

হাউটন্।

নস্য

আমার ডিবায় নস্য আছে ভারি চমৎকার।
তুমি কিন্তু পাচ্ছ নাকো একটি কণাও তার।
যা' আছে তা' আমার আছে দিচ্ছি নে তা' অন্যে,
এমন নস্য হয় নি তোদের বোঁচা নাকের জন্যে।
নস্যদানে নস্য আছে কিন্তু সে আমাব ;
তুমি বাপু পাচ্ছ নাকো একটি কণাও তার।

মুরুব্বিদের মুখে শোনা অনেক দিনের গান,
আধখানা তার শুনেছিলাম শিখেওছি আধখান ;
সে যা' হোক্, ঐ গানটা শুনে হ'ল কেমন জেদ,
নস্য আমার নিতেই হ'বে, রাখব নাকো খেদ।
নস্যদানে নস্য আছে ভারি চমৎকাব,
তুমি কিন্তু পাচ্ছ নাকো একটি কণাও তার।

এক যে রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র—অনেক টাকার মালিক,
বাড়ীর দ্বারে সিংহ তাঁহার গাড়ীর দ্বারে শালিক!
তিনি আপন কনিষ্ঠকে বল্লেন ডেকে, "ভায়া!
কমণ্ডলু নাও গে, দেখ সংসার শুধুই মায়া ;
নস্যদানে নস্য আছে কিন্তু সে আমার,
তুমি ভায়া পাচ্ছ নাকো একটি কণাও তার।"

এক মহাজন,—লোকটি পাকা, অর্থাৎ ঝুনো বেজায়,
ঋণ দিলেন এক দায়গ্রস্তে অহৈতুকী কৃপায়!
সুদের সুদটি শুষে নিয়ে বেচে ভিটেমাটি,
ঋণীজনকে শুনিয়ে দিলেন তত্ত্বকথা খাঁটি,—

"ডিবার মধ্যে নস্য আছে, কিন্তু সে আমার,
তুমি বাপু পাচ্ছ না আর একটি কণাও তার।"

আছেন কত গৃধ্র উকীল, শকুন ব্যারিষ্টার,
বুদ্ধি যোগান নির্ব্বোধেদের দয়ার অবতার,—
ফন্দী ক'রে খসিয়ে টাকা শূন্য ক'রে থলি
মক্কেল বিদায় করেন তাঁরা এই কথাটি বলি,
"ডিবার মধ্যে নস্য আছে ভাবি চমৎকার,
তুমি এখন পাচ্ছ না আর একটি কণাও তার।"

হীরার কণ্ঠী গলায় দিযে নাচঘরে যান ক্ষেত্রী,
কণ্ঠীতে তাঁর নেত্র দিলেন একটি অভিনেত্রী ;
ক্ষেত্রী কৃপণ মুখ বাঁকিযে বল্লে, 'সোহাগ থাক্,
না হয় তোমার পদ্মচক্ষু, বাঁশীর মতন নাক,
দেখ্‌ছ, ডিবায় নস্য আছে, কিন্তু সে আমার,
তুমি ডিয়ার! পাচ্ছ নাকো একটি কণাও তার।"

লাতাঞ্যাঁ।

'কা বার্ত্তা'

জগৎ ঘুরিয়া দেখিনু সকল ঠাঁই,
বিস্বাদ হ'য়ে গিয়েছে বিশ্ব, পাপের অন্ত নাই!
অতি নির্ব্বোধ, অতি গর্ব্বিত নারী সে গর্ভদাসী,
ভালবেসে তার শ্রান্তি না হয পূজিতে না আসে হাসি!
লালসা-লোলুপ পুরুষ পেটুক, কঠোর, স্বার্থপর,
বাঁদীব বান্দা, নরকেব ধাবা পঙ্কে তাহাব ঘর!
উচ্ছ্বসি' কাঁদে বলি পশুগুলা, কসাযের বাড়ে খেলা,
শোণিত-গন্ধি হয উৎসব যত পড়ে আসে বেলা।
নিষ্ঠা আচারে পাগ্‌লামি-পূজা করিছে কতই ভেড়া,
ছুটিতে গেলেই নিয়তি নীরবে উঁচু করে দ্যান বেড়া ;
শেষে ঢেকে দ্যান অগাধ আফিমে, সংজ্ঞা থাকে না আর,
এই তো মোদের সাবা জগতেব সনাতন সমাচার।

হে প্রিয় মরণ! প্রাচীন নাবিক! নৌকা আন হে তীরে ;
দুর্ব্বহ মোর হয়েছে জীবন, লও তুলে লও ধীরে।
অজানা অতলে ঝাঁপ দিব আমি, প্রাণ যে নূতন চায়,
স্বর্গ সে হোক অথবা নরক, তাহে কিবা আসে যায় ?

বদ্‌লেয়ার।

প্রহরায়

প্রহরায় দোঁহে জেগে বসে আছি,—
আমি আর সংশয়,
ঝড়ের রাত্রে হ'যে কাছাকাছি—
আমি আর সংশয়।
মগ্ন-গিরির শঙ্কা করিয়া
তাকাই অন্ধকারে,
ঢেউ চলে যায তরী লঙ্ঘিয়া
ভরে বুক হাহাকারে!

নৌকায দোঁহে পায়চারি করি
আমি আর প্রত্যয,
ঘনঘটা মাঝে মোরা দোঁহে হেরি
অকূলে অরুণোদয!
পূবের ঝবোখা খুলি' যেথা উষা
উঁকি দ্যায শেষ রাতে,—
সংশয আর প্রত্যয যেথা
অভেদ আমাব সাথে!

হাইন্।

জীবন

খাবার জন্যে এক মুঠো ভাত, শোবার জন্য একটি কোণ,
কাঁদিতে পুরো একটা বেলা, হাসতে মোটে একটু ক্ষণ ;
আনন্দ সে দু'এক পোয়া, দুঃখ কষ্ট দু'এক মণ,
ফুর্তি যত দ্বিগুণ তাহাব মৌন বিষাদ-বিলপন ;
এই জীবন!

একটি কোণ আর এক মুঠো ভাত—প্রেম থাকে ত রাজ্যধন,
কান্না তখন স্বস্তি আনে, একটু হাসিই জুড়ায় মন ;
ফুর্তি তখন দ্বিগুণ মিঠে ; দুর্ভাবনা কতক্ষণ?
হাসির কাচে আশী বচে পারাব মত উদ্বেজন ;
এই জীবন।

নিগ্রো ডান্বার।

তিনটি কথা

মানুষের মনে আমি সযতনে
লিখে যাব তিন বাণী,
অগ্নি আখরে পরাণের 'পরে
অমর এ লিপিখানি ;—

আশা রেখো মনে, দুর্দ্দিনে কভু
নিরাশ হযো না, ভাই,
কোনোদিন যাহা পোহাবে না, হায়
তেমন রাত্রি নাই।
রেখো বিশ্বাস, তুফান বাতাসে,
হ'য়ো না-গো দিশাহারা,
মানুষের যিনি চালক, তিনিই
চালান চন্দ্র তারা।
রেখো ভালবাসা সবারি লাগিয়া,
ভাই জেনো মানবেরে,
প্রভাতের মত প্রভা দান কোরো
জনে, জনে, ঘরে, ঘরে।
মনে রেখো এই ছোট ক'টি কথা,
'আশা', 'প্রেম', 'বিশ্বাস',
আঁধারে জ্যোতির দরশন পাবে,
পাবে বল, যাবে ত্রাস।

শিলার।

বিপদের দিনে

বিপদের দিনে হ'স্ নে রে মন হ'স্ নেকো ম্রিয়মাণ,
হাসিমুখে থাক্, তোর সে ভাবনা ভাবিছেন ভগবান ;
গোলাপে ছিঁড়িয়া কেহ কি পেরেছে হাসি তার কেড়ে নিতে ?
ধূলায় প'ড়েও হাসি ফোটে তার পাপ্‌ড়িতে পাপ্‌ড়িতে।

রুমি।

বিচিত্রকর্ম্মা

কাঁটা গুল্মে যে গুলাব ফুটাতে পারে,
শীতের বাতাসে ছুটায় যে দক্ষিণে,
তার অসাধ্য কিছু নাই সংসারে,
হরষের হাসি ফুটাবে সে দুর্দ্দিনে।

রুমি।

পল্লব

"বোঁটার বাঁধন টুটে
কোথা চলেছিস ছুটে ?
ওরে ও শুষ্ক পাতা ?"
হায় আমি জানি না তা'!

ছিনু যে বটের শাখে
ঝড় লেগেছিল তাকে,
সে অবধি মোরে, হায়,
বাতাস ফিরায় পায় ;—
দখিনে ও উত্তরে,
বনে ও বনান্তরে ;
মাঠে, পাহাড়ের কোলে,—
অস্থির ক'রে তোলে!
আমি চলি সেইখানে
বাতাস যে দিকে টানে ;
শঙ্কায় নাহি মরি,
অনুযোগ নাহি করি।
আমি চলি সেই দেশে,
যেখানে সকলি মেশে,—
রাঙা গোলাপের দল,—
'লরেল্' সুশ্যামল।

আর্ণৎ।

অলক্ষ্যে

অলক্ষ্যে অচেনা লোক আসে প্রতি ঘরে,
অচেনার মাঝখানে কত খেলা করে!
অলক্ষ্যে চলিয়া যায় শেষে একদিন,
শূন্য নীড় পড়ে থাকে দেহ প্রাণহীন।

'নাল-আদিয়ার'-গ্রন্থ।

খোয়ানো ও খোঁজা

আপন মায়ের খোঁজে গেছে মা আমার,
তার আগে তার মার(ও) অমনি ব্যাপার।
জগৎ সমান ভাবে চলিয়াছে সোজা,
চলেছে সমান ভাবে খোয়ানো ও খোঁজা!

'নীল-আদিয়ার'-গ্রন্থ।

বিদায়

বিদায়! যে দেশে গেলে ফেরে নাকো আর
এবার আমারে যেতে হ'বে সেই দেশে ;
বিদায় জন্মের মতো বন্ধুরা আমার,—
যদিও তাহাতে কারো যাবে নাকো এসে।

তোমরা হাসিবে বটে শত্রুরা আমার,
এ চির প্রয়াণ-বার্ত্তা,—অতি সাধারণ ;
সবারে জানিতে তবু হ'বে এর স্বাদ
একদিন ; ওগো মিত্র ওগো শত্রুগণ !

একদিন অন্ধ-করা অন্ধকার তীরে
দাঁড়ায়ে আপন কর্ম্ম স্মরিবে যখন,
কখনো দহিবে ক্ষোভে, কভু অসন্তোষে
পরম কৌতুকে হেসে উঠিবে কখন।

সংসারের রঙ্গগৃহে যখনি যে জন
অভিনয় সাঙ্গ করি' চ'লে যেতে চায়,—
উল্লাস-অবজ্ঞা-ভরা বিপুল গর্জ্জন
একবার ফিরাইয়া আনিবেই তায়।

মানুষ দেখেছি ঢের এ দীর্ঘ জীবনে
দেখেছি অনেকে আমি অন্তিম শয্যায় ;—
বৃদ্ধ বিপ্র, বৃদ্ধ বেশ্যা, বৃদ্ধ বিচারক,—
সবারি সমান দশা মৃত্যু যাতনায়।

মিথ্যা প্রায়শ্চিত্ত আর মিথ্যা চান্দ্রায়ণ,
মিথ্যা গঙ্গাযাত্রা, মিছে মৃদঙ্গের বোল,
সফরে চলেছে ওই আত্মারাম বুড়া,—
তার লাগি মিছে অশ্রু, মিছে 'হরিবোল'।

হাসে শয়তানী হাসি হেটো লোক যত,
জীবনের ভুল ধরি' পরিহাস করে ;
এমনি করিয়া শেষ হয় প্রহসন,—
তাও লোকে ভুলে যায় দিন দুই পরে !

হায় ! ক্ষুদ্র পতঙ্গিকা ! ক্ষণিকের জীব !
অদৃশ্য সুতায় বাঁধা রঙীন পুতুল !
নির্ব্বাণের করতলে ঘাড়-নাড়া বুড়া !
কি তোবা ? কোথায় যাস্ ? চেয়ে জুলজুল !

আজ আমি দাঁড়াইয়া যেই সন্ধিস্থলে,
কে পারে দাঁড়াতে হেথা অব্যাকুল মনে ?
যে জানে ভয়ের কিছু নাহি পৃথ্বীতলে,
জীবনে যে খ্যাতিহীন, অজ্ঞাত মরণে।

ভল্‌টেয়ার।

করুণার দান

বড় ভালবেসেছিনু, ওরে!
বেসেছিনু দীর্ঘদিন ধ'রে,—
করুণায় তাই ভগবান
কণ্ঠে মোর দিয়েছেন গান।

বিফলে বেসেছি ভাল ব'লে—
কণ্ঠে সুর টুটে পলে পলে,—
করুণায় তাই ভগবান
মৃত্যু মোরে করিছেন দান।

নিগ্রো ডান্‌বার।

বেদনার আশ্বাস

বেদনার মাঝে আছে ওগো আছে
সীমাহীন আশ্বাস,
কঠিন তালের আঁঠিতে লুকানো
রয়েছে কোমল শাঁস!

রুমি।

মরণ

(মিশর)

মরণ,—জ্বরের দাহ অবসানে
মুক্ত বাতাসে যাওয়া;
নিখিল ব্যাধির ঔষধ সে যে
দৈবে শিয়রে পাওয়া!
মরণ,—সুরভি পূজা ভবনের
ধূপের অন্ধকার,
বাত্যা-তাড়িত তরীতে নিদ্রা,—
লেশ নাই সংজ্ঞার।
সে যে কমলের গূঢ় পরিমল,—
সীমার প্রাপ্তি ভূমা!
মহা নির্ঝরের বর্ম্ম মরণ,—
অনাদি কালের চুমা!
যুদ্ধের শেষে নৌ-সেনানীর
ফিরে যাওয়া নিজ দেশে,
আকাশ নীলের বিমল বিকাশ
ঘোর ঝঞ্ঝার শেষে;

বন্দী জনের কামনার নিধি
মরণেরে মনে হয়,
বহু বরষের কারা-ক্লেশে যার
জীবন দুঃখময়।
সেই তো দেবতা দেহ-অবসানে
সে গেছে মৃত্যু-লোকে,
মোচন করিয়া দূরে ফেলে দেছে
শোচনার নির্ম্মোকে ;
সূর্য্যের কাছে সুখে বসে আছে
সূর্য্যের নৌকায়,
তর্পণ কালে দেবতার সাথে
বলি-উপহার পায় ;
মৃত্যুরে পেয়ে পায় গো না চেয়ে
জ্ঞানীর অধিক জ্ঞান,
জীবিতে যা' রবি না দ্যান কখনো
মৃতজনে তাহা দ্যান।

মায়া

প্রেমিক মরেছে, মরে গেছে প্রিয়া তার
তাদের প্রেমের চিহ্নটি নাই আর!
ওগো ভগবান! একি অপরূপ মেলা!
ছায়ায় ছায়ায় ভালবাসাবাসি খেলা!
মন যাহা নহে তাই হ'ল উন্মনা,
এ লীলা বুঝিবে বুঝাইবে কোন্ জনা!

রুমি।

নশ্বর

(প্রাচীন মিশর)

আপনি আপন সমাধি-ভবন নিরমিল যারা
রাখিতে দেহ,
আজি তাহাদের সে দেহ কোথায়? চিহ্ন খুঁজিয়া
পায় না কেহ!
কোথা তাহাদের কীর্ত্তি-কাহিনী? আজি কোন্ জন
জানে বা তাহা?
কত শ্লোক আজ মুখে মুখে ফিরে, কার সে রচনা
জানি নে, আহা!

ভেঙেছে প্রাচীর রাজ-সমাধির, হায় এন্তেফ!
হায় গো প্রভু!
ভিত্তি তাহাব খ'ুজে পাওয়া ভার, যেন সে ছিল না,-
হয় নি কভু।

ত্রিশ্লোকী

অসীম ব্যোমেরে সূর্য্য কি কথা বলে?
সাগব কি কথা বলে গো হাওযাব কানে?
কোন্ কথা চাঁদ বলে চুপে বাত্রিরে?
কোন্ জন তাহা জানে?

ভ্রমর কি ভাবে হেরিয়া কুসুমদলে?
কি ভাবে গো পাখী নিরখি' নীড়েব পানে?
বৌদ্র কি ভাবে মেঘ দলে চিত্রি' বে—
কোন্ জন তাহা জানে?

গোষ্ঠে গোধনে কি কহে গানেব ছলে?
কোন্ সুবে মধু মৌমাছি টেনে আনে?
অতল কি গান শোনায হিমাদ্রিবে?
কে জানে এ তিন গানে?

ফাল্গুন যেই লিপি লেখে চৈত্রেরে,
বৈশাখ যাহা পড়ে গো আখব চিনে,
জ্যৈষ্ঠেরে দিয়ে যায যে লিখন, শেষে,
তাহার জন্মদিনে ;

ঊষার পুলক দিনেব প্রকাশ হেবে,
দিনের পুলক বিকশি' মধ্যাদিনে,
গানের পুলক ফেটে গিযে নিশ্বাসে
বেসুর করিয়া বীণে ;—

কে জানে? কে বুঝে মবণ রহস্যেরে?
কে জানে চাঁদের ক্ষয়, উপচয, ঋণে?
মানুষের মাঝে নাই কারো হিসাবে সে ;
মৃত্যু জানাবে তিনে!

প্রবল ঢেউয়ের কিনারার প্রতি টান,
কিনারার টান ভগ্ন ঢেউয়ের দিকে!
আকাশ-বিদারী জ্বালাময় ভালবাসা,—
জাগে যে বজ্রশিখে,—

যাবে না সে বোঝা, যতদিন আছে প্রাণ!
ধ্রুবতারা করি' মরণের দু' আঁখিকে
যে অবধি জরি' না যায় প্রাণের বাসা,—
চেয়ে চেয়ে অনিমিখে ;

একটি নিমেষে সমস্যা সমাধান
যতদিন নাহি হয় গো, দিগ্বিদিকে
উষার মতন হাসিতে ফুটাযে আশা
অথবা দ্বিগুণ ম্লান করি' গোধূলিকে।

সুইনবার্ণ।

অভিমান

ভাল হ'ত যদি প্রভু কিঙ্কর কিছু না হ'তাম আমি,
ভাল হ'ত যদি জগতের মাঝে জন্ম না হ'ত, স্বামী!
ধূলাই যখন হ'লাম হে প্রভু! না হ'যে রূপা কি সোণা,—
ভাল হ'ত হ'লে মরুব বালুকা যেথা নাই আনাগোনা।
ফুটে উঠিলাম তবুও যখন না হ'লাম শতদল,—
ভাল হ'ত হ'লে গিরি-শৈবাল অখ্যাত নিষ্ফল।
জীবের মধ্যে গণ্য হ'লাম,—না হ'লাম বুলবুল!
ভাল হ'ত যদি জন্ম নিতাম যে দেশে ফোটে না ফুল।
মানুষ হইযা হ'ল না যখন মানুষের মতো মন,
ভাল হ'ত যদি হ'যে জড়মতি বহিতাম আমবণ।
তা' হ'লে যাতনা সহিতে হ'ত না কামনা দিত না ফাঁসী,
বড় ভাল হ'ত অজানা রহিত এই ভালবাসাবাসি।
মরণ এখন শরণ আমাব, জীবনেব পথে কাঁটা,
জাফব কহিছে, বড় ভাল হয—হ'যে গেলে নাম-কাটা।

জাফর।

চির বিচিত্র

জগতেব এই নহবৎ-ঘরে বাদ্যকরের দলে,
জনম-নাকাড়া বাজাতে বারেক একে একে সবে চলে!
নিত্য প্রভাতে নূতন সত্য জেগে ওঠে অভিরাম,
গৌরব-ঘটা ঘিরি' লযে চলে নূতন নূতন নাম!
সংসাব যদি সমানে চলিত একটানা একঘেযে,
কত না তত্ত্ব গুমরি' মরিত প্রকাশের পথ চেয়ে ;
তপনের ছটা যদি না ফুরাত ফুরালে দিনের নাট,
তা'হলে কি কভু ফুটিত প্রদোষে ফুল্ল তারার হাট?
শিশিরের যদি অন্ত না হ'ত, তবে বনে উপবনে
গোলাপের কলি আঁখি কি মেলিত ফাগুনের চুম্বনে!

জামি।

বিগ্রহ

নিশীথে আমার এই মন্দির-প্রাঙ্গণে
ধাতুময় সুপ্ত ধেনু জাগে,
বিচিত্র পাষাণদীপ জ্বলে সারারাত
মিট্ মিট্ মিট্ লাখে লাখে।

আমি লীলা-ভরে,
গভীর মন্দির গর্ভে বসি গুপ্ত ঘরে,
রত্ন-বেদী 'পরে।

চন্দনের কড়িকাঠ সারি, সারি, সারি,
সারারাত চেয়ে চেয়ে দেখি,
বসে থাকে তারাগুলি ঘুলঘুলি জুড়ে,
মিট্ মিট্ মিট্ করে আঁখি।

আমি যদি দাঁড়াইয়া উঠি একবার!—
গুঁড়া হ'যে পড়ে যাবে ছাদ,
ডিম্বাকার হীরকের তৃতীয় নয়ন
ঠেকে ভেঙে ফেটে যাবে চাঁদ।

উঠিব না,—থাক্!
স্থূলোদর পূজারীরা ডাকাইয়া নাক
নিশ্চিন্তে ঘুমাক্!

যোগাসনে তার চেয়ে বসে এক মনে
নিজের নাভিটি ধ্যান করি;
পদ্মরাগ-বিমণ্ডিত নাভিপদ্ম, আহা!
কিবা শোভা! কিবা কারিগরি!

আর্ণো হোল্জ।

মহাদেব

আমি জ্বলন্ত, আমি জীবন্ত, আমি দেখা দিই
অগ্নিরূপে,
পঞ্চভূতের নিত্য নূতন মুখোস্ পরাই
আমিই চুপে!
আমি মহাকাল, আমিই মরণ, আমি কামনার
বহ্নিজ্বালা,
সৃষ্টি-লয়ের ঘূর্ণিবাতাসে ছিঁড়ি গাঁথি গ্রহ-
তারার মালা।

আমি জগতের জনমের হেতু, আমি বিচিত্র
অস্থিলতা,
বাহির দেউলে কামের মেখলা, ভিতরে শান্ত
আমি দেবতা!
আমি ভৈরব, আমি আনন্দ, আমিই বিঘ্ন,
আমিই শিব,
হৃৎপিণ্ডের শোণিত-প্রবাহ নিয়মিত করি'
বাঁচাই জীব।
পরশে চেতনা এনে দিই জড়ে, পুনঃ কটাক্ষে
ধ্বংস করি,
নিশ্বাসে আর প্রশ্বাসে মম জীবন মরণ
পড়িছে ঝরি'!
জন্ম-তোরণে মৃত্যু-মূরতি আমি প্রবৃত্তি
সকল কাজে,
এ মহা দ্বন্দ্ব, ইহা আনন্দ, আমারি ডমরু
ইহাতে বাজে।

আলফ্রেড লায়াল।

জিজ্ঞাসা

(বাসুটোল্যাণ্ড)

কে ছুঁয়েছে দু'টি হাতে আকাশের তারা?
শূন্যে চাঁদ কে রেখেছে ধ'রে?
কেন ছুটে নদী নদ অবিরল ধারা?—
শ্রান্ত হ'লে জুড়াইতে যায় কার ঘরে?

ভেসে ভেসে আসে মেঘ, ভেসে চলে যায়,
তার দেশ কোথায়? কে জানে!
কে বরিষে বৃষ্টি ধারা? সেকি ওঝা? হায়,
তারে কভু দেখিনি তো উঠিতে বিমানে!

ধর্ম্ম

শাস্ত্রের প্রদীপ নহি, নহি আমি ধর্ম্মের নিশান,
সিদ্ধ মহাপুরুষের সিদ্ধির অপূর্ব্ব অবদান
তুচ্ছ মানি,—সাধারণ দুঃখ কাহিনীর তুলনায়;
মানুষের অশ্রুজলে, মানুষের মৌন শোচনায়
আমারে আকুল করে, মানুষের প্রার্থনার চেয়ে।
পুণ্যাত্মা! নালিশ রাখ, নীলাকাশ ফেলিয়ো না ছেয়ে

নাকী সুরে। এই কিহে ভক্ত তুমি? ঈশ্বর নির্ভর
এরি নাম? এরি অহঙ্কার কর ধার্ম্মিক প্রবর?
মন্দির-কন্দর ছাড়ি এস বন্ধু! এস বাহিরিয়া,
স্বর্গের কামনা ভোলো! প্রব্যথিত মানবের হিয়া
তোমারে খুঁজিছে, ওগো! এস, এস মানুষের মাঝে,
নরলোকে আছে কাজ, স্বর্গে তুমি লাগিবে কি কাজে?
মমতায় চক্ষে চাও, দুর্ব্বলেরে তোলো হাত ধ'রে,
স্বর্গ পাবে মর্ত্ত্যে বসি',—পুণ্যফলে, দেবতার বরে।

ডান্‌বাঁর।

শ্রেষ্ঠ ভক্ত

মিঞা আবু বিন্ আদম,—(তাঁহাব বংশ বিশাল হোক্,)
নিশীথে জাগিয়া দেখিলেন ঘবে উছলে চন্দ্রালোক!
রূপে উদ্ভাসি' জোছনাব রাশি পদ্মফুলের মত,—
দেবদূত এক,—সোনালী পুঁথিতে লিখিতে আছেন রত;
চিত্তে মিঞার ছিল না বিকার, তাই সাহসেব ভরে
সুধালেন তিনি, "কি লিখ আপনি পুঁথিব পাতাব 'পরে?"
আঁখি তুলি ধীরে স্বপন-মূরতি কানে কহিলেন তাব,
"বিশ্বরাজারে যারা ভালবাসে নাম লিখি তা' সবাব!"
"আমার নাম কি লিখেছেন?" আবু সুধালেন মৃদুভাষে,
"লিখি নাই", শুধু কহি সংক্ষেপে দেবতার দূত হাসে।
বিনয় বচনে কহিলেন আবু, "লিখো তবে অন্তত,—
আবু ভালবাসে সর্ব্বভূতেবে ঠিক আপনাবি মত।"
কি লিখি' পুঁথিতে অলখিতে হায দেবতা গেলেন চলি',
পরদিন রাতে এলেন বিভাতে ভুবন সমুজ্জ্বলি',
সোনালি পুঁথিটি খুলি ধবিলেন আবুর আঁখিব আগে,
নিখিল ভকত জনের শীর্ষে আবুর নামটি জাগে।

লী হাণ্ট।

আদর্শ যাত্রী

বিশ্বাস তোমার দণ্ড হে যাত্রী নির্ভীক!
নির্ব্বন্ধ সে কমণ্ডলু! চলিয়াছ ঠিক
বীরের মতন! ভ্রূকুটির নাহি ভয়;
অবজ্ঞা বিদ্রূপ কিছু গ্রাহ্য নাহি হয়!
আত্মার অপূর্ব্ব জ্যোতি অমল উজ্জ্বল
স্মিতহাস্যে উদ্ভাসিছে ও নেত্র যুগল!

তোমার নাহিক কাজ মোহান্তের বেশে,
তোমারে যে প্রেমচ্ছদ দিয়েছেন হেসে
সর্ব্বসাক্ষী ; জগতের শ্রেষ্ঠ পরিচ্ছদ ;
জয়! জয়! তুমি পেলে পরম সম্পদ!
যাও হে, বিলাও নাম মানুষের হাটে,
নামের মশাল জ্বালি'.—অন্ধকার কাটে
যাহে সব ; খ্যাতি তুমি কর না তো আশ,
নক্ষত্র না চাহে দীপ.—সে যে স্বপ্রকাশ।

[দেবেন্দ্রনাথ] সেন

সাধু

অন্তর নিরমল. বচন রসাল.
থাক আর নাই থাক তুলসীর মাল ;
সংযম-নিয়মিত বিমল চরিত চিত.
থাক আর নাই থাক শিরে জটাজাল ;
কামনা কামের ফাঁস যে জন ক'রেছে নাশ,
ছাই মাখা হ'ক কিবা না হ'ক কপাল ;
অন্ধ যে পরধনে. বধির যে কুবচনে,
তুকা জানে সেই সাধু বাকী জঞ্জাল।

তুকারাম।

আনন্দ-বাণী

হৃদযের সরোবরে নীরবে নিয়ত ভরে
তব প্রেম. হে প্রেমনিলয়!
অমৃতের উৎস তুমি আর্দ্র কর মরুভূমি,
স্বরূপ দেখাও কৃপাময়!
তোমার প্রেমের স্রোত করিযাছে ওতঃপ্রোত
প্রিয় তব ভকতের প্রাণ,
ছিনু আমি অকিঞ্চন তুমি দেছ সর্ব্বধন,
আমি কিবা দিব প্রতিদান।
সকল ভক্তের পিছে আছি আমি সব নীচে
হে দেবতা! সত্য সনাতন!
পরম পরশ দিযা তনু মন গলাইয়া
গ্লানি তাপ কর বিমোচন।
চিন্তার অতীত যাহা চিন্তা কর তুমি তাহা
চিন্তামণি! অমিয়-সাগর!
সর্ব্বকালে স্বপ্রকাশ! মিনতি করিছে দাস
যোগ্য স্তুতি শিখাও শঙ্কর!

অনন্ত আনন্দ-সুধা! নাহি ক্ষোভ নাহি ক্ষুধা
নাহি ক্ষয়, নাহি নাহি ক্ষতি,
প্রলয় অনল মাঝে মহিমায স্থাণু রাজে,
শূন্যমাঝে পূর্ণ পরিণতি।
বাঁধ যত অবহেলে ভেঙে ফেলে তুমি এলে
হিয়াতলে বন্যার মতন,
আমাতে করিলে বাস! এর বেশী কোন্ আশ
করিব তোমারে নিবেদন?
ক্ষিতি-জল-অগ্নি-বায- ব্যোমে বিস্তারিযা কায়
ভূতের অতীত ভূতনাথ!
তোমাবে দেখেছি আজ আমি সর্ব্ব-ভূত-মাঝ
সুপ্রভাত! আজি সুপ্রভাত!
তুমি ধারা চেতনার জীবনের পারাবার,
কে জানে হে তব বিবরণ!
আমাব তিমির নাশ কবিলে হে স্বপ্রকাশ!
সূর্য্য সম বিতবি' কিরণ।
রশ্মিময়, পিঙ্গ জট, তুমি হে অনাদি বট,
সূর্য্য, তারা, পৃথ্বী তব ফল;
বাবিগর্ভ হুতাশন! কেবা পব? কে আপন?
বল মোরে, নিখিল-সম্বল!
আমাবে গ্রহণ কবি' নিজেরে সঁপিলে, মবি;
কে জিতিল? তোমারে সুধাই,
আমাবি অন্তবে ঘব বাঁধিলে, হে মহেশ্বব;
কুলাল না ত্রিভুবনে ঠাঁই!

মাণিক্কবাচকর।

ঋণী ঠাকুর

নারাযণ দেউলিযা এইবাব!
লক্ষ লোকের কাছে ঋণী প্রভুটি আমাব।
প্রভাত হ'লে দেউল ঘিরে জগৎ ফুকাবে,—
'আমার নিধি দাও হে ঠাকুর ফিরিযে আমাবে'.
তখন মাযায হন্ অমনি পাষাণ অবতার।
মরমপাতে খত লিখেছ,—আছে নাম সহি,
চরণ বাঁধা রেখে গেছ,—মাথায় তাই বহি;
এখন ফাঁকি দিবে কি তাই কও না কথা আর?
তুকা বেনে মহাজন আজ ঠাকুর দেনাদাব।

তুকাবাম।

প্রার্থনা

(মেক্সিকো)

মনসা কাঁটার শুভ সুমনস্ !
আমারে কর গো বুড়া,
কুহকের জাল ছিন্ন কর গো
মায়াবীর মায়া গুঁড়া ;
তেমন বয়স পাই যেন, যাহে
লাঠি হয় সম্বল,
আমার আরতি গ্রহণ কর গো
নিশীথের শতদল !

প্রার্থনা

(সিউস্ জাতি)

হে দেবী পৃথিবী, ওগো পিতামহী
দেহ আয়ু, দেহ বল ,
বুনো ঘোড়া যেন ধরিতে পারি গো
মারিতে শত্রুদল।
শান্তির দিনে অন্তরে যেন
কখনো না পশে রোষ,
নিজ গোত্রের 'পরে যেন কভু
হয় নাকো আক্রোশ।

প্রার্থনা

(নাভাহো)

অনন্ত যৌবন, প্রভু, আকাশের রাজা !
পূজা লও, রাখ মোর দেহ মন তাজা ;
চিরদিন রেখ' মোরে সবল সুন্দর,
সৌন্দর্য্যে পূর্ণতা যেন পায় চরাচর।

প্রার্থনা

(মেক্সিকোর আস্তেক জাতি)

তুমি মাঝে মাঝে দণ্ড যা' দাও
দয়াময় প্রভু মোর,
তাহে নিঃশেষে হয় যেন নাশ
মম ভ্রান্তির ঘোর।

প্রার্থনা

(দ্রাবিড়)

কিসে শুভ কিসে অশুভ আমার কিছুই বুঝিনে প্রভু!
প্রার্থনা করি তবু!
তুমি সব জানো, এইটুকু জেনে আছি আমি আশা ধরি,
তাই প্রার্থনা করি ;
যাহা দিতে চাও তাই শুধু দাও,—তাতেই আমার শুভ,
এ কথা জেনেছি ধ্রুব,
তোমার অর্থে সার্থক কর মোর প্রার্থনাচয়,
প্রভু! মঙ্গলময়!

প্রার্থনা

হে প্রভু! আমাব চরণ ক্লান্ত
এই পথখানি এসে ;
ব্যথিত পান্থ করহে শান্ত,
পরাণ জুড়াও হেসে।

কম্পিত পদে ফিরেছি যে পথে
সেথাই কাঁটার বন ;
তীর্থ সুদূর যাত্রী বিধুব,
ব্যবধান ত্রিভুবন।

সন্তাপহর! তোমার অজর
প্রেমের নিঝর পানে
নিয়ে যাও প্রভু! বড় ব্যথা বুকে,
পবশ বুলাও প্রাণে।

নিগ্রো ডান্‌বার।

রহস্যময়

তোমার আলোকে সৃষ্টি দেখেছি,
তোমারেই শুধু দেখিনি কভু,
অন্তরযামী গোপনে কোথায়
লুকায়ে রয়েছ, হে মোর প্রভু!
দ্যুলোক দুলিছে আলোকে তোমার,
দুলিছে দুলিছে তপনশশী,
রসের ফোয়ারা হ'য়ে মাতোয়ারা
নির্ঝর ধারা পড়িছে খসি'!

পবনের মত তুমি ভগবন্ !
আমরা পবন-ধূনিত ধূলি,
পবনেরে কেহ চক্ষে দেখে না,
দেখে চঞ্চল কণিকাগুলি।
তুমি ঋতুরাজ বিরাজিছ তাই
আমরা এসেছি পুষ্পপাতা,
ঋতুবাজে কেহ চক্ষে দেখে না,
দান দেখে লোক, দেখে না দাতা।
নিগূঢ় গোপন আত্মা তুমি হে,
হস্ত চরণ আমরা সবে,
তুমি চালাইলে তবে চলি মোরা
তুমি বলাইলে বলি সে তবে!
আমরা রসনা, পশ্চাতে তার
তুমি সে প্রজ্ঞা ঋতম্ভরা,
তোমারি বিভায় আকাশ আকুল
তোমারি প্রভায় ভুবন ভরা।
তুমি সমুদ্র আমরা তুফান,
তুমি আনন্দ আমরা হাসি ;
স্বরূপ গোপন করেছ, হে প্রভু!
লুকাতে পার নি করুণারাশি।
সৃষ্টির কাজে দেখিয়া ফেলেছি,
করুণার মাঝে পেয়েছি দেখা,
কর্ম্মে বচনে অনন্তদেব!
নিশিদিন তুমি জাগিছ একা।

বুমি।

পূজার পুষ্প

হাত দিয়া তুলিব না, পরশে দূষিত হবে ফুল,
থাক তারা আলো করি' তৃণলতা বনতরুকুল ;
সহজ শুচিতা সহ আমি দিনু সর্ব্ব পুষ্পদলে,
অতীত ও অনাগত বুদ্ধদের চরণকমলে।

রাণী কোমিযু।

সাযুজ্য-সাধনা

মনোমন্দির প্রাণেশের লাগি'
কর সম্মার্জ্জন,
তাঁহার বাসের যোগ্য করিতে
কর ওগো প্রাণপণ ;

আপনার কাছে বিদায় লও গো
দেরি করিয়ো না আর,
তুমি-হীন ওই তোমারি ভিতরে
ফুটিবে মহিমা তাঁর।

মামুদ্ শবিস্তারী।

কামনা

কাছে কাছে সদা রহিব তোমার এই শুধু মোর সাধ,
তোমার নিকটে বসিতে পাইব,—এই মহা আহ্লাদ!
সারাদিনমান নয়ন ভরিয়া বহিবে মূর্তি তব,
নিশার আঁধারে চরণ দু'খানি মাথায় তুলিয়া ল'ব।
গহন ছায়ায় শয়ন বিছায়ে, ও রাঙা অধর হ'তে
মুহুমুহু মধু পান করিব হে ভাসিব সুধার স্রোতে!
বিক্ষত হিয়া যাবে জুড়াইয়া স্নিগ্ধ প্রলেপে ভিজে,
এর বেশী সুখ চাহি না গো আমি ভাবিতে পারি না নিজে।
ঊষর এ মোর মন-মরুভূমি, তৃষায় চেতনা-হারা,
নব প্রাণ দানি' কবে উছলিবে তোমার স্নেহের ধারা?

জামি।

প্রিয়তমের প্রতি

ভাবনার ভারে ওগো প্রিয়তম হ'য়েছি কুঁজা,
তব প্রেমময় পরশে আমায় কর হে সোজা।
ওই হাতখানি রাখিলে মাথায় জুড়ায় মাথা,
নিখিল-ভবণ করুণ ও কর, জেনেছি ধাতা!
ছায়া দান করি' হে প্রভু সে ছায়া নিয়ো না হরি'
ব্যথিত,—ব্যথিত—ব্যথিত আমি হে কাঁদিয়া মরি।
নয়নে ছলিয়া নয়নের ঘুম গিয়েছে চলি'
তোমার শপথ তব আশাপথ চাহি কেবলি।

রুমি।

বিরহী

কেমন উপায় করি ভেটিতে তোমায়,
ভাবিতে ভাবিতে মোর তনু জরি' যায়।
ত্যজিয়া আপন জন যাই পরদেশ,
তোমায় দেখিতে যদি পাই পরমেশ!
সহিতে না পারি নাথ! সহিতে না পারি ;
পুড়ায়ে করিব ছাই এ তনু আমারি ;

অলপ আয়ুর কাল,—নিতি ক্ষয় পায়,
বল, আর কবে দেখা দিবে হে আমায়?
বিচারি' আপনি কর যে হয় বিহিত,
হুকুম শুনিতে তুকা সদা অবহিত।

তুকারাম।

বিচারপ্রার্থী

দয়াহীনে দণ্ড দিতে তুমি আছ, হরি!
নালিশ তোমার নামে কার কাছে করি!
কাতরে মিনতি করি নাহি তোলো কানে,
নীরবে বসিয়া থাক,—ব্যথা পাই প্রাণে,
আকুল নয়নে চাই ধরিয়া চরণ,
প্রাণের বেদনা সদা করি নিবেদন,
মনের মোহের ফাঁস কর প্রভু ক্ষয়,
তুকা কয়, আর নয়,—এস দয়াময়!

তুকারাম।

বিরহী

সংসার হ'তে এবার আমার গালিচা গুটায়ে
তুলিব কাঁধে,
তোমার মুখের মাধুরী নিরখি' ম'রে যেতে মোর
পরাণ কাঁদে;
সেই উল্লাসে আপনা হারাব হারাব আমার
যা' কিছু আছে,
মিছে ভাবনার কাট্না ভাঙিয়া লুটাবে তোমার
পায়ের কাছে।
মোরে আর তুমি খুঁজিয়া পাবে না, পরাণ তখন
দেহে না রবে,
মোর পরাণের ঠাঁইটুকু জুড়ে তুমি সে আমার
পরাণ হবে!
নিজের ভাবনা দূর হয়ে যাবে, ধুয়ে মুছে যাবে
হৃদয় মম;
আমারে ভরিয়া তুমি শুধু র'বে—তুমি শুধু র'বে
হে প্রিয়তম!
ধরণীর মণি! স্বরগের সার! আমারে ফেলিয়া
রেখ না একা,
আপনারে আমি ভুলিব, হে সখা, তুমি যদি দাও
বারেক দেখা।

জামি।

শুভযাত্রা

প্রভুরে তোর স্মরণ ক'রে
যাত্রা করিস্ মন!
প্রভুর নামে রিক্তাতিথি
মিলায় কাম্য ধন ;
মাহেন্দ্র যোগ ঐ যে তোমার,
ক্ষতি-ক্ষয়ের ভয় কোথা আর ?
তুকা কয় প্রভুর সেবায়
সদাই শুভক্ষণ।

তুকারাম।

প্রেম নির্ম্মাল্য

মধুর মদির মত্ততা এস, এস তুমি ভালবাসা,
এস হৃদয়ের গ্লানি-বিমোচন, সকল দর্প-নাশা!
ধন্বন্তরী তুমি আমাদের, তুমিই পাতঞ্জল,
যোগেব সূত্র শিখাও, কর গো নিরাময নির্ম্মল।

প্রেমেব আবেশে পাহাড় টলেছে সাগর উঠেছে দুলে,
প্রেমের মহিমা মর্ত্ত্য-মানুষে নিয়েছে স্বর্গে তুলে!
যদি প্রেমময় ধন্য করেন মোরে চুম্বন দানে,
উচ্ছ্বসি' হিয়া কাঁদিবে ফাটিয়া মুরলী-ললিত-তানে।

রুমি।

দর্ব্বেশের ঘূর্ণি নৃত্য

দাও ঘুরপাক জ্ঞান ঘুচে যাক,
ঘুরুক মাথা,
চোখে মুখে নাকে ছুটুক আগুন
উঠুক গাথা!
কোথায় পায়জামা পাগ্‌ড়ি কোথায়
যাব তা ভুলে,
ঘুরপাক দিয়ে করিব নৃত্য
দু'বাহু তুলে!
রাঙা সুরা আর রাঙা পেযালার
ঘুচিবে ভেদ,
হৃদয়ে প্রণয়ে হ'বে একাকার
র'বে না খেদ।

কি করেছি আর কি যে বাকী আছে
জানিব না তা',
সব জানি তবু কিছুই জানিনে
টলিছে মাথা!
শাস্ত্র শুনিবে? পণ্ডিত আছে,—
জানিনে অত,
ভাবে বুঁদ হ'য়ে চরণে দলেছি
শাস্ত্র যত!
ঘুবপাক দাও আগুন জ্বালাও,
টুটুক বাধা,
ভয়ে সংশয়ে ফুকাবি' মরুক
যতেক গাধা।
কাফেব কে আব কে মুসলমান?—
প্রেমেব দাস!
প্রেমে সব এক, ওবে দ্যাখ্ দ্যাখ্!
কি উল্লাস!
সুখে আছি বুকে আকাশ আঁকড়ি'
বিভোল্ প্রাণে
পাযেব তলায কে কি বলে, হায,
পশে না কানে!
ঘুরুক ভাণ্ড, এ ব্রহ্মাণ্ড
ঘুবুক সাথে
আমবা প্রেমিক, পরশ মাণিক
পেযেছি হাতে!

সৈয়দ নিমতুল্লা।

আমি

আমি ইসলাম, আমিই কাফেব,
আমিই ঘোবাই চন্দ্রতারা!
গগন-ললাটে মেঘের অলক
আমিই বরষা বৃষ্টি-ধারা!
আমিই তড়িত-তন্তু-বিথার,
আমিই বিকট বজ্র-শিখা,
কালকূটে ভরা আমি ভুজঙ্গ,—
রঙ্গে পরাই মৃত্যু-টিকা।
অস্থি-চর্ম্মে গ'ড়ে উঠি আমি
রক্তে-মাংসে রহি গো জীয়ে,
অনাদি জ্ঞানের হিন্দোলে দুলি
অনাদি প্রেমের পীযূষ পিয়ে!

ঋতু বসন্তে মর্ত্ত্যে যে আনে,—
হৃদি-মন্দিরে নিবসে যেই,
সম্মত হয় সন্তান হ'তে—
কিঙ্কর হ'তে—আমিই সেই!
মেঘ হয়ে যাহা ঊর্দ্ধ্বে উঠিছে
জল হয়ে যাহা নামিছে নীচে
—আমি সেই—যাহা অন্ধজনের
নাচিছে চোখের সমুখে পিছে!
বিনা ইন্ধনে যে আগুন জ্বলে,—
চক্‌মকি উঠে চক্‌মকিতে,—
আমি সেই! আমি অনেকের প্রভু,—
সেবা করি তবু পুলক চিতে।
কে আছ ব্যথিত চিন্তা মথিত
এস, আমি দিব জুড়াতে ঠাঁই,
নয়ন-নগরে পরাণের ঘরে
বাহিরের গোল কিছুই নাই!
এত কথা যুনা জানে না জানে না,
অনাদি বসনা বলায় তারে .
আদি ও অন্ত একাধারে আমি,
মূঢ় সে যেজন বুঝিতে নারে।

যুনাস।

প্রেমের ঠাকুর

নিত্য নাহিলে হরি যদি মিলে
জলজন্তু তো আছে,
ফলমূল খেলে হরি যদি মেলে,—
বানর রয়েছে গাছে।
তৃণ দাঁতে ধরি যদি মিলে হরি
তবে হরি হরিণের,
কামিনী ত্যজিলে হরি যদি মিলে
খোজা তো রয়েছে ঢের।
শুধু দুধ খেলে হরি যদি মেলে,—
কত আছে কচি ছেলে,
কহে মীরাবাই বিনা প্রেম, ভাই,
সে ধন কভু না মেলে।

মীরাবাই।

ভোলামনের প্রতি

কি রে মন তুই কৃপাময় নাথে রয়েছিস্ নাকি ভুলে,—
বিশাল বিশ্বের তুলে
শূন্যে যে ধ'রে আছে,—
পীযূষ সৃষ্টি করেছেন যিনি শিশুরে করাতে পান,
মাতা আর সন্তান,
যাঁর করুণায় বাঁচে।
বিষম রৌদ্রে ক্ষুদ্র তৃণের অঙ্কুরে যে বাঁচায়
করুণার ধারা ধায়
জুড়ায় তাপিত প্রাণ,
অনাদি অশেষ অনাথ-শরণ রক্ষা করেন তোরে—
স্মরণে রাখিস্, ওরে!
সকলি যে তাঁরি দান।
তিনি যে নিখিল-বিশ্বস্ভর চির-আনন্দ-ধাম,
ভাব তাঁরে তুকারাম!
কর তাঁরি নাম গান।

তুকারাম।

দুঃখলোপী মিলন

(বারেয়া)

প্রভু! আমি কেমনে বুঝাব
আমার সে প্রাণের বেদন?
নয়ন, তোমার আবির্ভাবে,
হয় যে গো উৎসবে মগন।
প্রভাতে উদিলে দিননাথ
মলিন কি রহে শতদল?
পাই যবে তোমার সাক্ষাৎ
আপনি লুকায় আঁখিজল।

পূর্ণ-মিলন

চেয়ে থাক, চেয়ে থাক, চেয়ে, চেয়ে, চেয়ে,—
যার পানে চেয়ে আছ—তারি রূপে ছেয়ে
যাক্ তনু মন প্রাণ, হও তন্ময়,—
'তোমার' 'আমার' ভেদ হ'য়ে যাক্ ক্ষয়;—
'চাওয়া' হয়ে যাক 'হাওয়া'। নিস্পন্দ নির্ব্বাক,
ক্ষীরে নীরে মিলি মিশে এক হ'য়ে যাক।
যে অবধি 'দুই' আছে, হায় ততক্ষণ
রয়েছে বিচ্ছেদ ভয়, রয়েছে ক্রন্দন।

পরম প্রেমের পুরে যেই পশিয়াছে,—
সে জানে একের ঠাঁই সেথা শুধু আছে ;
দুই মিলে এক হ'লে তবে সে মিলন
সম্পূর্ণ সুন্দর হয় ;—সার্থক জীবন।

জামি।

আমার দেবতা

মৃত্তিকা ছানি' আমার দেবতা গড়েনি কুম্ভকার,
ভাস্কর আসি হানে নাই তাঁরে ছেনি ও হাতুড়ি তার .
অষ্ট ধাতুর নহে সে ঠাকুর সে নহেক পিত্তল,
অম্ল তেঁতুলে দেবতা আমার হয় না গো নির্ম্মল।
এ জীবনে আর কবিতে নারিব অন্যের আরাধন,
মরমে পেয়েছি পরশ-মাণিক! সোণা হয়ে গেছে মন।
মন জানে আর প্রাণ জানে মোর সে আছে সকল ঘটে,
বচন-অতীত—তবু তাবি কথা অচেত-চেতনে বটে!
শাস্ত্রের শ্লোকে আঁধারে আলোকে আছে সে আকাশ ভরি'
জ্ঞানীর জ্ঞেয়ানে ভকতের ধ্যানে আছে দিবা বিভাবরী।
তপন প্রকাশ থাকিতে প্রদীপ জ্বালিতে করি না আশ,
গ্রাহ্য করি না অজ্ঞজনের নিন্দা ও পরিহাস।
বুদ্ধি বিচার কিছু নাই যার চীৎকার শুধু করে,—
অকূল সাগরে ডুবায় সে পরে আপনি ডুবিয়া মরে।
ছিল দিন যবে কাঠের ঘোড়াবে আমিও দিয়েছি জল,
অম্ল তেঁতুলে করিতে গিয়েছি দেবতারে নির্ম্মল।

পট্টনত্তু পিল্লাই।

সে

বনে, প্রান্তরে, শৈল-শিখরে সে আছে সীমার পারে,
সে রয়েছে লোক-লোচনের অগোচরে ;
লুপ্ত-আলাপ বিশ্ব রাগিণী লিপ্ত করিছে তারে,
পান্থ-পাখীর সাথী হ'যে সে বিহরে।
নিভাঁজ নিবিড় পর্দ্দা দোলায়ে বাতাস যেমন ক'রে
যায় গো জানায়ে আপন আবির্ভাব,—
বাঁশের বাঁশীতে পশিয়া যেমন নিশ্বাস ধরা পড়ে'
ফুকারি' প্রকাশে গোপন গভীর ভাব,—
তেমনি করিয়া মাঝে মাঝে সে যে ধরা দিতে কাছে আসে,
ধরিতে গেলেই পলায়ে পলায়ে ফিরে,
নিতি নব বেশ, বিন্যাস নব, নিতি নব হাসি হাসে,
বিহরে লীলায় অকূলের তীরে তীরে!

সুকুন্তু।

মনোদেবতা

জাগিলে যে দূরে, ঘুমালে নিকটে, স্বপনে ফুটায় চোখ,
অনাদি জ্যোতির দূরগামী রেখা সে আমার শুভ হোক।
যাহারে ছাড়িয়া কোনো ক্রিয়া নাই, অন্তরে যে আলোক,
পরম জ্ঞানের অমৃত যে আনে সে আমার শুভ হোক।
হ'য়েছে, হ'তেছে, হ'বে যার গুণে অচেত-চেতন-লোক,
অমৃতের মাঝে ধরেছে যে সব সে আমার শুভ হোক।
যুগে যুগে যেই মনীষী-জনের যজ্ঞের নিয়ামক,
সপ্ত হোতায় মন্ত্র পড়ায়—সে আমার শুভ হোক।
চক্র-নাভিতে অরার মতন ধরে যে নিখিল শ্লোক,
ঋক্, সাম, যজু ধারণ যে করে, সে আমার শুভ হোক।
নিপুণ, প্রবীণ সারথির মত চালায যে,—সব লোক,
হৃৎ-প্রতিষ্ঠ সেই বেগবান ইষ্ট আমার হোক।

যজুর্ব্বেদ।

প্রাণ দেবতা

নিখিন ভুবন বশে যার সেই প্রাণেরে নমস্কার,
প্রভু যে সবার আধার যে ওগো সবারি প্রতিষ্ঠার।
শব্দিত প্রাণে নমি আমি আর নমি ক্রন্দিত প্রাণে,
প্রাণ বিদ্যুতে প্রণাম করি গো প্রণমি বর্ষমানে।

* * *

চন্দ্র তপন প্রাণেরি সে নাম, প্রাণ সেই প্রজাপতি,
প্রাণ সে বিরাট প্রাণ সে দ্রষ্টা প্রাণ সে পরম জ্যোতি!
প্রমোদিত করে সকল প্রাণীবে ধারারূপে প্রাণ নেমে,
মহীরে সুরভি করে সে আসিয়া ওষধি লতার প্রেমে।

* * *

সত্য-সেবকে উত্তম লোকে প্রাণ শুধু নিয়ে যায়,
মৃত্যু-অভেদ প্রাণের ভজন দেবতা মানবে গায়।
সকল সৃষ্টি, সকল চেষ্টা, সকল নিধিব সার,
ব্রহ্মেতে ধীর, তন্দ্রাবিহীন প্রাণেরে নমস্কার।

অথর্ব্ববেদ।

বহুরূপ

অগ্নি যেমন ভুবনে প্রবেশি'
নানা রূপে ধরে আধার ভেদে,
নিখিলের প্রাণ তেমনি করিয়া
একা নানা ছাঁদ বেড়ান ছেঁদে!

বাতাস যেমন ভুবনে প্রবেশি'
নানা সুরে গাহে যন্ত্র ভেদে,
নিখিলের প্রাণ এক ভগবান
তেমনি বেড়ান হেসে ও কেঁদে!

তপন যেমন নিখিলের আঁখি,—
কলুষে দূষিত হয় না তবু,
নিখিলেব প্রাণ তেমনি গো, তাঁরে
বাহিবের গ্লানি ছোঁয না কভু।

তের
বহুরূপ তিনি গোপনচাবী
আপনার মাঝে তাঁরে যে দেখেছে
অক্ষয সুখ তাঁব গো তারি।

কঠোপনিষৎ।

তুমি

তুমি নব, তুমি নারী,—
যুবক, বালক, বালা;
তুমিই আবার লাঠি হাতে ধরি'
বুড়া হ'যে হও আলা!

তুমি অছ চারিদিকে,
চাবিদিকে তব মুখ,
তুমিই আবাব জন্ম লইযা
না জানি কি পাও সুখ!

নীল পতঙ্গ তুমি,
রাঙা-আঁখি তুমি শুক,
বিদ্যুৎভরা মেঘ তুমি, প্রভু!
সাগর সমুৎসুক!

অনাদি তোমার নাম,
অন্ত তোমাব নাই:
তুমি আছ ব'লে বিশ্বভুবন
বর্ত্তিযা আছে তাই।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

ব্রহ্মপ্রবেশ

নিজ তনু হ'তে তন্তু সৃজিয়া
ঊর্ণনাভের মত,
আপনার জালে আপনি আবৃত
হ'য়েছেন যিনি স্বতঃ,
সাক্ষী, চেতন, পরম পুরুষ
সেই নিখিলের প্রাণ,—
আমাদেব সবে ব্রহ্ম-প্রবেশ
সূত্র করুন দান।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

মৌন

বচন হাবাযে বসে আছি আমি
বন্ধ ক'রেছি গান
তুমি কথা কও, কথা কও, ওগো
প্রাণের প্রাণেব প্রাণ!
অতুলন যাব মধুর মুখের
মদিবায মাতোযারা
গান গেযে ওঠে অণু পবমাণু
গুঞ্জরে গ্রহতাবা।

রুমি।

শির্ণি

কবি মনীষীব বন্দনা-গীতি,
সাধু সন্তেব ভাষা,
মিলে মিশে গিযে একটি পাত্রে
শির্ণি হ'যেছে খাসা।
সকল সলিল সাগরে এসেছে,
আঁখি মেলে তোরা দ্যাখ্।
যাব বন্দনা গেয়েছে সবাই
সে যে এক! সে যে এক!
পাপ্ড়ি—প্রচুর প্রকাশ পেয়েছে,
বেড়িয়া বৃন্তখানি,
একের পবম জ্যোতিরে ঘিবেছে
বিশ্বজনের বাণী।

ফুলের ফসল

*জোটে যদি মোটে একটি পয়সা
খাদ্য কিনিয়ো ক্ষুধার লাগি',
দুটি যদি জোটে তবে অর্দ্ধেকে
ফুল কিনে নিয়ো, হে অনুরাগী!

বাজারে বিকায় ফল তণ্ডুল
সে শুধু মিটায় দেহের ক্ষুধা,
হৃদয়-প্রাণের ক্ষুধা নাশে ফুল
দুনিয়ার মাঝে সেই তো সুধা।*

মহম্মদ।

*

আমন্ত্রণী

ফুলের ফসল লুটিয়ে যায়,
অপ্সরীরা আয় গো আয়;
মৌমাছিবে বাহন ক'রে
হাওয়ার আগে ছুটিয়ে আয়!
পাতার আগায় শিশির-জলে
হেথায় কত মুক্তা ফলে,
লতার সুতায় দুলিয়ে দোলা
ঝুলন খেলা খেল্‌বি আয়!
বাসন্তিকা তন্দ্রাভরে
লুটায় বাসর-শয্যা 'পরে,
জ্যোৎস্না এসে মধুর হেসে
মুখখানি তার চুমায় ছায়!
ফুলের তরী ফুলের ভেরী
বাজিয়ে দে, আর কিসের দেরী,
ভ'রে দে এই মিহিন্ হাওয়া
মোহন সুরের সুষমায়!
ঝুমকো ফুলের ছত্রতলে
জোনাক্-পোকার চুম্‌কি জ্বলে,
সেথায় গোপন রাজ্য পেতে,
স্বপ্ন-শাসন মেল্‌বি আয়!

অঞ্চলে আর অঞ্জলিতে,
মঞ্জরী নিস্ মন ছলিতে,
ফুলের পরাগ কুঁড়ির সোহাগ
নিস্ রে যত পরাণ চায়;

আকাশ ভ'বে বাতাস ভ'রে
গন্ধ রাখিস্ স্তরে স্তরে,
অমল কোমল নির্ছানি তার
রাখিস্ নিথর চাঁদের ভায়!

ক্লান্ত নয়ন পড়্‌লে ঢুলে
ঘুমাস্ কোমল শিরীষ ফুলে,
শুকতারাটি ডুব্‌লে, না হয়,
ফির্‌বি ভোরের আব্‌ছায়ায়!

এস

বন-পল্লবে ঘন করি' দিয়ে
এস বসন্ত বায়!
পুলকাঞ্চিত করি' ধরণীরে
এস লঘু দ্রুত পায়।
এস চঞ্চল! এস প্রসন্ন!
পূর্ণ কর গো যা' আছে শূন্য,

সৌরভে, রসে, সুপ্ত হরষে
ভরি' দেহ চেতনায়।
কোকিল কণ্ঠে এস হে রঙ্গে,
এস তরঙ্গে অঙ্গে অঙ্গে,
হরিতে, স্বর্ণে, তরুণ বর্ণে,
সুখ-ভরা সুষমায়।
এস অন্তরে, এস হে হাসিতে,
সন্ধ্যা-উষার পুষ্পরাশিতে,
অঞ্চলখানি দীপে দীপে হানি'
সঞ্চর জোছনায়।
এস যৌবনে হে চির-কিশোর!
এস মম চিতে ওগো চিত-চোর!
নব রবি-তাপে এস গো তাপিত
নব-কিশলয়-ছায়।
এস পরিচিত পরশের মত,
সুখ-স্বপনের হরষের মত,
আঁখি-পল্লবে চুম্বন দিয়ে
যেয়ো যেথা মন চায়।

ফুলের দিনে

ফুলের বনে ফুলের দিনে
আমরা রাজা আমরা রাণী!
মন কেড়ে নিই নানান্ ছলে
আইন কানুন্ নাহি মানি।
আপন হাতে শাসন করি,
বসি' ফুলের আসন 'পরি
চন্দ্রালোকের চাঁদোয়া-তলে
আমরা সবায় মিলাই আনি'!
পাখীর গানে গেয়ে উঠি,
ফুলেব সনে আমরা ফুটি,
তটিনীর ওই তরল-গাথায়
সরল হৃদয় লই গো টানি'!
ফাগুন রাতে হাওয়ার সনে
হেসে বেড়াই বনে বনে,
লুকিয়ে শুনি কৌতূহলে
পাতায় পাতায় কানাকানি!
মোদের হাসি মোদের গীতি
জাগায় নিতি নূতন প্রীতি,
ফুলের ফসল ফলায় আসল
মোদের মুখের মঞ্জুবাণী।

ফাল্গুনী হাওয়া

কখন্ এলে গো ফাগুন বাতাস
ওগো চির-সুমধুর!
কখন্ রিক্ত লতারে পরায়ে
দিলে এ রতনচুর!
পথে প্রান্তরে ঝল্‌মল্ করে
ফুলকাটা কিংখাব,
আমের মুকুলে অশোকে বকুলে
তোমারি আবির্ভাব!
পান্না চুনীর কণ্ঠী পরেছে
টিয়া আর চন্দনা,
পুলকিত হিয়া কোকিল পাপিয়া
গাহে তব বন্দনা!
ঘন ভুরু জিনি' যব শীষ যত
শিহরি উঠিছে সুখে,
মউল ফুলের বারতা এসেছে
মউ চুষ্‌কিব মুখে!
চুমকি হাজার বসেছে আবার
আকাশের মখ্‌মলে,
হিম যামিনীর কালো পেশোয়াজ
ফিবে আজ ঝল্‌মলে।
কখন্ আসিলে অতিথির বেশে
বহু জনমের বঁধু,
শিশির-নিশির অশ্রু হরিলে,
অধরে ধরিলে মধু!

মৌন বিকাশ

ওগো আজিকে তোমারি আঙিনার কোলে
মুকুল মেলিল আঁখি!
ধূলির কোলে সে কোথা হ'তে এল
স্বর্গ-সুষমা মাখি'!
এনেছে সে শোভা এনেছে গো হাসি,
অঙ্গ ভরিয়া সৌরভবাশি;
তাহারি রূপের মাধুরি হেরিয়া
কুহরি' উঠিছে পাখী!
ওগো সে এসেছে যে,
তারে আরতি করিয়ে নে;
বনের দুলাল দুয়ারে তোমার
তাহারে লহ গো ডাকি'।

চোখে কত কথা করে ফুটি-ফুটি
মুখখানিতে কত হাসি লুটোপুটি,
কত ফাগুনের কাহিনী এনেছে,
ওগো, সে শুনিবি না কি?
কিরণ দোলায় সে
মৃদু বায়ুভরে দুলিছে
ঘন পল্লব-সিন্ধু-লহরে
মুকুতার ছবি আঁকি'!
কত কথা যেন চাহে সে সুধাতে,
কি বারতা যেন এসেছে শুনাতে,
ধূলি-পিঞ্জর খুলি' কৌতুকে
এসেছে মৌন পাখী।

কুঁড়ি

জড়সড় কুঁড়িটি আজ কে গো ফোটালে!
কোন্ চাঁদে আজ চুমা তোমার
দিলে কোন্ গালে!
কোন্ পরীতে ও মুখ চেয়ে
উড়ে গেল কি গান গেয়ে!
কোন্ সরিতে উঠ্‌লে নেয়ে!
কি রূপ লোটালে!

পুষ্পময়ী

স্বজনী! তোর অঙ্গে ফুলের বাস!
ফুলের মতই হাসিস্!—ও তুই
ফুলের মতই চাস্!
কোন্ দেবতার কুঞ্জবনে
ছিলি গো তুই কোন্ ভুবনে,
কোন্ রজনীগন্ধা তুমি
ফেলিছ নিশ্বাস!

প্রেমাভিনয়

আয় সখী, তোরে শিখাই আদরে
ভালবাসাবাসি খেলা!
কাছাকাছি এসে অকারণে হেসে
শেষে ভালবেসে ফেলা!
না চাহিতে-পাওয়া ধন সে, স্বজনী,
ভালবাসা তার নাম,
যে তারে জেনেছে হৃদয়ে টেনেছে
নাহি তার বিশ্রাম!
আকাশের বুকে ফাঁদ পেতে সুখে
চাঁদ নিয়ে হেলাফেলা,
হাসিতে হাসিতে ঘুমায়ে নিশীথে
আঁখিজলে আঁখি মেলা!

মহুয়া ফুল

যায় যে ব'য়ে ফাগুন-রাতি,
কই গো রাজবালা!
আমায় নিয়ে গাঁথ্‌বে না আর
স্বয়ম্বরের মালা?
রসে ভরা ফলের মতন
নিটোল সোনা ফুল,—
ধূলায় শেষে ঝরব? হ'ব
ধূলার সমতুল?
ফলের পরিপূর্ণ ছাঁদে
শোভন আমার কায়,
সফল করি সোনার স্বপন,
ভুলছ কি তা'? হায়!
কাঁচা সোনার কৌটা আমি
রসেতে ভরপুর,
তোমার মত হে সুন্দরী
মদির্-সুমধুর।
মনে যারে ধরবে তোমার
চাইবে যারে মন,
তোমার হ'য়ে তারেই আমি
করব আলিঙ্গন,
সরম তোমার রইবে অটুট
পূরবে আকিঞ্চন,
আমায় দিয়ে হ'বে তোমার
আত্ম-নিবেদন।
কন্যা! আমি সকল দিকে
তোমার সমতুল,
বাহিরখানি ফলের মতন,
মরমখানি ফুল!
ফাগুন রাতি যায় পোহায়ে
কই গো তুমি কই?
স্বয়ম্বরের মালার মোতি—
ধূলার শরণ লই!

জ্যোৎস্নায়

আমার পরাণ উথলিছে আজি
না জানি কিসের হরষে।
সারা তনুখানি উঠিছে শিহরি'
অজানা এ কার পরশে।
কলঙ্কী চাঁদ হাসিয়া, আমায়
ঘরের বাহির করিবারে চায়,
দেবতার প্রিয় সুধা সে আমারি
অঙ্গ প্লাবিয়া বরষে!

গান

মুকুলের মুখ আল্‌গা হ'ল
হাল্‌কা হাওয়াতে।
সাগরের বুক উঠ্‌ল দুলে
চাঁদের চাওয়াতে!
আপন-ভোলা স্বপন এসে
সকল পণই গেল ভেসে,
ভেসে গেল নন্দনেরি
বনচ্ছায়াতে।

লতার প্রতি

ওগো নবীনা লতা!
কেন দোলাযে পাতা
বাতাসে জানাও
কাঁচ কুঁড়ির কথা।
এই তো সকল
শাখা উঠিছে পুরি',
এই তো নকল
রাখী বাঁধিছে ঝুরি।
নহে বিহবল
আজো বহুল পাতা :
এখনি কেন গো
এত চঞ্চলতা?
এখনি জাগিল
কিও পুলক-ব্যথা,—
তরুণ পরাণে
কোন্‌ নব বারতা!

গান

আজি এই সাঁঝের হাওযায
দুলে ওঠে ফুলের ভুবন!
দুলে ওঠে ফুলের সাথে
ফুলের মত মঞ্জুল মন!
এত ফুল কোথায় ছিল?
কোথায় ছিল এত হাসি?
উধাও-করা ফাগুন-হাওয়া,
সোহাগ-ভরা জ্যোৎস্নারাশি!
প্রাণে আজি লাগ্‌ছে মোহ,
কে যেন কী রাখ্‌ছে গোপন!
স্বপন আজি ফল্‌বে বুঝি
মিল্‌বে বুঝি দুর্লভ ধন।

অশোক

মুকুল-ভোজী কোকিল এল কুঞ্জে!
ভ্রমর পাঁতি দিবস বাতি গুঞ্জে।
মুঞ্জরিযা উঠিনু মোবা হর্ষে
অরুণ-রাগে তরুণ আলো স্পর্শে।
এসেছে পিক অরুণ তাব নেত্র।
অশোক ফুলে অরুণময ক্ষেত্র।
শীতের সাথে শোকেব স্মৃতি নষ্ট,
তরুণ আজি,—ছিল যা' কীটদষ্ট ;
রসের লীলা চলেছে দিবারাত্রি!
পাটল পথে মিলেছে প্রেম-যাত্রী!
হরিতে শোক অশোক ফুটে পুঞ্জে!
মুকুল-ভোজী কোকিল এল কুঞ্জে!

গান

কেন নযন হয গো মগন
মঞ্জুল মুখে?
কেন হৃদয ভিখারী হয
রূপের সমুখে?
মর্ত্ত্য মানুষ চাঁদের লোভে
কেন মরে মনের ক্ষোভে
বুকে ধরে বিদ্যুতেরে
হায় সে কোন্‌ সুখে!

ধারা

ওগো এম্‌নি ধারাই হয়!
ফুলের যখন হয় প্রয়োজন
ফাগুন-হাওয়াই বয়!
তৃষ্ণা-করুণ বাজ্‌লে কেকা,
শূন্যে ফোটে স্নেহের লেখা,
চুম্বনের চমক লাগে
আকুল ভুবনময়!

জ্যোৎস্না-মেঘ

জোছনা-ঝরানো ভুবন-ভরানো
ওগো চাঁদ! ওগো জ্যোৎস্না-মেঘ!
আলোক-প্লাবনে গগনে, পবনে,—
ভুবনে ধরে না পুলকাবেগ!
জোছনা-বরষা নামিল গো,
তিতিল সকল দেশ!
ভরিল নিখিল ভাসিল গো,
ধরিল নূতন বেশ!
ঘুম-ঘোরে কত স্বপন-মুকুল
পুলকে মেলিল আঁখি আধেক!

গান

চাঁদের মত চিরসুন্দর সে
চাঁদের মত চিরদিন সুদূরে!
সুধা বরষে শুধু হাসে হরষে
সুন্দর সে—হেসে চায় মধুরে!
চিরদিন সুদূরে!
তারে ধরিতে নিতি পাপিয়া এসে
রেশমী সোপান গাঁথে সুরের রেশে!
ফাগুনী বায়ে সে যে ফিরায় পায়ে,
—গুণ্‌গুণিয়া শুধু রুণ্‌রুণিয়া—
দিন দুনিয়া কাঁদে তার নূপুরে!

অনুরোধ

মোহন মুহুমুহু কেন সখী চায়?—
মানা ক'রে আয়!
(আমি) পরাণ ভরি নারি
দেখিতে যে তায়,—
লাজে মরি, হায়!
গুপ্ত আরতি মম
গোপনে সে রাখি রে,
সে এসে চাহিলে মুখে
বসনে সে ঢাকি রে!
নয়ন-মন মম তবু তারি পায়!

কুণ্ঠিতা

আমি আপনি সরমে মরমে মরিয়া
যাই যে,
নিতি আপনার ছবি নিরখি মুকুর
মাঝারে,
আমি কেমন করিয়া বাহিরিব ভাবি
তাই যে,
হায় দেখা দিব আমি কেমনে আমার
রাজারে!

মোর কিছু নাই রূপ কিছু নাই কিছু
নাই গো,
শুধু আছে ভিখারীর স্বপ্ন-শরণ
দুরাশা;
তবে ফিরে যাই দূরে সরে যাই মরে
যাই গো,
হায় মরু-মাঝে নিয়ে যাই এ আমার
পিপাসা

জানি সুদুঃসহ সে সূর্য্য সমান,
হায় গো,
তবু তাহারি আশায় জেগে আছি
আমি রাত্রি;
যাব মাটিতে মিশায়ে সরমে, সে যদি
চায় গো,
হায় মরণ-পথের যাত্রী—কৃপার
পাত্রী!

যদি

যদি কুসুম-শরে হৃদয় বেঁধে
তবে কেঁদ না,
সে যে ফুলের সুখ-পরশ মাঝে
মৃদু বেদনা।

সে যে দিনের দাহে কুঞ্জ-ছায়ে
স্বপ্ন আনে বিভোল্ বায়ে,
ঘুমের শেষে আলোর দেশে
আধ-চেতনা।

স্বপ্নময়ী

স্বপনের মত এসে চলে যাও,
রেখে যাও মনে আবেশখানি।
নয়নের কোণে হেসে চলে যাও—
মূল্য তাহার আমিই জানি।
জোছনা সমুখে থমকি' দাঁড়ায়,
বনের কুসুম মু'খানি বাড়ায়,
তরু-পল্লবে পলক পড়ে না,
পাখীর কণ্ঠে মিলায় বাণী :
ফাগুনী হাওয়ায় ভেসে চলে যাও
পরাণে পিযাও অমিযা ছানি'।

চোখে চোখে

চোখে চোখে মিলন হ'লে
মুখে ফোটে হিরণ হাসি।
শিউলি ফুল আর ভোরের তারার
মতন ভালোবাসাবাসি।
যদি সে কথা না কয়,
না যদি হয় পরিচয়
তবুও নিতান্ত আপন
গোপন প্রাণের কিরণ-রাশি।

গান

যদি তোমার চোখের আলোয়
কোথাও ফোটে সুখের হাসি,
ধন্য তবে জীবন তোমার
তোমার পথে ফুলের রাশি।
তোমার স্মৃতি তোমার গীতি
কোথাও যদি জাগায় প্রীতি
তবে দুখের ফণায় বসি'
সুখের সুরে বাজাও বাঁশী।

মনের চেনা

মন যারে চেনে নয়ন চিনায়
সেই সে আমার পরাণ-বঁধু ;
পাত্রে পাত্রে নাই সুধা, হায়!
পুষ্পে পুষ্পে নাইক মধু।
নয়ন নয়নে নাহি উল্লাস
সকল তারায় নাইক শোভা ;
অধরে অধরে নাইক তিয়াষ,
তরুণ জনের পরাণ-লোভা।
মন চেনে শুধু সে দু'টি নয়ন
যে নয়নে হাসে প্রাণের আলো,
হিয়ার মিলন হোক সে ক্ষণিক
ভালোর আলোর কণাও ভালো :
সেই অমরতা সেই বাঞ্ছিত
নন্দন-বন-কুসুম-মধু ;—
অমৃত-সিন্ধু-সলিল-বিন্দু
মরমে বরষে অমর বধূ।

গান

আমার পরাণ ঘিরি' ফুট্‌ল কুসুম
তোমার হাসিতে,—
তোমার চোখের স্নিগ্ধ-সরস
জ্যোৎস্না-রাশিতে।
নন্দনেরি মন্দার-হার
লুটায় যেন অঙ্গে আমার,
অজানা আনন্দে হৃদয়
বহে ভাসিতে!

নীরবতার নিবিড়তা

ভালোবাসে কি না কেন সুধাইবি,
আঁখি-জলে, ওরে
সুধাস্ নে :
ক্ষীণ আলোখানি ঘরের বাহির
করিস্ নে, ঝড়ে
নিভাস্ নে।

নত মুখে যায় আঁখি-কোণে চায়
প্রাণে নেবে এ'কে
মুরতি যেন,

তরুণ অধরে হাসিটি মিলায়
বরিষার মেঘে
রশ্মি হেন!

(তবু) চাস্‌নে চোখের কোণে তার পানে,
আপনারে তুই
বিকাস্‌ নে!
কঠোর হয় রে করুণ দৃষ্টি,
হাসি ঢালে শেষে
গরল-রাশি,
তবু কি পাগল বলিবি ফুটিয়া,
'ভালোবাসি ওগো
ভালো যে বাসি!'

(তোরে) মানা করি, ওরে যাস্‌নে,
প্রাণের মধুর স্বপন
ঘুচাস্‌ নে!
নয়নে নয়ন,—হয়েছে মিলন,
অঙ্কিত থাক্‌
হৃদয়ে ছবি,
সে হোক প্রাণের পূর্ণিমা রাতি,—
মধু সমীরণ,
বিভাত রবি;
(তবু) ক'সনে গো কথা, দিস্‌নে বারতা,
ভালোবাসা তুই
জানাস্‌ নে।

গান

হায়! বারণ করে!
বারণ শুনি'—কি গো—তটিনী ফেরে?
তবু, বারণ করে!
চরণ ধ্বনি—তার—যখনি শুনি
বুকে সে বাজে—লাজে—কথা না সরে!
আপনা ভুলি'—হায়—দু'আঁখি তুলি'
উছলি' চলি—খোলা—ঝরোখা 'পরে।
হায়! বারণ করে!
বাদর ঝরে—বল্‌—তাহে কে ডরে?
সাগরে ভাসি'—কেবা—শিশিরে মরে?
কঠোর স্বরে—তবু—বারণ করে,
ভুবনে ফিরি—আমি—স্বপন ভরে!

আপন হওয়া

তোরা জানিস্‌ কি নিতান্ত পরের
আপন হওয়ার সুখ?
তোদের উদাস আঁখি কারেও দেখি'
হয়নি কি উৎসুক?
নূতন প্রেমের নূতন সুখে
হাসি দেখা দ্যায়নি মুখে?
পূর্ণ চাঁদের আলোয় তোদের
পুরেনি কি বুক?

বাঁশী

আমি জানি না বাঁশীতে
কি যে আছে, সখা
পথের পথিক বঁধু!
কোন্‌ গোপন মনের দুখ-সুখ-মাখা
হৃদি-সঞ্চিত মধু!
সে যে অধর-পরশে চকিতে জাগিযা
ফুকারি উঠিছে ডাকি;
ওগো বাঁশীর মাঝারে ধ'রে কি রেখেছ
ভুবন-ভুলানো পাখী?
সে যে সোহাগ-পাগল দুলালের মত
অভিমানে ফুলে' ফুলে'
হায আমারি পরাণ-পিঞ্জর 'পরে
বার বার পড়ে ঢুলে।
তার তানে যে এখনো উঠিছে উলসি'
কাননের কলহাসি,
তার সুরে মুহুমুহু মহুয়া ফুলের
নেশা উঠিতেছে ভাসি',
ওগো লুকায়ে তাহারে রেখো না নিভৃতে,
আমরা নেব না ধরি';
তারে মুক্ত সমীরে ছেড়ে দাও ফিরে
নহিলে যাবে সে মরি'।
সে যে চঞ্চু হানিয়া পরাণ-পুষ্পে
লাজে স'রে গেল ধীরে,
সে যে না জেনে দু'আঁখি করেছে সজল,
আহা সে আসুক ফিরে।
ওগো শুধু একবার জাগাও তোমার
বাঁশী-বাসী পাখীটিরে,
ওগো স্বর্গসুখের সুষমা আবার
লাগুক হৃদয়-তীরে।

ফিরে নয়নে লাগুক স্বপনের নেশা
তপ্ত ললাটে হাওয়া,
আমি না পেয়ে পাব গো পরাণে পরাণে
চেয়ে যা' যায় না পাওয়া।
মোর মনের কামনা প্রাণের বাসনা
মূরতি ধরিছে আজি,
মোর যত ভোলা গান পেয়ে নব প্রাণ
আকাশে উঠিছে বাজি'!
বঁধু একি করিলে গো বাঁশীরে জাগায়ে
পথের পথিক, সখা!
মোর পিঞ্জরাহত পরাণ-পাখীর
চঞ্চল হ'ল পাখা।
হায় সুদূর অতীতে এমনি একদা
বাঁশরী বাজায়ে পথে,
মোরে উন্মাদ ক'রে কে যেন গিয়েছে;
সে অবধি কোনো মতে
আমি পারি না বাঁধিতে হৃদয় আমার
মন ছুটে বাতায়নে,
শুনি উঠিতে বসিতে বাঁশী চারি ভিতে
ঘুম নাহি দু'নয়নে।
সে যে কাননে বাজিছে মর্ম্মর রবে
কল্লোলে নদীজলে,
সে যে গগনের তলে গানে কোলাহলে
ধ্বনিছে শতেক ছলে;—
তাই উন্মনা আমি তৃষিত নয়নে
দুয়ারে ছুটিয়া আসি;—
ওগো গগনে, পবনে, পরাণে আমার
নিয়ত বাজিছে বাঁশী!
ওগো পথের পথিক! ওগো সখা মোর!
কি বাঁশী আনিলে, বঁধু।
মোর নয়ন ভরিয়া উঠিল সলিলে,
একি বিষ! একি মধু!

গান

গান গেযে হায় কে যায় পথে
কান দিয়ো না তায়!
কেঁদেই যদি মরে বাঁশী,
কার কি আসে যায়?
মন যদি হায় কেমন করে
সায় দিতে চায় বাঁশীর স্বরে
ভুলেও তবু এস না, হায়,
মুক্ত জানালায়।
লাজুক বাঁশী বাজুক বনে,—
কাঁদুক একা আপন মনে,
তুমি থাক খাঁচার পাখী!
সোনার পিঁজরায়!

চির সুদূর

এত কাছে থেকে হায তবু এত দূর!
নয়নে নয়ন রেখে পরাণ বিধুর!
কাছে আসি ভালোবেসে,—
নিশাসে নিশাস মেশে,
নাগাল না পাই তবু পরাণ-বঁধুর!

হাস্নুহানা

গন্ধভরা হাস্নুহানা
তুলেছিলাম গুচ্ছ ক'রে;
তখন কেবল সন্ধ্যা নামে
পরাণ ভরে নানান্ সুরে।
কপোলতলে ওষ্ঠাধরে
তপ্ত দুটি নয়ন 'পরে
নিয়েছিলাম স্নিগ্ধ-সজল
কোমল পরশ সোহাগ ভরে।
সান্ধ্য ফুলের গন্ধ মদির
পরাণ আমার করলে অধীর,
তপ্ত হয়ে পড়ল নিশাস
কে জানে হায় কিসের তরে!
সন্ধ্যা ফুরায় একা একা,
এখনো হায় নাইক দেখা,
নেতিয়ে প'ল হাস্নুহানা
পরাণ সাথে ক্লান্তি ঝরে!
সায় দিলে সে মনের সনে,
অশ্রু সনে পড়ল ঝ'রে।

স্বর্ণমৃগ

সোনার হরিণ চলে গেল হায়
মনোলোভা রূপ ধ'রে,
বিস্মিত হিয়া রহিনু চাহিয়া
তাহারি পথের 'পরে।
আঁখি পালটিতে ফিরে দেখা দিল,-
গেল ফিরে লীলা ভরে ;
আকুল নিশাস পড়িল আমার
পাঁজব শূন্য ক'রে।

উন্মনা

একটি জোড়া চোখের দিঠি ফিরত না,
দেখতে পেলেই ফিবে ফিবে চাইত ;
আজকে আমি তাহার লাগি উন্মনা,
আজকে সে আর নাই ত' কোথাও
নাই ত'।

দেখিনি তায সকাল বেলায মন্দিরে,
বৈকালে সে ঝর্ণা-তলায যায়নি!
খুঁজেছি সব শৈল-পথেব সন্ধি রে
তবুও তার দেখা কোথাও পাইনি।

আজকে দেশে ফিরতে হবে আমায গো
কোথায তুমি চারু-চোখের-দৃষ্টি!
এস বারেক আমায দিতে বিদায গো,
দৃষ্টি করুক প্রসাদী ফুল বৃষ্টি।

প্রাণের এ ডাক শুনতে কি গো
পেলেই না?
প্রাণের এ ডাক পৌঁছাল না মর্ম্মে?
চাবু চোখে চাইলে না আর এলেই না?
না জানি ডাক পৌঁছাবে কোন্ জন্মে!

বিরহী

গাঙে যখন জোয়ার আসে
থেকো তুমি সাগরে ;
ওই পরশে সরস বারি
মাখ্‌ব অঙ্গে আদরে।
হারা আমার হিয়ার টানে
চেয়ো বারেক তারার পানে,
পড়্‌ব দোঁহে দোঁহার লিপি
আকাশ-ভরা আখরে।

স্বপন

স্বপন যদি সত্যি সফল হয়!
(তবে) তোমায় আমায় এই যে প্রণয়
আবার হবে মধুময়!
জগৎ যদি ফিরায় আঁখি
তবু আমি ভরসা রাখি
হ'ব সুখী, ফিরবে সুদিন,—
হৃদয় আমার কয়!

ঘূর্ণি

আজ ফুলের বনে দখিন হাওয়া
কী ব'লে গেছে!
অকূল পাথার থির জোছনায
ঘূর্ণি লেগেছে!
মূর্চ্ছনাতে পড়্‌ছে টলে
মূর্চ্ছা রাগিণী।
পদ্ম 'পরে নৃত্য করে
মত্ত নাগিনী!
ও তার বিষের নিশাস কুসুম-কলির
বুকে বেজেছে।
ঘূর্ণি লেগেছে!

হায় আপন জনে বুকে টেনে
পাইনে খুঁজিয়ে।
তপ্ত ধারা মোচন করি
চক্ষু বুজিয়ে!
সেই অশ্রু নিয়ে পূর্ণিমা-চাঁদ
অঙ্গে মেখেছে!
ঘূর্ণি লেগেছে!

আজ চোখের আগে কেবল জাগে
মৌন দু'আঁখি!
পাতার রাশে পাতার বরণ
বল্‌ছে কী পাখী!

ওগো অকূল সাগর মথন করে
কি ধন জেগেছে!
ঘূর্ণি লেগেছে!

চৈত্র হাওয়ায়

এই চৈত্র হাওয়ায় চেতন পাওয়া
মন্দ নয়,—
যখন চাঁদের আলোর অঙ্গ ব্যেপে
চন্দনেরি গন্ধ কয়!
স্বর্ণ চাঁপার সুপ্ত মুখে
চুমার অঙ্ক আঁক্‌তে সুখে
যখন আনন্দেরি অশ্রুজলে
আঁখি খানিক অন্ধ হয়।

কেন

আজি গোলাপ কেন রাঙা হ'য়ে
উঠ্‌ল প্রভাতে!
হাজার ফুলেব মধ্যিখানে
নূতন শোভাতে!
পদ্মঘেরা আঁখির পাতে
স্বপন লেগেছিল রাতে,
চাঁদ বুঝি তায় চুমেছিল
নিশির সভাতে!
তাই সে অধর কাঁপ্‌ছে, বুঝি
স্বপ্নে পাওয়া পরশ খুঁজি'!
অরুণ হ'য়ে উঠ্‌ছে সে কার
পরাণ লোভাতে!

তাই

আমি তাইতো বলি গোলাপ কলি
আজ কেন উৎসুক।
তার বুকের নীড়ে এল ফিরে
হারানো কোন্ সুখ!
আজ কোকিল ডেকে বল্‌লে তারে,—
আর ঘোমটা দিতে হবে না রে
ওই দেখা যায় বসন্তেরি
প্রসন্ন সেই মুখ!

শীতের শাসন টুটেছে আজ
মৌনী হিয়ার ছুটেছে লাজ,
গুঞ্জরিছে গোপন পুলক
মুঞ্জরে কৌতুক!

গোলাপ

আমি ছিনু শোভাহীন নিঃস্ব মরুদেশে,
আমি ছিনু বাবলার সাথী,
প্রেমিক পথিক এসে মোরে ভালোবেসে
আমারে ফুটালে রাতারাতি!

রাঙা সে করেছে মোরে অনুরাগ দিযে
অশ্রু দিযে করেছে সুরভি,
করেছে সুষমাময় সোহাগে ঘিরিযে
পাগল সে পথভোলা কবি!

তাই আজি বুল্‌বুল্ গাহিছে নিযত
মধু-মদ-গন্ধে মাতোযারা,
ঘন পাপ্‌ড়িব মাঝে মাতালের মত
মৌমাছি ফিরিছে দিশাহারা!

তাই আজি দ্বন্দ্ব করি সমীরের সাথে
কুঞ্জে অলি করে গতায়তি,
সুবে সুরে মশ্‌গুল পাপিয়া সে গাঁথে
মোতিযার কুঁড়ি সনে মোতি!

দীর্ঘ জীবনের দিন গণিযা গণিয়া,—
কাঁটার না দেখি' অবসান,—
ভেবেছিনু সুখহীন সুখের দুনিয়া,
ছিনু তাই চির-ম্রিযমাণ।

মানুষের প্রেমে আজি সফল জীবন
দুঃখ আর নাহি এক রতি,
গরবী গোলাপ আমি ভুবন-লোভন,—
কণ্টকের আমি পরিণতি!

গান

পিয়াও মোরে রূপের সুধা
রূপের সুরা পিয়াও তাই!
এক নিমেষের একটু হাসি
তাহার বেশী নাহি চাই।

এসেছি সব ভিন্ন পথে
ভিন্ন পথেই থাক্‌ব যেতে,
শুভক্ষণের সুখ-স্মৃতি,—
তাই যেন গো আমি পাই।
আঁখির সুধা বৃষ্টি কর,—
দিনে স্বপন সৃষ্টি কব,
হাসিতে ফুল ফুটাও গো,—যার
হয় না কোনো তুলনাই!
স্বর্গসুধাব,—হে অপ্সরী!—
একটি কণা যাও বিতরি';
তোমাব পারিজাতের মালার
একটি শুধু পাপ্‌ড়ি চাই!

জ্যোৎস্না-অভিষেক

ওগো বাণী! তোমাব আজি
জ্যোৎস্না-অভিষেক!
সজ্জা রাখ লজ্জা রাখ,—চন্দ্রমা নির্ম্মেঘ!
অলকগুলি বাতাস ভরে
দুলুক তোমার ললাট 'পরে,
উথলি' লাবণ্য-বারি অন্ধ করি'
দিক ক্ষণেক!
মর্ত্ত্যলোকের দৈন্যরাশি
ঘুচাক,—চাঁদেব দিব্য হাসি,
তোমাব হাসি করুক প্রাণে চন্দন-নিষেক!

করবী

দূর হ'তে আমি গোলাপেরি মত ঠিক!
তবু আমোদিত করিতে পারি নে দিক!

গোলাপেরি মত অতুলন মম হাসি,
তবু হায অলি ফিরে যায় কাছে আসি'!

পথের প্রান্তে ফুটে আছি অহরহ,
গোলাপের মত রচিতে পারি নে মোহ!

ভালোবাসা মোর রাখিনি কাঁটায় ঘিরে,
সুলভ প্রেমের দুর্দ্দশা তাই কিরে!

গোলাপের মত কণ্টকী নই শুধু,
তাই কি এ বুকে জমে না গোলাপী মধু!

আফিমের ফুল

আমি বিপদের রক্ত নিশান
আমি বিষ-বুদ্‌বুদ্‌,
আমি মাতালের রক্তচক্ষু,
ধ্বংসের আমি দূত।
আমার পিছনে মৃত্যু-জড়িমা
আফিমের মত কালো,
বিধির বিধানে যেথা সেথা তবু
সুখে থাকি, থাকি ভালো।
কমল গোলাপ যতনের ধন
অল্পে মরিয়া যায়,
আমি টি'কে থাকি মেলি' রাঙা আঁখি
হেলায কি শ্রদ্ধায!
গোখুরা সাপের মাথায যে আছে
সে এই আফিম ফুল,
পদ্ম বলিয়া অজ্ঞজনেরা
ক'রে থাকে তারে ভুল!
না ডাকিতে আমি নিজে দেখা দিই
রাঙা উষ্ণীষ প'রে,
বিস্মৃতি-কালো আতর আমার
বিকায সে ভরি দরে!
গোলাপ কিসের গৌরব কবে?
আমার কাছে সে ফিকে,
আমি যে রসের করেছি আধান
জীবন তাহে না টি'কে!

গান

কাঁটা বনে কেন আসিস্‌ জোনাকী—
অন্ধকারে?
বুঝি এ নিশায প্রাণ দিতে, হায়,
হয় তোমারে!
ফুল তো হেথায হাসে না,
ভুলেও ভ্রমর আসে না,
শুধু কাঁটা এ যে আগাগোড়া ভিজে
অশ্রুধারে!

স্রোতের ফুল

জীবন কুস্বপন—জনম ভুল!
চলেছি ভেসে ভেসে স্রোতের ফুল।

যুঝি মরণ সনে,—
মরিতে ক্ষণে ক্ষণে,
না পাই তল কিবা না পাই কূল।

সোহাগ, হাসি, মধুর বাণী,
ভাগ্যে আমার নাই সে, জানি ;
আঁখির সাথে আঁখির মিলন
ঘট্‌বে না কি তাও!

অভিমানের আয়ু

যখনি বেদনা পাই ভাবি দূরে চলে যাই,
উঁচু করি' মানের নিশান,—
মমতা চোখের জলে ধুয়ে মুছে যাক চ'লে
একেবারে হ'ক অবসান।
বেলা না পড়িতে হায় রাগ তবু পড়ে যায়
ব্যাকুল হইয়া ওঠে প্রাণ,
ব্যথা-সচকিত মনে সে বুঝি নিমেষ গণে,
এখনো কি রাখা যায় মান।

জলের আল্‌পনা

জলে এঁকেছিলাম ছবি—
লুকাল সে এক নিমিষে ;
নয়ন-জলে এঁকেছি যায়
সে ছবি হায় লুকায় কিসে।

গান

কারো আঁখি তুলে চাইবারো, আর,
নাইক অবসর!
কারো চক্ষে পলক পড়ে না, হায়,
দৃষ্টি—সে কাতর!
কেউ চিন্‌তে নাহি চায়,
কেউ ভুলতে নারে, হায়,
কেউ নূতন পাড়ি জমায়, কারো
নাই কোনো নির্ভর।

বাসি ও তাজা

হায়, নিশিশেষের মলিন ফুলহার!
ধূলায় ফেলে গেল চলে
কণ্ঠে ছিলে যার!
ছিন্ন ডোরে ফুলের রাশি
সবাই কিছু হয়নি বাসি,
সবাই তবু সমান হ'ল
ধূলায় একাকার!
সবাই তবু ক্ষুণ্ণ মনে
রইল চেয়ে অকারণে,
কেউ নিলে না, ঠাঁই দিলে না
বক্ষে আপনার!
গন্ধ কাঁদে পুষ্পপুটে,
শুভ্র হাসি ধূলায় লুটে,
মরমী কেউ নাই রে ধরায়,
বিফল হাহাকার।

ভগ্নহৃদয়

একজনে ভুলেছে যখন
আরেক জনেও ভুলবে গো!
চিতার কালি ডুবিয়ে দিয়ে
সবুজ তৃণ দুল্‌বে গো!
নগ্ন-বনে শীতের শেষে
ফাগুন ফিরে আস্‌বে হেসে,
সবুজ শাখে অবুঝ পাখী
নূতন ধ্বনি তুলবে গো!
আর গঙ্গাধারা
দীর্ঘ পথের সঙ্গী তারা,—
ভুল্‌বে তারাও পরস্পরে
যুক্তবেণী খুল্‌বে গো!

গান

বঁধু আমার শুধু তুমি
নয়ন তুলে চাও ;
তোমার মধুর দৃষ্টি, আমার
দৃষ্টিতে মিলাও!

পুরাণো প্রেম

ভুল্‌ব ভেবে ভুল করেছি,
ভোলা অত সহজ নয় ;
অনেক দিনের অনেক দুখের
ভালোবাসায় অনেক সয়!
পরশখানি বুকের কাছে
এখনো হায় জড়িয়ে আছে,
ছড়িয়ে আছে সবার মাঝে,
জড়িয়ে আছে জগৎময়!
হাসি খেলায় চোখের জলে
জড়িয়ে আছে নানান্‌ ছলে,
শুন্‌লে পরে মধুর স্বরে
হঠাৎ মনে তারেই হয়!
জড়িয়ে আছে ফুল তোলাতে,—
শ্রাবণ নিশির হিন্দোলাতে,
তন্দ্রাময়ী জ্যোৎস্না সাথে
স্বপ্নে এসে কথা কয়!

গান

আহা কারে দেখে আঁখিতে আর
পলক পড়ে না?
সে তো চলে গেল চেয়েই,—যেন
নাহিক চেনা!
বাধা পেয়ে মনের কথা
রয়ে গেল মনেই গাঁথা,
অভিমানে অন্ধ হিয়া,
অশ্রু ঝরে না!

মধু ও মদিরা

বাঞ্ছিত ধন পেলে না? তবু তো
সঙ্গী পেয়েছ, হায়!
মধু মিলিল না? পাত্র তোমার
ভরি' লহ মদিরায়!
ব্যথার চিহ্ন দিয়ো না লাগিতে,
অশ্রু নিবারো উতরোল গীতে,
অধরের হাসি নয়নের আলো
নিবিয়া যেন না যায়।

থাক তুমি থাক চিরদিন সুখে,
থাক কৌতুক-বিকশিত মুখে,
গরল ভখিয়া পাগল কে হ'ল
কি ফল ভাবিয়া তায়।

প্রেম-ভাগ্য

ভালোবেসে কাছে গিয়ে
ফিরেছিস্‌ ব্যথা নিয়ে
অশ্রুভারে কেঁপেছে নয়ন,
শুকায়ে উঠেছে হাসি
শুকায়েছে পুষ্পরাশি
বাসি হ'যে গিয়েছিস, মন!
অকালে দিয়েছে দেখা
ভালে দুর্ভাবনা-লেখা,
মন তুই হয়েছিস্‌ বুড়া,
আর পাগলের প্রায়
ফিরিস্‌ নে পায় পায়,
নিরালায় জুড়া তুই জুড়া।
ভালো যারা বাসিবার
বাসুক্‌ বাসুক্‌, আর
ভালোবাসা-পেয়ে খুসী হোক্‌,
ভাঙা তরী বেয়ে বেয়ে
তাদের পিছনে ধেয়ে
তুই মিছে রাঙাস্‌ নে চোখ্‌।
ব্যথা পেয়ে অভিমানে
ব্যথা তুই কারো প্রাণে
দিস্‌নে রে ফেলিস্‌ নে শ্বাস,
কিবা উন্মাদের মত
ওরে চির প্রেম-ব্রত!
করিস্‌ নে প্রেমে পরিহাস।
চলে আয় চলে আয়
পায়ে কাঁটা দলে আয়
কোলাহল ছেড়ে একা বোস্‌,
ভালোবাসা-ভাগ্য নিয়া
যারা ফেরে এ দুনিয়া
তুই রে তাদের কেউ নোস্‌।
যে ফিরেছে দেশে দেশে
আজীবন ভেসে ভেসে
অতলের কোলে তার ঘর,

ছল ছল আঁখি যার
পরাণ সরস তার
তার কাছে মরণ সুন্দর।

প্রেমের প্রতিষ্ঠা

তবে রচনা কর
ওই গগন 'পর
হায় প্রেমের লাগি'
পাত আসন, ও!
যদি ধরণী 'পরে
প্রেমে ম্লানিমা ধরে
যদি বিরূপ আঁখি
করে শাসন, ও!
যদি সাধের মালা
ফেলে চলিয়া যায়,
প্রেম ভুলিয়া যায়,—
যদি বাহুর পাশ
মানে রাহুর গ্রাস
কঠিন ফাঁস,
যদি আঁখির দিঠি
আঁখি- সলিলে ছায়,—
তবে ফিরাও আঁখি
হায় ব্যথিত পাখী
তুমি ফির একাকী,
ওই নীল পাথারে
দাও নির্বেদিয়া, রে!
ওই ব্যাকুল হিয়া
কল- ভাষণ, ও!

গান

হায় ভালোবাসার আলয় সে যে
চির স্বপনে!
আমি বাঁধিতে তায় চেয়েছিলাম
জীবন-পণে।
সে সুখের বুকে কেঁদে উঠে
দুখের পায়ে পড়ল লুটে,
জ্যোৎস্না-রাতে এসে, মিশে
গেল তপনে।

তোড়া

দুধের মত, মধুর মত, মদের মত ফুলে
বেঁধেছিলাম তোড়া,
বৃন্তগুলি জরির সুতায় মোড়া!
পরশ কারো লাগ্‌লে পরে
পাপ্‌ড়ি পড়ে খুলে,—
তবুও আগাগোড়া ;—
চৌকী দিতে পারলে না চোখ্ জোড়া ;
দুধের বরণ, মধুর বরণ, মদের বরণ ফুলে
বেঁধেছিলাম তোড়া!

মধুর মত, দুধেব মত, মদের মত সুবে
গেয়েছিলাম গান,
প্রাণের গভীর ছন্দে বেপমান!
হাল্কা হাসিব লাগ্‌লে হাওযা
যায় সে ভেঙেচুরে,
তবুও কেন প্রাণ
ছড়িয়ে দিলে গোপন মধু তান!
মধুর মত, মদের মত, দুধেব মত সুবে
গেয়েছিলাম গান।

মধুর মত, মদেব মত, অধীর করা রূপ
বেসেছিলাম ভালো,
অরুণ অধর, ভ্রমর আঁখি কালো!
নিশাসখানি পড়লে জোবে
হ'তাম গো নিশ্চুপ,—
সে প্রেমও ফুরা'ল!
নিবে গেল নিমেষহারা আলো!
মধুর মত, মদেব মত, অধীর-কবা রূপ
বেসেছিলাম ভালো।

একের অভাব

পুরাণো মোর মরম-বীণায়
এক্‌টি তার আর বাজে না রে
একটি তারের নীরবতায়
বিকল করে সকল তারে!
যে সুর বাজাই বেসুর লাগে,
কোথায় যেন কসুর থাকে ;
জমে না হায় গান থেমে যায়
পরাণ-ভরা হাহাকারে।

বর্ষ-বিদায়

আমের মুকুল ঝরিয়া আজিকে
মিশেছে নিমের ফুলে,
ম্লান হাসিটুকু কাঁপিছে অধরে
অশ্রু আঁখির কূলে।
প্রাণ করে হায় হায়,
বরষের পথ সঙ্গে যে ছিল
সে আজ চলিয়া যায়।

কত না তারার খণ্ড-জোছনা
কত স্নেহ, কত প্রীতি,
কত ভ্রূণ আঁখি চেয়ে আছে কত
তিক্ত-মধুর স্মৃতি ;
কত আশা কত ভয
কতই গরব, কত সে কুণ্ঠা—
ফুল-কণ্টকময়।

বকুল ঝরিয়া যায় গো মরিযা
পিছনে কিছু না রাখি',
সাবা যামিনীর সাথী যে প্রদীপ
স্তিমিত তাহার আঁখি ;
বুক ভরে হাহাকারে,
লূতার লালায লিপ্ত কুঁড়িটি
পাপ্‌ড়ি মেলিতে নাবে।

কিশোর আশার কিশলয় ভেঙে
স্মৃতি আজ বাঁধে নীড়,
দুর্ব্বল মনে সংশয আর দুর্ভাবনার ভিড়
ব্যসন কলহ, ক্লেশ
ব্যথিছে আজিকে সারা বরষের
বিষ-ভরা বিদ্বেষ।

অঞ্জলি করি' সুন্দরী ঊষা
যে সোনা গেছিল ঢালি'
নিশীথের কালো নিকষে কষিতে
সকলি কি হ'ল কালি?
জগতের আনাগোনা
সে কি হ'ল শেষে অশ্রুজলের মত
আগাগোড়া লোণা?

অতসী-অশোক গাঁথিতে কি হায়
গেঁথেছি অপরাজিতা?
প্রাণের স্ফটিক পাত্রে ঢেলেছি
মিঠার সঙ্গে তিতা?
বিশ্ব কি বিস্বাদ?
একি ভুল নয়?—এই বিষময়
মোহময় অবসাদ?

ঝরা ফুল পাতা মাটি হ'য়ে যায়
জাগে তায় অঙ্কুর,
মৃত্যু প্রবল করে উজ্জ্বল
জীবনের ক্ষীণ সুর।
ওরে নাই নাই শোক,
ত্যজিছে আবাব অনন্ত তার
বরষের নির্ম্মোক!

ঘণ্টা পড়েছে নাট্যশালায়
নূতন পর্দ্দা উঠে।
নব নব নীড় উঠিছে গড়িয়া
শামুকের দেহ-পুটে।
পুরাতন অবসান,
তারার কিরণ-সঙ্গমে ফিরে
আজিকে পুণ্য-স্নান!

নব-জীবনের বিদ্যুৎ—সে যে
বেদনার বুকে খেলে,
শিকড় কাটিতে ডর নাহি যার
সফলতা তারি মেলে?
মরণ মরণ নয়,
জীবন-শিখার গোপন আধারে
ক্ষযহীন সঞ্চয।

নিমফুল আর আমের মুকুল
চুমে আজ ধূলিকণা,
তিক্ত আভাসে বক্ষে ধরিছে
মধুর সম্ভাবনা ;
পুরাণো চলিয়া যায়,
অশ্রু-সজল মৌন পরাণ
নূতনের পথ চায়!

বর্ষ-বরণ

এস তুমি এস নূতন অতিথি!
ঊষার রতন প্রদীপ জ্বালি'

রৌদ্র এখনো হয়নি অসহ
এখনো তাতেনি পথের বালি।
মধুযামিনীর মোতিহার ছিঁড়ে
ছড়ায়ে পড়েছে মহুয়া ফুল,
তোতার তুতিয়া রঙের নেশায়
বনভূমি আজ কী মশ্‌গুল!
রেশ্‌মী সবুজে সাজে দেবদারু
পশ্‌মী সবুজে রসাল সাজে,
আবৃত ধরার কিশোর-গরব
সবুজের মখ্‌মলের মাঝে।
কত ফুল আজি পড়িছে ঝরিয়া,—
পড়ুক ঝরিয়া নাহিক ক্ষতি ;
হাল্‌কা হাওয়ার দিন সে ফুরাল,
উদিল জীবনে তপের জ্যোতি।
বসন্ত আজ মাগে অবসর
যৌবন-শোভা পড়িছে ঝরি' ;
চির-নবীনের ওগো নবদূত!
তোমারে আজিকে বরণ করি।
এস গো মৌন! মর্ত্ত্য-ভুবনে
নীরব চরণে এস গো চ'লে,
তন্দ্রা-তরল স্বচ্ছ আঁধার
উঠিছে দুলিয়া হাওয়ার দোলে।
ওগো পুরনারী ভরি' হেমঝারি
চন্দন-বারি ঢালো গো ঢালো ;
শিরীষ ফুলের পেলব কেশর
আকাশে বিছায় ঊষার আলো।
এস গো নূতন! রাজার মতন
এস আলোকের চতুর্দ্দোলে ;
অশোকের ফুলে বুলে মধুকর
আমের কুঞ্জে কোকিল ভোলে।
আদি প্রভাতের প্রসন্ন প্রভা
পরাণে আবার মিলাও আনি',
ভুলায়ে দাও গো শোচন রোদন
পুরাণোর পরে পর্দ্দা টানি'!
বাসি স্বপনের কজ্জল-লেখা
হয়তো নয়নে রয়েছে লাগি' ;
তাম্বুল-রাগ রয়েছে অধরে,
সে ত্রুটির ক্ষমা নীরবে মাগি।
মঙ্গলারতি করিছে পাখীরা
চামেলি বরিষে লাজাঞ্জলি,
পুণ্যাহ! ফিরে এস গো জীবনে
প্রভায় ভুবন সমুজ্জ্বলি'।
উঁচু সুরে বেঁধে তুলেছি সেতার
বাজাও তাহারে যেমন খুসী,
দীপকে, বাহারে, মেঘে, মল্লারে,
কখনো হাসিয়া কখনো রুষি'।
চন্দন-লেখা দ্বারে দ্বারে আজি
বন্দন-মালা দুলিছে বায়ে,
পেযারা-ফুলের রেশ্‌মী মিঠাই
ছড়ায়ে পড়িছে দখিণে-বাঁয়ে।
উৎসব-সুরে বাঁশী বাজে পুরে
অতিথি আলয়ে এস হে তবে,
সাক্ষী দেবতা, তোমায আমায
সপ্তপদীর অধিক হ'বে।
রৌদ্র তখন রহিবে না মৃদু,
তাতিয়া উঠিবে পথের বালি,
তবু এস তুমি, অজানা পথিক!
আশার রতন প্রদীপ জ্বালি'।

চম্পা

আমারে ফুটিতে হ'ল
বসন্তের অন্তিম নিশ্বাসে,
বিষণ্ণ যখন বিশ্ব
নির্ম্মম গ্রীষ্মের পদানত ;
রুদ্র তপস্যার বনে
আধ ত্রাসে আধেক উল্লাসে,
একাকী আসিতে হ'ল—
সাহসিকা অপ্সরার মত।

বনানী শোষণ-ক্লিষ্ট
মর্ম্মরি' উঠিল একবার,
বারেক বিমর্ষ কুঞ্জে
শোনা গেল ক্লান্ত কুহুস্বর ;
জন্ম-যবনিকা-প্রান্তে
মেলি' নব নেত্র সুকুমার
দেখিলাম জলস্থল,—
শূন্য, শুষ্ক, বিহ্বল, জর্জ্জর।

তবু এনু বাহিরিয়া,—
বিশ্বাসের বৃন্তে বেপমান,—
চম্পা আমি,—খরতাপে
আমি কভু ঝরিব না মরি';
উগ্র মদ্য সম রৌদ্র,—
যার তেজে বিশ্ব মুহ্যমান,—
বিধাতার আশীর্ব্বাদে
আমি তা' সহজে পান করি।

ধীরে এনু বাহিরিয়া,
ঊষার আতপ্ত কর ধরি';
মূর্চ্ছে দেহ, মোহে মন,—
মুহুর্মুহু করি অনুভব!
সূর্য্যের বিভূতি তবু
লাবণ্যে দিতেছে তনু ভরি';
দিনদেবে নমস্কার!
আমি চম্পা! সূর্য্যেরি সৌরভ।

বকুল

বোঁটার বাঁধন অনায়াসে খুলি'
সহজে ঝরি;
আমরা বকুল অতি ছোটো ফুল
ধুলায় মরি!

আমরা হাসিনে ভুবন ভরিয়া
রূপের জাঁকে,
সহজে মাটির মত হই, তবু
গন্ধ থাকে!

রসের জোগান—বোঁটায় সে নাই
বুকেতে আছে,
তাই থাকে বাস জীবনে-মরণে,—
আগে ও পাছে।

কমল শুকালে সেও দ্যায় পীড়া
ঘাসের বাসে,
আমরা শুকাই—ধুলা হই, তবু,
গন্ধ ভাসে।

নিজে আছি পুরা নিজে মশ্‌গুল
দিবস রাতি,
আমরা বকুল ছোটো ফুল,—নাই
রূপের ভাতি।

আকন্দ ফুল

স্ফটিকের মত শুভ্র ছিলাম
আদিম পুষ্পবনে,
নীল হ'য়ে গেছি নীলকণ্ঠের
কণ্ঠ-আলিঙ্গনে!
বিষাদের বিষ ভখিয়া পেয়েছি
গরলের নীল রুচি,
স্থাণুর খেয়ানে পেলব এ তনু
হয়েছে পাথর-কুচি।
রুদ্র নিদাঘে খর বৈশাখে
রুদ্রেরি পূজা করি',
আধ-নিমীলিত পাপ্‌ড়ি আমার
ঢুলুঢুলু আঁখি স্মরি'।
নীলকণ্ঠের কণ্ঠ ঘিরিয়া
সর্পেরি আনাগোনা,—
আমি তারি সনে আছি একাসনে;—
পেয়েছি প্রসাদ-কণা!

শিরীষ

মাথার উপরে সূর্য্য জ্বলিছে,
ঘিরিয়া রয়েছে তপ্ত হাওয়া,
কৃচ্ছ্রসাধন জীবন আমার
শান্তি কোথাও গেল না পাওয়া।

মৌমাছিটিরে দিতে পারি ছায়া
এমন আমার পাপ্‌ড়ি নাহি;
হায়! শিরীষের দৃঢ় বন্ধন!
সুলভ মরণ পাইনে চাহি'।

আশার পাপ্‌ড়ি মরমে মরিয়া
ফুটিল জীর্ণ কেশর রূপে,
মধুপানে এসে মৌমাছি শেষে
মূরছি' পড়িল ধূলির স্তূপে!

দুঃসহ দুখে কলিজা ছিঁড়িয়া
বাহিরায় যেন রক্ত নাড়ী,
পলক পড়ে না রক্ত আঁখিতে
তবু তো জীবন গেল না ছাড়ি'।

এ কি বেঁচে থাকা—এই কি জীবন?—
বুঝাতে বেদন নাহিক ভাষা ;—
চিতার অনলে অবশ্য আরাম,
মরণের বুকে অ-মৃত আশা।

পুষ্পের নিবেদন

ওগো কালো মেঘ! বাতাসের বেগে
যেয়ো না, যেয়ো না, যেয়ো না ভেসে ;
নয়ন-জুড়ানো মুরতি তোমার,
আরতি তোমার সকল দেশে!
আকাশের পথে ক্ষণেক দাঁড়ায়ে
পিপাসা বাড়ায়ে যেযো না চ'লে,
গদগদ ভাষে কি কহ?—আভাসে
পারি না বুঝিতে, যাও গো ব'লে!
কি বেদনা, মরি, গুমরি' গুমরি'
উঠিছে তোমার হৃদয়-দেশে?
তৃষিত ফুলের তৃষ্ণা জুড়াও
দাঁড়াও ভুবন-ভুলানো বেশে।
করুণ তোমার কালো আঁখি হ'তে
দুটি ফোঁটা জল পড়িল ঝ'রে!—
ব্যথা পাও যদি, তবে, কেন যাও?
দাও গো মোদের পরাণ ভ'রে।
আঙুর-দোলানো অলকে তোমার
লেগেছে স্বপন-বুলানো হাওয়া,
হে চির-শরণ! জীবন-মরণ!
তোমার পানে যে যায না চাওয়া!
হের পাণ্ডুর বনভূমি আজ,
পাখীদের সুরে কত কাকুতি,
বজ্রের ভয রাখে না কেবল
কামিনী, কদম, কেতকী, যূথী!
ওগো কালো মেঘ! দাঁড়াও দাঁড়াও,—
বারেক দাঁড়াও যেয়ো না ভেসে,—
ধূলায মলিন, পিপাসায় ক্ষীণ
দগ্ধ-জীবন দিনের শেষে।

কদম আবার উঠুক্ পুলকি',
কেতকী উঠুক্ কণ্টকিয়া,
কামিনীর শাখে যে স্বপন জাগে
তাহারে সফল করগো পিয়া।
গভীর তোমার কাজল নয়নে
ছলছলি' জল পড়িছে এসে,
তপ্ত বনানী ডাকিছে তোমায়,—
দাঁড়াও ক্ষণেক ফুলের দেশে।

কালো

হায় সখী কালো ভালোবেসে ফেলেছি!
কালো যমুনারি জলে প্রাণ ঢেলেছি!
বিজুলি-জুড়ানো রূপে
আমি যে গিয়েছি ডুবে,
কালো আঁখি-তারা ল'য়ে আঁখি মেলেছি।

নব মেঘোদয়ে

কপোত! উড়িয়া যা রে শুভ্র পাখা মেলি'
প্রচ্ছায় মেঘের নীল ঘন পক্ষ-তলে,
ডুবে যা' মিশে যা' তুই সুখে কর কেলি
অস্খলিত পরিণত বৃষ্টি বিন্দু-দলে।
পাণ্ডুর তালের শ্রেণী হোক রোমাঞ্চিত,
ভযে পাংশু হোক ধরা ; কিবা ক্ষতি তায়?
আছে যার উড়িবার সোয়াদ বিদিত
উড়িবে সে না ডরিযা বজ্র-বেদনায।
নয়ন জুড়ায়ে দেবে নব নীলাঞ্জন,
পাওযা যাবে সারা দেহে চকিত পরশ ;
শিহরি' বাদল হাওয়া দিবে আলিঙ্গন
অঙ্গে অঙ্গে সঞ্চারিয়া অমৃতের রস!
ভবন-বলভী-তলে এ হেন সময়ে
কে রহিবে সুপ্ত, হায়, নব-মেঘোদয়ে!

নব-পুষ্পিতা

আহা! ওইখানে তুই থাকিস্! ও জুঁই
লুকাস্ নে খানিক!

তোর জ্যোৎস্না-হানা হাসিতে আজ
ফুটল কি মাণিক!
নূতন যেন দেখিস্ ধরা,—
বিনি-মদের নেশায় ভরা!
সাঁঝের কুঁড়ি! সৌরভে তোর
ভুবন অনিমিখ্!

বরষার ধারা-যন্ত্র-ভবনে খুলেছে কল,
চল্ সখী মোরা তরুণ এ তনু
জুড়াই চল্।

শিথিল ক'রে দে সবুজ আঙিয়া
আজ বিকালে,
কিসের সরম মেঘে ঘেরা এই
রংমহালে?

আঁধার কানন আলো করি আয়,
বন-জোসিনী!
আয় সুবাসিনী, আয় গো অমলা,
সন্তোষিণী!

হৃদয়ের মধু-গন্ধ-গেহের খুলেছে চাবি,
ঘোমটা খুলিতে নয়ন মেলিতে
আর কি ভাবি?

দুয়ারে দাঁড়ায়ে সঙ্কেত করে সন্ধ্যা-দূতী,
প্রাবৃটের রংমহাল-বাসিনী রূপসী যূথী!

হৃদয়ের মধু-গন্ধ-গেহের খুলে দে কল,
বরষার ধারা-যন্ত্র-ভবনে চল্ গো চল্!

কেলি কদম্ব

মেঘ্লা মেদুর আলো স্মৃতির ভুবনে,—
যেথায় কালিন্দী ধারা বয়ে যায় ধীরে,—
আমি ফুটি সেইখানে; সজল পবনে
প্রথম যে শান্তি-জল আমি ধরি শিরে।

আমারে ঘিরিয়া চির রাস-রসোল্লাস,
প্রতি রোম-কূপে মোর মিলন-মাধুরী;
সুষমা-সৌরভে মিল,—অপূর্ব্ব বিকাশ,
কাঞ্চনে মণিতে মিল, লাবণ্যের ঝুরি!

পুলক-অঞ্চিত আমি জনমে জনমে,
স্মরণ-সরণী 'পরে, প্রাবৃটের পুরে!
মিশায়েছি গোরোচনা চন্দনে বিভ্রমে,—
মেখেছি ললাটে তাই—দেখেছি বঁধুরে!

ওগো বন্ধু! ওগো মেঘ! শ্যামল! শীতল!
আমি চির আনন্দের অখণ্ড-মণ্ডল।

"পুরবৈঞা"

বহিছে পূরব হাওয়া পূরবী তানে!
ক্লান্ত আঁখিতে সুখ-তন্দ্রা আনে!
সাঁঝের স্বপন লাগে মেঘের রাশে,
আধ-সুখে ভরে বুক আধ-তরাসে!
গুরু গরজন,
ধারা বরষণ,
হরষে রসায় তরু-লতা-বিতানে!

শ্রাবণী

নব গৌরবে রজনীগন্ধা
কুসুমদণ্ড তুলিল!
শাখায় শাখায় সুখ-সৌরভে
নব কদম্ব দুলিল!
আকাশে বাতাসে
সলিল-কণিকা নাচে গো,
কামিনী যূথীর
উরসে মরণ যাচে গো;
ঝিল্লীমুখর পল্লীভবন,
স্বপ্নভুবন খুলিল!

কামিনী ফুল

ক্ষণিক বরষণে সজল পরশনে
ফুটি গো বনে বনে কামিনী ফুল;
সাঁঝের অবসরে ক্ষণেক বায়ুভরে
দুলি গো শাখা 'পরে দোদুল্ দুল!

তারে দেখ্‌তে পেলেই করবে রাণী
শূঁড়ে তুলে তুল্‌বে মুড়ে!
ওগো তারি লাগি বাজছে বাঁশী
পরাণ ব্যেপে ভুবন জুড়ে!

সুধা

সুধা আছে গো কোথা?
কেবা জানে বারতা?
আছে কোন্‌ সুদূরে—
কোন্‌ স্বরগ-পুরে!

হায় কোন্‌ নিঝরে
সুধা নিয়ত ঝরে?
সে কি হরে গো ক্ষুধা—
সেই স্ববগ-সুধা!

সে কি পিপাসা হরে?
সে কি অমর করে?
হায়! তাহারি তরে
মন কাঁদিয়া মরে।

আমি শুনেছিনু রে
সুধা আছে সুদূরে
কোন্‌ স্বরগ-পুরে,
তাই মরেছি ঘুরে।

ঘুরে মরেছি একা,
তবু পাইনি দেখা!
শেষে তোমারে পেয়ে
প্রাণ উঠিল গেয়ে!

করি' তোমারে সাথী
চোখে জাগিল ভাতি!
মোর টুটিল রাতি
মন উঠিল মাতি'।

সুধা ছিল নিঝুমে,—
বুঝি মগন ঘুমে,—
তব প্রথম চুমে
এল মরত-ভুমে!

ক্ষুধা নিল সে হরি'
দিল অমর করি'
সুধা পড়িল ঝরি'
এই ভুবন 'পরি!

সে যে নিকটে আছে,—
আছে তোমারি কাছে,—
আগে জানিনি তাহা,
ঘুরে মরেছি আহা!

সুধা স্বরগে আছে,
আছে তোমার কাছে;
তবে স্বরগ-ভূমি
সে কি! তুমি গো তুমি।

সুধা অধরে রহে,
শুধু স্বরগে নহে,
তাই জগত বাঁচে,
মোর হৃদয় নাচে!

সুধা আছে তোমাতে,
আছে মিলন-রাতে;
সুধা প্রথম চুমে
নেমে এসেছে ভুমে।

আমি জানি বারতা,
আমি জানি সে কথা,
চির- নীরব স্রোতে
সুধা বহে মরতে।

তাই শিশুরা হাসে,
চাঁদ হাসে আকাশে,
তাই ফাগুন আসে
ফিরে বনের পাশে!

সুধা মিঠার মিঠা!
ফুল- মধুর ছিটা!
সুধা পরাণ ভরে,
সুধা নিঝরে ঝরে!

সুধা হরে অবসাদ,
হরে সকল বিষাদ;
সুধা দেবতার সাধ,
সুধা অগাধ! অগাধ!

গান

আমার যাহা ছিল আপন ব'লে,
আনিয়া দিয়াছি ও চরণতলে।
এ তন্ব মন ভরি'
এবে বিহরে, মরি,
তোমারি সৌরভ শতেক ছলে!

কৃষ্ণকেলি

পরীর ছেলেরা বিনিস্বতে যবে
ওড়ায় ফড়িং-ঘ্বড়ি
দ্বপ্বরের সেই আলোকের প্বরে
আমরা অফ্বট কু'ড়ি ;
সন্ধ্যার হাওয়া বহিলে ভুবনে
তবে সে ঘোমটা খ্বলি,
আঙিনার কোলে ভাঁজে ভাঁজে খোলে
রঙীন পাপড়িগ্বলি!
আমরা কৃষ্ণকেলি,
কাহারো পরনে জর্দ্দা তসর
কাহারো বা রাঙা চেলি!

আকাশ-বাহিনী মন্দাকিনীর
সোণার কিনার জ্বড়ি'
পরীর মেয়েরা মিলিয়া গ'বড়ায়
পঞ্চবরণ গ'বড়ি ;
সোণার পইঠা 'পরে বসি' তারা
প্রজাপতি ব্রত ক'রে
পঞ্চবরণ মাথায় যখন
প্রজাপতি ধ'রে ধ'রে ;—
তখন নয়ন মেলি,
পঞ্চবরণ ঘাঘরিতে সাজি
কিশোরী কৃষ্ণকেলি।

চাঁদ হেন বর আসে গো যখন
শাঁখ বাজে ঘরে ঘরে,
সন্ধ্যা-বালিকা কপালে কপোলে
ক'নে-চন্দন পরে,
সব্বজ ডুলিতে আসি মোরা সবে
বর বরণের লাগি'
এয়োর কর্ম্ম আমরাই করি
আমরা বাসর জাগি!
আমরা কৃষ্ণকেলি,
সন্ধ্যামণির সঙ্গিনী মোরা
আঁধারে নয়ন মেলি।

প্বষ্প-মেঘ

ওগো শরতের শ্বক্ল শশী!
কোন্ দেশে আজি দ্বষ্টি তোমাব
কি ভাবো না জানি একেলা বসি'!
তোমার অমল অমেয় অমিয়া
মেঘ-মল্লিকা হ'তেছে জমিয়া,
আমি চেয়ে আছি,—অম্বত-খণ্ড
ভূতলে কখন্ পড়িবে খসি'!
দ্বরে দ্বরে তারা স্বপনে মিলায়,—
কত ভঙ্গীতে, ছন্দে, লীলায়!
নিশিদিশি তারা দেশে দেশে ব্বঝি
মন্দার-কলি যায় বরষি'।
ওগো নিশীথের মৌন শশী!

শরতের প্রতি

হৃদয়-জয়ের বাজিযে বাঁশী
দিগ্বিজয়ী! কোথায় যাও?
দাঁড়াও, তোমার দেখি খানিক,
নয় তো আমায় সঙ্গে নাও!
ডাক দিয়েছ একেবারে
সকল ঘরের দ্বারে দ্বারে,
কুবের-প্বরীর সোণার রাশি
দ্বারে দ্বারেই ল্বটিয়ে দাও!
আর্দ্র মেঘের স্নিগ্ধ কোলে
বিদ্বতে ঘ্বম পাড়াও ছলে,
সোণার ত্বলি ব্বলিয়ে ধানে
ঢেউয়ের তানে দ্বলিয়ে যাও!
পদ্মফ্বলের মধ্যিখানে
হঠাৎ হ'লে মগন ধ্যানে,
কুড়িয়ে পেয়ে পরশমণি
বিলিয়ে দিলে হায় গো তাও!
দিগ্বধ্বরা তোমার তরে
চন্দ্রালোকের চাঁদোয়া ধরে,
কাশের কুস্বম হেলায় চামর
বন্ধ্ব! হেথায় বারেক চাও।

পদ্মের প্রতি

যখন প্রথম প্রভাত-রবি
দৃষ্টি হানে তোমার 'পরে,
বল দেখি কমল! তোমার
প্রাণের ভিতর কেমন করে?
সকল মধু-গন্ধ-হাসি
প্রাণের অফুট স্বপন রাশি
ফুট্‌তে গিয়ে একেবারে
ওঠে নাকি অশ্রু ভ'রে?
আমি আপন হৃদয় দিয়া,—
বুঝতে পারি তোমার হিয়া,—
বুঝতে পারি আলোয প্রেমে
কমল হৃদয় জীয়ে মরে।

লীলাকমল

মৃত্তিকা সাথে বাঁধা আছি আমি
জলেরো সঙ্গে আছি,
তবু আলোকের মুক্তি-লোকেতে
পোঁছিয়া যেন বাঁচি!
মৃণালের ক্ষীর সম্বল করি'
সলিল ফুঁড়িয়া উঠি,—
নিশ্বাস রুধি' দীর্ঘ যামিনী
কঠিন করিয়া মুঠি।
অরুণের মৃদু পাণির পরশে
পরাণ ভরিয়া ওঠে,
শিথিলিয়া মুঠি আলোকের দান
শতদল হ'য়ে ফোটে!
ধ্যানের দেবতা প্রাণে আসে মোর
ধারণায় মিশে ধ্যান,
অনুভবে জানি পাঠায়েছে রবি
আলোর অভিজ্ঞান!
উষারাণী আসি আল্‌তা পরায়
ডালিমের রাঙা রসে,
শফরী লীলায় সমীর প্রবাহ
শরীরে পরাণে পশে!
সবুজ টগর টোপা পানাগুলি
দীঘির বুকেতে সাজে,
হিল্লোল-তালে সলিল-আলয়ে
হিন্দোল রাগ বাজে!
ঢেলে যায় রবি ধ্যানের সুরভি
গভীর এ মম মনে,—
অসেচ হরষ অমর্ত্ত্য রস
আলোর আলিঙ্গনে!
অতি অদ্ভুত মৃদু বিদ্যুৎ
উঠে মুহু রণরণি'
হৃদয়ে চরণ রাখেন দেবতা,—
পদ্মের মাঝে মণি!
তার পরে ধীরে আকাশ মুকুরে
আলো হ'য়ে আসে আলা,
ঝরে যায় দল, জীবনের শুধু
অবশেষ জপমালা।
ভকতি-সাধন আমি গো তখন
পুষ্পের মহারাণী,
প্রেমিকের লীলাকমল, মরাল-
মধুপের রাজধানী।
মাটির সঙ্গে বাঁধা আছি আমি
আছি গো জলের সাথে,
তবু আলোকের অভিসারে, করি
যাত্রা তিমির রাতে!

কুমুদ

চাঁদের চুমায় জাগিয়া উঠেছি
বিথারি' অমল ছত্র,
আমি কুমুদিনী নৈশ-বাতাসে
খুলেছি সুরভি-সত্র!
অন্ধ ভ্রমর বন্ধ রয়েছে
মুদিত কমল-বক্ষে,
জোনাকী আমার বন্ধু এসেছে
জোছনা আহরি' পক্ষে!
গোপন করেছে প্রাচীন রোহিত
তার হরিহর মূর্ত্তি,
আলোক-লিপ্ত লহরে এখন
জাগে শফরীর স্ফূর্ত্তি!
কূলে দেউলের অঙ্গে লেগেছে
সময়ের মসী চিহ্ন,
আমার বঁধুর অমল পরশে
সে মসী ছিন্নভিন্ন।

চির-দক্ষিণ নায়ক—আমার
মরম বুঝিতে দক্ষ ;
সুষমা যে শোষে দস্যুর মত
কে চাহে তাহার সখ্য!
সূর্য্যেরে আমি দূর হ'তে নমি,
ভালবাসি আমি ইন্দু,
লক্ষ যোজন দূরে থেকে মোরে
দেছে সে অমৃত বিন্দু।

গান

শেফালি গো! সন্ধ্যা গেলো,
মুকুল ফুটাও!
সুরভি ছিটাও পবনে উঠাও—
ভুবনে ছুটাও!
মুকুল ফুটাও!
আঁধার গলে জ্যোৎস্না-জলে ;
তুমিও গলাও—
হাওয়ারে,—দুলাও! তন্দ্রা বুলাও।
পরাণ ভুলাও!
গন্ধ বিলাও!
গন্ধ লুকাও, আবার লুটাও
গন্ধ ছুটাও!
মুকুল ফুটাও!

শেফালি

যখন তিমিরে ভাঁটা পড়ে আসে
জেগে জেগে ওঠে ডাঙা,
উষার ছবিটি বুকে ধরি' যবে
মেঘের মুকুর রাঙা ;
সুপ্ত শিশুর হাসি সম যবে
প্রভাতের সরোবরে
প্রথম-আলোক-পরশ-পুলকে
মৃদু লেখা সঞ্চরে,
তখনি আমরা ঝরি,—
শরতের নব শিশিরের সনে
ঘন তৃণ বন 'পরি।

নামি গো নীরবে একে একে, যবে
তারা ঝরে যায় নভে,
ভ'রে তুলি বন মৃদুল পবন
সুকুমার সৌরভে।
থেকে থেকে মোরা ঝরে ঝরে পড়ি
শরতের ফুলঝুরি
বিথারি' অমল ধবল পক্ষ,
অরুণ-বদন হুরী।
মোরা সবে ছোটো ছোটো
অরুণ-পূর্ব্ব অমল-প্রকাশ
শারদ দিনের 'ফোটো'!

একটি স্থলপদ্মের প্রতি

মেঘ্‌লা দিনের মলিন কমল!
অধরে তোমার একি গো হাসি!
জীবন-দিবার অবসানে বুঝি
খেয়ালে শুনেছ আশার বাঁশী!
রবি সে ডুবিল, উঠিল না,
তোমারি মাধুরী ফুটিল না,
সমুখে নিশার অন্ধ প্লাবন,
পিছনে মেঘের কালিমা-রাশি।
ফুটিলে না তবু ঝরিবে
মুকুল-জীবনে মরিবে
অস্ত-ক্ষণের ক্ষণিক কিরণে
তবু মৃদু হাসি উঠিছে ভাসি!
একি আকুলতা! পুলকে
দুলিছে সাঁঝের আলোকে!
মেঘের নয়ন এল ছলছলি'
তবু তুমি একি হাসিছ হাসি!

নীলপদ্ম

আমি দেবতার অনিমেষ আঁখি
জেগে আছি দিনযামী,
আমি কামনার নীল শতদল
মর্ত্ত্যে এসেছি নামি'।
সৌরভে মম অকূল পাথারে
নাবিকেরা পায় দিশা,
সূর্য্য-পরাগ গর্ভে ধরেছি
আমি সুনিবিড় নিশা!

আমি চির শুভ, আমি চির ধ্রুব
চলৎ-লহর বুকে,
আমি জগতের অন্তরাত্মা
রয়েছি ধেয়ান-সুখে!
সোণার সুতায় বাঁধিয়া রেখেছি
শ্যামল পাপ্‌ড়িগুলি,
সাগরে বসতি করি নিতি, তবু,
ঢেউয়ে ঢেউয়ে নাহি দুলি।

শতদল

আজিকে কেবল ওগো শতদল!
মৃদু হিল্লোলে দোলা,
দিকে দিকে দিকে পাপ্‌ড়িগুলিকে
একে একে একে খোলা।
থেমে গেছে ঝড় থেমেছে বাদল,
আকাশে না বাজে মেঘের মাদল,
বাতাস মৃদুল শেফালি দোদুল
স্বপনে আপন-ভোলা!
ওগো শতদল আজিকে কেবল
হিল্লোল-ভরে দোলা।

সীস্‌মহলের রূপসী দলের
ঘোম্‌টা আজিকে খোলা!
মাথার উপরে তক্‌ তক্‌ করে
আকাশের পরকোলা!
দিকে দিকে ওড়ে গেরুয়া নিশান,
দিকে দিকে ওঠে গম্ভীর গান;
দিগ্বিজয়ীর যতগুলি তীর
তূণীরে সে আজি তোলা;
সীস্‌মহলের রূপসী দলের
অবগুণ্ঠন খোলা!

নাই আর আজি নীপে ভরা সাজি
ঝুলনের হিন্দোলা;—
মনের হরষে ডালিমের রসে
গোলাপী কাজল গোলা!
পেখম ধরে না ময়ূর আজিকে
কোকিলের তান নাই দিকে দিকে,
উদাসীন প্রায় আছে নিরালায়
হতবাক্‌ হরবোলা;
নীপে ভরা সাজি নাই আর আজি,
নাই ঝুলনের দোলা।

ওগো শতদল! আজিকে কেবল
সব কোলাহল ভোলা,
রাঙা টুক্‌টুক্‌ পাপড়ি ঝিনুক
নিভৃতে ভরিয়া তোলা।
জ্যোৎস্না-মাখানো মরালের পাখা
আঁখি মেলে আজ তারি পানে তাকা,
বর্ষা চুকায়ে বিজুলি লুকায়ে
শাদা মেঘে চোখ বোলা;
(আজ) সীস্‌মহলের সকল তলের
সকল ঝরোখা খোলা!

অবসান

আলো ফুরায়, কমল্‌ গো তোর আয়ু ফুরায়!
ব্রজের বাঁশী বাজে সে আজ কোন্‌ মথুরায়!
বলক ওঠে তপ্ত হাওয়ায়,
পলক নাহি চক্ষেতে, হায়!
ঝরা পাতায় ঘূর্ণা সে আজ শুধু ঘুরায়!
আলো ফুরায়!

আবির্ভাব

যে আলোকে বাঁধন হরে
শিউলি ঝরে হেসে গো!
সেই আলো লেগেছে আজি
আমার প্রাণে এসে গো!
সরম-রাঙা বাঁধনগুলি
খস্‌ল রে তাই পড়ল খুলি',
কাঁদন আমার মিশিয়ে গেল
লুপ্ত হিমের দেশে গো!
আমার প্রাণের কোমল গন্ধ
ভিজিয়ে দিলে দিগ্‌দিগন্ত,
আভাস পেয়ে বিভাত বায়ু
বইল ভালোবেসে গো!
ভরা দিনের বাজ্‌ল বাঁশী,
ভরা সুখের ফুট্‌ল হাসি;

ভোলা স্বপন সফল হল
সোনার শরৎ-শেষে গো!
যে আলোকে কাঁদন হরে
শিউলি মরে—হেসে গো!

তৃণ-মঞ্জরী

জগতের মাঝে অজানা অচেনা
চিরদিন মোরা আছি!
মধুরূপী আর পরথুপী আর
কান্‌সোনা, নীলমাছি।
আছি দেশ ভরি' তৃণমঞ্জরী
হরষের বুদ্‌বুদ্,
ফুর্তির ফাউ—ফাল্‌তো আদায়,—
না-চাহিতে-পাওয়া সুদ!
মোদের আদর জানিয়াছে শুধু
পাগল প্রেমিক কবি;
আমরা ধূলিরে করি পুলকিত
নম্র-মধুর ছবি।
মোরা সাধারণ, নাই আভরণ,
নাহিক আড়ম্বর,
রথের চাকায় প্রাণ দিই মোরা
পথের ধূলায় ঘর।

পারুল

সোণার কেশর, পাপ্‌ড়ি সোণার,
সোণার কলেবর,
পারুল! তোরে গড়েছে কোন্‌
ঢাকাই কারিগর?
সোণায় মাজা রংটি দেছে,
দেছে শোভন ঠাম,
পারুলমণি! বল্‌ তো শুনি
কারিগরের নাম!

ছেলেবেলার সখী যে তুই
চাঁপা ফুলের বোন্‌,
একটি কথা শোন্‌ গো আমার
একটি কথা শোন্‌।

নীরব কেন? করবে না রাগ
ঢাকাই কারিগর,—
ঢাকা সে তো নাইকো পুরা,—
জপ্‌ছে চরাচর।

কানে কানে বল্‌তে কি দোষ?
কেউ তো কোথাও নাই,
ঘুমিয়ে আছে চাঁপার গাছে
সাতটি তোমার ভাই;
মুখখানি তোর কাঁচা সোণা—
লাখ টাকা তার দাম;
পারুলমণি! বল্‌তো শুনি
কারিগরের নাম।

অপরাজিতা

কালো ব'লে পাছে হেলা করে কেউ
তাই তো আমার পিতা
সকলের সেরা দিলেন আমারে
নামটি,—'অপরাজিতা'!
আমি গুণহীন গন্ধবিহীন
ফুলের মধ্যে কালো,
পিতার আদরে আদরিণী, তবু,
আমিই কালোর আলো।

হেমন্তে

শাঁইয়ের গন্ধ থিতিয়ে আছে
নিবিড় ঝোপের নীচে,
হেমন্তের এই হৈম আলো
ঠেকছে ভিজে ভিজে;
ঝরা শাঁইয়ের ফুল
নিশাস ফেলে নিরাশ মনে
বিষাদ সমাকুল।

কমল বনে নেই কমলা,
চঞ্চরীকা চুপ!
বিজন আজি পদ্মদীঘি
লক্ষ্মীছাড়ার রূপ!

কোজাগরের চাঁদ
ডুবে গেছে ছিন্ন ক'রে
আলোর মায়া-ফাঁদ।

একটি দুটি পাপ্‌ড়ি নিয়ে
রিক্ত মৃণালগুলি
রক্ত মুখে দাঁড়িয়ে আছে
মরাল গ্রীবা তুলি';
ভাঙা হাটের তান
আবিল ক'রে তুল্‌ছে হাওয়া
ক্লান্ত ম্রিয়মাণ।

দেখ্‌ছে মৃণাল নিজের ছায়া
দেখ্‌ছে মলিন মুখে,
পদ্মফুলের পাপড়ি শুকায়
পদ্মপাতার বুকে!
ভরসা কিছুই নাই,
ধোঁযার সাথে সন্ধি ক'রে
ঝরছে শুধু ছাই।

আকাশ জোড়া আঁখির কোলে
জম্‌ছে কালো দাগ,
বইছে বাতাস কুণ্ঠাভরা
দীনের অনুরাগ!
ফিরে সে পায় পায়,
চাইলে চোখে সঙ্কোচে সে
চমকে সরে যায়!

ডাগরগুছি কনক-রুচি
কনক-চূড়া ধান,
ওই পরশে কেঁপে কেঁপে
হচ্ছে ম্রিয়মাণ;
শির্‌শিরে সেই বায়,
ক্ষেতের হরিত কুজ্ঝটিকায়
ঝাপ্‌সা চোখে চায়!

তেঁতুল ঝোপে ডাক্‌ছে ঝিঁঝি,
ঝিমিয়ে আসে মন,
মিলিয়ে আসে দীঘির জলে
আলোর আলেপন;
সূর্য্য ডুবে যায়,
সন্ধ্যামণি নোয়ায় মাথা
সন্ধ্যামুনির পায়!

হাওয়ার মত হাল্কা হিমের
ওড়ন দিয়ে গায়,
অন্ধকারে বসুন্ধরা
শূন্য চোখে চায়;
তারার আলো দূর,
কণ্ঠভরা বাষ্প, আঁখি
অশ্রু-পরিপুর।

দেউটি জ্বলে আকাশতলে
তন্দ্রা-নিমগন,
শাঁইয়ের ঝোপে জোনাক চলে,
স্তব্ধ ঝাউয়ের বন;
সুপ্ত চারিদিক,
হিমের দেশে ঘুমের বেশে
মরণ অনিমিখ্‌।

শিশু ফুল

প্রভাত না হ'তে আমরা ঝরিয়া পড়ি,
ফুটিয়া উঠিতে ফুরায় মোদের আয়ু,
ননীর পুতুল—হিমের পরশে মরি
বহে যবে হায় প্রথম শীতের বায়ু।

লাখে লাখে লাখে আমরা ঝরিয়া যাই,
পুলক-পেলব দুধে-ধোয়া শিশু ফুল;
মৃদু সৌরভে হৃদয় ভরিয়া যাই
শিশির-সজল স্মিরিতিব সমতুল।

গণনায় কারো আসি নে আমরা কভু;
স্মরণের পটে থাকি নে অধিকক্ষণ;
অকালে লুপ্ত শিশুদের মত তবু
অশ্রু-সুরভি আমাদের এ জীবন!

শীতের শাসন

কুসুম-কলি শীতের শাসন চায় গো
ভুলিতে!
বিরূপ হাওয়া দেয় না তারে ঘোম্‌টা
খুলিতে!
আঁখির পাতায় পাতায় জড়ায়, হায়!
কুহেলি আজ কেবল বেড়ায়, তায়,

ঘুমের কাজল মাথায় চোখে তন্দ্রা-তুলিতে,
(আঁখি) দ্যায় না তুলিতে!
আঁখিতে তার বুলায় পাখীর পর,—
রিমিঝিমি বিবশ কলেবর,
স্বপন-ঘোরে কুসুম-কলি লুটায় ধূলিতে;
(আঁখি) হয় না খুলিতে।

কুন্দ

ফুল হয়ে আমি উঠেছি ফুটিয়া
তোমারি অশ্রু-কণা,
ফিরে চাও ওগো শীতের বাতাস!
উদাসীন উন্‌মনা!
দুনিয়ার লোক রুধিল দুয়ার
পাইয়া তোমার সাড়া,
রুদ্ধ কবাটে নিশ্বাস ফেলি'
কেন ফির পাড়া পাড়া?
কুঞ্জবনের ঝরোখায় আজি
কাহারো নাহিক দেখা,
ক্ষুদ্র প্রাণের আরতি লইয়া
কুন্দ জাগিছে একা!
দাঁড়াও দাঁড়াও পউষ-বাতাস
তুষার-শীতল তুমি,
তুষারের মত শুভ্র অধরে
চরণ তোমার চুমি।

যারে তুমি আজ ফুটায়েছ বঁধু
তুচ্ছ সে অতিশয়,
পুষ্প-সভায় সকলেরি কাছে
মেনেছে সে পরাজয়!
তবু সাধ তার ছিল ফুটিবার
সে সাধ পুরিল আজ,
ওগো দক্ষিণ উত্তর-বায়ু
তুমি ভেঙে দিলে লাজ।
গোলাপের দিনে ছিল যে গোপন,—
কমলের দিনে ম্লান,—
তারেও ফুটালে ওগো অতুলন
এই তো তোমার মান,
এই তো তোমার গৌরব, ওগো!
কেন দূরে যাও তুমি?
দাঁড়াও, দাঁড়াও, তরুণ অধরে
চরণ তোমার চুমি।

ধূলির নিকটে ফুটায়েছ তুমি
প্রথম চাঁদের কলা,—
শকুনের পাখা কুয়াশায় ঢাকা
বনের শকুন্তলা!
চ'লে যেয়ো না গো নিঠুরের মত
কঠোর করিয়া প্রাণ,
তোমার পূজায় একটি কুসুম,—
একটি জীবন দান।
সে জীবন অতি ক্ষুদ্র জীবন,
সুষমা নাই সে ফুলে;
নিরালার মাঝে সঙ্গী সে তবু,
আলো কুহেলির কূলে।
ওগো সহৃদয়! মদেকসদয়!
দাঁড়াও দাঁড়াও তুমি;
কুণ্ঠিত কুঁড়ি ধন্য হইবে
তোমার চরণ চুমি'।

কাঞ্চন ফুল

আমি বনানীর কর্ণভূষণ
সুন্দর পরিপাটি,
নাম 'কাঞ্চন' হাল্কা গড়ন
মধুপর্কের বাটি!
মধু-পিঙ্গল কিরণ-মধুতে
যবে ওঠে বুক ভরি'
দেবতার পায়ে তখনি নিজেরে
নিজে নিবেদন করি।
মৃদু পরশেই 'নোন্‌ছা' লাগে গো,
তাই দূরে ফুটে আছি,
ক্ষীর সাগরের মৃদু ফেন-লেখা
আমি জোছনার চাঁছি!

ঘুমের রাণী

দেখা হ'ল ঘুম-নগরীর
রাজকুমারীর সঙ্গে,
সন্ধ্যাবেলায় ঝাপ্‌সা ঝোপের ধারে,
পরনে তার হাওয়ার কাপড়,
ওড়না ওড়ে অঙ্গে,
দেখ্‌লে সে রূপ ভুল্‌তে কি কেউ পারে?

চোখ দুটি তার ঢুলু ঢুলু
মুখখানি তার মিঠে,
আফিম ফুলের রক্তিম হার চুলে ;
নিশ্বাসে তার হাস্নুহানা,
হাস্যে মধুর ছিটে,
আল্‌গোছে সে আল্‌গা পায়েই বুলে।

এক যে আছে কুজ্ঝটিকার
দেওয়াল-ঘেরা কেল্লা,—
মৌনমুখী সেথায় নাকি থাকে!
মন্ত্র প'ড়ে বাড়ায় কমায়
জোনাক-পোকার জেল্লা,
মন্ত্র প'ড়ে চাঁদকে সে রোজ ডাকে!

তুঁত-পোকাতে তাঁত বুনে তার
জান্‌লাতে দেয় পর্দ্দা,
হুতোম প্যাঁচা প্রহর হাঁকে দ্বারে ;
ঝর্ণাগুলি পূর্ণ-চাঁদের
আলোয় হ'য়ে জর্দ্দা
জলতরঙ্গ বাজ্‌না শোনায় তারে!

কালো কাঁচের আর্শীতে সে
মুখ দেখে সুস্পষ্ট,
আলো দেখে কালো নদীর জলে!
রাজ্যেতে তার নেইক মোটেই
স্থায়ী রকম কষ্ট,
স্বপন সেথা বেড়ায় দলে দলে।

সন্ধ্যাবেলার অন্ধকারে
হঠাৎ হ'ল দেখা
ঘুম-নগরীর রাজকুমারীর সনে,
মধুর হেসে সুন্দরী সে
বেড়ায় একা একা,
মূর্চ্ছা হেনে বেড়ায় গো নির্জ্জনে!

ফুলশয্যা

মোদের ফুলশয্যা হ'বে
কুড়িয়ে-আনা ফুলে,
ছিঁড়ে কারেও নিতে যে জল
আসে আঁখির কূলে!
যদি গো কেউ আপন বেসে
আপ্‌নি আসে মধুর হেসে
যত্নে নেব তারেই আমি
বুকের 'পরে তুলে,
মোদের ফুলশয্যা হবে
শিউলি-বকুল-ফুলে।

মোদের ফুলশয্যা হ'বে
রাঙা গোলাপ ফুলে,—
পাপ্‌ড়িগুলি পড়্‌বে যখন
আপনি খুলে খুলে।
নইলে সাধের সোহাগ যত
ঠেক্‌বে অপরাধের মত ;
মিলন-রাতি কান্না-সাথী
করব না তো ভুলে,
মোদের ফুলশয্যা শুধু
আপনি-ঝরা ফুলে!

মোদের ফুলশয্যা হ'বে
গভীর আত্মদানে,—
শিউলি, বকুল, ঝরা গোলাপ,
পদ্মেরি মাঝখানে!
বল্‌বে যে দিন মনের পাঁজী
হ'বে সেদিন আপ্‌নি রাজী,
প্রাচীন বাঁধন শিথিল ক'রে
মিল্‌বে প্রাণের টানে ;
মোদের মিলন হ'বে শুধু
স্বাধীন আত্মদানে।

ফুল-দোল

জগতের বুকে লহরিয়া যায়
হরষের হিল্লোল!
ফুলে ফুলে দোলে পুলক-পুতলি
ফুলে ফুলে ফুল-দোল!
উৎসারি' ওঠে অশেষ ধারায়
অভিনব চন্দন ;—
রেণুতে—রসের বাষ্প-অণুতে
পুলকের ক্রন্দন!
সদ্য মধুতে সৌরভ ওঠে,
বায়ু বহে উতরোল!

দুলে দুলে ওঠে পরাণ-পুতলি,
ফুলে ফুলে ফুল-দোল!
চাঁপার বরণ তপনের আলো,
চামেলি চাঁদের হাসি,
কুলে কুলে আঁখি ভরিয়া ওঠে রে,—
অশ্রু-সায়রে ভাসি।
কঠিন মাটিতে লহরিয়া যায়
হরষের হিল্লোল!
হৃদয়-দোলায় পরাণ-পুতলি,
ফুলে ফুলে ফুল-দোল!

ফুলে ফুলে সুধা-গন্ধ জাগিল।
জাগিল কী এক ভাব!
হৃদযেব কোষে হ'ল আজি কোন্
রসের আবির্ভাব!
নয়নে নয়নে নয়ন-পুতলি
আলোকেরে দেয় কোল!
পবাণ-পুতলি পরাণে পরাণে
ফুলে ফুলে ফুল-দোল!

নির্ম্মাল্য

ফলে পরিণতি হ'ল না যাহার
নিষ্ফল সেই ফুলে
ভক্ত সঁপিল আঁখি জলে তিতি'
দেবতার পদমূলে!
দেবতাব পাযে জীবন ঢালিয়া
সেই চির-ফলহীন
জগতের শিবোধার্য্য হ'য়েছে ;—
হ'যেছে গো অমলিন!
শোভাহীন তার শুষ্ক পাপড়ি,—
আজি জগতের চোখে
অলোক-আলোকে মণ্ডিত,—সে যে
অশোক-বারতা শোকে ;
দৈব অভয় সে যে দুর্গম
দূর গমনের পথে!
দেবতার বরে নির্ম্মল করে
নিষ্ফলও এ জগতে!

প্রাণ-পুষ্প

আমার পরাণ যেন হাসে,
ফুলেরি মতন অনায়াসে ;
চাঁদের কিরণতলে,
বরষার ধারা জলে,
শিশিরে কিবা সে মধুমাসে ;—
ফুলেরি মতন অনায়াসে।
সব সঙ্কোচ শোক
কুণ্ঠা শিথিল হোক,
আপনারে মেলিয়া বাতাসে,
নবনীত-নিরমল
খুলিয়া সকল দল
সার্থক হোক্ মধু-বাসে ;—
ফলেরি মতন অনায়াসে।

পারিজাত

এ পারে সে ফুট্‌ল নারে ফুট্‌ল না—
ও পারে যে গন্ধে করে মাত ;—
ও পারে যার রূপ কখনো টুট্‌ল না,—
নামটি—ও যার নামটি পারিজাত!

এ পারে তার গন্ধ আসে উচ্ছ্বসি',—
মুগ্ধ হিযায় হাওয়ায় মেলি হাত :
ও পাবে তায় মাল্য বচে উর্ব্বশী,—
স্বপন-মাখা মৌন আঁখিপাত!

স্বর্গ-ভুবন মগ্ন-গো তার সুগন্ধে,
ফুটেছে সে মন্দারেরি সাথ ;
ইন্দ্র তারে বক্ষে ধরে আনন্দে,
অনিন্দ্য সে পারের পারিজাত!

এ পারে তায় হরণ ক'রে আনবে কে?—
মৃত্যু-সাগর করবে পারাপার?
তাহার লাগি' বজ্রে কুসুম মান্‌বে কে?—
স্বর্গে হানা দিবে বারম্বার?

ঐরাবতের মাথায় অসি হান্‌বে কে?—
প্রিয়ায দিতে পারিজাতের হার?
পারের পারিজাতের মরম জান্‌বে কে?
কে ঘুচাবে প্রাণের হাহাকার?
এ পারে কি কল্পনাতেই থাক্‌বে সে!—
নাগাল তারে পাবে না এই হাত?
সোনার স্বপন—মরণ শেষে ঢাক্‌বে সে,—
চির সাধের পারের পারিজাত!

কুহু ও কেকা

দুই সুর

কোকিল—কালো কোকিল রচে সুরের ফুলে ফুলঝুরি,
বসন্তে সে ভুলায়ে আনে হাওয়ায় করি' মন চুরি!
কুজ্ঝটিকা-কুটিল নভে বুলায় তুলি রঙ্গিলা,
দোলায় তৃণ-বল্লরীতে মঞ্জু ফুল-মঞ্জরী!

বনের যত মনের কথা সেই জেনেছে অন্তরে,
কিশোর কিশলয়ের আশা তারি সে সুরে সন্তরে।
শীতের গড়ে পাথর নড়ে—মুহুর্মুহু হয় ঢিলা,
মোচন হ'ল বন্দী যত মুকুল কুহু-মন্তরে!

সুখীর সুখী শিখী সে নাচে হেলায়ে গ্রীবা গৌরবে,
আওয়াজে তার কদম ফোটে,—কানন ভরে সৌরভে ;
কলাপ মেলি' করে সে কেলি রৌদ্রে স্নেহ সঞ্চারি',
ঘনায় ছায়া মোহন মায়া উচ্চকিত ঐ রবে!

দগ্ধ দেশে মুগ্ধ নাচে নয়ন মেঘে অর্পিয়া,—
মেদুর নভে ধূমল ফণী বেড়ায় যবে দর্পিয়া!
তমাল 'পরে নৃত্য করে কুহক কেকা উচ্চারি',
মূর্চ্ছি' পড়ে সর্প শত সপ্তশিখা তর্পিয়া!

বনের কুহু, বনের কেকা,—কুহক-ভরা যুগ্ম-রাগ,
দেয় গো বাঁটি' নিখিল মাঝে আনন্দেরি যজ্ঞভাগ!—
অনাদি সুধা,—অনাদি সোম,—হয় না কেহ বঞ্চিত ;
অনাদি সাম, অনাদি ঋক্ পূর্ণ করে বিশ্ব-যাগ।

মনের কুহু,—মনের কেকা,—অনাদি তারো মূর্চ্ছনা,
গোপন তার প্রচার, তবু, তুচ্ছ না সে তুচ্ছ না।
গহন-গেহে নিভৃতে রহে নিখিল-হৃদি-সঞ্চিত,
মিলিয়া আছে উহারি মাঝে বরষা সাথে জ্যোৎসনা।

আপনি পড়ে ছন্দে ধরা আপনি তার উদ্বোধন,—
ক্রৌঞ্চী কাঁদে করুণ কুহু,—কবি সে—কেকা,—ক্ষুব্ধ মন
উলসি' ওঠে গুপ্ততোয়া সুপ্ত নদী সুড়ঙ্গের,
কল্পলতা মুকুল মেলি' বিতরে চির গুপ্ত-ধন।

আদিম কুহু, আদিম কেকা,—ধরিবে কেবা ছন্দে সে,—
—জনম যার কামনা-লোকে মনের সুগোপন দেশে ;—
ফুটায়ে ফুল, ছুটায়ে হাওয়া, লুটায়ে ফণা ভুজঙ্গের
মিলায়ে দু'হু গাহিবে মুহু—গাহিবে মহানন্দে সে।

ফুটিতে যাহা ঝরিয়া পড়ে,—গাঁথিবে তারে সঙ্গীতে।
কামনা বুঝি কনক-ধূনী সুমেরু চূড়া লঙ্ঘিতে।
মানস-লীনা বাজে যে বীণা শিখিবে তারি মূর্চ্ছনা,—
প্রকাশ যার আকাশ-তটে অযুত শত ভঙ্গীতে।

হৃদয়ে মুহু কোকিল কুহু ময়ূর কেকা রব করে,
গহন প্রাণ কুহর মাঝে স্বপন-ঘেরা গহবরে!
ধেয়ানে দোঁহে আরতি করি' ফুটাবে মেঘে জ্যোৎসনা
স্মিরিতি সাথে পীরিতি, আজি মন্দ্র-মধু মন্তরে।

জ্যোৎস্না-মদিরা

চন্দ্র ঢালিছে তন্দ্রা নয়নে,
মল্লিকা বনে ঢালিছে মায়া;
ছায়ায় আর্দ্র অ'লোখানি আজ
আলো-মাখা ফি'কে হাল্কা ছায়া!
সুদূর-স্বপন-বিধুর প্রাণ,
উঠিছে মৃদুল মধুর গান,
মৃদুল বাতাসে মর্ম্মর ভাষে
উচ্ছসি' উঠিছে বনের কায়া!
স্ফুরিত ফুলের উতলা গন্ধে
গাহে অন্তর কত না ছন্দে,
আলোকে ছায়ায় প্রেমে সুষমায়
ভুবনে বুলায় মদির মায়া!

কু?

বসন্তের প্রথম উষায়
ফুলদলে জাগাবে বলিয়া
বহিল দক্ষিণ বায়ু;—কে আজি সুধায়
মুহুর্মুহু আনন্দে গলিয়া?—'কু?'

মধু আলো, মধুর বাতাস
বুঝি তারে করেছে বিহ্বল,
ভুলে গেছে দ্বন্দ্ব, দ্বিধা, দুখের আভাস,—
তাই সে সুধায় অবিরল—'কু?'

সে যে আজ মেলেছে গো পাখা,
দেখেছে গো সৌন্দর্য্য অপার,
হাওয়া তারে মাতায়েছে চূত-রেণু-মাখা,
তাই বুঝি পুছে বারম্বার—'কু?'

বিধাতা করেছে তারে কালো,—
নীরব শিশিরে বরষায়,
তবু সে ফেলেছে বেসে জগতেরে ভালো
প্রেমোচ্ছ্বাসে তাই সে সুধায়—‘কু?’

মদন-মহোৎসবে

বন উপবন আলো ক'রে অশোক ফুটে আছে,
অশোক ফুলের রূপটি ঠাকুর! চাইছি তোমার কাছে ;
চোখের দাবী মিট্‌লে পরে তখন খোঁজে মন,
তাই তো প্রভু! সবার আগে রূপের আকিঞ্চন।

মল্লিকা ফুল হাস্‌ছে হরি' হাওয়ার মগজ মন,
মনোহরণ বিদ্যাটি দাও—এ মোর নিবেদন ;
মনের ক্ষুধা মিটিয়ে দিতে শক্তি যেন হয়,—
নইলে, শুধু রূপের আদর—হয় না সে অক্ষয়।

আমের মুকুল জাগ্‌ছে আকুল ফলের আশা নিয়ে,
সফল কর আমায ঠাকুর! প্রেমের পরশ দিয়ে ;
প্রিয় আমার স্নেহের নীড়ে স্নিগ্ধ যেন রয়,
মনের মোহ ফুরিয়ে গেলেও প্রাণের পরিচয়।

গন্ধ-মধু-রূপ-সায়রে ভাস্‌ছে নীলোৎপল,—
নিখুঁৎ-নধর অটুট-আদর সোহাগ-শতদল ;
রূপে, রীতে, মাধুরীতে অম্‌নি হ'তে চাই,
চোখের মনের প্রাণের ক্ষুধা মিটিয়ে যেন যাই।

মল্লিকা ফুল, আমের মুকুল, অশোক, নীলোৎপলে,
ঠাকুর তোমার চরণ পূজি,—পূজি নয়ন-জলে ;
অরুণ অরবিন্দ সম তরুণ এ হৃদয়,—
তোমার বরে কামনা তার সফল যেন হয়।

মধুমাসে

যে মাসেতে পুষ্পে মধু,—
মধু মধুকরের মুখে,—
হিয়া যখন হাওয়ার আগে
হয় গো মদির অধীর সুখে ;-
আঁখি আকুল অন্বেষণে
ফিরছে যখন বনে বনে,—
মুহুর্মুহু কুহু স্বরে

তন্দ্রী দুলে উঠ্‌ছে বুকে ;—
তখন তুমি দিলে দেখা অমনি
ফুলের বনে ফুলের রাণী রমণী!
অম্‌নি বিপুল সুখের ভরে,
আকুল আঁখি উঠ্‌ল ভ'রে,
পুলক হাসি পাগল বাঁশী
বিদায় দিল মৌন দুখে!

গান

মুখখানি তার পদ্মকলি
ভাবের হাওয়ায় দোদুল্‌-দুল্‌!
সুখের স্বপন, বুকের সে ধন,
দুখের আপন সে বুল্‌বুল্‌।
ভুবন-ভোলা নয়ন দু'টি
খোঁজে না ছল, নেয় না ত্রুটি,
ছুটির হাওয়া ছুটিয়ে সে দেয়,—
আপন-ভোলা মধুর ভুল!
উড়ো পাখীর লাগ্‌ল পরশ
তাইতো রে মন গেল উড়ে,
কি এক হাওয়া জাগ্‌ল সরস
স্বপন-সুখের ভুবন জুড়ে!
তড়িৎ-ভরা মেঘের মতন
হৃদয় জুড়ে জাগ্‌ল চেতন,
দেব্‌তা সে কোন্‌ ছদ্মবেশে
কল্পলতার কাম্য-ফুল!

চার্ব্বাক ও মঞ্জুভাষা

বনপথে চলেছে চার্ব্বাক,
সূর্য্যতাপে স্পন্দিত সে বন ;
ক্লান্ত আঁখি, চিন্তিত, নির্ব্বাক,
বিনা কাজে ফিরিছে ভুবন।

হ্রদের দক্ষিণ কূলে ভিড়ি'
শ্যামলেখা শোভিছে শৈবাল,
মরালীর পক্ষে চক্ষু রাখি'
আঁখি মুদে চলেছে মরাল।

তীরে তীরে ঘন সারি দিয়ে
দেবদারু গড়েছে প্রাচীর,
বনস্থলী-মধুচক্র ভরি'
রশ্মি-মধু ঝরিছে মদির।

চলিয়াছে চার্ব্বাক কিশোর,
ভ্রূকুঞ্চিত, দৃঢ় ওষ্ঠাধর ;
শিশিরের পদ্মকলি সম
রুদ্ধ প্রাণে দ্বন্দ্ব নিরন্তর।

"আজি যদি মঞ্জুভাষা আসে এই পথ দিয়া,
চকিতে আঁচলখানি নেব তার পরশিয়া,
সে যদি জানিতে পারে! সে যদি পালটি চায়!
মাগিয়া লইতে ক্ষমা আমি কি পারিব, হায়!
সে এলে অবশ তনু, কথা না জুয়ায় আর!
কত যেন অপরাধ,—আঁখি নোয় বারবার!
সময় বহিয়া যায়, চ'লে যায় রূপসী,
রাখিয়া রূপের স্মৃতি ডুবে যায় সে শশী।
*   *   *

"কে বলে বিধাতা আছে, হায়,
কে বলে সে জগতের পিতা,
পিতা কবে সন্তানে কাঁদায়,—
ক্ষুধায় কাঁদিলে দেয় তিতা!

পিতা যদি সর্ব্বশক্তিমান,
পুত্র কেন তাপের অধীন?
পিতা যদি দয়ার নিধান
পুত্র কেন কাঁদে চিরদিন?

নাহি—নাহি—নাহি হেন জন,
বিধি নাই—নাহিক বিধান ;
কোন্ ধনী পিতার সংসারে
অনাহারে মরেছে সন্তান?

মোরা যে বিশ্বের পরমাণু
স্নেহ প্রেম মোদেরো প্রবল ;
আর যেই ত্রিলোকের পিতা
তারি প্রাণ পাষাণ-নিশ্চল?

দাসীপুত্র যারা জন্মদাস
ভয়ে ভক্তি জানি তাহাদের,
আজন্ম যে হ'তেছে নিরাশ,—
সেও রত তোষামোদে ফের!
ধিক্! ধিক্! মরণের দাস!
মুখে বল পুত্র অমৃতের!

ছিল দিন,—হাসি আসে এবে ;-
নখে চিরি' বক্ষ আপনার,
আমিও ক'রেছি লোহদান
লৌহময় পায়ে দেবতার।

বালকের অখল হৃদয়ে
আমিও করেছি আরাধন,
ধ্রুব কি প্রহ্লাদ বুঝি কভু
জানে নাই ভকতি তেমন।

ফল তার?—পদে পদে বাধা
আজনম,—বুঝি আমরণ!
মরণের পরে কিবা আর?
নাহি—নাহি—নাহি কোনো জন।"

অকস্মাৎ চাহিল চার্ব্বাক
পশ্চিমে পড়েছে হেলে রবি,
রশ্মি-রসে ডুবু ডুবু বন,
আবির্ভূতা বনে বনদেবী!

মঞ্জুভাষা রূপে বনদেবী
শিরে ধরি' পাষাণ কলস,
আসে ধীরে আশ্রম বাহিরে
গতি ধীর, মন্থর, অলস।

পর্ণরাশি-মর্ম্মর-মঞ্জীর
পদতলে মরিছে গুঞ্জরি' ;
অযতনে কুন্তলে বল্কলে
লগ্ন তার নীবার-মঞ্জরী।

লতিকার তন্তু সে অলক,
মঙ্গল-প্রদীপ আঁখি তার ;
পরিপূর সংযত পুলকে
কপোল সে পুষ্প মহুয়ার

ওষ্ঠে তার জাগ্রত কৌতুক,
অধরেতে সুপ্ত অভিমান ;
বাহুলতা চন্দনের শাখা,
বর্ণ তার চন্দ্রিকা সমান।

চাহিয়া, সহসা বালা ডাকিল চার্ব্বাকে
"ওগো! শোনো শোনো,
শুনিনু এনেছ তুমি মৃগ-শিশু এক,
আছে কি এখনো?"

মন-ভুলে চেয়েছিল মুখপানে তার
বিস্ময়ে চার্ব্বাক,
নীরব হইল বালা ; কি দিবে উত্তর ?
বিষম বিপাক !
কহে শেষে ক্ষীণ হেসে গদগদ বচন,
"সুন্দর হরিণ,
চিত্রিত শরীর তার সোণার বরণ ;—
যেয়ো একদিন !
আজ যাবে ?" মুখ চেয়ে জিজ্ঞাসে চার্ব্বাক
ভরসা ও ভয়ে ;
মঞ্জুভাষা কহে "না, না, আজ ?—আজ থাক !"
আধেক বিস্ময়ে !

সহসা সংবরি আপনায়,
কহে বালা চাহি মুখপানে,
"শুনিনু মা-হারা মৃগ-শিশু
মৃগ মৃগী কিরাতের বাণে ;
ইচ্ছা করে পালিতে তাহায়—
শিশু সে যে মা-হারা হরিণ ;
পড় তুমি,—অবসর না থাকে তোমার,—
বলিলে পালিতে পারি আমি সারাদিন।

বল, আমি মা হ'ব তাহার।"
"তাই হোক," কহিল চার্ব্বাক,
"আমার স্নেহের ধনে তব স্নেহ-ধার
দিয়ো তুমি।" কহি যুবা হইল নির্ব্বাক্।

কৌতুকে চাহিয়া মুখপানে
মঞ্জুভাষা মঞ্জুলীলাভরে
চ'লে গেল মরাল-গমনে
জল নিতে ক্রৌঞ্চ-সরোবরে।

আশার বাতাসে করি ভর
ফিরে এল চার্ব্বাক কুটীরে,
ভাষাহীন আশার আবেশে
সুখভরে চুমে মৃগটিরে।

"ঠেকেছিল মনোতরীখান্
প্রাণ-নাশা সংশয়-চড়ায়,
ভাষাহীন আশা পেয়ে আজ
হর্ষে ভেসে চলে পুনরায়।

যত কিছু ছিল বলিবার
না বলিতে হ'ল যেন বলা,
বোঝা—সোজা হ'ল মনে মনে,
ধুয়ে গেল যত মাটি মলা।

ছিল ঠেকে মনোতরীখান্,—
চলিল সে কাহার ইঙ্গিতে?
কে গো তুমি দুর্জ্জেয় মহান্?
কে দেবতা এলে আশিসিতে?

"এ আনন্দ কে দিলে আমায়?—
আশা-সুখে মন পরিপূর!
এতদিন চিনিনি তোমায়;
আজ বটে দয়ার ঠাকুর!"

রাত্রি এল;—শয্যাতলে জাগিয়া চার্ব্বাক,
আশা-সুখে ধন্য মানে জন্ম আপনার;
নির্গুণ মহেশে যেই করিয়াছে হেলা,
আনন্দ-মূর্ত্তিতে হিয়া পূর্ণ আজি তার!

সেই একদিন শুধু জীবনে চার্ব্বাক
নত হ'য়েছিল নিজে চরণে ধাতার;
প্রেমের কল্যাণে শুধু সেই একদিন,—
সে যে আনন্দের দিন,—সে যে প্রত্যাশার।

সহজিয়া

ফুলের যা' দিলে হ'বে নাকো ক্ষতি
অথচ আমার লাভ,
আমি চাই সেই সৌরভ,—শুধু—
অতনু অতল ভাব।
আমি চাই সেই দূর-হ'তে-পাওয়া
আমি চাই মধু-মশ্‌গুল হাওয়া,
অন্তরে চাই শুধু রূপসীর
অরূপ আবির্ভাব,
যাহা দিলে তার ক্ষতি নাই, তবু
আমার পরম লাভ।

বৃন্তটি হ'তে ছিঁড়িতে না চাই
দিতে নাহি চাই দুখ,
সহজ প্রেমের অমল আমোদে
ভরিয়া উঠুক বুক!

ঘাঁটিতে না চাই দুনিয়ার মাটি,
তারি মাঝে মিশে রয়েছে যা' খাঁটি,
নিতে হবে সেই পরশমণির
চুম্বিত সোণাটুকু,
কারো কোনো ক্ষতি হ'বে না, অথচ
আমার ভরিবে বুক!

লীলার ছল

আমি যদি চাই, অবগুণ্ঠনে
তুমি মুখখানি ঢাক ;
নয়ন ফিরালে, তবে, অনিমিখে
কেন গো চাহিয়া থাক!
এমনি করিযা চিরদিন কিগো!
জড়ায়ে রাখিবে মোরে?
তবু কাছাকাছি হবে না? আমার
জীবন দিবে না ভ'রে?
নয়ন তোমার করে অনুনয়,
তুমি দূরে স'রে থাক!
লীলায় হেলায় মেঘের মেলায়
রঙীন্ স্বপন আঁক!
পূজা চাও তুমি হৃদয়-প্রাণের
হায় গো পাষাণ-দেবী!
তবুও আমায় ধন্য হইতে
দিবে না তোমায় সেবি'।
ফাগুন ফুরায় ফুল ঝ'রে যায়
ওগো কৌতুক রাখ,
হৃদয়ের পুরে পরিচিত সুরে
ডাক গো বারেক ডাক।

অবগুণ্ঠিতা

আমি বসনে ঢেকেছি মুখ
দেখিতে তোমায়
দূরে স'রে যাই, বুকে
আঁকিতে তোমায়!
তুমি অভিমান-ভরে ফিরে যেয়ো না,
নিরাশ নয়নে বঁধু তুমি চেয়ো না ;

আমার ভুবন ভরি'
আছ দিবা-বিভাবরী,
আঁখির পুতলী! হেরি
আঁখিতে তোমায়!

লব্ধ-দুর্লভ

হে মম বাঞ্ছিত নিধি! সাধনার ধন!
নিঃসঙ্গ এ অন্তরের চির-আকিঞ্চন!
করুণ-লোচনা!
অন্ধ এ মন্দিরে তুমি উদার জোছনা।

মলিন ধূলির কোলে লয়েছ গো ঠাঁই,
জোছনারি মত তবু অঙ্গে গ্লানি নাই!
অয়ি ইন্দুলেখা!
অন্তরে পেয়েছি তোমা, নহি, আর একা।

নহি আর সমুদ্‌ভ্রান্ত, ক্ষুধিত নয়ানে,
ফিরি নাক' দেশে দেশে নিষ্ফল সন্ধানে;
হে অমৃত-ধারা
উঞ্ছ কটাক্ষের ভিক্ষা হ'য়ে গেছে সারা!

এসেছ হৃদয়ে তুমি সহজ গৌরবে,
পূর্ণ করি' দশ দিক্ মন্দার-সৌরভে;
আমি মুগ্ধ চিতে
ফিরেছি নীড়ের কোলে তোমারি ইঙ্গিতে!

আপনি মগন হ'য়ে গেছি আপনাতে,
ভাবিতেছি নিশিদিন—কী আছে আমাতে!
যাহার সন্ধানে
তুমি এসে ধরা দেছ? হায়, কে তা' জানে!

সংসারের মাঝে ছিনু সন্ন্যাসী উদাস,
তুমি সঙ্গে নিয়ে এলে ফুলের নিশ্বাস,
আনিলে চেতনা,
দুখের গদ্‌গদ সুখ, সুখের বেদনা!

ভেবেছিনু জগতের আমি নহি কেহ,
তুমি ভেঙে দিলে ভুল, দিলে তব স্নেহ,
মর্ম্ম পরশিলে,
রুদ্ধ উৎস খুলে গেল, হে সুন্দরশীলে!

আজি মোর সর্ব্বচিত্ত সারা তনু ভরি'
আনন্দ অমৃত-ধারা ফিরিছে সঞ্চরি'!
নীরবে নিভৃতে
আমাতে মিশেছ তুমি, অয়ি অনিন্দিতে!

জীবনে এসেছ পূর্ণা! রিক্তা-তিথি-শেষে,
মানসী দিয়েছ দেখা মানুষের দেশে,
অয়ি স্বপ্ন-সখী,
তোমারি মাধুরী আজ নিখিলে নিরখি'।

তুমি সে বালিকা—যার চম্পক অঙ্গুলি
লিখিত মেঘের স্তরে চঞ্চল বিজুলী!
যাহার লাগিয়া
জাগিত গো তন্দ্রাতুর বালকের হিয়া।

শিয়রে সোণার কাঠি ঘুমাইতে তুমি,
মুক্ত দ্বারে রৌদ্র আর জ্যোৎস্না যেত চুমি'!
সাগরের তলে
তুমি সে গাঁথিতে মালা মুকুতার ফলে।

তোমারি পরশ বহে বসন্ত-বাতাস,
বর্ষা-জলোচ্ছ্বাসে ছিল তোমারি নিশ্বাস!
মূর্চ্ছিত বৈশাখে
ও লাবণ্য-মণি ছিল চম্পকের শাখে।

তুমি ছিলে অন্ধকারে কালোচুল খুলে,
চন্দ্রালোকে তোমারি অঞ্চল পড়ে দুলে;
সন্ধ্যা সরোবরে
গন্ধতৃণে গন্ধ রেখে তুমি যেতে স'রে!

স্বপ্নে ছিলে স্বর্গে ছিলে মগ্ন পারিজাতে,
অতনু আভাস ছিলে, ছিলে কল্পনাতে;
আজ একেবারে
মর্ত্ত্যে এলে মূর্ত্তি ধ'রে আমারি দুয়ারে!

মুগ্ধ মোরে ক'রেছ গো মুগ্ধ চোখে চাহি',—
ধুয়ে মুছে দেছ প্লানি, তাই সখী গাহি
বন্দনা তোমারি,
তব প্রেমে মণিহার পরেছে ভিখারী।

প্রিয়-প্রদক্ষিণ

প্রিয়ার ও তনু অতনু সে কোন্
দেবতার মন্দির!
বন্ধনহীন মন উদাসীর
আলয় সে শান্তির।
তাহারে ঘিরিয়া ঘুরিছে হৃদয়
ঘুরিছে রাত্রিদিন,
উৎসুক সুখে কৌতুকে তারে
করিছে প্রদক্ষিণ!

ফিরিছে হৃদয় কুন্তলে তার
ফিরিছে কপোলে ; চোখে
অধরে, উরসে, চরণে, পাণিতে
ফিরিছে তাম্র-নখে!
ফিরিছে আঙুলে, ফিরিছে জড়ুলে,
ফিরিছে ভুরুর তিলে,
ফিরে, অবিরাম,—কৌতূহলের
অন্ত নাহিক মিলে।

ঘুরি গো যাত্রী দিবস-রাত্রি
অনুপ দেউল ঘিরে,
নূতন প্রেমের নির্ম্মল-করা
'নির্ম্মালি' ধরি' শিরে!
কত হাসি কত পুলক-অশ্রু
করি গো আবিষ্কার,
দৈব প্রসাদে খোলে দেউলের
নূতন নূতন দ্বার!

নূতন প্রণয় নব পরিচয়
নব রাগিণীর গীতি,
কত জনমের মূর্চ্ছনা তাতে
মূর্চ্ছিত কত স্মৃতি!
প্রিয়ার দিঠিতে ভোলা-মন আজ
হয়েছে জাতিস্মর,
দৈব আলোকে ভ'রেছে দু'চোখ
ভ'রেছে নীলাম্বর!

প্রিয়ার রূপের অন্ত নাহিরে
নূতন সে ক্ষণে ক্ষণে,
ক্ষণে ক্ষণে তার শোভা নব নব
হেরি বিস্ময় মনে!

উদ্বেল তাই হৃদয়-পরাণ
নাচিছে রাত্রি দিন ;
নিবিড় পরশ আঁখি সনে করে
প্রিয়ারে প্রদক্ষিণ !

তুমি ও আমি

তুমি আমি—আমরা দোঁহে যুক্ত ছিলাম আলিঙ্গনে
ফুল-জনমে ;—ছিলাম যখন পাপ্ড়ি-ঘেরা সিংহাসনে ;
আমার ছিল সোনার রেণু, স্নিগ্ধ মধু তোমার হাসে,
তুমি ছিলে মধ্য-কেশর, আমি তোমার ছিলাম পাশে।

হঠাৎ কি যে মর্জ্জি হ'ল,—হঠাৎ কেমন হ'ল মতি,
তফাৎ হয়ে গেলাম দোঁহে,—বিমুখ পরস্পরের প্রতি !
দীর্ঘদিনের তপস্যাতে কায়ুমী হ'ল ছাড়াছাড়ি,
আমি ক্রমে হ'লাম পুরুষ, তুমি প্রিয়ে হ'লে নারী।

তফাৎ হ'য়েই ফুট্‌ল আঁখি,—দেখ্‌তে পেলাম পরস্পরে—
ভিতর থেকে টান পড়েছে,—চল্‌বে নাকো থাক্‌লে স'রে ;
'নোল্' দিযে তাই এগিয়ে এলাম,—এগিযে হ'টে গেলাম পিছে,
মান-অভিমান জাগ্‌লে দারুণ,—মিলন-বাধা বাড়ল মিছে।

আজ বিরহের দারুণ দাহে পরস্পরে চাইছি মোরা,—
আজ বিধাতার বিড়ম্বনায় চোখের জলে ঝরছে ঝোরা ;
আর মিলনের নেইক আশা মৌমাছিদের ঘটকালিতে,
ভাঙা এ মন জুড়তে এখন হচ্ছে নিতি জোড়-তালিতে !

তফাৎ হ'য়ে নেইক তৃপ্তি, দু' ঠাঁই হ'য়ে দুখ মেনেছি,
লাভের মধ্যে, হায় গো বিধি, হারিয়ে-পাওয়ার স্বাদ জেনেছি ;
হারিয়ে-পাওয়া ! গভীর সে সুখ !—প্রবল সে যে দুখের বাধায় !
বিচিত্র সে নূতন মিত্র !—এক সাথে সে হাসায় কাঁদায় !

ফুল-জনমে অভেদ ছিলাম,—যুক্ত ছিলাম আলিঙ্গনে,
আজ আমাদের এই মিলনে সেই কথাটিই জাগ্‌ছে মনে ;
দূরে স'রে দুনিয়া ঘুরে আবার মিলন এই জনমে,
মুক্ত দোঁহার যুক্ত হৃদয় আজ বিধাতার পায়ে নমে।

অকারণ

শূন্য যখন গাঙিনীর তীর,
পথে কেহ নাহি চলে,—
পড়ে নাকো দাঁড় খেয়া-তরণীর
তিমির-মগন জলে,—

নীলাম্বরীর অঞ্চল দিয়া
সন্ধ্যা সে দেয় দৃষ্টি রুধিয়া,
গন্ধ তৃণের বিভোল গন্ধ
বাতাসের কোলে ঢলে ;—
করুণে মুরলী বাজে পরপারে,
দীপ জ্বলে নিবে কিনারে কিনারে,
সুখ-নীড়ে পাখী ঘুম-ভরা আঁখি
স্বপনে কি যেন বলে ;—
তখনি এ হিয়া উঠে উছসিয়া
নয়নে—অশ্রু ছলে।
যবে ঝর-ঝরে বারিধারা ঝরে
আর সব রহে চুপ—
তরু-পল্লবে সঞ্চিত জল
জলে পড়ে—টুপ্ টুপ্ ;—
যবে ঘুমন্ত কেতকীর শাখে
জড়ায়ে নিভৃতে সুনিবিড় পাকে
গন্ধ-মগন কালভুজঙ্গ
শ্বসিয়া শ্বসিয়া উঠে ;—
দাদুরীর ডাকে ভরি' উঠে বন,
দাপটিয়া ফিরে দস্যু পবন,
নব কদম্ব যূথীর গন্ধ
আকাশে বাতাসে লুটে,—
তখনি এ হিয়া উঠে উছসিয়া
নয়নে অশ্রু ফুটে!

প্রথম শরতে অম্বরে যবে
মেঘ-ডম্বরু বাজে,—
যবে খরশাণ বিধাতার বাণ
ঝলসে গগন মাঝে,—
কমল-কলিকা শঙ্কিত মনে
রহে নতমুখে মুদিত নয়নে,
তরুণ-অরুণ-কিরণ স্মরিয়া
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরে,—
ব্যাকুল পরাণ খুঁজে আশ্রয়,—
খুঁজে সে শরণ চাহে সে অভয়,—
এ তিন ভুবনে আপনার জনে
খুঁজি' মরে সকাতরে,—
উছসি' উঠিয়া বিরহী এ হিয়া
নয়ন—সলিলে ভরে।

পউষের রাতে কঙ্কাল সম
বিথারি' রিক্ত শাখা,
কাঁদে যবে তরু ভিজিয়া শিশিরে
ভস্ম-কুহেলি মাখা,—
কুক্কুর তুলে বুক্কন ধ্বনি,
ঘুৎকার করে উলূক অমনি,
উত্তর বায়ু শীতের প্রতাপ
প্রচারে ভূমণ্ডলে,—
দীর্ঘ যামিনী পোহায় জাগিয়া—
তপ্ত হিয়ার পরশ মাগিয়া,
পরাণ ক্ষুগ্ন নয়ন শূন্য
নিবিড় তিমির তলে,—
তখনি এ হিয়া উঠে উছলিয়া,
নয়নে মুকুতা ফলে।

এ কি বিধুরতা হায় রে বিরহী!
কালে কালে নিতি নিতি!
এ কি রে দহন রহি' রহি' রহি'
এ কি অপরূপ গীতি।
এ কি মিছামিছি দুঃখের খেলা,
এ কি মিছামিছি আঁখিজল-ফেলা।
কোন্ বেদনার চির হাহাকার
চিরদিন জাগে প্রাণে!
কোন্খানে সুরু; কোথা উন্মেষ,
কোন্ যুগে হায় হবে এর শেষ,
কোন্ রাগিণীর ব্যথা-ভরা রেশ
ধ্বনিছে সকল গানে!
অকারণে হায় অশ্রু গড়ায়
কোন্ সাগরের টানে!

পাল্কীর গান

পাল্কী চলে!
পাল্কী চলে!
গগন-তলে
আগুন জ্বলে!
স্তব্ধ গাঁয়ে
আদুল্ গায়ে
যাচ্ছে কারা
রৌদ্রে সারা!

ময়রা মুদি
চক্ষু মুদি'
পাটায় ব'সে
ঢুল্‌ছে ক'ষে!
দুধের চাঁছি
শুষ্‌ছে মাছি,—
উড়্‌ছে কতক
ভন্‌ ভনিয়ে।—
আস্‌ছে কা'রা
হন্‌ হনিয়ে?
হাটের শেষে
রুক্ষ বেশে
ঠিক্‌ দুপুরে
ধায়্‌ হাটুরে!

কুকুরগুলো
শুঁক্‌ছে ধুলো,—
ধুঁক্‌ছে কেহ
ক্লান্ত দেহ।
ঢুক্‌ছে গরু
দোকান-ঘরে,
আমের-গন্ধে
আমোদ করে!

পাল্কী চলে,
পাল্কী চলে—
দুল্‌কি চালে
নৃত্য তালে!
ছয় বেহারা,—
জোয়ান তারা,—
গ্রাম ছাড়িয়ে
আগ্‌ বাড়িয়ে
নাম্‌ল মাঠে
তামার টাটে!
তপ্ত তামা;—
যায় না থামা,—
উঠ্‌ছে আলে
নাম্‌ছে গাড়ায়,—
পাল্কী দোলে
ঢেউয়ের নাড়ায়!
ঢেউয়ের দোলে
অঙ্গ দোলে!

মেঠো জাহাজ
সাম্‌নে বাড়ে,—
ছয় বেহারার
চরণ-দাঁড়ে!

কাজ্‌লা সবুজ
কাজল প'রে
পাটের জমী
ঝিমায় দূরে!
ধানের জমী
প্রায় সে নেড়া,
মাঠের বাটে
কাঁটার বেড়া!

'সামাল্‌' হেঁকে
চল্‌ল বেঁকে
ছয় বেহারা,—
মর্দ্দ তারা!
জোর হাঁটুনি
খাট্‌নি ভারি;
মাঠের শেষে
তালের সারি।

তাকাই দূরে,
শূন্যে ঘুরে
চিল্‌ ফুকারে
মাঠের পারে।
গরুর বাথান,—
গোয়াল-থানা,—
ওই গো! গাঁয়ের
ওই সীমানা!

বৈরাগী সে,—
কণ্ঠী বাঁধা,—
ঘরের কাঁথে
লেপ্‌ছে কাদা;
মট্‌কা থেকে
চাষার ছেলে
দেখছে,—ডাগর
চক্ষু মেলে!

দিচ্ছে চালে
পোয়াল গুছি ;
বৈরাগীটির
মূর্ত্তি শুচি।

প্রজাপতি
হলুদ বরণ,—
শশার ফুলে
রাখ্‌ছে চরণ!
কার বহুড়ি
বাসন মাজে ?—
পুকুর ঘাটে
ব্যস্ত কাজে ,—
এঁটো হাতেই
হাতের পোঁছায়
গায়ের মাথার
কাপড় গোছায়!

পাল্কী দেখে
আস্‌ছে ছুটে
ন্যাংটা খোকা,—
মাথায় পুঁটে!

পোড়োর আওয়াজ
যাচ্ছে শোনা ;—
খোড়ো ঘরে
চাঁদের কোণা!
পাঠশালাটি
দোকান-ঘরে,
গুরুমশাই
দোকান করে!

পোড়া ভিটের
পোতার 'পরে
শালিক নাচে
ছাগল চরে।

গ্রামের শেষে
অশথ-তলে
বুনোর ডেরায়
জ্বলে ;

টাট্‌কা কাঁচা
শাল-পাতাতে
উড়ছে ধোঁয়া
ফ্যান্‌সা ভাতে।

গ্রামের সীমা
ছাড়িয়ে, ফিরে
পাল্‌কী মাঠে
নাম্‌ল ধীরে ,
আবার মাঠে,—
তামার টাটে,—
কেউ ছোটে, কেউ
কষ্টে হাঁটে ;
মাঠের মাটি
রৌদ্রে ফাটে,
পাল্‌কী মাতে
আপন নাটে!

শঙ্খচিলের
সঙ্গে, যেচে—
পাল্লা দিয়ে
মেঘ চলেছে!
তাতারসির
তপ্ত রসে
বাতাস সাঁতার
দেয় হরষে!
গঙ্গাফড়িং
লাফিয়ে চলে,
বাঁধের দিকে
সূর্য্য ঢলে।

পাল্‌কী চলে রে!
অঙ্গ ঢলে রে!
আর দেরী কত?
আরো কত দূর?
"আর দূর কি গো?
বুড়ো-শিবপুর
ওই আমাদের ;
ওই হাটতলা,
ওরি পেছুখানে
ঘোষেদের গোলা।"

পাল্কী চলে রে,
অঙ্গ টলে রে ;
সূর্য্য ঢলে,
পাল্কী চলে !

মুগ্ধা

ওই রূপে মোর মন ভুলেছে, ভরেছে মন মোহন রূপে !
জেগে তোমায় স্বপন দেখি, তোমার রূপে যাচ্ছি ডুবে !
ওগো আমার দখিন হাওয়া ! অসীম, তোমার দক্ষিণতা,
ওগো আমার তমাল ছায়া ! তপ্ত জনের ঘুচাও ব্যথা ;
ওগো শ্যামল শাঙনী মেঘ ! স্বপ্নে তোমায় চায় যে যূথী,
ওগো আমার গায়ক গুণী ! ওগো আমার গানের পুঁথি !
এই গিয়েছ কাছটি থেকে,—ভাবছি ছুটে যাই এখুনি,
বাড়িয়ে-বলা নয় গো এ নয় ভালবাসার-ভুল-বকুনি ;
হায় গো বিধির এম্নি বিধান মিলন-বেলাই অল্প-আয়ু,—
শীতের বেলার চেয়েও খাটো,—বইছে তবু দখিন বায়ু।
ফুল-জাগানো দখিন হাওয়া,—দিল্-জাগানো দক্ষিণতা ;
মিলন-মেলা যায় ফুরায়ে, ফুরায় না হায় মনের কথা।
দূরে কেন যায় গো লোকে,—আমি যে চাই থাক্তে কাছে,
আনাগোনা ফুরিয়ে দিয়ে কাছে থাকায় দোষ কি আছে ?
এসো কাছে প্রিয় আমার—এস আমার জনম ভরি',
এক্লা ঘরে ওগো ! আমি তোমার কথা স্মরণ করি !
আস্তে তোমায় হবেই হবে—অগোণেতেই আস্তে হবে,—
জেগে ভাল ফেল্লে বেসে—স্বপ্নে ভালবাসতে হবে।

গ্রীষ্ম-চিত্র

বৈশাখের খরতাপে মূর্চ্ছাগত গ্রাম,
ফিরিছে মন্থর বায়ু পাতায় পাতায় ;
মেতেছে আমের মাছি, পেকে ওঠে আম,
মেতেছে ছেলের দল পাড়ায় পাড়ায়।
সশব্দে বাঁশের নামে শির,—
শব্দ করি' ওঠে পুনরায় ;
শিশুদল আতঙ্কে অস্থির
পথ ছাড়ি' ছুটিয়া পালায়।
স্তব্ধ হ'য়ে সারা গ্রাম রহে ক্ষণকাল,
রৌদ্রের বিষম ঝাঁঝে শুষ্ক ডোবা ফাটে ;

বাগানে পশিছে গাভী, ঘুমায় রাখাল,
বটের শীতল ছায়ে বেলা তার কাটে।
পাতা উড়ে ঠেকে গিয়া আলে,
কাক বসে দাঁড়িতে কুয়ার ;
তন্দ্রা ফেরে মহালে মহালে,
ঘরে ঘরে ভেজানো দুয়ার!

সাড়ে চুয়াত্তর

দূর থেকে আজ ওগো তোমায় মনের কথা কই,
নূতন খবর নেই কিছু আজ মনের খবর বই।
ভাব্‌ছি আমি কোথায় তুমি হায় সে কতদূর,
কোথায় সহর কল্‌কাতা আর কোথায় কুসুমপুর!
না জানি কি ভাব্‌ছ এখন করছ কিবা কাজ,
কার সাথে বা কইছ কথা? পরেছ কোন্‌ সাজ?
ইচ্ছা করে হাওয়ার ভরে তোমার কাছে যাই,
কবছ যে কি পিছন থেকে লুকিয়ে দেখি তাই।
ইচ্ছা করে শুন্‌তে তোমার বচন সোহাগের,
ইচ্ছা কবে—ইচ্ছা কবে—ইচ্ছা করে ঢের!
ইচ্ছা কবে কত কি যে—সাধ যে জাগে আজ—
শাদার পবে কালি দিযে লিখতে সে পাই লাজ।
তবে যদি না পড় সে দিনের বেলায় আর
তবে লিখি,—লিখতে সে লোভ হচ্ছে যে বারবার!
হচ্ছে সে লোভ, কিন্তু, ওগো!—পড় না এরপর,
আমাব চিঠির এইখানে আজ সাড়ে চুযাত্তর ;
এইখানে শেষ করতে হবে দিনেব বেলার পাঠ,
রাতের পড়া রাত্রে হবে, ভাঙলে লোকের হাট।
বাকীটুকু শোবার বেলায বন্ধ ক'রে ঘর
এক্‌লা খুলে দেখতে হ'বে রেখে শেজের 'পর ;
সেই গোপনে মনে মনে পোড়ো চিঠির শেষ,
নিদ্‌-মহলে বন্ধু! আমার আর্জ্জি হ'বে পেশ।
সেই গোপনের আবরণে, জানাই তোমার পায়,—
একটি তোমার চুমার লাগি পরাণ কাঁদে, হায়!
দিযো দিয়ো একটি চুমা আমার চিঠির গায়,
প্রদীপ যদি হাস্‌তে থাকে নিবিয়ে দিয়ো তায়।
দাও যদি সে পাবই আমি, পাবই আমি টের,
হাওয়ার আগে হ'বে বিলি বার্ত্তা হৃদয়ের।
আস্‌বে স্বপন তোমার বেশে মুদ্‌লে আঁখির পাত,
কাট্‌বে সারা রাত্রি সুখে বন্ধু! প্রিয়! নাথ!

দূর থেকে সুর লাগ্‌বে বীণায়, জাগ্‌বে গো অন্তর,
আমার চিঠির মাঝখানে তাই সাড়ে চুয়াত্তর।

গ্রীষ্মের সুর

হায়!
বসন্ত ফুরায়!
মুগ্ধ মধু মাধবের গান
ফল্গু সম লুপ্ত আজি, মুহ্যমান প্রাণ।
অশোক নির্ম্মাল্য-শেষ, চম্পা আজি পাণ্ডু হাসি হাসে,
ক্লান্ত কণ্ঠে কোকিলের যেন মুহুর্মুহু কুহুধ্বনি নিবে নিবে আসে।
দিবসের হৈম জ্বালা দীপ্ত দিকে দিকে, উজ্জ্বল-জাজ্জ্বল-অনিমিখ্,
নিঃশ্বসিছে নিঃস্ব হাওয়া, হুতাশে মূর্চ্ছিত দশদিক্!
রৌদ্র আজি রুদ্র ছবি, আকাশ পিঙ্গল,
ফুকারিছে চাতক বিহ্বল,—
খিন্ন পিপাসায়;
হায়!

হায়!
আনন্দ ধরায়
নাহি আজ আনন্দের লেশ,
চতুর্দ্দিকে রুদ্ধ আঁখি, চারিদিকে ক্লেশ।
সংবর ও মূর্ত্তি, ওগো একচক্র-রথের ঠাকুর!
অগ্নি-চক্ষু অশ্ব তব মূর্চ্ছি বুঝি পড়ে,—আর সে ছুটাবে কত দূর?
সপ্ত সাগরের বারি সপ্ত অশ্বে তব করিছে শোষণ তৃষ্ণাভরে,
তবু নাহি তৃপ্তি মানে, পিয়ে নদ, নদী, সরোবরে;—
পঙ্কিল পল্বলে পিয়ে গোষ্পদে ও কূপে,
পুষ্পে রস—তাও পিয়ে চুপে!
তৃপ্তি নাহি পায়!
হায়!

হায়!
সান্ত্বনা কোথায়?
রৌদ্রের সে রুদ্র আলিঙ্গনে
জগতের ধাত্রী ছায়া আছে উষ্মা-মনে;
আশাহত ক্ষুব্ধ লোক,—আকাশের পানে শুধু চায়,
ময়ূরের বর্হ সম ময়ূখের মালা বহ্নিতেজে চৌদিকে বিছায়!
হর্ম্ম্যতলে, জলে, স্থলে, স্নিগ্ধ পুষ্পদলে আজ শুধু অগ্নি-কণা ক্ষরে,
হাতে মাথে ধূনী জ্বালি' বসুন্ধরা কৃচ্ছ্র ব্রত করে;

ওঠে না অনিন্দ্য চরু অমোঘ প্রসাদ,—
দেবতার মূর্ত্ত আশীর্ব্বাদ,—
দীর্ঘ দিন যায়,
হায়!

হায়!
হৃদয় শঙ্কায়!
নাহি বল, নাহিক সম্বল,
অন্তরে আনন্দ নাই, চক্ষে নাহি জল!
মূক হ'য়ে আছে মন, দীর্ঘশ্বাসে অবসান গান,
বিস্মৃত সুখের স্বাদ হৃদি অনুৎসুক,—ধুক্ ধুক্ করে শুধু প্রাণ।
কে করিবে অনুযোগ? দেবতার কোপ; কোথা বা করিবে অনুযোগ?
চারিদিকে নিরুৎসাহ, চারিদিকে নিঃস্ব নিরুদ্যোগ!
নাহি বাষ্প-বিন্দু নভে,—বরষা সুদূর;
দগ্ধ দেশ তৃষ্ণায় আতুর,
কান্ত চোখে চায়;
হায়!

অন্তঃপুরিকা

আর যে আমার সইছে নারে সইছে না আর প্রাণে,
এমন ক'রে কতদিন আর কাটবে কে তা' জানে!
দিন গুণে দিন ফুরায় নাকো নিমিষ গণি তাই,
বুকের ভিতর হাঁফিয়ে ওঠে, আকুল চোখে চাই।
যেখানটিতে বস্‌ত সে জন বস্‌ছি সেথায় গিয়ে,
দেখছি খুলে চিঠিটি তার ঘরে দুয়োর দিয়ে;—
বেশী আমি পাইনি যে গো পাইনি বেশী আর,
পারে যাবার একটি কড়ি একটি চিঠি তার।
হাসিয়েছিল কোন্ কথাতে,—হাস্‌ছি মনে ক'রে,
দেখতে হঠাৎ ইচ্ছে হ'য়ে চক্ষু এল ভ'রে।
শোবার ঘরে কবাট এঁটে ছবিটি তার লিখি,
হয় না কিছু,—সেইটি তবু নয়ন ভ'রে দেখি।
নানান্ কাজে ব্যস্ত থাকি, তবুও কেন ছাই,
মনটা ওঠে আকুল হ'য়ে, উদাস হ'য়ে যাই।
ডানা যদি দিতেন বিধি উড়ে যেতাম চ'লে,
সকল ব্যথা সইত, মাথা রাখ্‌তে পেলে কোলে।
সীতা সতী বুদ্ধিমতী,—প্রণাম করি পায়,—
আজ বুঝেছি বনে কি সুখ, কি সুখ অযোধ্যায়।

আনন্দ-দেবতার প্রতি

এস প্রমোদ! পুলক! রভস হে!
আমি মুছেছি অশ্রুধার ;
আজ মুকুল নহে তো অবশ হে!
তায় নীহার নাহিক আর।

আজ ধরণী আঁচলে আবর' গো!
যত কালিকার ঝরা ফুল,
পাখী কাকলি-কূজনে কুহর' গো
নদী গাহ গাহ কুলুকুল!

তবু নীহারে শিহরে ফুলদল!
পাখী নীরব পুনর্ব্বার!
নদী ভাসাইয়া আনে অবিরল
শুধু চিতার ভস্মভার!

আমি শ্মশানে বাসর বাঁচিব গো
পরি' শুষ্ক ফুলেরি হার,
আমি নয়ন উপাড়ি রুধিব গো
এই নয়নের বারিধার।

এস রভস-দেবতা! বঁধুয়া হে!
তুমি এস সখা একবার,
আমি রাখিব রাখিব রুধিয়া হে!
এই নয়নের বারিধার।

দরদী

(বাউলের সুর)

মনের মরম কেউ বোঝে না!
(এরা) হাস্‌লে কাঁদে, কাঁদ্‌লে হাসে!
(আহা) দরদ দিয়ে কেউ দেখে না
(ওগো) গরজ নিয়ে সবাই আসে।
(যে জন) হিয়ার হাসি কান্না বোঝে
(ওগো) ছিলাম আমি তারি খোঁজে,
(হায় রে) কাট্‌ল বেলা ভাঙল মেলা
(তবু) বসেই আছি আসার আশে।
বন্ধু! তোমায় বল্‌ব বা কি?
আড়াল থেকেই মিলাই আঁখি

(আমি) প্রাণের খবর পাইনে চোখে
(শুধু) মুখ-চাওয়া সার দ্বারের পাশে।
(ওগো) মরমী কেউ মিলত যদি
(তবে) বইত উজান জীবন-নদী—
(ওগো) নিরবধি সেই দরদীর
(মোহন) বাঁশীর সুরে প্রেমোল্লাসে!

রিক্তা

(মালিনী ছন্দের অনুকরণে)

উড়ে চলে গেছে বুলবুল,
শূন্যময় স্বর্ণ-পিঞ্জর;
ফুরায়ে এসেছে ফাল্গুন,
যৌবনের জীর্ণ নির্ভর।

রাগিণী সে আজি মন্থর,
উৎসবের কুঞ্জ নির্জ্জন;
ভেঙে দিবে বুঝি অন্তর
মঞ্জীরের ক্লিষ্ট নিক্কণ।

ফিরিবে কি হৃদি-বল্লভ
পুষ্পহীন শুষ্ক কুঞ্জে?
জাগিবে কি ফিরে উৎসব
খিন্ন এই পুষ্প পুঞ্জে?

ভাঙনে ভেঙেছে মন্দির
কাঞ্চনের মূর্ত্তি চূর্ণ,
বেলা চলে গেছে সন্ধির,—
লাঞ্ছনার পাত্র পূর্ণ।

কনক-ধুতুরা

কনক-ধুতুরা! কনক-ধুতুরা!
পরিপূর তুমি বিষে;
ও তনু-পাত্রে অতনু-সুষমা
উপচি' উঠিল কিসে?

তুমি অপরূপ ওগো রূপবতী!
অপরূপ তব কথা!
মুকুলিত করি' তুলিছ কেবলি
মৃত্যু ও মাদকতা!

উথলি' উঠিছে একটি বৃন্তে
দুখের সঙ্গে সুখ,
মৃত্যু-অভেদ জীবন-নৃত্য!—
মন করে উৎসুক!

সোনার গেলাসে মুগ্ধ মদিরা!—
কর্ণে কী কথা জপে!
ফেনগুঞ্জনে মত্তলোচনে
মৃত্যুব হাসি সঁপে!

কনক-ধুতুবা! কনক-ধুতুরা!
কিসে তুমি পরিপূর?
মুগ্ধ নযনে আমি তোর পানে
চেযে আছি তৃষাতুর।

চাতকের প্রতি

হে সবসী! তুমি স্বচ্ছ শীতল,—
বলেছে আমায অনেক পাখী ;
হায, আমিও তৃষিত, তবু তোর পানে
নারিনু নারিনু ফিরাতে আঁখি!

তুমি সুন্দর, তুমি সুবিপুল
সুলভ তোমার অগাধ বারি,
মোর সমুখে রয়েছ নিশিদিনমান
তবু তো ও জল ছুঁইতে নারি!

নিয়ত আকাশে আশা-পথ-চাওয়া,
নিত্য নিযত তৃষার জ্বালা,
তবু তোর 'পরে মোর ফিরিল না মন,
হায় গো রূপসী সরসীবালা!

ওগো বাঁধাজল! করি' কোলাহল
দর্দ্দুরদল বন্দে তোরে,
হায় কাকের ভেকের তুমি আরাধ্যা,
আমি তোরে সেবি কেমন ক'রে?

নিন্দা তোমায় করিনে গো আমি,—
নাই নাই মনে ঘৃণার কণা ;
হায় খেলা-ছলে হেলা করিনে তোমায়,
পাই নি তেমন কুমন্ত্রণা।

তৃষ্ণা আমায় দিয়েছেন বিধি,
সে তৃষা ফটিক-জলের তৃষা,
ওগো শান্তির আশা সুদূর আমার,—
দহন আমার দিবস নিশা!

আমি মেঘের রন্ধ্রে করি আনাগোনা,
বিজলীতে জ্বলি' ফুকারি 'ত্রাহি'!
তবু উধাও-ধাওয়াব হঠাৎ-পাওয়ার
চকিত-চাওযার তুলনা নাহি।

ওগো বিধাতা আমায় এমন করেছে,—
দুষ্কর ব্রতে কবেছে ব্রতী ;
তাই পুষ্কর মেঘে মজে' আছে মন,
নাই সে পুষ্করিণীর প্রতি।

হে সরসী! তুমি তারার আরসী,
স্বচ্ছ অগাধ আরামে ভরা ;
তবু আকাশে জলেব রয়েছে যে দ্রোণী
সেই চাতকের তৃষ্ণা-হরা।

ঝোড়ো হাওয়ায়

ঝোড়ো হাওয়ায় রোল উঠেছে কোলাহলের সাথ!
আকাশ জুড়ে অকালে ওই ঘনিযে আসে রাত!
আজকে যাবা ফিব্‌ত ঘরে
হারাল পথ পথের 'পরে
ধুলায় আঁখি বন্ধ, হ'ল অন্ধ অকস্মাৎ।

ডাঙায় গাছের ডাল টুটিছে, বিষম ডামাডোল,
জলে নায়ের হাল ছুটিছে ; বোল্‌ রে হরি বোল্‌!
তূর্ণ ছোটে ঘূর্ণি হাওয়া
ফুরায় বুঝি পারে যাওযা ;
পান্থ পাখী পাল্‌টে পাখা নিল মাঠের কোল।

যোজন জুড়ে মেঘে মেঘে বজ্র-আকর্ষণ।
বহুক হাওয়া ক্ষুরের ধারে,—হ'বে সুবর্ষণ।
গম্ভীরা যে বুকের 'পরে
বসে আছে আড়ম্বরে,—
দম্ভটা তার খর্ব্ব হবে,—এ তার নিদর্শন।

ঝোড়ো হাওয়ার রোল শুনে আজ মেতেছে পরাণ!
সাবধানী! তুই আজ্‌কে কারে করিস্‌ রে সাবধান?
মৃত্যু যে আজ চোখের আগে
নাচে মিলন-অনুরাগে,
বাহুতে তার মিলিযে বাহু গাইতে হবে গান!

ঝড়ের তালে নাচ্‌বে ধূলি উড়িয়ে ধূসর কেশ।
রুদ্রজটা পড়বে ছিঁড়ে—জুড়িয়ে যাবে দেশ।
স্বর্গ হ'তে গঙ্গা ঝ'রে
দিবে ভুবন স্নিগ্ধ ক'রে;
কুম্ভীরের ওই জিহ্বা-তালুব ঘুচ্‌বে পিঙ্গ বেশ।

জানি আমি অপূর্ব্ব ওই রুদ্র গঙ্গাধর,
যেথাই দাহ সুদুঃসহ সেইখানে তার ভর।
দুখের আদি,—সুখের নিদান,—
তারি বরে দুঃখ-নিধান
মরণ করে অমৃত দান, শিব সে—ভযঙ্কর!

..টুক না সে রুদ্র মরুৎ, নাই তো কোনো ভয়;—
চেতন-জড়ে না হয হবে পাগড়ী-বিনিময;
নিশ্বাসে যাঁর ঝঞ্ঝা ছোটে,—
প্রশ্বাসে প্রশান্তি ফোটে,—
তাঁর সুরে সুর মিলিযে মোবা মরণ করি জয।

বজ্র-কামনা

হায় শূন্য জীবন নীরস হৃদয়
নীরব দহনে দহে,
আর লুপ্ত অশ্রু মরমের তলে
ফল্গু-ধারায় বহে;
ওগো রুদ্র আকাশ নিথর বাতাস
অন্ধ হুতাশে ভরে,
আজ বরষণ-লোভে বিবশা ধরণী
বজ্র কামনা করে।

হায় কুম্ভীরকের পিঙ্গল তালু,—
আকাশ পিঙ্গ ছবি,
তার জিহ্বার মত প্রান্তর ঢালু
রৌদ্রে শুষিছে রবি ;
হায় খাকী রঙে খাক হ'ল দুই আঁখি
দুনিয়াটা গেল খ'রে,
তাই ঘন-বরষণ-লালসে ধরণী
বজ্র কামনা করে!

আজ সুখ নাহি দেহে বিশ্রাম গেহে
স্বস্তি নাহিক প্রাণে,
যেন আঙার-ধানীর বাষ্প বিভোল্
শ্বসিছে সকল খানে!
নাই নাই ফুল-ফল, ফলেনি ফসল
ধু ধু ধু তেপান্তরে,
হায় ফলের লালসে বন্ধ্যা ধরণী
বজ্র কামনা করে।

ওগো হিল্ মিল্ কবে বহিবে সলিল
ফেনমুখ ফণা তুলি'?
আর ঝিল্ মিল্ কবে দুলিবে সমীরে
তাজা অঙ্কুরগুলি?
ওগো খালি কোল কবে ভরিবে আবার—
আর কতদিন পরে?
হায় সফলতা লাগি' মৌনে ধরণী
বজ্র কামনা করে!

ওগো বজ্রের রাজা অস্ত্র তোমার
হান একবার বেগে,—
এই ক্ষীণ বাষ্পের দীন উচ্ছ্বাস
পরিণত হোক্ মেঘে ;
ওগো ঘনায়ে মিলায়ে কর সুনিবিড়
তড়িত জড়িত স্বরে,
আজ বধ-ভয় ভুলি' বন্ধ্যা ধরণী
বজ্র-কামনা করে।

ওগো বজ্র-দেবতা বজ্র তো শুধু
বধের যন্ত্র নয়,
ও যে বন্ধ্যা-জনের সন্তাপহারী,—
বন্ধন করে ক্ষয় ;

ও যে মিলন ঘটায় কাঞ্চন-ডোরে
ধরণী ও অম্বরে,
তাই বন্ধ্যা ধরণী মরণ-দোসর
বজ্র কামনা করে।

যক্ষের নিবেদন

(মন্দাক্রান্তা ছন্দের অনুকরণে)

পিঙ্গল বিহ্বল ব্যথিত নভতল, কই গো কই মেঘ উদয় হও,
সন্ধ্যার তন্দ্রার মুরতি ধরি' আজ মন্দ্র-মন্থর বচন কও ;
সূর্য্যের রক্তিম নয়নে তুমি মেঘ! দাও হে কজ্জল পাড়াও ঘুম,
বৃষ্টির চুম্বন বিথারি' চলে যাও—অঙ্গে হর্ষের পড়ুক ধুম।

বৃক্ষের গর্ভেই রয়েছে আজো যেই—আজ নিবাস যার গোপনলোক
সেই সব পল্লব সহসা ফুটিবার হৃষ্ট চেষ্টায় কুসুম হোক্।
গ্রীষ্মের হোক্ শেষ, ভরিয়া সানুদেশ স্নিগ্ধ গম্ভীর উঠুক তান,
যক্ষের দুঃখের কর হে অবসান, যক্ষ-কান্তার জুড়াও প্রাণ!

শৈলের পইঠায় দাঁড়ায়ে আজি হায় প্রাণ উধাও ধায় প্রিয়ার পাশ,
মূর্চ্ছার মন্তর ভরিছে চরাচর, ছায় নিখিল কার আকুল শ্বাস!
ভরপুর অশ্রুর বেদনা-ভারাতুর মৌন কোন্ সুব বাজায় মন,
বক্ষের পঞ্জর কাঁপিছে কলেবর, চক্ষে দুঃখের নীলাঞ্জন।

রাত্রির উৎসব জাগালে দিবসেই, তাই তো তন্দ্রায় ভুবন ছায়,
রাত্রির গুণ সব দিনেরে দিলে দান, তাই তো বিচ্ছেদ দ্বিগুণ, হায় ;
ইন্দ্রের দক্ষিণ বাহু সে তুমি দেব! পূজ্য! লও মোর পূজার ফুল,
পুষ্কর বংশের চূড়া যে তুমি মেঘ। বন্ধু! দৈবের ঘুচাও ভুল!

নিষ্ঠুর যক্ষেশ, নাহিক কৃপালেশ, রাজ্যে আর তাঁর বিচার নেই,
আজ্ঞার লঙ্ঘন করিল একে, আর শাস্তি ভুঞ্জান্ দুজনকেই!
হায় মোর কান্তার না ছিল অপরাধ, মিথ্যা সয় সেই কতই ক্লেশ,
দুর্ভর বিচ্ছেদ অবলা বুকে বয়, পাংশু কুন্তল, মলিন বেশ!

বন্ধুর মুখ চাও, সখা হে সেথা যাও, দুঃখ দুস্তর তরাও ভাই,
কল্যাণ-সংবাদ কহিয়ো কানে তার, হায়, বিলম্বের সময় নাই ;
বৃন্তের বন্ধন আশাতে বাঁচে মন, হায় গো, বল্ তার কতই আর?
বিচ্ছেদ-গ্রীষ্মের তাপেতে সে শুকায়, যাও হে দাও তায় সলিল্-ধার।

নির্ম্মল হোক্ পথ,—শুভ ও নিরাপদ, দূর-সুদুর্গম নিকট হোক্,
হ্রদ, নদ, নির্ঝর, নগরী মনোহর, সৌধ সুন্দর জুড়াক্ চোক্ ;
চঞ্চল খঞ্জন্-নয়না নারীগণ বর্ষা-মঙ্গল করুক্ গান,
বর্ষার সৌরভ, বলাকা-কলরব, নিত্য উৎসব ভরুক্ প্রাণ!

পুষ্পের তৃষ্ণার করহে অবসান, হোক বিনিঃশেষ যূথীর ক্লেশ,
বর্ষায়, হায় মেঘ! প্রবাসে নাই সুখ, হায় গো নাই নাই সুখের লেশ ;—
যাও ভাই একবার মুছাতে আঁখি তার, প্রাণ বাঁচাও মেঘ! সদয় হও,
"বিদ্যুৎ-বিচ্ছেদ জীবনে না ঘটুক্" বন্ধু! বন্ধুর আশিষ লও।

দুর্দ্দিনে

মলিন আঁচল চক্ষে চাপিয়া
কে তুমি ভুবনে এলে,
অসীম অকূল দুর্ভাবনার
পাংশুল ছায়া মেলে!
হে নীরবচাবী, বুঝিতে না পারি
মুখে কেন নাহি ভাষ,
কোন্ অশ্রুর অতলে ডুবিয়া
হিম হ'যে গেছে শ্বাস?

ছিন্ন-বসন! রিক্ত-ভূষণ!
গভীর-শ্বসন! ওরে!
কেন গুমরিয়া উঠিস্ কাঁদিয়া?
কি বেদনা বল্ মোরে।
বিহ্বল সুব ডাকে দর্দ্দুর
চাতক উড়িযা বসে ;
মদালস তব মূরতি—সে কোন্
শোকের মাদক রসে!

সহসা শিহরি' চীৎকার কেন
করিলি, বে উন্মাদ,
রুদ্ধ ব্যথার রূঢ় তাড়নার
এই কি আর্ত্তনাদ!
ত্রাসে মুদে এল বিশ্বলোকের
আযত চোখের পাতা,
আধা সাদা হ'যে গেল শঙ্কায
বিকচ নীপের মাথা!

অকালে দিনের আলোক হরিয়া
কে এলে গো চুপে চুপে,
বিজুলির হাসি পাণ্ডুর করি'
দেখা দিলে ছায়ারূপে!
আঁচল তোমার তিতিযা ভূতলে
অশ্রু ঝরিয়া পড়ে,
বেদনায় তরু-বল্লরী-বীথী
এপাশ ওপাশ নড়ে।

ওগো দুর্দ্দিন! কে পূজিল তোমা
ভুঁই-চাঁপা ফুল দিয়া!
চাঁদ-আঁকা পাখা দোলায় ময়ূর
বিস্ময়াকুল হিয়া।
মূর্চ্ছিত ধরা আঁখি মেলে, তোরে
পাইযা ব্যথার ব্যথী,
খুলে গেল তার হাজার নেত্র,
ফুটিল হাজার যূথী!

ওগো কামচারী! সন্তাপহারী!
অন্তর তুমি জানো,
বিষাদের বেশে এসে দেখা দাও,
ব্যথিতে বক্ষে টানো ;
অশ্রু ঘুচাতে, ব্যথিতেব সাথে
অশ্রু মিশাতে হয়,—
তুমি তাহা জানো, বন্ধু পুবাণো!
দুর্দ্দিন সহৃদয়!

ওগো দেবতার অশ্রু-প্লাবন!
তোমার পাবন-ধারে
মলিনতা তাপ ঘুচাও মহীর
উর্ব্বর কর তারে ;
নীল পদ্মের মথিত নীলিমা,
ব্যথিত চক্ষে দাও,
ঘন চুম্বন দান কব, ওগো,
বুকে নাও! বুকে নাও!

অভয়

মেঘ দেখে কেউ করিস্ নে ভয়,
আড়ালে তার সূর্য্য হাসে!
হারা শশীর হারা হাসি
অন্ধকারেই ফিরে আসে!
দখিন হাওয়ার অমোঘ বরে
রিক্ত শাখাই পুষ্পে ভরে,
সিক্ত যে প্রাণ অশ্রুধারায়
প্রাণের প্রিয় তারি পাশে।

বর্ষা

ঐ দেখ গো আজ্‌কে আবার পাগ্‌লি জেগেছে,
ছাই মাখা তার মাথার জটায় আকাশ ঢেকেছে!
মলিন হাতে ছুঁয়েছে সে ছুঁয়েছে সব ঠাঁই,
পাগল মেয়ের জ্বালায় পরিচ্ছন্ন কিছুই নাই!

মাঠের পারে দাঁড়িয়েছিল ঈশান কোণেতে,—
বিশাল-শাখা পাতায়-ঢাকা শালের বনেতে;
হঠাৎ হেসে দৌড়ে এসে খেয়ালের ঝোঁকে,
ভিজিয়ে দিলে ঘরমুখো ঐ পায়রাগুলোকে।

বজ্রহাতের হাততালি সে বাজিয়ে হেসে চায়,
বুকের ভিতর রক্তধারা নাচিয়ে দিয়ে যায়;
ভয় দেখিয়ে হাসে আবার ফিক্‌ফিকিয়ে সে,
আকাশ জুড়ে চিক্‌মিকিয়ে চিক্‌মিকিয়ে রে!

ময়ূর বলে 'কে গো?' এ যে আকুল-করা রূপ!
ভেকেরা কয় 'নাই কোনো ভয়', জগৎ রহে চুপ;
পাগ্‌লি হাসে আপন মনে পাগ্‌লি কাঁদে হায়,
চুমার মত চোখের ধারা পড়্‌ছে ধরার গায়।

কোন্ মোহিনীর ওড়্‌না সে আজ উড়িয়ে এনেছে,
পূবে হাওয়ায় ঘুরিয়ে আমার অঙ্গে হেনেছে;
চম্‌কে দেখি চক্ষে মুখে লেগেছে এক রাশ,
ঘুম পাড়ানো কেযার বেণু, কদম ফুলের বাস!

বাদল্ হাওয়ায আজ্‌কে আমার পাগ্‌লি মেতেছে;
ছিন্ন কাঁথা সূর্য্যশশীর সভায পেতেছে!
আপন মনে গান গাহে সে নাই কিছু দৃক্‌পাত,
মুগ্ধ জগৎ, মৌন দিবা, সংজ্ঞাহারা রাত।

নাগ-পঞ্চমী

হায়! প্রতি বৎসরে
হাজার হাজার সোনার মানুষ নাগ-দংশনে মরে!
সেই নাগে মোরা পূজি!
সর্প-পূজার মন্ত্রের লাগি' বেদ-সংহিতা খুঁজি!
নাগ-পঞ্চমী করি!
গ্রন্থিল বাঁকা হিন্তাল-শাখা ধরিতে আমরা ডরি!

দুধকলা দিই সাপে!
পূজা খেয়ে খল দংশন করে!—মরি গো মনস্তাপে।
জানিনে কিসে কি হয়,—
মৃত্যুরে পূজি' অমরতা-লাভ,—কিছু বিচিত্র নয়!

রামধনু

পুণ্য আখণ্ডল-ধনু মণ্ডিত কিরণে,
রম্য তুমি জলদের নীল শিলাপটে,
স্ফুরিত প্রসূনে আর প্রদ্যোত রতনে
রচিত ও তনুচ্ছদ ; ধূর্জ্জটির জটে

ধূপছায়া শাটি-পরা জাহ্নবীর মত
মেঘমাঝে মূর্ত্তিখানি মনোজ্ঞ তোমার ;
শ্যাম অঙ্গে রাখী সম, শোভন সতত ;
হর্ষ-কলতান বিশ্বে তোল বারম্বার!

ইন্দ্রধনু তুমি কিহে পুরাণ-বর্ণিত?
কিম্বা রামধনু নাম যথার্থ তোমার?
প্রজা-বৎসলের কর করি' অলঙ্কৃত
লভিছ কি আজো তুমি শ্রদ্ধা সবাকার?

রামধনু! রামরাজ্য অতীতে বিলীন,
তুমি তারি বম্য-স্মৃতি চির-অমলিন।

প্রাবৃটের গান

দাঁড়া গো তোরা ঘিরিয়া দাঁড়া নীরব নত নেত্রে,
দেবতা আজি জীবন-ধারা বরিষে মরুক্ষেত্রে।
শুনিস্ নে কি ঘর্ঘরিয়া
চলেছে কে ও স্বর্গ দিয়া,
গগন-পথে বিপুল রথে হেলায়ে হেম বেত্রে!

আবৃত-করা প্রাবৃট্ এল মেলিয়া মেঘ-পক্ষ,
বিবশা ধরা বিতথ বেশ, শ্বসিছে মুহু বক্ষ।
অজানা ভয়ে অচেনা সুখে
কথাটি কারো নাহিক মুখে,
পাখীর গেছে বচন হরি' আঁখির থির লক্ষ্য!

বৃহৎ সুখে বৃংহিতে কি দিগ্‌গজেরা গর্জ্জে?
মিলাবে কি ও অমরা ধরা আকাশ ভাঙি' বজ্রে?
ধরণী আছে প্রতীক্ষাতে
অর্ঘ্য ধরি' স্বিন্ন হাতে,
সূচিত স্বরভঙ্গ তার কেকার রবে ষড়্‌জে!

দাদুরী করে উলুধ্বনি, দেবতা নামে মর্ত্ত্যে,
উশীর হ'ল সুরভি আজি ধূপেরি পরিবর্ত্তে!
স্তব্ধ চলা, বন্ধ খেয়া,
একাকী উঁকি দ্যায় গো কেয়া,
জ্বালায়ে মণি জাগিছে ফণী ত্যজিয়া নিজ গর্ত্তে।

দেবতা নামে! পুলকে হের দ্যুলোকে দোলে সিন্ধু!
রথের ধূলে মলিন হ'ল তপন তারা ইন্দু!
বাদল-বায়ে মন্ত্র পড়ি'
বাজায় কে ও সাঁঝের ঘড়ি?—
থাকিতে বেলা! বিধান বিধি মানে না একবিন্দু!

অন্ধ-করা অন্ধকারে নাহিরে নাহি রন্ধ্র!
বিরামহারা অধীর ধারা পাগল-পারা ছন্দ।
হাজার-তারা সেতারখানি
বলিছে কি ও ডাগর বাণী!
তরল তারে উঠিছে ধ্বনি মেদুর মৃদু মন্দ!

দেবতা চুমে ধরার আঁখি অলক চুমে রুক্ষ!
এলায়ে পড়ে বাদল-মালা—রূপালি জরি সূক্ষ্ম!
চুমিয়া তনু কুসুমি' তোলে,
হরষ-দোলে পরাণ দোলে!
সেচন করে সফল করে মোচন করে দুঃখ।

দাঁড়া গো তোরা রাখীর ডোরা বাঁধিয়া নে গো ত্রস্তে;
দেবতা আসি' আশিষ-ধারা বরিষে আজি মস্তে!
দেখিস্ নে কি নীলাম্বরে
এসেছে করী-কুম্ভ-'পরে,
আয়ত চোখে বিজুলি লেখা, উশীর মাখা হস্তে!

নূতন মানুষ

ঝুলিয়ে দোলা দুলিয়ে দে!
দুনিয়াতে আজ নূতন মানুষ!—ভুলিয়ে নে রে ভুলিয়ে নে!
দুয়ার 'পরে আমের মুকুল,
ঝুলিয়ে দে রে অশোক-বকুল,
দেব্‌তা আসে শিশুর বেশে, হায় রে, স্নেহের দান সেধে!

ঝুলিয়ে দোলা দুলিয়ে দে!
নূতন আঁখির সোনার পাতায় সোহাগ-কাজল বুলিয়ে দে!
নূতন আওয়াজ কান্না কাঁদে!
নূতন আঙুল আঙুল বাঁধে!
নূতন অধর পীযূষ পিয়ে নূতন মায়ার ফাঁদ ফেঁদে!

ঝুলিয়ে দোলা দুলিয়ে দে!
নরম আঁচে সদ্য-দুধের ফেনার রাশি ফুলিয়ে দে!
প্রাচীন দোলার নূতন মালিক
এসেছে ঐ ঐন্দ্রজালিক!
অরাজকের আপ্‌নি-রাজা রাখবে হৃদয়-মন বেঁধে!

ঝুলিয়ে দোলা দুলিয়ে দে!
দোল্‌না ঘিরে কাঁকণ কারা বাজায় চামর ঢুলিয়ে রে!
মরণ-বাঁচন মেলার মাঝে
ওই রে শুভ শঙ্খ বাজে,
পুরানো দীপ চায় গো হেসে, নূতন মানুষ চায় কেঁদে!

প্রথম হাসি

দোলার ঘরে শুনছি গো আজ, নূতন হাসির ধ্বনি!
ফুলঝুরিতে ফুল্‌কি হাসির রাশি!
রূপার ঘুঙুর জড়িয়ে হাতে বাজায় কে খঞ্জনী!
কাঁদুনে ওই শিখ্‌লে কোথায় হাসি!

পিচ্‌কারীতে হান্‌লে কে রে গোলাপ-জলের ধারা?—
ঝারার পাখী কয় কি হাসির কথা?
বরফ-গলা ঝর্ণা যেন জাগ্‌ল পাগল-পারা!—
স্বচ্ছ প্রাণে সরল চঞ্চলতা!

প্রথম হাসির পান-সুপারি কে দিল ওর মুখে?
হাসির কাজল কে পরালে চোখে?
হাসছে খোকা! হাসছে একা! হাসছে অতুল সুখে!
এমন হাসি কে শিখালে ওকে?

কলস্বরে হাসছে! ওরে! হাসছে আপন মনে!—
দেখনু-হাসি পরীর হাসি দেখে!
খুলেছে আজ হাসির কুলুপ কোন্‌ কুঠুরির কোণে,—
মাণিকে তাই আকাশ গেল ঢেকে!

আনন্দের এই পরম অন্ন—প্রথম অন্ন—হাসি
কোন্ দেবতা প্রসাদ দিল ওকে?
কাঁদুনে আজ নূতন ক'রে জন্মেছে রে আসি'
জন্মেছে সে হরষ-হাসি-লোকে!

ভাদ্রশ্রী

টোপর পানায় ভর্‌ল ডোবা নধর লতায় নয়ান-জুলী,
পূজা-শেষের পুষ্পে পাতায় ঢাক্‌ল যেন কুণ্ডগুলি।
তাজা আতার ক্ষীরের মত পূবে বাতাস লাগ্‌ছে শীতল,
অতল দীঘির নি-তল জলে সাঁৎরে বেড়ায় কাৎলা-চিতল।

ছাতিম গাছে দোল্‌না বেঁধে দুল্‌ছে কাদের মেয়েগুলি,
কেয়া-ফুলের রেণুর সাথে ইল্‌শে-গুঁড়ির কোলাকুলি;
আকাশ-পাড়ার শ্যাম-সায়রে যায় বলাকা জল সহিতে,
ঝিল্লি বাজায় ঝাঁঝর্, উলু দেয় দাদুরী মন মোহিতে।

কল্‌কে ফুলের কুঞ্জবনে জ্বল্‌ছে আলো খাস্‌গেলাসে,
অভ্র-চিকণ টিক্‌লি জলের ঝল্‌মলিযে যায় বাতাসে;
টোকার টোপর মাথায় দিয়ে নিড়েন্ হাতে কে ওই মাঠে?
গুড়-চালেতে মিলিযে কারা ছিটায গাযে জলের ছাটে?

নক্‌লী রাতে চাষার সাথে চষা-ভূঁয়ের হচ্ছে বিয়ে,
হচ্ছে শুভদৃষ্টি বুঝি মেঘের চাদর আড়াল দিয়ে;
কনের মুখে মনের সুখে উঠছে ফুটে শ্যামল হাসি,
চাষার প্রাণে মধুর তানে উঠ্‌ছে বেজে আশার বাঁশী!

বাঁশের বাঁশী বাজায় কে আজ? কোন্ সে রাখাল মাঠের বাটে?
অগাধ খাদে দাঁড়িযে গাভী ঘাসের নধর অংগ চাটে!
আজ দোপাটির বাহার দেখে বিজ্‌লী হ'ল বেঙা-পিতল,
কেয়া ফুলের উড়িযে ধ্বজা পূবে বাতাস বইছে শীতল।

তখন ও এখন

(রুচিরা)

তখন কেবল ভরিছে গগন নূতন মেঘে,
কদম-কোরক দুলিছে বাদল্-বাতাস লেগে;
বনান্তরের আসিতেছে বাস মধুর মৃদু,
ছড়ায় বাতাস বরিষা-নারীর মুখের সীধু,—

তখন কাহার আঁচলে গোপন যূথীর মালা
মধুর মধুর ছড়াইত বাস—কে সেই বালা?
বিপাশ হিয়ার বিনাইত ফাঁস অলক রাশে,
সুদূর সুদূর স্মৃতিখানি তার হিয়ায় ভাসে।

এখন বিভায় মহামহিমায় আকাশ ভরা,
শরৎ এখন করিছে শাসন বিপুল ধরা;
এখন তাহায় চেনা হ'বে দায় নূতন বেশে,
তরুণ কুমার কোলে আজি তার হাসায় হেসে;
লুকাও লুকাও লালসা-বিলাস লুকাও ত্বরা,
বাসর রাতির সাথীটি—সে আর না দ্যায় ধরা;
এখন কমল মেলিতেছে দল সলিল মাঝে,
বিলোল চপল বিজুলি এখন লুকায় লাজে।

কিশোর প্রাণের কোথা সে ফেনিল প্রেমের পাঁতি,
কোথায় গো সেই নব বয়সের নূতন সাথী;
বিলাস-লীলায় দেখে না সে আর বারেক চাহি,
খেলার পুতুল কোথা পড়ে?—আজ খবর নাহি!
পুতুল পরাণ পেয়েছে গো তার সোহাগ পেয়ে,
নূতন আলোক প্রকাশিছে তাই আনন ছেয়ে!
নূতন দিনের মাঝে পুরাতন লুকায় হেসে,
নূতন দুয়ার দেউলে ফুটাও নিশির শেষে।

"ওগো"

কিছু ব'লে ডাকিনেকো তারে,—
ডাকতে হ'লে বলি কেবল 'ওগো'!
ডাকি তারে হাজারো দরকারে
জীবন-রণে সেই জেনারল টোগো!
সন্ধি এবং বিগ্রহেরি মাঝে
মুহুর্ম্মুহু চাই তারে সব কাজে;
ডাক্‌তে কিন্তু বাধছে সম্বোধনে,—
ডাকতে গিয়ে এগিয়ে দেখি—'No Go'
লজ্জা কেমন জোগায় এসে মনে
তাইতো তারে ডাকি সেরেফ 'ওগো'!

ছলে ছুতায় ডাক্‌ছি সকাল থেকে
'চাবিটা কই? কাগজগুলো?—ওগো'!
'পানের ডিবে?—কোথায় গেলে রেখে?'—
হাঁকডাকেতে ডাকাত আমি রোঘো।

টানতে সদাই চাই গো তারে প্রাণে
শব্দ খুঁজে পাইনে অভিধানে,—
ভাষার পুঁজি শূন্য একেবারে,—
টাঁকশালে তার হয় না নূতন যোগও ;
মন-গড়া নাম চাই রে দিতে তারে,
শেষ-বরাবর কিন্তু বলি 'ওগো'!

বল্‌ব ভাবি 'প্রিয়া', 'প্রাণেশ্বরী',
ছেড়ে দিয়ে 'শুন্‌ছ'? 'ওগো'! 'হাঁগো';
বল্‌তে গিয়ে লজ্জাতে হায় মরি
ও সম্বোধন ওদের মানায় নাকো।—
ওসব যেন নেহাৎ থিয়েটারী
যাত্রা-দলের গন্ধ ওতে ভারি,
'ডিয়ার'টাও একটু ইয়ার-ঘেঁষা,
'পিয়ারা' সে করবে ওদের খাটো,—
এর তুলনায় 'ওগো' আম্‌র খাসা,—
যদিও,—মানি—একটু ঈষৎ মাঠো।

ঈষৎ মাঠো এবং ঈষৎ মিঠে
এই আমাদের অনেক দিনের 'ওগো'
চাষের ভাতে সদ্য ঘিয়ের ছিটে
মন কাড়িবার মস্ত বড় Rogue ও!
ফুল-শেষে সেই 'মুখে-মুখের' 'ওগো'!
রোগের শোকের দুঃখ-সুখের 'ওগো'!
সব বয়সের সকল রসে ঘেরা,—
নয় সে মোটেই এক-পেশে একচোখো,
বাংলা ভাষা সকল ভাষার সেরা
স্নিগ্ধ মধুর ডাকের সেরা 'ওগো'।

কাশ ফুল

হোথা বরষার ঘন-যবনিকাখানি
সহসা গিয়েছে খুলি',
হেথা ঘাসের সায়র ফেনিল করেছে
কাশের মুকুলগুলি!

ওই তুলি সমতুল শাদা কাশ ফুল
আলো ক'রে আছে ধূলি,
যেন শারদ জোছনা অমল করিতে
ধরণী ধরেছে তুলি!

যেন রাতারাতি সুধা-ধবলিত করি'
দিবে গো কাজল মেঘে,
তাই গোপনে স্বপনে তুলি লাখে লাখ
সহসা উঠেছে জেগে!

তারা কিছু রাখিবে না পাংশু ধূসর
কিছু রাখিবে না রুখু,
তারা আকাশের চাঁদে বুলাইতে চায়
আপনার রংটুকু!

তাই বাতাসের বুকে বুলিছে ধরার
ধূত-তুলি অঙ্গুলি,
ওগো জোছনায় রং ফলাইতে চায়
কাশের ক্ষুদ্র তুলি!

জোনাকী

ওই একটি দু'টি পাতার পরে
একটু মৃদু আলো,
ও যে দেখ্‌তে ভারি নূতন, ওবে—
কেমন লাগে ভালো!
আয় জোনাকী বুকটি ভ'রে
একটু নিয়ে আলো,
আজ আঁধার রাতি বাদল সাথী
চাঁদের ভাতি কালো।
যেটুকু তোর দেবার আছে
দিয়ে দে তুই আজ,
ও সে তারার মত নাই বা হ'ল,—
তা'তেই বা কি লাজ?
ছোট?—সে তো ভালই আরো
ছোট বলেই মান;
ও যে দুঃখীজনের ভিক্ষা মুঠি,—
দানের সেরা দান!
থাক্‌ না তারা তপন শশী
থাক্‌ না যত আলো,—
তাদের মোরা করব পূজা
বাস্‌ব তোরেই ভালো।

ফুল-স্যাঙ্গাৎ

মনে যে-সব ইচ্ছা আছে
পূরবে না সে তোমায় দিয়ে,
তাইতে প্রিয়ে! মন করেছি
আরেকটিবার করব বিয়ে!

হাসছ কি ও? ভাব্‌ছ মিছে?
মিথ্যা নয় গো মিথ্যা নয়;—
মন যা' বলে শুন্‌তে হবে,—
মনের নাম যে মহাশয়।

মন বলেছে 'বিয়ে কর'
কাজেই হবে করতে বিয়ে;—
এবার কিন্তু ফুলের সঙ্গে,—
চল্‌ছে না আর মানুষ নিয়ে।

মনের কথা মনই জানে :
লুকিয়ে কি ফল তোমার কাছে?
মন সে বড় কেও-কেটা নয়
মনের নিজের মর্জ্জি আছে।

মন বলেছে বাস্‌লে ভালো
পুড়তে হবে এক চিতাতে ;
মৃত্যু আমায় করলে দাবী—
মরতে তুমি পারবে সাথে?

পারই যদি,—তাতেই বা কি?
আইন তোমায় বাঁধ্‌বে, প্রিয়ে!
কাজেই দেখ,—যা' বলেছি
চলবে নাকো তোমায় দিয়ে!

এবার বিয়ে ফুলের কুলে,
জ্যোৎস্না-ধারায় অঙ্গ ধুয়ে,
হ'ক সে চাঁপা কিম্বা গোলাপ
আপত্তি নেই বকুল জুঁয়ে।

আন্‌ব ঘরে কিশোর কুঁড়ি
মনের গোপন পাঁজী দেখে,
বাঁদীর মত আন্‌ব বেছে
বনের বান্দাবাজার থেকে।

সোহাগ দিয়ে রাখব ঘিরে
ঢাকব্‌ কভু প্রাণের নীড়ে,
ইচ্ছা হ'লে তুলব শিরে,
ইচ্ছা হ'লে ফেলব ছিঁড়ে।

মৰ্জ্জি হ'লে হাজারটিকে
পরব গলায় গেঁথে মালা,
ঝগড়াঝাঁটির নেইক শঙ্কা
সতীন-কাঁটার নেইক জ্বালা!

নেইক দ্বন্দ্ব দু' ইচ্ছাতে,
নেইক লোকের নিন্দাভয়।
—হাসছ! হাস, কিন্তু প্রিয়ে
করব বিয়ে সুনিশ্চয়।

ফুল-সাঁঞি যে ফকির আছে
ফুলকে তারা ভালবাসে,
তাদের ধারা ধরব এবার,—
থাক্‌ব মগন ফুলের বাসে।

থাক্‌ব ডুবে অগাধ রূপে
কুরূপ কাঁটা দেখব নাকো,
ফুল নিয়ে ঘর করব এবার
তোমরা সবাই সুখে থাকো।

তার পরে দিন আসবে যখন
মরতে আমি পারব সুখে,
ইতস্ততঃ করবে না ফুল
থাকতে একা শবের বুকে!

ফুল—সে আমার সঙ্গে যাবে—
পুড়ব মোরা এক চিতাতে;
দেখিস্ তোরা দেখিস সবাই
যেতে সে ঠিক পারবে সাথে।

ভেবেছিলাম প্রথম প্রিয়ে!
তেমায় এসব বলব নাকো,
লুকিয়ে ক'রে আসব বিয়ে
লুকিয়ে হবে সাতটি পাকও!

কিন্তু ছাপা রইল না, হায়;
মনের কথা—গোপন অতি—
বেরিয়ে গেল কথায় কথায়,—
কথায় বলে মন-না-মতি!

মনের ভিতর মৰ্জ্জি আছেন
নবাবী তাঁর অনেক রকম,
মনের কথা বললে খুলে
টিট্‌কারী সে করবে জখম।

লুপ্ত যুগের অস্থিগুলো
গুপ্ত আছে মনের ভিতে,—
সভ্যতার এই সৌধতলেই,—
বর্ত্তমান এই শতাব্দীতে!

তাই মগজের পোড়ো কোঠায়
অন্ধকারে ঘুরছে চাবী,—
বস্‌ছে উঠে গঙ্গাযাত্রী ;—
সহমরণ করছি দাবী!

বাঁচন এই যে, সম্প্রতি মন
মগন আছে ফুলের রূপে,—
নইলে কি যে ঘট্‌ত বিপদ!
বল্‌ব তাহা তোমায় চুপে?

মরণ-দায়ে গেছ বেঁচে ;
পালাও প্রিয়ে প্রাণটা নিয়ে ;
ফুল-সাঞিদের মতন আমি
ফুলকে এবার করব বিয়ে!

জবা

আমারে লইয়া খুসী হও তুমি
ওগো দেবী শবাসনা!
আর খুঁজিয়ো না মানব-শোণিত
আর তুমি খুঁজিয়ো না।

আর মানুষের হৃৎ-পিণ্ডটা
নিয়ো না খড়্গে ছিঁড়ে,
হাহাকার তুমি তুলো না গো আর
সুখের নিভৃত নীড়ে।

এই দেখ আমি উঠেছি ফুটিয়া
উজলি' পুষ্প-সভা,—
ব্যথিত ধরার হৃৎপিণ্ড গো!—
আমি সে রক্তজবা।

তোমার চরণে নিবেদিত আমি
আমি সে তোমার বলি,
দৃষ্টি-ভোগের রাঙা খর্পরে
রক্ত-কলিজা কলি।

আমারে লইয়া খুসী হও ওগো!
নম দেবী নম নম,
ধরার অর্ঘ্য করিয়া গ্রহণ
ধরার শিশুরে ক্ষম।

ছায়াচ্ছন্না

ছিন্ন ছায়া ঘনিয়ে এল
ঘুমে নয়ন আলা,
ঘুমাক্ আহা ঘুমাক্ তবে
বালা;
হাওয়ার ভরে যায় পরীরা,
ঢেউযেব ফণায় নিবুল হীরা,
জড়িয়ে গেল ললাট ঘিরে
নিদ্‌কুসুমের মালা!
ঘুমাক্ আহা ঘুমাক্ তবে
বালা।

তোলেনি আজ বৈকালী ফুল,—
ভরেনি আজ থালা,
ছায়ায়-ছাওয়া রূপের রসের
ডালা;
গন্ধ তৃণের গহন শ্বাসে
শিউলি কুঁড়ি ঝিমিযে আসে,
তন্দ্রা-ভরে পড়ল ভেবে
আঁধারে ডাল-পালা!
ঘুমাক্ আহা ঘুমাক্ তবে
বালা।

শিয়রে থোও সোনার কাঠি
সন্ধ্যা-মেঘে ঢালা,
খণ্ড চাঁদের দীপখানি হোক্
জ্বালা;
হাওয়ার মুখে নাই কোনো বোল্,-
অশথ পাতায় দেয় না সে দোল,
আঁধার শুধু কোল ভরেছে,—
হিমে শীতল—কালা!
ঘুমাক্ আহা ঘুমাক্ তবে
বালা!

শুন্‌বে না সে আজ ঝিঁঝিদের
রাত্রিব্যাপী পালা,
দেখ্‌বে না গো বনে জোনাক্‌-
জ্বালা।
পর্দ্দাখানি দাও গো টানি'
ঘুমিয়ে গেছে আলোর রাণী,
লুপ্ত-শিখা সোনার প্রদীপ
মৃত্যু-ভুবন আলা ;—
ঘুমিয়ে গেছে ঘুমিয়ে গেছে
বালা।

সৎকারান্তে

রেখে এলাম এক্‌লা-যাবার পথের মোড়ে ;
সেই কথাটি জানাই প্রভু! করজোড়ে!
নেহাৎ শিশু নয় সেয়ানা,
অচেনা তার ষোল আনা,—
ভয় যদি পায় নিয়ো তুলে অভয় ক্রোড়ে,
প্রভু আমার! এক্‌লা-চলা পথের মোড়ে।

তোমার পায়ে সঁপে দিয়ে—নির্ভাবনা ;
নইলে প্রভু! সইত কভু যম-যাতনা?
যম—নিয়মের ভৃত্য তোমার,—
চিতার শিখা অঙ্গুলি তার,—
সেই আঙুলে নেয় সে চুনি' রত্ন-কণা ;
তোমার হাতে সঁপে সে হয় নির্ভাবনা!

সঁপে গেলাম প্রভু! তোমার চরণ-ছায়ে,—
মুক্ত হ'লাম তোমার দয়ায় সকল দায়ে ;
ফিরিয়ে তোমার গচ্ছিত ধন
হাল্কা হ'য়ে গেল জীবন,
মায়ের বুকের রত্ন দিলাম বিশ্ব-মায়ে,
ওগো প্রভু! সঁপে গেলাম তোমার পায়ে।

রেখে গেলাম, তুমি-দোসর পথের মোড়ে,
সেই কথাটি জানাই তোমায় করজোড়ে ;
জানি তুমি নেবেই কোলে,
তবু তোমায় যাচ্ছি বলে—
বিশ্বমায়ে বল্‌ছি,—অবোধ,—নিতে ওরে ;—
দাঁড়িয়ে তোমার যম-জাঙালের বক্র মোড়ে।

ছিন্ন-মুকুল

সব চেয়ে যে ছোটো পীঁড়িখানি
সেইখানি আর কেউ রাখে না পেতে,
ছোটো থালায় হয় নাকো ভাত বাড়া,
জল ভরে না ছোট্টো গেলাসেতে ;
বাড়ির মধ্যে সব চেয়ে যে ছোটো
খাবার বেলায় কেউ ডাকে না তাকে,
সব চেয়ে যে শেষে এসেছিল
তারি খাওয়া ঘুচেছে সব আগে।

সব চেয়ে যে অল্পে ছিল খুসী,—
খুসী ছিল ঘেঁষাঘেঁষির ঘরে,
সেই গেছে, হায়, হাওয়ার সঙ্গে মিশে
দিয়ে গেছে জায়গা খালি ক'রে,
ছেড়ে গেছে, পুতুল, পুঁতির মালা,
ছেড়ে গেছে মায়ের কোলের দাবী,
ভয়-তরাসে ছিল যে সব চেয়ে
সেই খুলেছে আঁধার ঘরের চাবী!

চ'লে গেছে একলা চুপে চুপে,—
দিনের আলো গেছে আঁধার ক'রে ;
যাবার বেলা টের পেল না কেহ
পারলে না কেউ রাখতে তারে ধ'রে।
চ'লে গেল,—পড়তে চোখের পাতা,—
বিসর্জ্জনের বাজনা শুনে বুঝি!
হারিয়ে গেল অজানাদের ভিড়ে,
হারিয়ে গেল,—পেলাম না আর খুঁজি'।

হারিয়ে গেছে—হারিয়ে গেছে, ওরে!
হারিয়ে গেছে বোল্-বলা সেই বাঁশী,
হারিয়ে গেছে কচি সে মুখখানি
দুধে-ধোয়া কচি দাঁতের হাসি।
আঁচল খুলে হঠাৎ স্রোতের জলে
ভেসে গেছে শিউলি ফুলের রাশি,
ঢুকেছে হায় শ্মশানঘরের মাঝে
ঘর ছেড়ে তাই হৃদয় শ্মশান-বাসী।

সব চেয়ে যে ছোটো কাপড়গুলি
সেগুলি কেউ দেয় না মেলে ছাদে,
যে শয্যাটি সবার চেয়ে ছোটো
আজকে সেটি শূন্য পড়ে কাঁদে ;

সব চেয়ে যে শেষে এসেছিল
সেই গিয়েছে সবার আগে স'রে,
ছোট্টো যে জন ছিল রে সব চেয়ে
সেই দিয়েছে সকল শূন্য ক'রে।

ভুঁইচাঁপা

দিনের আলোয় লাগ্‌লে রে নীল তন্দ্রা-লেখা!
নিবিড় সুখে কী কৌতুকে বাজ্‌ল কেকা!
রসিয়ে রবি-রশ্মি হোথা
পূবে হাওয়াব বইল সোঁতা,—
আজ পাতাল-ঘরের নাগিনী ওই বাইরে একা!

কৌতূহলী কেকাধ্বনি মূর্ত্তি ধরে!—
ফুট্‌ল সে ভুঁইচাঁপা হ'যে মাটির 'পরে!
বিস্ময়েরি বোল্ বেজেছে,—
বিনা-ডালেই ফুল সেজেছে,—
ওই লুপ্ত গাছের গোপন মূলে কী মন্তরে!

শাঁওল-বরণ শাঁওলাতে ছায় কোমল মাটি,
মাটির কোলে পাপ্‌ড়ি মেলে ভুঁইচাপাটি!
মগন ছিল পাতাল-তলে
জাগল সে আজ কিসের ছলে?—
বুঝি ঠেক্‌ল মাথায় বৃষ্টিধারার রূপার কাঠি!

বেরিয়েছে তাই পাতাল-পুরীর রত্ন-কণা!—
লক্ষ-ফণা অনন্তেরি একটি ফণা!
আন্ জনমের নষ্ট মুকুল,—
এই দিনের এই ফুটন্ত ফুল,—
ওগো যুক্ত সে কোন্ গোপন সূতায়—অদর্শনা!

দিনের আলোয় লাগ্‌ছে আজি তন্দ্রা চোখে,
নিবিড় নীলে ডুবিয়ে নিল স্বপ্নলোকে!
পাতাল পুরীর কুণ্ড হ'তে
অমৃত কে বহায় স্রোতে!—
ওগো জন্ম-মরণ মুক্ত ক'রে ফুট্‌ল ও কে!

আজ্‌কে খালি ফিরে পাওয়ার বইছে হাওয়া!
নেই কিছু নেই চিরতরেই হারিয়ে-যাওয়া!
হারানো ফুল ফুটছে ফিরে
শাঁওল মাটির আঁচল ঘিরে!
ওই মূলের ঘরে মিল্ যে আছেই—যাবেই পাওয়া!

ধূলি

জীবনের লীলাক্ষেত্র পুণ্য ধরাতল,
প্রতি ধূলিকণা তার পবিত্র নির্ম্মল।
মানবের হর্ষ, ব্যথা, মানবের প্রীতি,
মানবের আশা, ভয়, সাধনার স্মৃতি,—
স্পন্দিত করিছে তার প্রত্যেক অণুরে
নিত্য নিশিদিনমান ; অবিশ্রাম সুরে
উঠিছে গুঞ্জন গান অশ্রুত-মধুর—
অতীতের প্রতিধ্বনি বিস্মৃত সুদূর !
এই যে পথের ধূলি উড়ায় বাতাস
মহামানবের ইহা মৌন ইতিহাস ;
তীর্থময় মর্ত্ত্যলোক ; প্রতি রেণু তার
আনন্দ-গদ্‌গদ চির অশ্রু-পারাবার।

মাটি

এই যে মাটি—এই যে মিঠা—এই যে চির-চমৎকার,—
চরণে লীন এই যে মলিন—এই যে আধার নিরাধার,—
এই মাটি গো এই পৃথিবী—এই যে তৃণ গুল্মময়,—
তারার হাটে মাটির ভাঁটা,—তাই ব'লে এ তুচ্ছ নয়।

মাটি তো নয়—জীবন-কাঠি,—কণায় কণায় জীবন তার,—
মাটির মাঝে প্রাণের খেলা,—মাটিই প্রাণের পারাবার !
মাটি তো নয়—মায়ামুকুর—এক পিঠে তার লীলার খেল,
আরেকটি দিক অন্ধ-অসাড়, রশ্মিঘাতে অনুদ্বেল !

মাটিই আবার মরণ-কাঠি, মাটির কোলে উদয় লয়,
যে মাটিতে ভাঁড় গড়ে রে তাতেই মানুষ মানুষ হয় !
মাটির মাঝে যা' আছে গো সূর্য্যেও তার অধিক নেই,
তড়িৎ-সূতার লাটাই মাটি, জীবন-ধারার আধার সেই !

গঙ্গার প্রতি

সঞ্জীবিয়া উভতীর, সঞ্চারিয়া শ্যাম-শস্য হাসি,
তরঙ্গে সঙ্গীত তুলি' ছড়াইছ ফেন-পুষ্প-রাশি
অয়ি সুরধুনী-ধারা ! অমোঘ তোমার আশীর্ব্বাদ !
পালিছ সংসার তুমি লোকপাল-বিষ্ণুর-প্রসাদ !

রিক্ত ছিল মহী, তারে তব বর করিল উর্ব্বর,
কৃতজ্ঞ মানব তাই কীর্ত্তি তোর গাহে নিরন্তর ;
যুগে যুগে ওঠে তাই তোরে ঘিরি' বেদ-মন্ত্র-গাথা,
ব্রহ্ম-কমণ্ডলু-ধারা ! সর্ব্বতীর্থময়ী তুমি মাতা !

তোরে ঘিরি' উর্ব্বরতা, তোরে ঘিরি' স্তব-উপাসনা,
তোরে ঘিরি' চিতানল উদ্ধারের শ্বসিছে বাসনা ;—
তীরে তীরে প্রেতভূমে ; অয়ি রুদ্র-জটা-নিবাসিনী !
শবেরে করিছ শিব তুমি দেবী অশিব-নাশিনী !

অমল পরশ তোর, বড় স্নিগ্ধ মাগো তোর কোল,
অন্তকালে ক্লান্ত ভালে বুলাও গো অমৃত-হিল্লোল।
কত জননীর নিধি সঞ্চিত রয়েছে ওই বুকে ;
তোরে সঁপি পুত্রকন্যা, তোরি কোলে ঘুমাইবে সুখে

একদিন তারা সবে ; দেহভার বহে প্রতীক্ষায় ;
আত্মার মিলন স্বর্গে, তোর জলে কায়ে মিলে কায়,—
ভস্ম মিলে ভস্ম সনে—এ মিলন প্রত্যক্ষ সাকার !
যুগে যুগে আমাদের মিলনের তুমি মা আধার।

পর্ব্ব রচি' তাই মোরা তোরি তীরে মিলি বারম্বার,
পরশি তোমারে—অয়ি পিতৃ-পুরুষের-ভস্মাধার !
চক্ষে হেরি শূদ্র দ্বিজ সকলের মিলিত সমাধি,
অয়ি গঙ্গা ভাগীরথী ! ভারতের অন্ত, মধ্য, আদি !

শোণ নদের প্রতি

সৈকত শয্যার 'পরে সুবিশাল বাহু যেন কার
সূচনা করিয়া শুভ স্ফুরিয়া উঠিছে বারম্বার
বলদৃপ্ত, কাঞ্চন-বরণ ! হে হিরণ্য-বাহু নদ,—
কোন্ দেবতার তুমি বাহু ? কত ঋদ্ধ জনপদ,—
কত গ্রাম, কত ক্ষেত্র—সম্পদে দিয়েছ তুমি ভরি' ;
দিয়েছ—দিতেছ আরো ; নাহি জানি কতকাল ধরি'।

প্রাচীন পাটলিপুত্র—পোষ্য প্রতিপাল্য সে তোমার,—
মৌর্য্যমণি চন্দ্রগুপ্ত গ্রীকরাণী অঙ্কে দিল যার,—
মৌর্য্যবংশ-স্থাপয়িতা ; যে বংশের প্রতাপে মলিন
সূর্য্যবংশ।—ধর্ম্মাশোক যাহারে পালিল বহুদিন
জগতের শ্রেষ্ঠ রাজা ! ওগো শোণ ! তোমারি শোণিতে
পুষ্ট সে গোবিন্দসিংহ ;—গুরু নামে খ্যাত অবনীতে।

ওগো শোণ! স্বর্ণবাহু! অতীতের মুকুটের সোনা!
তোমার ও ঊর্ম্মিজাল—গৌরবের স্বর্ণ-জরি-বোনা!

বারাণসী

যাত্রীরা সবে বলিয়া উঠিল—'দেখা যায় বারাণসী!'
চমকি চাহিনু,—স্বর্গ-সুষমা মর্ত্ত্যে পড়েছে খসি'!
এ পারে সবুজ বজ্‌ড়ার ক্ষেত, ও পারে পুণ্যপুরী,
দেবের টোপর দেউলে দেউলে কাঁপিছে কিরণ-ঝুরি ;
শারদ দিনের কনক-আলোকে কিবা ছবি ঝলমল,—
অযুত যুগের পূজা উপচার,—হেম-চম্পকদল!
আধ-চাঁদখানি রচনা কবিয়া গঙ্গা রয়েছে মাঝে,
স্নেহ-সুশীতল হাওযাটি লাগায তপ্ত দিনের কাজে।
জয় জয় বারাণসী!
হিন্দুর হৃদি-গগনের তুমি চির-উজ্জ্বল শশী।

অগ্নিহোত্রী মিলেছে হেথায ব্রহ্মবিদের সাথে,
বেদের জ্যোৎস্না-নিশি মিশে গেছে উপনিষদেব প্রাতে
এই সেই কাশী ব্রহ্মদত্ত রাজা ছিল এইখানে,
খ্যাত যার নাম শাক্যমুনির জাতকে, গাথায়, গানে ;—
যার রাজত্ব-সময়ে বুদ্ধ জন্মিল বারবার
ন্যায়-ধর্ম্মের মর্য্যাদা প্রেমে করিতে সমুদ্ধার।
এই সেই কাশী—ভারতবাসীব হৃদয়ের বাজধানী,
এই বারাণসী জাগ্রত-চোখে স্বপন মিলায আনি'!
এই পথ দিযা ভীষ্ম গেছেন ভারত-ধুরন্ধর,—
—কাশী-নরেশের কন্যারা যবে হইল স্বযম্বর।
সত্য পালিতে হবিশ্চন্দ্র এই কাশীধামে, হায,
পুত্র জাযায বিক্রয় করি' বিকাইল আপনায়।
তেজের মুর্ত্তি বিশ্বামিত্র সাধনায় করি' জয—
হেথা লভিলেন তিনটি বিদ্যা,—সৃষ্টি, পালন, লয় ;
বিদ্যায় যিনি জ্যোতির পুঞ্জ করিলেন সমাহার,—
নূতন স্বর্গ করিলেন যিনি আপনি আবিষ্কাব।
শুদ্ধোদনের স্নেহের দুলাল ত্যজিয়া সিংহাসন
করুণা-ধর্ম্ম হেথায় প্রথম করিল প্রবর্ত্তন।
এই বারাণসী কোশল দেবীর বিবাহের যৌতুক ;—
দেখিতেছি যেন বিম্বিসারের বিস্মিত স্মিতমুখ!
নৃপতি অশোকে দেখিতেছি চোখে বিহারের পইঠায়,
শ্রমণগণের আশীর্ব্বচনে প্রাণ মন উথলায়!
সমুখে হাজার স্থপতি মিলিয়া গড়িছে বিরাট স্তূপ,
শত ভাস্কর রচে বুদ্ধের শত জনমের রূপ।

চিক্কণ চারু শিলার ললাটে লিখিছে শিল্পজীবী
ধর্ম্মাশোকের মৈত্রীকরুণ অনুশাসনের লিপি!
মহাচীন হ'তে ভক্ত এসেছে মৃগদাব-সারনাথে,—
স্তূপের গাত্র চিত্র করিছে সূক্ষ্ম সোনার পাতে।
জয়! জয়! জয় কাশী!
তুমি এসিয়ার হৃদয়-কেন্দ্র,—মূর্ত্ত ভকতিরাশি!
এই কাশীধামে ভক্ত তুলসী লিখেছেন রামকথা,—
ভকতি যাঁহার অপ্রমত্ত প্রভুপদে সংযতা।
এই কাশীধামে জোলাদের ছেলে কবীর রচিল গান,
যাঁহার দোঁহায় মিলেছিল দু'হুঁ হিন্দু মুসলমান।
এই কাশীধামে বাঙালীর রাজা মরেছে প্রতাপরায়,
যার সাধনায় নবীন জীবন জেগেছিল বাংলায়।
মৃত্যু হেথায় অমৃতের সেতু, শব নাই—শুধু শিব!
মনে লয় মোর হেথা একদিন মিলিবে নিখিল জীব;
আত্মার সাথে হ'বে আত্মার নবীন আত্মীয়তা,
মিলনধর্ম্মী মানুষ মিলিবে, এ নহে স্বপ্নকথা।
জয় কাশী! জয়! জয়!
সারা জগতের ভকতিকেন্দ্র হবে তুমি নিশ্চয়।

স্ফটিক শিলার বিপুল বিলাস মাত্র নহে তো তুমি,
আমি জানি তুমি আনন্দ-ধাম ছুঁয়ে আছ মরভূমি;
আমি জানি তুমি ঢাকিয়াছ হাসি ভ্রূকুটির মসীলেপে,
অমৃত-পাত্র লুকায়ে রেখেছ সময় হয়নি ভেবে;
তৃষিত জগৎ খুঁজিতেছে পথ, ডেকে লও, বারাণসী!
পথিকের প্রীতে প্রদীপ জ্বালিয়া কেন আছ দূরে বসি'?
মধু-বিদ্যায় বিশ্বমানবে দীক্ষিত কর আজ,
ঘুচাও বিরোধ, দম্ভ ও ক্রোধ, ক্ষতি, ক্ষোভ, ভয়, লাজ।
সার্থক হোক সকল মানব, জয়ী হোক ভালবাসা,
সঙস্কারের পাষাণ-গুহায় পচুক কর্ম্মনাশা।
ব্যাসের প্রয়াস ব্যর্থ সে কভু হ'বে নাকো একেবারে
সবারেই দিতে হ'বে গো মুকতি এ বিপুল সংসারে।
তুমি কি কখনো করিতে পার গো শুচি-অশুচির ভেদ?
তুমি যে জেনেছ চরাচরব্যাপী চিরজনমের বেদ।
স্তম্ব হইতে ব্রহ্ম অবধি অভেদ বলেছ তুমি,—
ভেদের গণ্ডী তুমি রাখিয়ো না, অয়ি বারাণসী ভূমি!
ঘোষণা করেছ আশ্রয়ে তব ক্ষুধিত রবে না কেহ,—
প্রাণের অন্ন দিবে না কি হায়? কেবলি পুষিবে দেহ?
দাও সুধা দাও; পরাণের ক্ষুধা চির-নিবৃত্ত হোক,
বিশ্বনাথের আকাশের তলে মিলুক সকল লোক।
অখিল জনের হৃদয়ে রাজ্য কর তুমি বিস্তার,
সকল নদীর সকল হৃদির হও তুমি পারাবার।

পর যে মন্ত্রে আপনার হয় সে মন্ত্র তুমি জানো,
বিমুখ বিরূপ জগত-জনেরে মুগ্ধ করিয়া আনো ;
বিচিত্র মালা কর বিরচন নানা বরণের ফুলে,
অবিরোধে লোক সার্থক হোক পাশাপাশি মিলেজুলে ;
দূর ভবিষ্য নিখিল বিশ্ব যে ধনের আশা করে—
তুমি বিতরিয়া দাও সে অমৃত জগত-জনের করে।
জয়! বারাণসী জয়!
অভেদ মন্ত্রে জয় কর তুমি জগতের সংশয়।

হিমালয়াষ্টক

নম নম হিমালয়!
গিরিরাজ—তুমি, মানচিত্রের মসীর চিহ্ন নয়!
বর্ষা-মেঘের মত গম্ভীর,
দিগ্‌বারণের বিপুল শরীর!
অবাধ বাতাস বাধ্য তোমার, তোমারে সে করে ভয়।
নম নম হিমালয়!

নম নম গিরিরাজ!
অযুত ঝোরার মুক্তা-ঝুরিতে উজ্জ্বল তব সাজ ;
সূত্রবিহীন কুসুমের হার
উল্লাসে শোভে উরসে তোমার ;
মৃদু-পর্ণিকা করিছে অঙ্গে পত্র-রচনা কাজ!
নম নম গিরিরাজ!

নম মহামহীয়ান্‌!
নতশিরে যত গিরি-সামন্ত সম্মান করে দান।
গুহার গূঢ়তা, ভৃগুর ভ্রূকুটি,
তোমাতে রয়েছে পাশাপাশি ফুটি',
ভীম অর্ব্বুদ, ভীষণ তুষার গাহিছে প্রলয়-গান!
নম মহামহীয়ান্‌!

নম নম গিরিবর!
স্থির-তরঙ্গ-ভঙ্গিমাময় দ্বিতীয় রত্নাকর।
শিখরে শিখরে, শিলায় শিলায়,—
চপল-চমরী-পুচ্ছ-লীলায়,—
সাগর-ফেনের মত সাদা মেঘ নাচিছে নিরন্তর।
নম নম গিরিবর!

নম নম হিমবান্!
মৌনে শুনিছ বিশ্ব-জনের দুঃখ-সুখের গান ;
নিখিল জীবের মঙ্গল-ভার
নিজ মস্তকে বহ অনিবার,
চির-অক্ষয় তুষার তোমার শত চূড়ে শোভমান ;
নম নম হিমবান্!

নম নম ধরাধর !
নাগবেণী আর সরল শালেতে মণ্ডিত কলেবর ;
মেঘ উত্তরী, তুষার কিরীট,
ছত্র আকাশ, ধরা পাদপীঠ ;
তুমি লভিয়াছ মৃত্যু-ভুবনে চির-অমরতা বর !
নম নম ধরাধর !

নম নম হিমাচল !
কত তপস্বী তব আশ্রয়ে পেয়েছে কাম্যফল ;
মোরে দেছ তুমি নব আনন্দ,—
মহামহিমার বিশাল ছন্দ
তোমারে হেরিয়া পরাণ ভরিয়া উছলিছে অবিরল।
নম নম হিমাচল !

অতীত-সাক্ষী নম !
ক্ষুদ্র কবির ক্ষীণ কল্পনা অক্ষম ভাষা ক্ষম ;
বাল্মীকি যার বন্দনা গান,
কালিদাস যার অন্ত না পান,—
সেই মহিমার ছবি আঁকিবার দুরাশা ক্ষম হে মম ;
বিশ্ব-পূজিত নম !

কাঞ্চন-শৃঙ্গ

কোথা গো সপ্ত-ঋষি কোথা আজ ?—
কোথায় অরুন্ধতী ?
শিখরে ফুটেছে সোনার পদ্ম ;
এস গো তুলিবে যদি !
প্রত্যুষে সে যে ফুটিয়া, প্রদোষে
নিঃশেষে লয় পায়,
সোনার কাহিনী স্মরিতে একটি
পাপড়ি না রহে, হায় !
কে জানে কখন অপ্সরাগণ
সে ফুল চয়ন করে,
সোনালী স্বপন লেগে যায় শুধু
নরের নয়ন 'পরে !

নিত্য প্রভাতে ফাগুয়া তোমার
ওগো কাঞ্চন-গিরি!
দেব-হস্তের কুমকুম ঝরে
নিত্য তোমারে ঘিরি'!
সোনার অতসী সোনার কমলে
নিত্যই ফুল-দোল!
নিত্যই রাস জ্যোৎস্না-বিলাস
হরষের হিল্লোল!
নিত্য আবার বিভূতি তোমার
ঝরে গো জটিল শিরে,
কন্‌কনে হিম তুষার-প্রপাত
সর্পের মত ফিরে!
দিনে তুমি যেন মূর্ত্ত জীবন
রজত-শুভ্র-কায়া,
নিশীথে তুমিই ভীষণ পাংশু
মহা-মরণের ছায়া—
আঁধারের পটে যখন তোমার
পাণ্ডু ললাট জাগে,—
ভয়-বিস্ফার নয়নে যখন
তারাগণ চেয়ে থাকে!

তুমি উন্নত দেবতার মত,
উদ্ধত তুমি নহ,
নিগূঢ় নীলের নির্ম্মলতায়
বিরাজিছ অহরহ।
দৃষ্টি আমার ধৌত করিছে
রুচির তুষার তব,
হৃদয় ভরিছে হরষ-জোয়ার
বিস্ময় নব নব!
এ কি গো ভক্তি?—বুঝিতে পারি না;
ভয় এ তো নয় নয়,
সকল-পরাণ উথলানো এ যে
সনাতন পরিচয়!
তোমার আড়ালে বাস করি মোরা
তোমার ছায়ায় থাকি,
তোমাতে করেছে স্বর্গ রচনা
মুগ্ধ মোদের আঁখি;
ভূলোকের হ'য়ে দ্যুলোক কেড়েছ
স্বর্লোক আছ চুমি',
অমর-ধামের যাত্রার পথে
দিব্য-শিবির তুমি!

নম নম নম কাঞ্চন-গিরি!
তোমারে নমস্কার,
তুমি জানাতেছ অমৃতের স্বাদ
অবনীতে অনিবার!
তোমার চরণে বসিয়া আজিকে
তোমারি আশীর্ব্বাদে
সোনার কমল চয়ন করেছি
সপ্ত ঋষির সাথে!

মেঘলোকে

গিরি-গৃহে আজ প্রথম জাগিয়া
আহা কি দেখিনু চোখে,
মর্ত্ত্যলোকের মানুষ এসেছি
জীবন্তে মেঘলোকে!
গিরির পিছনে গিরি উঁকি মারে
চূড়ায় লঙ্ঘে চূড়া,
বিন্ধ্যের মত কত পাহাড়ের
গর্ব্ব করিয়া গুঁড়া!
তারি মাঝে মাঝে এ কি গো বিরাজে?—
এ কি ছবি অদ্ভুত!—
গিবি-উপাধান সানুতে শয়ান
কোন্ যক্ষের দূত?
চারিদিকে তার তল্পি যত সে
ছড়ানো ইতস্তত,
পাশমোড়া দিয়া ঘুমায় রৌদ্রে
ক্লান্ত জনের মত!
কে জানে কাহার কি বারতা ল'য়ে
চলেছে কাহার কাছে,
বসনের কোণে না জানি গোপনে
কার চিঠিখানি আছে!

সে কি যাবে আজ অলকাপুরীতে
ক্রৌঞ্চদুয়ার পথে?—
তুষার ঘটার জটিল জটায়
লঙ্ঘিয়া কোনো মতে?
কূপ, নদী, নদ, সমুদ্র, হ্রদ—
যার যাহা দেয় আছে,—

সব রাজস্ব সংগ্রহ ক'রে,
পবনের পাছে পাছে—
সে কি আসিয়াছে গিরিরাজ-পদে
করিতে সমর্পণ ?
কিবা, তার শুধু কুটজ ফুলের
জীবন বাঁচানো পণ !

রৌদ্র বাড়িল, নিদ্রা ছাড়িয়া
উঠিল মেঘের দল,
শিখরে শিখরে চরণ রাখিয়া
চলিযাছে টলমল ;
দেখিতে দেখিতে বিশা'য়ের এই
পাষাণ-যজ্ঞশালে
শত বরণের সহস্র মেঘ
জুটিল অচির কালে !
চমরী-পুচ্ছ কটিতে কাহারো
ময়ূর-পুচ্ছ শিরে,
ধূমল বসন পরিয়া কেহ বা
দাঁড়াইল সভা ঘিরে !
সহসা কুহেলি পড়িল টুটিযা,
অমনি সে গরীযান্
উদিল বিপুল হৈম মুকুটে
গিরিবাজ হিমবান্ !

গগন-গরাসী প্রলযের ঢেউ,—
আদি প্লাবনের স্মৃতি,-
প্রাচীন দিনের পাগল ছন্দ,—
উদ্বেল মহাগীতি,—
মহান্ মনের উচ্ছ্বাস যেন
সফল হ'য়েছে কাজে,—
আদি কল্পনা রেখেছে নিশানা
সৃষ্টি-পুঁথির মাঝে !
নীল আকাশের প্রগাঢ় নীলিমা
যেন গো সবলে চিরি'
ধরার পরশ ঠেলিয়া, গগন—
ফুঁড়িয়া উঠেছে গিরি !
একি মহিমার মহান্ বিকাশ !—
আকাশের পটে আঁকা,
দ্যুলোকে দুলিছে স্বর্গের জ্যোতি
স্বর্গের স্মৃতি মাখা !

নিখিল ধরার ঊর্দ্ধে বসিয়া
শাসিছে পালিছে দেশ,
বজ্র টুটিছে, বিজুলী ছুটিছে,
নাহি ভ্রূক্ষেপ-লেশ!

* * *

আজি দলে দলে গিরিসভাতলে
মেঘ জুটিয়াছে যত,
প্রমথ-নাথেরে ঘিরিয়া ফিরিছে
প্রমথ-দলেব মত!
নীরবে চলেছে গিরি-প্রধানের
সভার কর্ম্মচয,
সৃজন, পালন—বহু আয়োজন
ওই সভাতলে হয ;
কোন্ ক্ষেতে কত বরষণ হবে,—
কোন্ মেঘ যাবে কোথা,—
সকলের আগে হয প্রচারিত
ওইখানে সে বারতা ;
শিখরে শিখরে তুষার মুকুরে
ঠিকরে কিরণ-জ্বালা,
মুহূর্ত্তে যায় দেশদেশান্তে
গিরির নিদেশমালা!

বার্ত্তা বহিয়া শূন্যের পথে
মেঘ ওঠে একে একে,
রৌদ্র-ছাযার চিত্র বসনে
নানা গিরি-বন ঢেকে ;
আমি চেয়ে থাকি অবাক্ নয়নে
বসি' পাথরের স্তূপে,
সৃষ্টিক্রিযার মাঝখানে যেন
পশেছি একেলা চুপে!
হাজার নদের বন্যা-স্রোতের
নিরিখ্ যেখানে রয়,—
লক্ষ লোকের দুঃখ সুখের
হয় যেথা নির্ণয়,—
মেঘেরা যেখানে দূর হ'তে শুধু
বৃষ্টি মারে না ছুঁড়ে,—
পাশাপাশি হাঁটে মানুষের সাথে,—
প'ড়ে থাকে সানু জুড়ে ;

কখনো দাঁড়ায় ভঙ্গী করিয়া
কীর্ত্তনিয়ার মত,—
কেহ মৃদঙ্গে করে মৃদু ধ্বনি,
কেহ নর্ত্তনে রত!
কখনো আবার মেঘের বাহিনী
ধরে গো যোদ্ধৃবেশ,—
মৃত্যুতে যেন মর্ত্ত্য-প্রেতের
কলহ হয়নি শেষ!
কৌতুকে মিহি চাঁদের সূতার
ওড়না ওড়ায় কেহ,
তারি ভারে তবু পলে পলে যেন
ভাঙিয়া পড়িছে দেহ!
আমি ব'সে আছি এ সবার মাঝে
এই দূর মেঘলোকে,
নিগূঢ় গোপন বিশ্ব-ব্যাপার
নিরখি চর্ম্ম-চোখে!
স্বর্গের ছায়া মর্ত্ত্যে পড়েছে,
শান্ত হ'যেছে মন,
নযনে লেগেছে ধ্যানের সুষমা—
দেবতাব অঞ্জন ;
চক্ষে দেখেছি দেবতার দেশ
দূরে গেছে গ্লানি যত,
মেঘেরও ঊর্দ্ধে করেছি ভ্রমণ
গ্রহ-তবকার মত!

চূড়ামণি

ডুবেছে সকলি, তবু শীর্ষ জেগে আছে
জেগে আছে হিমালয ; সে তো কারো কাছে
কোনোদিন ভ্রমেও হয়নি অবনত!
শক, হূণ, মোগল, পাঠান কত শত
আসিয়াছে মুক্তরোধ বন্যা সম, তবু
পারেনি ডুবাতে কেহ কোনমতে কভু
মহিমা-মণ্ডিত পুণ্য হিমালয়-চূড়ে!
কোলাহল ক'রেছে কেবল ফিরে-ঘুরে।
পরাজয় স্বীকার করেনি হিমালয়।
তুষার-উষ্ণীষ তব কলঙ্কিত নয়
চরণধূলায় কারো, ওগো পুণ্যভূমি!
সকল গ্লানির ঊর্দ্ধে বিরাজিছ তুমি—

লয়ে তব ব্রহ্মবিদ্যা, তপস্যার বল ;
জগতের চূড়ামণি অটল অচল।

"লরেল"

প্রতীচ্য-কবির চির-সাধনার ধন
তোরে আজি হেরি চক্ষে,—লরেল-পল্লব!
রাজ্যবান্ রাজা হ'তে পূজ্য যেই জন
সেই লভে লরেলের মুকুট দুর্লভ।

অন্ধকবি হোমরের ছিলি আঁখিতারা
দান্তের 'প্রথমা প্রিয়া' ছিলি সখী তুই ;
তোরে পরশিয়া আজি আমি আত্মহারা,—
ইচ্ছা করে হে শ্যামাঙ্গী! শিরে তোরে থুই।

প্রকৃতির প্রাণ-দেওয়া প্রাচীন হাপরে
গঠিত পল্লব তোর শ্যামল-কোমল,—
রসের রসান্ করা ; কবি বিনা পরে
অরসিকে রূপ তোর কি বুঝিবে? বল্!

চির-হরিতের গড়া তনু সুকুমার,
চির-নবীনের শিরে আসন তোমার।

দার্জ্জিলিঙের চিঠি

বন্ধু,

আমি এখন বসে আছি সাত-শো-তলার ঘরে!
বাতাস হেথা মলিন বেশে পশিতে ভয় করে।
ফিরোজা-রঙ আকাশ হেথা মেঘের কুচি তায়,
গরুড় যেন স্বর্গপথে পাখ্না ঝেড়ে যায়!
অস্তরবির আভাস লাগে পূর্ণিমা-চাঁদে,
শীর্ণ ঝোরা যক্ষ-নারীর দুঃখেতে কাঁদে!
তবু এখন নাই অলকা, নাই সে যক্ষ আর,
মেঘের দৌত্য সমাপ্ত, হায়, কবির কল্পনার।

* * *

হঠাৎ এল কুজ্ঝটিকা হাওয়ায় চড়িয়া,
ঘুম-পাহাড়ের বুড়ী দিল মন্ত্র পড়িয়া!
কুহেলিকার কুহকে হায় সৃষ্টি ডুবিল,
ঝাপ্সা হ'ল কাছের মানুষ দৃষ্টি নিবিল।

ভস্মভূষণ ভোলানাথের অঙ্গ-বিভূতি
বিশ্ব 'পরে ঝরে যেন বিশ্ব-বিস্মৃতি!
সকল গ্লানি যায় ধুয়ে গো দৈব এই স্নানে,—
অরুণ আভা অঙ্গে জাগে আরাম পরাণে।

*　　　*　　　*

ক্ষণেক পরে আবার ভাঁটা পড়ে কুয়াসায়,
গুল্ম-ঘেরা পাহাড়গুলি আবার দেখা যায় ;
নীল আলোকের আব্‌ছায়াতে নিলীন তরুচয়,
'কাঞ্চি'-মণির দুল্ দুলিয়ে হাল্কা হাওয়া বয়!
মেঘ টুটে, ফের ফুটে ওঠে আকাশ-ভরা নীল,—
নীল নয়নের গভীর দিঠি যেথায় খোঁজে মিল ;
শান্তি-হ্রদে সাঁতারি তার মিটে না আশা,
নীল নীড়ে হায আঁখি-পাখীব আছে কি বাসা?

*　　　*　　　*

সাঁতার ভুলে মেঘ চলে আজ লস্করী চালে,
অস্তরবির সোহাগ তাদের গুমর বাড়ালে।
মেঘের বুকে কিরণ-নাবী পিচ্‌কারী হানে,
রামধনুকের রঙীন মাযা ছড়ায বিমানে ;
মেঘে মেঘে পান্না-চুনীর লাবণ্য লাগে,
আচম্বিতে তুষারগিরির উদ্যত জাগে।
দিব্য-লোকের যবনিকা গেল কি টুটি'?
অপ্সরীদের রঙ্গশালা উঠে কি ফুটি'?

*　　　*　　　*

গিরিরাজের গায়্‌বী-টোপর ওই গো দেখা যায,—
স্বর্ণ-সারে সিঞ্চিত কি স্বর্গ-সুষমায়!
পায়ের কাছে মৌন আছে পাহাড় লাখে লাখ,
আকাশ-বেঁধা শুভ্র চূড়া কবেছে নির্ব্বাক্!
নর-চরণ-চিহ্ন কভু পড়েনি হোথায়,
নাইক শব্দ, বিরাট, স্তব্ধ,—আপন মহিমায়।
সন্ধ্যা প্রভাত অঙ্গে তাহার আবীর ঢেলে যায়,
রুদ্ধগতি বিদ্যুতেরি দীপ্তি জাগে তায।
শিখায় শিখায আরম্ভ হয় রঙীন মহোৎসব,
বিদুর-ভূমে রত্ন-ফসল হয় বুঝি সম্ভব!
মর্ত্ত্যে যদি আনাগোনা থাকে দেবতার—
ওই পাদপীঠ তবে তাঁদের চরণ রাখিবার।

*　　　*　　　*

ওই বরফের ক্ষেত্রে হলের আঁচড় পড়ে নাই,
ওই মুকুরে সূর্য্য, তারা, মুখ দেখে সবাই!
হোথায় মেঘের নাট্যশালা, রঙ্গ কুয়াসার,
হোথায় বাঁধা পরমায়ু গঙ্গা যমুনার!

ওইখানেতে তুষার-নদীর তরঙ্গ নিশ্চল,
রশ্মি-রেখার ঘাত-প্রতিঘাত চলছে অবিরল।
উচ্চ হতে উচ্চ ওযে মহামহত্তর,
নির্ম্মলতার ওই নিকেতন অক্ষয়-ভাস্বর!

* * *

হয়তো হোথাই যক্ষপতির অলকানগর,
হয়তো হবে হোথাই শিবের কৈলাস-ভূধর ;
রজতগিরি শঙ্করেরি অঙ্কোপরি, হায়,
কিরণময়ী গৌরী বুঝি ওই গো মুরছায়!
হয়তো আদি বুদ্ধ হোথায় সুখাবতীর মাঝে
অবলোকন করেন ভূলোক সাজি' কিরণ-সাজে!
কিম্বা হোথা আছে প্রাচীন মানস সরোবর,—
স্বচ্ছশীতল আনন্দ যার তরঙ্গনিকর!
কবিজনের বাঞ্ছা বুঝি হোথাই পরকাশ—
সরস্বতীর শুভ্র মুখের মধুর মৃদুহাস!

* * *

লামার মুলুক লাসা কি ওই ঢাকা কুয়াসায়?—
বাংলা দেশের মানুষ যেথা আজো পূজা পায়!
এই বাঙালী পাহাড় ঠেলি' উৎসাহ-শিখায়
ঘুচিয়েছিল নিবিড় তমঃ নিজের প্রতিভায়।
এই পথেতে গেছেন তাঁরা দেখেছেন এই সব,
এইখানে উঠেছে তাঁদের হর্ষ-কলরব!
এম্‌নি ক'রে স্বর্ণ-শৃঙ্গ বিপুল হিমালয়,—
আমার মত তাঁদের প্রাণেও জাগিয়েছে বিস্ময়।
দেশের লোকের সাড়া পেয়ে আজ কি তাঁহারা
চেয়ে আছেন মোদের পানে আপনাহারা?
চোখে পলক নাইক তাঁদের—পড়ে না ছায়া,—
মমতা কি যায়নি তবু—ঘোচেনি মায়া?
তাই বুঝি হায় ফিরে যেতে ফিরে ফিরে চাই,
কে যেন, হায়, রইল পিছে,—কাহারে হারাই!

* * *

সন্ধ্যা এসে ডুবিয়ে দিল রঙীন চরাচর,
অনিচ্ছাতে রুদ্ধ হ'ল দৃষ্টি অতঃপর।
উঠল সেজে সাঁঝের আলোয় দার্জ্জিলিং পাহাড়,
ফুট্‌ল যেন ভুবন-জোড়া গাঁদাফুলের ঝাড়!
কুজ্ঝটিকায় সাঁঝের আঁধার হ'ল দ্বিগুণ কালো,
অরুণ-ছটার ছাতা মাথায় হাসে গ্যাসের আলো।
তখন দুয়ার বন্ধ ক'রে বন্ধ ক'রে সাসি,
অন্ধ-করা অন্ধকারে স্বপন-সুখে ভাসি।
ঘুমের বুড়ীর মন্ত্র-মোহ অম্‌নি তখন খসে,
চেনা মুখের ছবিগুলি ঘিরে ঘিরে বসে!

ঘোর নিশীথে দারুণ শীতে কষ্ট যখন পাই,
ইচ্ছা করে কৃচ্ছ্র-সাধন পাহাড় ছেড়ে যাই ;
শিক্ষা-শাসন হেথা, সেথায় হরষ-হিন্দোল ;
এ যে কঠোর গুরু-গৃহ, সে যে মায়ের কোল।
তাই নিশীথে ঘবের কথা জাগে সে সদাই,
মেঠো দেশের মিঠে হাওয়ায় গা মেলিতে চাই।
সংগোপনে শব্দযোজন করি দু'চারিটি
সশরীরে যেতে না পাই তাই তো পাঠাই চিঠি।
ভগ্নস্বাস্থ্য কর্ত্তে আস্ত পড়ছে ভেঙে মন,
ডাক-পিয়নের মূর্ত্তি ধেয়ান ক'রে সকল ক্ষণ ;
তাই অনুরোধ, মাঝে মাঝে পত্র যেন পাই,
চিঠির ভেলায় প্রবাস-পাথার পার ক'রে নাও, ভাই!

সিংহল

('Young Lochinvar'-এর ছন্দে)

ওই সিন্ধুর টিপ সিংহল দ্বীপ কাঞ্চনময় দেশ!
ওই চন্দন যার অঙ্গের বাস, তাম্বুল-বন কেশ!
যার উত্তাল তাল-কুঞ্জের বায়—মন্থর নিশ্বাস!
আর উজ্জ্বল যার অম্বর, আর উচ্ছল যার হাস!

ওই শৈশব তার রাক্ষস আর যক্ষের বশ, হায়,
আর যৌবন তার 'সিংহে'র বশ,—সিংহল নাম যায় ;
এই বঙ্গেব বীজ ন্যগ্রোধ প্রায় প্রান্তর তার ছায়,
আজো বঙ্গের বীর 'সিংহে'র নাম অন্তর তার গায়!

ওই বঙ্গের শেষ কীর্ত্তির দেশ সৌরভময় ধাম!
কাঠ্ শঙ্কর যার বল্কল-বাস, সিংহল যার নাম।
যার মন্দির সব গম্ভীর,—তার বিস্তার ক্রোশ দেড় ;
যার পুষ্কর-মেঘ পুষ্করণীর দশ ক্রোশ ঠিক বেড়।

ওই ফাল্গুন আর দক্ষিণ বায—সিংহল তার ঘর,
হায় লুব্ধের প্রায় সিংহল ধায় বঙ্গের অন্তর ;
ছিল সিংহল এই বঙ্গের, হায়, পণ্যের বন্দর,
ওগো বঙ্গের বীর সিংহল-রাজ-কন্যার হয় বর।

ওই সিংহল দ্বীপ সুন্দর, শ্যাম,—নির্ম্মল তার রূপ,
তার কণ্ঠের হার ল'ঙ্গর ফুল, কর্পূর কেশ-ধূপ ;
আর কাঞ্চন তার গৌরব, আর মৌক্তিক তার প্রাণ,
আর সম্বল তার বুদ্ধের নাম, সম্পদ নির্ব্বাণ।

সিদ্ধিদাতা

(যবদ্বীপের একটি গণেশ-মূর্ত্তির ছবি দেখিয়া)

একি তোমার মূর্ত্তি হেরি!—একি হেরি সিদ্ধিদাতা!
হাজার নর-মুণ্ড 'পরে ঠাকুর! তব আসন পাতা!
হাজার জীবন নষ্ট হ'লে—ব্যর্থ গেলে হাজার জন—
তবে তোমার হয প্রতিষ্ঠা? নির্ম্মিত হয় সিংহাসন?
তখন তুমি প্রসন্ন হও—তখনি হও আবির্ভাব?—
নইলে পরে ব্যর্থ আশা?—নইলে দূর সিদ্ধিলাভ?

খুলে গেল দৃষ্টি এবার!—ঠাকুর! তোমায় নমস্কার!
হাড়ের স্তূপে সিদ্ধিদাতার আসন-পাতা! চমৎকার!

* * *

দুর্গমে কে যাত্রা ক'রে যবদ্বীপে করলে জয!
কত বছর যুদ্ধ হ'ল, কতই প্রাণের অপচয়!—
হিসাব তাহার নাইক' কোথাও; শিল্পী শুধু কল্পনাতে
আভাসখানি রেখে গেছে কঙ্কালের ওই অঙ্কপাতে;
গ'ড়ে গেছে পাথর কেটে মূর্ত্তিখানি জীবন্ত,
শবাসনে সিদ্ধিদাতা,—শোকের দহন নিবন্ত।
নৃমুণ্ডেরি স্তূপের 'পরে জাগ্‌ল বিপুল জয়ের গাথা,
অভেদ হ'য়ে দিলেন দেখা সিদ্ধি সনে সিদ্ধিদাতা!

* * *

খর্ব্ব তুমি—স্থূল রকমেব, সিদ্ধি—তুমি লম্বোদর;
তবু তোমায় চায় সকলে, তবু তুমিই মনোহর!
তোমাব লাগি' বিশ্বামিত্র পীড়া দিল নিখিল জীবে,
যাত্রী ছোটে তোমাব লোভে মর্ত্ত্যলোকে আর ত্রিদিবে;
কারো হঠাৎ নিবছে বাতি,—কারো মাথায় চক্র ঘোরে,
কেউ বা লভে জ্ঞানের ভাতি, কেউ বা পথেই যায় গো ম'রে!
সিদ্ধি লাগি' কর্ম্মী, জ্ঞানী ছুটছে কবি দিবস-নিশা,
কেউ বা লভে স্বর্ণকণা, কেউ বা ধুলায় হারায় দিশা!

* * *

শিখাও প্রভু! বিঘ্ন-বিপদ ফেলতে ঠেলে দুঃখ-রাতে;
করতে শিখাও কৃচ্ছ্রসাধন নাম লিখিয়ে খরচ-খাতে,
মরতে শিখাও শুষ্ক মুখে, ফিরতে শিখাও শূন্য হাতেই,
সত্যভানু প্রদীপ্ত যে নৃ-কপালের শুভ্রতাতেই।

* * *

পণ্ড পূজা ঠাকুর! তোমার ক্ষুদ্রচেতা বেনের ঘরে,—
উঞ্ছলোভী মূষিকে সে সিদ্ধিদাতার বাহন করে!
তারা তোমায় চেনে না, হায়, চেনেনাকো সিদ্ধিদাতা,
অভ্রভেদী নৃকঙ্কালে প্রভু! তোমার আসন পাতা।

ওঙ্কার-ধাম

(Un Pelerin D' Angkar পড়িয়া)

ওঙ্কার-ধাম! ওঙ্কার-ধাম!
চিত্ত-চমৎকার!
শ্যাম-কাম্বোজে কনকাম্ভোজ
হিন্দুর প্রতিভার!
তোরণে তাহার সপ্তশীর্ষ
সর্প সে ফণা ধরে,
পর্ব্বতসম বিপুল দেউল
মিশরের যশ হরে।
যোজন ব্যাপিয়া পত্তন তার,
বিঁধিয়া নীলাম্বর
পর্ব্বতজয়ী গর্ব্বে উঠেছে
দেউল স্তরে স্তর!
গুম্বজে তার সোনার পদ্ম,
চূড়ায় চতুর্ম্মুখ—
নীরব হাস্যে নিরখে চতুর্-
দিকের দুঃখ সুখ;
বিরাট মূরতি, আরতি তাহার
জাগায় ভকতি ভয়!
দেউল ঘিরিয়া মূর্ত্তি-মেখলা,—
রামায়ণ শিলাময়!
রাক্ষস, রথ, হস্তী মহৎ
যুদ্ধের হুড়াহুড়ি,
সাগর-মথন, দেব-অগণন,—
রয়েছে যোজন জুড়ি'!
প্রতি শিলা তার পেয়েছে আকার
শিল্পীর সুপরশে,
সারি সারি সারি বুদ্ধ-মূরতি
মগন ধ্যানের রসে।
বিম্ব হাজার একই দেবতার
রেখেছে গো খুদে খুদে,—
নির্ব্বাক শিলা নীরবে ঘোষিছে,—
দেবতা সর্ব্বভূতে!
শিল্পীর তপে হেথা অপ্সরা
রয়েছে পাথর হ'য়ে—
হেম-মুখী প্রেম মদিরেক্ষণা—
বহুর সোহাগ স'য়ে!

যোজন জুড়িয়া রয়েছে পাষাণ-
স্তম্ভের মহাবন,
জনপদ দশলক্ষ লোকের
নামশেষ সে এখন!
নিবিড় বনের সবুজ আঁধার
দিনে আছে দিক্ জুড়ে ;
শব-শিব একা বিরাজিছে আজ
চতুর্ম্মুখের চূড়ে!
আধেক ভগ্ন ধূলায় মগ্ন
আগুনে মূরতিগুলা,
নাই লোক শুধু বাদুড় পেচক,—
পালক এবং ধূলা।
ওঙ্কার-ধাম! ওঙ্কার-ধাম!
নাই—কারো নাই সাড়া,
ঘণ্টার মালা দুলিছে কেবল
বাতাসে পাইযা নাড়া!
ধ্বংসেব দাড়া অশথ-শিকড়
পাকড়ি' ধরিছে আঁটি' ;—
তার সাথে ধূলি আর বিস্মৃতি,
শিযরে মরণ-কাঠি।
ওঙ্কার-ধাম! ওঙ্কাব-ধাম!
বিস্মৃত তুমি আজ,
জানে না হিন্দু কীর্ত্তি আপন!
হায় নিদারুণ লাজ!

পদ্মার প্রতি

হে পদ্মা! প্রলযঙ্করী! হে ভীষণা! ভৈরবী সুন্দরী!
হে প্রগল্ভা! হে প্রবলা! সমুদ্রের যোগ্য সহচরী
তুমি শুধু ; নিবিড় আগ্রহ তার পার গো সহিতে
একা তুমি ; সাগরের প্রিয়তমা অয়ি দুর্ব্বিনীতে!

দিগন্ত-বিস্তৃত তব হাস্যের কল্লোল তারি মত
চলিয়াছে তরঙ্গিযা,—চিরদৃপ্ত, চির-অব্যাহত।
দুর্নমিত, অসংযত, গূঢ়চারী, গহন-গম্ভীর,
সীমাহীন অবজ্ঞায় ভাঙিয়া চলেছ উভতীর!

রুদ্র সমুদ্রের মত, সমুদ্রেরি মত সমুদার
তোমার বরদ-হস্ত বিতরিছে ঐশ্বর্য্য-সম্ভার।
উর্ব্বর করিছ মহী, বহিতেছ বাণিজ্যের তরী,
গ্রাসিয়া নগর গ্রাম হাসিতেছ দশদিক ভরি'!

অন্তহীন মূর্চ্ছনায় আন্দোলিছ আকাশ সঙ্গীতে,—
ঝঙ্কারিয়া রুদ্রবীণা,—মিলাইছ ভৈরবে ললিতে!
প্রসন্ন কখনো তুমি, কভু তুমি একান্ত নিষ্ঠুর ;
দুর্ব্বোধ, দুর্গম হায়, চিরদিন দুর্জ্ঞেয়-সুদূর!

শিশুকাল হ'তে তুমি উচ্ছৃঙ্খল, দুরন্ত-দুর্ব্বার ;
সগর রাজার ভস্ম করিলে না স্পর্শ একবার!
স্বর্গ হ'তে অবতরি' ধেয়ে চ'লে এলে এলোকেশে,
কিরাত-পুলিন্দ-পুণ্ড্র অনাচারী অন্ত্যজের দেশে!

বিস্ময়ে বিহ্বল-চিত্ত ভগীরথ ভগ্ন-মনোবথ
বৃথা বাজাইল শঙ্খ, নিলে বেছে তুমি নিজ পথ ;
আর্য্যের নৈবেদ্য, বলি, তুচ্ছ করি' হে বিদ্রোহী নদী!
অনাহূত—অনার্য্যেব ঘবে গিযে আছ সে অবধি!

সেই হ'তে আছ তুমি সমস্যাব মত লোক মাঝে,
ব্যাপৃত সহস্র ভুজ বিপর্য্যয প্রলয়ের কাজে!
দম্ভ যবে মূর্ত্তি ধরি' স্তম্ভ ও গুম্বজে দিনরাত
অভ্রভেদী হ'য়ে ওঠে, তুমি না দেখাও পক্ষপাত

তার প্রতি কোনদিন ; সিন্ধুসখী! হে সাম্যবাদিনী!
মূর্খে বলে কীর্ত্তিনাশা, হে কোপনা! কল্লোলনাদিনী!
ধনী দীনে একাসনে বসাযে বেখেছ তব তীরে,
সতত সতর্ক তারা অনিশ্চিত পাতার কুটীরে ;

না জানে সুপ্তিব স্বাদ, জড়তার বারতা না জানে,
ভাঙনের মুখে বসি' গাহে গান প্লাবনের তানে,
নাহিক' বাস্তুব মাযা, মবিতে প্রস্তুত চিবদিনই!
অয়ি স্বাতন্ত্র্যেব ধাবা! অযি পদ্মা! অয়ি বিপ্লাবিনী!

পাগ্‌লা ঝোরা

তোমরা কি কেউ শুনবে না গো পাগ্‌লা ঝোরার দুঃখ-গাথা?
পাগল ব'লে কর্ব্বে হেলা? কর্ব্বে হেলা মর্ম্মব্যথা?
জন্ম আমার হিম-উরসে, কুলে আমার তুল্য নাই,
সিন্ধুনদের সোদর আমি, গঙ্গাদিদির পাগল ভাই।

বরফ-মরুর এক্‌লা জীবন ভাল আমার লাগ্‌ত না রে,
লুকিয়ে উঁকি তাইতো দিতাম নীচের দিকে অন্ধকারে ;
সুড়সুড়িয়ে গুড়গুড়িয়ে বেরিয়ে এসে কৌতূহলে
গড়গড়িয়ে গড়িয়ে গেলাম,—ছড়িয়ে প'লাম শূন্যতলে!

পিছল পথে নাইক' বাধা, পিছনে টান নাইক' মোটে,
পাগ্‌লা ঝোরার পাগল নাটে নিত্য নূতন সঙ্গী জোটে!
লাফিয়ে প'ড়ে ধাপে ধাপে, ঝাঁপিয়ে প'ড়ে উচ্চ হ'তে
চড়চড়িয়ে পাহাড় ফেড়ে নৃত্য ক'রে মত্ত স্রোতে,—

তরল ধারায় উড়িয়ে ধূলি, জুড়িয়ে দিয়ে হাওয়ার জ্বালা,
জটার 'পরে জড়িয়ে নিয়ে বিনিস্‌তার রাম্নামালা ;
একশো যুগের বনস্পতি,—বাকল-ঝাঁঝি সকল গায়,—
মড়্মড়িয়ে উপ্‌ড়ে ফেলে স্রোতের তালে নাচিয়ে তায়,—

গুহার তলে গুমরে কেঁদে, আলোয় হঠাৎ হেসে উঠে,
ঐরাবতের বৈরী হ'য়ে, কৃষ্ণমৃগের সঙ্গে ছুটে,
স্তব্ধ বিজন যোজন জুড়ে ঝঞ্ঝাঝড়ের শব্দ ক'রে,
অসাড় প্রাচীন জড় পাহাড়ের কানে মোহন মন্ত্র প'ড়ে—

পরাণ ভ'রে নৃত্য ক'রে মত্ত ছিলাম স্বাধীন সুখে,
ছন্দ ছাড়া আজ্‌কে আমি যাচ্চি ম'রে মনের দুখে ;
যাচ্চি ম'রে মনের দুখে পূর্ব্ব সুখে স্মরণ ক'রে ;
ঝাঁঝির মুখে ঝরার মতন শীর্ণ ধারায় পড়্‌ছি ঝ'রে।

চক্রী মানুষ চক্র ধ'রে ছিন্ন ক'রে আমার দেহ
ছড়িয়ে দিলে দিগ্বিদিকে, নাইক দয়া, নাইক স্নেহ!
আমি ছিলাম আমার মতন,—পাহাড়-কোলে নির্ব্বিবাদে,
মানুষ ছিল কোন্ সুদূরে—সাধিনি বাদ তাদের সাধে ;

তবুও শিকল পরিয়ে দিলে রাখলে আমায় বন্দীবেশে,
ক্ষুদ্র মানুষ স্বল্প-আয়ু, আমায় কিনা বাঁধলে শেষে!
কৌশলে সে ফাঁদ ফেঁদেছে, পারিনে তায় ছিঁড়তে বলে,
শীর্ণ হ'য়ে যাচ্চি, ক্রমে, পড়ছি গ'লে অশ্রুজলে।

আগে আমায় চিন্‌ত যারা বল্‌ছে শোনো,—'যায় না চেনা!'
বাজ্‌বে কবে প্রলয়-বিষাণ?—মুখে আমার উঠ্‌ছে ফেনা!
বিকল পায়ের শিকলগুলো কতদিন সে থাক্‌বে আরো?
রুদ্রতালে নাচ্‌ব কবে? তোমরা কেহ বল্‌তে পারো?

শূদ্র

শূদ্র মহান্ গুরু গরীয়ান্,
শূদ্র অতুল এ তিন লোকে,
শূদ্র রেখেছে সংসার, ওগো!
শূদ্রে দেখো না বক্র চোখে।

আদি দেবতার চরণের ধূলি
শূদ্র,—একথা শাস্ত্রে কহে,
আদি-দেবতার পদরেণু-কণা
সকল দেবতা মাথায় বহে।

বিধাতার পাদ-পদ্মের রেণু
না করিবে শিরোধার্য্য কেবা?
কে সে দর্পিত—কে সে নাস্তিক—
শূদ্রে বলে রে করিতে সেবা!

গঙ্গার ধারা যে পদে উপজে
তাহে উপজিল শূদ্র জাতি,
পাবনী গঙ্গা,—শূদ্র পাবন
পরশ তাহার পুণ্য-সাথী।

শূদ্র শোধন করিছে ভুবন
তাই তার ঠাঁই শ্রীপদমূলে,
আপনারে মানী মানিয়া সে কভু
শিয়রে হরির বসে না ভুলে।

শুদ্ধ-সত্ত্ব পাবকের মত
জগতের গ্লানি শূদ্র দহে;
মহামানবের গতি সে মূর্ত্ত,
শূদ্র কখনো ক্ষুদ্র নহে।

মেথর

কে বলে তোমারে, বন্ধু, অস্পৃশ্য অশুচি?
শুচিতা ফিরিছে সদা তোমারি পিছনে;
তুমি আছ, গৃহবাসে তাই আছে রুচি,
নহিলে মানুষ বুঝি ফিরে যেত বনে।

শিশুজ্ঞানে সেবা তুমি করিতেছ সবে,
ঘুচাইছ রাত্রিদিন সর্ব্ব ক্লেদ-গ্লানি!
ঘৃণার নাহিক কিছু স্নেহের মানবে;—
হে বন্ধু! তুমিই একা জেনেছ সে বাণী!

নির্ব্বিচারে আবর্জ্জনা বহ অহর্নিশ,
নির্ব্বিকার সদা শুচি তুমি গঙ্গাজল!
নীলকণ্ঠ করেছেন পৃথ্বীরে নির্ব্বিষ;
আর তুমি? তুমি তারে করেছ নির্ম্মল।

এস বন্ধু, এস বীর, শক্তি দাও চিতে,—
কল্যাণের কর্ম্ম করি' লাঞ্ছনা সহিতে।

পথের স্মৃতি

হাত পেতে বসেছে ভিখারী
  রাজপথে মৌন প্রত্যাশায় ;
শাখা মেলি' শীর্ণ তরু সারি
  শূন্যমনে আকাশে তাকায়।

লঘু মেঘ চলে যায় ভেসে,—
  উপবাসী রহে শাখাদল ;
শাদা মেঘ ভেসে গেল হেসে
  পিপাসীরে দিল না সে জল!

ধোয়া ধুতি—রেশ্‌মী চাদর—
  চলে গেল ফিরাইয়া মুখ ;
অনুদার বিলাসী বাঁদর
  অভুক্তের বুঝিল না দুখ।

সহসা উড়ায়ে ধূলিজাল
  ম্লান মেঘ এল বায়ুভরে,—
বজ্রকণ্ঠ মূরতি করাল,—
  সেই শেষে দিল স্নিগ্ধ ক'রে!

থামাইয়া থার্ডক্লাশ্‌ গাড়ী
  রুক্ষমূর্ত্তি দুঃখী গাড়োয়ান
গাড়ী হতে নামি' তাড়াতাড়ি
  গরীব গরীবে দিল দান!

শাদা মেঘ দেয় না রে জল,
  ম্লান মেঘ! আয তোরা আয়,
রিক্ত শাখে হ'বে ফুল-ফল
  বিন্দু বিন্দু তোদেরি দয়ায়।

দুর্ভিক্ষে

ক্ষিদের জ্বরে যাচ্ছে মারা, ক্ষিদেয় ঘুরে পড়ছে ম'রে!
উপর-ওলার মর্জ্জি, বাবা, একে একে যাচ্ছে স'রে।
বিকিয়ে গেছে হালের বলদ, দুধ্‌ধুলি গাই বিকিয়ে গেছে,
চালিয়েছিলাম দু'-পাঁচটা দিন কাঁসা পিতল সকল বেচে!

বিকিয়ে গেছে লক্ষ্মী-মোহর জনার্দ্দনের রূপার ছাতা,
ভিটার গ্রাহক নাইক' গাঁয়ে, তাই আজো সব গুঁজ্‌ছে মাথা।
বিকিয়ে গেলাম পেটের দায়ে, পেটের জ্বালা বিষম জ্বালা,
কেঁড়ে খাবার দিন গিয়েছে, কুড়িয়ে খাবার গেছে পালা ;
কচি ছেলের খেইছি কেড়ে,—কান্নাতে কান দিইনি মোটে,
চোখে কানে যায় কি দেখা ?—ক্ষিদেয় যখন ভিতর ঘোঁটে ?
প্রথম প্রথম লুকিয়ে খেতাম, চোরের মতন হেথা-হোথা,
নিজের ক্ষিদেয় ভুল্‌তে হ'ত ছেলেমেয়ের ক্ষিদের কথা!
ঘাস পাতাতে চল্‌বে ক'দিন ? ক'দিন ওসব সইবে পেটে ?
শুকিয়ে আস্‌ছে ক্ষিদের নাড়ী, কারো নাড়ী দিচ্ছে কেটে।
ক্ষিদের জ্বালায় জোয়ান মেযে দেছে সেদিন গলায় দড়ি,
ক্ষিদের জ্বরে কচি কাঁচা মরছে নিত্যি ঘড়ি ঘড়ি।
শুষ্‌ছে পড়ে শ্মশান-ভিটায়,—শুষ্‌ছে পড়ে সারি সারি,
সকল গুলোর মুক্তি হ'লে নির্ভাবনায় মর্ত্তে পারি।
একে একে হ'চ্ছে নীরব খড়ের শেযে কঠিন ভুঁয়ে,
হ'চ্ছে নীরব—যাচ্ছে ম'রে,—বুঝছি সবি শুয়ে শুয়ে।
বুঝতে পারছি—ওই অবধি—জান্‌তে পাচ্ছি মাত্র এই,
মুখে দেব জল দু'-ফোঁটা—তেমন ধারাও শক্তি নেই।
মড়ার লোভে ঢুক্‌বে কুকুর,—ভাবতে ওঠে শিউরে গাটা,—
জ্যান্তে পাছে খায় গো ছিঁড়ে, ভাবছি এখন সেই কথাটা।
চোখের আগে অন্‌কি ওড়ে, গাযে মুখে বস্‌ছে মাছি,
বুঝতেও ঠিক পারছিনাক—মরেছি না বেঁচেই আছি!
হায় ভগবান! মর্জ্জি তোমার! হায জগদীশ! তোমার খুসী!
রাখ্‌লে তুমি রাখতে পার, মারতে পার মারলে রুষি' ;—
বাঘের ক্ষিদে মিটাও ঠাকুর,—প্রাণ রাখ প্রাণহানি ক'রে ;
মানুষ মরে ক্ষিদের জ্বরে—হাত গুটিয়ে রইলে স'রে।

সংশয়

গ্রহণ-দিনের গহন ছাযায গাহন করি'
গগনে উঠিছে শঙ্কার সুর ভুবন ভরি'।
রাহুর গরাসে হিরণ কিরণ হইল সারা,
হায় হায় করে আলোর পিয়াসী নয়নতারা।

যে দিকে তাকাই কেবলি যে ছাই পড়িছে ঝরি'!
ক্লান্ত পরাণ, দিনমান শুধু ভাবিযা মরি ;
'কি হ'বে গো'!—কারে সুধাইব, হায়, পাই নে ভাবি',
মধ্য সাগরে ছিদ্র তরণী যায় যে নাবি'!

স্থির-নিশ্চিত মৃত্যুর মত আসিছে ঘিরে,
নিশ্বাস হরি' দৃষ্টি আবরি' ঘন তিমিরে ;
কোথা শাদা পাল ? কই তরী তব ? হে কাণ্ডারী।
লোনা জলে এ কি মিছে মিশে গেল নয়ন-বারি !

হাহাকার

দুর্ভিক্ষের ভিক্ষুকের মত
কে'দে কে'দে ওঠে সে নিযত ;
রোদন উদ্যমে অবসান,
আছে শুধু বদন-ব্যাদান !
আছে বুকে বুভুক্ষার মত
জগতের ক্ষুণ্ণ খেদ যত,
আছে শুধু যমের যন্ত্রণা
প্রেতলোকে জাগাতে করুণা।
এ সংসার অন্ধ-কারাগার,
কোনোদিকে মিলে না দুয়ার ;
ক্ষুণ্ণ প্রাণ, সংক্ষুব্ধ বেদনা,
কেবল পিঞ্জরে আনাগোনা।
এ পিঞ্জর ভাঙ ভগবান,
শোক তাপ হোক্ অবসান ,
এ উৎকট রোদনের শেষ
কব, কর, কর পরমেশ !

শূন্যের পূর্ণতা

কৃষ্ণ হ'তে পাংশু হ'যে, ক্ষুদ্র হ'তে ব্যাপ্তি ল'য়ে
শকুন্তের ছায়া ক্রমে আলোকে মিলায !
জিজ্ঞাসা সংশয়-শেষে, দগ্ধ রিক্ত চিত্ত দেশে
অনাসক্ত পূর্ণজ্ঞান বিহরে লীলায় !

১৪ জ্যৈষ্ঠ

(আমার পিতামহ স্বর্গীয় দত্ত মহাশয়ের সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধদিনে রচিত)

অনেক দেছেন যিনি মানবেরে অকৃপণ করে,—
ধীশক্তির দাতা বলি' মুখ্যভাবে ধ্যান তাঁর করে
আমাদের এ ভারত ; প্রতিদিন প্রভাতে সন্ধ্যায়
মুখরিত করি দিক শ্রেষ্ঠ সে দানের কথা গায়।

সেই শ্রেষ্ঠ বিভূতিতে ছিলে তুমি ভূষিত ধীমান্ !
জ্ঞানাঞ্জনে নেত্র মাজি' বিশ্ব-দৃশ্য দেখিলে মহান্ !
বিজ্ঞানের তূর্য্যনাদে স্তব্ধ করি' দিলে তুচ্ছ কথা,
সর্ব্ব সংকীর্ণতা ত্যজি' নিলে বরি' বিশ্বজনীনতা ;—

অন্ধ বিশ্বাসের বিষে জর্জ্জরিত এ বঙ্গ-ভুবনে
এনে দিলে জ্ঞানামৃত ; হ'লে গুরু চক্ষুরুন্মীলনে।
সত্যের করিতে সেবা স্বার্থ, সুখ, স্বাস্থ্য বিসর্জ্জিলে,-
মিথ্যা সংস্কারের মোহ ক্ষয় করি' দিলে তিলে তিলে।

অর্দ্ধ পথে থাম নাই সন্ধি করি' অজ্ঞতার সনে,
সূর্য্যকান্ত মণি তুমি পরিপূর অপূর্ব্ব কিরণে।

২

আজি তব মৃত্যুদিনে, ওগো পূজ্য! ওগো পিতামহ!
এনেছি যে দীন অর্ঘ্য—তুমি সে প্রসন্ন মনে লহ!
বার্ষিকী এ শ্রাদ্ধে তব পিণ্ডভোজী ডাকিনি ব্রাহ্মণ,
জানি তাহে হইত না, ওগো জ্ঞানী! তোমার তর্পণ ;

অন্তরের শ্রদ্ধা শুধু আমি আজি করি নিবেদন ;—
এই তো যথার্থ শ্রাদ্ধ—কীর্ত্তি-কথা স্মরণ কীর্ত্তন।
সত্য-দেবতার পদে আজ শুধু এই ভিক্ষা চাই,—
বুদ্ধেরে পূজিতে যেন রক্তধারে বেদী না ভাসাই ;—

অবতার বলি' মুখে, যেন, হায়, অজ্ঞতার ফলে
রঘুবীরে না বসাই মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহের দলে ;—
তব প্রিয় কর্ম্ম ত্যজি' যেন তর্পণে না বসি'
বিদ্যা তপ বিবর্জ্জিয়া শুধু যেন কৌলীন্য না ঘোষি!

হে আদর্শ জ্ঞানযোগী! হে জিজ্ঞাসু, তব জিজ্ঞাসায়
উদ্বোধিত চিত্ত মোর ;—গরুড় সে জ্ঞান-পিপাসায়।

শ্মশান-শয্যায় আচার্য্য হরিনাথ দে

আজ শ্মশানে বহ্নিশিখা অভ্রভেদী তীব্র জ্বালা,
আজ শ্মশানে পড়ছে ঝরে উল্কা-তবল জ্বালার মালা!
যাচ্ছে পুড়ে দেশের গর্ব্ব,—শ্মশান শুধু হ'চ্ছে আলা,
যাচ্ছে পুড়ে নূতন ক'রে সেকেন্দ্রিয়ার গ্রন্থশালা।

একটি চিতায় পুড়ছে আজি আচার্য্য আর পুড়ছে লামা,
প্রোফেসার আর পুড়ছে ফুঙি, পুড়ছে শমস্-উল্-উলামা।
পুড়ছে ভট্ট সঙ্গে তারি মৌলবী সে যাচ্ছে পুড়ে,
ত্রিশটি ভাষার বাসাটি হায় ভস্ম হ'য়ে যাচ্ছে উড়ে।

একত্রে আজ পুড়ছে যেন কোকিল, 'কুকু', বুল্‌বুলেতে,—
দাবানলের একটি আঁচে নীড়ের পিঠে পক্ষ পেতে ;
পড়ছে ভেঙে চোখের উপর বর্ত্তমানের বাবিল-চূড়া,
দানেশমন্দী তাজ সে দেশের অকালে আজ হচ্ছে গুঁড়া।

আজ শ্মশানে বঙ্গভূমির নিবুল উজল একটি তারা,
রইল শুধু নামের স্মৃতি রইল কেবল অশ্রুধারা ;
নিবে গেল অমূল্য প্রাণ, নিবে গেল বহ্নিশিখা,
বঙ্গভূমির ললাট 'পরে রইল আঁকা ভস্মটীকা।

সাগর-তর্পণ

বীরসিংহের সিংহশিশু! বিদ্যাসাগর! বীর!
উদ্বেলিত দয়ার সাগর,—বীর্য্যে সুগম্ভীর!
সাগরে যে অগ্নি থাকে কল্পনা সে নয়,
তোমায় দেখে অবিশ্বাসীর হয়েছে প্রত্যয়।
নিঃস্ব হ'য়ে বিশ্বে এলে, দয়ার অবতার!
কোথাও তবু নোয়াও নি শির জীবনে একবার!
দয়ায় স্নেহে ক্ষুদ্র দেহে বিশাল পারাবার,
সৌম্য মূর্ত্তি তেজের স্ফূর্ত্তি চিত্ত-চমৎকার!
নাম্‌লে একা মাথায় নিয়ে মায়ের আশীর্ব্বাদ,
করলে পূরণ অনাথ আতুর অকিঞ্চনের সাধ ;
অভাজনে অন্ন দিয়ে—বিদ্যা দিয়ে আর—
অদৃষ্টেরে ব্যর্থ তুমি করলে বারম্বার।
বিশ বছরে তোমার অভাব পূরল নাকো, হায়,
বিশ বছরের পুরাণো শোক নূতন আজো প্রায় ;
তাই তো আজি অশ্রুধারা ঝরে নিরন্তর!
কীর্ত্তি-ঘন মূর্ত্তি তোমার জাগে প্রাণের 'পর।
স্মরণ-চিহ্ন রাখ্‌তে পারি শক্তি তেমন নাই,
প্রাণ-প্রতিষ্ঠা নাই যাতে সে মূরৎ নাহি চাই ;
মানুষ খুঁজি তোমার মত,—একটি তেমন লোক,—
স্মরণ-চিহ্ন মূর্ত্ত!—যে জন ভুলিয়ে দেবে শোক।
রিক্ত হাতে করবে যে জন যজ্ঞ বিশ্বজিৎ,—
রাত্রে স্বপন চিন্তা দিনে দেশের দশের হিত,—
বিঘ্ন বাধা তুচ্ছ ক'রে লক্ষ্য রেখে স্থির,
তোমার মতন ধন্য হ'বে,—চাই সে এমন বীর!
তেমন মানুষ না পাই যদি খুঁজব তবে, হায়,
ধূলায় ধূসর বাঁকা চটি ছিল যা' ওই পায় ;
সেই যে চটি উচ্চে যাহা উঠ্‌ত এক একবার
শিক্ষা দিতে অহঙ্কৃতে শিষ্ট ব্যবহার।

সেই যে চটি—দেশী চটি—বুটের বাড়া ধন,
খুঁজ্‌ব তারে, আন্‌ব তারে, এই আমাদের পণ ;
সোনার পিঁড়েয় রাখ্‌ব তারে, থাক্‌ব প্রতীক্ষায়
আনন্দহীন বঙ্গভূমির বিপুল নন্দিগাঁয়।
রাখব তারে স্বদেশপ্রীতির নূতন ভিতের 'পর,
নজর কাবো লাগ্‌বে নাকো, অটুট হ'বে ঘর!
উঁচিয়ে মোরা রাখব তারে উচ্চে সবাকার,—
বিদ্যাসাগর বিমুখ হ'ত—অমর্য্যাদায় যার।
শাস্ত্রে যারা শস্ত্র গড়ে হৃদয়-বিদারণ,
তর্ক যাদের অর্কফলাব তুমুল আন্দোলন ;
বিচার যাদের যুক্তিবিহীন অক্ষবে নির্ভর,—
সাগরের এই চটি তারা দেখুক নিরন্তর।
দেখুক, এবং স্মরণ করুক সব্যসাচীর রণ,—
স্মরণ করুক বিধবাদের দুঃখ-মোচন পণ ;
স্মরণ করুক পাণ্ডাব্‌পী গুণ্ডাদিগের হার,
"বাপ্ মা বিনা দেবতা সাগর মানেই নাকো আর!"
অদ্বিতীয় বিদ্যাসাগর! মৃত্যু-বিজয় নাম,
ঐ নামে হায় লোভ করেছে অনেক ব্যর্থকাম :
নামেব সঙ্গে যুক্ত আছে জীবন-ব্যাপী কাজ,
কাজ দেবে না? নামটি নেবে ?—এ কি বিষম লাজ!
বাংলা দেশের দেশী মানুষ! বিদ্যাসাগর! বীর!
বীরসিংহের সিংহশিশু! বীর্য্যে সুগম্ভীর!
সাগরে যে অগ্নি থাকে কল্পনা সে নয,
চক্ষে দেখে অবিশ্বাসীর হ'য়েছে প্রত্যয়!

ঋষি টল্‌ষ্টয়

সঙ্কীর্ণ স্বার্থের ক্ষোভে ক্ষুণ্ণ ক্ষুব্ধ ছিল জগজন
অন্ধকূপে বন্দী সম ; তুমি খুলে দিলে বাতায়ন,
ওগো ঋষি রুষিয়ার! মুক্ত বন্ধ্রে স্বর্গের বাতাস
প্রবেশিল অন্ধকূপে! বিশ্ববাসী বাঁচিল নিশ্বাস

ফেলি ; ওগো টল্‌ষ্টয! বিনাশিলে তুমি মহাভয
মানবের ; প্রচারিলে পৃথ্বীতলে বিশ্বাসেব জয।
মহাবৈষম্যের মাঝে প্রচারিলে সাম্যের বারতা,
উচ্চারিলে, দ্রষ্টা! তুমি, মহামিলনের পূর্ব্বকথা!

বাণী তব মৃত্যুহীন মৃত্যুময় এ মর্ত্ত্যভুবনে
ওগো মৃত্যুঞ্জয় কবি! হে মনীষী জাগে আজি মনে
সিদ্ধার্থের সুপ্ত স্মৃতি,—তোমার শুনিয়া কণ্ঠরব,
সেই সুর, সেই কথা ; তারি মত—তারি মত সব!

সেই ত্যাগ! সেই তপ! সেই মহামৈত্রীর বাখান!
বুদ্ধকল্প বিশ্বপ্রেমে বর্ত্তমানে তুমি মহাপ্রাণ!

কবি-প্রশস্তি

(ঋষি কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের সংবর্দ্ধনা উপলক্ষে রচিত)

বাজাও তুমি সোনার বীণা হে কবি! নব বঙ্গে ;
মাতাও তুমি, কাঁদাও তুমি, হাসাও তুমি রঙ্গে!
তোমার গানে তোমার সুরে
উঠিছে ধ্বনি ভুবন জুড়ে,
লক্ষ হিয়া গাহিয়া আজি উঠিছে তব সঙ্গে।

কমলে তুমি জাগালে প্রাতে, নিশীথে নিশিগন্ধা,
পূর্ণা তিথি মিলালে আনি' রিক্তা মাঝে নন্দা!
যে ফুল ফোটে স্বর্গ বায়ে
আহরি' দিলে প্রিয়ের পায়ে,
মিলালে আনি' অনাদি বাণী নবীন মধুচ্ছন্দা!

জগৎ-কবি-সভায় মোরা তোমার করি গর্ব্ব,
বাঙালী আজি গানের রাজা, বাঙালী নহে খর্ব্ব।
দর্ভ তব আসন-খানি
অতুল বলি' লইবে মানি',
হে গুণী তব প্রতিভা-গুণে জগৎ-কবি সর্ব্ব।

জীবন-ব্রতে পঞ্চাশতে পড়িল তব অঙ্ক,
বঙ্গ-গৃহ জুড়িয়া আজি ধ্বনিছে শুভ শঙ্খ ;
পান্থ এসে পুষ্প-রথে
পৌঁছিলে হে অর্দ্ধ পথে,—
সারথি তব শুভ্র-শুচি কীর্ত্তি অকলঙ্ক।

অর্দ্ধশত শরতে সোনা ঢেলেছ তুমি নিত্য,
অর্দ্ধশত মিলিলে হেন তবে সে পূরে চিত্ত :
সোনার তরী দিয়েছ ভরি'
তবুও আশা অনেক করি :
ভরিয়া ঝুলি ভিখারী সম ফিরিয়া চাহি বিত্ত।

চাতক! তুমি কত না মেঘে মেখেছ বারি-বিন্দু,
কত না ধারে ভরিয়া তুমি তুলেছ চিত-সিন্ধু!
মরাল! তুমি মানস-সরে
ফিরেছ কত হরষ-ভরে,
চকোর তুমি এসেছ ছুঁয়ে গগন-ভালে ইন্দু।

বঙ্গ-বাণী-কুঞ্জে তুমি আনিলে শুভ লগ্ন,
বাজালে বেণু মোহন তানে পরাণ হ'ল মগ্ন!
বিষাণ যবে বাজালে, মরি,
গলিয়া শিলা পড়িল ঝরি'
মিশিল স্রোতে বন্ধ ধারা, পাষাণ-কারা ভগ্ন।

গভীর তব প্রাণের প্রীতি, বিপুল তব যত্ন,
দিশারি! তুমি দেখাও দিশা, ডুবারি! তোলো রত্ন!
যে তানে টলে শেষের ফণা
পেয়েছ তুমি তাহারি কণা,—
অমৃত এনে দিয়েছে শ্যেনে,—নহে সে নহে প্রত্ন।

অমৃত এনে দিয়েছে প্রাণে পবাণ-শোষী দুঃখ,
গৌণ যাহা না গণি' তাহে চিনিয়া নিলে মুখ্য;
শোকের রাতে রহিলে ধ'রে
হিরণ্ময় মৃণাল-ডোবে,
রুদ্রে নিলে বরণ ক'বে বসাযে নিলে রুক্ষ।

রেখেছ তুমি দৈবী শিখা হৃদযে চির-দীপ্ত,
অবিশ্বাসে হতাশ্বাসে জগৎ যবে ক্ষিপ্ত;
মত্তভাবে কবেছ ঘৃণা—
চাহ না তবু মুক্তি বিনা,
উজল মনোমুকুর তব হয়নি মসীলিপ্ত।

বাজাও কবি! অলোক-বীণা মধুর নব ছন্দে,
হৃদয়-শতদল সে তুমি ফুটাও সুধা গন্ধে;
যে ভাব ওঠে প্রাণেব মাঝে
তোমার গানে সকলি আছে,
তোমার নামে মেতেছে দেশ,—মিলেছে মহানন্দে।

গহন মেঘে বিজলী সম উজলি' আছ বঙ্গ,
মাতাও কভু কাঁদাও তুমি হাসাও করি' রঙ্গ!
সূর্য্য সম উজলি' ভূমি
সপ্ত ঘোড়া ছুটাও তুমি,
তৃপ্ত হ'ল হৃদয-প্রাণ লভিযা তব সঙ্গ।

অর্ঘ্য

(কবি-সংবর্দ্ধনা উপলক্ষে সাহিত্য-পরিষদের ছাত্র-সভ্যাদিগের পক্ষ হইতে প্রদত্ত)

নেতধটি মোরা পাই নাই খুঁজে,
বিশ আড়া ধান আনিনি কবি!
এনেছি কেবল হৃদয়ের প্রীতি—
বিকচ কমল কোমল ছবি।

পরগণা লিখে সঁপিতে কবিকে
কৃষ্ণচন্দ্র বঙ্গে নাহি,
আঁখিজলে শুধু করি' অভিষেক
দর্ভ-আসনে বসাতে চাহি।
জীবনের বহু শূন্য প্রহর
ভরিয়া তুলেছ বীণার তানে,
অন্ধ যামিনী হেসেছে পুলকে,—
যে হাসি হাসিতে অন্ধ জানে।
তোমার যোগ্য কি দিব অর্ঘ্য?
কোথা পাব মোরা ভাবি গো তাই ;—
জনক রাজার মত কোথা পাব
হিরণ-শৃঙ্গ হাজার গাই!
ব্রহ্মবিদের তুমি বরেণ্য,—
কাব্য-লোকের লোচন রবি!
স্বর্গে বসিয়া আশিসিছে তোমা,
ব্রহ্মবাদিনী বাচক্নবী।
শ্রদ্ধার স্রক্ চন্দন আর
অনুরাগ-ধারা এনেছি মোরা,
তোমার যোগ্য নাহিক অর্ঘ্য,—
তবু লও প্রীতি-রাখীর ডোরা!

নিবেদিতা

প্রসূতি না হ'য়ে কোলে পেয়েছিল পুত্র যশোমতী ;-
তেমনি তোমারে পেয়ে হৃষ্ট হয়েছিল বঙ্গ অতি,—
বিদেশিনী নিবেদিতা! স্বাস্থ্য, সুখ, সম্পদ তেয়াগি'
দীন দেশে ছিলে দীন ভাবে ; দুঃস্থ এ বঙ্গের লাগি'

সঁপেছিলে সর্ব্বধন,—কায়, মন, বচন আপন,—
ভাবের আবেশ ভরে,—করেছিলে আত্ম-নিবেদন।
ভালবেসে ভারতেরে কাছে এসেছিলে দূর হ'তে,
দিয়েছিলে স্নিগ্ধ ক'রে অনাবিল মমত্বের স্রোতে।

তপস্যার পুণ্য তেজে করেছিলে অসাধ্য-সাধন,
জেলেছিলে স্বর্ণ দীপ অন্ধকারে ; নব উদ্বোধন
করেছিলে জীর্ণ বিল্বমূলে মাতৃরূপা শক্তির ;—
স্মরিয়া সে সব কথা আজ শুধু চক্ষে বহে নীর!

এসেছিলে না ডাকিতে, অকালে চলিয়া গেলে, হায়,
চ'লে গেলে অল্প-আয়ু দুর্ভাগার সৌভাগ্যের প্রায়,—
দেহ রাখি' শৈল-মূলে ;—শঙ্করের অঙ্কে মৃতা সতী ;
ওগো দেবতার-দেওয়া ভগিনী মোদের পুণ্যবতী!

নফর কুণ্ডু

নফর নফর নয়,—এক মাত্র সেই তো মনিব
নফরের দুনিয়ায় ; দীনহীন প্রতি জীবে শিব
প্রত্যক্ষ ক'রেছে সেই। নহিলে কি অস্পৃশ্য মেথরে
বিপন্ন দেখিয়া, নিজ প্রাণ দিতে পারে অকাতরে
দুঃস্থের উদ্ধার লাগি'? পঙ্কে সে মানে নি অগৌরব ;
সে শুধু মানস-চক্ষে দেখেছে গো বিপন্ন মানব ;
শুনেছে মনের কানে মুমূর্ষু জনের আর্ত্তরব,—
অমনি গিয়েছে ভুলে পুত্র, জায়া, পিতা, মাতা,—সব,—
গৃহ, গৃহস্থালী-সুখ ; বাষ্প-বিষ-বিহ্বল-গহ্বরে
নেমেছে অকুতোভয়ে ;—একটি সে জীবনের তরে।
একটি প্রাণের লাগি' নিজ প্রাণ দেছে মহাপ্রাণ।
স্বদেশী বিদেশী মিলি' স্মরে আজি পুণ্য অবদান
নিঃস্ব এই নফরের। নফর আজিকে পুণ্যশ্লোক ;
আলোকিছে মাতৃভূমি শুভ্র তার সুকৃতি-আলোক।

দেশবন্ধু

(স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্তের অভ্যর্থনা উপলক্ষে সাহিত্য-পরিষদে গীত)

বন্ধুর ভালে চন্দন-টীকা কণ্ঠে কমল-মালা,
দেশ-বন্ধুর শুভ আগমনে হৃদি-মন্দির আলা ;
মাধবে মাধবী-কঙ্কণ বাঁধ বন্ধুর মণিবন্ধে,
লোক-বন্ধুর গৌরব-গাথা গাঁথ মনোরম ছন্দে ;
বেদের সরস্বতী এসেছেন লইয়া বরণ-ডালা,—
ইন্দু-কিরণ-নিন্দিত যাঁর মুকুট-রশ্মি-জ্বালা।
বন্ধুর তরে তোরণ রচনা করেছে নূতন বর্ষ,—
নবীন পুষ্পে নব কিশলয়ে ; উথলে নবীন হর্ষ!
বর্ষণ করে লাজ-অঞ্জলি কল্যাণী পুরবালা,
জনবন্ধুর আগমন-পথে লক্ষ কুসুম ঢালা।

জ্যোতির্মণ্ডল

যাঁহাদের পুঞ্জ তেজে দীপ্ত আজি বঙ্গের গগন,
বাঙালীর চিত্তপটে তাঁহাদের একত্র মিলন!
মণ্ডলের মধ্যে রবি মহিমায় করেন বিরাজ,
সৌর জগতের সত্য সাহিত্য-জগতে হের আজ

হ'য়ে আছে সপ্রমাণ! উদ্ধে্ব তার নিস্পন্দ আলোক,-
যুগ-যুগন্ধর রাজা আছেন রচিয়া ধ্রুব-লোক ;
আর্ষ-লোক পার্শ্বে তার,—তপঃক্লিষ্ট সপ্তর্ষিমণ্ডল,—
স্তব্ধ, শান্ত সুগম্ভীর পুরাতন জ্যোতিষ্কের দল,—
অক্ষয় সে জ্ঞানযোগী, কর্ম্মযোগী বিদ্যার সাগর,
দূরতায় মন্দীভূত রশ্মি তবু স্পষ্ট সুগোচর।
রবির দক্ষিণভাগে বঙ্কিম বঙ্গের বৃহস্পতি ;
বামে মধু শুক্রগ্রহ,—বিতরিল যেই শুভ্র জ্যোতি
রবি উদয়েরও আগে। শূন্যে শোভে নীহারিকা-সেতু,
উল্কা আছে, গ্রহ আছে, আছে তারা, আছে ধূমকেতু।

বিশ্ববন্ধু

(বিশ্ববন্ধু উইলিযম্ ষ্টেডের মৃত্যু-উপলক্ষে)

গ্রহণ-বর্জ্জিত শুচি সূর্য্যসম নিত্য নির্ণিমেষ
নিযন্তার নেত্রবিভা পশেছিল ও তব পরাণে ;
তাই জান নাই শঙ্কা, তাই তুমি মান নাই ক্লেশ,
বিবাদ, বিপদ, বিঘ্ন ; টল নাই নিন্দা-অপমানে।

হে তেজস্বী! অগ্নি-সত্ত্ব! হে তপস্বী! স্বদেশ বিদেশ
ভিন্ন নহে তব চোখে ; তোমার নাহিক আত্মপর ;
ঘোষণা ক'বেছ তুমি নিত্য সত্য ; চিত্ত স্বার্থ-লেশ-
শূন্য তব চিবদিন , ধৃতব্রত তুমি ঋতম্ভর।

"জাতিব প্রতিষ্ঠা বাড়ে ন্যায-নিষ্ঠ শুচি অনুষ্ঠানে।"
এ তোমার মূলমন্ত্র,—এ তোমার প্রাণের সাধনা ;
জয-ডঙ্কা-নাদে তাই আতঙ্কিত হ'তে তুমি প্রাণে
দুর্ব্বলের পীডাভযে। বিশ্বমানবের আবাধনা,—

সনাতন ন্যায-ধর্ম্ম,—তুমি তার ছিলে পুরোহিত ;—
কত অভিচার-মন্ত্র নষ্টবীর্য্য তব শঙ্খরবে!
হে বিশ্বাসী! বিশ্ববন্ধু! ওগো কর্ম্মী উদারচরিত!
নিঃস্ব নির্জ্জিতেব পক্ষে একা তুমি যুঝেছ গৌরবে।

হে ধর্ম্মিষ্ঠ! আত্মনিষ্ঠ! লভিয়াছ সমুদ্র-সমাধি
অন্তে তুমি সমুদার! মানুষের রাজ্যের বাহিরে ;
উদ্ধে্ব শুধু নীলাকাশ—সীমাহীন, অনন্ত, অনাদি,
নিম্নে লীলায়িত নীল উচ্ছ্বসিত চন্দ্রমা-মিহিরে।

তোমার সমাধি ভঙ্গ করিবে না তরঙ্গ দুর্জ্জয়,
আত্ম-প্রাণ-দানে তব আর্ত্তত্রাণ ঘটেছে সুক্ষণে ;
কীর্ত্তনীয় তব নাম ; কীর্ত্তি তব অমর অক্ষয়,
ক্ষাত্রধর্ম্ম মূর্ত্ত তুমি, হে যশস্বী! জীবনে মরণে।

চৌদ্দ প্রদীপ

চৌদ্দ প্রদীপে চৌদ্দ ভুবন উজল করি,
বিস্মৃত শত অমা-যামিনীর কাজল হরি ;
পিতৃযানের অজানা আঁধারে আলোক জ্বালি,
আলোর রাখীতে বাঁধি গো অতীতে,—ঘুচাই কালি!
মৃত্যু গহনে বিস্মৃত জনে স্মরণ করি,
স্মৃতি-লোকে সবে জাগাই পুলকে চিত্ত ভরি'।
কল্পনা দিয়ে করি গো সৃজন কল্প-লতা,—
অশ্রু-হিমানী জড়িত আকাশে অতীত-কথা!

চৌদ্দ প্রদীপে সপ্ত ঋষিরে স্মরণ করি,
ত্রিশঙ্কু আর বিশ্বামিত্রে বরণ করি ;
স্মরি অগস্ত্যে—ফেরে নি যে আর যাত্রা ক'রে,
স্মরি গো বুদ্ধে—জ্ঞানে প্রেমে যার ভুবন ভরে ;
স্মরি পরাশরে—তার রাক্ষস-সত্র-কথা,
স্মরি মৈত্রেয়ী অরুন্ধতীরে পতিব্রতা :
বাল্মীকি আর কালিদাস কবি জাগিছে মনে,
দোলাইযা শিখা নমিছে প্রদীপ দ্বৈপাযনে।

ভীষ্মের স্মৃতি উজলিছে দীপ হৃদয়-লোকে,—
সারা ভারতের পিতামহ সেই অপুত্রকে।
জাগিছে ভরত সর্ব্বদমন ভাবত-আদি,—
অশোক-প্রতাপ-পৃথ্বী-বিজযসিংহ-সাথী!
জাগে বিক্রম অভিনব নব-রত্নে ধনী,
যবনী রাণীর বক্ষে জাগিছে মৌর্য্যমণি!
লুপ্ত দিনের বিস্মৃতি-লেপ ঘুচেছে কালো,
চৌদ্দ প্রদীপে আজিকে চৌদ্দ ভুবন আলো।

কোলাকুলি আজ তিমিরে দোলাযে আলোর দোলা!
চৌদ্দ যুগের চৌদ্দ হাজার ঝরোখা খোলা!
এ পারে প্রদীপ উল্কা ওপারে উলসি' ওঠে,
পিতৃযানের মাঝখানে আজ বার্ত্তা ছোটে ;
আনাগোনা আজ জানা যেন যায আকাশ 'পরে,
পিতৃগণের পদ-রেণু আজ আঁধারে ঝরে!
আঁধার-পাথারে আকুল হৃদয় পেয়েছে ছাড়া,
চৌদ্দ প্রদীপে চৌদ্দ ভুবনে জেগেছে সাড়া।

বন্দরে

শাস্ত্র-শাসন রইল মাথায়, তর্ক মিছে,—নেইক ফল ;
বন্দরে ওই দাঁড়িয়ে জাহাজ,—বেরিয়ে পড় বন্ধুদল !
বাজে কথায় কান দিয়ো না, কান দিয়ো না ক্রন্দনে,
দুল্‌তে হ'বে সিন্ধু-দোলায় বিরাট বুকের স্পন্দনে।

সাগর-পথে যাত্রা-নিষেধ ?—লক্ষ্মীছাড়ার যুক্তি ও,
লক্ষ্মী আছেন সিন্ধুমাঝে—মুক্তাভবা শুক্তি ও ;
ফিরব মোরা দশটা দিকে রত্নাকরের বুক চিরে,
রত্ন নেব, মুক্তা নেব, সঙ্গে নেব লক্ষ্মীরে।

বাণিজ্যে সে বসত্‌ করে সিন্ধুজলে জন্ম তার,
সাগর সেঁচে আন্‌ব তারে আন্‌ব ঘরে পুনর্ব্বার ;
আন্‌ব ঘরে মাথায় ক'রে বিদ্যা মৃত-সঞ্জীবন,
শুক্র ঋষির চরণ-ধূলায় প'রব মোরা জ্ঞানাঞ্জন।

দেবযানীরে রাখ্‌ব খুসী ব্রহ্মচর্য্য ছাড়ব না,
আপনজনে ভুল্‌ব না রে পরের আদর কাড়ব না ;
জালের কাঁঠি নিরেট খাঁটি, ছড়িয়ে পড়ে ছত্রাকার,—
মিল্‌লে নিধি, জলের তলে থাক্‌বে না সে ছড়িয়ে আর ;—

ঘেঁষে ঘেঁষে ঘনিয়ে এসে মিলিয়ে দেবে সকল খুঁট,—
ধন ঘড়াটি ধরবে আঁটি' লাখ্‌ আঙুলের লোহার মুঠ !
ছড়িয়ে গিয়ে জগৎমাঝে মিল্‌ব মোরা অন্তরে ;
নূতন ক'রে পড়ব বাঁধা দেশের মায়া-মন্তরে।

পাঁজি পুঁথি রইল মাথায়, জ্ঞানের বাড়া নেইক বল,
যৌবনের এই শুভক্ষণে বেরিয়ে পড় বন্ধুদল!
হিন্দু যখন সিন্ধুপারে করলে দখল যবদ্বীপ
কোথায় তখন ভট্টপল্লী কোথায় ছিলেন নবদ্বীপ ?

কোথায় ছিল জাতির তর্ক—অর্কফলার আন্দোলন—
যেদিন রুদ্র সমুদ্রেরে বিজয় দিল আলিঙ্গন ?
মেক্সিকোতে হ'ল যেদিন মঠপ্রতিষ্ঠা রাম-সীতার—
বিধান দিল কোন্‌ মনীষী ?—খোঁজ রাখে কি পুরাণ তার ?

উড়ুপ-যোগে দু'দিন আগে হিন্দু যেত সিন্ধু পার,
মিশর, পেরু, রোম, জাপানে ছুট্‌ত নিয়ে পণ্যভার ;
তাদের ধারা লুপ্ত হবে ? থাক্‌বে শুধু পঞ্জিকা ?
ধানের আবাদ উঠিয়ে দিয়ে ফসল হ'ল গঞ্জিকা ?

করুক তবে সূক্ষ্ম বিচার শাস্ত্র নিয়ে পণ্ডিতে ;
নিঃস্ব করুক নস্য-ধানী গোময়-লিপ্ত গণ্ডীতে।
চল্‌বে না কেউ মোদের নিয়ে ?—সাগরের তো চল্‌ছে জল ;
পরের কথা ভাব্‌ব পরে ;—বেরিয়ে পড় বন্ধুদল।

ছেলের দল

হল্লা ক'রে ছুটির পরে ওই যে যারা যাচ্ছে পথে,—
হাল্কা হাসি হাস্‌ছে কেবল,—ভাস্‌ছে যেন আল্‌গা স্রোতে,—
কেউ বা শিষ্ট, কেউ বা চপল, কেউ বা উগ্র, কেউ বা মিঠে ;
ওই আমাদের ছেলেরা সব,—ভাবনা যা' সে' ওদের পিঠে।
ওই আমাদের চোখের মণি, ওই আমাদের বুকের বল,—
ওই আমাদের অমর প্রদীপ, ওই আমাদের আশার স্থল,—
ওই আমাদের নিখাদ সোনা, ওই আমাদের পুণ্যফল,—
আদর্শে যে সত্য মানে—সে ওই মোদের ছেলের দল।
ওরাই ভাল বাস্‌তে জানে
দরদ দিয়ে সরল প্রাণে,
প্রাণের হাসি হাস্‌তে জানে, খুল্‌তে জানে মনের কল,—
ওই যে দুষ্ট, ওই যে চপল,—ওই আমাদেব ছেলের দল।

ওরাই রাখে জ্বালিযে শিখা বিশ্ব-বিদ্যা-শিক্ষালয়ে,
অন্নহীনে অন্ন দিতে ভিক্ষা মাগে লক্ষ্মী হ'য়ে ;
পুরাতনে শ্রদ্ধা রাখে নূতনেরও আদব জানে
ওই আমাদের ছেলেরা সব,—নেইক দ্বিধা ওদের প্রাণে ;
ওই আমাদের ছেলেরা সব—ঘুচিযে অগৌরবের রব
দেশ-দেশান্তে ছুট্‌ছে আজি আন্‌তে দেশে জ্ঞান-বিভব ;
মার্কিনে আর জর্ম্মনিতে পাচ্ছে তারা তপের ফল,
হিবাচীতে আগুন জেবলে শিখ্‌ছে ওরা কব্জাকল ;
হোমের শিখা ওরাই জ্বালে,
জ্ঞানের টীকা ওদের ভালে,
সকল দেশে সকল কালে উৎসাহ-তেজ অচঞ্চল,
ওই আমাদের আশাব প্রদীপ, ওই আমাদের ছেলের দল।

মানুষ হ'যে ওরা সবাই অমানুষী শক্তি ধরে,
যুগের আগে এগিযে চলে, হাস্যমুখে গর্ব্বভরে ;
প্রয়োজনের ওজন-মত আয়োজন সে কর্ত্তে পারে,
ভগবানের আশীর্ব্বাদে বইতে পারে সকল ভারে।
ওই আমাদের ছেলেরা সব,—ত্রুটি ওদের অনেক হয়,—
মাঝে মাঝে ভুল ঘটে ঢের,—কারণ ওরা দেবতা নয় ;
মাঝে মাঝে দাঁড়ায় বেঁকে নিন্দা শুনে অনর্গল,
প্রশংসাতেও হয় গো কাবু,—মনের মতন দেয় না ফল ;
তবু ওরাই আশার খনি,—
সবার আগে ওদের গণি,
পদ্মকোষের বজ্রমণি ওরাই ধ্রুব সুমঙ্গল ;
আলাদিনের মায়ার প্রদীপ ওই আমাদের ছেলের দল।

কালোর আলো

কালোর বিভায় পূর্ণ ভুবন ; কালোরে কে করিস্ ঘৃণা ?
আকাশ-ভরা আলো বিফল কালো আঁখির আলো বিনা।
কালো ফণীর মাথায় মণি,
সোনার আধার আঁধার খনি ;
বাসন্তী রং নয় সে পাখীর বসন্তের যে বাজায় বীণা ;
কালোর গানে পুলক আনে, অসাড় বনে বয় দখিনা !

কালো মেঘের বৃষ্টিধারা তৃপ্তি সে দেয় তৃষ্ণা হরে,
কোমল হীরার কমল ফোটে কালো নিশির শ্যাম-সায়রে !
কালো অলির পরশ পেলে
তবে মুকুল পাপ্ড়ি মেলে,—
তবে সে ফুল হয় গো সফল বোমাঞ্চিত বৃন্ত 'পরে !
কালো মেঘের বাহুর তটে ইন্দ্রধনু বিরাজ করে।

সন্ন্যাসী শিব শ্মশান-বাসী,—সংসারী সে কালোর প্রেমে ;
কালো মেয়ের কটাক্ষেরি ভয়ে অসুর আছে থেমে।
দৃপ্ত বলীর শীর্ষ 'পরে
কালোর চরণ বিরাজ করে,
পুণ্য-ধারা গঙ্গা হ'ল—সেও তো কালো চরণ ঘেমে ;
দূর্ব্বাদলশ্যামের রূপে—রূপের বাজার গেছে নেমে।

প্রেমের মধুর ঢেউ উঠেছে কালিন্দীরি কালো জলে,
মোহন বাঁশীর মালিক যেজন তারেও লোকে কালোই বলে ;
বৃন্দাবনের সেই যে কালো—
রূপে তাহার ভুবন আলো,
রাসের মধুর রসের লীলা,—তাও সে কালো তমাল তলে ;
নিবিড় কালো কালাপানির কালো জলেই মুক্তা ফলে।

কালো ব্যাসের কৃপায় আজো বেঁচে আছে বেদের বাণী,
দ্বৈপায়ন—সেই কৃষ্ণ কবি—শ্রেষ্ঠ কবি তাঁরেই মানি ;
কালো বামুন চাণক্যেরে
আঁট্‌বে কে কূট-নীতির ফেরে ?
কালো-অশোক জগৎ-প্রিয়,—রাজার সেরা তাঁরে জানি ;
হাব্‌সী কালো লোক্‌মানেরে মানে আরব আর ইরাণী।

কালো জামের মতন মিঠে—কালোর দেশ এই জম্বুদ্বীপে—
কালোর আলো জ্বল্‌ছে আজো, আজো প্রদীপ যায়নি নিবে
কালো চোখের গভীর দৃষ্টি
কল্যাণেরি কর্‌ছে সৃষ্টি,—
বিশ্ব-ললাট দীপ্ত—কালো রিষ্টিনাশা হোমের টিপে,
রক্ত চোখের ঠাণ্ডা কাজল—তৈরী সে এই ম্লান প্রদীপে !

কালোর আলোর নেই তুলনা—কালোরে কী করিস্ ঘৃণা!
গগন-ভরা তারার মীনা বিফল—চোখের তারা বিনা;
কালো মেঘে জাগায় কেকা,
চাঁদের বুকেও কৃষ্ণ-লেখা,
বাসন্তী রং নয় সে পাখীর বসন্তের যে বাজায় বীণা,
কালোর গানে জীবন আনে নিথর বনে বয় দখিনা!

আমরা

মুক্তবেণীর গঙ্গা যেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে
আমরা বাঙালী বাস করি সেই তীর্থে—বরদ বঙ্গে ;—
বাম হাতে যার কমলার ফুল, ডাহিনে মধুক-মালা,
ভালে কাঞ্চন-শৃঙ্গ-মুকুট, কিরণে ভুবন আলা,
কোল-ভরা যার কনক ধান্য, বুক-ভরা যার স্নেহ,
চরণে পদ্ম, অতসী অপরাজিতায় ভূষিত দেহ,
সাগর যাহার বন্দনা রচে শত তরঙ্গ-ভঙ্গে,—
আমরা বাঙালী বাস করি সেই বাঞ্ছিত ভূমি বঙ্গে।

বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিযা আমবা বাঁচিয়া আছি,
আমরা হেলায় নাগেরে খেলাই, নাগেরি মাথায় নাচি।
আমাদের সেনা যুদ্ধ ক'রেছে সজ্জিত চতুরঙ্গে,
দশাননজয়ী রামচন্দ্রের প্রপিতামহের সঙ্গে।
আমাদের ছেলে বিজযসিংহ লঙ্কা করিয়া জয়
সিংহল নামে রেখে গেছে নিজ শৌর্য্যের পরিচয়।
একহাতে মোরা মগেরে রুখেছি, মোগলেরে আর-হাতে,
চাঁদ-প্রতাপের হুকুমে হঠিতে হযেছে দিল্লীনাথে।

জ্ঞানের নিধান আদিবিদ্বান্ কপিল সাংখ্যকার
এই বাঙ্‌লার মাটিতে গাঁথিল সূত্রে হীরক-হার।
বাঙালী অতীশ লঙ্ঘিল গিরি তুষারে ভয়ংকর,
জ্বালিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে বাঙালী দীপংকর।
কিশোর বয়সে পক্ষধরের পক্ষশাতন করি'
বাঙালীর ছেলে ফিরে এল দেশে যশের মুকুট পরি'।
বাঙ্‌লার রবি জয়দেব কবি কান্ত কোমল পদে
করেছে সুরভি সংস্কৃতের কাঞ্চন-কোকনদে।

স্থপতি মোদের স্থাপনা করেছে 'বরভূধরের' ভিত্তি,
শ্যাম-কম্বোজে 'ওঙ্কার-ধাম',—মোদেরি প্রাচীন কীর্ত্তি।
ধেয়ানের ধনে মূর্ত্তি দিয়েছে আমাদের ভাস্কর
বিট্‌পাল আর ধীমান,—যাদের নাম অবিনশ্বর।

আমাদেরি কোন সুপটু পটুয়া লীলায়িত তুলিকায়।
আমাদের পট অক্ষয় ক'রে রেখেছে অজন্তায়।
কীর্ত্তনে আর বাউলের গানে আমরা দিয়েছি খুলি'
মনের গোপনে নিভৃত ভুবনে দ্বার ছিল যতগুলি।

মন্বন্তরে মরি নি আমরা মারী নিয়ে ঘর করি,
বাঁচিয়া গিয়েছি বিধির আশিসে অমৃতের টীকা পরি'।
দেবতারে মোরা আত্মীয় জানি, আকাশে প্রদীপ জ্বালি,
আমাদেরি এই কুটীরে দেখেছি মানুষের ঠাকুরালি ;
ঘরের ছেলের চক্ষে দেখেছি বিশ্বভূপের ছায়া,
বাঙালীর হিয়া অমিয়া মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া ;
বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী ছুটেছে জগৎময়,—
বাঙালীর ছেলে ব্যাঘ্রে বৃষভে ঘটাবে সমন্বয়।

তপের প্রভাবে বাঙালী সাধক জড়ের পেয়েছে সাড়া,
আমাদের এই নবীন সাধনা শব-সাধনার বাড়া।
বিষম ধাতুর মিলন ঘটায়ে বাঙালী দিয়েছে বিয়া,
মোদের নব্য রসায়ন শুধু গরমিলে মিলাইয়া।
বাঙালীর কবি গাহিছে জগতে মহামিলনের গান,
বিফল নহে এ বাঙালী জনম বিফল নহে এ প্রাণ।
ভবিষ্যতের পানে মোরা চাই আশা-ভরা আহ্লাদে,
বিধাতার কাজ সাধিবে বাঙালী ধাতার আশীর্ব্বাদে।

বেতালের মুখে প্রশ্ন যে ছিল আমরা নিয়েছি কেড়ে,
জবাব দিয়েছি জগতের আগে ভাবনা ও ভয় ছেড়ে ;
বাঁচিয়া গিয়েছি সত্যের লাগি' সর্ব্ব করিয়া পণ,
সত্যে প্রণমি' থেমেছে মনের অকারণ স্পন্দন।
সাধনা ফলেছে, প্রাণ পাওয়া গেছে জগৎ-প্রাণের হাটে,
সাগরের হাওয়া নিয়ে নিশ্বাসে গম্ভীরা নিশি কাটে ;
শ্মশানের বুকে আমরা রোপণ করেছি পঞ্চবটী,
তাহারি ছায়ায় আমরা মিলাব জগতের শতকোটি।

মণি অতুলন ছিল যে গোপন সৃজনের শতদলে,—
ভবিষ্যতের অমর সে বীজ আমাদেরি করতলে ;
অতীতে যাহার হ'য়েছে সূচনা সে ঘটনা হবে হবে,
বিধাতার বরে ভরিবে ভুবন বাঙালীর গৌরবে।
প্রতিভায় তপে সে ঘটনা হবে, লাগিবে না তার বেশী,
লাগিবে না তাহে বাহুবল কিবা জাগিবে না দ্বেষাদ্বেষি ;
মিলনের মহামন্ত্রে মানবে দীক্ষিত করি' ধীরে—
মুক্ত হইব দেব-ঋণে মোরা মুক্তবেণীর তীরে।

ফুল-শির্ণি

(মুসলমান সাহিত্যিকবৃন্দের অভ্যর্থনার জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-কর্ত্তৃক আহূত সভায় কোজাগর পূর্ণিমায় পঠিত)

গুগ্‌গুলু আর গুলাবের বাস
মিলাও ধূপের ধূমে!
সত্যপীরের প্রচার প্রথমে
মোদেরি বঙ্গভূমে।
পূর্ণিমা রাতি! পূর্ণ করিয়া
দাও গো হৃদয় প্রাণ;
সত্যপীরের হুকুমে মিলেছে
হিন্দু-মুসলমান!
পীর পুরাতন,—নূব নারায়ণ,—
সত্য সে সনাতন,
হিন্দু-মুসলমানের মিলনে
তিনি প্রসন্ন হ'ন্।
তাঁরি ইশারায় মিলিয়াছি মোরা
হৃদয়ে জ্যোৎস্না জ্বালি';
তাঁহারি পূজায় সাজায়ে এনেছি
ফুল-শির্ণির ডালি।
পুলকের ফেনা সফেদ্ বাতাসা
শুভ্র চামেলি ফুল,—
হৃদয়ের দান প্রীতির নিদান
আলাপের তাম্বূল!
মিলন-ধর্ম্মী মানুষ আমরা
মনে মনে আছে মিল,
খুলে দাও খিল, হাসুক নিখিল
দাও খুলে দাও দিল্!
হিন্দু-মুসলমানে হ'য়ে গেছে
উষ্ণীষ-বিনিময়,
পাগ্‌ড়ী-বদল্-ভাই—সে আদরে
সোদর-অধিক হয়।
সুফি-বৈষ্ণবে করে কোলাকুলি
আমাদের এই দেশে!
সত্যদেবের ইঙ্গিতে মেশে
বাউলে ও দরবেশে!
বাহারে মিলায়ে বসন্ত রাগ,—
সিন্ধুর সাথে কাফি,—
এক মার কোলে বসি' কুতূহলে
মোরা দোঁহে দিন যাপি।

মিলন-সাধন করিছে মোদের
বিশ্বদেবের আঁখি,
তাঁর দৃষ্টিতে হ'য়ে গেল ফুল-
শির্ণিতে মাখামাখি!
গুগ্‌গুলু জ্বালি' ধূপের ধোঁয়ায়
মিলায়ে দাও গো আজি,
বাণী-মন্দিরে বীণার সঙ্গে
সিতার উঠেছে বাজি'!

গান

মধুর চেয়েও আছে মধুর—
সে এই আমার দেশের মাটি,
আমার দেশের পথের ধূলা
খাঁটি সোনার চাইতে খাঁটি!
চন্দনেরি গন্ধভরা,—
শীতল-করা,—ক্লান্তি-হরা,—
যেখানে তার অঙ্গ রাখি
সেখান্‌টিতেই শীতল-পাটি!
শিয়রে তাব সূর্য্য এসে
সোনার কাঠি ছোঁয়ায় হেসে,
নিদ্‌মহলে জ্যোৎস্না নিতি
বুলায পাযে রূপার কাঠি!
নাগের বাঘের পাহারাতে
হচ্ছে বদল দিনে রাতে,
পাহাড় তারে আড়াল করে,
সাগর সে তাব ধোযায পা'টি।
মউল্‌ ফুলের মাল্য মাথায,
লীলার কমল গন্ধে মাতায়,
পাঁয়জোরে তার লবঙ্গ-ফুল
অঙ্গে বকুল আর দোপাটি।
নারিকেলের গোপন কোষে
অন্নপানী' জোগায় গো সে,
কোলভরা তার কনক ধানে
আট্‌টি শীষে বাঁধা আঁটি।
সে যে গো নীল-পদ্ম-আঁখি,
সেই তো রে নীলকণ্ঠ পাখী,—
মুক্তি-সুখের বার্ত্তা আনে
ঘুচায় প্রাণের কান্নাকাটি!

আমি

তোমরা সবাই যা' বল ভাই, আমি তো সেই আমিই,
সমান আছি সকল কালে,—সমান দিবাযামী ;
আমি তো সেই আমি।
বাইরে থেকে দেখ্‌ছে লোকে,—
বেজায় বুড়ো,—চশমা চোখে,
মুখোস্‌ দেখে যাচ্ছে ঠ'কে,—ভাবছে "এ নয় দামী"!
কিন্তু আমি জান্‌ছি মনে—আমি তো সেই আমি!
ভিতরে যে মনটি আছে
উল্লাসে সে আজো নাচে,—
নাচ্‌ত যেমন বাল্যে পেলে মুড়কি-লাড়ুর ধামী ;
আমি তো সেই আমি!
বাইরে ভেঙে পড়ছে মাজা
কিন্তু আছে প্রাণটি তাজা,
যৌবনে সে যেমন ছিল হৃদয়-মধু-কামী ;—
আমি তো সেই আমি।
মাযের দুলাল, মিতার মিতা,
দাদার ভাইটি, ছেলের পিতা,
সীতার শ্রীরাম—তার মানে ওই গৃহিণীটির স্বামী ;
আমি তো সেই—আমি।
শানাই-বাঁশী—কানাই-বাঁশী—
আগের মতোই ভালবাসি,
ভালবাসি রঙ্গ হাসি—যায়নি লেহা থামি' ;—
আমি যে সেই আমি।
ফুলের গন্ধ চাঁদের আলো
আগের মতোই লাগে ভালো
আবীর-মাখা মেঘের কোণে সূর্য্য অস্ত-গামী ;
আমি যে সেই আমি।
সকল শোভা সুখের মাঝে
আমার আমি মিশিয়ে আছে,—
মোহন-মালার মাধ্যখানের পান্না-হীরার খামি ;—
আমি গো এই আমি।
দেখ্‌ছ বুড়ো বাইরে থেকে,—
রায় দিতে হয় ভিতর দেখে,
দু'টো হিসাব ভজ্‌লে তবে মিল্‌বে সাল্‌তামামী ;
আমি যে সেই আমিই।

ভোজ ও পুত্তলিকা

(সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় অঙ্কিত চিত্র দর্শনে)

যে এসেছে আজ আসনে বসিতে
তারো ভালে রাজ-টীকা,
তবে কেন তোরা হইলি বিমুখ
ওরে ও পুত্তলিকা !
তোরা কী বলিবি ? চিরনির্জীব
তোদের কী আছে কথা ?
পুতুল থাকিবি পুতুলের মত :—
কেন এই বাতুলতা ?
চাষারে তো ক'রে তুলেছিলি রাজা,—
তাহাতে তো ছিলি রাজী,
ভোজরাজে দেখি তবে কেন হেন ?
কেন এই ভোজবাজী ?
চোখ, মুখ,—সব থাকে পুতুলের,
তবু সে কহে না কথা,
পুরাণো সে ধারা ভেঙে চুরে দিবি ?—
সনাতন মৌনতা ?
পুতুল হইয়া তর্ক করিবি ?
ছেড়ে চ'লে যাবি পায়া ?
ভোজ বসে যদি এ মহা-আসনে ?—
নাই কিরে দয়া-মায়া ?
বত্রিশখানা হ'য়ে চ'লে তোরা
যাবি বত্রিশ দিকে ?
জনমের মত ধূলিসাৎ করি'
পুরাণো আসনটিকে ?
বিক্রম এই আসনে বসেছে ?
বসেছে ;—তাহাতে কিবা ?
তার পরে কত বসেছে কুকুর,
বসেছে তো কত শিবা।
তোরা তো মাত্র পুতুল ; তোদেরো
আছে নাকি মতামত ?
যা' হোক কিন্তু, খুব দেখাইলি ;—
চরণে দণ্ডবৎ !
রাজা নিজে খাড়া রয়েছে সমুখে,—
তাহারে বসিতে বল্,

তা' না,—জুড়ে দিলি প্রশ্নের পরে
প্রশ্ন অনর্গল!
গল্পের পরে গল্প চ'লেছে
নাম নাই ফুরাবার,
লগ্ন ফুরায়ে যায় যে এদিকে,
খবর রাখিস্ তার?
ভোজ হ'তে নয় বিক্রমই বড়,—
বড় বত্রিশ বার;
তা' ব'লে আসনে বসিতে দিবি না?—
এই কি শিষ্টাচার?
বড় মুখ ক'রে এসেছে বেচারা,—
ওরে তোরা দয়া কর;
দেখ দেখি কত ডঙ্কা, নিশান,
কত সে আড়ম্বর!
দধি, দর্পণ, দুর্ব্বা এনেছে
সাজায়ে সোনার থালে,
সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর ছবি
লিখেছে বাঘের ছালে।
বিক্রম সম সাহসটি ঠিক
না হয় নাহিক বুকে,—
না হয় অবোধ ঘোষণা ক'রেছে
নিজ যশ নিজমুখে,—
তবু, একবার বসিতে দে, আহা
কেন থাকে মনে খেদ,
এ কি! যাস্ কোথা? না ফুরাতে কথা
মাঝখানে দিলি ছেদ!
সওয়াল-জবাবে নাকাল করিয়া
শেষে দিলি পিট্‌টান!
'হাপু-গেলা' হ'য়ে হবু-মহারাজ
হাপুস্ নয়নে চান্!
পাষাণের প্রাণ নেহাৎ তোদের,
না, না, থুড়ি, কেঠো প্রাণ,
বাদ্যভাণ্ড করিয়া পণ্ড
হ'লি অন্তর্ধান!
কালকূটে ভরা চামচের মত
দিনে ওড়ে চামচিকা,
রাজটীকা তোরা ব্যর্থ করিলি,
নারাজ পুত্তলিকা!

নষ্টোদ্ধার

আমরা এবার মন করেছি
ডোবা জাহাজ তুল্‌তে,
যাচ্ছি সাগর—ভরা ডুবির
ধনের ঘড়া খুল্‌তে!
মোহরভরা ধনের ঘড়ায়
যদিই লোণা জল ঢুকে যায়—
সোনা তবু সোনাই থাকে
পারি নে সে ভুলতে ;
আমরা এবার পণ করেছি
ডোবা জাহাজ তুল্‌তে!

মন ক'রেছি আমরা ক'জন
নষ্ট মানুষ তুল্‌তে,
পঙ্কে আছি নাব্‌তে বাজী
মনের চাবী খুল্‌তে!
দোষ যদি হায় ঢুকেই থাকে—
মজিয়ে থাকে মগজটাকে—
মানুষ তবু মানুষ, ওগো
পারব না তা' ভুল্‌তে,
মন ক'রেছি—পণ করেছি
হারা হৃদয় তুল্‌তে।

উছল ঢেউযের পিছ্‌লা পিঠে
হবে রে আজ দুল্‌তে,
ক্ষতির খাতায় পড়বে না সব,—
পারিস্ যদি উল্‌তে ;
জাহাজীরা যাদের মানে
—হাজা-মজাব হিসাব জানে—
তারা তো কেউ দেখায় না ভয়,—
দিচ্ছে সাহস উল্‌টে :
আয় তবে আয়, চল্ দরিয়ার
ওলোন্-ঝোলায় ঝুল্‌তে।

লোণা জলে রেশম পশম
আর দেওয়া নয় ফুল্‌তে,
আর দেওয়া নয় পতিত্ জনে
পাপের নেশায় ঢুল্‌তে ;
দোষ যদি হায় ঢুকেই থাকে—
আমরা শোধন করব তাকে,

করতে হবে নূতন বোধন
জাগিয়ে তারে তুল্‌তে,
মানুষ—দোষে গুণেই মানুষ,—
পারব না সে ভুল্‌তে।

কাঁটা ঝাঁপ

কাঁটা ঝাঁপের বাজ্‌না বাজে, ঢাকের পিঠে পাখ্‌না দোলে,
মহেশ্বরে স্মরণ ক'রে ঝাঁপ দিয়ে পড়্‌ কাঁটার কোলে।
দৃষ্টি রাখিস্‌ শিবের পায়ে, চাস্‌নেরে আর নিজের প্রতি,
কাঁটার জ্বালা ভোলায় ভোলা,—ভুলিস্‌নে তা' ব্রতের ব্রতী।
দেব্‌তা মানুষ সবাই মিলে তোর পানে আজ আছে চেয়ে,
মঞ্চে উঠে ডরাস্‌ নে মন! পিছাস্‌ নে বে সাম্‌নে ধেয়ে।
সংসারী তুই সন্ন্যাসী আজ শিবের শুভ প্রসাদ লাগি',
শিবের পায়ে হৃদয় স'পে পালিয়ে হবি পাপের ভাগী?
আগুন লুফে কাঁটায় শুয়ে দিন ক'টা তুই কাটিয়ে দেরে,
শিবের দোহাই, পিছাস্‌ নে ভাই পরীক্ষাতে যাসনে হেরে।
ঝাঁপ দিয়ে পড়্‌ কাঁটার বুকে উল্লাসে প্রাণ উঠুক মেতে,
কাঁটা সে হয় কুসুম-শয্যা মহেশ্বরেব কটাক্ষেতে।
কাঁটা তো নয় কেবল কঠোর,—রুদ্র শিবের অঙ্গুলি ও,—
কোল যে দিতে পারে কাঁটায় সেই মহেশের হয রে প্রিয।
জীবের মধ্যে শিব রয়েছেন সকল কালে সকল কাজে ;
শঙ্কা কি তোর? ঝাঁপ দিয়ে পড়্‌, দেখবে তাঁবে নিজের মাঝে।

গান

মন! আমার হারায়ে যা' রে!
(তোর) কাজ কিরে আর কূল-কিনারে?
কান্না-হাসির ঢেউয়ে ঢেউযে
অকূল পানে চল্‌রে বেয়ে
(যেথা) কূল ভাঙে না বান ডাকে না—
তরঙ্গ নেই যে পাথারে!

ক্ষুদ্রের প্রার্থনা

ঠাঁই দাও সখা! কুণ্ঠা-কাতর
শীতল-শিথিল কুন্দরে
ব্যথা-বিমর্ষে তোমারি হর্ষে
তব নিরাময সুন্দরে।

লুকায়ে লও হে লাজ-লাঞ্ছিতে
অনাথ-শরণ ধূলিতে—
লজ্জা-হরণ তোমার চরণ-
কমলের রেণুগুলিতে!
কুহেলি আঁধার মরণের পারে
অমৃতে জুড়ায়ে দাও হে তাহারে;
ক্ষুদ্র তরীটি লও হে ভিড়ায়ে
চির-নিরাপদ বন্দরে।

শীতান্তে

আজিকে শীতের শেষ সবুজের নবোন্মেষ,
জলস্থল বিকাশ-বিহ্বল!
মত্ত হাওয়া হাহা স্বরে কারে যেন খুঁজে মরে,
দেহ প্রাণ আকুল চঞ্চল।

মন তবু আজি কয় এ উৎসব কিছু নয়,
আমি আর নহিক ইহার;
সকল হাসির মাঝে আমি দেখিতেছি রাজে
আজ শুধু কঙ্কালের হার!

আমি শুধু ছায়া গণি' শুনি' নিজ পদধ্বনি
খুঁজে ফিরি বিশ্বের দুয়ার,
চড়ায় ঠেকেছে তরী,— আমি শুধু ভেবে মরি,—
ফিরিল না এখনো জুয়ার!

দুই পারে আনাগোনা দুই পারে যায় শোনা
আনন্দের মৃদু কোলাহল,
আমি হেথা কর্ম্মহীন ব'সে আছি দীর্ঘ দিন,—
দীর্ঘ দিন বেদনা-বিহ্বল!

দুনিয়ার দুই পিঠে মরা বাঁচা দুই মিঠে,
তিক্ত শুধু ম'রে বেঁচে থাকা;—
পুতুলের প্রাণ ধ'রে খেলাঘরে বাস ক'রে
কলের টিপনে ডাক ডাকা।

আর না, আর না খেলা, ডেকে লও এই বেলা,
লীলাময়, আর কেন, হায়!
মরণ-সিন্ধুর নীরে তুফান তুলিয়া, ধীরে
ডুবাইয়া লও করুণায়।

সুদূরের যাত্রী

আজ আমি তোমাদের জগৎ হইতে
চ'লে যাই, ভাই,
জনেকের চেনা মুখ কাল যদি খোঁজ,
দেখিবে সে নাই।
তোমরা খুঁজিবে কিনা জানি না ; সকলে
চাহিয়াছি আমি ;
খেলায় দিয়েছি যোগ, আমি তোমাদের
ছিনু অনুগামী।
তোমাদের মাঝে এসে অনেক ঘটেছে
কলহ বিবাদ,
আজ ক্ষমা চাহিতেছি, ক্ষমা কর ভাই
মোর অপরাধ।
আমাব একান্ত ইচ্ছা ভাল মন্দ সবে
তুষ্ট রাখিবার,
সে চেষ্টা বিফল হ'য়ে গেছে বহুবার
অদৃষ্টে আমার।
আমি যদি কারো প্রাণে ব্যথা দিয়ে থাকি,
আজ ক্ষমা চাই ;
স্বেচ্ছায় বেদনা মোরে দাও নাই কেহ,—
আমি জানি, ভাই!
তোমাদের কাছে যাহা পেয়েছি সে মোর
চিব জনমের,
উঠাতে চাহিলে আর উঠিবে না কভু
চিহ্ন মরমের।
খেলাধূলা কতমত অশ্রুভরা স্মৃতি
সারা জীবনের
মেলামেশা, ভালবাসা, কোলাহল, গীতি,
আনন্দ মনের,—
যেমন রয়েছে আঁকা মরমে আমার
রবে সে তেমনি,
যা-কিছু প্রাণের মাঝে করেছি সঞ্চিত
অমূল্য সে গণি।
মনে থাকে মনে কোরো, আমি তোমাদের
ভুলিব না, হায়!
তোমাদের সঙ্গ-হারা সঙ্গী তোমাদেরি
বিদায়! বিদায়!

আবার

যেদিন আবার ফুট্‌বে মুকুল
সেদিন আমায় দেখ্‌তে পাবে ;
ফাগুন হাওয়া বইলে ব্যাকুল
থাক্‌ব দূরে কোন্‌ হিসাবে !
আস্‌ব আমি স্বপন ভরে,
গভীর রাতে ভুবন 'পরে ;
হাস্‌ব আমি জ্যোৎস্না সাথে,
গাইব যখন কোকিল গাবে !
তোমরা যখন কইবে কথা
শুন্‌ব আমি শুন্‌ব গো তা',
আমার কথা হরষ-ব্যথা
হায় গো হাওয়ায় ভেসেই যাবে !

পুনর্নব

আমার প্রাণের গানটি নিয়ে
গাইলে কে গো আমার কানে ?
বন্ধ হ'ল কণ্ঠ আমাব
উথ্‌লে-ওঠা অশ্রু-বানে।
আমারি বাসন্তী গীতি—
আমারি সে কণ্ঠ নিয়ে,
আজি এ ঘুমন্ত রাতে
কে যায় গো ওই গেয়ে গেয়ে !
যে গান আমার কণ্ঠে ছিল
ফুট্‌ল সে আজ কাহার তানে ;
হারা দিনেব লুপ্ত ধাবা
জাগ্‌ল সে কি নূতন প্রাণে ?

প্রভাতের নিবেদন

প্রভাতে বিমল ক'রেছ যেমন
অমনি বিমল কর মন,
অমনি শান্ত শীতল, অমনি
হরষের রসে নিমগন।
বেদনার কিবা উত্তেজনার
চিহ্ন না থাকে কোনো খানে আর,
ছেয়ে যায় যেন আলোয় পরাণ,
বয়ে যায় মৃদু সুপবন।

পরীক্ষা

আমারে আজিকে ফেলেছিলে প্রভু!
বিষম অগ্নি-পরীক্ষায় ;
নব জীবনের দুয়ার যে সেই,—
আমি তো আগে তা' বুঝিনি, হায়!

উদ্ধারি' মোর মুকতি-মন্ত্র,—
মোর অজ্ঞাত আমারি বল,
করি' প্রবুদ্ধ করিলে শুদ্ধ,
হৃদয় করিলে সুনির্ম্মল।

সহসা পড়িল বজ্রের শিখা
নিরালয় মোর পরাণ 'পরে,
জ্বলে গেল যত গ্লানি জঞ্জাল,
গেল জ্বলে গেল ধূ ধূ ধূ ক'রে।

সে যে উর্ব্বর ক'রে দিয়ে যাবে
সে-কথা জানিতে পারি নি আগে,
আমি ভেবেছিনু মূর্ত্তিমন্ত
মরণ আজিকে আমারে ডাকে!

একেবারে শত লেলিহ রসনা
লেহন করিতে লাগিল দেহ,
বিশুষ্ক তালু-লগন জিহ্বা
ফুকারি' ডাকিতে নাহিক কেহ।

রোম-কণ্টকে ভরিল শরীর
মূর্চ্ছা হাসিল মদির হাসি,
তখনো জানি নি তুমি সে নিভৃতে
করিছ শিথিল মোহের ফাঁসী।

চপল মনের শেষ নির্ভর
অন্তরযামী জানিতে একা,
আগুনে পোড়ায়ে করি' পবিত্র
চিত্তে আবার দিলে হে দেখা।

যত পণ করি আপনার মনে
বারবার তাহা টুটিয়া পড়ে,
তাই করুণায় কঠোর হ'য়েছ
শক্তি প্রেরণা করিতে জড়ে।

শ্যামিকায় তুমি শুদ্ধ করেছ,
উজল করেছ, করেছ খাঁটি,
দুঃসহ তাপে তপ্ত ক'রেছ
তাই তো ঝরেছে মালা ও মাটি।

রুদ্র-মূরতি! তোমার আরতি
করিতে আজিকে শিখেছি, প্রভু!
বারে বারে মোরে কোরো পরীক্ষা,
দুর্ব্বলে ভুলে থেক না, কভু।

পথের পঙ্কে

পথের পঙ্কে পড়েছে যে ফুল
ওগো! তারো পানে ফিরিয়া চাও!
তার কলঙ্ক-লাঞ্ছিত মুখ
তুমি স্নেহভরে মুছায়ে দাও!
এখনো যে তার মৃদু-সৌরভ
নীরবে জানায তারি গৌরব,
তারে পাযে দলে যেয়ো না গো চলে,
বেদনা তাহার তুমি ঘুচাও!
পরুষ পরশে তারে ছুঁয়োনাক'—
পাপ্‌ড়ি পড়িবে টুটিয়া,
নব বেদনায় ব্যথিত সে, হায়,
কাঁদিবে লুটিয়া লুটিযা ;
শুধু ভালবেসে নাও যদি তুলে
গ্লানি কলঙ্ক সব যাবে ভুলে,
মরিবার আগে নব অনুরাগে
মনোপ্রাণ তার যদি জুড়াও!

যথার্থ সার্থকতা

আমার কামনা বিফল করিযা
আমারে সফল কর, নাথ!
আবিল হৃদযে আঁখিজলে ধুয়ে
প্রভু! তুমি ধীরে ধর হাত!
কোন্ পথে যাব তুমি শুধু জান,—
কোথা আছে মম ঠাঁই,
ভাঙা বাঁশী আর কি কাজে লাগিবে
আমি শুধু ভাবি তাই!
সাধ ক'রে শুধু ঘটেছে বিষাদ
আর করিব না কোনো সাধ,
হীন এ হৃদযে দীনতা শিখাও,
চরণে করিছে প্রণিপাত।

পিপাসী

তোমারি চরণ-কমলের মধু-
পিপাসায় প্রাণ কাঁদে!
চিত্ত-চকোর মত্ত হয়েছে
ছুঁইতে ছুটেছে চাঁদে!
স্বপন-বরষা নেমেছে সহসা
নীরবে ভুবনময়!—
ফুলগুলি কথা কয়!
বাতাস কোথায় নিয়ে যেতে চায়
উদাসীন উন্মাদে!
মরম-বীণাব ছিঁড়ে গেছে তার
তাই আছি ম্রিয়মাণ,
থেমে আছে তাই গান ;
তুমি তারে তারে দাও নব প্রাণ,
জাগাও নূতন তান!
আঁখি-জলে মোরে করি' নিরমল
ফোটাও তরুণ হাসি,—
শারদ শেফালিরাশি ;
দুঃখের ধূপে সুরভি কর গো
মিলনের আহ্লাদে!

সফল অশ্রু

নয়নের জল সফল হ'য়েছে
প্রভু হে তোমার চরণ ছুঁয়ে ;
বর্ষা-যামিনী কেঁদেছিল, তাই
মলিনতা তার গিয়েছে ধুয়ে!
সূর্য্য ছিল না, চন্দ্র ছিল না,
বজ্র জ্বালিযা করিলে আলো,
শুষ্ক আমার শূন্য হৃদয়
অশ্রু-সলিলে ভরিলে ভালো।
অবিরল ধার করুণা তোমার
প্রভু হে দিয়েছ লুটায়ে ভূঁয়ে,
ভাবনার আজি অন্ত পেয়েছি
পরাণের ভার চরণে থুয়ে।

প্রার্থনা

ধরম ব'লে যা' মরম জেনেছে
সেই সে করম করিতে দাও,
পরম শরণ! অভয় চরণ
কম্পিত করে ধরিতে দাও।
হৃদয়ে আমার জ্বাল প্রভু জ্বাল,
তোমার করুণ নয়নেরি আলো,
তোমারি প্রসাদ জনমে মরণে
নিত্য নিয়ত বরিতে দাও।
স্তব্ধ করিয়া দাও হে আমার
লুব্ধ মনের চির হাহাকার,
শান্তি-শীতল তব পারাবারে
শূন্য জীবন ভরিতে দাও।
সূর্য্য না ওঠে তুমি জেগে রবে,—
বন্ধু না জোটে তুমি ডেকে লবে,—
এই আশাবাণী অন্তরে মানি'
অকূল পাথারে তরিতে দাও।

ভিক্ষা

জাগিয়ে রেখ একটি তারার আলো,
একটু দয়া রেখ আমার 'পরে,—
চোখে যখন দেখ্‌তে না পাই ভালো
দু' চোখ যখন চোখের জলে ভরে,—
গহন আঁধার, অকূল পাথার, আবিল কুজ্ঝটিকা,—
জ্বালিয়ে রেখ তোমাব প্রেমের শিখা!

বিপুল জগৎ ক্ষুদ্র হ'য়ে এলে
ঠাঁই যেন পাই তোমার ছায়ায় প্রভু!
নীল আকাশে ক্লান্ত আঁখি মেলে
শান্তি যেন পাই পরাণে, তবু!
চক্ষে ধারা, বাইরে আঁধার—দ্বিগুণ কুজ্ঝটিকা,
জাগিয়ে রাখ অমর প্রেমের শিখা।

বাইরে যখন লজ্জাতে শির নত,—
নিষ্ফলতার নিঃস্ব নিশাস প্রাণে,
অন্তরেতে অপমানের ক্ষত
রসাতলের পথে যখন টানে,—
বুকে যখন জ্বলে সঘন সর্ব্বনাশী চিতা,
দয়া রেখো পিতা! আমার পিতা!

একটি তারার একটু শুভ্র আলো
জাগিয়ে রেখ আমার যাত্রা-পথে,
ঘিরবে যেদিন মৃত্যু-আঁধার কালো
ফিরতে যেদিন হ'বে নীরব রথে,
যম-নিয়মের নিমে যখন সকল তনু তিতা ;—
দয়া রেখ পিতা! আমার পিতা!

আকিঞ্চন

ভেঙে আমায় গড়তে হবে প্রভু!
মনের মতন করতে হবে, মন!
অভাজনের এই নিবেদন, ওগো!
দুর্ব্বলের এই প্রাণের আকিঞ্চন!
ক্ষণে ক্ষণে পড়ছি দেখ হেলে,—
ঢেউগুলো সব যাচ্ছে আমায় ঠেলে,—
প্রাণের ভিতর শক্তি নাহি মেলে,
ঠাকুর আমার! আমার নিরঞ্জন!

লক্ষ ঠাঁয়ে নোয়াই মাথা, প্রভু!
দেখাদেখি ছোঁয়াই মাথা পায়ে,
চল্‌তে বাঁয়ে ডাইনে কেবল চাহি
ডাইনে যেতে তাকাই ফিরে বাঁয়ে!
মনে মনে জান্‌ছি যেটা মেকী
পরের চোখে তারেই খাঁটি দেখি!
ভয় করি হায়,—বলবে শেষে কে কি ;
আঁচড় কি আঁচ লাগতে না পায় গায়ে!

পঙ্গু হ'য়ে পড়্‌ছি এম্‌নি ক'রে
সায় দিয়ে যে ফেল্‌ছি গো না বুঝে!
বিকিয়ে গেল মগজ-মহাল-খানা
সই দিয়ে হায় চক্ষু দুটি বুজে :
জীর্ণ চাকা অভ্যাসেরি রথে
চল্‌ছি প্রভু! সর্ব্বনাশের পথে,
খুল্‌ছে নাকো দৃষ্টি কোনো মতে,
দিগ্বিদিকের ঠিক নাহি পাই খুঁজে।

সাম্‌নে বিপদ চক্ষে নাহি দেখি,
দারুণ আঁধার নাই গো আমার সাথী ;
বাঁচাও তুমি বাঁচাও মোরে, প্রভু!
জাগাও প্রাণে তোমার অমল ভাতি।

মনকে আমার মনের মতন কর,
ওগো প্রভু! ভেঙে আমায় গড়,
সৃষ্টি তুমি কর নূতনতর,
ফোটাও ফুলে বজ্র-অনল-পাঁতি!

ক্ষীণ,—সে ক্রমে হচ্ছে নিষ্করুণা—
রক্ষা কর, রক্ষা কর স্বামী!
কুণ্ঠা, গ্লানি দগ্ধ তুমি কর
হে বজ্রধর! মর্ম্মে এস নামি';
পণ্ড শত পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা সে
স্মৃতির হ্রদে শবের মত ভাসে,
টান্‌ছে আমায় সর্ব্বনাশের গ্রাসে,-
বাঁচ্‌ব তবু তোমার কৃপায় আমি।

দয়া আমায় করতে তোমায় হ'বে
মনের মতন করতে হ'বে মন,
নূতন কথা নয়কো এ তো প্রভু!
এ যে তোমার বিধান সনাতন;
গড়তে ব'সে খেল্‌ছ ভাঙন খেলা,-
জগৎ জুড়ে চিহ্ন যে তার মেলা!
ভেঙে গড়ে তুচ্ছ মাটির ঢেলা
করলে মানুষ,—দিলে জ্ঞানাঞ্জন!

সৃজন-লীলার প্রথম হ'তে প্রভু!
ভাঙাগড়া চলছে অনুক্ষণ,
পাখী জনম শাখী জনম হ'তে
রাখ্‌ছ কথা—শুন্‌ছ নিবেদন;
আজ কি হঠাৎ নিঠুর তুমি হবে?
কান্না শুনে নীরব হ'যে র'বে?
এমন কভু হয় না তোমার ভবে,
মনে মনে বল্‌ছে আমার মন!

আমায় তুমি পক্ষী-মাতার মত
যুগে যুগে করলে আচ্ছাদন,
আকাশ-ডানা দিগন্তে তাই নুয়ে
নীড়ের তৃণ করছে আলিঙ্গন!
সকল ধনে করলে আমায় ধনী,
পদ্ম-ফুলে রাখ্‌লে প্রভু! মণি,
বুদ্ধি দিলে—যোগ্য আমায় গণি'
তবু আমার ভরল্ না, হায়, মন।

এবার আমায় কর্ত্তে হবে খাঁটি
ওগো আমার দীপ্ত হুতাশন!
পুড়িয়ে দেবে সকল মলামাটি,—
রাঙিয়ে আমায় নেবে নিরঞ্জন!
পাখী শাখী মানুষ হ'ল, তবু,
মনের মতন মন হ'ল না কভু,
ভেঙে আমায় গড়তে হ'বে প্রভু!
মনের মতন করতে হ'বে মন।

নমস্কার

অনাদি অসীম অতল অপাব
আলোকে বসতি যার,—
প্রলয়ের শেষে নিখিল-নিলয়
সৃজিল যে বারবার,—
অহঙ্কারের তন্ত্রী পীড়িয়া,
বাজায যে ওঙ্কার,—
অশেষ ছন্দ যার আনন্দ
তাহারে নমস্কাব।

শ্রী-রূপে কমলা ছায়া সম যার
আদরে ও অনাদরে,—
মালা দিল যারে সরস্বতী সে
আপনি স্বয়ম্বরে,—
কৌস্তুভ আর বন-ফুল-হাব
সমতুল প্রেমে যার,—
যার বরে তনু পেযেছে অতনু
তাহারে নমস্কার।

ভাবের গঙ্গা শিরে যে ধরেছে
ভাবনার জটাভার,—
চির-নবীনতা শিশু-শশী-রূপে
অঙ্কিত ভালে যার,—
জগতের গ্লানি-নিন্দা-গরল
যাহার কণ্ঠহার,—
সেই গৃহবাসী উদাসী জনের
চরণে নমস্কার।

সৃজন-ধারার সোনার কমল
ধরেছে যে-জন বুকে,—
শমীতরু সম রুদ্র অনল
বহিছে শান্তমুখে,—

অনুখন যেই করিছে মথন
　　　অতীতের পারাবার,—
অনাগত কোন্ অমৃতের লাগি',—
　　　তাহারে নমস্কার।

নিশান্তে

আঁধার ঘরের বাহিরে কে ওই
　　　হের দেখ ওগো চাহিয়া!
সমীর এনেছে কার সংবাদ
　　　সুপ্তি-সাগর বাহিয়া!
রুদ্ধ দুয়ার খুলে দাও, আঁখি মেলে চাও,
কমল-কোরক ধ্যানে কি জানিল—জেনে নাও,
চঞ্চল হ'ল আহ্লাদে পাখী
　　　উড়িছে-পড়িছে গাহিয়া ;
স্ফুরিছে আলোক ঝুরিছে গন্ধ
　　　প্রেম-নীরে অবগাহিয়া।

দেব-দর্শন

অর্দ্ধ-উদয় দেখেছি তোমার
　　　দেখেছি উদয়-সাগর-কূলে,
ওগো সুমহান্! ওগো শুভ! মোর
　　　আধেক বাঁধন গিয়েছে খুলে।

দেখেছি তোমার সহস্র বাহু
　　　অযুত শীর্ষ দেখেছি চোখে,
যন্ত্রীর বেশ দেখেছি তোমার,—
　　　সুনিয়ন্ত্রিত করিছ লোকে।

অপ্রমত্ত অযুত হস্ত
　　　দেখেছি,—দেখেছি তড়িৎ আঁখি,
শুনেছি তোমার অভয় বচন,
　　　অন্তরে ছবি গিয়েছে আঁকি'।

একের মধ্যে দেখেছি অনেক,
　　　বহুর মধ্যে দেখেছি একে ;
শঙ্কা-হরণ শঙ্কর তুমি,
　　　বিমোহিত মন মূরতি দেখে।

বিজলী-ঝলকে দেখেছি পলকে
জীবনে কখনো দেখিনি যাহা,—
সঙ্কেতে বাঁধ' সাগরের ঢেউ,
ইঙ্গিতে গিরি হেলাও, আহা!

আঁধারে আলোকে দেখেছি পুলকে
আঁখির পলকে দেখেছি আধা,
উদ্যত তব সহস্র বাহু
নিয়মের রাখী-সূত্রে-বাঁধা!

সংযত তুমি, সংহত তুমি,
তুমি সুবিপুল শকতি-রাশি,
ওগো সুবিরাট্! ওগো সম্রাট্!
অতুলন তব অভয় হাসি!

অর্দ্ধ-উদয়ে দেখেছি তোমায়,
পূর্ণোদয়ের পেয়েছি আশা;
ওগো প্রিয়! ওগো কাঙ্ক্ষিত!—মোর
মরণ-জয়ের পড়েছে পাশা।

তুলির লিখন

*

* *

সপ্ত-লোকের সাত মহলে
তুলির লেখা লিখ্‌ছ কে?
দাও গো মোরে অযুত আঁখি
কুলায় না যে দুই চোখে।
শিল্পী! ওগো শিল্পী আদিম!
শিল্প তোমাব আমার মন,
সেই মনেরি মন্‌-রচনা—
কার সৃজন গো কার সৃজন?
তোমার হাতে অলখ্‌ তুলি
রঙেব গাযে রঙ্‌ ঢুলে,
তুলোব তুলি আমার হাতে
রঙের রসে টুল্‌টুলে।

*

আমার মনের চিত্রশালায়
জাগ্‌ছে যে ওই হাতের দাগ,
আদ্‌রা এঁকে যায গো সেথায়
ধোযা তুলির পাণ্ডুরাগ!
জাগ্‌ছে সেথা হাজার 'আমি',—
নবীন, প্রাচীন, চিরন্তন ;
জাগ্‌ছে অতীত্‌ পতিত্‌ 'আমি'
জাগ্‌ছে পতিতোদ্ধাবণ।
মগজ মনের বেখায বেখায
তুলি তোমাব যায বুলি',
চুলের তুলি আমার হাতে
নামটি তুলির 'এক্‌-চুলি'।

*

চল্‌ছে চির-সৃজন খেলা,—
নূতনতার নাইক শেষ,—
নূতন নূতন মনেব লোকে
ধরছে বিশ্ব নূতন বেশ!
তোমার তুলি থাম্‌ল যেথায়
আমার তুলি চল্‌ল গো,—
পুষ্পে তারায় কান্না-হাসির
নূতন রঙ্‌ যে ফল্‌ল গো।

চুলের তুলি চোঁচের তুলি
তুলোর তুলি ধন্য সব,
কাঠ-বিড়ালীর মোচের তুলি
ভাগ্য তারো সুদুর্লভ।

* *

তোমার দীপের শিখায় হ'ল
জীবন আমার প্রদীপ্ত,
তাইতো জাগে সৃজন-প্রয়াস
তাইতো শিল্পী অতৃপ্ত ;
তাই সে আঁকে, তাই সে মোছে,
মনের ঝোঁকে বারম্বার,
শূন্য পটে পুণ্য পাপের
'সুষমা-সাযা' চমৎকার !
আদ্‌রা ক'বে যাচ্ছ তুমি
ভর্‌ছি মোরা রঙ্‌ দিয়ে,
তুলির লেখা ধন্য হ'ল
আনন্দরূপ বন্দিয়ে।

বিদ্যুৎপর্ণা

অশ্রুর মৌক্তিক !
হাস্যের স্ফূর্ত্তি !
লহরের লীলা ঠিক
লাস্যের মূর্ত্তি !
বিজ্‌লীর আমি জ্যোতি
অতি চঞ্চল মতি
গতি বিনা আন্‌ গতি
নাই আন্‌ মুক্তি।

নন্দনে তাই, হায়,
না পাই আনন্দ ;
পারিজাতে টুটে যায়
মোহ-মোহ গন্ধ !
কে কোথায় গায় গান ;—
বিহ্বল মন প্রাণ ;
মর্ত্ত্য-ফুলের ঘ্রাণ
মোর মোহ-বন্ধ !

মর্ত্ত্য-ফুলের বাস,—
মৃত্যুর ছন্দ,—
আকাশে ফেলিয়া শ্বাস
রচে চারু স্বন্ধ !

কোথা ধরণীর তলে
কি নব সৃজন চলে,
ঘন মন্থন-বলে
ওঠে ভাল মন্দ!

কাহার হৃদয়ে হেরি
সাগরের মন্থ,
অনাদি গরল ঘেরি'
অমৃত অনন্ত!
মোরা সাগরের মেয়ে
মন্থন-দিন চেয়ে
প্রাণের সাগরে নেয়ে
হই প্রাণবন্ত।

কে গো তুমি গাও গান
হে কিশোর-চিত্ত!
তোমারে করিব দান
চুম্বন-বিত্ত।
গান্ধারে ধর সুর,—
ধর সুর সুমধুর,
গাও, গীত-সুখাতুর
আমি করি নৃত্য।

কল্পতরুর ফুল
পড়িল কি খসিয়া,
কী পুলকে সমাকুল
ধ্যান-রস-রসিয়া!
কিসের আভাস খানি
সে কোন্ স্বপন্-বাণী?
চেয়ে দেখ, পরী-রাণী
ফিরে নিশ্বসিয়া।

আমি পরী অপ্সরী
বিদ্যুৎপর্ণা,—
মন্দার কেশে পরি
পারিজাত-কর্ণা;
নেমে এনু ধরণীতে
ধূলিময় সরণীতে
ক্ষণিকের ফুল নিতে
কাঞ্চন-বর্ণা।

মোরা খুসী নই শুধু
দেবতার অর্ঘ্যে,
কোনো মতে রই, বঁধু,
স্বর্গের বর্গে।
চির-চঞ্চল মন
ছল খোঁজে অগণন,
তাল কাটে অকারণ
খেয়ালের খড়্গে।

জাগে নূতনের ক্ষুধা,
তাই চেয়ে বক্রে
নেমে এনু পীত-সুধা
চকোরের চক্রে ;
এক ঠাঁই নাই সুখ
মন তাই উৎসুক,
নাচে হয় ভুলচুক
শাপ দেয় শক্রে।

নাই তবু নব-ঋক্
মন্ত্রের দ্রষ্টা,—
নব-ধাতা কৌশিক
নব-লোক স্রষ্টা ;
নাই রাজা পুরূরবা,—
তবু ধবা মনোলোভা ;—
যেচে ত্যজি সুরসভা,—
শাপে হই ভ্রষ্টা।

তবু যে যুবন্ হিয়া
দুর্লভ-লুব্ধ
আছে আজো শ্যামলিযা
ধরা ধূলি-ক্ষুব্ধ ;
নব নব প্রেরণায়
দিশি দিশি তারা ধায়
প্রাণ দিযে প্রাণ পায়
দেখি চেয়ে মুগ্ধ!

শাপে মোরা মানি বর
কৌতুক-চিত্তে
নেমে আসি ধরা 'পর
সাধনার তীর্থে।

অপরূপ এ ধরণী
কামনা সোনার খনি
চিরদিন এ যে ধনী
নব-আশা বিত্তে।

ঝাঁপ দিয়ে অজানায
তোলে মণি মর্ত্ত্য,
সঁপি' মন অচেনায়
প্রেম পরিবর্ত্ত!
চির-উৎসুকী তাই
মানুষের মুখ চাই
গোপনের তল পাই
স্বপনের অর্থ।

স্বপনে স্বপন বাঁধি
অঙ্গুলি-পর্শে,
আলো-ছায়ে হাসি কাঁদি
নির্ঝর-বর্ষে।
মোরা পরী অপ্সরী
ক্ষিতি অপ্ তেজ ভরি
সঞ্চরি যাই সরি
নব নব হর্ষে।

পরশ বুলাযে যাই
শিশুরে ঘুমন্তে
দেয়ালায হাসে তাই
দুধে-ধোযা দন্তে।
তরুণ আঁখিব ভায
উঁকি দিই ইশারায,
এ হাসির বিভা ছায়
কীর্ত্তির পন্থে।

ভাবুকের ভালে রাখি
পরশ অদৃশ্য,
মেলে সে নূতন আঁখি
হেবে নব বিশ্ব!
মনের মানস-রসে
নব ভব নিঃশ্বসে
নব আলো পড়ে খসে
মরণ-অধৃষ্য।

ভাব—ভাব-কদমের
ফুল দিনে রাত্রে
ফুটে ওঠে জগতের
রসঘন গাত্রে,
মধু তার অফুরান্
সুধা হ'তে নহে আন্
মোরা জানি সন্ধান
ধরি হৃদি-পাত্রে।

মোরা উঠি পল্লবি'
বিদ্যুৎ-লতিকায় ;
নীহারিকা ছায়াছবি,—
মোরা নাচি ঘিরি' তায়।
মুকুতায় অবিরাম
করি মোরা অভিরাম,
জড়াই কুসুম-দাম
সাগরের অতিকায়।

আমরা বীরের লাগি'
স-রথ স-তূর্য্য,
বণিকের আগে জাগি'
মণি বৈদূর্য্য,
তাপসের তপ টুটি,
হাওয়ায় হাওয়ায় লুটি,
কবির হৃদয়ে ফুটি
জ্বালাহীন সূর্য্য।

স্বরগে মরতে নিতি
কবি মোরা যুক্ত,
দিই প্রীতি, গাই গীতি
চির-নির্ম্মুক্ত।
কল্প-পাদপ আর
কল্পনা-লতিকার
দিই বিয়ে, রচি তার
বিবাহের সূক্ত।

হাসি মোরা ফিক্ ফিক্
তট-জলে রঙ্গে,—
ঝিক্‌মিক্ চিক্‌মিক্
ভঙ্গ তরঙ্গে,—

ফুল-বনে পরশিয়া,—
যৌবনে সরসিয়া
চুম্বনে হরষিয়া
অঙ্গে অনঙ্গে।

ফাল্গুনে মরতের
বুকে রচি নন্দন,
বনে বনে হরিতের
ঢালি হরি-চন্দন ;
আকাশ-প্রদীপে চাহি
মোরা কত গান গাহি,
কবি-হৃদে অবগাহি
লভি শ্লোক-বন্ধন।

শুক্ল শাবদ বাতে
জোছনার সিন্ধু,
মেঘেব পদ্মপাতে
মোবা মণি-বিন্দু।
মেঘের ওপিঠে শুয়ে
ধরণীরে দেখি নুয়ে,
আঁখিজল পড়ে ভুঁয়ে
দ্যাখে চেয়ে ইন্দু।

ভালবাসি এ ধরারে
কবি চুমা বৃষ্টি
মৃত্যুব অধিকাবে
অমবতা সৃষ্টি ;
সুখের কাঁদন শিখি
মরমে লিখন লিখি ;—
রোদে-জলে ঝিকিমিকি
হেনে যাই দৃষ্টি।

খেলি খেলা নিশি ভোর
সারা নিশি বঞ্চি,
চলে যাই হাসি-চোর
আঁখি-লোর সঞ্চি' ;
শুধু এই আনাগোনা
মনে মনে জাল বোনা,
গোপনের জানাশোনা
তপনে প্রবঞ্চি'।

পিয়ে যাই মন্তরে
নূতনের হর্ষ,
সঁপে যাই অন্তরে
বিদ্যুৎ-স্পর্শ!
দিয়ে যাই চুম্বন
চলে যাই উন্মন;
জীবনের স্পন্দন—
হয় বা বিমর্ষ!

মিশে যাই ধোঁয়া-ধার
ঝর্ণার শীকরে,
হেসে চাই আরবার
জোনাকীর নিকরে,
খেয়ালের মদ্য সে
পান করি সদ্য সে,
চির-অনবদ্য সে
হাসি-রাশি ঠিকরে।

খেয়াল মোদের প্রভু,
দেবতা অনঙ্গ,
আমরা সহিনা তবু
সত্যের ভঙ্গ;
আমরা ভাবের লতা,
ভালবাসি ভাবুকতা;
নাহি সহি নগ্নতা,—
নিলাজের সঙ্গ।

চির-যুবা শূর বীর
বিজয়ীর কুঞ্জে
আমাদের মঞ্জীর
মদালসে গুঞ্জে;
ভাবে যারা তন্ময়
জানেনা মরণভয়
তার লাগি' আনি হয়
রণ-ধূম-পুঞ্জে।

ফুটে উঠি হাসি সম
খড়্গের ঝলকে,
মোরা করি মনোরম
মৃত্যুরে পলকে।

উৎসবে দীপাবলী
সনে মোরা নিবি জ্বলি,
সুরা সম উচ্ছলি'
চঞ্চল পুলকে।

যুগে যুগে অভিসার
করি লঘু পক্ষে,
নাই লীলা দেবতার
অনিমেষ চক্ষে;
আকাশের দুই তীর
হ'তে নাহি দিই থির,
টি'কি নাকো পৃথিবীর
সীমা-ঘেরা বক্ষে।

আকাশের ফুল মোরা,
দ্যুতি মোরা দ্যুলোকে;
স্বপনের ভুল মোরা
ভুল-ভরা ভূলোকে।
চরণে হাজার হিয়া
কে'দে মরে গুমরিয়া
ধূলি হতে ফুল নিয়া
মোরা পরি অলকে।

গাও কবি! গাও গান
হে কিশোর-চিত্ত!
কিশলয়ে কর দান
চুম্বন-বিত্ত।
বাঁধ মোরে ছন্দে গো
বাঁধ ভুজবন্ধে গো,
তোমা' ঘিরি' ফিরি' ফিরি'
হের করি নৃত্য॥

সূর্য-সারথি

হিম হ'য়ে যায়, হিম হ'য়ে যায়
বপু মম বেপমান,
ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্ নভ নিঃসীম
কে'পে কে'পে মরে প্রাণ
বাজে কি না বাজে কালের ডমরু
ডিণ্ডিম অবসান!

আঁধারে কে মোরে জাগালে অকালে
আনিলে চেতন-কূটে,
ডিম্ব টুটিব আপন বলে যে,—
কে দিল ডিম্ব টুটে ?
কে মোরে ঢেকেছে উত্তাপহীন
বিপুল পক্ষ-পুটে ?

অকালে বিফলে জাগালে বিকলে,—
গর্ভ-শয়ন-শায়ী
রক্ত-শোণিম কুণ্ঠিত ভ্রূণ
সৃজনী-পীযূষ-পায়ী ;
নিরালোক দেশে মিছা জাগরণ,—
হ'লে অকাজের দায়ী।

নিদ্-সাগরের তটে তটে বায়ু
ফেলে হিম নিশ্বাস,
শবরীর মেয়ে শ্যামা শর্ব্বরী
চিত্তে জাগায় ত্রাস ;
কখন্ মোচন হবে আঁধারের
এই অজগর গ্রাস ?

জননী বিনতা! অয়ি অবনতা!
কী করিলে তুমি, হায়!
আবরণ মোর কেন ঘুচাইলে
অকালে চঞ্চুঘায ?
আমি অপুষ্ট আমি শীতাতুর
দাঁড়াতে পারি না পায়।

জানি দুঃসহ দুর্দ্দশা তব
দুঃসহ দাসীপনা,
সতীনীর ছলে হত-মান তুমি
সহ শত গঞ্জনা ;
সতীনীর ছেলে ক্রূর সর্পেরা
দ্যায় তোরে লাঞ্ছনা।

তবু রোষ মানি,—কেন তুই মোরে
করে দিলি নিষ্ফল ?
ধৈর্য্য ধরিতে বলি' গেল পিতা
কেন হ'লি চঞ্চল ?
মহাবল ছেলে হবে যে মা তোর,
এই কি সে মহাবল ?

ক্রুর সর্পের দর্প ঘুচাব,—
এই ছিল মোর তপ,
জন্ম-কোষের মাঝে রহি শুধু
এই করিয়াছি জপ ;
ভেঙে দিলি তুই ব্যর্থ করিলি
নষ্ট করিলি সব।

কতদিন মোরে পক্ষে ঝাঁপিয়া
দিলি বক্ষের তাপ,
দিন গণি' গণি' করিলি আপনি
কত যুগ পরিমাপ ;
কার শাপে শেষে ঘটালি এমন,
কার এই অভিশাপ ?

কোন্ নিষ্ঠুর পরিহাস হেন
করিছে মোদের সবে ?
শঙ্খ-ধবল দেবতার ঘোড়া
নহে কেন কালো হবে ?
ভরিবে ভুবন কেন কদাচারী
কদ্রুর গৌরবে ?

সন্তাপ তোর বুঝিতে পারি মা
মুখে তোর নাই হাসি।
মনের গ্লানিতে মরমে মরিছ
সতীনীর হ'য়ে দাসী ;
শোচনার তোর অন্ত নাহি গো
অনুশোচনার রাশি।

স্বামী উদাসীন, প্রবল সতীন
চিরদিন যন্ত্রণা,
পক্ষের তলে যে দুটি পুষিলে—
এমনি বিড়ম্বনা—
একটিরে তার নিজে মা মেরেছে ;
কিবা আছে সান্ত্বনা ?

স্থল কূল নাই দুঃখ-সাগরে
ঢেউ সে আঁধার-করা,
কূলে এসে হায় ডুবে গেল তোর
ভবিষ্যতের ভরা ;
আশা-মালঞ্চ ঝড়ে ভেঙে দিল
তোর এই অতি ত্বরা।

অধিক যতনে আশার প্রদীপ
আঁচলে ঢাকিলে, মরি,
অতি আগ্রহে দীপ সে নিবিল
অঞ্চল গেল ধরি',
নগ্ন দাঁড়ালে শত্রুর আগে
নেবা-দীপ হাতে করি'।

বেদনা তোমার বুঝিতে পারি মা
যে যাতনা দিনযামী
সে ব্যথা ঘুচাতে নাহি সামর্থ্য
ব্যাহত পঙ্গু আমি ;
শীতের শাসনে মুহু বুকে মোর
স্পন্দন আসে থামি।

বাহির হবার যোগ্য না হ'তে
বাহিরে আনিলে টেনে,
দাস্য মোচন হল কি জননী
অকালে আঘাত হেনে ?
অথবা জাগালে দুখের দোসর
বড়ই একাকী মেনে ?

তবু একা তোরে হবে মা রহিতে,
মোরে যেতে হবে দূরে,
দুখের দোসর হতে নারিলাম
তোর নৈরাশ-পুরে ;
রবি বিনা মাতা স্বস্তি কে দিবে
এই চির-শীতাতুরে ?

বিধির বিধান লঙ্ঘ' করিলে
বিধাতার অপমান,
হায় মা! আপনি বাড়ালে আপন
দাস্যের পরিমাণ ;
তাপস তোমার স্বামীর কথায়
দিলে না, দিলে না কান!

অপ্রমত্ত রহিতে নারিলে,
সহিতে হইবে দুখ,
অভিশাপ নহে,—মায়ে দিয়ে শাপ
পুত্রের কিবা সুখ ?—
মাতার দাস্যে পুত্রের কবে
উজ্জ্বল হয় মুখ ?

অভিশাপ নহে, ভবিতব্য এ,
এ যে করমের ফল,
অকালে অকাজে ব্যয়িত বিত্ত
চাই নব সম্বল ;
নব তপে পুন যুগের যাপন
এনে দিবে নব বল।

আছে এক মহাসত্ত্ব এখনো
তোমার পক্ষতলে,
অকালে যেন মা তারে আর তুমি
জাগায়ো না নিষ্ফলে ;
তোমার দাস্য ঘুচায়ে ধন্য
হ'ক সে অবনীতলে।

শঙ্খ-ধবল দেবতার ঘোড়া,—
কালো যারে বলে ক্রূর,-
তার শুভ্রতা করিবে প্রমাণ
মোর সে সোদর শূর,
বিধির বিধান ধ্রুব যারা বলে
তাদের দর্প চূর।

যুদ্ধ করিয়া দেবতারও সাথে
লভিবে সে সম্মান,
হবে তেজীযান, বিষ্ণু-রথের
চূড়ায় তাহার স্থান ;
দেবতার রাজা ইন্দ্রের সনে
করিবে সে সুধা পান।

বিশ্বে বিথারি মৃত্যুর ছায়া
পরম দর্পভরে
অমৃতের সাধ রাখে যারা, সুধা
সঁপিবে তাদেরও করে,
উদার তাহার হৃদয় কাঁদিবে
ক্রূর সর্পেরও তরে।

দেবতা হরিবে সুধার কলস,—
বিধাতার এ বিধান,—
সর্প কুটিল হবে না অমর,
হবে শুধু হতমান ;—
অমৃতের লোভে জিহ্বা মেলিয়া
অশ্রু-সলিল পান।

পঙ্গু আমি মা! ভায়ের শৌর্য্য
ভাবিয়া আমার সুখ,
আমি দিয়ে যাই আশার বারতা
কানে তোর উৎসুক,
আলোর আভাসে দেখে যাই তোর
ক্ষণ-উজ্জ্বল মুখ।

আশিস কর মা, আলোর বারতা
আশার বারতা বহি'
ব্যর্থ জীবন সার্থক হোক
আলোকের রথে রহি' ;
পিতা বলেছেন 'সূর্য্য সারথি',—
আমি তো তুচ্ছ নহি।

পঙ্গুর এই ভঙ্গুর দেহ
চালাবে আলোর রথ,
রশ্মি হেলনে সপ্ত অশ্ব
ছুটাইবে যুগপৎ,
দীপ্ত ললাটে উজলি চলিবে
আকাশের রাজপথ।

জননী! জননী! দেখ ওই টুটে
তিমিরের নাগপাশ!—
আঁধারের পটে সূর্য্য-রথের
মৌক্তিক উচ্ছ্বাস!—
সদ্য-দুধের কত কবোষ্ণ
বাতাসের নিশ্বাস!

জাগ আতুরের আর্ত্তিহরণ!
জাগ রবি! প্রাচীমূলে,
এস ভাস্বর! এস ভাস্কর!
আঁধার বিঁধিয়া শূলে ;
শীতাতুর তব নবীন সারথি
লও তারে রথে তুলে।

অক্ষম জেনে নূতন ক্ষমতা
সৃজিলে আমার লাগি',
আমারে করিলে জ্যোতিষ্মন্ত,
আপন জ্যোতির ভাগী ;
ওগো জগতের নয়নের তারা
পদ্মের অনুরাগী!

উগ্র তোমার ব্যগ্র আলোক
বাঘের চোখের জ্যোতি ;
সহিতে নারে যা' বিশ্বভুবন
হে গ্রহ-ছত্রপতি!
দহিবে না তায়, সহজে সহিবে
তনু-দেহ এ সারথি।

সহজে সহিব, আমোদে রহিব
তোমার নয়ন-ভায়,
মধু-পিঙ্গল কিরণ তোমার,
মধুর করিব তায় ;
যুগে যুগে নব-জাগরণ-তূরী—
বাজাব প্রভাত-বায়।

আলোকের রথে সারথি হইয়া
জনমে জনমে রব,
জনমে জনমে জনে জনে জনে
আলোকের বাণী কব
পুষ্প-বিকাশ আশার আভাস
জাগাব নিত্য নব।

জননী বিদায়! বিদায় জননী!
প্রণতি তোমার পায়,
চির ভ্রূণ এই কুদেহ তনযে
রেখ, মনে রেখ, হায়,
ক্ষণিক আশার দোসর তোমার
চরণে বিদায় চায়।

সুদিনে স্মরণ করিয়ো জননী!
আর কিছু নাহি চাই,
পাণ্ডু আশার প্রথম আভাস
দিয়ে আমি চলে যাই ;
সূর্য্য-রথের পঙ্গু সারথি
আলোকের আগে ধাই।

মন্দের ভাল সকলের আগে
সে ভাল ক্ষণস্থায়ী
ভালর ভাল সে সর্ব্ব কালের
চরমে আরামদায়ী ;
নয়নের জল মোছ, মা! তুমি যে
অমর অমৃতপায়ী।

বিদায় জননী! যাই মা! বিদায়!
শীতে বড় পাই ক্লেশ,
পুরিবে কামনা পুণ্যবতী গো
নাই সংশয়-লেশ,
রবি-রথে বসি দেখিব একদা
মা তোর দুখের শেষ।

দেবতা! তোমার হরিৎ ঘোড়ার
রশ্মি আমায় দাও ;
সপ্ত অশ্ব বৈবস্বতী!
ধাও তীর-বেগে ধাও ;
নব জাগরিত বিশ্ব ভুবন!
নব গায়ত্রী গাও॥

শোভিকা

তপ্ত ভুবন, সুপ্ত বাতাস,
তৃপ্তি নাহিক, নাহিক আশা ;
কাঠ-মল্লিকা-ফুলেব পাতায়
কাঠ-পিঁপড়েতে বেঁধেছে বাসা।
রৌদ্র-মাতাল মৌমাছিগুলা
মুর্চ্ছি' পড়িছে শিরীষ-মূলে,
চাক্‌ভাঙা যত ভীমরুল এসে
ব্যস্ত করিছে কুর্চ্চিফুলে।
নীরব-দহনে দহিছে জগৎ
অশ্রু-বিহীন বিপুল দুখে,
শুকায়ে উঠিছে বিপুল হুতাশে
আমারি মতন মৌনমুখে।
শূন্য হৃদয় শুকাযে উঠিছে
শুষ্ক নয়ন সুদূরে চায় ;
হায় গো হায়!

মথুরাপুরীর শ্রেষ্ঠ গায়িকা
মধুপার মেয়ে নন্দা আমি,
দরীগৃহে রাজ-রঙ্গ-ভবনে
গানে গানে গানে পোহাই যামী।
করি অভিনয় রাজ-রঞ্জনে
আমি গো শোভিকা নগর-শোভা,
রাজার প্রজার নয়নের মণি
হাজার হাজার হৃদয়-লোভা!

আয়ত্ত মম সকল বিদ্যা
করগত চৌষট্টি কলা,
গেহ ভরা জ্ঞানী-গুণী-সমাগমে,
তবু ঘুচিল না মনের মলা।
তবু ঘুচিল না চির-হাহাকার,
না জানি পরাণ কি ধন চায়
হায় গো হায়!

শঙ্খ-ধবল গৃহটি আমার
কীলক-বন্ধ কবাট তাহে,
গৃহচূড়ে সৌভাগ্য-পতাকা
গৃহতলে শুক সারিকা গাহে ;
শ্লথ আলস্যে আরামে ঝিমাই
রেশমের হিন্দোলার পরে,
দাসী নিপুণিকা আর চতুরিকা
মক্ষী তাড়ায চামর করে।
শশকের লোহে কেশ ধুই নিতি,
কাশ্মীর-ফুলে বাঁধি কববী,
তুষাব-মিশ্র শীতল মদিরা
পান করি কভু সেতার ধরি ;
সুরে বাঁধা তার করে হাহাকার,
বাষ্প-জড়িমা সুরে জড়ায়!
হায গো হায়!

বিস্মৃত কোন্ সুদূব স্বপন
ছায়ার মতন ঘনায়ে আসে,
অ-ধর সে কোন্ সুদূর চাঁদের
সুষমা গোপন পরাণে ভাসে ;
পঙ্কিল এই জীবন-সায়রে
পঙ্কজ কোথা ওঠে গো ফুটে,
সৌরভ তার কাঁদিয়া ফিরিছে
ব্যথিত আমার পরাণ-পুটে।
অনেক যামিনী ব্যর্থ গিয়েছে
অনেকের পরিচর্য্যা করি',
ক্ষণিকের মোহ ক্ষণে সে টুটেছে
ভুলেছি, ঠেলেছি, রাখিনি ধরি'।
না পেয়ে নাগালে যে পাওয়া পেয়েছি
তারি লেহা শুধু পরাণে ভায়,
হায় গো হায়!

মন যাহা চায় হায় গো সে ধন
বাহু যদি ঘেরে রাহুর মত
আধা-পথে মন ফেরে বাধা পেয়ে
মনের যে লেহা হয় সে গত।
দেবতার ভোগ কুক্কুরে খায়
উপোষী দেবতা হয় বিমুখী,
ভোগের পরশ নাশে ভালবাসা
পাণ্ডু অরুচি দ্যায় গো উঁকি।
নয়নের আগে বারেক হাসিয়া,
যে চাঁদ সুদূরে গিয়াছে সরি'
ভাবের ভুবনে চির পূজা তার,
আরতি তাহার জন্ম ভরি'।
স্মিরিতি স্বপনে তার রাজাসন
চির আঁখিধারা ঝরে সে পায়,
হায় গো হায়!

মনে পড়ে সেই মনোহর রাতি
ফিরিতেছি অভিনযের শেষে
পুরুষ-ভূমিকা করি' অভিনয়
খেয়ালে চলেছি পুরুষ-বেশে।
রঙ্গ-দুয়ারে বম্ভা তরুর
দীপ-বৃক্ষেতে দেউটি জ্বলে,
সে আলোতে বসি পুঁথি পড়ে কে গো?
ধেযানী বিলাস-ভবন-তলে!
কিশোর মূরতি আঁখির আরতি
পরাণের প্রীতি লয সে কাড়ি';
স্মিত-বিস্মিত বচনে সুধানু
"কি পড়িছ-হেথা? কোথায বাড়ী?"
কহিনু নাট্য-ভবন-দুয়ারে
পাঠ্যেতে মন দেওয়া যে দায়,
হায় গো হায়!

পুঁথি হ'তে মুখ তুলিযা বারেক
অমনি সে আঁখি করিল নীচু,
দৈন্য-লজ্জা আকুতি নয়নে
সহসা বলিতে নারিল কিছু।
নীরবে যেন সে কহিল আমায়
"অপরাধ ইহা?—ছিল না জানা
অপব্যয়ের মশাল জ্বলিছে,—
পাঠ-অভ্যাস তাহে কি মানা?"

সঙ্কোচ হেরি' সুধানু আবার,
কহিল সে "বিদ্যার্থী আমি,
তৈল কিনিতে নাই সামর্থ্য
তাই হেথা বসি কয়েক যামী ;
শুক্ল পক্ষ সুরু হ'য়ে গেলে
আসিব না আর আমি হেথায়।"
হায় গো হায়!

তামসিকতার তোরণে বসিয়া
এ কি তপস্যা!—ভাবিনু মনে ;
তরুণ তাপস! তোমার দৃষ্টি
পূত করি' দিল এ হীন জনে।
তুমি উঠিতেছ চিত্ত-শিখরে
আমি ডুবিতেছি ভোগের কূপে ;
লালসায খরা নযন আমার
জুড়াল তোমার তাপস-রূপে।
সহসা হৃদয় সংবরি, তারে
কহিনু "পড়িতে হবে না পথে,
এই লও দুটি কনক নিষ্ক,
তৈল প্রদীপ হ'বে এ হ'তে?
লজ্জা ক'র না কিশোর বন্ধু!"
হাতে লয়ে হাত দিনু মুঠায়।
হায় গো হায!

মাসে মাসে ঠিক সেইখানে গিয়ে
পূজার অর্ঘ্য দিতাম তারে,
পুণ্য আমার এই অভিসার
মণি হ'য়ে জ্বলে স্মৃতির হারে।
যে বেশে প্রথম দেখেছিল মোরে
সেই বেশে সাজি দিতাম দেখা,
গোধূলি লগনে ছায়া আবরণে
দূরে দাসী রেখে যেতাম একা।
শুনিতাম তার জীবন কাহিনী,
ছোটখাট তার অভাবগুলি
মোচন করিয়া মন খুসী হত
স্বর্গ যেন সে যেত গো খুলি'!
তবু কি যে হাওয়া জাগিত হঠাৎ
তবু কি যে তাপে দহিত কায়
হায় গো হায়!

একা দেখা করা বন্ধ করিনু ;—
উঁকি দেয় মনে উন্মাদনা ;
বন্ধু ভাবিয়া কাছে যে এসেছে
দূরে যাবে হেরে বারাঙ্গনা ?
ছদ্ম বেশের মর্য্যাদা হায়,
রেখে যে আমায় চলিতে হবে,
ছল আজি মোর কল্যাণ হেতু
ছলের ছন্দ চলুক তবে।
হৃদয়ের মাঝে স্বর্গ যে আছে
শূন্য সে মোর এ জন বিনে,
আছে যে নরক সে তো মুখরিত
অট্ট হাস্যে যামিনী দিনে।
হাজার বাতির ঝাড় জ্বলে তবু
হরষের ভাতি নাই সেথায়
হায় গো হায়!

পরাণ জ্বলিছে দ্বন্দ্ব চলিছে
ক্রন্দন ওঠে সংগোপনে,
অন্তরে মোর ভাল ও মন্দ
মাতিয়াছে যেন মল্লরণে!
সহসা শুনিনু না বলি' না কহি'
চলে গেছে কোথা বন্ধু মম ;
রুদ্ধ ব্যথায় ধূলায় লুটানু
অজানা আঘাতে ক্রৌঞ্চীসম।
কাঁদিলাম, গালি পাড়িতে গেলাম,
ভাবিলাম অকৃতজ্ঞ ও যে,
আবার ভাবিনু,—সব সে বুঝেছে,—
আমার গ্লানি কি বালকে বোঝে ?
গেল নাগালের বাহিরে চলিযা,
ভাল হল ওরে মলিন হিয়া,
বিলাসের মালা গাঁথিতে হল না
দেব-দান নির্ম্মাল্য দিয়া।
জগতের চোখে আমি কলঙ্কী,
সে কি আজো অকলঙ্ক জানে ?
ম্লান মুকুরের ভাস্বর ভাগ
ভাতিছে কি আজো তার নয়ানে ?
মোরে জেনেছিল শুধু শুভার্থী ;
ভুল ?...ভুল কিনা বলা সে দায়
হায় গো হায়!

গেছে সে চলিয়া কিছু না বলিয়া
স্মরিতে এখনো হৃদয়ে বাজে,
পাপে-অর্জ্জিত অর্থ আমার
লাগিল না কল্যাণের কাজে।
শূন্য জীবন শুষ্ক হৃদয়
কাঠ-মল্লিকা ফুলের মত
ঈষৎ গন্ধ আছে যা' তা' সেই
তরুণের দান দেবব্রত।
দিবসের আলো কাঠ-বিষে ভরা
লালসা-বিলাস নিশির ভাষা,
কাঠ-মল্লিকা ফুলের বিতানে
কাঠ-পিঁপড়েতে বেঁধেছে বাসা।
গানের মদিরা প্রাণ না পরশে,
মদিরার জ্বালা নয়নে ভায় ;
হায় গো হায়!

তবু ধনী আমি, আমি রূপবতী,
আলাপ-নিপুণা, হাস্য-রতা,
রাজার সঙ্গে রাজনীতি কহি
পণ্ডিত সনে শাস্ত্র-কথা।
বণিকেরে মণি চিনিতে শিখাই,
বিলাসীর মন লীলায় হরি,
কবির সঙ্গে কাব্য-রঙ্গে
কবিতার পদ পূরণ করি।
দর্শন পড়ি, ঘোড়াতেও চড়ি,
খড়ি পেতে জানি অঙ্ক কষা,
জ্ঞানী-গুণী-জন-গুঞ্জন শুনি
চুম্বন জিনি' অমৃত-রসা।
তবু মিটিল না মমতার ক্ষুধা,
স্নেহের পিপাসা—সে কিসে যায়?
হায় গো হায়!

শোভিকার মন শূন্য ভুবন,
একটি কি সেথা ফুটেছে হাসি?
দিনের দেবতা! মার্জ্জনা কর
নিশীথের পাপ-চিন্তা রাশি।
মনের গোপনে চৈত্য রচিয়া
রেখেছি যে নিধি স্বপন মাঝে,—
সেই মোর বল সেই সম্বল
আমার আঁধার আলোকি' রাজে।

সেই অঙ্কুর দিনে দিনে বাড়ি'
বিথারি দিবে কি বটের ছায়া?
স্নেহের পিপাসা মিটায়ে আমার
ব্যর্থ এ নারী-হিয়ার মায়া?
শূন্যতা আর সহিতে না পারি
শুষ্ক হৃদয় মমতা চায়
হায় গো হায়!

অনার্য্যা

কানাচ দিয়ে শাবক-হারা বিড়াল কেঁদে যায়,
কার বাছারে গুহায় বেঁধে রাখলে এরা হায়!
আমার চোখে ঘুম এল না, শূন্য আমার কোল,
'মা' বোল্ আমার ফুরিয়ে গেছে কচি মুখের বোল্।
ওরে বাছা! পরের ছেলে! নয়ন মেলে চাও,
বন্দী তুমি, তবু এমন অঘোরে ঘুম যাও?
কাল যে তোরে ফেলবে কেটে, সন্দেহ নেই তার
এই মুজবান্ পাহাড় পরে দ্রুহুর অধিকার।
সাত শো লোকের মালিক দ্রুহু, দ্রুহু আমার ভাই,
সোমলতা যে তুল্‌তে আসে রক্ষা তাহার নাই।
কটা রঙের উপরেতে দ্রুহুর ভারি রাগ,
দোষ দিব কি? কটা রঙেই কেড়েছে ভুঁই ভাগ।
তোমরা বাপু দুষ্টু ভারি,—তোমরা কটা লোক,
কালো লোকের জিনিষেতে দাও বা কেন চোখ্?
উড়ে এসে বস্‌লে জুড়ে পাহাড়-তলীতে,
রইল নাক' কিছু মোদের আপন বলিতে;
পাহাড়-গুহায় লুকিয়ে বেড়াই আমরা অনার্য্য,
মোদের যত হক্-দাবী কেউ করেই না গ্রাহ্য।
উঠলে রুখে আমরা দস্যু 'নিনু' হলেই দাস,
কোনো দিকেই নেইক ভালাই, যে দিকে চাই গ্রাস।
রফা ক'রে চল্‌তে গেলে চাকর হ'তে হয়,
তার চেয়ে এই বন্য জীবন ভালই সুনিশ্চয়।
সর্ব্বনাশের তোমরা গোড়া, বাধাও গণ্ডগোল,
তোমাদেরি জন্যে আজি শূন্য আমার কোল।

* * *

সে আজ অনেক দিনের কথা, লড়াই ভয়ঙ্কর
বাধ্‌ল আর্য্য অনার্য্যেতে, সাজল নারী নর;
আমার কোলে ছেলে তখন, রইনু গুহাতে
বুকের মাঝে বুকের নিধি আগ্‌লে দু'হাতে।
দিনের পরে দিন চলে যায় লড়াই না থামে,

বিষ-মাখা তীর ছুট্‌ছে কেবল দক্ষিণে বামে।
পাহাড় পরে ঢিপির আড়াল টঙ্‌ সে সারে সার,
আড়াল থেকে আমরা মারি, খাইনে বড় মার ;
হালাক্‌ হ'য়ে শত্রু দিল আগুন পাহাড়ে
রাত্রে গুহায় জমাট ধোঁয়া ঢুক্‌ল আহা রে!
সেই ধোঁয়াতে মূর্চ্ছা কখন গেছি ঘুমন্তে
ছেলেয় খুঁজে পেলেম না আর মূর্চ্ছারি অন্তে।

শোধ নিতে এর পণ করিল দ্রুহ্যু আমার ভাই ;
আমার হিয়া শান্ত না হয়, সান্ত্বনা না পাই।
দিন দু'দিনে হঠাৎ দ্রুহ্যু—নেই কোনো কথা
ফুট্‌ফুটে এক দামাল ছেলে আন্‌লে একদা।
লুট্‌ ক'রে সেই সোনার নিধি আর্য্য-পত্তনে
সঁপলে আমার শূন্য কোলে প্রফুল্ল মনে।
ঠোঁটে আমার হাসির রেখা চোখের কোলে জল,
না জানি হায় কোন্‌ অভাগীর প্রাণের এ সম্বল।

শুষ্ক ঝোবায় বর্ষা নূতন জাগালে সোরগোল
শুন্‌তে আবার পেলাম কানে মধুর 'মা' 'মা' বোল।
পরের ছেলে আপন ক'বে আনন্দে ভাসি,
'ভাই' দিয়ে সে নৃত্য করে বাজায় গো বাঁশী।
দিনে দিনে বাড়ে দামাল দুলাল সে আমার ;
ধ'বে বুনো চামরী গাই দুগ্ধ পিয়ে তার।
উঁচু ডালে টাঙাই রুটি পাড়ে সে কেটে
এম্‌নি ক'রে তাগ শেখে আর ক্ষুধা তার মেটে।
কাল্‌সারে সে শিকার করে ধ'রে ধনুর্ব্বাণ
ছেলের দলে দলপতি, ভারি তাহার মান।

এম্‌নি ক'রে চৌদ্দ বছর এসেছে গেছে,
ক্ষুদ্র শিশু জোয়ান্‌ হ'য়ে মরদ হয়েছে।
দ্রুহ্যুর সঙ্গে শিকারে যায় লুট্‌তে সে যায় গাঁ,
লুটতে যেতে বারণ করি বারণ মানে না।
আমার শঙ্কা যায় যদি যে আর্য্য-পত্তনে
চিন্‌তে পেরে রাখবে ধরে মোর জীবন-ধনে।
কিন্তু আমার ভাগ্যে ছিল দ্বিগুণ হাহাকার
লুটতে গিয়ে টুটল জীবন ফিরল না সে আর।
জ্ঞাতির হাতে জ্ঞাতির বাণে প্রাণ দিয়েছে, হায়,
নাড়ি-ছেঁড়া নয় সে, তবু, ভুলতে নারি তায়।

আজকে বাছা তোমায় দেখে পড়ছে মনে সব,—
তেম্‌নি বরণ তেম্‌নি ধরণ, তেম্‌নি অবয়ব।
তোমায় দেখে জাগছে আমার সুপ্ত মমতা,
আঁখি-জলে আর্দ্র কত বিস্মৃত কথা।
পরের ছেলে ঘরে এসে দখল ক'রে কোল
বাধিয়ে গেছে পাহাড়-দেশে বিষম গণ্ডগোল।
ঘুচিয়ে গেছে আমার মনে ঘরের পরের ভেদ
কাঁদিয়ে শেষে পালিয়ে গেছে এই সে আমার খেদ।
তাহার কথা পড়লে মনে যাই ভুলে আর সব।
যাই তো ভুলে আর্য্য-জাতির সকল উপদ্রব।
তার মু'খানি জাগল মনে তোমার মুখ দেখে
তাই বাঁচাতে চাই বাছারে! বলির হাত থেকে।
তোমার গায়ে লাগ্‌লে আঁচড় সইবে না প্রাণে,
যাও চলে যাও রাতে রাতে ইচ্ছা যেখানে।
লতার বাঁধন দিইছি খুলে, মুক্ত গুহার দ্বার,
চাঁদ ডুবিতে বিলম্ব ঢের, শঙ্কা কি তোমার?
কুকুর আমার পথ দেখাবে সঙ্গে এরে নাও,
শাদা তোমার ছাগল-জোড়ার পিঠে বোঝাই দাও।
পাতা-ছাড়া সোমের ডাঁটা সোনার সমতুল
যত খুসী যাও নিয়ে যাও আস্ত আছে মূল।
শকটিকা—থাক্‌ সে পড়ে শব্দ হবে জোর।
দুই ছাগলে বইবে তোমার যজ্ঞ-লতার ডোর।

তবে যদি ইচ্ছা কর—মনেতে হয় সাধ
শকটখানি ভরে নিলে হয় যদি আহ্লাদ;
তাই নে বাছা, মানা আমি করব না তাতে
আজ্‌কে আমার সাধ হয়েছে ইচ্ছা পুরাতে।
দাও শকটে লতার বোঝাই পত্র ছাড়ানো
পড়লে ধরা শক্ত তোমার নয়কো এড়ানো।
শাদা ছাগের শকট হাঁকাও শুক্র এ রাতে,
শঙ্কটে কি শঙ্কা? আমি ধরব সে মাথে।
রুখ্‌লে কেহ এই বলিলেই যাবি রে বেঁচে,—
"দ্রুহুর বহিন্‌ কুৎসী আমায় ছেলে বলেছে।"
কুকুর আমার রইল সাথে চিন্‌বে সকলে,
বাঁধতে সাহস করবে না কেউ তোমায় শিকলে।
ভায়ের সঙ্গে বোঝাপড়া যা হয় তা হবে,—
শূন্য জীবন মরণে ভয় করে বা কবে?
কুৎসী কারেও ভয় করে না ভারি সে তেজা,
(ওরে) যাবার বেলা তারে শুধু 'মা' বোল্‌ বলে যা'॥

পরিব্রাজক

হয় নাই পাপ-দেশনার শেষ
সঙ্ঘ-বোধি স্বামী!
দাঁড়াও দাঁড়াও আমার পাপের
নির্দ্দেশ করি আমি।
কর্ম্ম বাকের ওগো আচার্য্য!
আমি পরদেশবাসী,
আসিয়াছি হেথা বোধি-বৃক্ষের
দরশন অভিলাষী।
যদিও শ্রমণ তবু পরিযাছি
গৃহীর শুভ্র বেশ,
উপসম্পদা লইবার আগে
করি পাপ নির্দ্দেশ।
চীন দেশ হতে যাত্রা করিয়া
যাত্রী উড়ুপে চড়ি'
আসিতেছিলাম দু'জন শ্রমণ
একই মঠ হতে, মরি।
ঝড় ছিলনাক, ঝঞ্ঝা ছিল না,
আকাশ সুনির্ম্মল,
নীল পাথারের শান্ত বিথারে
তরী শুধু চঞ্চল।
দিনের অন্তে আসিতেছে নিশি,
নিশির অন্তে দিন,
তুঁত পাথরের বিপুল কৌটা
নীলে চৌদিক লীন।
কত বন্দরে লঙ্গর করি'
আহরি' খাদ্য পান
বঙ্গ-সাগরে পোঁছিল 'উড়ি'
যাত্রীতে কানে কান।
সহসা একদা দুর্য্যোগ এল
মৃত্যু-যোগের মত,
ভেঙে যায় বুঝি ঢেউয়ের পীড়নে
উড়ুপ ঝঞ্ঝাহত।
মসীময় মেঘে জটা পাকাইয়া
স্তম্ভ নামিল জলে,
জীবণ মরণ হিন্দোলা দোলে
তুফানে নভস্তলে।
তবু ডুবিল না ক্ষুদ্র উড়ুপ
দূরে গেল কাল নিশা,

থামিল বাত্যা ; মাঝিরা দেখিল
হারায়ে ফেলেছে দিশা।
বিপথে চলিতে ডোবা পাহাড়ের
চূড়ায় চিরিল তল,
দেখিতে দেখিতে উড়ুপ ভরিয়া
উঠিতে লাগিল জল।
হ'ল বিহ্বল যাত্রীর দল
সর্দ্দার মাঝি তবে
হুকুম করিল "বোঝাই কমাও,
মাল ফেলে দিতে হবে।"
থলিয়া-বোঝাই নারিকেল টানি'
মাল্লারা ফেলে জলে
ঝাঁপ দিয়া তাহা ধরি কেহ কেহ
সাঁতারে বুকের বলে!
হাঙরে ধরিয়া লইল কাহারে
আসিয়া অতর্কিতে,
তর্ক বচসা কান্নার রোল
গোল ওঠে চারিভিতে।
জল সেঁচি' জল রোখা নাহি যায়,
সহসা দেখিনু একি!
আরেক উড়ুপ আসে দ্রুত বেগে
মোদের বিপদ দেখি'।
যাত্রীব দল করে কোলাহল
বাঁচিবার ভরসায়,
মোরা দোঁহে জপি' বুদ্ধেব নাম
পাথরের ছবি প্রায।
নৌকা ভিড়িল নৌকার গায়ে,
আমাদের মাঝি তবে
কহিল "দুজন শ্রমণ হেথায়.
আগে তুলে নিতে হবে।"
এই কথা শুনি সঙ্গী আমার
শান্ত দু' আঁখি মেলি
কহিল মাঝিরে "আমি যেতে নারি
একটি প্রাণীরে ফেলি',
সব যাত্রীর ঠাঁই হয় যদি
আমি যাব সব শেষে।"
কহিল আমার সঙ্ঘ-সুহৃদ্
ভয়-হারা হাসি হেসে।
মনের আঁধারে জ্যোতি পেনু আমি
শুনিয়া তাহার বাণী ;

মাঝি কহে "প্রভু, তোমারে বাঁচানো
পরম পুণ্য মানি।"
যাত্রী অনেকে মিলিয়া তখন
মিনতি করিল কত,
অটল রহিল বোধি-রক্ষিত
অটল গিরির মত।
ভরা নৌকাটি দেখিতে দেখিতে
ভরিয়া হইল ভারি
"আর দুজনের হ'তে পারে ঠাঁই
বেশী লোক নিতে নারি।"
আবার মিনতি করিল মাঝিরা
তুলিতে চাহিল কাঁধে ;
বাধা দিয়া মোর বন্ধু কহিল
"ফেলিবি পাপের ফাঁদে?"
মাঝি কহে "সব যাত্রীরই প্রায়
হল যে সংকুলান" ;
বন্ধু কহিল "দেখা যাবে শেষে,—
সব শেষে মোর স্থান।
জানিস্ নে তোরা?.. বুদ্ধ আমার
করুণার অবতার
নিখিল জীবেরে মুক্ত না দেখি
মন পূরিবে না তাঁর।
নির্ব্বাণ-পদ সবাই না পেলে
নাই তাঁর নির্ব্বাণ,
তাই যুগে যুগে আনাগোনা তাঁর
হয় নাই অবসান।
মোব জীবনের মূল্য অধিক
হ'ল কিরে তাঁর চেয়ে?
ভগ্ন তরীতে মোরে দেখা দিবে
ভাঙ্গা নৌকার নেয়ে।
বুদ্ধদেবের উপাসক আমি
গ্রাহ্য করি না প্রাণ।"
'হায়', 'হায়', করে যাত্রীর দল
মাঝিরা মুহ্যমান।
বুদ্ধের প্রিয় ভক্ত তখন
মোরে কহিলেন চুপে,
"একজন যাওয়া চাই বোধিমূলে
চাই যাওযা কোনোরূপে।
পূজা-উপচার আমাদের হাতে
লোকে যাহা দেছে স'পে

পেঁছিয়া দেওয়া চাই যে সে সব
বোধি তরু-মণ্ডপে।
তুমি যাও ভাই ওঠ নৌকায়—
পূজা-সামগ্রী লয়ে।"
বিপদে-বিমূঢ় আমি তার পানে
চাহিলাম বিস্ময়ে।
কহিলাম তারে "সে কি হ'তে পারে?
হেথায় রহিব আমি,
তুমি লয়ে যাও পূজা-উপচার
ওগো নির্ব্বাণ-কামী।"
তর্ক চলিছে দুইজনে, হোথা
নৌকা ভরিছে জলে;
মাঝিরা ডাকিছে, আকুল পরাণ
গুমরিছে হিযা-তলে।
শেষে কহিল সে "এবা তো বণিক
নেমে যাবে ঠাঁই ঠাঁই
তীর্থ অবধি যাইতে বন্ধু
তুমি ছাড়া কেহ নাই।
ইহাদের সঁপি পূজা উপচার
হব কি পাপের ভাগী?
আমি ক্ষীণ; পথে মারা যেতে পারি,
বুদ্ধের অনুরাগী,
যাও তুমি।" আর ঠেলিতে নারিনু
উঠিনু তরীতে গিয়া,
আত্মসার এ আত্মারে মম
শত ধিক্কার দিযা।

বিশ্বাস কর, উঠিনু তরীতে,
ছিল বা প্রাণের স্পৃহা;
মনে প্রবোধিনু—পূজা-সামগ্রী—
কর্ত্তব্য যে ইহা—
পেঁছিয়া দেওয়া বোধিমণ্ডপে
নহিলে সত্যহানি,—
লোকেদের কাছে,—যারা দেছে সব
মোদের ধরমী মানি'।
উঠিনু তরীতে মন্থর পদে
ম্লান মুখে নতশিরে
মরণের মুখে এড়িয়া আমার
দোসর সঙ্গীটিরে।

নাই তিল ঠাঁই নূতন উড়ুপে
ডুবু ডুবু যেন করে।
সবার দৃষ্টি লগ্ন এখন
ভগ্ন তরীর 'পরে।
সকলেই প্রায় এসেছে এ নায়
বন্ধু আসে নি মম,
ঢেউ নাচে ঘিরি ভগ্ন তরণী
শূন্য শ্মশান সম।
নির্ম্মেঘ নভ, সূর্য্য হাসিছে,
ধীরে ধীরে তরী ডোবে,
ধিক্কারে মন বিরস আমার
বিষাইযা উঠে ক্ষোভে।
ঢেউ চলে ভাঙা তবী ডিঙ্গাইযা
জলে পরিপূর করি' ;
তবু অবিচল বুদ্ধ-ভকত
অমিতাভ দেবে স্মরি' !

* * *

হাহাকার করি' উঠিল সহসা
মাঝিরা ব্যাকুল হ'য়ে।
গেছে ডুবে গেছে ছিদ্র তরণী
বন্ধুরে মোর লযে।
সেই ছবি আমি চক্ষে দেখেছি
মরিতে পারি নি সাথে,
বহু ববষের দোসবে স'পেছি
তরঙ্গ-সঙ্ঘাতে।
বিশ্বাস কর তোমরা সবাই
নিজেরে দিযেছি ফাঁকি,
বাঁচিবার লোভ ছিল তলে তলে
মনকে ঠেরেছি আঁখি।
ছিল মনে মনে তীর্থের লোভ
ছিল সে লোভের ছল,—
লোভ—দেশে লয়ে যাইব বোধির
ঝরা পাতা ঝরা ফল,
পাব প্রশংসা ইহলোকে আর
পুণ্য সে পরলোকে,—
এই সব ছিল মনের গোপনে ;—
পড়েনি মনের চোখে।
বাঁচাতে হয় তো পারিতাম....বেশী
চেষ্টা করিনি তবু ;
বাঁচাতে পারিনি... এ শোচনা মোর
জীবনে যাবে না কভু।

নীল পানি ছাড়ি নৌকা ক্রমশ
পৌঁছিল কালাপানি,
কাল ব্যাধি দেখা দিল নৌকায়,
পীড়িতেরে জলে টানি'
চাহিল সকলে ফেলে দিতে, রোগ-
সংক্রমণের ভয়ে ;
ব্যাধিতের সাথী রুষিল তা শুনি'
কিছুতে সে রাজী নহে।
বেশী বকাবকি করিতে, শুনিনু
কহে সে দৃঢ়স্বরে
"যতখন দেহে প্রাণ আছে ওর
রাখিব নৌকা পরে,
ও আমার বহুদিনের ভৃত্য
বন্ধু বলিলে হয ;
জ্যান্ত থাকিতে জলে ফেলে দিব?
আমি তো শ্রমণ নয়।"
আমারে লক্ষ্য করি' সে কহিল ;
ধিক্কৃত আমি, হায।
চক্ষু খুলিল, বন্ধুঘাতীর
গোপন স্বরূপ ভায়।
ভৃত্যের লাগি' এ যাহা করিছে
আমি দোসরের তরে
করি নাই তাহা, ন্যক্কৃত আমি
গ্লানিতে হৃদয ভরে।
লয়ে প্রব্রজ্যা পশিনু যখন
শ্রীমহা-সঙ্ঘারামে,
তারে পেয়েছিনু দোসর আমার
কামী নির্ব্বাণ-কামে।
অকূল সাগবে ভেলার ভাগটি
সে মোরে দিয়েছে ছেড়ে,
আমি মহাপাপী, শোচনার শেল
কলিজা ফেলিছে ফেড়ে।
এই আমি, হায, সঙ্ঘে থাকিতে
পথের পথিক এনে
রোগের চর্য্যা করিয়াছি সেবা
মরণ তুচ্ছ মেনে,
ঝড়ের সময় বাহির হতাম
না মানি বাজের হানা,
যতনে বাঁচাতে ঝড়ে নীড়-হারা
অপটু পাখীর ছানা।

করুণা-ধর্ম্ম-অবতারে স্মরি
ঝড়ে-ভাঙা ডাল যত
আনিতাম বহি' পরম যতনে
আহত জীবের মত ;—
রাখিয়া দিতাম সলিল-কুণ্ডে
সরসি' পুষ্প-পাতা
সাধ্য-মতন করিয়াছি আমি
মোচন তাদেরও ব্যথা।
শেষে আমা হ'তে হ'ল এই কাজ!
হায়রে দারুণ হিয়া!
শোচনায় নিজ শ্মশ্রু চিবালি
অশ্রু আপন পিয়া।

তবু চিরদিন হেন উদাসীন
ছিল না আমার মন,
দোসর তখন প্রাণের সোসর
ভাই হ'তে সে আপন।
বন্ধুরে আমি বন্ধু জানি নি
জেনেছি মনের মিতা,
সখ্য ধনের যক্ষ ছিলাম
আজ বুঝাইব কি তা'?
ছিল প্রেমিকের আগ্রহ তায়
প্রেমিকের অভিমান ;
তফাৎ ছিল না প্রেমে ও সখ্যে,
সখ্য আমার প্রাণ।
তবু ভাল নয় বন্ধু-ভাগ্য
যাদের টেনেছি বুকে
সাপের মতন দংশন করি'
গেছে অম্লান মুখে।
বণিকের কুলে জন্ম আমার,
আমার ভাগ্যোদয়ে
দূরে সরে গেল কপট বন্ধু
ঈর্ষ্যার জ্বালা লয়ে।
মিথ্যা আচার কেহ বা করিল,
ফাঁকি দিতে গেল কেহ,
মনে হ'ল শর-শয্যার মত
জীবন,—মর্ত্ত্য-গেহ।

* * *

ভালবাসিতাম,—অন্তর-সুধা
উজাড় করিয়া দিয়া,

মনে হ'ল মন তাজা হল তার
নয়ন-কিরণ পিয়া।
একটি চাহনি লাখ টাকা গণি,
একটু গোপন হাসি
মণি-বণিকের শ্রেষ্ঠ মাণিক
হতে সে অধিক বাসি।
পূজার অর্ঘ্য সঁপি' তারে হই
বেশী খুসী তার চেয়ে ;
নিজের বাহিরে অতুল তৃপ্তি,—
অমৃতে উঠিনু নেয়ে।

হুবাংহো নদীর সেতুর নিম্নে
হ'ল সঙ্কেত-ঠাঁই,
মিলনের বেলা বযে যায়, তবু
প্রেয়সীর দেখা নাই!
নদীতে জোযার এল অলক্ষ্যে
ফুলিয়া উঠিল জল,
তবু দাঁড়াইযা তাহার আশায
রয়েছি অচঞ্চল।
ডুবে গেল জানু, ডুবিল কোমর
বিশ্বাস মনে তবু,—
আসিবে! আসিবে! ভাল যে বেসেছে
মিছা সে বলে না কভু।
সহসা অদূরে নৌকার 'পরে
দেখিনু সেই সে নারী,
নূতন বন্ধু-সঙ্গে চলেছে
মশ্‌গুল্‌ তারা ভারি!
আমারে দেখিতে পেল না, কিন্তু
আমি দেখিলাম সব,
আহত হৃদয় নিমেষে হেরিল
ছলনার তাণ্ডব।
উদার প্রণয সব ত্রুটি সয়
সহে না মিথ্যাচার,
প্রেমে যদি লাগে ছলের বাতাস
তখনি মৃত্যু তার।
বাহির হইনু সংসার ত্যজি'
পরি বিরাগের বেশ,
নষ্ট বন্ধু, ভ্রষ্ট প্রণয়,
অন্তর-ভরা ক্লেশ।

সঙ্ঘে পশিনু পাশরিতে যত
জীবনের ভুলচুক ;
মন তবু, হায়, অনুরাগে রাঙা ;—
ভাবিনু জীবের দুখ—
করিব মোচন সাধ্য-মতন
রহি' সঙ্ঘের মাঝে,
লভিব তৃপ্তি অনঘ-দীপ্তি
আতুর সেবার কাজে।
ছড়ায়ে ছিলাম অনেকের মাঝে
প্রাণের মমতা স্নেহ,
কেন্দ্র-বিহীন প্রেমের চক্র
নয় আরামের গেহ।
ব্যক্তি-বিহীন প্রেমের চর্চ্চা।
নয় গো সহজ নয়
অনেকের দাবী পূরাতে ফুরায়,
হৃদয়ের সঞ্চয়।
আমার হৃদয-পাত্রটি ছোট
অল্প তাহাতে জল,
একের তৃষ্ণা হয তো মিটিত
বহুতে সে নিষ্ফল।
ব্যথার চর্য্যা করিতে করিতে
ব্যথিতেরে গেনু ভুলি'
মনে মনে মন শুকাল কখন,—
হ'যে গেল যেন ধূলি।
মূক হ'যে গেনু মৌন-সেবায
জীবনের মাঝখানে,
কোনো সুখ দুখ উৎসুক যেন
করে না তেমন প্রাণে।
সব উচ্ছ্বাস-প্রকাশ নিরোধি'
বেঁচে আছি উদাসীন
যারে স্নেহ করি প্রকাশ-অভাবে
সেও ভাবে স্নেহহীন।
কে যেন কুহকী করেছে উদাস
উদাসীন মন্তরে
বাহিরে ভস্ম ভূষণ আমার
অনুরাগ অন্তরে।
প্রকাশিতে নারি প্রাণের আকূতি
জীবনে আমার ধিক্,
মুনি হ'তে গিয়ে বিমূঢ় হয়েছি
এমনি হওয়া কি ঠিক ?

শ্রমণের রীতি মনটিকে করা
সুখে দুখে অবিচল,—
কুশল প্রশ্নে নাই অধিকার,—
সে বিধির এই ফল।
তার ফল এই আমার মতন
কর্ম্ম-কঠিন মন,
তার ফল এই অতি নিদারুণ
বন্ধু বিসর্জ্জন।

* * *

কূলে পোঁছেছি, ভারতে এসেছি,
এসেছি তীর্থে মম,
পূজা-উপচার বহিয়া এনেছি
ভারবাহী বৃষ সম।
তীর্থে এলাম, তবু এ মনের
গেল না মনস্তাপ,
মার্জ্জনাহীন দারুণ কঠিন
এ দুর্জ্জনের পাপ।
চক্ষে দেখিনু পুণ্য বৃক্ষ
গেল না মনের ব্যথা,
কী হবে আমার ত্রি-চীবর বাস
বন-খেজুরের ছাতা?
সান্ত্বনা শুধু—খালাস হয়েছি
ন্যস্ত ভারের দায়।
উপাসক যত পাঠাযেছে পূজা
পোঁছিযা দিছি তায়।
রত্ন-খচিত ভিক্ষা-পাত্র
চীন-ভূপতির দান ;
'চে-শা'—চাঁদমলা—চন্দন-রেণু
পাঠায়েছে লুন্-সান্।
শোভন চো-চীন—চীনা লণ্ঠন,
দু-মুখো মোমের বাতি,
মহাথেরদের কটিপট্ট এ
পাঠায়েছে চীনা তাঁতি।
তুঁত-পাথরের কৌটা কলস
ভিক্ষু-হাড়ের বাঁশী,
কারু-কাজকরা দারুময় পাখা
আনিয়াছি রাশি রাশি।
উপাসকদের ভক্তির দান
এনেছি মাথায় করি',—
কোথা তমলুক্ কোথা বোধ্-গয়া
সকল কষ্ট বরি'।

তবুও হয়নি প্রায়শ্চিত্ত,
পাপে বিমলিন আমি,
ওগো প্রভু! মহাসঙ্ঘরাজন্!
সঙ্ঘ-বোধি-স্বামী!
বন্ধুঘাতী এ বিদেশী পাতকী,
পাতকে বিদ্ধ হিয়া,
উপসম্পদা কেমনে লইবে
বোধিতরুমূলে গিয়া?
পাপে বিমলিন মৈত্রীবিহীন
মলিন দুঃখে শোকে,
ধাতু-গর্ভ এ স্তূপ পবিত্র
দেখিতে পাব কি চোখে?
সুগতের পূত দন্ত-ধাতুব
সমুখে যাব না আমি,
দগ্ধ হইব—পবাণে মবিব—
সঙ্ঘ-বোধি-স্বামী!

বাজশ্রবা

ব্যর্থ হ'ল, পণ্ড হ'ল সব
হত পুত্র, বিনষ্ট, গৌরব ;
ইহ পরকালে পরাভব।

কোন্ সূত্রে প্রবেশিল পাপ,—
নাহি জানি কার অভিশাপ,
মন প্রাণ দহে মনস্তাপ।

দুর্ভিক্ষে করিয়া অন্নদান
বেড়েছিল যে বংশের মান
আজি তার সব অবসান।

দক্ষিণান্ত হ'ল না যজ্ঞের,
হায়! কিবা প্রায়শ্চিত্ত এর?
হৃদে জ্বলে আগুন ক্ষোভের।

কৃচ্ছ্র অতিকৃচ্ছ্র করি কত
আপনারে করেছি সংযত
তবু ব্যর্থ হয়ে গেল ব্রত।

হোতা, পোতা, উদ্গাতা, নেষ্টায়
রক্ষিবারে নারিল চেষ্টায় ;
স্বেচ্ছা হানি,—শুধু গ্লানি, হায়!

অলক্ষিতে কোন্ যাতুধান
যজ্ঞে মোর করে দৃষ্টি দান?
ক্রব্যাদ করিল হবি পান।

চিত্ত দহে, শান্তি কোথা পাই?
শ্মশ্রু ভখি', অশ্রুজল খাই,
অ-নন্দ নরকে মোর ঠাঁই।

অশ্রুপুষ্ট মন্যু মোরে গ্রাসে,
সহস্রাক্ষ রুদ্র হয়ে আসে,
মজিনু মজিনু সর্ব্বনাশে।

বালক! অপ্রাপ্ত-প্রজনন!
নচিকেতা! বংশের নন্দন!
কেন তুই হইলি এমন?

কেন রোষ জাগালি আমার—
বৃথা প্রশ্ন তুলি বারম্বার?
যজ্ঞগৃহে বাচাল ব্যাভার!

যজ্ঞে মোর ছিল অথর্ব্বন্ ;—
সে তো কিছু বলেনি বচন ;
তোর একি কাণ্ড অশোভন?

হায়! হায়! ঔরস সন্তান
তো' হ'তে হইনু হতমান ;
ব্যর্থ যজ্ঞ, কর্ম্ম, কাণ্ড, দান।

অভিমানী! মরিলি আপনি
মোর কটু বাক্যে দুঃখ গণি' ;
হৃদে শল্য অর্পিলি বাছনি!

মহাযাগ করি অনুষ্ঠান
ইচ্ছা ছিল লভিব সম্মান
রাজা সম পুণ্য কীর্ত্তিমান।

ব্রাহ্মণের যশোভাগ্য ক্ষীণ
বাক্যে তোর শূন্যে হল লীন,
লোকমাঝে হইনু রে হীন।

"বুড়া গরু দিযে দক্ষিণায়
পুণ্য কেনা যায় না সস্তায়!"
স্মরি এবে মরি যে লজ্জায়।

রাজোচিত নহে মোর মন
নাই নাই দাক্ষিণ্য তেমন,
আমি বিপ্র কৃপণ-কোপণ।

মর্জিনু চণ্ডাল নিজ কোপে,—
নির্ঋতির অঙ্কে তোরে স'পে,
হাহাকারে মরি বংশলোপে।

মন তোর কোন্ দূরে ধায়,
ফিরে আয়, ওরে ফিরে আয়,
পুষ্পকান্তি ঢাকে কালিমায়।

ওগো বহ্নি! শমী-সমুত্থিত!
বিদ্যুদগ্নি-সঙ্গে-সম্মিলিত!
হব্যে মোর হওনি কি প্রীত?

সন্তানের প্রাণদান চাই
ওগো যম! নিয়মের ভাই!
আশায় দিয়ো না মোর ছাই।

রোষ-বশে বলেছি যে কথা
তুমি জান কী তার সত্যতা,
ভাবগ্রাহী হে মোর দেবতা!

মোর বাক্যে পুত্রে নিলে মম!
সত্যবাক্ নহি আমি, ক্ষম,
মিথ্যাচারী আমি যে অধম!

বুড়া গরু দিয়ে দক্ষিণাতে
সপ্ত হোতা চেয়েছি ঠকাতে;
বজ্রধর বজ্র হান' মাথে।

হে ইন্দ্র! সম্রাট দেবতার!'
সোমসিক্ত শ্মশ্রুতে তোমার
ব্রাহ্মণের ঝরে অশ্রুধার।

ওগো রুদ্র! সন্ধ্যা-অভ্র-রুচি!
শোকে দহি চিত্ত নহে শুচি,
শেষ গ্লানি লও মম মুছি'।

উরুনাসা! ওগো যমদূত!
হে লুব্ধক! কুক্কুর অদ্ভুত!
ফিরে এনে দাও মোর সুত।

পুত্র মম নয়ন-নন্দন,
পুত্রে মোর পুণ্যের লক্ষণ;
সে আমার নরক-মোচন।

সে নিষ্পাপ, নাহি গ্লানি লেশ,
সত্যপথ করেছে নির্দ্দেশ;
কেন যম ধর তার কেশ?

ওগো রুদ্র! ওগো মরুদ্গণ
সবে মিলি' ক'র' না পীড়ন,
হব্যদাতা আমি গো ব্রাহ্মণ।

সোমলতা বহিতে যে লাগে—
বৃদ্ধ সেই বাদ্ধ্রীনস ছাগে—
যে করিয়া বধে সোমযাগে—

তেমনি কি বাঁধিবে আমায়
শ্বাস রুধি' মুষ্ট্যাঘাতে? হায়!
সবে মিলি' শত যন্ত্রণায়?

নষ্ট পুণ্য, পুত্রশোকে ঝুরি,
অগৌরব বক্ষে হানে ছুরি,
অনুতাপে খায় মোরে কুরি'।

ওগো সোম! অমর্ত্ত্য আসব!
ব্যসনে যে ডুবিল উৎসব;
ব্যর্থ হ'ল পণ্ড হ'ল সব।

উষ্মপা! আজ্যপা! পিতৃগণ!
উষ্ণ অশ্রুসলিলে তর্পণ
করি আজ দুঃখাকুল মন।

পুত্র মোর কোন্ পাপে হায়
পিতা-আগে পিতৃ-লোক পায়?
ফিরে তারে দাও করুণায়।

ব্রত ধরি' করি' উপবাস
মিটায়েছি গণ্ডূষে তিযাষ।
অনশনে অশন বাতাস।

একাহারে গেছে কতদিন,
কতদিন অন্নজলহীন,
তবু পাপ হয়নি কি ক্ষীণ?

উদ্‌ভ্রান্ত করিছে মোরে শোকে,—
শূদ্র সম কাঁদি,—দেখে লোকে,
শ্রাবণের ধারা দুই চোখে।

নরকে অ-নন্দলোকে যাই,
পুণ্য নাই—পুত্র মোর নাই,
নাই কীর্ত্তি—টুটেছে বড়াই।

যজ্ঞে দিয়ে অশ্রুধার দান
এ কি শাস্তি হ'ল গো বিধান—
এক পাপে তাপ অফুরান্!

রাজ-বন্দিনী

বহিন্! তুমি কাঁদিতে পার, তোমারে আমি করি না মানা,
আমার হিয়া শুষ্ক আজি, আমার আঁখি কান্না-কানা।
সিন্ধুপতি দাহির রাজা, তাঁহার মেয়ে আমরা দোঁহে,
সে কথা তুমি ভুলিছ, হায়, তুচ্ছ তব প্রাণের মোহে?
কী প্রাণ লয়ে রয়েছ বেঁচে সে কথা কেন যেতেছ ভুলে,
বন্দীকৃত, দেশচ্যুত, ভরসা আশা নাহিক মূলে।
পড়ে কি মনে সিন্ধুদেশ? পড়ে কি মনে পিতার গেহ?
পড়ে কি মনে দেশের স্মৃতি, ভায়ের প্রীতি, মায়ের স্নেহ?
পড়ে কি মনে যোদ্ধবেশে ভাযের নাবী রাজবধূরে?
নির্ব্বাসিতা! এখনো তোর প্রাণের মায়া শত্রুপুরে?
বহিন্! মোরা দুর্ভাগিনী, নহিলে কেন এমন হবে?
যুদ্ধকালে পিতার হাতী অহেতু কেন পালাবে তবে?
রাজার হাতী পালায় দেখি পালাল সেনা আতঙ্কেতে,
গণ্ডগোলে পণ্ড সবি: ক্ষেত মেবে কে লড়াই জেতে?
আহত রাজা ফিরান্ হাতী, কি হবে তাহে? ভাগ্য বাম;
অহেতু আহা অগৌরবে ডুবিযা গেল হিন্দু নাম।
ভাঙিয়া গেল দেউল-ধ্বজা, মরিল লোক অসংখ্য,
ডুবিয়া গেল রাজ্য রাজা, রহিল শুধু কলঙ্ক।
আমরা নারী অস্ত্র ধরি রুখিনু অরি দিন দু'দিন,
বহিন্! তাহা মনে কি পড়ে? দুর্গ মাঝে খাদ্যহীন।
তবুও মোরা খুলিনি দ্বার সিন্ধু-মরু-সিংহিনী,
আজিকে তোর মরিতে ভয়? হায় গো লাজ, বন্দিনী!

* * *

মনে কি পড়ে কাসিম শেষে বিপুল-ধূরো দুরন্দাজে
দুর্গ ভেঙে বন্দি করি লইল সবে শিবির মাঝে?
মরিতে মোবা চাহিযাছিনু ধবম-ভয়ে অবলা নারী,
ভাগ্যে আছে অন্যবিধ, মোরা কি হায মরিতে পারি?
বিদেশ দেখা ভাগ্যে ছিল তাইতে বুঝি কাসিম আলি
পাঠাল প্রভুভক্ত জীব প্রভুর পাশে ভেটের ডালি।
মোদের বীরপনায খুসী ছিল সে মনে বীর্য্যবান্
হুকুম দিল তাই সে কড়া "হয না যেন অসম্মান।
এদের দোঁহে পেঁছে দেবে দামাস্কাসের রংমহলে
রাজার মেযে ইহারা রাজভোগ্যা শুধু ভূমণ্ডলে।
বহিব আমি হিন্দুভূমে, বহিব হেথা পড়িয়া কারে,
করিতে হবে সায়েস্তা যে নূতন এই মহলটারে।"
উঠিল ডেরা চলিনু মোরা ভারত ত্যজি জন্মশোধ,
সময় হাতে পাইনু বলি দুখের মাঝে হর্ষবোধ।
উটের পিঠে উঠিনু হায়, তিতিয়া দোঁহে অশ্রুজলে
প্রতিশোধের গুপ্ত ছুরি রহিল ঢাকা আঙিয়া-তলে।

হুজুরে যবে হাজির হনু কালিফ ছাঁটা-মোচ মুচড়ি
কাশিল কিবা ভাষিল, হেসে লইল খুলে হাতের কড়ি,
বুঝায়ে দিল ইঙ্গিতে সে, 'খাস মহলে মোদের ডেরা',
অপমানের আসন কিবা রয়েছে পাতা আরাম-ঘেরা।
শিহরি যেন উঠিল তনু, বুকের ধারা গেল সে থামি,
অশুচি যেন নিশাসে তার অধীর হয়ে উঠিনু আমি।
মিথ্যা বলা শিখিনি কভু, কে যেন মোরে বলাল তবু
সদ্য-খোলা দু'হাত জুড়ি' কহিনু তবে "খামিন্! প্রভু!
আমরা নহি যোগ্য তব ;—কি বলে করি আর্জ্জি পেশ ;
প্রভুর ভোগে লাগে কি কভু ভৃত্যজন-ভুক্ত-শেষ ?
আমরা নারী, সরমে মোরা সকল কথা বলিতে নারি,—
দুঃসাহসী কাসিম মিঞা, সাহস তার বেড়েছে ভারি,
সিন্ধু-জয়ে গর্ব্বিত সে, আগে সে ভরে নিজের পেট,
অধিক আর বলিব কিবা ? বলিতে মাথা হয যে হেঁট।
সিন্ধু-জয়ে গর্ব্বিত সে, একে সে যুবা, প্রবল তায়,
রূপের আগে লোলুপ হিয়া প্রভুর দাবী ভুলিয়া যায়।"
কামড়ি' দাড়ি দন্তে ক্ষোভে কালিফ কহে গর্জ্জি' তবে
"চাকর দাগাবাজ হয়েছে, উচিত সাজা ইহার হবে।"
উজীর! আনো হুকুমনামা, পাঠাও চিঠি সিন্ধুদেশে—
কাসিমটারে দিক পাঠায়ে আমার পাযে বন্দী-বেশে।
কিম্বা...হা! হা!.. তাহার চেযে সিঞায়ে কাঁচা গোচর্ম্মেতে
দিক্ পাঠায়ে গোচরে মম ধিক্ জীবিতে প্রাণ না যেতে ;
পীর সে কাঁচা-সিন্নি-লোভী—কাঁচার ক্ষুধা তাহার আজি ;
শুকায়ে কাঁচা ধরিলে এ'টে কাঁচার মজা বুঝিবে পাজী।"
স্তব্ধ হয়ে রহিল সবে প্রতিবাদের সাহস নাহি,
বিকৃত করে বিকট মুখ মোদের পানে বক্র চাহি।
আমরা দোঁহে মহোল্লাসে জয়ের আশে পরস্পরে
নীরবে হেরি উজল চোখে, বহিন্ তাহা মনে কি পড়ে ?

অবলা করি গড়িল বিধি, তাই নারীরে দিল সে ছল,
বল নাহিক বাহুতে যার তাহার চির-ছলনা বল।
কহিনু কি যে করিনু কি যে ভাবিয়া ঠিক করিনি আগে,
বাঁচিয়া গেনু লালচ্-আঁচে এই কথাটি চিত্তে জাগে।
ভাতিবে কোথা ইচ্ছা মম স্বয়ম্বরে মাল্যরূপে,
তাহা না হয়ে রাজার মেয়ে ডুবিব কার কামের কূপে ?
বাঁচিয়া গেনু, বাঁচিয়া গেনু ; কে কোথা মনে ভাবিতে নারি,
সত্যে আমি প্রণাম করি, মিথ্যা মম লজ্জাহারী।
মিথ্যা হ'ল মুক্তিদাতা, মিথ্যা হ'ল ভয়ত্রাতা,
সত্য আছে হাত গুটায়ে, আছে কি নাই জানিও না তা।

সত্য কিবা? মিথ্যা কিবা? দেবতা কই? ধর্ম্ম কোথা?
ধাতুশিলার মূর্ত্তি যত,—ওরা কি মোর স্তুতির শ্রোতা?
গাধার পিঠে কাসিম যবে ম্লেচ্ছ দেশে পাঠাল সবে,—
চারিটা করে' আছে তো হাত, রুখিতে কেন নারিল তবে।
দেউলে ধ্বজা পড়িল টুটে, যবন ছুঁল বিগ্রহে রে,—
দেউলে যদি দেবতা থাকে এ অনাচার কেমনে হেরে?
হাতীর ভুলে ডুবিল জাতি, অর্থ এর কোথায় মেলে;
বহিন্! তুমি কাঁদিতে পার, আমি তো বাঁচি মরিতে পেলে।

* * *

সত্য গেছে অতলে ডুবে মিথ্যা সে যে হয়েছে জয়ী,
দেশের রাহু কাসিম মৃত, আজ মরিতে কাতর নহি।
খবর দিল কালিফ নিজে; উঠিনু হেসে; হাসিব নাক'?
কহিনু "মিঞা! মূর্খ তুমি, নারীর আগে কী বল রাখ?
নিরপরাধী কাসিম আলি, ছোঁয়নি মম কেশেরও কণা,
তারে নিহত করিলে তুমি? বুঝিতে নার প্রবঞ্চনা?
কেমন ক'রে রাজ্য রাখ? রাজন্! তুমি মূর্খ অতি;
কাটিলে নিজ ডাহিন বাহু, বিধাতা বাম তোমারও প্রতি।"
ক্ষেপিয়া গেল কালিফ যেন কঠোর মোব টিট্কারিতে,
তৎক্ষণাৎই হুকুম দিল হাতে ও গলে শিকল দিতে।
ঘোড়ার ল্যাজে বাঁধিয়া দোঁহে সেই ঘোড়া সে ছুট্ করাবে,
চূর্ণ হবে অস্থি যত পথের ধূলে পরাণ যাবে।
এই তো সাজা! রাজার মেয়ে! পথে জীবন যাবে টুটে;
মোদের লোহে মরুভূমের ধূলে গোলাপ উঠ্বে ফুটে।
আমার তাহে দুঃখ নাহি, বরং খুসী আমার মন,
অনিচ্ছারি সোহাগ চেয়ে শ্রেয় মরণ-আলিঙ্গন।
বহিন্! তুমি নেহাৎ ভীরু, মোছ তোমার চোখের জল,
শত্রু শুধু হাস্‌ছে দেখে, এখন কেঁদে কি আর ফল?
কার করুণা চাও জাগাতে শত্রু-পুরে নিঃসহায়,—
বাইরে তব দুর্ব্বলতা প্রকাশ করে' কি ফল হায়!
মরিয়া গেছে পিতার অরি মোদেরি কূট কৌশলে;
জযের মালা-মাথায় পরে' চল মরণ পায় দ'লে!
বহিন্! তুমি হৃদয় বাঁধ হিন্দু-রাজনন্দিনী,
মরণ জিনে মরিব মোরা সিন্ধু-মরু-সিংহিনী॥

যশ্‌মন্ত্

আমায় এরা পাগল বলে, কয় গো দেওয়ানা!
শাহান্ শাহা! আস্‌তে ব'লে আজ কেন মানা?
গরীব আমি ছিলাম খুসী গরীব-আনাতে,
তোমার কাছে নিজের কথা যাইনি জানাতে।

অড়র কাঠের কয়লা দিয়ে পথের দু'পাশে
প্রাচীর-গায়ে পট আঁকিতাম, ছিলাম উল্লাসে।
হাওদা হ'তে দেখতে পেয়ে থামালে হাতী
মেহেরবানী বহুৎ তোমার মোগলের নাতি।
নক্সা দেখে আপনি তুমি তুষলে বখ্‌শিশে,
দেওয়ান-খাসে ঠাঁই দিলে হে গুণীর মজলিসে।
তুলির খেলা দেখে 'সাবাস্' ওস্তাদে বলে
আদ্‌রা দেখে আদর ক'রে ঠাঁই দিলে দলে।
এ'কে দিলাম তোমার ছবি দরবারে এসে
নও রতনের সভার মাঝে দববারী বেশে।
আমায় তুমি সঙ্গে ক'রে দরবারে দাও বার,
নক্সা দেখে নক্সা আঁকি বেগম-সাহেবার।
হঠাৎ কে কি চুক্‌লি খেলে আমার আড়ালে,
চুক্ ছিল না হায় গো তবু শিক্‌লি পরালে!
আয়ী গো! তোর পায় পড়ি গো, শিক্‌লি দে খুলে
আঁকব্ না তোর বরেব দাড়ি আমি আর ম্‌লে।

* * *

পর্দ্দা-নিশিন্ বাদ্‌শাজাদী রংমহলে বাস,
তাতার নারী দ্যায় পাহারা হাব্‌সী ক্রীতদাস।
নক্সা নিজের আঁকিয়ে নিতে হ'য়েছে তার সাধ,
ঠোঁট দুটি 'মিম্' আল্‌তা-লেখা, চোখ্ দুটি তার 'সাদ্'।
বাদ্‌শা বলেন যাও 'যশোমন্ত্! বিশ্বাসী তুমি',
খুসী হ'যে কর্রি সেলাম স্পর্শিযা ভূমি।
হুজুর বলেন "বাদ্‌শাজাদী থাক্‌বে ঝবোখায়,
নীল যমুনায় পড়বে ছাযা—দেখবে শুধু তায়।
ছায়া দেখে আঁকবে ছবি বরণ-তুলিতে
পারবে নাক' উপর পানে নযন তুলিতে।
খেয়াল রেখ, দেখ যেন হয নাকো ভুলচুক।"
আমি ভাবি, না জানি তার কেমন মিঠে মুখ!

* * *

জলের ভিতর পোস্তা-গাঁথা বুরুজ উঠেছে,—
শিল্পীজনের স্পর্শে শিলায় পুষ্প ফুটেছে।
নৌকা আমার লাগল এসে প্রাসাদমূলেতে,
জলের কলভাষণ শুনি মনের ভুলেতে।
দোলা দিয়ে জল চ'লে যায় নাযের দু'পাশে
কোন্ সে পরীর পরশ-মদে তরল রূপা সে!
আচম্বিতে পর্দ্দা সরে অন্ধ ঝরোখার,—
পারিজাতের পুষ্প ফুটে বক্ষে যমুনার!
আয়না ধরি' নৌকা পরে দেখ্‌ব কি তারে?
জলের ছায়ায় তিয়াষ কারো মিট্‌তে কি পারে?

আফসানিয়া কাগজ সে কই?—সোনা-ছিটানো?
নীচু মাথা ঝুঁকিয়ে পাগল! কী তুলি টানো?
ফিস্‌ফিসিয়ে কয় কে কানে—রূপ কি সুদুর্লভ!
উপর পানে দেখ্‌রে,—না হয় বল্‌বে বেয়াদব।
বিদ্যুতে দিল্‌ চম্‌কে গেছে—ফেলেছি চেয়ে!
লুকিয়ে গেল বাদ্‌শাজাদী আলোয দিক্‌ ছেয়ে!
রুক্ষ স্বরে সেপাই হঠাৎ হাঁকে 'খবর্দ্দার!'
আফ্‌শোষে হায় হৃদয় শুকায় সংজ্ঞা নাই গো আর।
নীচু মাথা নীচু করেই এসেছি ফিরে।
তুলির লেখা লিখ্‌তে আমার বুকের রুধিরে।

পথে পথে বেড়াই ঘুরে দরবারে না যাই,
যেথায় খুসী 'বাদ্‌শাজাদী!' 'বাদ্‌শাজাদী!' গাই!
বাদ্‌শাজাদী কেবল আঁকি মনের খেয়ালে,
দুর্গ-ভিতে দিল্লী জুড়ে পথের দেওয়ালে।
এই কসুরে বাদ্‌শা! আমায় শিকল পরালে
বাজ পাখী হে! করলে জখম্‌ খাম্‌খা মরালে।
আস্‌মানে চাঁদ সবাই দেখে বারণ নাহি তায
দেখ্‌লে চোখে চাঁদের মালিক শিকল না পরায়।
চাঁদের পানে চাইতে আছে বাদ্‌শাজাদী গো!
তোমার পানে চাইতে মানা, তাই তো কাঁদি গো।
তুমি চাঁদের চাইতে সুদূর সুধার পেয়ালা!
চাঁদ উজলে দুনিযা, তুমি দিল্‌ কর আলা!
তোমায় আমি আঁক্‌ব কোথায মলিন মবতে,
আঁক্‌ব তোমায, দেখব আমাব প্রাণেব পরতে।
চুলেব তুলি চোঁচের তুলি ছুঁইনে আঙুলে, ·
কাঠবিড়ালীব মোচেব তুলি ধরিই নে মূলে।
হাতীর দাঁতে কাঁচকড়াতে আঁকব কিবা আর
দিল্লী জুড়ে দিলেব খবর ব্যক্ত সে আমার।

চাঁদের কোণা! দেখব তোমায, পালিয়ে যেয়ো না,
মনে লাগে, অমন করে জান্‌লা দিযো না।
তুমি, আমায মনে মনে ভাবলে নীচু? ছি!
কোমল মনে এমন দারুণ ভাবতে পার কি?
মানুষ বড়! মানুষ ছোটো! এম্‌নি কি ছোটো?
তোমরা না হয় পটের বিবি, আমরা সে পোটো।
পাখোয়াজে সাজ পরানো মোর বাপদাদাদের কাজ,
পয়জারে হাত লাগাই নে গো, মৃদঙ্গে দিই সাজ।
বিধি আমায় শিল্পী ক'রে দিলেন পাঠায়ে,
রূপের রঙের নেশায কিসে উঠব কাটায়ে?

ওই নেশাতেই আগুন বুকে ধরে জোনাকী,
বজ্রশিখায় তুচ্ছ মানে ফটিক-জল-পাখী।
মানুষ উঁচু, মানুষ নীচু—শুনতে না চাহি.
হায় রে সরম! কোথায় ধরম? কোথায় ইলাহি?
মানুষ ছোটো, মানুষ বড়ো এও কখনো হয়,
এক বিধাতার হাতের গড়ন, ছাঁচ তো তফাৎ নয়।
দুঃখ দিতে তোমরা দড় তাই কি বড়? ভাই!
আমরা ছোটো সেই দুখে যে পাগল হ'য়ে যাই।
বাদ্‌শা! আমার গর্দানা নাও ; যাতনা এড়ি ;
পাগল ব'লে মাফ ক'রে পায পরিয়ো না বেড়ী।

*   *   *

কাল্‌পেঁচাতে হাঁক্‌ছে প্রহর, সান্ত্রীরা ঘুম যায়,
মাকোষা জাল বুন্‌ছে মোগল! তোমার ঝবোখায়।
মনের কথা মনেই কাঁদে মনের বিজনে,
মানুষ উঁচু মানুষ নীচু মেকীর ওজনে!
চোখের দেখা দেখ্‌তে শুধু জড়িয়েছি জালে।
দেখার তৃষা মিটাব,—তা'ও নাইক কপালে।
গুলিয়ে গেল মগজ, মনে কখন যে কি ঝোঁক্‌
আপনি কাঁদি আপনি হাসি, পাগল বলে লোক!
আযী! আমায় ছেড়ে দেগো, করব না কিছু,
(শুধু) নীল যমুনার দেখ্‌ব গো জল, শির করে নীচু।
ডবল্‌ শিকল পরাস,—যদি উঁচু চোখে চাই,
নীল যমুনার জল দেখিতে বারণ তো কই নাই॥

দুর্ভাগা

চোখের জলে ডাকছি তোমায় ডাকছি জনম ভোর,
শতেক তাপে তপ্ত আমি জীর্ণ জীবন মোর ;
জগৎস্বামী! করতে হবে আমায় করুণা,
স্বামী-সোহাগ-বঞ্চিতারে নিরাশ ক'র' না।
প্রাণের ডাকে ডাক্‌লে, শুনি, ঠেলতে নার যে,
প্রাণের যোগে যুক্ত তুমি,—মৃণাল সরোজে ;
এস আমার পরাণ-পুটে আনন্দ অক্ষয়!
ঠাকুর আমার, দয়ার ঠাকুর! প্রভু! দয়াময়!
গোসাঁই গুরু চাইনে আমি পরের দালালি,
পরের দালালিতে কেবল কপালে কালি।
পরের পরামর্শেতে ধিক্‌, আপন করে পর,
দুই হৃদয়ের মধ্যে এসে করে স্বতন্তর।

চাইনে আমি, চাইনে ওগো, পরের সুযুক্তি,
আর যারি হোক্ আমার ওতে হবে না মুক্তি।
ঠেকে শিখে এম্নি হ'য়ে গেছে আমার মন,
নিজের ডাকে ডাক্‌ব তোমায়, ঠাকুর নিরঞ্জন!

* * *

পরের কাছে গোপন কথা জানিয়ে অকারণ,
পর হ'য়ে মোর গেছেন স্বামী ব্যর্থ এ জীবন।
তোমার পায়ে জানাই প্রভু! দুখের কাহিনী
স্বামী ছিলেন খোস্-খেয়ালী, কুলোক নন্ তিনি।
পাঁজীর মতে লগ্ন ছিল, তবুও যে কেমন
আমার পরে তেমন ক'রে লাগল না তাঁর মন।
মৌনে গেল মিলন-রাতি শুকিয়ে গেল মুখ,
সোহাগ-কৃপণতায় তাঁহার পেলাম মনে দুখ।
অল্প তখন বয়স আমার, প্রথম ব্যথা সে,—
জানিয়ে দিলাম যারে তারে কী এক হুতাশে।
একটুখানি টানের কমী—একটুকু গরমিল,—
আপনি যেতে পাবত সেরে হয় তো সে তিলতিল,—
ইহার উহার কথার খোঁচায উঠ্‌ল বেড়ে ঘা,
আনাড়ীদের নাড়াচাড়ায় সারতে পেলে না ;
চুল সম চিড়্ বাড়ল চাড়ে, অদৃষ্টে কষ্ট,
ফুঁয়ে ফুঁয়ে ধুঁইয়ে আগুন হল সে পষ্ট।
মন না পেয়ে মনের কথা, হায় গো সব আগে
জানাই নি মোব মন্-মানুষে দুঃখে ও রাগে ;
জানিযেছিলাম নীচ দাসীরে এম্নি কুবুদ্ধি,
জনম ভ'রে চলছে আমার সেই পাপের শুদ্ধি।

দুটি মনের মনামুনি ঘটল না দেখে
মা বোন্ বলেন "কেমনে বশ যায় করা একে?"
জুটল এসে মন্ত্র-জানা সাধু-সন্ন্যাসী—
যাগের নামে টাকা নিযে ভাগল কেউ কাশী,
কেউ পরালে মাদুলি আর কেউ করালে জপ,
ঈশান কোণে পুঁতলে সরা, ব্যর্থ হল সব।
ছিটা ফোঁটা মন্ত্র ঘটা উঠল যেই বেড়ে,
একেবারে তফাৎ স্বামী হ'লেন ঘর ছেড়ে ;
মনের কোণে যে খুঁৎ ছিল, সাবত সে হয় তো,
পরস্পরের ঘনিষ্ঠতায়,—বিচিত্র নয় তো,—
মনের ডাকে ডাক্‌লে পরে মন হ'ত তার বশ,
ভাবের ঘরে অভাব ; শুধু বাড়ল অ-স্বরস।

তুচ্ছ ধনের থাক্‌লে দাবী, নালিশ চলে তার,
মনের দাবীর নাইক নালিশ মিথ্যা হাহাকার ;
কোন্ হাকিমে মনের পরে করতে পারে জোর
খোরপোষের এ নয় গো দাবী স্নেহের ক্ষুধা মোর।
কোন্ আদালত ডিক্রি জারি করবে গো চিত্তে,
কোন্ হাটে সে ধন পাওয়া যায় হায় গো কি বিত্তে।
মনের মালিক তফাৎ থাকে দ্যায় না সে ধরা,
কইলে কথা জবাব দিতে করেই না ত্বরা।
চোখে চোখে মিলন হ'লে অন্য দিকে চায়,
জান্‌লা দিয়ে উদাস আঁখি কোথায উড়ে যায় ;
স্বামীর সোহাগ এই জীবনে পাইনিক, স্বামী!
শুভ কাজে ডাক পড়ে না, দুর্ভাগা আমি।

দিনের পরে দিন চলে যায মাসের পরে মাস,
হুতাশে মন শুকিযে উঠে নাই কোনো আশ্বাস।
হঠাৎ এল দাসীর মাসী পরম গুণী সে,
ওষুধ-বিষুধ অনেক জানে ; এমনি শুনি যে,—
দাসীর মাসীর দেখন্-হাসির জামাই বেযাড়া
তার ওষুধে এক্কেবারে হযেছে ভেড়া!
শুনে যেন দোক্তা পাতার লাগ্‌ল তলব জোর
আড়ালে তায শুধাই ডেকে "কেমন ওষুধ তোর?—
খাওয়াতে হয়?" "তা হয বাছা!" বল্‌লে আমায সে
আমার তখন বুদ্ধি কাঁচা বল্লাম "এনে দে!—
ভয় কিছু নেই?" "রামঃ, হাতে পড়বে যে দড়ি
তেমন ওষুধ আমরা রাখি?—পরব হাতকড়ি?"
নিলাম ওষুধ, পানের সাথে দিলাম স্বামীবে,
পাপীর পাপী পশু-পাপীর অধম আমি রে।
ওষুধ আপন কাজে করিল, দিনে দিনে হায়।
অমন মানুষ চোখের উপর কেমন হয়ে যায়!
মগজ গেল নষ্ট হ'য়ে, বুদ্ধি হ'ল ক্ষীণ,
রইল হ'য়ে জব-স্থবির, অধীন, গতিহীন।
পেলাম তারে হাতের মুঠায় ; পেলাম না পুবা,
'গুণ' করিতে করম-দোষে সব হ'ল গুঁড়া।
পেলাম তারে নিজের কোটে, পেলাম না তার মন,
মনের মজা ফুরিয়ে গেছে, জড় এবে সেইজন।
জড়কে নেড়ে কি সুখ? বল! পুতুল-খেলা, হায!
ছেলেবেলার সুখ সে, এখন সুখ মেলে না তায়।
ভ্রষ্ট সাধক! করলি কি তুই? মূর্খ তুই খাঁটি,
কাদার ছাঁচে মনের ঠাকুর করলি যে মাটি।

মাটির ডেলা পূজা করে ভরল না হায় মন,
মন দিয়ে মন পেয়ে যে সুখ, সে সুখ অদর্শন।

নিত্য-প্রায়শ্চিত্তে কত দিনের পরে দিন
কেটেছে মোর পঙ্গু স্বামীর সেবায় শ্রান্তিহীন ;
আমার পাপে পঙ্গু স্বামী হায় গো বিধাতা!
তোমার পায়ে ঠাঁই পেয়েছেন, আমি অনাথা।
এক্‌লা জীবন, স্মৃতির বোঝা বইতে না পারি'
তোমায় ডাকি আকুল মনে, হে দুঃখহারী।
মানস-রূপে এস মনে মনের পরমেশ!
পাপে তাপে জীর্ণ হৃদয়, দুখের কর শেষ।
গুরু গোসাঁই চাইনে আমার নেব না মন্তর,
নিজের ডাকে ডাকবে তোমায তৃষিত অন্তর ;
শিশু যেমন সহজ সুখে আপনি দুধ টানে,
দুধ টানিবার মন্ত্র কেহ না দ্যায তার কানে,
তেম্‌নি আমার প্রাণের টানে টান্‌বে তোমারে
আপ্‌নি পূরা হবে হৃদয় অমৃত-ধারে।
নানান্‌ মতে এই জগতে হয়েছি নিষ্ফল,
এস প্রাণে প্রাণের আবাম! মুছাও আঁখিজল।
তোমার আমার মাঝখানে আর বসাব কারে?
আড়াল ক'রে থাক্‌বে সে যে ঢাক্‌বে আঁধারে ;
কথার ধোঁয়া, মতের ধূলা উড়াবে খালি,
চাইনে ঠাকুর! চাইনে আমি পরের দালালি।
তুমি গুরু, তুমি গোঁসাই তুমি সে ইষ্ট,
ইহ পরকালের স্বামী ভক্তি-আকৃষ্ট।
তুমি পরম প্রায়শ্চিত্ত মলিন এ চিত্তে,
কর পরম প্রেমের ভাগী আনন্দ-তীর্থে।
অন্ধ-করা অন্ধকারে দীপ্ত তুমি দীপ,
অশ্রু-ঘন জীবনে মোর শ্রাবণ-শোভা নীপ।
বন্ধ ঘরে বন্ধু! কথা কইছ ইশারায!
মানস-লোকে মনের মানুষ! প্রণাম করি পায়॥

বিদ্যার্থী

আমারে পড়ুয়া করি' লও তব
বিদ্যারণ্য মুনি!
পণ্ডিত-বটু বটি হে ঠাকুর—
হ'তে পারি নাই গুণী।

বয়স আমার বত্রিশ পার,
তোমারে সুধাই তাই—
এ বয়সে আর বিদ্যা পাবার
কোনো ভরসা কি নাই?
যেখানে গিয়েছি ফিরায়ে দিয়েছে,
ফিরেছি নানান্ দেশে,
ভেসে ভেসে আজ তোমারি চরণে
আসিযা ঠেকেছি শেষে।
ভোজ খেয়ে আর দাবা পাশা খেলে
বয়স গিয়েছে কেটে,
বংশ-গরিমা রাখিতে নারিনু,
জল আসে চোখ্ ফেটে।
এ সকল কথা আগে ভাবি নাই ;
দিন গেছে টো টো ক'রে,—
দোকানে দোকানে মজ্‌লিস্ রেখে,—
ফল পেড়ে পাখী ধরে।
আমাদের টোলে মানুষ হয়েছে
দেশ-বিদেশের ছেলে,
আমারি কেবল গ্রাহ্য ছিল না,
দিন গেছে অবহেলে।
সহসা ঘটিল পরিবর্ত্তন
ঠাকুরের হ'ল কাল,
মা গেলেন সহমরণে চলিয়া :
বুঝিনু নিজের হাল।
পড়ুয়ারা চলে গেল একে একে,
জনহীন চৌপাড়ি,
পল্লী নীরব হ'য়ে গেল যেন
ভয়েতে ভরিল বাড়ী।
পণ জুটিল না, বিবাহ হ'ল না
হাত পোড়াইয়া রাঁধি।
কাঠ কাটি, জল তুলি, ভাঙা বেড়া
গিরা দিয়া নিজে বাঁধি।
তবুও সময় না চায় কাটিতে,
চিৎপাত হ'যে পড়ি,
মশা মারি, মাছি তাড়াই, ঘরের
গণি গো বর্গা-কড়ি।
ঢুকিলে কুকুর করি দূর দূর,
গরু এলে দিই তাড়া,
কোনো কাজ আর ছিল না আমার
একেবারে ইহা ছাড়া।

বলিতে ভুলেছি,—কোনো কোনো দিন
সিন্দুক পেটি খুলি
দেখিতাম বসে পুরাণো কালের
গৃহ-তৈজসগুলি।
দেখিতাম মোর অন্নপ্রাশনে
পাওয়া ঘটি, বাটি, থাল,
ঠাকুরমায়ের রাঙা চেলি আর
ঠাকুরদাদার শাল।
পৈতৃক ধন বিদ্যা না পেয়ে
পেলাম পুঁথির রাশি,
পিতার বিয়োগে পৈতৃক ভিটা
আমায় ধরিল গ্রাসি'।
আমার বলিতে শুধু সেই ছিল,
সেই পুরাতন ভিটা,—
তার ইঁটে ইঁটে মাধুরীর ছিটে,—
ভিটা মমতায় মিঠা।
তারে ছেড়ে মন নড়িতে না চায়,—
পড়ে আছি দিবারাতি,
ফিরে গেল কত নগর-ভোজের
নিমন্ত্রণের পাঁতি।
অকারণ তবু ভয়ে যেন মন
ভরিয়া ভরিয়া ওঠে,
ছাত্রমুখর এই সেই ঘর
আওয়াজ দ্যায় না মোটে!
মৃত্যুর মত নির্ব্বাক সে যে
বিহ্বল ক'রে তোলে,
পরাণ থাকিতে হ'যে সচকিত
মাথা রাখি তার কোলে।
নিজ খড়মের প্রতিধ্বনিতে
রাতে উঠি ভয়ে কেঁপে,
কোনোদিকে আব চাহিতে না পারি
দুই হাত বুকে চেপে—
ঘরে ঢুকে যাই, কবাট আঁটিয়া
হাৎড়াই চক্‌মকি,
দীপ জেবলে ভাবি ভয় ভুলিবারে
উপায় বা করিব কী!
চোখ্ পড়ে গেল পুঁথির রাশিতে,—
মনে প'ল,—রাম নামে
ভয় দূরে যায়, ভাগে ভূত প্রেত
ভীরুর ভাবনা থামে।

করিলাম স্থির খুঁজিব এখনি
রামায়ণ পুঁথিখানা,
চেষ্টা করিয়া পড়িব, নাগ্‌রী
হরফ তো আছে জানা।
চট্‌ ক'রে যেই চড়িনু চালিতে
পট্‌ করে পচা দড়ি
ছিঁড়ে গেল, চালি ভেঙে পুঁথিপাতা
গৃহতলে ছড়াছড়ি।
আমি পড়ে গেনু, তাহারি ঝাপটে
সহসা নিবিল বাতি,
পৃষ্ঠে মাথায় পড়িতে লাগিল
কিল, চড়, গুঁতা, লাথি!
মনে হ'ল শত ক্রুদ্ধ চোখের
দৃষ্টি আমার 'পরে
আছে নিবদ্ধ,—টিট্‌কারী-ভরা
অকরুণ অন্তরে।
পড়িছে পড়িছে কেবলি পড়িছে
তুলিতে না দ্যায মাথা,
হারানু চেতনা; তারপর আর
কী যে হ'ল—জানি না তা'।
মূর্খজনার মলিন পরশ
সহেনা সরস্বতী,
তাই এ ঘটনা ঘটিল বুঝি বা
তাই এই দুর্গতি।
দুর্গতি কি না বলিতে পারি না,—
স্বপনেতে সেই দিন
পরলোকগত পিতারে দেখিতে
পেয়েছিল এই দীন;
মূর্খ ছেলের দুঃখে বুঝি গো
ব্যথা পেয়েছিল মন,
স্বর্গ ছাড়িয়া আমারি শিয়রে
তাই হ'ল আগমন;
জীবনে আবার স্নেহ-গম্ভীর
বচন শুনিনু তাঁর,
কহিলেন মোরে "বন্দিনী বাণী,
কর তাঁরে উদ্ধার"।
কি বলিতে গেনু,—কাঁদিয়া উঠিনু,—
স্বপন টুটিল, হায়,
চাহিয়া দেখিনু প্রভাতের আলো
উঁকি দ্যায় জানালায়।

পুঁথিগুলো যেন হাসে মোরে দেখে
মেলি' হরফের দাঁত,
ধীরে ধীরে তবু গোছাতে গেলাম
মিলাতে গেলাম পাত।
তুলোটের পাঁতি তালের পত্র
ভূর্জ্জ-লিখন আর
আমার উপরে আড়ি করে' যেন
হ'য়ে আছে একাকার।
তিল-তণ্ডুল মিলনে মিলেছে
একশো পুঁথির পাতা,—
নীরে-ক্ষীরে যেন মিশেছে, তাদের
গোছাতে ঘুরিল মাথা।
অক্ষরগুলো চেয়ে থাকে শুধু
অর্থ না যায় বোঝা,
ভূতের বোঝা এ,—দিই চুল্লীতে ;
কাজ হ'যে যাক্ সোজা।
হঠাৎ স্মরণ হইল স্বপন,—
পোড়ানো হ'ল না আর,—
"বাণী বয়েছেন বন্দিনী হ'যে
কর তাঁরে উদ্ধার।"
নিষ্ফলে খেটে দিন গেল কেটে,
রাত্রি আসিল ফিরে,
বিতথ পুঁথির মধ্যে পাতিনু
মলিন শয্যাটিরে!
চক্ষু জুড়িয়া তন্দ্রা যেমন
আসন পেতেছে তার,—
অমনি শুনিনু "বন্দিনী বাণী
কর তাঁবে উদ্ধাব।"
পাগলের মত হইয়া উঠিনু
অনিদ্রা অনাহারে,
ভিটামাটি ছেড়ে হলাম বাহির
নিশির অন্ধকারে।
গ্রামের প্রান্তে বেণুবনে বায়ু
করিতেছে হাহাকার,—
"বাণী রযেছেন বন্দিনী হ'যে
কর তাঁরে উদ্ধার।"
ঝিঁঝিগুলো বলে "ছি ছি! মিছেমিছি
পিছনে চেয়ো না আর,
বাণী রয়েছেন বন্দিনী হ'য়ে
কর তাঁরে উদ্ধার।"

ভরি' দিল ঝুলি ; দৈবে মোদের মিলিল চক্ষু চারি,
চমকি' নয়ন নত করিলাম ; আমি না ব্রহ্মচারী ?
মৌনীর সেই মৌন আবেগ
রচনা করিল কামনার মেঘ ;
চঞ্চল হাওয়া ফিরিতে লাগিল দেহমনে সঞ্চারি' !

দ্রুত পদে চলি' ফিরিয়া এলাম, না কহি' একটি বাণী,
মৌনীর ব্রত রক্ষা সেদিন করিনু দুঃখ মানি'।
বল্গা-শিথিল সেদিন অবধি
মন হল মোর তপের বিরোধী,
আঁখি-আগে শুধু জাগিতে লাগিল নামহীন মুখখানি।

উঠিতে লাগিল হিয়াখানি তার দিনে দিনে উপচিয়া,
খুসী হ'ত খুসী করিয়া আমায় প্রচুর ভিক্ষা দিয়া ;
একদা কহিল মুখপানে চেয়ে
মৃদু চাহনির মমতায় ছেয়ে
"মৌনী ঠাকুর, কাল থেকে যেযো আগে মোর দান নিয়া।"

পরদিন প্রাতে ভিক্ষাপাত্র নানা উপচারে ভরি'
কহিল "ঠাকুর খর রোদ্দুর, ঘরে ফির ত্বরা করি'।"
ফিরিলাম, আঁখি এল ছলছলি
কৃতজ্ঞতার কুসুমাঞ্জলি
মৌন হৃদয়ে দিনু নিবেদিযা স্নেহ-রূপিণীরে স্মরি'।

অসময়ে মোরে আশ্রমে দেখি' গুরু কহিলেন "এ কি !
সকালে ফিরেছ তবু কেন আর মূরতি ক্লিষ্ট দেখি ?"
অপরাধী সম চরণে তাঁহার
মাথা নত করে' দিলাম আমার,
উজ্জ্বল সেই পাবকের কাছে লুকানো চলে কি মেকি ?

ক্ষণেক নীরব রহি' কহিলেন স্নেহগম্ভীর স্বরে
পরশে-পরুষ করুণ হস্ত রাখি মস্তক 'পরে
"অসুস্থ বলি' হয় তোরে মনে
কাজ নাই আর ভিক্ষা-ভ্রমণে,
কাল হ'তে আমি যাব মাগিবারে, বৎস ! রহিয়ো ঘরে।"

নাসাগ্রে আঁখি করি' নিবন্ধ রহিলাম আশ্রমে,
অভীষ্ট নাম জপিয়া রসনা অবশ হইল ক্রমে ;
ক্ষীণ হ'ল দেহ অল্প ভোজনে,
শুদ্ধ রহিনু একা নির্জ্জনে
মৌন প্রেমের চিহ্ন উঠাতে তপের পরিশ্রমে।

কোথা দিয়ে যায় বৎসর মাস খেয়াল করিনি কিছু,
আপনার মাঝে মগ্ন ছিলাম চাহি নাই আগুপিছু ;

আগুন জ্বালায়ে দারুণ নিদাঘে,
নদীজলে ডুবে দুরন্ত মাঘে,
দিন গেছে ধারা লয়ে শ্রাবণের মস্তক করি' নীচু।

তবু সেই ছবি ভুলিতে নারিনু কৃচ্ছ্র তপস্যায়,
মীনা-করা ঘরে মিছে চুনকাম, ছবি লুকাল না হায় ;
ক্রমে গুরুদেব রাখিলেন দেহ,
মাথার উপরে রহিল না কেহ ;
চিত্ত আবার ভরিল তপের বিঘ্ন-আশঙ্কায়।

ছাড়ি' বারাণসী তীর্থ ভ্রমিনু মিলি' সন্ন্যাসী-দলে,
পদ্ম-বীজের মালা কারো ভালে, স্বর্ণ-পাদুকা গলে!
দেখিনু শৈব, উগ্র, ভাক্ত,
উদয-সৌরী, সিদ্ধ, শাক্ত,
কুঙ্কুম মাখি' গণেশ-সাধনা দেখিলাম কুতূহলে।

নানা পন্থায় নানান্ আচার দেখিলাম একে একে,—
দিতে এল কেহ তপ্ত লোহায় বাহুতে মহিষ এঁকে!
কেহ বলে "লেখ শঙ্খ, চক্র,"
কেহ বলে "আঁক দন্ত বক্র,"
"স্বর্ণ-শ্মশ্রু পুরুষেরে পূজ" কেউ বলে হেঁকে ডেকে!

তাল-তরু-নিভ বেতালের পূজা দেখিলাম এক ঠাঁই,
কণ্ঠে বাহুতে শেল বেঁধে তারা খুঁজে মরে 'সিদ্ধাই'!
বাহুতটে আঁকি কুসুম-সায়ক
মন্মথে পূজে কত উপাসক,
বাণী-পূজকের বীণা পুস্তক—দুইই বুকে লেখা চাই!

ঘুবিযা ঘুরিযা ক্লান্ত পরাণে ফিরিনু কাশীর বাটে,
বহুদিন পরে আসিযা বসিনু মণিকর্ণিকা ঘাটে ;
ভাষাহীন স্নেহে উদাসীর মন
কেড়ে নিল কাশী, ফুবাল ভ্রমণ,
জপের মালাব গুটিকার মত একে একে দিন কাটে।

একদা চিতার ভস্মে-ভূষিত এল এক কাপালিক
ভালে কজ্জল, গলে হাড়-মালা, রাঙা আঁখি অনিমিখ্,
নরমুণ্ডের খর্পর হাতে,
বাঘছাল-পরা, জটাজুট মাথে,
'ব্যোম্' 'ব্যোম্' রবে কেঁপে ওঠে মন কেঁপে ওঠে দশদিক।

এই তো আমাব উদ্ধার-পথ হযেছে আবিষ্কার!
সিদ্ধি লভিব শব-সাধনায় হইব নির্ব্বিকার,
সব কোমলতা মন হ'তে ঘুচে
সে কোমল মুখ দিয়ে যাবে মুছে,
চিতার আলোকে রূপের মূল্য বুঝে নেব এইবার।

মনের কামনা নিবেদন আমি করিলাম কাপালিকে,
আগ্রহ দেখি' ভালে মোর টীকা দিল কজ্জলে লিখে ;
নূতন গুরুর সঙ্গে শ্মশানে
ফিরিতে লাগিনু শঙ্কিত প্রাণে,
গুরু আগে গেলে তবে সে যেতাম প্রেতস্থানের দিকে।

একদা নিশীথে গুরুর নিদেশে শ্মশানে চলেছি একা,
কৃষ্ণা যামিনী, বৃষ্টি নেমেছে, নিজেরে না যায দেখা ;
চলেছি প্রথম শব-সন্ধানে
কত আতঙ্ক উঠিতেছে প্রাণে,
নিরালয় মাঠে ঝড়ের দাপটে কাঁপে বিদ্যুৎ-লেখা।

চঞ্চল চলি' দাঁড়ালাম গিয়ে শ্মশান-অশথ-তলে ;
বিজলী-আলোর ক্ষণিক বিলাসে কি দেখি অথির জলে ?
স্পন্দিত হিয়া দু'হাতে চাপিয়া
নামিতে নদীতে উঠিনু কাঁপিয়া ;
ভয়-দুর্ব্বল হাতে শবদেহ তুলিনু মনের বলে।

সহসা বিপুল আলোকোচ্ছ্বাস! ওগো! একি! একি! একি!
চিনেছি! পেয়েছি!—কই আলো কই?—সংশয়ে গেনু ঠেকি'।
আলো কি আজিকে নেই সংসারে?
কেউ আসিবে না মৃত-সৎকারে?
বজ্র পড়ুক.. আলো হবে তবু...একবার লব দেখি।

আহা—বিদ্যুৎ! যেযো না, পেযেছি দেখেছি ..হযেছে শেষ ;
শেষ?.. কে বলিল? এই সতীদেহ বহিযা ফিরিব দেশ।
আজি আরম্ভ প্রেমের আমার,
ভিখারী পেয়েছে হাবানিধি তার!
লঘু হ'য়ে গেছে দেহ, মন, প্রাণ, অশ্রুর নাই লেশ।

আমি অভিসারে এলাম শ্মশানে জলে ভেসে তুমি এলে!'
এতদূর যদি করিলে কেন গো দেখ না নযন মেলে!
ওগো পূর্ণিমা! ওগো প্রেমগুরু!
আজি যে মোদের মিলনের সুরু ;
দুঃখ কেবল এত কাছে এসে এতদূর হয়ে গেলে।

বুকের মাণিক বুকে ফিরে এসে মলিন কেন গো হ'লে,
কৌতুক-ছলে মৌনী হ'লে কি মৌন-জনের কোলে?
মণিবন্ধনে কঙ্কণ-ডোর
তেমনি উজল রয়েছে যে তোর,
অধরের কোণে স্নিগ্ধ হাসিটি বুঝি রে তেমনি দোলে।

আহা—বিদ্যুৎ! দয়া কর—দাও দেখিতে ক্ষণপ্রভা!
অন্ধের মত পরশ বুলায়ে ভুঞ্জিতে নারি শোভা :

হিম! হিম! সব হিম হ'য়ে গেছে,
কবরী শিথিল—জলে সে ভিজেছে ;
অসাড় অবশ স্পন্দবিহীন—তবু—তবু মনোলোভা।

নগ্ন এসেছে বন্ধুর কাছে সঙ্গে কিছু না নিয়ে
বিনা সঙ্কোচে এসেছে কিশোরী অজানা অপথ দিয়ে ;
বিজন শ্মশান, রাত্রি আঁধার,
কুণ্ঠা ঘুচাও চাহ একবার,
কি দুখে মরণ করেছ বরণ? বল একবার প্রিয়ে!

কথা কহিবে না? একি অভিমান? কিবা যা' করেছি ভয়—
ক্ষীণ পুণ্যের ক্ষণদা আমার! এ তুমি সে তুমি নয়!
ওগো কে আমারে বলে' দিবে হায়!
কেন এ লতিকা অকালে শুকায়?
মৌন প্রেমের এই পরিণতি! প্রেতভূমে পরিণয়!

তুমি ম'রে গেছ? শ্মশানে শুয়েছ? তবে তাহে নাই ডর?
এই কি মরণ?...এই মৃত দেহ?...মৃত্যু কী মনোহর!
কালের পরশে নাই বিভীষিকা
তুমি শিখাইলে অয়ি রূপশিখা!
মরণের বেশে মনের মানুষ শ্মশানে পাতিলে ঘর!

স্নেহের পুতলি,...সেই হ'ল শব! . শবের সাধন সোজা :
কাপালিক! তুমি কী শিখাবে আর? মূর্খ! ভূতের ওঝা!
একদিন যেই ভালবাসা দেছে
সেই আজি মোরে সাধক করেছে ;
সিদ্ধ হয়েছি, ঋদ্ধি পেয়েছি, শেষ হ'য়ে গেছে খোঁজা।

প্রিয়া! প্রিয়া! প্রিয়া! প্রাণের দোসর! আর নাহি মোর লাজ!
ব্রহ্মচারীর সকল গর্ব্ব ধ্বংস হয়েছে আজ।
আর কোনোখানে নাই কোনো বাধা,
সিদ্ধির লাগি' শেষ হল' সাধা,
শুষ্ক তরুরে বিজুলির পাতে মুড়ে আজি দেছে বাজ।

শঙ্কা টুটেছে, শাসন ছুটেছে, শ্মশান হয়েছে গেহ ;
শবেরে জেনেছি আপনার জন, মৃতেরে দিয়েছি স্নেহ ;
সে যে পেয়েছিল মায়ের আদর,
সে যে ছিল কার আলো করি' ঘর,
দুখে সুখে কালি ছিল মোর মত—আজিকার শবদেহ।

চিতার বিভূতি ভস্ম সে নয়,—প্রেমতীর্থের ধূলি,
ছিল গো প্রেমের বন্ধন-ডোর এই কঙ্কালগুলি ;
বন্ধুবিহীন শ্মশানের শব!
তোমাদের লয়ে করি' উৎসব
নিশীথ গগনে ছিন্ন কাঁথার বিজয়-নিশান তুলি'।

শবাসীন হ'য়ে সেইদিন হ'তে অমানিশি করি' ক্ষয় ;
মরণের মাঝে মাধুরী পেয়েছি, হ'য়ে গেছি তন্ময়।
স্মৃতিসতী-দেহ বহি' নিশিদিন
শ্মশানে শ্মশানে ফিরি উদাসীন,
তবু কপালিনী! দয়া কি হ'ল না?...এখনো অনিশ্চয়!

'পরেয়া'

পরেয়া ব'লে তো পর ক'রে দিলে
ওগো আচারীর দল!
তবু দ্যাখ, টি'কে রয়েছি জগতে
যাই নাই রসাতল!
আছি বলে আছি—দিব্য রয়েছি
রয়েছি ফূর্ত্তি ক'রে,
খাটিখুটি খাই মাদল বাজাই
নাচি গাই প্রাণ ভ'রে।
অখাদ্য খাই?—সে কেমন কথা?
অর্থটা তার কি রে?
হ'লে অখাদ্য বা'র হয়ে যেত
সদ্য উদর চিরে।
তা' যখন ভাই আজো হয় নাই
এটা বলিতেই হবে—
খাদ্য খেযেই বে'চে আছি মোরা!
বুঝিলে এখন তবে?
অখাদ্য খাব? সে যে অসাধ্য
সাধন করা রে ভাই!
তা' করিতে গেলে ভোজ-বিদ্যাটা
ভাল ক'রে শেখা চাই।
মোরা নেশা খাই? তা ব'লে তো ভাই
করিনে কাজের ক্ষতি :
ছেলেপুলে পুষি, বৌটাকে তুষি
মা বাপের করি গতি।
তারপর যদি একটু-আধটু
এদিক ওদিক হয়,
ক্ষমা-ঘৃণা ক'রে নিতে হয়,—অত
ছল ধরা কিছু নয়।

তাও ব'লে রাখি,—বসে থাকিব কি ?—
তোমাদের মত আর
মোদের তো নেই সুবিধা তেমন
ফলাহার জুটিবার।
শাস্ত্র লিখেছ আপ্‌কা-ওয়াস্তে,—
করেছ কতই কাপ,—
তোমাদের ভোজ দিলেই পুণ্য,—
আমাদের দিলে পাপ!
মোরা অনার্য্য ?—কৃষ্ণবরণ ?
তোমরা গউর ? দাদা!
কালো হোক্ চাই ধলো হোক্ গাই
দুধ সে সমান শাদা।
আর কি আমরা ? বল! বলে যাও!...
আমরা সর্ব্বভুক্ ?
ফুলচন্দন পড়ুক মুখেতে!
শুনে ভারি হ'ল সুখ, ..
তোমাদের কোন্ ঠাকুর গো প্রভু!
তারো যে অমনি নাম
হাঁ হাঁ হাঁ হয়েছে—মনে পড়ে গেছে—
আগুন গো গুণধাম।
পরেযাবে নিলে ঠাকুরের দলে—
ঠকে গেলে দয়াময়!
আগুনে যা' দাও সেই ঘৃতটুকু
পাঠাতে আজ্ঞা হয়।
পোড়ায়ে নষ্ট কর তো ঠাকুর
না হয় মানুষে খেলে,
পেটের অগ্নি অগ্নি তো বটে,
'স্বাহা' বলে দাও ঢেলে।
পোড়ায়ে পষ্ট করিছ নষ্ট
আমরা বাঁচিব খেয়ে,
দানের পুণ্য-ঘোষণে শাস্ত্র
মিছাই ফেলেছ ছেয়ে।
তফাৎ হযেছ, দূরে সরে আছ
কাটা মুণ্ডের মত,
রাহুর গরাসে শুধু গিলিছই,—
হজম করিলে কত ?
ছিন্ন কণ্ঠে বাহির হতেছে
যত বা পশিছে মুখে,
নাহিক পুষ্টি, নাহিক কান্তি,
টিঁকে আছ কোন্ 'তুকে' ?

স্পন্দিত-শিরা কবন্ধ—বাহু
করিছে আস্ফালন,
কাটা মুণ্ডের বাচালতা দেখে
হাসিছে জগৎ জন।
জননী-জঠরে ভ্রূণের শরীর
ভেঙে যায় ভাগে ভাগে
বৃন্তে বিকচ পাপড়ির মত
মাঝে তবু যোগ থাকে।
সমাজেরে তুমি ভাগ তো করনি
করেছ ব্যবচ্ছেদ,
যোগের সূত্র কাটিয়া দিয়াছ
গড়িয়াছ জাতিভেদ।
এখন তোমার কাটা মুণ্ডেব
কথায় কে দিবে কান?
কবন্ধটার আস্ফালনের
ভিতরে নাহিক প্রাণ।
হাততালি দিয়া কথা না বলিয়া
নগরের পথ 'পরে
সঙ্কোচ-ভরে কোথায চলেছ
পাগলের ভাব ধ'রে?...
পাছে ছুঁয়ে ফেলি তাই হাততালি?...
করিতেছ সাবধান?
ছুঁতে যাব কেন?...ধর, যদি ছুঁই...
ছোঁয়াতে কী লোকসান?
ছায়া মাড়াইলে হইবে নাহিতে?
এই এ দেশের প্রথা?
শাস্ত্রে লিখেছে? ..লেখেনি? ..অ্যাঁ! বটে?
এ তবে কেমন কথা?
শাস্ত্র মান না?...মান?. তাই নাকি?
আর মান দেশাচার?
আর?...হাঁচি?...আর?. .টিক্‌টিকি?.. আর?
শাসন পঞ্জিকার?
মান না কেবল উপকার-ঋণ
জান না কৃতজ্ঞতা;
অশুচি পরেয়া শুচি করে পথ,
ভুলে কি গেলে সে কথা?
নহিলে শুচিতা থাকিত কোথায়?
কি? কি?...পথ নারায়ণ?
নারায়ণে মোরা করি পবিত্র
মোরা কিসে হীনজন?

পথ ঘাট সবই দেবতা তোমার
মানুষই কেবল মাটি,
অঙ্গ জুড়ায় কথা শুনে, আহা,
পরিপাটি! পরিপাটি!
মোরা অনাচারী! মোরা ব্যভিচারী?
পূজি ব্যভিচারিণীরে?
পরশুরামের মাতৃমুণ্ড
স্থাপিয়াছি মন্দিরে?
জননী-ঘাতীরে তোমরা যখন
করিলে হে অবতার,—
অনাচারী মোরা হার মানিলাম
দেখে এই অনাচার!
জীবন দিয়া যে ভুবন দেখাল
মানুষ করিল স্নেহে,—
সন্তান তুমি,—তাহার বিচার
করিবার তুমি কে হে?
পুত্র বসিযা বিচার করিল
জননীর অপরাধ!
দণ্ডও দিল মুণ্ড কাটিল,
অদ্ভুত সংবাদ!
সেই পাতকীরে অবতার সবে
কবিলে গণ্ডগোলে,
ব্যথা-সচকিত বেণুকাব মাথা
আমবা নিলাম কোলে।
এই অপবাধ—ইহারি লাগিযা
মোদেব কবেছ পর,
তাড়াযে দিয়েছ পল্লী-বাহিবে
কাড়িয়া নিযেছ ঘর।
এই অন্যায় করেছ সকলে
ভৃগু-পুত্রের ভয়ে,
আমবা ঘৃণিত হলাম,—অবলা
নারীর পক্ষ ল'য়ে।
কুকুরেব নীচে ঠাঁই আমাদের
আমরা পরেয়া লোক,
তোমবা ঠাকুর অতি সুচতুর
তোমাদেরি ভাল হোক্॥

সতী

(আমার) কোটি চন্দ্র উদয় হ'ল, বল্ গো তোরা বল্ গো হরি;
সময় হ'ল ডঙ্কা প'ল, এবার তবে যাত্রা করি।

চোখের জল যে নেই ফেলিতে, কেন তোরা কাঁদিস্, ওরে!
যে যাবে তায় বিদায় দে রে, কেন বাঁধিস্ মায়ার ডোরে।
ছাঁদ্‌না-তলার শক্ত বাঁধন, সে বাঁধন যে খুল্‌তে নারি,
পুরুষ মানুষ যেথায় যাবে সঙ্গে যাবে তার যে নারী।
সঙ্গে যাবে সাথের সাথী, সঙ্গে যাবে দুঃখে সুখে,
সঙ্গে যাবে চোখের জলে, সঙ্গে যাবে হাস্য-মুখে।
সঙ্গে যাবে রণে বনে সীতার মতন কুতূহলে,
পিছ্-পা হব? ..পিছিয়ে রব? শ্মশানে আজ যাচ্ছে বলে।
ছাঁদ্‌না-তলার ছাঁদের বাঁধন সে বাঁধন যে শক্ত ভারি,
সাত-পাকে যে জড়িয়েছে পাক চৌদ্দ পাকে খুলতে নারি।

দিস্‌নে বাধা বারণ করি করিস্‌নে রে কান্নাকাটি,
মরণ কারো হয় নাক' রদ্, মাটি যা' সে হবেই মাটি।
কচি কাঁচা নেইক কোলে, শিখেছে সব খ'্‌টে খেতে,
মেয়ের বিয়ে নেইক বাকী, দিয়েছি সব সুপাত্রেতে।
বড় ছেলের বউ এনেছি, (ঠাকুর, এদের সুখে রাখ;)—
সব ছোটটি দশ বছরের তার কথা আর ভাব্‌ব নাক'।
বাজা ওরে বাজ্‌না বাজা, আজ আমাদের আবার বিয়ে;
কই ডুলি কই? কাহার কোথায়? কইরে আমায় চল্ না নিয়ে।
যাব আমি যম জিনিতে, বাজা তোরা বাজ্‌না বাজা,
আল্‌তা দিয়ে সিঁদুর দিযে আবার আমায় ক'নে সাজা।
ফুলের মালা পরিয়ে দে রে, পরিয়ে দে রে রাঙা শাড়ী,
খই কড়ি সব ছড়িয়ে দে রে যাচ্ছি আমি শ্বশুরবাড়ী।

* * *

বিয়ের কালের হাতের নোয়া ক্ষয় গিয়েছে প'রে প'রে,
শিথ্‌লে দে রে প'ইছে খাড়ু খিল্‌কাঠি ওর আল্‌গা ক'রে!
বিবিয়ানা নথটি আমার,—পাঠিয়ে দিয়ো দুর্গা-বাড়ী,—
গড়িয়েছিলাম হয়নি পরা,—আর ওই নতুন পাটের শাড়ী,—
পাঠিয়েছিল ঠাকুরঝি যা',—ওবার যখন যায় সে কাশী;
ঝুম্‌কো ঢেঁড়ি বৌমা প'র'; আর যে সোনার্‌পোর রাশি
ভাগ ক'রে তা' নিয়ো সবাই দেওরদের সব হলে বিয়ে,
আমি ও আর ভাব্‌তে নারি, খালাস তোমার হাতে দিযে।
ভাল ঘরের ঝিউড়ি তুমি এনেছি সম্বংশ থেকে,
এ সংসারে গিন্নি হ'য়ে চল্‌বে সকল বজায় রেখে।
বঞ্চিত না হয় যেন কেউ দৃষ্টি রাখিস্ সবার প্রতি,
আমার শ্বশুরকুলের লক্ষ্মী মা তুই আমার বুদ্ধিমতী।
ননদ ক'টা রইল তোমার; আমাদের অবর্ত্তমানে
তত্ত্ব নিয়ো মাঝে মাঝে, মনে যেন দুখ না মানে।

ছি ছি! বাছা! ওকি আবার! এমন দিনে কাঁদতে আছে?
অমন ক'রে কাঁদ্‌বে যদি, থেকো নাক' আমার কাছে।
আমি তো আর কাঁদব নাক', আমি এখন আমার ছায়া,
আমি এখন গিইছি মরে, মরার আবার কিসের মায়া?

*　　　　*　　　　*

ওলো মাধী! কাঁদিস্ কেন? অনেক দিনের তুইরে দাসী,
ঢের ভুগেছিস্ এ সংসারে ঢের দেখেছিস্ কান্না হাসি।
আজ্‌কে বাছা কাঁদিস্‌নে তুই অমন চোখের জলে তিতি।
কান্না ভারি অলক্ষুণে, আজ যে আমার বিয়ের তিথি।
কর্ত্তা হবেন গঙ্গাবাসী, আমি যাব সঙ্গেতে তাঁর,
আমি অতি ভাগ্যবতী, এমন ভাগ্য হয় ক'জনার?
নিজের গরব কর্ত্তে সে নেই, বল্‌তে তবু ইচ্ছে করে,—
আজ্‌কে আমার কিসের লজ্জা, বস্‌ব চিতা-শয্যা 'পরে।

*　　　　*　　　　*

সহমরণ যায় যাহারা বিধবা হয় আড়াই দণ্ড,
অখণ্ড মোর এয়োৎ-রেখা, দেখ্‌না, কোথাও হয়নি খণ্ড।
বিধবা যে হবই নাক' জানি তা' মোর মন বলেছে,
বিধাতা যে লিখ্‌লে লিখন ফলেছে তা' ঠিক ফলেছে,—
প্রমাণ তো তার কাল পেয়েছিস্,—গেছি আমি আগেই মরে;
ধরেছিলাম আঙুল দুটো জ্বলন্ত দীপশিখার 'পরে।
দেখ্‌লি কেমন পুড়ে গেল ধুনোর মত এক নিমিষে?
জীয়ন্তে কেউ সইতে পারে? সাড় থাকিলে সইত কি সে?
গেছি আমি আগেই মরে, দাঁড়িয়ে আছে কাঠামোটা,
কাট্‌লে আমায়,—দেখ্‌তে পেতিস্,—রক্ত নাইক একটি ফোঁটা।
কর্ত্তা যাবার আগেই গেছি, চলে গেছি মর্ত্ত্য ছেড়ে,
হাওয়ার মতন হাল্কা দেহ আল্‌গা হাওয়ায় দিচ্ছে নেড়ে।
কড়ির ঝাঁপি কাঁখে এখন দাঁড়িয়ে আমি আকাশ-পথে,
প্রতীক্ষাতে দাঁড়িয়ে আছি মিল্‌ব আগুন-বরণ-রথে।

*　　　　*　　　　*

কাঁদ্‌ছে ছেলে, কাঁদ্‌ছে জামাই : জল শুধু নেই আমার চোখে,
শুকিয়ে গেছে স্নেহ মায়া, ছায়ার মতন দেখ্‌ছি লোকে!
ওগো বাপু পরের ছেলে! নিজের-ছেলের-চাইতে-বেশী!
তোমরা কোথায় সাহস দেবে,—একি বাপু? এ কোন্ দেশী?
মন করেছি সঙ্গে যাব, পণ করেছি যাবই যাব;
দাও বাধা তো মরব ঘরেই, দাও ছেড়ে তো গঙ্গা পাব;
ধরে' বেঁধে রাখবে কারে? মড়া ঘরে রাখ্‌তে আছে?
আধখানা যার চিতায় শুয়ে আর আধখানা তার কি বাঁচে?
মরা-মায়ের মায়া কিসের? বেটাছেলে শক্ত হবে,—
ছি! বাবা! ছি! অমন করে? সদরে যাও তোমরা সবে।

আমার যাবার সময় হল, জোগাড় কর পাঠিয়ে দেবার
ফুরিয়ে এল চোখের জ্যোতি, ঘনিয়ে এল লগ্ন এবার।

*   *   *

লাগ্‌লে মনে লাগ্‌তে পারে, এক মরণে যাচ্ছি মারা ;
এরা হবে একদিনেতে পিতৃহারা মাতৃহারা।
লাগ্‌লে মনে লাগ্‌তে পারে ; ভাব্‌ব না আর ও-সব কথা,
মায়াতে কি জড়িয়ে যাব ?. .না. না .আমার নেই মমতা।
বাজা ওরে বাজনা বাজা, কইরে তোরা আন্‌ না ডুলি,
স্বর্গে আমার দুল্‌ছে দোলা ; রইব না আর মায়ায় ভুলি।

*   *   *

বাজা ওরে বাজনা বাজা, যাব আমি যম জিনিতে,
যমের পিছন পিছন যাব হারা-মরা ফিবিয়ে নিতে ;
স্যাবিত্রী গো সহায় হ'য়ো, সহায হ'য়ো শিবের সতী,
পাই যেন মোর হারানিধি. ফিরে যেন পাই গো পতি।
ইহকালের টুট্‌ল বাঁধন, পরপারে মন ছুটেছে,
দেখ্‌ছি আমি ও-পারে মোব পারিজাতের ফুল ফুটেছে।

*   *   *

বুকের পাঁজর ভেঙে দিয়ে যারা আমার আগে ভাগে
পালিয়ে গেছে. তাদেব আমি দেখ্‌ছি আমার আঁখির আগে–
তিন বছরের একটি মেয়ে, সাতাশ মাসের একটি ছেলে,
দেখছি পারিজাতের বর্ণে, দেখছি আমার দু'চোখ মেলে ;
চিতায় শুয়ে পতির পাশে স্বর্গে যাব সোনার দোলে,
হারা-ছেলে ধরব বুকে, হারা মেয়ে ধবব কোলে।

*   *   *

মা বাবা মোর স্বর্গে গেছেন, হয়নি দেখা যাবাব বেলা,
আবার তাঁদের দেখতে পাব, স্বর্গে আমার চাঁদের মেলা।
বোনে বোনে মিল্‌ব আবার, হয়নি মিলন বিযের পরে,
দূরে দূরে পড়েছিলাম, দেখা হ'বে লোকান্তরে।
কথায় বলে বর্ষাকালে নদী তবু দেখবে নদী,
বোনে বোনে হয না দেখা মরণ সে না মিলায় যদি।

বাজা ওরে বাজনা বাজা লাজাঞ্জলি ছড়িয়ে দে রে,
বিদায় হ'য়ে যাচ্ছি আমি যাচ্ছি সকল খেলা সেরে।
মুড়কি-মোয়া আন্‌বে হেথা, দিই সকলের হাতে হাতে,
মিষ্টি আমার মনে রেখো, তেতো ভুলো মৃত্যু সাথে।
অঙ্গ আমার আসছে ঢুলে নয়ন মুদে যায় এখনি,
(আমার) কোটি চন্দ্র উদয় হল ; কর গো তোরা হরিধ্বনি॥

বিষকন্যা

ওগো বিমুগ্ধ! কি করিলে তুমি? হায়!
বন্ধু! জান না? বিষকন্যা যে আমি।
পরশে আমার পরাণ টুটিয়া যায়,
চুম্বনে আসে মরণের ছায়া নামি।
নব কিশলয় কিশোর প্রণয় লয়ে
কেন এলে সখা ভুজঙ্গিনীর দ্বারে?
শত কামনার শতেক আয়ুধ সয়ে
আমি যে তোমারে ফিরায়েছি বারে বারে!
তরুণ তোমার করুণ চাহনি তবু,—
এই কঠিনারে করেছিল চঞ্চল,—
তবু প্রলুব্ধ করিনি তোমায় কভু,
বনের হরিণ ধরিতে করিনি ছল।
ভালবাসিবার অধিকার মোর নাই,
বুঝেছিনু তাহা, তাই ছিনু দূরে সরে ;
যেই লীলা-মীনে হৃদয়ে লালিতে চাই
বঁড়শীতে তারে বিঁধিব কেমন ক'রে?
মৃদু বিষে মোর জর্জ্জর কলেবর,
দংশেছে ফণী তবু পাই নাই টের ;
আমাদের বিষে হার মানে বিষধর,
সজীব অস্ত্র আমরা চাণক্যেব।
ওগো পতঙ্গ! জোনাকি ভেবে কি শেষে
প্রদীপ-শিখারে ধরিলে আলিঙ্গিয়া?
চুমিলে বিভোল অধরে কপোলে কেশে,
গরলের রসে পড়িলে যে মূর্চ্ছিয়া!
জাঙ্গুলা বিষ ছিল দুটি কুণ্ডলে,
কুন্তল-মাঝে ছিল গো নাগস্পৃশা,
তাই বিহ্বল লুটাইলে ধূলিতলে
মিলনের ক্ষণে এল মবণের নিশা।
বিষ-পাথবেতে এ বিষ নামে না হায়,
মিথ্যা এখন গবুড়োদ্গার মণি,
বিফল যতন, নিবুপায! নিরুপায়!
বিষকন্যার ভালবাসা কালফণী।
চকোরেব মত হ'ল বিবর্ণ চোখ,
ক্রৌঞ্চের মত ভেঙে পড়ে তব গ্রীবা,
দুঃসহ মোরে দহিছে শুষ্ক শোক,
বুঝিতে না পারি হায গো করিব কিবা!

মানুষ-শিকার করিয়া ফিরেছি শুধু
রাজ-সচিবের অঙ্গুলি-ইঙ্গিতে ;
যেথায় গিয়েছি আগুন জ্বলেছে ধু ধু,
রাজ্য ও রাজা দলেছি দারুণ চিতে।
যম-পটে নমি' শিরে বাঁধি' অঞ্জলি,
কবরীর মাঝে গোপন করিয়া ছুরি,
কর্ম্ম সাধিতে নির্ভয় চিতে চলি
নূপুরে বলযে কটাক্ষে বিষ পুরি'।
নন্দবংশ ধ্বংস করেছি আমি,
চাণক্য কে? কে সে ব্রাহ্মণ বটু?
সে পাতকী মোরে করেছে নিরয়-গামী,
সে কেবল কূট ফন্দী ফাঁদিতে পটু।
অনাথা একাকী এসেছিনু এ নগরে,—
(বিষ-নিশ্বাসে ম'রে গিয়েছিল স্বামী ;)—
বিধবার ঘরে কুৎসার ঘুণ ধরে,—
অবীরা অবলা গ্রাম ছেড়ে এনু আমি।
নগরে তখন বিপ্লব-জল্পনা,
নবাগত জনে কে তখন দিবে ঠাঁই?
ভিক্ষা মাগিনু, পাইলাম লাঞ্ছনা,
চর ভেবে লোকে গাযে দিল ধূলা ছাই।
অন্নের লাগি' নিজেরে বেচিনু শেষে,
দেখিতে দেখিতে বাড়িল রূপের খ্যাতি ;
দু'দিন না যেতে রব উঠে গেল দেশে—
"পুষ্প-পুরেতে নূতন পুষ্প-ভাতি!"
যাদের দুয়ারে পাইনি ভিক্ষা দুটি,
তারাই আমার দুয়ারে দাঁড়াল এসে!
হীরকে স্বর্ণে ভরে দিয়ে গেল মুঠি,
আমি লইলাম—ঘৃণার হাস্য হেসে।
চলিতে লাগিল হৃদিহীন উৎসব,
মানুষের পরে ঘৃণা সে চলিল বেড়ে ;
দিবসের ঘুম রাত্রির কলরব
দূরে যেন মোরে রাখিল সৃষ্টি ছেড়ে।
হোথা জল্পনা চলেছে রাজ্য-নাশা ;
চাণক্য মোর শুনিয়া রূপের কথা
ডেকে নিয়ে গেল, কহিল মধুর ভাষা
কহিল "তোমার নাম শুনি যথা তথা,—
দুর্গে, শিবিরে, ধনী বণিকের ঘরে,
বুঝেছি প্রভাব অল্প তোমার নয় ;
সবার দৃষ্টি আজিকে তোমার পরে,
কার কার সাথে আছে তব পরিচয়?"

মূর্ত্তিমন্ত সেই বটু কপটতা,
ঘুরায়ে ফিরায়ে প্রশ্ন করিল নানা ;
ছল-ছুতা করি জেনে নিল সব কথা,
সব আনাগোনা হ'য়ে গেল তার জানা।
শেষে কহিল সে "ওগো সুন্দরী নারী!
মোহিনীর বেশে দৈত্য নাশিতে হবে ;
নন্দকুলের দর্প হয়েছে ভারি,
রূপের অনলে পোড়াও তুমি তা' সবে।
লোধ্র ফুলের রেণুতে মনঃশিলা
চূর্ণ করিয়া মিশায়ে মাখিবে মুখে,
রাজার বেটাকে দেখাবে হাজার লীলা,
প্রেম-অভিনয় দেখাবে প্রেমোৎসুকে।
রূপ-লোলুপতা লালসা উঠিলে জেগে
একে একে একে আনিবে মুগ্ধ করি,
মরণ-গরল-আব্-হাওয়া মাঝে রেখে
তিলে তিলে তিলে আয়ু নিতে হবে হরি।"
আমি চমকিয়া কহিনু "এ কৌতুক
ভাল নাহি লাগে, ঠাকুর! বিদায় মাগি,
এক পাপে মজি' পেয়েছি পেতেছি দুখ,
আবার কি হব নূতন পাপের ভাগী?"
কহিল সে "তবে রূপসী! বন্দী হ'লে"
কৃত্রিম রোষে কাঁপায়ে মুক্ত শিখা ;
পড়িয়া গেলাম বিষম গণ্ডগোলে,
আকণ্ঠ পান করিলাম 'মধুলিকা'।
ক্ষণকাল রহি' নিঝুম নীরব হ'য়ে
ফুকারি' কহিনু "ওগো তবে তাই হবে,
অন্ন যে জাতি দিয়েছে ধর্ম্ম লয়ে
তাদের শাস্তি আরম্ভ হোক তবে।"

*　　　　*　　　　*

তারপর সুরু হ'য়ে গেল এই খেলা
সজীব অস্ত্র হলাম চাণক্যের ;
মানব-জীবন লয়ে শুধু হেলাফেলা,
অন্ত আমার নাই নাই পাতকের।
মৃদু বিষে ক্রমে জর্জ্জর হ'ল দেহ,
মৃদু মদিরায় অসাড় করিল মন,
গেল ঘৃণা, ভয়, গেল বুঝি প্রীতি স্নেহ,
অশ্রু ফেলিতে ভুলে গেল দু'নয়ন।
কাছে যারা মোর এসেছে অসংশয়ে
হাসিতে হাসিতে তাদের দিয়েছি বিষ,
পৈশাচী খেলা অহরহ নির্ভয়ে—
মরণের খেলা খেলেছি অহর্নিশ।

শেষে একি হ'ল? একি অপূর্ব্ব ঊষা
জাগিল আঁধার পাপে ম্লান মোর মনে?
তরুণ আঁখির পূজা—পারিজাত-ভূষা
কে গো অর্পিলে এই কলঙ্কী জনে?
শেষে বিমুগ্ধ মুগ্ধ করিলে মোরে
দেবীর মতন দেখিলে এ পিশাচীরে ;
শুষ্ক সরিৎ অকালে উঠিল ভ'রে
কিশোর হৃদির উছল প্রেমের নীরে।
সারা জীবনের সব মমতার ক্ষুধা,
আঁখির নিমেষে মিটেছে তোমায় দেখে ;
কাছে না পেয়েও পেয়েছি পরাণে সুধা,
তরুণ মুরতি গিযেছিল প্রাণে এ'কে।
বিলম্বে এলে চলে গেলে তাড়াতাড়ি
চুম্বন দিতে বিষকন্যার মুখে—
হলে হত ; গেলে জনমের মত ছাড়ি
জীবন খোয়ালে এক নিমেষের সুখে।
আমি যে চলেছি বিষপ্রসাধনশেষে
রাজমন্ত্রীর বিষ-পাংশুল কাজে,
হায় উন্মাদ! তুমি কোথা হ'তে এসে
বক্ষে আমারে বাঁধিলে পথের মাঝে?
হায চঞ্চল! হায় বিহ্বল হিযা!
হায গো তরুণ, একি নিদারুণ খেলা!
কি হল তোমার তরল অনল পিযা?
হায় পতঙ্গ! জীবনে কি এত হেলা?
বঞ্চনা করি কি হ'ল বঞ্চিতারে?
আপনি মরিলে কাড়িলে আমার প্রাণ ;
শুষ্ক নয়ন ভরিলে আকুল ধাবে
বিষকন্যার বিষ আজি অবসান॥

দেবদাসী

আমি দেবদাসী বিগ্রহ-বধূ
আমারে ইহারা রেখেছে বে'ধে,
কাঁদো-কাঁদো ম্লান আকাশের মেঘ
আমার দুঃখে ফেলেছে কে'দে!
উন্মাদ আমি নহি ওগো নহি
তবুও রেখেছে বন্দী ক'রে ;
কারে বলি? হায়! বিঠোবা আমার
বাঁশরী বাজায়ে ডাকিছে মোরে।

দেখে আসি তার শ্রীমুখের হাসি
কেঁদে বলে আসি,—করেছি কিবা?
কোন্ অপরাধে চরণ কাড়িলে?
আঁধারে ডুবালে উজল দিবা?
আপনার হাতে কর্পূর জ্বালি'
আরতি যে আজ করিব আমি,
পূজা করি গিয়ে—সেবা করি গিয়ে
ডাকিছে আমার দেবতা স্বামী।...
পূজারী পূজিবে? কোথায় পূজারী?
মরে গেছে সেই ভ্রষ্টাচারী,
আমি এই হাতে,—না, না আমি নয়,—
আমি দুর্ব্বল আমি কি পারি?
মৃতবৎসার সন্তান আমি
দেবতার বরে জনম মম,
দশের মতন নহে এ জীবন,
কে আছে গো আর আমার সম?
শিশুহীন ঘরে শিশু এসেছিনু,
শৈশব মম দীর্ঘ অতি,
দেব-নিবেদিত জীবন আমার
শিশুকাল হ'তে দেবে ভকতি।
জননীর মুখে শুনিনু যেদিন
দেবতার সাথে বিবাহ হবে,
অসীম আকুল পুলকে পরাণ
মাতিযা উঠিল মহোৎসবে।
তরুণ গরবে ভাবিল হৃদয
ভুলিলাম খেলা, খেলার সাথী,
দেবতার ঘর হইল বাসর
কিবা সে দিবস, কিবা সে রাতি।
শুধু দেখিতাম বঙ্কিম ঠাম,
দেখিতাম কালো রূপের ছটা,
ফুলে চন্দনে রত্নভূষণে
বরের আমার সাজের ঘটা।

* * *

আমার দেবতা! আমার বিঠোবা!
কুমারী-হৃদের সাধের বর!
ভুলেছি তোমার নীরব বাঁশীতে
তোমার দেউল আমার ঘর।
জনক জননী ছাড়িয়া এসেছি
তবুও তো বেশী কাঁদিনি, প্রভু!
তাঁরা এসেছেন আমারে দেখিতে
আমি তোমা' ছেড়ে যাইনি কভু।

তোমারে তুষিতে নৃত্য শিখেছি,
দেখিব বলিয়া ওমুখে হাসি
কত উল্লাসে করিয়াছি গান
প্রভাতে প্রদোষে সমুখে আসি'।
দিন কেটে গেছে এমনি করিয়া
যৌবন এসে দিয়েছে দেখা,
নূতন-তপ্ত ফাগুন বাতাসে
তপ্ত নিশাস ফেলেছি একা।
আরো কাছে যেতে, আরো কাছে পেতে
বিহ্বল মনে বেড়েছে তৃষা,
"কুট্টি-চাতুরী" পরীদের মত
নীরব চরণে ফিরেছি নিশা।
পাষাণ-সোপানে লুটায়ে কেঁদেছি
রুদ্ধ দুয়ারে রাখিয়া মাথা,
দেউল ঘিরিয়া ঘুরেছি কতই
মৃদু গুঞ্জনে গাহিয়া গাথা।
রুদ্ধ দুয়ার তবুও খোলেনি,
তবু বিঠোবার শুনিনি বাণী,
অভিমানে ফিরে শয্যা নিয়েছি
কঠিন কাঁকন কপালে হানি'।
কালো কেশ আমি করেছি ধূসর
দেউলের ধূলি মোচন করি'
তবু এ দাসীরে হয় না করুণা,
স্বরূপ দেখিতে পাইনে, হরি!
গল্পে শুনেছি যবনে যখন
নিয়ে গিয়েছিল হরণ ক'রে
খেলার পুতুল ছিলে হ'য়ে তুমি
বাদশাজাদীর খেলার ঘরে।
শুনেছি নিশীথে তারে দেখা দিতে
মোহন মূরতি ধরিয়া, প্রভু!
নিমেষের তরে চোখের আড়াল
করিত না সেও তোমারে কভু।
ভক্তেরা হেথা হইল ব্যাকুল
দীর্ঘ দিনের অদর্শনে,
নিদ্রা-মগনা যবনীরে ফেলি'
চতুর! পলায়ে এলে গোপনে।
তোমা-হারা হ'য়ে পাগলের পারা
তোমারে খুঁজিতে বাদশাজাদী
বাহির হইয়া চড়িয়া ঘোড়ায়
দেশে দেশে কত ফিরিল কাঁদি'।

শেষে সন্ধানী সন্ধান করি'
হ'ল উপনীত তোমার দ্বারে,
যবনী জানিয়া দ্বারীরা তোমার
প্রবেশিতে হায় দিল না তারে।
বাধা পেয়ে দুটি বাহু পশারিয়া
ফুকারিয়া নারী কহিল শুধু
"বিঠোবা! বিঠোবা। আমি যে এসেছি
দুয়ারে দাঁড়ায়ে রয়েছি বঁধু!"
প্রেম-আবাহনে পাষাণ-মূরতি
উঠিলে ছাড়িয়া রতন-বেদী,
পলকে বাহিরে আসিয়া দাঁড়ালে
বিদ্যুৎ সম জনতা ভেদি'!
দুঃখ-হরণ হাসিটি হাসিয়া
প্রেমী যবনীরে বাঁধিলে বুকে,
দেখিতে দেখিতে শ্যাম জলধরে,
দামিনী লুকাযে গেল গো সুখে।
ভাগ্যবতী সে যবন-বালিকা
অঙ্গ-ভাগিনী করিলে তারে,
আমি অভাগিনী দিবস যামিনী
কাঁদিতে এসেছি এ সংসারে।

* * *

বর্ষার রাতে জ্যোৎস্না ফুটিল,
অশ্রুর মাঝে ফুটিল হাসি
বিঠোবার মঠে ভক্ত এলেন
মূর্ত্ত যেন গো পুণ্যরাশি ;
নয়নে বচনে করুণা তাঁহার
মুখে স্মিত হাসি রয়েছে মিশে,
তাঁহাবে কহিনু "বলে দাও প্রভু!
বিঠোবারে আমি পাইব কিসে।"
চামর হেলাযে ক্লান্ত হয়েছি,
ভুলাতে পারিনি নৃত্যগীতে,
দুঃখ-যামিনী কেঁদে কাটায়েছি
দুয়ারে পড়িয়া বরষা শীতে।
কহিলেন তিনি "এখন কেবল
সতত মানসে পূজিতে হবে,
সময় হইলে তোমায বিঠোবা
নিজে ডেকে লবে মুরলি রবে।
বাহিরে যে আছে ও যে ছবি তার,
সে আছে তোমারি প্রাণের মাঝে ;
মনের মানুষে সন্ধান কর,
দিন কাটায়ো না বিফল কাজে।"

অবাক্ হইয়া শুনিনু সে বাণী,
বুঝিতে নারিনু করিব কি যে,
এ কি মিছে কাজে কাটিছে জীবন?
কিছু সমঝিতে না পারি নিজে।
শ্রীমন্দিরের দ্বারে বসিতাম
আগেকার মত বীণাটি লয়ে ;
থেমে যেত সব যাত্রীর রব,
রহিতাম একা উদাস হ'য়ে।
রৌদ্রের রেখা স'রে স'রে যায়,
ঘন হ'য়ে আসে ছায়ার তুলি,
স্পন্দিত পাখে করে আনাগোনা
দেউলে গো-পুবে কপোতগুলি।
মনের মাঝারে খুঁজে মরি যারে
তাহারি কেবল পাইনে দ্যাখা,
আকুল হৃদয় নিয়ে বসে আছি
বিফলে জীবন কাটিছে একা।
মারী-আম্মার চরণে প্রণাম
আমারে মারিলে যাই যে বেঁচে
এ জীবন-তরী বাহিতে না পারি
কেবলি নয়ন-সলিল সেঁচে।

*　　*　　*

ধনী মহাজন মন্দিরে এসে
অতিথি হইত যখন যেবা,
পুজারী—ভণ্ড পুজারী আমারে
বলিত করিতে তাদের সেবা।
বলিত সে হেসে "সকল পুরুষে
আছেন তোমার দেবতা স্বামী।"
আমি বলিতাম "তুমি দূর হও
তোমার ওকথা শুনিনে আমি।
আমি দেবদাসী বিঠোবার বধূ
বিধবার মত কাটাব কাল.
যতদিন এই পদ্মের বনে
চরণ না রাখে মোর মরাল।"
বলিতাম বটে. তবুও হৃদয়
নিরমল বলি' হত না মনে.
কোথা হতে যেন বিহ্বলতায়
ছেয়ে যেত মন ক্ষণে ক্ষণে!
বনে যে আগুন কোথা হ'তে লাগে
বরষে বরষে জানে না কেহ,
মনে অপগুণ কোথা হ'তে জাগে
গুমিয়া পোড়ে গো পরাণ দেহ!

বিঠোবারে ভালবাসিয়া তবুও
স্বস্তি নাহিক দিবস-রাতে—
বিরহী হৃদয় বিদ্রোহী হয়
নিদ্রা না আসে নয়ন-পাতে।
প্রদীপে ধরিনু আঙুল, ভাবিনু
বাহিরের দাহে ভুলিব দাহ,
কাঁটায় করিনু শয্যা-রচনা
এ দেহে আমার সহিল তাও।
যত মুছি যত শুচি করি মন
ততই কালির অঙ্ক পড়ে,
ভাবিয়া দেখিনু আমি তো ভাবি না
ভাবনা আমার স্কন্ধে চড়ে।
বিঠোবার সাথে মিলিব, এবার
মনের এ মলা ঘুচাব আমি,
নহিলে মরিব, মরণের পারে
পাইব আমার দেবতা স্বামী।
বিলাসের বেশ বর্জ্জন করি
বিরহের বেশে দেউলে ঘুরি
ভাবিলাম শেষ মুড়াইব কেশ
সংগ্রহ করি' আনিনু ছুরি।
সেই রাতে আমি দেখিনু স্বপনে
মরাল এসেছে কমলবনে,
ফুলের মতন পুলকি' উঠিল
এ তনু আমার সে চুম্বনে।
নূতন শকতি—নব আনন্দ—
নিগূঢ় প্রগাঢ় মিলন-মধু
প্রাণপণে পান করিতে করিতে
ভেসে যাওয়া মিশে যাওয়া সে শুধু!
বিপুল বেদনা!—তেমনি পীড়ন—
যেমন পীড়নে অধীর মেঘে
দীর্ণ করিয়া দেবতা আমার
ঝর ঝর জল ঝরান্ বেগে।
নূতন জীবন লভিয়া স্বপনে,
জাগিয়া উঠিনু শুচিস্মিতা,
শ্যাম জলদের করুণা-ধারায়
গেছে নিবে গেছে মনের চিতা।
উষার বাতাসে দুটি আঁখি ধুয়ে
সদ্য-কিরণে করিনু স্নান,
অভিষেক মোরে করিল অরুণ
পাখীরা গাহিল আরতি-গান।

ডেকে মোরে যারা পেলেনাক সাড়া
তাহারা ভাবিল গিয়েছি ক্ষেপে,
পূজারী আসিয়া অঙ্গ ছুঁইতে
অচেতন হয়ে পড়িনু কেঁপে।
সংজ্ঞা ফিরিলে স্বপনের কথা
বলিনু প্রকাশি' সবার মাঝে,
নিজ নিজ মত জাহির করিয়া
গেল একে একে যে যার কাজে
পূজারী তখনো রয়েছে দাঁড়ায়ে
সে কহিল মোরে, "ভাগ্যবতী!
স্বপন-সূচনা দেখে মনে হয়
ধরা দেবে তোর দেবতা-পতি ;
কেমন দেখিলি?"—আমি কহিলাম,—
করে শোভে বাঁশী নাগস্বরা,
নয়নাভিরাম বঙ্কিম ঠাম,—
দেখিতে দেখিতে লুকাল ত্বরা।
কথা শেষ হলে মূঢ় গেল চ'লে
তখনো বুঝিনি ফন্দি তার,
বুঝিলে তখন এ দশা কি হ'ত
ইহ-পরকাল যেত কি আর?
তখন কেবল প্রাণে অনুভব—
দেবতার প্রেম স্বপনে পাওয়া,—
দীর্ঘ স্বপনে দিবস যাপিয়া
যামিনীর পারে স্বপন চাওয়া!
ভালবাসা আমি পেয়েছি স্বপনে
বাঁধন আমার গিয়েছে টুটে,
আমার সর্ব্ব দেবতারে সঁপি'
লইব এবার স্বর্গ লুটে।
তার কমে মন তুষ্ট হবে না,
তার চেয়ে কম নেব না আমি ;
তোমার প্রেম সে আমার স্বর্গ
তাই দিতে হবে আমায় স্বামী!
ভালবেসে আর ভালবাসা পেয়ে
অন্ধর আঁখি গিয়েছে খুলি',
এবার বুঝেছি কেমনে বিঠোবা
বিপুল পৃথিবী ধরেছ তুলি'।
ভালবেসে আজ সম্ভব হ'ল
সম্ভব হ'ল তোমারে পাওয়া,
হাল্কা করেছে হৃদয়ের বোঝা
স্বপন-দেশের হাল্কা হাওয়া।

এমনি করিয়া দিন কেটে যায়,
স্বপনের স্মৃতি ফিরিছে সাথে,
বাসকসজ্জা করি নিতি নিতি
চির-দেবতার প্রতীক্ষাতে।
সহসা একদা শুনিনু নিশীথে
বাজে সেই বাঁশী—নাগস্বরা!
ভাবিলাম, একি? জাগিয়া স্বপন?...
আবার বাজিল! উঠিনু ত্বরা,
দুয়ার খুলিনু... নাই কেহ নাই,...
রুধিনু দুযাব ক্ষুণ্ণ মনে,
আরো কাছে যেন বাজিল এবার
লুকাইনু হায় শয্যা-কোণে।
কে যেন আমার দুয়ারে দাঁড়াল!
কে যেন আমায় ডাকিল ধীরে!
আমি রহিলাম অসাড় অ-বাক,
জানি না কখন গেল সে ফিরে।
আমার লাগিযা অভিসারে এসে
ফিরে গেল এ কি দেবতা মম?
কেন ডেকে তারে ঘরে না নিলাম?
অভাগী নাহি গো আমার সম।
নিশি শেষে দেখি ববষা নেমেছে,
ভেসে যায় দেশ জলের স্রোতে,
ধারা-যন্ত্রেব মত জল ঝরে
শিলা-কপোতের চঞ্চু হ'তে।
কি এক আবেশে কেটে গেল বেলা
কেটে গেল সারা দিন কেমনে,
স্বপনের পাখী দিবসের নীড়ে
পুষিতে বরষা করেছে মনে!
সন্ধ্যা আসিল ফুটিল না তারা,
আমি ভাবিলাম মনেতে তবে
চন্দ্র তারার দেউটি নিবায়ে
তাঁর অভিসার আজিকে হবে।
দুয়ার আমার মুক্ত রাখিনু
রহিল শিয়রে প্রদীপ জ্বালা,
বাসর সাজায়ে পুষ্পে মুকুলে
নিজ হাতে গেঁথে রাখিনু মালা।
কখন ঘুমায়ে পড়িনু, জানি না,
জাগিয়া দেখিনু কে যেন ঘরে,
শিরে শোভে চূড়া, অধরে মুরলি,
অঙ্গের বাসে ভুবন ভরে!

নিব-নিব দীপ নিবে গেল হায়
সহসা বাদল-বাতাস লেগে,
বজ্রের কাড়া সাড়া দিয়ে গেল
তিমির নিবিড় নিশীথ মেঘে।
দেবতা জানিয়া চরণ ধরিনু
সে আমারে নিল তুলিয়া বুকে,
উন্মাদপারা অজস্র ধারা
নাচিতে লাগিল অধীর সুখে।
বুকে মুখ রাখি' মুদে এল আঁখি,
মুরছি পড়িনু হর্ম্ম্যতলে ;
মূর্চ্ছা অন্তে জাগিনু যখন
দেশ ভেসে যায় তখনো জলে।
ভোরের আলোয় শয্যার পানে
চাহিতে সহসা দেখিনু এ কি!
বিচ্যুৎ-চূড়া ছদ্ম দেবতা
নিদ্রিত এ যে পূজারী দেখি!
শিহরি' উঠিল সকল শরীর
হ'ল সে শূঁঠের মতন শিঠা,
ঘৃণায় গ্লানিতে চোখের নিমেষে
তিতা হ'য়ে গেল মনের মিঠা।
যজ্ঞ-চরুতে পিশাচের লোভ!
পাপের পঙ্ক আমার ঘরে!
পাপের অঙ্ক আমার ললাটে,
পূজারী আমার শয্যা 'পরে!
কুকাজে কি বুক এতই বেড়েছে!
ঘুমাইছে হেথা অসঙ্কোচে!
ছুঁয়েছে আমায় নরকের দূত
এই কলঙ্ক কেমনে ঘোচে?
নিষ্ঠুর হাসি হাসিয়া উঠিনু,
হাসিয়া উঠিনু কাঁদিতে গিয়া,
রোষে, অপমানে, দুঃখে, সরমে
যেন ফেটে যেতে চাহিল হিয়া।
কেশ মুড়াবার অস্ত্রটা ছিল
টানিয়া বাহির করিনু তারে,
হানিনু বক্ষে, হানিনু কণ্ঠে,
কোপায়ে কাটিনু ভণ্ডটারে,
রক্তের ধারা ছুটিয়া লাগিল
পিচকারী দিয়া আমার মুখে,
চিৎকার করি বিকটোল্লাসে
ঘুরিয়া পড়িনু ধরার বুকে।

উঠে দেখি হাতে পড়েছে শিকল
একা ফেলে রেখে গিয়েছে বেঁধে,
লোহার ন্তন গহনা দেখিয়া
হাসিতে এবার ফেলিন্ কেঁদে।
বিঠোবা! বিঠোবা! কি হবে আমার
ইহ পরকাল সকলি গেছে,
ভ্রষ্টা হয়েছি, হত্যা করেছি,
আর কোনো ফল নাই তো বেঁচে।
আমি দেবদাসী বিগ্রহবধ্
কে জানিত মোর এ দশা হবে?
প্জার প্ষ্প পঙ্কে পড়িন্
শ্ধ্ কলঙ্ক রহিল ভবে॥

মরিয়া

অবধান! প্রভু! চরণে প্রণাম
কোম্পানী বাহাদ্র।
এতক্ষণে সে হৃদয়-মনের
সন্দেহ হ'ল দ্র।
মোরা শ্নেছিন্ তোমরা কোথায়
কাটিছ ন্তন খাল,
জল তাতে দেখা দিল না বলিয়া
ভাবি হ'ল গোলমাল।
জানেরে প্ছিতে সে নাকি বলেছে
দিতে সেথা নরবলি,
তাই আমাদের কেড়ে নিযে যাবে
পাহাড়ীর কান মলি'।
আমরা মরিয়া, মরিবার তরে
উঠেছি প্ষ্ট হ'যে,
মারীচের দশা—কোনো আশা নাই
ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে।
তোমাদের হাতে মরিব, না হয়
পাহাড়ী খোঁদের হাতে,
সম্মুখে পিছনে মৃত্যু মোদের
শঙ্কা কি আর তাতে?
তবে, ভাবিলাম ম্ল্য না দিয়ে
নিযে যে মোদের যাবে,—
পড়ে-পাওয়া বলি ঠাকুর-দেবতা
তুষ্ট হ'যে কি খাবে?

জোমা সর্দ্দার আমার মায়েরে
তিন-কুড়ি টাকা দিয়ে
কিনে এনেছিল 'পনু'দের কাছে
পাহাড়তলীতে গিয়ে।
পণ্যের মত মানুষ বেচাই
পনুদের ব্যবসায় ;
সরিষা, হলুদ, রেড়ীর বদলে
মানুষ বেচিয়া যায় !
হাঁ সাহেব ! বলি তোমাদের দেশে
হলুদের চাষ আছে ?
আছে ?.. থাক্ !.. .তবু দাঁড়াতে পারে না
খোঁদ্ হলুদের কাছে।
দেখনি তা' বুঝি ? কিবা তার রঙ
আহা সে চমৎকার,
হবে না কেন গো ? ক্ষেতে দেওযা হয
নর-রক্তের সার।
হলুদ্ বেচিযা জোমা সর্দ্দার
পেযেছিল যত টাকা,
তা' দিয়ে আমার মায়েরে কিনিল,
হ'য়ে গেল হাত-ফাঁকা ;
তা' ছাড়া তখন পেন্নু পূজার
ঢের দিন ছিল বাকী ;
কাজেই, মায়েরে বলি সে না দিয়ে
নিজ গৃহে দিল রাখি'।
গরীবের মেয়ে ছিল মা আমার,
তার 'পর সে বছর
বাপের আমার মৃত্যু হয়েছে,—
দেশে মন্বন্তর,—
ক্ষুধার যাতনা সহিতে না পেরে
ভিক্ষা না পেযে শেষে
অন্নের লোভে 'পনু'দের সাথে
এসেছিল এই দেশে।
তখন যে আমি গর্ভে হয়েছি
জানিতে পারেনি কেহ,
ক্রমে লক্ষণ দেখে সর্দ্দার
করিল সে সন্দেহ।
লোকজন ডেকে বলিল সে "একে
যতন করিয়া রাখ,
ছেলে ও পোয়াতি দু' ঠাঁই না হ'লে
বলি দেওয়া হবে নাক'।

পনু বেটা আগে বুঝিতে পারিলে
আদায় করিত দাম,
সেবার যেমন ঠকায়ে সে গেছে,—
এবারে সে জিতিলাম।"
আরো কিছু দিন বাঁচিতে পাইবে
শুনিয়া মরণ-ভীত
জননী আমার হর্ষ-আবেগে
হয়েছিল মুর্চ্ছিত।
তার পর আমি জনম নিয়েছি,
ক্রমশ হয়েছি বড়,
লাফাতে ছুটিতে পাহাড়ে উঠিতে
সাঁতার কাটিতে দড়।
সন্তানহীন সর্দ্দার মোরে
ফেলেছিল ভালবেসে,—
"পোষিত্য পুত্র যে করিব ইহারে"
কহিত সে হেসে হেসে।
সন্ধ্যাবেলায় একদিন ঘরে
এসেছে গাঁয়ের 'জানি',
সর্দ্দার মোরে তার সম্মুখে
হাজির করিল আনি'।
আমারে লইবে পোষ্যপুত্র
সে কথা জানাল ভাবে,
চমকিয়া 'জানি' কহিল "তাহ'লে
গ্রাম ছারেখারে যাবে ;
পেন্নুর ধন ক'র না হরণ
পেন্নুর হবে রাগ,
দেবতার নামে যে ধন রেখেছ
তাতে বসায়ো না ভাগ।
তবে,—পার—বলি বন্ধ রাখিতে,—
তেমন বিধান আছে,—
তোমার জিম্মা দেবতার ফল
পাকিতে থাকুক গাছে।
কাঁচা হ'তে ডাঁশা ফল পেন্নুর
হয় সে অধিক প্রিয় ;
তবে তাই ভাল, বিশ বৎসরে
তুমি ওরে বলি দিয়ো।"
সর্দ্দার বুড়া মৌন রহিয়া
মেনে নিল কথা তার,
রাজ-ভোগে হায় চলিতে লাগিল
পালন এ মরিয়ার!

জোমা সর্দ্দার আমার মায়েরে
তিন-কুড়ি টাকা দিয়ে
কিনে এনেছিল 'পনু'দের কাছে
পাহাড়তলীতে গিয়ে।
পণ্যের মত মানুষ বেচাই
পনুদের ব্যবসায় ;
সরিষা, হলুদ, রেড়ীর বদলে
মানুষ বেচিয়া যায়!
হাঁ সাহেব! বলি তোমাদের দেশে
হলুদের চাষ আছে?
আছে?...থাক্! তবু দাঁড়াতে পারে না
খোঁদ্ হলুদের কাছে।
দেখনি তা' বুঝি? কিবা তার রঙ
আহা সে চমৎকার,
হবে না কেন গো? ক্ষেতে দেওয়া হয়
নর-রক্তের সার।
হলুদ্ বেচিয়া জোমা সর্দ্দার
পেয়েছিল যত টাকা,
তা' দিয়ে আমার মায়েরে কিনিল,
হ'য়ে গেল হাত-ফাঁকা ;
তা' ছাড়া তখন পেন্নু পুজাব
ঢের দিন ছিল বাকী ;
কাজেই, মায়েরে বলি সে না দিয়ে
নিজ গৃহে দিল রাখি'।
গরীবের মেয়ে ছিল মা আমার,
তার 'পর সে বছর
বাপের আমার মৃত্যু হয়েছে,—
দেশে মন্বন্তর,—
ক্ষুধার যাতনা সহিতে না পেরে
ভিক্ষা না পেযে শেষে
অন্নের লোভে 'পনু'দের সাথে
এসেছিল এই দেশে।
তখন যে আমি গর্ভে হয়েছি
জানিতে পারেনি কেহ,
ক্রমে লক্ষণ দেখে সর্দ্দার
করিল সে সন্দেহ।
লোকজন ডেকে বলিল সে "একে
যতন করিয়া রাখ,
ছেলে ও পোয়াতি দু' ঠাঁই না হ'লে
বলি দেওয়া হবে নাক'।

পনু বেটা আগে বুঝিতে পারিলে
আদায় করিত দাম,
সেবার যেমন ঠকায়ে সে গেছে,—
এবারে সে জিতিলাম।"
আরো কিছু দিন বাঁচিতে পাইবে
শুনিয়া মরণ-ভীত
জননী আমার হর্ষ-আবেগে
হয়েছিল মূর্চ্ছিত।
তার পর আমি জনম নিয়েছি,
ক্রমশ হয়েছি বড়,
লাফাতে ছুটিতে পাহাড়ে উঠিতে
সাঁতার কাটিতে দড়।
সন্তানহীন সর্দ্দার মোরে
ফেলেছিল ভালবেসে,—
"পোষিত্র পুত্র যে করিব ইহারে"
কহিত সে হেসে হেসে।
সন্ধ্যাবেলায় একদিন ঘরে
এসেছে গাঁয়ের 'জানি',
সর্দ্দার মোরে তার সম্মুখে
হাজির করিল আনি'।
আমারে লইবে পোষ্যপুত্র
সে কথা জানাল ভাবে,
চমকিয়া 'জানি' কহিল "তাহ'লে
গ্রাম ছারেখারে যাবে ;
পেন্নুর ধন ক'র না হরণ
পেন্নুর হবে রাগ,
দেবতার নামে যে ধন রেখেছ
তাতে বসায়ো না ভাগ।
তবে,—পার—বলি বন্ধ রাখিতে,—
তেমন বিধান আছে,—
তোমার জিম্মা দেবতার ফল
পাকিতে থাকুক গাছে।
কাঁচা হ'তে ডাঁশা ফল পেন্নুর
হয় সে অধিক প্রিয় ;
তবে তাই ভাল, বিশ বৎসরে
তুমি ওরে বলি দিয়ো।"
সর্দ্দার বুড়া মৌন রহিয়া
মেনে নিল কথা তার,
রাজ-ভোগে হায় চলিতে লাগিল
পালন এ মরিয়ার!

পুত্রের নামে প্রসূতি বাঁচিল
বেঁচে গেল মা আমার,
রাষ্ট্র হইল এক সঙ্গেই
বলি হ'বে দু'জনার।
বলির জন্য কিনে আনা হ'ল
একটি হাড়ির মেয়ে,
রোগা হাড়ে তার চর্ব্বি লাগিল
চর্ব্ব্য চোষ্য পেয়ে।
মুখের কথাটি হয় না খসাতে
হাতে তুলে দেয় চাঁদ,
—(সে মরিয়া নয় দেবের ভোগ্য
যার মিটে নাই সাধ।)
গানে গানে তাবে রাখিল ভুলায়ে
ভাবিতে না দেয় লেশ,
রসের নেশায় ডুবিয়ে রেখেছে
দেছে নব বাস-বেশ।
ক্রমে উৎসব এল ঘনাইযা
চারিদিন সবে বাকী,
গ্রাম জুড়ে বেজে উঠিল বাদ্য
পড়ে গেল হাঁকাহাঁকি।
চঞ্চল হ'য়ে উঠিল সকলে
মেযেরা জুড়িল নাচ,
শালবন প্রায় হ'ল ফুলহীন
রসহীন তালগাছ।
বল্লম লয়ে খেলিল ছেলেরা
রস-পানে রাঙা আঁখি,
ভারি বেড়ে গেল মেযে মরদের
মাতামাতি মাখামাখি।
তিন দিন রাত এমনি কাটিল,
চৌঠা দিনের ভোরে
ঘুম ভেঙে দেখি চলেছে মরিযা
মশানের পথ ধরে'।
ফেলিছে চরণ কলের মতন
লক্ষ্যবিহীন চোখ,
সাথে সাথে তার কোলাহল ক'রে
চলেছে গাঁয়ের লোক।
চলেছে মরিয়া,—আজি সে নেশায়
মরিয়া হইয়া আছে,
চোখের চাহনি আকৃতিতে ভরা
ছুটি পেলে যেন বাঁচে ;

ঘুচে গেছে তার সুখদুঃখের
বিচার—বিচক্ষণা,
মরিতে নিজেই চলেছে মরিয়া
উদাসীন উন্মনা।
পেন্নুর পাখী বহিতে হেলিয়া
পড়িছে ক্লান্ত গ্রীবা ;
দিনের বেলায় এ কি কুস্বপন ?. .
এ কি তবে নহে দিবা ?
ভয় হ'ল মোর, তবু নিরস্ত
হ'ল না কৌতূহল,
মরিয়ার পিছে চলিতে লাগিনু
অনুসরি' কোলাহল !
সাত বছরের শিশু এক দিল
তেল মরিয়ার চুলে,
'জানি'-পুরোহিত মন্ত্র পড়িয়া
মালা দিল গলে তুলে।
সহসা জনতা ব্যাপিয়া বিষম
পড়ে গেল ঠেলাঠেলি,
মরিয়ারে ঘিরে মহা হুড়াহুড়ি
উৎসুক বাহু মেলি।
মরিয়ার মাথা হ'তে তেল নিয়ে
মাখিলে নিজের ভালে
ডাইনীতে নাকি দৃষ্টি হানিতে
পারে নাক' কোনোকালে।
ভাগ্যে তৈল কাহারো হইল,
দূব হ'তে কেহ ভিড়ে
তৈলের লোভে হস্ত বাড়ায়ে
চুলগোছা নিল ছিঁড়ে।
বিব্রত হ'য়ে অভাগী মরিয়া
বিকৃত করিল মুখ,
তাড়ির পাত্র ধরিবা মাত্র
পিযে নিল উৎসুক।
পেন্নুর কাছে মরিয়া চলেছে,
চলে লোক জুড়ি' পথ,
আস্তানা 'পরে দাঁড়াল সবাই
করিয়া দণ্ডবৎ।
'জানি' যোড়হাতে কহিল "ঠাকুর !
খালাস আছি হে দোষে,
মূল্যে ইহারে করেছি শুদ্ধ
খাওয়ায়েছি খুব ক'সে ;

বলি-উপহার লও হে পেন্নু!
হও প্রসন্ন প্রভু!
দেহ বল দেহে, ক্ষেত্রে শস্য,
ভুলিয়া থেক না কভু।"
প্রার্থনা শেষে সকলে মিলিয়া
নমিল পুনর্ব্বার,
বাদ্য বাজিল শিশুরা নাচিল
বিলম্ব নাই আর।
প্রথমে বরাহ বলি হ'য়ে গেল
রক্তে ভিজিল মাটি,
সহসা ঘুরিয়া পড়িল মরিয়া!—
স্কন্ধে পড়েছে লাঠি!
চেরা-বাঁশ ছিল মজুত, অমনি
চাপিয়া ধরিল গলা,
হায়রে মরিয়া! এ বারের মত
শেষ হ'ল কথা বলা।
মাথা তুলে আঁখি ঠিকরিয়া চায়,—
চোখে আর নাই নেশা,
বাঁশের দু'মুখ এক হ'য়ে এল
চলিতে লাগিল পেষা।
ক্ষুরপি ধরিয়া খাড়া ছিল হোথা
ক্ষেতের মালিক যারা,
না মরিতে নিল মাংসা কাটিয়া
যেন শকুনির পারা।
স্পন্দিত নাড়ী সদ্য মাংস
তাদের মুঠার চাপে
ব্যাধের বজ্র-মুঠার পীড়নে
পাখীটির মত কাঁপে।
ধেয়ে চলে' তারা গেল উল্লাসে
কি এক নেশায় মেতে,
তপ্ত মাংস পুঁতিয়া ফেলিল
আপন আপন ক্ষেতে।
শূকর-রক্তে পূরিত গর্ত্তে
মরিয়ার মুখখানা
ডুবায়ে হেথায় গুঁজড়িয়া জোরে
ধরিল লোকেতে নানা।
নিশ্বাস তার পড়িল না আর,
নিশ্বাস ভগবান
রুষিবার আর রহিল না পথ,
অপরাধ অবসান।

প্রাণী-হত্যার পাতক হ'ল না
প্রাণ রহিলেন দেহে,
কর্ম্ম হইল পুরা অনুকূল
ধর্ম্ম বাড়িল গেহে।
শূকর-শাবক দক্ষিণা পেয়ে
ঘরে গেল পুরোহিত,
পুরুষের সাজে নাচিল নারীরা
গাহি পরবের গীত।
ঘরে ফিরিলাম ভয়ে নির্ব্বাক
বল নাহি পায়ে হাতে,
অন্ন পানীয় মুখে সে রুচে না
নিদ্রা আসে না রাতে।
মায়ের পরাণ উঠিল শুকায়ে
ভাবনায় দিন দিন,
সুস্থ সবল শরীরটি তার
ক্রমে হ'য়ে গেল ক্ষীণ।
মরিয়ার মত দগ্ধিয়া মরা
ললাটের লিপি নয়,
তাই মা আমার হঠাৎ মরিল
ঘুচিল ভাবনা ভয়।
আমি রহিলাম সদা সশঙ্ক,
শিয়রে ফুঁসিছে ফণী ;
বরষের পর বরষ কাটিছে
মরণের দিন গণি'।
সেই বীভৎস উৎসব-কালে
বৎসরে বৎসরে
প্রতি মরিয়ার সঙ্গে মরিতে
লাগিল নূতন ক'রে।
যৌবন এল গৌরব ভরে
নাহিক সুখের আশা,
কোন্ নারী হায় করিবে গ্রহণ
মরিয়ার ভালবাসা ?
নয়ন মগন হ'য়ে যেত, হায়,
তবু সুন্দর মুখে,
মন চঞ্চল তবু হ'ত মোর
মন-গড়া দুখে সুখে।
মরণ রয়েছে দাঁড়ায়ে দুয়ারে
তাও যেন যাই ভুলে !
ভেজায়ে দুয়ার প্রেমের ভুবন
দেখি বাতায়ন খুলে।

এমনি করিয়া কুড়িটা বছর
কেটে গেল জীবনের,
আর বেশী দিন বাঁচিতে হবে না,
সে কথা পেলাম টের।
সহসা মোদের বুড়া সর্দ্দার,
মরিল অপুত্রক,
যেটুকু ভরসা ছিল,—তা' ফুরাল,
গেল মোর রক্ষক।
নূতন সে এক সর্দ্দার হ'ল
সে কহিল এসে "কে রে?
এটা কি জুমার পুষ্যি নাকি রে?
আগে তো দেখিনি এরে।"
জানি-পুরোহিত কহিল "তা'হলে
সর্দ্দাব হ'ত ও যে;—
জাগ্-বসানো ও দেবতার ফল,—
দিব্য উঠেছে মজে।
ও এক মরিয়া; ওরে সতর্কে
সাবধানে দিয়ো রেখে,
দগ্ধ মৎস্য না শেষে পালায
তোমাব হস্ত থেকে।"
পালাব!..এ কথা এতদিন, হায
কেন ভাবি নাই মনে!
পারিব তো পালাতে! তবে এ বযসে
কেন মরি অকারণে?
তাই করিলাম.. .বাহির হলাম
নিশুতি—নিশীথ রাতে,
পাহাড়ের পথ হয়েছে পিছল
অকালের বাদ্‌লাতে।
ঘুমে-ঘোলা চোখ কচালি' চলিনু
পা ফেলিয়া আঁচে আঁচে,
পাহাড়তলীতে নামিলে বারেক
ছুটিয়া পরাণ বাঁচে।
কোথা যাব তার নাইক ঠিকানা
চলিয়াছি খর পায,
এবার যদিরে ধরা পড়ে যাই?—
একেবারে নিরুপায়।
কাঁটার আঁচড়ে ছড়ে গেল কত,
উছটে ফাটিল নখ,
ঘুম উড়ে গেল, আঁধার ফুঁড়িয়া
জ্বলিতে লাগিল চোখ্।

পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গেলাম ;—
পিছনে শিথিল শিলা
চরণের ভরে উঠেছিল দুলে
বর্ষার জলে ঢিলা।
বাঘের সাপের ভয় ভুলেছিনু,
মরিযা তো মরিয়াই,
ভোর হ'ল যবে. চেয়ে দেখি হায়,
যা' ভয় করেছি তাই।
মানুষ বেচিতে পনু-বণিকেরা
চলেছে বাঁধিয়া দল,
আমারে দেখিয়া শিকার ভাবিয়া
হ'ল তারা চঞ্চল।
লুকাতে গিযাই ধরা পড়ে গেনু
ভাল করে দিনু ধরা,
তাড়া ক'রে মোরে ফেলিল ধরিযা'
আঁধার দেখিনু ধরা।
সুধাইল তারা "কোথা তোর ঘর ?"
"ঠিক্ উত্তর দিস্"।
"ঘরে যদি তোবে দিই পেঁাছিয়া
কি মিলিবে বখ্‌শিস্ ?"
আমি কহিলাম, নাই ঘর-বাড়ী
নাইক আমার টাকা,
কেহ নাই মোর জগতে, সমান
মরে যাওয়া বেঁচে থাকা।
তবে যদি মোরে প্রাণদান দাও
করিয়া মেহেরবানী
গোলাম হইয়া সেবিব চরণ
পরম ভাগ্য মানি'।
"মেহেরবানীর কথা রেখে দাও,
সেইখানে চল তবে
যেখানে তোমার এই কর্ম্মের
উচিত শাস্তি হবে।"
খুন চেপে প্রায় গেছিল মাথায়
শুনি তার এই কথা,
মারিতে উঠিয়া হনু নিরস্ত.
হায়রে নিষ্ফলতা।
গ্লানির ক্ষোভের তাল সামালিতে
রক্ত চড়িল মাথে.
কি বলিতে গিয়া নারিনু বলিতে ;
আলো কালো হ'ল প্রাতে।

মাটি আঁকড়িয়া বসিয়া পড়িনু
বাতাসে পাতিয়া শির,
মুহু মুহু কেশ কণ্টকি' উঠে,
প্রাণ অতি অস্থির।
কি যে বলাবলি করিছে সবাই
শুনিতে না পাই কিছু,
আমি একা হায়, ইহারা অনেক
মাথা করিলাম নীচু।
ফিরিতে হইল আবার ; এবার
পাহারা বসিল কড়া,
পেযাদা-সমুখে শয়ন ভোজন
উঠা বসা নড়াচড়া।
বন্দী নহিক, যেথা যেতে চাই
নিয়ে যায তাবা সাথে,
স্বাধীনও নহিক, চোখে চোখে রাখে,
চৌকী দিনে ও রাতে।
রাতে দিনে মোর সোযাস্তি নেই,
মুখে মোর নেই ভাষা,
মরণের হাওয়া পরাণে লেগেছে
ঘুচে গেছে কাঁদাহাসা।
ভোজন-ঘটার ঘটে নাই ত্রুটি
নাই তবু ক্ষুধা-লেশ ;
সিনানের জলে দেখিনু একদা
শাদা হ'য়ে গেছে কেশ।
মরিবার মত হয়নি বয়স
তবুও মরিতে হবে ;
তাই বিধি দিলে বৃদ্ধের বেশ,
এবাব মরিব তবে।
মরিতে বসেছি মাঝে মাঝে মন
তবু হয বিদ্রোহী,
আগুন জ্বালায়ে মনের গোপনে
আপনি তাহাতে দহি।
মবিব না ওগো মরিব না আমি
বলি-শূকরের মত,
মারিয়া মরিব রাক্ষসদের,
এই হ'ল মোর ব্রত!

* * *

দিনে দিনে দিনে দিন ঘনাইছে
আবার পৌষু পূজা,
আহ্লাদে বুড়া জোয়ান হয়েছে
সোজা হ'য়ে চলে কুঁজা!

হঠাৎ থামিয়া গেল নাচা-কোঁদা
থেমে গেল উৎসব,
কানাঘুষা শুনি 'কোম্পানী আসে!'
ত্রস্ত খোঁদেরা সব।
তোমরা তখন ঘিরেছ পাহাড়,
কোম্পানী বাহাদুর!
ঘোর কলিযুগে রাক্ষসপুরী
এসেছ করিতে চুর।
কামানের গোলা ভারি বোল্ বলে,—
মজে গেল সর্দ্দার,
তাই তোমাদের হুকুম মানিতে
দ্বিধা কবিল না আর।
তাই বাঘছালে বসি পরশিল
তণ্ডুল, জল, মাটি,
নরবলি দান বন্ধ করিতে
শপথ করিল খাঁটি।
খাঁটি এ শপথ ভঙ্গ করিলে
বাঘে ছিঁড়ে খাবে গলা,
মাটি হবে লোহা,—শস্য না দিবে,
গলায় ভাতের দলা—
গলিবে না; জলে তৃষ্ণা না যাবে
ভারি এ শপথ কড়া,
এ শপথ খোঁদ্ ভঙ্গ করে না,
সন্ধির লেখাপড়া
এর কাছে অতি তুচ্ছ সাহেব,
জেনো তুমি নিশ্চয়,
খোঁদ আজ বড় দিব্য করেছে,
নাই আব নাই ভয়।
মরিবার আজ মরণ ঘুচিল
দুঃখ হইল দূর,
অশেষ লোকের আশিস কুড়ালে
কোম্পানী বাহাদুর!

শেষ

নিখিল অবদান
সমাধান
যেখানে—

গীতি সে অবসান
যে মহান্
শ্মশানে—
যেখানে মহাঘুম
চিতাধূম
সৃষ্টির
সেখানে কুণ্ডলি'
কুতূহলী
তুলি শির।

গগনে অগণনা
মেলি ফণা
নীলিমায়,
সাগরে মণি-গেহে
ঢালি দেহে
মহিমায়,
ফণাতে জ্বলে তারা
মণি-পারা
নিশিদিন,
নিশাসে রবি শশী
পড়ে খসি'
আলোহীন।

আমি না হাসি কাঁদি,
যমে বাঁধি
নিয়মে,
চপলা অচপলে
ফণাতলে
বিরমে ;
আমারি অধিকারে
ভারে ভারে
অবিরল
জমিছে জগতের
ফসলের
শেষ ফল।

উথলি' যে কাকলি
যায় গলি'
বাতাসে,—
যে ভাতি ছিল দীপে—
গেল নিবে—
কোথা সে ?

যে ঢেউ দিল দোলা
ভয়-ভোলা
ভেলাকে,—
তলায়ে গেল কোথা ?—
সে বারতা
কে রাখে ?

যে সুর হ'ল শেষ
রাখি' রেশ
পুলকে,—
ফুরানো হাসি-রেখা
থাকে লেখা
অলখে ;
বারেক ফুটে উঠে
গেছে টুটে
যত ফুল
হ'ল সে হ'ল জমা
সে সুষমা
নহে ধূল্।

হারানো সব গান
সব প্রাণ
আছে গো
আমারি ফশাতলে
দলে দলে
রাজে গো ;
হেথায় নতমুখ
ভুল চুক
চুকিছে,
হারানো দুখ সুখ
ধুক্ ধুক্
ধুকিছে।

ব্যথার পাথারেতে
ঢেউ মেতে
উঠে সে,
তুফানে হানাহানি.—
হেথা জানি
টুটে সে ;
মথিত পারাবার
হাহাকার
করে, হায় !

সে রব যায় মিশে
আমারি সে
গরিমায়।

নিশাসে এ নিখিল
হ'ল নীল
দশদিশ,
বিষাণে ওঠে তান
অবসান
সুধাবিষ ;
গরজে মহাজল
জগতল
জিষ্ণু
আমারি ফণা-ছায
হেসে চায়
বিষ্ণু !

বটেরি ছায়া সম
এই মম
ফণাচয়
এখানে বাঁধে নীড়
করে ভিড়
সমুদয় ;—
যত সে হারা মন
পুরাতন
হারা প্রাণ,—
হারানো আলো ছায়া
স্নেহ মায়া
ভোলা গান।

যা' কিছু পায় ক্ষয়
তাহা রয়
আমাতে,
প্রলয়ও বাসে ভয়
হয় লয়
আঘাতে ;—
আঘাতও নাহি সহে
সে যে দহে
পরশে,
ফণাতে আমি রাখি
সুধা ঢাকি
উরসে।

সহজে আমি ঋজু
নহি কিছু
বক্র,
লীলায় দিনযামী
রচি আমি
চক্র ;
নীরবে লিখি লেখা
আমি একা
দ্রষ্টা,
নিখিলে চিরকাল
যতিতাল-
স্রষ্টা।

আমাতে বীতশোক
লভে লোক
নির্ব্বাণ,
নিরালা' নিশসিয়া
মোর হিয়া
গাহে গান ;
এ মম ফণা 'পর
চরাচর
ধরণী
জনম- মবণের
সরণের
সরণী।

হেলিয়া যবে দুলি
ঢেউ তুলি
উতরোল,—
উথলে চারিভিতে
ভয়ভীতে
ভূঁইদোল!
আমাতে ধরাধর
নির্ভর
লভিছে,
শিয়রে হ'য়ে ধ্রুব
সব শুভ
শোভিছে।

তুহিন- রাশি সম
দেহ মম
অতি হিম,
ভিতরে সুধা-গেহ
শুধু স্নেহ
নিঃসীম!
প্রজা ও প্রজাপতি
দ্রুতগতি
সে ধামে
আসিয়া হয় জড়
ছোট বড়
আরামে।

মরণ ভুল কথা,—
ও বারতা
নয় ঠিক্,—
ফণাতে হের থির
হারা শ্রীর
স্বস্তিক।
হারানো যে সুষমা,—
হ'ল জমা
সমুদয়,—
করিল অগণনা
মম ফণা
শোভাময়!

যা' কিছু নিবে যায়
উবে যায়
মন ভায়
রহে সে,
যা' কিছু উঠে হেসে,—
ডুবে ভেসে
জমে এসে
এ দেশে;
আমারি মণি-ঘরে
থরে থরে
অবিরল
জমিছে আসলের
ফসলের
শেষফল॥

মণি-মঞ্জুষা

কৈফিয়ৎ

কুড়ায়ে পেয়েছি কতক পথের ধারে,
কতক পেয়েছি গিরি-মল্লিকা-তলে,
মৌচাকে ভরা পাহাড় টিলার পরে
গিয়ে কিছু কিছু এনেছি গো অঞ্চলে
লভিযাছি সব গানের রাখালী ক'রে
গানের মাণিকে দুই মুঠা গেছে ভরে।

তুষার আমারে দিযেছে কত না গাথা,
কত সে দিয়েছে রৌদ্রে তামাটে মাটি,
ফুল দেছে চুনি, পান্না দিয়েছে পাতা,
বৃষ্টিব জল দেছে হীরা পরিপাটি,
কত সংগীত এসেছে বাতাস বয়ে
কত কুলাযের কথা কানে কানে ক'য়ে।

সব জড়ো ক'রে এনেছি বোঝাই দিয়ে,
ভাণ্ডারে মণি রেখেছি মঞ্জুষায় ;
আঁধারে গোপন রবে চিরদিন কি এ
চাবিটি ঘুবাযে খুলিতে মন যে চায়।
দিনের আলোতে রতন-পশরা-খানি
খুলে দিনু,—মনে কি এক বেদনা মানি।

জানি আমি জানি বাহিবে যে অবহেলা,
তবু গাহি গান, গানের মালিকা গাঁথি ;
একা একা রচি বাতাসে গানের মেলা,
উষার আশায কাটাই আঁধার রাতি ;
সন্ধ্যা-আঁধাবে আলোকের গান গাহি
নব প্রভাতের আশাপথ শুধু চাহি।

কালেভালা-গ্রন্থ

সভা-বন্দনা

(অথর্ব্ব বেদ)

বিশ্ববিধাতা প্রজাপতি,—তাঁর
যমজ দুহিতা 'সমিতি' 'সভা' ;
তাঁদের প্রসাদে আজি লোকমাঝে
লভি যেন বাণী সুদুর্লভা।

চারু হোক্ ভাষা, পূরা হোক্ আশা,
গুণীরে আগুলি' বসুক সবে,
মুগ্ধ হউক চিত্ত সবার
গুঞ্জন-গীতি-আলাপ-রবে।
জানি জানি সভা! অয়ি মনোলোভা!
আলাপ তোমার প্রাণের প্রাণ,
হোক লেনাদেনা, অচেনা ও চেনা
করুক আজিকে অমৃত পান।
সভার প্রতিভা, প্রজ্ঞা ও বিভা
আমারে আজিকে ভজনা করে,
অমল ভাগ্য বাক্য-বিভব
করগত মম দৈব বরে।
উড়ু-উড়ু মন উড়াইয়া আনি,
বাঁধিবারে জানি চপল হিয়া,
হৃদয় বিমুখ হয় উৎসুক
সরস বচন-অমৃত পিয়া।

আকাশের খোকা-খুকী

খোকা-খুকী। ওগো পরী! ও অপ্সরী!
কি সুর মোদের আপন সুর?
পরী। স্বাধীন তোরা কিরণ-ডোরা
জনম তোদের হিরণপুর;
হাওয়ার মত অব্যাহত,—
হাওয়ার গানই তোদের গান;—
গোলাপ-ফুলের আমেজ মাখা
হাসির মত স্পন্দমান!
খোকা-খুকী। ওগো পরী! ও অপ্সরী!
কি তাল মোদের নিজের তাল?
পরী। 'ভয়-জান-না'! 'নেই-ভাবনা'!
শূন্যে বোনো স্বপন-জাল!
হাওয়ার মত অব্যাহত
হাওয়ার তালেই তোদের নাচ,
নগ্ন পদে টাটকা রোদে;—
হাসছে যেথায় পারুল-গাছ।
খোকা-খুকী। সুর শিখেছি তাল শিখেছি
এখন মোরা করব কি?
আলোর ধারা পড়ছে ঝরে
মুঠোয় ক'রে ধরব কি?

পরী। . লক্ষ্মী মেয়ে! লক্ষ্মী ছেলে!
ঘুমাও এখন মার কোলে ;
হাওয়ার খোকা হাওয়ার খুকী
দুলছে তারার হিন্দোলে!

নোগুচি

ঘুম-পাড়ানি গান

(আমেরিকার আদিম অধিবাসী)

খোকন্ ধন ঘুম চায় গো
ঘুম আয় গো!
চোখ পিট্‌পিট্ মিট্ মিট্ মিট্
ঘুম পায় গো—ঘুম আয় গো!

রোদের আর তেজ নাইকো
রাত আয় গো!
জঙ্গলময় সন্ধ্যার রোদ
তাত নাই গো—ঘুম আয় গো!

"ঘোঁতন ঘুম" হুতোম কয়
দিন যায় গো!
বদ্-রঙ হয় লাল রোদ ওই
পায় পায় গো—ঘুম আয় গো!

চোখের পাতা ঢুলঢুল্ গো
ঘুম পায় গো!
দুই পাত এক হয় এইবার
প্রায়—প্রায় গো—ঘুম আয় গো!

ঘুম-পাড়ানোর গল্প

খোকা! আমি তোর মত ফের হই যদি রে কভু
—সবাই তোরে ভালবাসে তুই ত কাঁদিস্ তবু—
(আমি) করব নাকো কাঁদু
হব সোনার যাদু
দেখবো খালি ডালিম-গাছে কেমন নাচে প্রভু।

শুইয়ে দোলায় আমায় খোকা দেয় যদি কেউ দোল
পুতুল কিনে আনবে বলে কিম্বা কাঠের ঢোল

(আমি) হব নিতান্ত
লক্ষ্মী সুশান্ত
করবো তখন টুনটুনিটির চাইতেও কম গোল।

ফের দুধে-রঙ হয় যদি মোর, হই যদি দুধ-খোর,
ছড়া তখন বলবো না আর, শুনবো সে দিন ভোর,
(আমি) শুনবো দিনমান
শালিক পাখীর গান,
ফিঙের নাচন দেখবো স্বপন লাগলে ঘুমের ঘোর।

আমি যদি হই রে খোকা হাঁসের ছানার মিতে
পাই ঘুমুতে তপ্ত নরম জ্যান্ত গদিটিতে
(তবে) সকালবেলায় উঠে
এক্কেবারে ছুটে
হাঁসের দলে জুটবো আমি প্যাঁক প্যাঁক ডাক দিতে।

আস্তাবলের ঘোড়া যদি দেখতে আমায় পায
সাঁতার দিতে যাব না তার জল খাবার গামলায়,
(মোবা) হাঁস-কুঁড়েতে ঢুকে
দুয়োরে খিল ঠুকে
বলবো—এস কালকে, খোকা থাক্‌বে দরজায়।

হঠাৎ খোকা দেখি যদি বাঘেরি পুচ্ছি
নড়ছে দুয়োর-গোড়ায, বলবো—বাঘেব নিকুচি ;
(আমি) করবো না ভয় তো
বলবো মশায় গো
এখন একটু ঘুরে এস আমি ঘুমুচ্ছি।

দরজা দাও বন্ধ করে, কে মারে টোকা?
বাঘ! চলে যাও, যাও না, এখন ঘুমিয়েছে খোকা।
(এখন) গল্প ছড়া থাক্
শুনতে পাবে বাঘ,
দরজাতে ধাক্কা দেবে বাঘ ভারি রোখা।

মার্সেলিন্ ভালমোর

খোকা

(গুজরাটি অঁজ্‌নী ছন্দে)

হাস্ তুই খেল্ তুই কলরব কর্ তুই
সুমধুর হাসি দিয়ে মুখখানি ভর্ তুই
বাপ্‌মার কোল জুড়ে থাক্ সুন্দর তুই
খোকা তুই ভালো থাক্ রে।

স্বরগের সন্দেশ তুই যে শোনাস্ রে
দেবতার গান মোর আঙিনায় গাস্ রে
ভাব-রস-চন্দনে মন যে ভিজাস্ রে
তুই সুধা-মৌচাক্ রে।

ফুল-কলি আঁখি তোর তুই রে খুলিস্ যাই
দুনিয়ায সুন্দরী ঊষারাণী আসে তাই
নির্ম্মল! তোর মুখপানে আমি সদা চাই
চেয়ে হই নির্ব্বাক্ রে।

পারিজাত-ফুল তুই ধরণীতে অতুলন
আশায় ভরিস্ তুই হৃদয় পরাণ মন
হাস্ তুই, দেখে ভুলি দুখভরা এ ভুবন—
দুখ—ভীমরুল-ঝাঁক রে।

অর্দেশর খ্যবর্দ্দার

বালকের নমস্কার

আমাবে করেছ চপল চটুল
এ দেহ গড়েছ হাল্কা করে,
স্থলে জলে আর হাওয়ার মুলুকে
বাধাহীন কবে রেখেছ মোরে।

মেঠো ঘোড়া ধরি অনায়াসে চড়ি,
ডালে ডালে দুলি, সাঁতারি জলে,
বাতাসেরে চিবি দৌড়িয়া ফিরি,
খুসী মনে শুই সন্ধ্যা হলে।

শক্তি দিযেছ স্ফূর্ত্তি দিয়েছ
প্রণমি চরণে বারম্বাব,
প্রভু ভগবন্! কর হে গ্রহণ
ছেলেমানুষেব নমস্কার।

বিচীং

খুকীর বালিশ

আমার ছোট বালিশ্‌টি রে! কি মিষ্টি ভাই তুই,
তোর উপরে মাথা রেখে রোজ আমি ঘুমুই।
আমার জন্যে তৈরি তুমি, কেমন তোমার গা
তুলোয় ভরা তুল্‌তুলে, আর কিচ্ছু ভারি না।
আকাশ যখন ডাকছে, বালিশ! ভাঙছে ঝড়ে দেশ,
তোমার ভিতর মুখ লুকিয়ে ঘুমুই আমি বেশ।

অনেক—অনেক ছেলে আছে, গরীব ছেলে হায়,
মা নেই তাদের, ঘর বাড়ী নেই, রাস্তাতে ঘুম যায় ;
বালিশ তাদের নাই ঘুমোবার, আহা কি কষ্ট!
শুধু শুয়ে ঘুম কি আসে? শরীর আড়ষ্ট।—
শীতের দিনে নেইকো কাপড়, প্রায় উলঙ্গ রয়।
দেখ্ মা! আমার এদের কথা ভাবলে দুঃখ হয়।

ভগবানকে রোজ বলি মা "এদের পানে চাও,
যাদের বালিশ নেইকো ঠাকুর! বালিশ তাদের দাও।"
তার পরেতেই আঁকড়ে ধরি নিজের বালিশটি,
তোর বিছানো বিছানা মোর—ভারি সে মিষ্টি।
ঠিক্ তখন কি করি জানো? জান্‌তে কি হয় সাধ?
তখন আমি তোমায় মাগো করি আশীর্ব্বাদ।

সকাল সকাল উঠ্‌ব না কাল ভোরের আরতিতে,
নীল মশারির ভিতর পড়ে থাক্‌ব সকালটিতে,—
নীল মশারির ভিতর থেকে সকাল বেলার আলো
শুয়ে শুয়ে লেপের ভিতর দেখ্‌তে সে বেশ ভালো।
এখনো ঘুম আস্‌ছে না আজ, এই নে মা তোর চুমো,
তোর যদি ঘুম এসে থাকে তা'হলে তুই ঘুমো।

হে ভগবান! হে ভগবান! হে ঠাকুর! হে হরি!
ছেলেমানুষ আমি তোমায় এই নিবেদন করি,
শিশুর কথা শোনো তুমি সকল লোকে কয়,
শোনো আমার প্রার্থনা গো ঠাকুর দয়াময়,—
শুনি অনেক মা-বাপ-হারা অনাথ আছে, হায়,
অনাথ কারেও আর ক'ব না এই নিবেদন পায়।

সন্ধ্যাবেলা মর্ত্ত্যলোকে এস গো একদিন,—
কাঁদছে যারা মা-বাপ-হারা অনাথ সহায়হীন
তাদের তুমি মিষ্টি কথা একটি যেয়ো ব'লে,
কেউ ডেকে শুধায় না যাদের, সবাই যাদের ভোলে ;
মা যাদের হায়, ছেড়ে গেছে, মাথার তলে তার,
দিয়ো ছোট একটি বালিশ রাত্রে ঘুমোবার।

মার্সেলিন ভালমোর

প্রবাসী

খাওয়া পরা দেখ্‌ছি হ'ল ভার,
ছেলেদের মুখ কেবল মনে পড়ে ;
তাদের কথা বল্‌চ কিবা আর,
দূরে থেকেও সঙ্গ নাহি ছাড়ে!

খাওয়া পরা সকল দিছি ছেড়ে,
ছেলেগুলো সব নিল রে কেড়ে!

চোখের আগে সদাই বেড়ায় তারা,
চুরি ক'রে দুটি চোখের ঘুম ;
কি হবে আর আমার মাণিক হীরা?
কি হ'বে আর চন্দন ও কুঙ্কুম?
তারা যে মোর মাণিক হীরার সেরা,—
হর্ষকুসুম হাসিরাশি-ঘেরা!

ওকুরা

শিশুর মৃত্যুতে

মর্ত্ত্য-গেহেব ওবে অতিথ্! আমার নিধি ওরে!
এরি মধ্যে এলো কি হায় তোমার যাবাব তিথি?
আনন্দ-গান গাইতে গিযে আগমনীর ভোরে
গাইতে হ'ল বিসর্জ্জনের গীতি।

এম্নি করে গেলি চলে লাগলো না কি ভালো
আমাদের এই ভালোবাসা মৃৎপ্রদীপের আলো?
এর চেয়ে কি মৃত্যু মধুর? তাই কি ছেড়ে গেলি?
শূন্যে কি কোল পেলি?

ভাগ্য যদি এমনি দারুণ এমনি নিদয় হবে
কেন বিধি এমন নিধি দিলেন কোলে তবে?
দিয়ে কেন কেড়ে নিলেন এই অমৃতের কণা?
রইল না সান্ত্বনা!

রেলাহয়েফ্

ছেলেমানুষ

সত্যি বলছি আমার কিন্তু কাঁদতে ইচ্ছে হয়,
দিদির আদর সবাই করে, আমি কি কেউ নয়?
আগে এসে দখল করে বসেছে মার কোল,
আমাদের ভাগ দিতে হলেই অম্নি গণ্ডগোল।
"দিদি ভারি দেখ্তে ভালো" বলে সকল লোক,
আমায় বলে "ছেলেমানুষ"—নেইকো কারো চোখ।
আমাদের এই রাস্তা দিয়ে ফুল নিয়ে লোক যায়,
আমাকে ফুল দেয় তবু ওই দিদির দিকেই চায়।
বয়েস আমার নয় কেন গো বার কি চোদ্দ,—
কেউ বাসে না ভালো আমায় শোনায় না পদ্য,

কেউ করে না খোসামোদ আর কেউ না শোনায় গান,
কেউ বলে না "তোমার পায়ে সঁপেছি এই প্রাণ!"
ছেলেমানুষ! তবু জানি থাক্‌বে না এই দিন,
আমিও হব সুন্দরী গো, যাক্ না বছর তিন—
এ চুল তখন লম্বা হবে, পুরন্ত এই মুখ,
দাঁতগুলি সব ঝক্‌ঝকে আর ঠোঁট দুটি টুক্‌টুক্ ;
জানি তখন আমার পানেও থাক্‌বে চেয়ে লোক
কাজল বিনা অমনি কালো হবে যখন চোখ।

আঁদ্রে শেনিয়ে

নওরোজের গান

(পারসী হইতে)

সেলাম! সেলাম! আগা সাহেব হুকুম যদি হয়
চৌকাঠে পা দিই তা' হ'লে, নইলে পরে নয় ;
নওরোজে এই নূতন সালে হোক্ তোমাদের জয়।

আগা সাহেব! মীর্জ্জা সাহেব! তোমরা বড়লোক,
আমরা গোলাম করছি সেলাম, বাড়বাড়ন্ত হোক্ ;
নওরোজে আজ নেহাৎ ছোট হয় না যেন চোখ।

আশা ক'রে দাঁড়িয়ে আছি বাড়িয়ে দু'হস্ত,
সাত পাহাড়ে হাঁটিয়ো না আজ, ওগো গৃহস্থ!
হালুয়া না হয় নাই হ'ল, দাও সুজির পালোই দাও,
খুসী হ'য়ে যা দেবে সেই বাদ্‌সাহী পোলাও।
নওরোজে আজ ক্ষীরের সাথে আনন্দ উথলাও।

গিয়েছিলাম সাঁকোর দিকে সকালে পায় পায়,
দেখেছিলাম কুর্দ্দি মেয়ে কুর্ত্তি-পরা গায় ;

সেই থেকে মন হ'ল কেমন,—যেন আপন নয়,
নওরোজে এই নূতন দিনে হোক তোমাদের জয়।

নওরোজে নয় হুরী
গাঁথে গোলাপ-কুঁড়ি,
পেগম্বরের দোহাই দিয়ে
নওরোজে গান জুড়ি।

বছর হ'ল নূতন আবার আকাশ হ'ল নীল,
নওরোজী গান শুনে কেবল বখিলে দেয় খিল,
নওরোজে নূতনের খোঁজে খুসী থাকুক্ দিল।

কম্‌লা-ফুলের কুঁড়ি রে ভাই নেবু-ফুলের কুঁড়ি
খাইনি এবার, ওদের বাড়ী দেখেছি এক ঝুড়ি ;
প্রাণ ধরে পারলে না দিতে দৃষ্টিকৃপণ বুড়ি,
নওরোজে তাই বোলে এলাম থুড়ি, থুড়ি, থুড়ি।

চাঁদ উঠেছে নওরোজিয়া ঝিনুক-মোড়া চাকু,
ঘুমাও তুমি, আমার পরাণ করছে আঁকু-বাঁকু,

পড়ছে মনে ক'নে তোমার মরা মায়ের মুখ,
সুজ্‌নী গায়ে রুমাল মাথায়,—হয়নি তো অসুখ?

লুকিয়ো না ডিম তু'ষের ভিতর লুকিয়ো না বেবাক,
নওরোজে দাও আমায় দুটো, গতর সুখে থাক।

নওরোজে নয় দোলা
আমার তরে ঝোলা,
হারিয়ে গেছে টুপি কোথায়
জামার বোতাম খোলা!

হাজির হ'ল নূতন বছর ক্ষেত্রে খামারে,
ঘোড়া কোথায বাঁধব এখন বল্‌ তা আমারে।
নওরোজে আজ খোস্‌ মেজাজে না দিলে বক্‌শিশ্‌
গমের ক্ষেতে বাঁধব ঘোড়া, কাঁদবে যবের শীষ।

বন্ধু ওগো বন্ধু তোমার ঠোঁট দুখানি বেশ,
ঠোঁটের উপর তিল্‌টি কালো, কালো মাথার কেশ ;

ঘরের কোণে আপন মনে ধুচ্ছ যে কিস্‌মিশ্‌?
পেস্তা বেছে রাখছ কেন? পোলাও হবে? ইস্‌!
দেরী অত সইবে নাকো দাও কিছু বক্‌শিশ্‌।

মস্ত বাড়ী খাসা বাড়ী আমীরী কারখানা,
গরিবখানা নয় গো মিঞা, মির্জ্জা-মালিক-খানা।

ডিমের হিসাব রাখছে, দেখ, মীর মালিকের মেয়ে,
একটি ডিমের নেইকো হিসাব কেউ ফেলেছে খেয়ে!
নূতন ক'রে হিসাব কর আমাদের মুখ চেয়ে।

একটি দিলেও নিই গো মোরা, দুটি দিলেও নিই,
মোটে যদি না দাও তবে বাঁচবে নাকো জী' ;
মনের দুখে মারা যাব, বলব তোমায় 'ছি',
গোরের খরচ গুণ্‌তে হবে মীর মালিকের ঝি!

তোমার ছেলে খাসা
রাজবাড়ী তার বাসা,
মোড়ল হ'তে পারবে, এমন
হচ্ছে মোদের আশা!

পাহাড়তলীর বিবি মোদের সুর্মা-আঁকা চোখ্
ভগবানের দোহাই তোমার একটি খোকা হোক্।

সুর-বাহারীর কন্যা ওগো কণ্ঠে কুঁচের হার,
নওরোজের এই নূতন হাওয়ায় যন্ত্রে চড়াও তার!

পালাই কোথা লুকাই কোথা মরি যে লজ্জায়,
ছেলের দলে হাঁকিয়ে দিয়ে কৃপণ খানা খায়!
দৌড়ে যেতে ফুটল কাঁটা বাজ্‌ল পাথর পায়,
নওরোজের এই নূতন নিশি সুখেই যেন যায়।

নববর্ষে

সংসারে হেরি নূতন মাধুরী,
কালিকে ছিল না এতো!
নূতন বরষে নূতন হরষ
'শিম্নেন্ ওমেদেতো'।

প্রাচীন ধরার জীবনে আবার
এসেছে শুভক্ষণ,
শুভ সময়ের শুভ্র সোপানে
আজিকে পদার্পণ।

শ্বেত-শতদল-তীর্থে যাইতে
মিলেছে নূতন সেথো,
নব বৎসর! উৎসব নব!
'শিম্নেন্ ওমেদেতো'।

কিরণ-সোপানে চরণ রাখিয়া
ঊর্দ্ধে উঠিব সবে,
সূর্য্যের সাথে হ'য়ে মুখোমুখি
দাঁড়াতে মোদের হবে।

অন্যায়ে আজি হাস্যের তোড়ে
করিব বিসর্জ্জন,
তাজা এ হাওয়ায় শিস্ দিয়ে শুধু
ফিরিব অনুক্ষণ।

এবার মোদের যাত্রার পথে
হাসি আর আলো সাথী ;
জয় জয় জয় নূতন সূর্য্য!
জয় সূর্য্যের ভাতি!

জাগে নব শোভা, নবীন শকতি
বিধির অভিপ্রেত
নূতন বরষে নূতন হরষ
'শিম্নেন্ ওমেদেতো'।

নোগুচি

চায়ের পেয়ালা

প্রথম পেয়ালা কণ্ঠ ভিজায়,
দ্বিতীয় আমার জড়তা নাশে ;
তৃতীয় পেয়ালা মগ্‌গুল্ করে
মজ্‌লিশ ক্রমে জমিয়া আসে ;
চৌঠা ঘুচায় কৌটার ঢাকা,—
মগজে মুকুতা-মুকুল দোলে!
পঞ্চমে জাগে মৃদু স্বেদ-লেখা,—
শুদ্ধির শত পন্থা খোলে।
ষষ্ঠ পেয়ালা সুধারসে ঢালা,—
মর্ত্ত্য মানবে অমর করে!
সপ্তম! আর চলে না আমার
চলেনাকো আর ছয়ের পরে!
এখন কেবল হয় অনুভব
আস্তিনে হাওয়া পশিছে এসে!
স্বর্গপুর—সে কত দূর? আমি
এ হাওয়ায় চড়ি' যাব সে দেশে!

লো তুং

সোমপায়ীর গান

(ঋগ্বেদ)

নানান্ জনের নানা জল্পনা,
যত আছে লোক বুদ্ধি তত!
রোজা খোঁজে রোগ ছুতার নিয়োগ,
ব্রাহ্মণ খোঁজে যজ্ঞ ব্রত!
সোম! তুমি রাজা, সবনে সবনে
ইন্দ্র-সেবায় হও হে রত।

কেউ ফিরে নিয়ে ওষুধের পেটি
শকুনের ডানা, শিকড় যত ;
কাহারো থলিতে খালি হাতিয়ার,
বাইশ, কুড়ুল, আরো-কি-কত!
সোম! তুমি রাজা, সবনে সবনে
ইন্দ্র-সেবায় হও হে রত।

যার ঘরে সোনা করে আনাগোনা
কে আছে ভুবনে তাহার মত?
তারি পিছে পিছে ফিরিছে সবাই,—
ফিরিছে যেমন স্বপন-হত!
সোম! তুমি রাজা যজ্ঞ-ভবনে
ইন্দ্র-সেবায় হও হে রত।

আমি কবি, পিতা ভিষক্ আমার,
চানা-পেষা মোর মায়ের ব্রত ;
ধন-সন্ধানে ফিরি জনে জনে
গরুর পিছনে গোপের মত!
সোম! তুমি রাজা, যজ্ঞ-ভবনে
ইন্দ্র-সেবায় হও হে রত।

সংসারে মোরা আছি যত জন
সবাই নিজের নিজের মত ;
কারো পথে কেউ চলিনেকো ভুলে,
যত আছে লোক বৃত্তি তত।
সোম! তুমি তাজা হিরণ-ধারায়
ইন্দ্র-সেবায় হও হে রত।

ঘোড়া খোঁজে খালি হাল্কা সোয়ারী,
হাসি খুসী খোঁজে খেয়ালী যত
বধূ খোঁজে বর, ভেক সরোবর,
যত মাথা মৎলব সে তত!
সোম! তুমি তাজা হিরণ-ধারায়
ইন্দ্র-সেবায় হও হে রত।

শিকারের গান

ধনুকে তীর জুড়ে
শিকারী ওই শিষ্ দিয়েছে
বন বাদাড়ের পুরে,

সকালবেলার আচোট আলোয়
আসছে পাহাড় ফ্‌ঁড়ে
ধনুকে তীর জুড়ে।

পাহাড়-টিলার পরে
শঙ্কাহারা শঙ্খচিলে
রাজ্য একা করে ;
শিকারী সে একলা মালিক
বনে বাঘের ঘরে,
পাহাড়-টিলার পরে।

গুণ কি কব আর
গুল্‌তিতে যা পায় সে নাগাল
সব এলাকায় তার,
যা' চরে যা' ওড়ে সকল-
তাতেই অধিকার
(সকল) তাতেই অধিকার।

শিলার

নূতন কলম্বস্‌

বন্ধু! এদেব বিশ্বাস নেই
এই যে আমার নাবিকগুলি,
সুদূর এদের মন টেনে নেয
সাগরে নযন রয়েছে ভুলি।

সত্য কথাটা বলিতে কি ভাই
আমারো দশাটা ওদেরি মত,
নূতন দেখিতে আমারো হৃদয়
লালসায় ভরা যেন নিয়ত।

তবে আরবার ভাসাও জাহাজ
মুঠি বেঁধে হাল আবার ধর,
সাগরের পর জাগিছে সাগর
ডাঙা কি নাহিকো তাহার পরও?

মগজ! ঠাণ্ডা হয়ে থাক তুমি,
হাত! দৃঢ় হও, ব্যাপার ভারী,
বিহ্বল তুমি হয়ো না বন্ধু,
এ খেলা আমরা ছাড়িতে নারি।

ডাঙা—অবশেষে ?—এনু কোন্ দেশে ?
দূর হতে কারা ইসারা করে ?
এক ত মৃত্যু—আরেক কীর্ত্তি
তারো পিছে সুখ মূর্ত্তি ধরে।

নীছি

সাবধান

হুঁসিয়ার ! হুঁসিয়ার !
দুঃসাহসী যে, তারে সাবধান
করিতে চেয়ো না আর ;
রোক্ চেপে যাবে দ্বিগুণ লাফাবে
দেখিবে না বাঁ কি ডান
যেথা গহ্বর সেথাই ঝাঁপাবে ;
সাবধান ! সাবধান !

নীছি

বিশ্বাস

বিশ্বাস করিস্, বাছা, ফুল্ল ফুলে, পাখীর উল্লাসে,
নিষ্কলঙ্ক সূর্য্যালোকে রাখিস্ বিশ্বাস ;
যে মনে পড়েনি দাগ, যে আঁখি প্রীতির ভাষা ভাষে
তার কাছে অসঙ্কোচে যাস্।

দুঃখ, সুখ,—যে খুসী সে দাঁড়াক দুয়ারে এসে তোর,—
পীড়িয়া বীণার তার যা খুসী বাজাক,
টলিস্ নে, ওরে বাছা, হারাস্নে বিশ্বাসের জোর
ওই জোরে খুসী তুই থাক্।

কে না জানে টুটে যায় কুসুমের সুষমা দুদিনে,
তিক্ত হয় মধুময় সুখময় স্মৃতি ;
তবু, যে, উদয়-তটে,—স্বপ্নে তারে নিতে হয় চিনে,
বিশ্বাসে সে আলোকিছে নিতি।

বিশ্বাস করিস্, বাছা, বিশ্বাসের রাখিস্ ক্ষমতা,
ওরে সদানন্দ শিশু ! সঙ্কোচে মলিন !
কল্য যে মিলাবে শূন্যে, অশ্রুশেষ হবে যার কথা
ইন্দ্রধনু আজি সে রঙীন্।

ডেজেনষ্টেচ

অধম ও উত্তম

কুকুর আসিয়া এমন কামড়
দিল পথিকের পায়,—
কামড়ের চোটে বিষদাঁত ফুটে
বিষ লেগে গেল তায়।

ঘরে ফিরে এসে রাত্রে বেচারা
বিষম ব্যথায় জাগে,
মেয়েটি তাহার তারি সাথে হায়
জাগে শিয়রের আগে।

বাপেরে সে বলে ভর্ৎসনা-ছলে
কপালে রাখিযা হাত,
"তুমি কেন বাবা ছেড়ে দিলে তারে?
তোমার কি নেই দাঁত!"

কষ্টে হাসিয়া আর্ত্ত কহিল
"তুই বে হাসালি মোরে,
দাঁত আছে বলে কুকুরের পায়
দংশি কেমন ক'রে?

কুকুরের কাজ কুকুর করেছে
কামড় দিয়েছে পায,
তা' ব'লে কুকুরে কাম্‌ড়ানো কিরে
মানুষের শোভা পায়!"

সাদী

বাঁকা পথ

বাঁকা পথ ধরে' বড় বড় নদ নদী
আদি কাল হতে চলেছে অদ্যাবধি।
বড় বড় মন বক্রগতিতে চলে
লক্ষ্য আপন ভোলেনাকো তাই বলে';
বাঁকা পথ বলে' করে না তাহারা ভয়
পথ কেটে চলে সাহসে—সুদুর্জ্জয়।

নীছি

বীর

শিলার পুতুল ভেঙে যে করেছে গাদা
আমি তারে বলি গাধা;—
কী করিল পৃথিবীর?

গোপন মনে যে পুতুল-পুজারী আছে
তারে যেই ভাঙিয়াছে
সেই যথার্থ বীর।

নীট্‌শে

গরুর গাড়ীর গান

'যাচ্ছে সময়!' যাচ্ছে?—বটে!—আমরা কি জানি?
সাবেক চালে চল্‌ছি মোরা সাবেক-বিধানী!
কাল ছুটেছে কাস্তে হাতে,—গ্রাহ্য করিনে;
তার পিছুতে বেদম ছুটে পথে মরিনে।
থাক্‌তে আয়ু ভয়টা কিসের? সময় আছে ঢের;
চালের সেরা লস্করী চাল; নেই তুলনা এর।
কেউ বা ছোটে, কেউ বা হাঁটে, কেউ বা হাঁকায় রথ,
শিস্‌ দিয়ে কেউ আপন মনে একলা চলে পথ;
হট্টগোলের মাঝখানে সে শুনছে পেতে কান
মান্ধাতারো পূর্ব্বযুগের গরুর গাড়ীর গান!
চল্‌ছি চালে,—যুগের কালের নেইকো হিসেবই;
ঘুম-পাড়ানি মাসীর কোলে ঘুমায় পৃথিবী।

গোল্ডস্‌বেরী

অতীতের মোহ

অতীতের প্রতি এই যে তোদের
কৃত্রিম ভালবাসা
এই যে তোদের কঙ্কাল-প্রীতি
শ্মশান-লালসা খাসা—
বর্ত্তমানের প্রাণের খাদ্য
এ কেবল চুরি করা
এ যে মিছামিছি ডুবাইয়া দেওয়া
ভবিষ্যতের ভরা।
প্রত্নপ্রেমিক কেবল মড়ার
হাড়গুলো কুঁদে কুঁদে
খেলনা গড়িয়া তাই নিয়ে খেলা
খেলিছ চক্ষু মুদে।
ভারি কাজ তোরা করেছিস, পড়ে
মড়ার ললাটলিপি,
মড়ার মাথার শূন্য কোটরে
জোনাকীর টিপ্‌টিপি।

নীট্‌শে

দুর্লভ

সুলভ জগতে সুকাজ করার লোক,
দুর্লভ শুধু তাহা দেখিবার চোখ।

ভাস

জ্ঞান-সূর্য্যের খেদ

সূর্য্যের মত এ মোর জ্ঞানের আলো
ভেবেছিনু এতে হবে গো এদের ভালো,
এবে দেখি ভালো হয়নি সে আলো—
এদের চক্ষে হানা।
আমার জ্ঞানের সূর্য্যকিরণে
বাদুড়েরা হ'ল কাণা।

নীৎসে

ভ্রমর ও ভেক

দূর বন হতে রসিক ভ্রমর সহসা আসি
ভুঞ্জি কেমন গেল পদ্মের সুরভি মধু;
কাছে ছিল ভেক বনেদী পদ্ম-পুকুর-বাসী
গন্ধটুকুও পেল না সে, চেয়ে রহিল শুধু।

মালিক মহম্মদ জয়সী

জাপানী হাসির গান

আমি বড় হাবাতে—এই
আমি গো একটা;
আমিই আবার কুড়িয়ে পেলাম
মনি-ব্যাগটা!
চাঁদেরি আলোতে দেখি—
আরে ছ্যা—এ কী!—
ট্রামগাড়ী-চাপা-পড়া
ব্যাঙ্ চ্যাপ্টা!
(কোরাস্) আরে ছোঃ ছো—ছো!
(বিউগল্) তোগো—তোগ্‌গো—তো।

দেড়ে টিকটিকি

বেঁটে দাউদের লম্বা দাড়ি!
গোঁফে ও দাড়িতে একটি গাড়ী!
আগে চলে দাড়ি পিছে দাউদ
বাপের পিছনে যেন সে পুত!
চুড়াই পেয়েছে ময়ূর-পুচ্ছ!
দাড়ি বিনা মিঞা দাউদ তুচ্ছ!
দাড়ি সে রেখেছে,—বর্ষা জাড়ে
লুকাতে বুঝি ও দাড়ির আড়ে।

একদা দাউদ মিঞারে ধরি'
দাড়ি বাদ দিয়া ওজন করি,
তেরিজ কষিয়া দেখিনু ভাই
দাউদের কোনো ওজনই নাই!
ছায়া যেন দাড়ি বহিতে আছে
দাউদ সে জটা দাড়ির গাছে!
দাড়ি নেড়ে চেড়ে আছে বাঁচিয়া
দেড়ে টিক্‌টিকি দাউদ মিঞা!

দাড়ি পুষে হল দাউদ রোগা!
ফড়িঙের গায়ে দাড়ির চোগা!
ফিরিছে কাহিল দাড়ির মুটে
নগবেব কুটো দাড়িতে খুঁটে।
নিবিড় জমাট দাড়ির কাঁড়ি
চামচিকাদের বাগান-বাড়ী!
হেসে ছিঁড়ে যায় পেটের নাড়ী!
ছুন্‌কেব মুখে মুনকে দাড়ি!

ইস্‌হাক্‌ বিন্‌ খলিফা

অসাধ্য সাধন

মৃণাল-সূতায় কে বাঁধিবে কালফণী?
শিরীষ-কেশরে বিঁধিবে বজ্রমণি?
ক্ষার-সমুদ্রে ফোঁটা-দুই মধু দিয়া
মধুরতা কেবা মরিবে অন্বেষিয়া?
জ্ঞানের বচনে মূর্খে কে বশ করে?
ধরম-কাহিনী শোনে কভু তস্করে?

বামন কবি

সাগরের গান

জোয়ার ভাঁটায় নাটাই নাটায়,
নাটায়ের নাট ভুবন জুড়ি ;
জোয়ার ভাঁটার নাট্যে মাতিয়া
দিকে দিগন্তে বাজাই তুড়ি !

তালী-বনে তাল রোদে লাল হতে
দেখেছি,—এ নহে গল্পকথা ;
শুনেছি বিরলে তুফানের তলে
গলা-বরফের প্রগল্‌ভতা !

গম্বুজ আর খিলানের ছায়
ডিগ্‌বাজী যেথা শুশুক খেলে,—
আমি সেথা ফিরি লাস্য-লীলায়
দিকে দিগন্তে অঙ্গ মেলে।

ঘর্ঘর-রবে ঘুরি গো কোথাও,—
হল্‌হলা তুলি বেগের বশে ;
ভিতরে ভিতরে বরফ-পাথরে
সিন্ধুঘোটক দন্ত ঘষে।

ঘূর্ণা বাতাস তরণী ডুবালে
রচি দুখ-মনে শোকের গাথা,
কল-গানে ঘুম পাড়াই মরুতে
আপনি মুদিনে আঁখির পাতা।

আমি মানুষের ব্যথার ব্যথী গো,
আমি কোনো দোষে নইকো দোষী,
বালিয়াড়ি জুড়ে খেলে বালকেরা
বালি নিয়ে ;—আমি দেখেই খুসী।

ভালবাসি আমি মাতাল মাঝিরে,—
ভালবাসি তার গানের মধু ;
জাহাজ ডুবায় ঝড় দুরন্ত,
আমি কোলে পেলে দোলাই শুধু।

আলফ্রেড্‌ অষ্টিন্‌

তারেই

কেন হুড়াহুড়ি দুই হাত ছুড়ি ?
অতলে তলায়ে খুঁজিস্‌ কারে ?
"মোর নৌকারে ডুবালে যে-হাওয়া
প্রতি নিশাসেই চাই যে তারে।"

গেয়ান্‌দাস বঘৈল

সমুদ্রের প্রতি

কি ব্যথা তোমার, ওগো সমুদ্র! অহর্নিশি?
পরাণের বোঝা নামাতে কোথাও পেলে না ঠাঁই?
আকুলি' বিকুলি' কেবলি ছুটিছ, সকল দিশি;
বিরাম নাই!

অস্থির হ'য়ে ঝাঁপায়ে পড়িছ কেবলি কূলে?
মুখে ফেনা আর শিরে জটাভার আধেক খোলা,
ঘূর্ণির তালে ঘুরিযা টলিয়া পড়িছ দুলে
দৃষ্টি ঘোলা।

মুকুতায় আর সোনার কণায় মেটেনি তৃষা?
কোন্ অজানার তরে হাহাকার? কে জানে তাহা?
কোথায় লক্ষ্য?...চলেছ কোথায়? দিবস-নিশা
কেবলি হাহা!

আল্‌ফ্রেড্ অস্টিন্

বিস্মৃতি

সিন্ধুতীরে অন্তরীপে মন্দিরের ধ্বংস-অবশেষ,
কাল তারে মিলাইছে ধরণীর পাটল ধূলিতে;
পিত্তল-প্রতিমা আর শীলাদেবী বসেছে ভুলিতে
পূর্ব্ব গর্ব্ব; বন্যলতা দেছে সবে পল্লবের বেশ।

রাখাল সে আসে শুধু সে বিজনে চরাইতে মেষ,
কুড়ানো শঙ্খটি লয়ে ভবে নভ পুরাণো সঙ্গীতে,
সিন্ধু-সীমা-নীলিমায় ভঙ্গীভরে রহে তরঙ্গিতে
মুগ্ধ সুর;—ধ্বংস মাঝে একটি সে জীবনের রেশ।

প্রাচীন দেবতাদলে ধাত্রী ধরা বক্ষে দেছে ঠাঁই
স্নেহভরে; বর্ষে বর্ষে বসন্তে বসন্তে আজো তাই।
জীর্ণ স্তম্ভে পুষ্পদাম নীরবে সে দেয় জড়াইয়া।
মানুষ ভুলিয়া গেছে পিতৃপুরুষের দেবতায়!
অপ্সরার দীর্ঘশ্বাস সিন্ধুজলে আসে গড়াইয়া
নিশীথের বুক ফেটে; কর্ণপাত করে কেবা তায়?

হেরেদিয়া

সমুদ্র

কোথাও কেবলি উদ্‌গারে ফেনা
কোনখানে জল থির,
কোথাও মৎস্য-সমাকুল, কোথা
মেঘ জিনি গম্ভীর।
কোথাও বিষম ঘূর্ণী, কোথাও
তরঙ্গ-সংঘাত,
কোথাও শঙ্খ-সঙ্কুল, কোথা
তিমি খেলে দিন রাত।

ভাস

সূর্য্যের মৃত্যু

শরতের সান্ধ্য হাওয়া, সাগরের কল্লোল সুদূর,—
অকারণে-সকরুণ বিদায়ের বিষাদের সুর
ভুবন ফেলিছে ছেয়ে ; মসীচিহ্ন মৌন বেদনার
উঠিছে রক্তিম হ'য়ে রক্তরাগে অস্ত-সবিতার।

শিথিল পল্লবরাশি আকাশের পটে মুহু দোলে ;—
সিন্দূর সিন্ধুর মাঝে ;—শান্তিহারা বাতাসের কোলে ;
সন্ধ্যা আসে মন্দগতি,—সন্ধ্যা আসে তন্দ্রা লয়ে সাথে,
রিক্ত শাখে পাখী-নীড় আসে ছেয়ে নীল ছায়া পাতে।

ডুবে যাও গ্রহরাজ দিবসের হে দীপ্ত মশাল।
তোমার ক্ষতের রক্ত সে তোমার যশ-রশ্মি-জাল ;
পরম পৌরুষবলে মর্ত্ত্য-মোহ কর বিসর্জ্জন,
মরে যাও, মরে যাও ; পাবে তুমি নূতন জীবন
কল্যপ্রাতে, আছে আশা। কিন্তু যার হিয়া শত চূর—
তারে কি ফিরাযে দিবে প্রাণ, প্রেম, আশা, আলো, সুর ?

লেক'ৎ দে লিল্‌

সূর্য্যাস্তে ও সূর্য্যোদয়ে

সূর্য্য যখন করে গো রোজ বিদায় নেবার আশ
কালো রঙের হাঁস
বেরোয় একে একে
ফুল থেকে ফুল-গাছ থেকে আর মোদের শরীর থেকে।
তারা মোদের ছায়া
বিশ্বে বিছায় মায়া,

তারা যত এগোয়, আলো পিছিয়ে তত যায়
সরীসৃপের গতিতে পায় পায় ;
বেরিয়ে আসে
মেলে মেশে
ইঙ্গিতে সে
ডাকে পরস্পরে,
মন্থরে সঞ্চরে ;
হয় জমায়েৎ কালো মরাল জায়গাতে জায়গাতে
নীরব চরণ পাতে।
ক্রমে তাদের দল ভারি হয়, তখন ভুবন পরে
ডানার সাথে মিলিয়ে ডানা রাত্রি সৃজন করে।

আবার যখন সাগরে দিন জাগে
অরুণ তুলে নেয় গো মশাল তরুণ অনুরাগে ;
যখন সোনার দীপ
শৈলে শৈলে পরায় সোনার টিপ
পরে সাগর তরল সোনার বেশ
যায় গো দেখা তখন আবার দিনের হিরণ কেশ,
তখন আবার কালো হাঁসের দল
ছন্নছাড়া হয় যে পলে পল ;—
কোথায় পালায় কোথায় বা লুকায় ?
মাটির তলে ? বট-পাকুড়ের গায় ?
সাগর-জলে ? ফুলের গোপন গেহে ?
কিম্বা মোদের দেহে ?
কে জানে খবর
কোথায় তাদের ঘর,
সে কথাটি নেইকো কারো জানা।
এখন তারা মুড়েছে দুই ডানা,
এখন তারা পাতাল-ঘরে আরাম করে সব ;
তাইতো সকাল—হয়েছে সম্ভব।

শার্ল্‌ ভান্‌ ল্যার্‌বার্গ্‌

অস্তক্ষণে

অস্ত-গিরির মস্তক পরে
সংহরি করজাল
সন্ধ্যার রাগে রঞ্জিত রবি
বিরাজিছে সুবিশাল

রক্ত চেলীর বস্ত্রেতে ঢাকা
শিরোপরি হস্তীর
কনক-আলোক-পুলক-পিণ্ড
যেন সে চিরস্থির।

ভাস

বর্ষাগমে

গগন-সাগরে গরজিছে মেঘ
সাগর-ঢেউয়ের মত,
আকাশ-বটের নাম্‌না ও ঝুরি
ঝুরিতেছে অবিরত,
রক্ষ-নারীর ভ্রূকুটির প্রায
স্ফুরে মুহু বিদ্যুৎ,
যৌবন-নবরঙ্গ-পীড়ন—
দিন এল অদ্ভুত।

ভাস

বর্ষা-মেঘ

(মূল সংস্কৃত ছন্দে)

গগনে গগনে নীল নিবিড়
ভিড় মেঘের! ভিড় গো ভিড়!
শোন্‌ তাদের শব্দ ভীম
ডম্বরুর—দুন্দুভির!

ধরে তারা হের রূপ কতই!—
এই তড়িৎ-সর্প-নীড়!
ব্যোম্‌পথের এই সে ঝোপ,
ঘট স্নানের এই গিরির।

পহেলি প্রসূতি গাই গো সব,
বাজ-বাছুর গর্ভে যার;
খিল সে হয় আর কবাট—
সূর্য্য আর চন্দ্রমার।

মদনেরি বাণে শান দিবার,
ওই গো সব শান-পাথর,
মান্‌ময়ীর মান শিথিল—
কর্ত্তা ওই মন্দ্র স্বর।

সাগরে সাগরে ভিথ্ মাগার,
পাত্র মেঘ শূন্যে থির,
দেব-লোকের হেম-প্রপাত
পর্দ্দা ওই অপ্সরীর।

ভাস

সরল গাছ ও বিদ্যুৎ

কিবা পশু কিবা নর
সবার উপরে মাথা কাড়া দিয়ে
উঠেছি স্বতন্তর।

কার সাথে কই কথা
ডাকিলেও সাড়া দিতে কেহ নাই
নিদারুণ নীরবতা।

উচ্চে তুলেছি শির
আমি মহীয়ান একা একান্ত
কেহ নহি পৃথিবীর।

আছি শুধু পথ চেয়ে
কেন পথ চাহি কিছু নাহি জানি
আকাশ আসিছে ছেয়ে

শিয়রে জমাট মেঘ—
ঘেঁসে ঘেঁসে নেমে এসেছে হঠাৎ!
স্তব্ধ হাওয়ার বেগ।

প্রথম যে বিদ্যুৎ
তারি প্রতীক্ষা করে আছি আমি
তারি তরে প্রস্তুত।

নীছি

বাঘের স্বপন

মেহাগনির ছায়ায় যেথা ফুলের মাছি জুটে,—
জড়ায় যেথা হাওয়ার ডানা লতার জটাজুটে,—
নাবাল্ ডালের নাম্‌না ধরে দুল্‌ছে কাকাতুয়া,—
হলুদ-পেটা বন-মাকোষার সুতায় ঝুলে শুঁয়া,—
ক্রুদ্ধ চোখে চায় গোরিলা,—হুকু যেথায় ডাকে,—
গরুর হন্তা ঘোড়ার শত্রু সেইখানেতেই থাকে।

বক্র মনে ক্লান্ত দেহে সেইখানে সে আসে,—
শ্যাওলা-ধরা শুক্‌নো মরা গাছের গুঁড়ির পাশে,—
চটা মনে চাটতে লাঙুল কামড়ে ফেলে দাঁতে,
ঠোঁট কাঁপে তার অনেকক্ষণের অতৃপ্ত তৃষ্ণাতে।
তপ্ত হাওয়ায় তীব্র নিশাস!—শুঁটের মত শিটে—
গিরগিটিটা শিউরে ওঠে চল্‌তে পাতার পিঠে।
গহন সে বন ; যেখানটিতে দিনে দুই পহরে
লতা পাতার নিবিড় ছাতা সূর্য্য আড়াল করে,—
লট্‌পটিয়ে সেথায় বাঘা পড়ল নিয়ে মাটি ;
জিব্‌ দিয়ে সাফ্‌ করলে বারেক সাম্‌নেরি থাবাটি ;
তার পরে হায়, তন্দ্রাভরে মিটির মিটির চোখ,—
সোনালি দুই চোখের তারায় লাগ্‌ল ঘুমের ঝোঁক।
চেষ্টা-হারা চেতন-হারা ; কেবল তন্দ্রাভরে—
থেকে থেকে নড়ছে থাবা, লাঙুল কভু সরে।
স্বপন দেখে বনের পশু ;—মনের খেলা চলে,—
কালো বরণ মেহাগিনির গহন ছায়া-তলে ;
স্বপ্নে দেখে—নধর বলদ সবুজ মাঠে চরে,—
ঝাঁপিয়ে গিয়ে পড়ল বাঘা সেই বলদের 'পরে ;
হক্‌চকিয়ে হাম্বা রবে বলদ শুধু ডাকে,
থাবার চড়ে রক্ত—বাঘার নখের ফাঁকে ফাঁকে।

লেকঁৎ দে লিল্‌

বন্যায়

(মিশর)

—বানের জলে দেশ ভেসেছে, রাখাল-ছেলে তুই কোথা?
—রাঘব-বোয়াল মাছের সাথে দুখের সুখের কই কথা!

—সবুজ ঘাসের নেই নিশানা, রাখাল-ছেলে কই রে কই?
—ভোঁদড় চরাই ভেড়ার বদল, পিছ্‌-পা হবার পাত্র নই!

—বানের জলে শাল্‌তি চলে, রাখাল-ছেলে আয় ঘরে!
—কোন্‌ মুখে আর ফিরব? আমার কুমীর মিতে পায়ে ধরে।

অরণ্যানী

পথের খবর রাখে না সে মোটে,
পথহীনা ওই অরণ্যানী ;
গ্রামের বারতা সুধাতে না ছোটে,
নিরজনে মনে শঙ্কা মানি!

চিচ্চিক পাখী 'চিক্' 'চিক্' ডাকি,
কভু তার মুখে দেয় গো ভাষা,
কভু বৃষভের গম্ভীর রব
পূরায় তাহার ভাষার আশা!
বাঁধা সেতারের তারে তারে আর
ঘাটে ঘাটে যেন বুলিছে বাণী,
নিরালার মাঝে মহিমায় রাজে
মহীয়সী ওই অরণ্যানী।
মায়া-ধেনু তৃণ চিবাইছে কোথা!
কোথাও মরীচি' মায়ার বাড়ী!
সন্ধ্যার ঝোঁকে, শোনো গো, যেন কে
খালাস করিছে বোঝাই গাড়ী!
হাঁকিছে রাখাল!—কাঠুরিয়া ডাল
কাটে যেন কোথা কুঠার হানি!
বনে বসি' মন মুহু চমকিছে,—
আঁধারে কাঁদে কি অরণ্যানী?
সর্প শ্বাপদ ঘটায় বিপদ,
আপনি অখল অরণ্যানী;
স্বাদু ফল আর নির্ঝর-জলে
নিঃশেষে তোষে নিখিল প্রাণী।
কেহ অভুক্ত নাই তার ঘরে,
সবে চরে সেথা স্বেচ্ছা সুখে;
সে যে পুরাতনী জীবের জননী,
সকলেরই ঠাঁই তাব সে বুকে।
সে যে মৃগনাভি-গন্ধ-সুরভি,
সে যে বিনা চাষে ফসলে ভরা;
বর্ণনা তার কি করিবে কবি?—
শত মুখে তাহা যায় না করা।

ঝিঁঝি

ওরে ঝিঁঝি! এতটুকুন্ ঝিঁঝি!
আন্মনে কি বকিস্ হিজিবিজি?
কেমন ক'রে হলি এমন কালো?
মুখ ফোটে না থাক্তে দিনের আলো?
সন্ধ্যা হলে মিলে চাঁদের সাথে
দিন-মজুরের গান কি রে গাস্ রাতে?

"হায় গো দিনে কেবল কোলাহল
করে ভ্রমর-ভীম্রুলেরি দল;

গান আমাদের বন্ধ থাকে তাই,
আঁধার কোণে তাই মোরা ঘুম যাই ;
দিনের বেলা ভারি পাখীর ভয়,—
উড়ব কি হায়?—উড়লে ধ'রে লয়!"
হায় বেচারা!—"শোনো তো সবখানি,
আমরা শুনি নিশ্চুপেরি বাণী ;
পিঁপড়ে-বুড়ি ফেরে যখন ঘরে,—
টিপি-সাড়ে খাবার মুখে করে,—
আমরা তখন চৌকিদারী করি
ওৎ পেতে ওই কেঁচো-টিলার 'পরি।"

দুঃখে সুখে আমরা সমান, ভাই
তোর গানে আয় গানটি মোর মিলাই ;
উঁচু নীচু হোকগে এক-আধ সুর,
দুটি প্রাণীর মিলন—সে মধুর!
ক্ষুদ্র কবির ক্ষুদ্র ঝিঁঝির গান
চাঁদ শোনো আর বোনো চাঁদির থান!

মিস্ত্রাল্‌

শীতের হাহাকার

যাদের ঠোঁটেব ক্ষণিক রাঙা জানল না চুম্বন,
তাদের দুখে কাঁদছে আমাব মন
ভরা দুখেব মরাই যারা বইছে বুকের পর
কাঁদ্‌ছে আহা! কাঁদ্‌ছে নিরন্তর।

টিপ্‌টিপে জল ঝরছে কেবল ঝরছে বিরামহীন,
নয় ত ঝুরো বরফ সারাদিন ;
আমার মনের দেউড়ি জুড়ে নেকড়ে বাঘের দল
টহল দিয়ে ফিরছে অবিরল।

দেখছে তারা লোলুপ চোখে নড়ছে গো জিভ সব,
মনের ভিতর দেখছে স্মৃতির শব ;
পেয়েছে হায় কেমন করে রক্ত ঝরার বাস,
জ্বল্‌ছে যে চোখ! জাগছে মনে ত্রাস।

ছেঁড়া মেঘের কাঁথার আড়ে কাঁপ্‌ছে শীতের চাঁদ,
ভুবন-ভরা মৌন অবসাদ,
অসাড় মাটি, পাৎলা ঘাসের সবুজ হ'ল লোপ
ক্ষুধার মত জাগছে মনে ক্ষোভ।

মেটারলিঙ্ক্‌

জলটুঙি

এবার আমি নিচ্ছি ছুটি,—ছুট্‌ছি এবার জলটুঙিতে,—
ছোট্টো আমার পাতার কুঁড়ে তুল্‌ব সেথা কাদার ভিতে;
হোগ্‌লা দিয়ে ছাইব তারে,—কাঠের আড়া, বাঁশের ডাঁশা,
পাহাড়তলীর নিদ্‌-মহলে মৌমাছিদের শুন্‌ব ভাষা!

সুখ নাহি পাই স্বস্তি পাবই,—শান্তি সুখের খেল্‌ব খেলা
ঘোম্‌টা-ঘেরা ভোরটি হ'তে নাগাদ ঝিঁঝি-ডাকার-বেলা;
রাত দুপুরের ঝিক্‌ঝিকি আর দিন দুপুরের আলোর মেলা
দেখ্‌ব ;—সাঁঝে আকাশ জুড়ে সবুজ পাখীর হেলা ফেলা।

এবার আমায় উঠ্‌তে হ'ল—ছুট্‌তে হ'ল জলটুঙিতে,
বাঁধা জলে ঢেউ উঠেছে মন্দ মৃদু,—তটের ভিতে;
শুন্‌তে আমি পাচ্ছি আওয়াজ,—ঢাক্‌বে তারে কোন আওয়াজে;
শুন্‌ছি তারে পথের ধারে,—শুন্‌ছি আমার বুকের মাঝে।

য়েটস্‌

রাখাল মেয়ে

দামাল ছাগল মোর শুধু শুধু কুঁদে আর নাচে;
পাহাড়ের চূড়ে চূড়ে ধেয়ে ফিরে খেয়ালের বশ,
ধরিতে না পারি আমি...সন্ধ্যা আসে. .চরণ অবশ
ছুটে ছুটে ক্লান্ত তনু। রাখালিয়া! শোন্‌ কথা আছে।
এখানে কাটাবি রাত? দেখ্‌ চেয়ে আছে মোর কাছে
ডুমুরের পাকা ফল, চাখা আঙুরের তাজা রস।
চুপ, ধীরে কও কথা, জান নাকি ঘিরি দিক্‌ দশ
নয়নের অগোচরে এইখানে দেবতা বিরাজে,
ঐ যে গহ্বর নীচে ঘুট্‌ঘুট্‌ অন্ধকারে কাণা,
জম্ভল নামে যে যক্ষ ওইখানে তার নাকি থানা;
কীচকের রন্ধ্র ভরি' ফুঁ দেছে সে ওই চুপ্‌ ওই,
গুহা ছেড়ে বেরুবে না মানুষের সাড়া যদি পায়।
আরে আরে বেরুল যে ওই যে গো তা-থই তা-থই
চাঁদের আলোতে হের সে আমার ছাগল নাচায়!

হেরেদিয়া

পাপিয়া

কোথেকে বল্‌ আসিস্‌ তোরা, কোন্‌ পাহাড়ে ঘর?
না জানি সেই পাহাড় হবে কতই মনোহর!
কোন্‌ নদীটির তরল তানে শিখিস্‌ তোরা গান?—
কোথায় সে বন জোনাক্‌-জ্বালা?—বলে দে সন্ধান;

সেই বনে সেই ফুলের বনে ফিরতে আমার আশ,—
ফুরফুরে বায় ভুরভুরে ফুল যেথায় বারমাস।

—না গো না—সে ধূসর পাহাড় ঊষর অতিশয়,
ক্ষীণ নদীটি লুপ্তধারা,—নদী সে আর নয়।
গান আমাদের তৃষার ভাষা—কাঁদায় স্বপনে,
অশ্রু-আঁখির ঝাপ্সা আলো—দুখের গহনে;
মূর্চ্ছাহত মূর্চ্ছনা তার ছন্দে না ফোটে,
বিমুখ আষাঢ় গভীর ভাষা নিঃশ্বাসে টোটে।
অন্ধকারের ঘেরাটোপে আমরা একাকী,—
উচ্ছ্বসিয়া উচ্চে গাহি,—কিছুই না ঢাকি;
রাত্রে শুধু যায় যা' বলা সেই কথা বলি,—
মর্ত্ত্যজনের শ্রবণ মনে পুলক উথলি।
ভোর হ'লে ফের নয়ন মুদি স্বপন-সুখাতুর,
ডালে পালায় হাজার গলায় ওঠে যখন সুর।

রবার্ট ব্রিজেস্

পিঞ্জরে

বনের পাখীরে খাঁচায় রেখেছে,—
ডানা দুটি, হায়, খেলে না আর;
ঝট্পট্ করে বেদনার ভরে,
তবু আজো গান থামেনি তার!
থামেনিক' গান, ভারি উঁচু তান;
তবু যে কেমন খোলে না দিল্।
ভোরের শিশিরে শিস্ দেয় তবু,
স্বর্গে মর্ত্ত্যে হয় না মিল।
খোলা মাঠে সুর ছিল সুমধুর
ছিল ভরপুর খেয়ালে খুসী,
খাঁচার বেড়ায বাধা পায় সুর
চড়া পর্দ্দায় চড়ে গো রুষি'।
খাঁচার ধাঁচায় মন মরে যায়,
ঝুঁটা মাঝে সাঁচা পায় কে কবে?
গান যে গাহিবে উচ্ছ্বাসে, তারে
উচ্চে আকাশে উড়িতে হবে।

আল্‌ফ্রেড্ অস্টিন্

চাঁদ্‌নী রাতের চাষ

মৌন-মদির চাঁদ গগন-কোণে,
আপন মনে
স্বপন বোনে!

জল্-চক্কীর চাকা ঘুরায়ে ঘুরে,
কল্লোলি' চলে জল কোন্ সুদূরে ;
চাঁদের আশীর্ নদী বনে চলিতে
চাঁদেরি হাসিতে রহে ঝলমলিতে!

মৃদু-মন্থর চাঁদ বিভোল্ মনে
বিরল কোণে
ফসল বোনে!

ঝাউ বনে 'পিউ-কাঁহা' গাহিছে কে রে!
টার্পিণ-তরু-তলে শশক ফেরে,
ঢালু পাহাড়ের পিঠে পেঁচা গম্ভীর
বিস্ফারি' দুই আঁখি বসে আছে থির।

পীত-পাণ্ডুর চাঁদ আকাশ-কোণে
কাপাস বোনে
উদাস মনে!

ঢেকো-পাখী বাদুড়েরা উড়িল ঝাঁকে,
কালো ছায়া দেখে তার কুকুর ডাকে ;
বাঁকা-পথে নোনা-মাছ বোঝাই গাড়ি,
চলেছে একেলা নানা শব্দ ছাড়ি'।

প্রেত-পাণ্ডুর চাঁদ নত-নয়নে
গগন-কোণে
পশম বোনে!

নেবা-উননের কাঁথে ঘুমায় বুড়ী,
বুড়ার উঠিছে হাই,—দেয় সে তুড়ি ;
বাড়ে রাত বাজে ঘড়ি টিম্-না-না-টিম্,
ঝিঁঝি ডাকে তারি ফাঁকে ঝিম্-ঝিম্-ঝিম্।

মৃদু-মন্থর চাঁদ গগন-কোণে
আপন মনে
স্বপন বোনে!

রাতের ফড়িং-পরী নাচে সুবেশা,
বাতাস ঘোড়ার মত করিছে হ্রেষা।
মেতেছে তরুণ ছাগ খোস্-পোষাকী,
তরুণী ছাগীরে বুঝি ভাবে সে সাকী!

মধু-যামিনীর চাঁদ মধু-নয়নে
স্বপন বোনে
সারা ভুবনে!

দুষ্টুর দলে আজ যত নষ্টী
পথে পথে ফেরে মেতে করে ফষ্টি,
জোনাকীর খোঁজে ছেলেমেয়েরা চলে,
গলাগলি ঠেলাঠেলে হাসি উছলে।

মদির অধীর চাঁদ বিমান-কোণে
বিভোল্ মনে
কী ধান বোনে!

ফুল তুলে ফেরে সব ক্ষেতের আলে
চাঁদনী-ধানের শিষ খোলে আড়ালে!
ভালবাসা ভবঘুরে হল সে ঝোঁকে,
চাঁদের সুতা যে তার লেগেছে চোখে।

মধু-যামিনীর বঁধু উদাস মনে
আকাশ-কোণে
কাপাস বোনে!

গ্রাম ছেড়ে বনে যায় কারা কি ছলে,
কারা কম্পিত চিতে পিছনে চলে;
মাতানো মদিরা এ যে ফেলে নিশ্বাস,
চাঁদের আলোতে আহা মেলে বাহুপাশ।

চির মোহময় চাঁদ চির-স্বপনে
কি জাল বোনে
খেয়াল-মনে!

রাতে যে বেড়ায় ঘুরে নানান্ ছলে,
রঙ্গে অনঙ্গ সে যারে গো বলে;
নিশীথে নিশান যার ওড়ে আকাশে,
চাঁদনীর খেলা দেখে সে শুধু হাসে।

মৌন-মদির চাঁদ স্বপন বোনে
আপন মনে
গগন-কোণে!

মিস্ত্রাল্

গরু ও জরু

(একটি ফরাসী কবিতার অনুসরণে)

একটি জোড়া বলদ আমার দুধে-ধোয়া অঙ্গ,
অমন জুড়ি মিল্‌ল না আর,—খুঁজে এলাম বঙ্গ।
চালার নীচে দাঁড়িয়ে আছে ঐ দুটি মোর লক্ষ্মী,
ওরাই আমার দুখের দুখী, ওরাই পোহায় ঝক্কি;

ওরাই চষে, ওরাই মাড়ে, ওরাই জোগায় অন্ন,
ভূতের মতন খাটে, কিন্তু দুধের মত বন্ন!
যে দাম দিয়ে কিনেছিলাম হরিহরের ছত্তরে,
চতুর্গুণ তার দিচ্ছে আদায়—দিচ্ছে প্রতি বচ্ছরে।
মোড়লের ঝি মারা গেলে মনে খুবই লাগ্‌বে,
(কিন্তু) গরুর ভাল মন্দ হ'লে দাগা বুকে থাক্‌বে।

থাকমণির বিয়ের খরচ রীতিমতই করব,
নগদ দেবো দেড়শো টাকা গয়নাতে গা' ভরব ;
বাজু দেবো, সীঁথি দেবো, দেবো রূপার পৈঁচে,
জানিয়ে দেবো দশ জনেরে কৃপণ আমি নই যে ;
দুধ্‌লি গাই দেবো তারে—দেবো বাছুর-সুদ্ধ,
থাকর সুখের জন্যে আমি কর্‌ব হুন্দমুন্দ ;
কিন্তু যদি বলদ জোড়ার উপর সে দ্যায় দৃষ্টি,
বল্‌ব সোজা—'রেখে দে তোর বায়না অনাসৃষ্টি।'
থাকর মা—সে মারা গেলে মনে খুবই লাগ্‌বে,
(কিন্তু) গরুর ভাল মন্দ হ'লে দাগা বুকে থাক্‌বে।

নধর দেহ, দুধের বরণ,—দেখ্‌লে চক্ষু জুড়ায় গো,
এমনি শান্ত—চড়ুই এসে বসে শিঙের চূড়ায় ও!
কেনা গোলাম কেবল খাটে!—জোয়াল নিয়ে স্কন্ধে,
জাবনা খায়, আর জাবর কাটে ঘনায় যখন সন্ধ্যে।
বছর বছর সহর থেকে কতই আসে কসাই যে,
কিনবে বলে' বলদ জোড়া! আমায় বলে মশাই হে,
"এত দেবো! তত দেবো!" আমি বলি "নমস্কার!
গরু আমি বেচব নাকো, গরুর ভিতর প্রাণ আমার!"
মোড়লের ঝি মারা গেলে মনে খুবই লাগ্‌বে,
(কিন্তু) জরুর চেয়ে গরুর কথাই বেশী বেশী জাগ্‌বে।

ধান মাড়া

(মিশর)

গাই-বলদে মাড়িয়ে যাও!
ধান থেকে তুষ ছাড়িয়ে দাও!
চাষার লেগে শস্য রেখে
পোয়ালগুলি মুড়িয়ে নাও!
গাই-বলদে মাড়িয়ে যাও।

আজকে গরম নেইক মোটে,
কাজ সেরে নাও এক্‌টি চোটে ;

দাঁড়িয়ো না গো, খুঁড়িয়ো না গো,
চালগুলি সব কাঁড়িয়ে দাও!
গাই-বলদে মাড়িয়ে যাও!

যোগাদ্যা

১

সকাল বেলাতে শাঁখারি চলেছে হেঁকে,—
"শাঁখা চাই ভাল শাঁখা চাই ভাল শাঁখা।"
সকালের আলো সকল অঙ্গে মেখে
হেসে ওঠে রাঙা পথটি গাঁয়ের বাঁকা।
রাঙা সেই পথ—বরাবর গেছে চ'লে
ক্ষীরের জন্য বিখ্যাত ক্ষীরগাঁয়ে;
দুই পাশে তার গোচর ভূমির কোলে
ঘন ঘাসে গরু চরিছে ডাহিনে বাঁয়ে।
গরু ও বাছুর ঘন কুয়াসায় ঢাকা
ভাল করে যেন ভাঙেনি ঘুমের ঘোর;
সহসা রৌদ্র ফুটিল আবীর-মাখা,—
রামধনু রঙ্—শোভার নাহিক ওর।

২

গাছপালা হতে শিশির টোপায়ে পড়ে,
কুঁড়ি কুঁড়ি ফুলে ভরে গেছে যত শাখা
চড়ুই নাচিয়া খাদ্য খুঁজিছে খড়ে।
"শাঁখা চাই ভাল শাঁখা চাই ভাল শাঁখা!"
ফিরিওলা হেঁকে ফিরিছে গাঁয়ের মাঝে,
মানুষ এখনো চলে না তেমন বাটে;
দু একটি লোক ভিন্ গাঁয়ে যায় কাজে,
চাষী যায় ক্ষেতে, রাখাল চলেছে মাঠে।
পাঠশালে পোড়ো মন্থরগতি চলে,
ড্যাবা-ড্যাবা দুই চক্ষে কাজল আঁকা;
শাঁখারির বোল কর্ণে কেহ না তোলে
"শাঁখা চাই ভাল শাঁখা চাই ভাল শাঁখা!"

৩

পথের প্রান্তে দীঘি সে বিপুল-কায়া,—
স্বচ্ছ বিমল হ্রদের মতন ঠাট;
ফলন্ত গাছ তিন দিকে করে ছায়া,
তিন দিকে গাছ এক দিকে শুধু ঘাট।

বাঁধা সে ঘাটটি,—পাথর-বাঁধানো সিঁড়ি,
ধবধব করে চাঁদ্‌নি ঘাটের পাকা,
চাঁদ্‌নির তলে শ্বেত-পাথরের পিঁড়ি,
প্রভাতের আলো খিলানে খিলানে আঁকা।
বসেছিল সেথা আয়ত-লোচনা নারী,—
কালো কেশ-ভার ভূমিতে পড়েছে লুটে,
শাঁখারির ডাক কর্ণে পশিল তারি,—
উৎসুক তার আঁখি ইতি উতি ছুটে।

৪

"শাঁখা চাই! ভাল শাঁখা নেবে? ওগো মেয়ে!
তোমার হাতে মা খাসা মানাবে এ শাঁখা;
ভারি কারিকুরি, দেখ তুমি, দেখ চেয়ে,
এ শাঁখা যে পরে হয় না সে দুর্ভাগা।
বিধবা না হয় এ শাঁখা যে নারী পরে
স্বামীর সোহাগ অটুট তাহার থাকে;
অক্ষয় হয়ে থাকে মা এ শাঁখা করে,
সতীশঙ্খ এ—নানান্ গুণ এ রাখে:
হাতে দিয়ে দেখ,—দেখি মা তোমার হাত"—
কৌতুক-ভরে হস্ত বাড়াল নারী,
"ঠিক্‌টি হয়েছে,—মিলে গেছে সাথে সাথ!
যেমন হাত, মা, শাঁখাও যোগ্য তারি।"

৫

সোনালি রৌদ্রে,—দেখিতে শাঁখার শোভা,—
হাতখানি তুলে ধরিল সহসা নারী;
নিরখি দেখিতে সেই শোভা মনোলোভা
শাঁখারির বুক কাঁপিয়া উঠিল ভারি!
সুন্দরী বটে!..তবু সে রূপের পানে
চাহিতে আপনি আঁখি নত হয়ে আসে;
সে রূপ নয়নে চরণেরি পানে টানে!—
প্রাণ ভরে আধ-বিস্ময়ে আধ-ত্রাসে!
গ্রীবার হেলনে সামালি চুলের রাশি,
"শাঁখার মূল্য?" পুছে শাঁখারিরে নারী;
দাম শুনি শেষে, খুসী হ'য়ে কহে হাসি'
"পাবে বাছা দাম,—যাও আমাদের বাড়ী।"

৬

"বাড়ী? কোন্ পাড়া? দাম নেব বাড়ী যেয়ে?
না, না—সন্দেহ তোমারে আমি না করি;
মা লক্ষ্মী তুমি ঘরাণা ঘরের মেয়ে,—
দেখে মনে হয় রাণী রাজ্যেশ্বরী!"

"না বাছা, পড়েছি আমি গরীবের হাতে,
রাজরাণী নই আমি ভিখারীর নারী ;
বাপের ভিটায় রয়েছি বাপের বাড়ী!
সোনার কলস—ওই যে—গাছের ফাঁকে,—
দেখিতে পেয়েছ?—ওই আমাদের ঘর ;
বাবা ঘরে আছে, বল গিয়ে তুমি তাঁকে,
কড়ি পাবে, দেরী হবে না, নাহিক ডর।"

৭

"ও যে দেউল গো!" "দেউলেই মোরা থা
ওই দেউলের পূজারী আমার পিতা ;
তিনি কানে খাটো, জোরে তাঁরে ডেকো হ
জোরে না ডাকিলে, তাঁরে বাপু ডাকা বৃথ
দেখা হলে পরে, ব'ল ;—'ধামসেরা ঘাটে
কন্যা তোমার কিনিয়া পরেছে শাঁখা,
দাম সে দ্যায়নি, কড়ি তো ছিল না গাঁটে,
তাই সে পাঠালে চাহিতে শাঁখার টাকা!'
দাম তো পাবেই, আর পাবে পরসাদ,—
অভুক্ত কেউ ফেরে না মোদের বাড়ী—
অতিথি দেখিলে বাবার যে আহ্লাদ,—
না খাওয়াযে তিনি কিছুতে দেন্ না ছাি

৮

"হ্যাদে দ্যাখ, যদি শোনো ঘরে নেই কড়ি,
তা'হলে পিতারে ব'ল মোর নাম ক'রে,
প্রতিমার ঘরে ঝাঁপিতে যা' আছে পড়ি'
—সে টাকা আমার, তাই যেন দ্যান ধরে ,
শাঁখার মূল্য তাতেই কুলায়ে যাবে :
এস বাছা, তবে,—বেলা হ'ল নাহিবার!"
মুগ্ধ শাঁখারি পথে যেতে যেতে ভাবে,—
"মধুমাখা কথা—জনমে সে ভোলা ভার।"
ক্রমে গ্রাম-পথে শাঁখারি অদর্শন,
ঘাটের সোপানে নামিতে লাগিল নারী ;
নিরমল জল করিল আলিঙ্গন
পদ্মের মত চরণ দুখানি তারি।

৯

অবলা বলিয়া সে নহেক বলহীনা,
শকতির জ্যোতি সকল অঙ্গে তার ;
তরবারি সম প্রখরা অথচ ক্ষীণা,
পূর্ণ উরস, তনু বিদ্যুৎ-সার।

কুন্তল-কালো-মেঘে-ঘেরা মুখখানি
আঁকিতে সে পটু পটুয়ায় মানে হার।
সে রূপ কেমনে বাখানিব নাহি জানি
গৌরব-গরু প্রদ্যোত-দ্যুতি হার!
শান্ত সে আঁখি তেজে যবে উদ্ভাসে
তার আগে আঁখি তুলিতে সাধ্য কার?
রাজা মহারাজা সে দিঠিরে ভয় বাসে
পথের ভিখারী শাঁখারি সে কোন্ ছার?

১০

শাঁখারি চলেছে বাঁকা পথখানি ধরে'
আম কাঁঠালের ছায়ায় ছায়ায় একা;
সোনার কলস ঝলসে দেউল 'পরে,
পূজারীর ঘর পাশে তাব যায দেখা।
খাসা ঘরখানি! দুয়ার রয়েছে খোলা;
ডাহিনে গোহাল, বাঁয়ে পোয়ালের গাদা।
আঙিনার কোণে একটি ধানের গোলা,
রাঙা জবা গাছ, করবী—রাঙা ও শাদা।
'টুং টাং' বাজে ঘণ্টা গরুর গলে,
মরায়ের পাশে চড়ুই শালিক নাচে;
অতিথি পথিকে মিলি সবে যেন বলে
'সুখ এইখানে,—শান্তি সে হেথা আছে।'

১১

"শাঁখা চাই,—শাঁখা।" হাঁকিল শঙ্খ-বেণে,
স্বর শুনি দ্বারে পূজারী এলেন ছুটে;
ডাকিলেন দ্বিজ তারে অভুক্ত জেনে,—
শাঁখারির মুখে আহ্লাদে হাসি ফুটে।
ডাকেন বিপ্র "শাঁখারি দাঁড়া রে দাঁড়া,
অতিথি আজিকে হ'তে হবে মোর ঘরে;
মায়ের প্রসাদ—নেমেছে ভোগের হাঁড়া,
আয় বাপু, আয়, কোথা যাবি দুপহরে?
ঠাকুরের ভোগ,—তাতে বামুনের বাড়ী,
হাত মুখ ধুয়ে ব'সে পড়ে পাত পেতে;
বেলাও দুপুর,—ঠাণ্ডা ক'রে নে নাড়ী,
ভিন্ গাঁয়ে যাবি,—কত দূর হবে যেতে!"

১২

কহিল শাঁখারি "ঠাকুর দণ্ডবৎ,
কাজের বরাতে এসেছি তোমার কাছে;—
তবু জানি মনে,—ভেবেছি সারাটি পথ—
বামুনবাড়ীর প্রসাদ কপালে আছে।

পাঁচখানা গাঁয়ে গরীব অনাথ যত
সবাই জেনেছে দুয়ার তোমার খোলা ;
পাঁচখানা গাঁয়ে কে আছে তোমার মত ?
তোমার জন্য স্বর্গে দুলিছে দোলা।
ভাল কথা,—আগে, যে কাজে এসেছি শোনো,
কন্যা তোমার পরেছে দু'গাছি শাঁখা ;
দাম তার—এই,—তাড়াতাড়ি নেই কোনো,
তবু জিজ্ঞাসি ?—আছে ত নগদ টাকা ?

১৩

"খুব ভাল শাঁখা,—ভরা সে মীনার কাজে,—
তাই অত দাম।" "সে কিরে আমার মেয়ে ?
কি বলিস্ তুই ? কি বকিস্ তুই বাজে ?"
"তোমারি তো মেয়ে, চল না দেখিবে যেয়ে,—
নাহিছে সে ওই পাথর-বাঁধানো ঘাটে,—
ডাগর চক্ষু,—সেই তো পরেছে শাঁখা।"
হাসিয়া পূজারী কহে "তাই নাকি ? বটে !
বাপু হে ! তোমার সকল কথাই ফাঁকা।
কন্যা আমার হয় নাই এ জীবনে,
এক সন্তান,—তাও সে কন্যা নয় ;
নিশ্চয় তোরে ঠকিয়েছে কোনো জনে ;—
ধরা সে পড়িবে,—নেই তোর কোনো ভয়।"

১৪

"বল কি ঠাকুর ? মোরে ফাঁকি দিয়ে গেছে ?
ঠকাবার মত চেহারা তো তার নয় ;
তোমারে সে চেনে,—আর সে যে বলে দেছে,
বলিস্ বাবাকে টাকা যদি কম হয়,—
ঠাকুরঘরের ঝাঁপি খুলে যেন দেখে,
তাতে আছে টাকা।" "দাঁড়া, বাপু, দাঁড়া, দেখি।"
ঘরে গেল দ্বিজ,—শাঁখারিরে দ্বারে রেখে।
ফিরে এসে বলে, "তাইত ! তাইত ! একি !
শাঁখার যে দাম বলেছিস তুই মোরে,—
ঝাঁপি খুলে দেখি রয়েছে যে ঠিক তাই !
ঠিক্ পুরাপুরি, কম বেশী নাই, ওরে !
কম বেশী নাই একটা পয়সা পাই !

১৫

"অবাক্ ! অবাক্ ! বিস্ময় মানি মনে !
ধন্য শাঁখারি ! জনম ধন্য তোর !
ব্রহ্মা বিষ্ণু পড়ি' যার শ্রীচরণে,
তার হাতে বেঁধে দিলি অক্ষয় ডোর !

বুড়া হয়ে গেনু পূজা অর্চ্চনা করি,—
তবু দরশন পাই নাই তার আমি ;
ব্রত উপবাস করিনু জনম ভোর,
ঝাপসা দু'চোখ,—সাধনে জাগিয়া যামী ;
দেউল আগুলি গোঁয়ানু,—খোয়ানু দিন
সে ছবি অতুল আজো না দেখিনু চোখে।
কি দোষে না জানি মোরে দেবী দয়াহীন
না জানি কি গুণে অভয়া সদয় তোকে!

১৬

"অবাক! অবাক! দেখা যদি পেলি তার
বর মাগি' কোন্ পুরালি মনস্কাম?
চতুর্বর্গ করতলে সদা যার,—
তার কাছে তুই চাহিলি শাঁখার দাম?
বুঝেছি, বুঝেছি, চেয়ে সেই চাঁদমুখে
হয়ে গিয়েছিলি বুদ্ধি-বচন-হারা।"
চমকে শাঁখারি,—স্পন্দন জাগে বুকে,
নয়নে দীপ্তি,—চিত্তের মাঝে সাড়া।
হাত হতে তার খসিল শাঁখার পেটি,
যে পথে এসেছে ছুটিল সে পথ ধরি'
তবে তো সে আজ দেবীরে এসেছে ভেটি',
আগুন-লোচনা—সে তবে মহেশ্বরী!

১৭

হরিণের বেগে ছুটিল শঙ্খ-বেণে,
পিছে পিছে ধায় দেবল স্খলিত-গতি ;
ঘাটে পোঁছিয়া চাহে বিস্ময় মেনে
ধামসেরা-ঘাটে নাই লাবণ্যবতী!
নীরব পাখীরা নাহিক কলধ্বনি,
নিৰ্জ্জন দীঘি সারস ঝিমায় একা ;
সুপ্ত বাতাসে উঠে মৃদু রণরণি'
পদ্ম-ফুলের ক্ষীণ সৌরভ-লেখা!
হাঁকিল শাঁখারি, পূজারী ডাকিল কত,
নাই সাড়া নাই, বুকে নাই স্পন্দনই!
স্থল জল মূক—মুগ্ধ—মূর্চ্ছাগত
ঘুমায়ে বুঝিবা পড়েছে প্রতিধ্বনি।

১৮

দিন দুপহরে নিশীথের নীরবতা
নীরব ভুবনে আলো ঝলমল করে ;
আশাহত হিয়া—আকুল প্রাণের কথা
করে নিবেদন দেবল মৃদুল স্বরে,—

"জননী! জননী! দেখা দে মা একবার,
নম্র হৃদয়ে রয়েছি মা পথ চেয়ে;
শূন্য ফিরিব? দয়া কি হবে না আর?
দয়া কি হবে না? ওগো পাষাণের মেয়ে!
অযাচিত দেখা দিছিস্ যেমন আজি
আরেকটিবার দেখা দে তেমনি করে;
স্বপন, চোখের ভ্রম, কি ভোজের বাজী—
না যদি হয় গো, দেখা দে মূরতি ধরে।

১৯

"দৈব বাণীতে বিদ্যুৎরূপে কিবা
জানায়ে যাও মা আপন আবির্ভাব;
সমীরণ সম সমীরিয়া যাও শিবা
পবাণে বিথারি' অনুপম পরভাব।"
সহসা শঙ্খ-বলয়িত কার পাণি
জাগিযা উঠিল পদ্ম-দীঘির বুকে।
তার পরে ধীরে নধর সে হাতখানি
হ'ল তিরোহিত,—চক্ষোব সম্মুখে!
শাঁখারি পূজারী—অবাক হইয়া রহে
বার বার তারা প্রণমে দেবোদ্দেশে:
ধামসেরা-ঘাটে পদ্ম আহরি' দোঁহে
নিজ নিজ ঘরে ফিবে গেল দিন শেষে।

২০

দিন চলে গেছে,—গেছে শতাব্দী কত,—
আজো ক্ষীরগাঁযে হাজাবো যাত্রী মেলে
যবে দিতে আসে শাঁখা পূর্ব্বের মত
সেই শাঁখারির বংশের কোনো ছেলে,
হরষে তাহারা দেবীরে জোগায শাঁখা
বরষে বরষে আসি' দেউলের দ্বারে,
যদিও তাদের এখন অনেক টাকা,—
ধনী তারা শাঁখা পরায়ে যোগাদ্যারে!
ধনী তারা নাকি দেবীর নিযোগ পেযে।
দেবীর প্রসাদে দুঃখ গিযেছে ঘুচি;
দুধে ভাতে আছে শাঁখারির ছেলেমেয়ে
আঁচলে বেঁধেছে পরশ-মণির কুচি!

*   *   *

কাহিনী এ মোর—অদ্ভুত অতিশয়,
মিলে না এ মোটে নব্য যুগের সাথে;
যাঁর মুখে শোনা স্মৃতি তাঁর মধুময়
তাঁরে স্মরি এরে রেখেছি খাতার পাতে।

তরু দত্ত

পরীর মায়া

ময়না-গাছের গোছা গোছা ফুল পরিয়া চুলে,
নিশাচরী যত পরী এ নিশীথে বেড়ায় বুলে!

বিজনের পথ—যা' শুধু বনের হরিণই জানে,—
এ রাতে সে পথে ঘোড়া কে ছুটায়? ভয় না মানে?
জুতায় সোনার আড়-কাঁটা আঁটা,—আঁধারে জ্বলে,
কাঁটার গুঁতায় কালো ঘোড়া তার ছুটিয়া চলে।
গহনে গহনে চলিতে যখনি জ্যোৎস্না মেলে,—
তাজের জলুস্ জ্বলে আবলুস্ আঁধার ঠেলে।

ময়না-ফুলের মোহনিয়া মালা জড়ায়ে মাথে
নিশাচরী যত পরী নাচে বনে বিজন রাতে।

দলে দলে তারা লঘু লীলাভরে নৃত্য করে,—
ঘুরিয়া ফিরিয়া মুর্ছিত মৃদু হাওয়ার পরে!
কহে পরী-রাণী অশ্বারোহীরে "দুঃসাহসী!
কোথা যাও? পথ হারাতে কি চাও গহনে পশি?
অপদেবতার পড়িলে নজরে যাবে যে মরি,
ফের! ফের! এস, এইখানে দোঁহে নৃত্য করি।"

ময়না-ফুলের শোভন মালিকা পরিয়া চুলে
নিরালয় বনে আলয় রচিয়া পরীরা বুলে!

"না, না; পথ চেয়ে রয়েছে আমার একটি নারী;
কাল আমাদের বিবাহ;—আমি কি দাঁড়াতে পারি?
পথ ছাড় ওগো! যেতে দাও মোরে রূপসী পরী!
নিমিষের তরে নাচের আওড় বন্ধ করি'।
আর দেরী ক'রে দিয়োনা গো, যাব প্রিয়ার পাশে;
হের দেখ এরি মধ্যে দিবার বিভা আকাশে!"

ময়না-ফুলের আকুল মালিকা দোলায়ে চুলে
নিশুতি নিরালা নীরব নিশীথে পরীরা বুলে!

"হোক্—মাথা খাও,—দাঁড়াও ক্ষণেক অশ্বারোহী!
তোমারি লাগিয়া পরশ-পাথর এনেছি বহি;
পেতে দিব এই জ্যোৎস্না-আঁচল তোমার তরে,
সম্পদ আর সুখের যা' সেরা—সঁপিব করে।"
"উহু!" "তবে মর" কহি নিশাচরী হিম আঙুলে
ছোঁয়াইল বীর অশ্বারোহীর হৃদয়-মূলে।

ময়না-ফুলের শিথিল মালিকা জড়ায়ে মাথে
নাচে নিশাচরী বিজনের পরী গহন রাতে।

জিন্-কসা কালো ঘোড়াটি মিলাল জিনের নীচে,
আড়-কাটা-আঁটা জুতার গুঁতা সে এখন মিছে ;
কম্পিত দেহে অশ্বারোহী সে সহসা দ্যাখে ;—
পাংশু-মুরতি মৃদুগতি কে গো ?—আসিছে এ কে !
হাতে হাত নিতে দাঁড়াল সে পথে ! "সরে যা, ওরে !
পরী ! নিশাচরী ! শয়তানী তুই—ছুঁসনে মোরে।"

ময়না-ফুলের অপরূপ মালা পরিয়া চুলে
ঘিরিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া পরীরা বুলে।

"ছুঁস্নে আমায়, পথ ছাড় পাপী—অপদেবতা,—
বধূ লয়ে আসি,—কালি যে আমার বিয়ের কথা।"
"হায় পতি !" কহে পাংশুমুরতি করুণ রবে
"এবারের মত শ্মশানই মোদের বাসর হবে ;
আমি নাই আর।" শুনি' সমাচার অশ্বারোহী
ক্ষুব্ধ লালসে হতাশে পড়িল আঁকড়ি' মহী।

ময়না-ফুলের লোভনীয় মালা জড়ায়ে মাথে
নিশাচরী যত পরী নাচে ম্লান জ্যোৎস্না-রাতে।

লেকঁৎ দে লিল্

বাসন্তিকা

বাসন্তিকা ! বাসন্তিকা !
দুখানি তোর রঙীন্ পাখা
দুলিয়ে দে !
হাস্নু-হানার গন্ধেতে ভোর
প্রাণের পরে স্বপ্নেরি ঘোর
বুলিয়ে রে !

আয় ক্ষণিকের সহচরী
পুষ্পলাবী আয় গো পরী,
আয় গো আয় ;
সোনালি তোব ছাযাখানি
মেঘের বুকে পড়ুক রাণী
গগন-গায় !

উঁকি দিয়ে লুকিয়ে ফেরা,—
এই খেলা কি খেলার সেরা ?—
মর্ত্ত্যে আয় !
ধরতে তোরে হারিয়ে ফেলি,
চোখের জলে চক্ষু মেলি,
হায় রে হায় !

এবার ফাগুন ফিরলে পরে,—
ছাড়ব নারে,—রাখব ধ'রে ;
ভাবছি তাই!
হায় গরবী! হায় সোহাগী!
আমরা যে তোর পরশ মাগি'
ধরতে চাই।

নোগুচি

গোলাপের দিনে

গোলাপের দিনে গোলাপী মদিরা আনো!
সারঙের পরে ফুর্তির ছড়ি টানো।
তরল আমোদে সাঁতারি ফিরুক্ মন,
ঝাপ্‌সা হউক্ বুদ্ধির দর্পণ।
এস সাকী! এস তুলিয়া লও গো বাঁশি,
নয়নে দীপ্তি অধরে মধুর হাসি ;
পেয়ালা ছুঁইতে আজি যে অস্বীকার,
বেহালার মত ছড়ি হানো পিঠে তার,
তব্‌লার তালে তাহারে লাগাও চাঁটি,
নিজামী কহিছে,—আমোদ কোরো না মাটি।

নিজামী

মুরলী

ঘরে যে রহা নাহি যায়
মুরলী-ধ্বনি শুনি', হায়!
ফাগুনে অবহেলি ফুটেছে ফুলকলি,
কেবলি ডাকে—'অলি আয়!'
গগনে গরজনি বিজলি রণরণি
উথলি হিয়া লহরায়।
বাদর ঝরঝর কমল থরথর
অ-ধরে ধরিবারে চায়।
নিখিলে পড়ে তালি নিশান ওড়ে খালি
আঁখি সে ঝলসিয়া ভায়,
কবীর কহে বাণী এ মম প্রাণখানি
থাকিতে আয়ু টুটি' যায়,
মুরলী ধ্বনি শুনি' হায়!

কবীর

বর ভিক্ষা

চিত্তহারিণী জাপানী বালিকা
ওহারু তাহার নাম,
বুকে তার চেরী-ফুলের স্তবক
রক্তিম অভিরাম!
জানু পাতি বালা পতি-বর মাগে
প্রজাপতি-মন্দিরে ;
থরে থরে ফুটে চন্দ্রমল্লি
ওহারুর তনু ঘিরে।

কহিছে ওহারু করজোড়ে "প্রভু!
দাও মোরে হেন বর,
উৎসুক যার উষ্ণ নিশাসে
নিবে আসে চরাচর ;—
নিশ্বাসে যার নেশা হয় ক্ষণে
ক্ষণেকে দৃষ্টি হরে।"
ওহারুর বুকে চন্দ্রমল্লি
চেরি-ফুল থরে থরে।

"দাও, প্রজাপতি! দাও মোরে পতি
দাও মোরে হেন বর,—
গোপন সানুর মর্ম্মর সম
যার কণ্ঠের স্বর ;—
যেই সানু দেশে চুপে চুপে পশে
বাসন্তী চাঁদ একা।"
ওহারুর বুকে চারু চেরী-ফুল
চন্দ্রমল্লি লেখা!

"হেন পতি দাও কটাক্ষ যার
পাগল করিবে প্রাণ,—
আফিম-ফুলের রক্তিম বীথি
মৃদু বাযে আন্‌চান্‌।
ভালবাসা যার কানন উদার
পাখী-ডাকা, ছায়া-ঢাকা।"
ওহারুর বুকে চন্দ্রমল্লি,
মুখে চেরী-ফুল আঁকা!

"দাও হেন বর সাগরের মত
গম্ভীর যার বাণী,
আন্‌-ভুবনের অজানা সুরভি
পরাণে মিলাবে আনি,

কল্প-আঙুলে ফুটাবে যে মোর
সকল পাপ্‌ড়িগুলি!"
ওহারুর প্রাণে চন্দ্রমল্লি
চেরীফুল উঠে দুলি'।

"দাও হেন স্বামী যে আমার পানে
চাহিবে সহজ সুখে,—
যে চোখে শ্যামল প্রান্তর চায়
ঊষার অরুণ মুখে ;
চুম্বনে যার তরুণী ওহারু
নারী হবে রাতারাতি!"
ওহারুর চোখে চন্দ্রমল্লি,
চুলে চেরীফুল-পাঁতি।

"দাও হেন বর হাসে ভাষে যার
প্রাণে সান্ত্বনা আসে,—
কাব্য-ভুবনে জোছনার মত
রহিবে যে পাশে পাশে ;
স্নেহ হবে যার মধুর উদার
নিদাঘের শ্যাম ছায়া!"
চন্দ্রমল্লি ওহারুর প্রাণে,
চেরী-চারু তার কায়া।

"দাও হেন পতি যাহার মুরতি
হৃদে অহরহ রয়,
জনমের আগে সাথী যে ছিল গো
মরণে যে পর নয় ;
জন্ম-তোরণে জন-অরণ্যে
হারায়ে ফেলেছি যায়।"
ওহারুর বুকে চন্দ্রমল্লি
চেরীফুল মুরছায়।

"দাও সে যুবকে আছে যার বুকে
অঙ্কিত মোর নাম,
যদিও বলিতে পারিনে এখন
কবে তাহা লিখিলাম!
কোন্ সে জনমে কোন্ সে ভুবনে
কোন্ বিস্মৃত যুগে!"
চেরীফুল সনে চন্দ্রমল্লি
জাগে ওহারুর বুকে!

নোগুচি

স্নানার্থী

দেখেছিনু তারে চপল নদীর কিনারে,
খোলা গায় ছিল গাহনের লাগি দাঁড়ায়ে ;
গাছের ছায়ায় প্রভাতী আলোর মীনা রে,
অপরূপ তার রূপ যেন দেছে বাড়ায়ে।
চূড়া-চূড়া হয়ে চুলগুলি শোভে শিরে গো,
আলোকের খেলা স্নিগ্ধ তনুটি ঘিরে গো।

হেরিয়া তাহায় জল কেন হায় নয়নে ?
হেন রূপ বুঝি দেখিনি নিখিল সভাতে !
দেখেছি রূপসী জ্যোৎস্না-সাগর-শয়নে,
কুঞ্জে গোলাপ ;—আর এ শারদ প্রভাতে ?—
যেন অনঙ্গে দেখিনু অঙ্গ ধরিতে,
কিশোর দেবতা ! পুলকিছে তনু স্মরিতে !

সহসা লীলায় জলে সে পড়িল ঝাঁপায়ে,
হীরকে হিরণ পড়িল যেন গো ঠিকরি ;
ছোটে আহ্লাদ লাখো বুদবুদে ছাপায়ে
ডুব পাড়ে জলে জলের তলের শিকারী !
মূক আতঙ্ক ফুকারিতে নারে ফুটিতে,—
ওই সে উঠেছে,—কি ধন উহার মুঠিতে !

মিডল্‌টন্‌

প্রণয়-হিন্দোল-শায়িনী

শতদল কমলে
নিরমল জোছনায়,
আঁখি মুদি' বিরলে
ঘুম যা' গো মধু-বায় ;
নিরমল জোছনায় !
পথে পথে পরীরা
ফিরে নিশি জাগিয়া,—
স্বপনের মদিরা
চুনি' তোরই লাগিয়া ;
ফিরে নিশি জাগিয়া !
তমাল-তলায় রে
কালো তমালের ছায়,—
কবরী এলায়ে দে
আবরি কনক-কায় ;
তমালের কালো ছায় !

নীল-আভা কিরণে,
নামে দেবতারা গো!
মন তোর গগনে
যাবে নিযে তারা গো।
নামে দেবতারা গো!

কাল পুন পুরবে
না উদিতে নবারুণ ;
রেখে যাবে নীরবে
মন তোর সুতরুণ,
ঊষা যিনি রাগারুণ।
মন সে তো ছুটিবে
মণিময় নগরে,—
ভাতি তার ফুটিবে
নীল নিদ্-সাগরে,
মণিময় নগরে!
তার পর হ'লে ভোব,
আলো—না জাগাতে ফুল,
মুদিত অধর তোর
হবে চুমা-মশ্‌গুল্ ;
স্মিত বিকশিত ফুল!
বুঝিতে নারিবি বে,—
আধা-জেগে ঘুমাযে,—
স্বপন-সোহাগ এ ?
কিবা প্রেম-চুমা এ ?
আধা-জেগে ঘুমাযে!

পল্ ভার্লেন্

কপোত-কূজন

(স্পেনের কবিতা)

আহা! তুমি পায়রাটি ফুটফুটে,
আর আমি পায়রাটি মিশ কালো ;
ওই পাহাড়ের কোল ঘুট্‌ঘুটে,
আর আকাশের কোল বেশ আলো!

এই ঠোঁটে রাখ ওই ঠোঁট দুটি'
হায়! নিঝুম দুপুর—নাই ঘুম ;
ওগো, ভরা দু'পরের এই ছুটি,—
বল, 'কুম্-কুম্-কুম্! বু-কুম্-কুম'!

গাঁয়ের পালা

গাঁয়ের পালা গা' ওরে ভাই গাঁয়ের পালা গা',
আমাদের ভাই যেমন গলা তেমন কারো না!
(ওরে) সুবল দাদা যায় যে মারা মনের অসুখে,
ওষুধ দিয়ে আজকে বল বাঁচায় কে ওকে?
বদ্যিকে ডাক্ দিলাম অনেক, শব্দ সাড়া নাই,
বদ্যি গেছে বদ্যিবাটি, সদ্য মারা যাই।
ওষুধ বিনে যাইরে মারা, কেমন করে গা,
গাঁয়ের পালা গা' ওরে ভাই গাঁযের পালা গা'!

সুবল দাদার অসুখ হ'ল, সুবল মরিল,
দেশের শেয়াল কুকুর শোকে কান্না ধরিল;
গরু বাছুর পায়ের কাছে কাঁদছে শোকেতে,
সিংহ নাকি কাঁদছে বনে বল্‌ছে লোকে যে।
কৃষ্ণ এসে বলেন, "সুবল! দাঁড়া মরিস্‌নে;
কি দুঃখে বল্ মরবি? এমন কর্ম্ম করিস্‌নে।
কার লেগে বল ওরে সুবল মন করে খাঁ-খাঁ?
গাঁয়ের পালা গা' ওরে ভাই গোষ্ঠলীলা গা'।

ভিড় করিল রাখাল-গরু ছাগল-বাহিনী,
শুনবে বলে সুবল দাদার গুপ্ত কাহিনী।
বলাই তখন বলেন চটে "মরবি কেন? মর্!
দেখে শুনে রূপের গুণেব একটি বিযে কর।
ভালবাসার ভুখছানিতে মরবি কি তুই? ছি!
দেখে শুনে আন্ না ঘরে ভাল ঘরের ঝি।"
কানাই বলেন "দোষ কিছু নেই, দোষ কিছু নেই ওর,
ছাগল-ছানার নাচ দেখে ওব লাগল বুঝি ঘোর;
মন কে বল বাঁধতে পারে মাতন-মরসুমে,
বেগর ঘুমে চোখ ঢলুঢুল্ মন পোড়ে গুমে!
হেসে পথে যায মেযেরা চেয়ে থাকে হাঁ,
গাঁয়ের পালা গা' ওরে ভাই গাঁয়ের পালা গা'।

ভিড় দেখিযা বড়াই বুড়ী সুধায় "হেথা কি?"
সবাই বলে "সুবল মরে, জানিস্‌নে তা কি?"
বড়াই বলে "ললিতাকে আনিগে ডেকে।"
নামটি শুনেই চাঙ্গা সুবল—উঠল সে জেগে।
ভিড় কমিলে দেখন্-হাসি এল ললিতা,
বলে "কাবু করতে গিয়ে কাবু যে মিতা।"
ফের সুবলের চোখ ঢুলুঢুল্ নাইক মুখে রা,
গাঁয়ের পালা গা' ওরে ভাই গাঁয়ের পালা গা'।

খানিক পরে সাম্‌লে নিয়ে বল্লে সুবল তায়।
"নিঠুর তুমি তোমার তরে মরছি আমি, হায়!
মরিই যদি তবু তোমার নেইক সোয়াস্তি,
ভূত হ'য়ে তোর ফিরব পিছে বুঝবি কি শাস্তি ;
লোকে বলে ললিতা! তুই বনের হরিণী,
বনে যা' তুই হাড়টা জুড়ুক আর যে পারিনি।
বনের ভিতর বট পাকুড়ে মৌমাছিদের ঝাঁক,
সেইখানে তুই যা' ললিতে ভাঙবি মধুর চাক্‌।
ব্যাধ-বেশী শিব আছেন সেথায় লড়িস্‌রে তাঁর সাথ,
সুবলকে খুন্‌ ক'রে গেছিস্‌—বল্‌বি—হাতে হাত ;
বিদায় শেয়াল, নেক্‌ড়ে বিদায়, বিদায় ভালুক ভাই,
সুবল ব'লে ছিল যে-জন সে আর বেঁচে নাই।
গরুর রাখাল রইল না আর কই বা গোয়ালা,
গাঁয়ের পালা গা' ওরে ভাই গাঁয়ের পালা গা'।

বনের ঠাকুর! বন্‌-মাকাল গো! ধর রাখাল-বেশ,
পাঁচন-বাড়ি নাও গো আমার নাকাল না হয় দেশ ;
ধর বাঁশী বাঁশের বাঁশী মধু যায় ঝরে,
এ বাঁশী যার—প্রেমের দায়ে আজকে সে মরে ;
ঝাউ-গাছে আজ ফলুক ডালিম বাব্‌লাতে বকুল,
চীনার গাছে ধরুক চানা ডুমুর-গাছে ফুল,
কোকিল থাকুক অ-বাক হ'য়ে, চেঁচাক পেঁচার ছা,
গাঁয়ের পালা গা' ওরে ভাই গাঁয়ের পালা গা'।

সুবলচাঁদের কথায় নারীর গল্‌ল গো হৃদয়,
কোলে মাথা ইচ্ছা নিতে—কিন্তু হবার নয় ;
মনে মনে বুন্‌ছে সুতো মদন-মাকোষা,
রোদ পড়েছে রাগ পড়েছে গিয়েছে গোসা ;
রাসের নাচে ভুবন নাচে নাচে সকল গা',
গাঁয়ের পালা গা' ওরে ভাই গাঁয়ের পালা গা'।

সুন্দরীর প্রতি

রাকা শশী যার দর্পণ
কন্দর্প নামটি যার—
তার ফুলশরে যত ফুল ছিল
তাহে রচি ফুলহার—

পরেছ গলায় সুন্দরী। (তব
কণ্ঠে কোকিল গায়)
অনঙ্গ-রোষ-রক্তিমা তাই
নয়ন তোমার ছায়।

রঘু কবি

দুঃখে সুখে

তোমার পরে সত্যি গেছি চটে,
চটে গেছি তোমার হাসির পরে;
আচোট ও ঠোঁট দেখতে নারি মোটে
ঐ কাল চোখ দেখলেও বাগ ধরে।

চটে গেছি,—আছি জোড় হাত করে
অধঃপাতের নাইক কিছু বাকি,
বুক বাজিয়ে বিদেশ গেলাম সবে,
সেথাও জাগে তোমার কালো আঁখি!

অন্য কিছু ভাবতে নারি হায,
শুধু ও চোখ চোখের আগে ভাসে;
পাগল-পারা ধাই শুধু গান গাই,
গানেও দেখি তোমাব কথাই আসে।

গেরার্দ্দি

প্রেম ও গান

গানের রাগিণী ভালবাসা নাহি জানে,
ভালবাসা-বরযাত্রিণী শুধু ওরা;
ওবা খুসী বাখে প্রেমেব সঙ্গ দানে,
প্রেমিকের হাতে বাঁধে গো রাখীর ডোরা।
ভাল যে বাসে না সে যদি গো গায় গান,
একে একে ওরা করে অন্তর্ধান।

প্রেম যার প্রাণে সে যখন ধরে সুর,
দলে দলে এসে ওরা সব ভিড় করে,
বাণীর বীণা সে বেজে ওঠে সুমধুর,
কথা, সুর, সবি জোগায়, অমৃত ঝরে।
ভালবাসা যার তাহারি অধীন বাণী,
তারে ঘিরে ফিরে যতেক রাগিণী রাণী।

"জানিনু এসব কিসে?" জিজ্ঞাস যদি,
বলিব জবাবে—শিখেছি এসব ঠেকে।—
দেবলীলা গেয়ে দেখেছি গো নিরবধি,—
বাণী ও রাগিণী দয়া করে রেখে-ঢেকে ;
পীরিতির গীতি যেখানে যখনি ধরি,
কথা সে জোগায়, সুরে যায় দিক্ ভরি।

বিয়ন্

সাঁচা

কই গো ক্রেতা? কই গো খরিদ্দার?
বিক্রী আছে হৃদযটি আমার,
বেচতে আমি চাই না নিলামে,
কিন্‌বে কেগো বিনা দরদামে!

বিধি এ প্রাণ করেছে প্রেমশীল,
প্রেমের সোনায গড়া আমার দিল—
সোহাগ দিযে করবে কে কোমল,
কই সে প্রেমী? কই সে নিরমল?

জিজ্ঞাসা কি করছ গো দাম এর?
বল্‌তে হবে? পাওনি তুমি টের?
বল্‌ছি শোনো—এমন কিছু নয়,
চম্‌কে যাবার নেইক কিছু ভয।

আপন বলে আছে যা সব ধন,
সব এনেছ? দাও তবে এখন ;
দাও তবে আর হও গো মোর মালিক,
দাম যা আমাব বলেছি ঠিক্ ঠিক্।

অধিক কিছু যদিই তোমার নাই,
ক্ষতি কি তায? অধিক নাহি চাই ;
যা আছে—ঠিক্ তাই যে আমার দাম,
কম বেশী নয়, হৃদয আমার নাম।

কিন্‌বে কে সর্ব্বস্ব দিয়ে হায়,
আপনি আমি মিলব তার হিয়ায় ;
জীবনে যে বন্ধ আছে গান,
খুলবে গো তা শুনবে ভগবান।

আয়ু মোদের নয় যে অধিক নয়
ভালবাসার নাই বেশী সময় ;

ভালবাসার সময় অতি কম,
জীবন-ঘড়ির খুব বেশী নয় দম।

জগৎ পরে তরল জলের প্রায়,
ধায় গো মোদের জীবনধারা ধায় ;
ভালবেসে নাও গো যে পারো,
কাল এলে হায় কেউ যে নয় কারো।

মার্সেলিন্ ভাল্মোর

মূর্ত্ত মদন

ধব্ধবে নয় রংটি গায়ের বরং মনে হয়,
আগুন-শিখা কি মন্তরে খেল্ছে শরীরময় ;
উজল দুচোখ তীব্র নজর স্থির কভু সে নয়,
মুখটি মধু, দুষ্টুমিতে ভরা তার হৃদয় ;
ডাকা-বুকো—সকল তাতেই এগিয়ে যাওয়া আছে,
খামখেয়ালে কেউ কখনো লাগ্বে না তার কাছে ;
বিশ্ববিজয় ললাট ঘিরে কোঁকড়া চুলের রাশ,
তূণভরা তার শর অফুরান ফেলতে না দেয় শ্বাস ;
ছোট্ট ধনুক, তীর সে ছোট, পাল্লা ভারি তার,
আকাশ পাতাল পেরিয়ে সে ধায় মরণ-দেশের পার।
নগ্ন তাহার সকল দেহ গোপন শুধু মন,
মনের পরে স্তরে স্তরে সপ্ত আবরণ ;
ফুলের গড়া অস্ত্র তাহার ভারি সে মজবুত,
সূর্য্যে দহন করতে পারে এমন সে অদ্ভুত।

মোস্কস্

অভয় মন্ত্র

(মিশর)

ওপারে আমার বঁধুর সোহাগ,
এপারে রয়েছি আমি ;
মাঝখানে নদী, নদীতে হাঙর,
তবু সে নদীতে নামি,
ঝাঁপ দিয়া তবু পড়ি তরঙ্গে
স্মরিয়া তাহার মুখ,
বঁধুর প্রেমের রভসে আমার
দ্বিগুণ বেড়েছে বুক ;

তরল সলিলে সোপান মানিয়া
অবাধে নামিয়া যাই,
বঁধু শিখায়েছে অভয়-মন্ত্র
আর কোনো ভয় নাই।

সংসারের সার

সারা বরষের যত সুষমা-সৌর—
সঞ্চিত সে থাকে
ভ্রমরের এক মধু-চাকে।

সমস্ত খনির মোহ, বৈভব-গৌরব
লুক্কায়িত আছে,
একখানি হীরকের মাঝে!

সিন্ধু-ব্যাপী ছায়া-নীল আলোর ঝলক
বিরাজিছে সুখে,
ক্ষুদ্র এক মুকুতার বুকে!

সুষমা, সৌরভ, ছায়া-আলোর পুলক
মোহ ও বৈভব,
তুলনায় তুচ্ছ এই সব ;—

নিষ্ঠা সে মুক্তার চেয়ে খাঁটি সমধিক,
নির্ভর সরল
হীরকেব অধিক উজ্জ্বল ;

মিলিযাছে গূঢ়তম নির্ভর নির্ভীক
শ্রেষ্ঠ নিষ্ঠা সনে,
তরুণীর প্রথম চুম্বনে।

ব্রাউনিং

'রহসি'

গোলাপ যে ভাষা বলিতে এখন গিযেছে ভুলি'
সে নিভৃত ভাষে নারী সে কহিল মুখানি তুলি',—
"প্রিয় মোর! প্রিয়তম!"
সচেত গোলাপ সম ;
পুরুষ বিভোল তাহারে কেবল কহিল "প্রিয়া!"
সে আওয়াজ আজো ফোটে নাই কোনো সাগর দিয়া।

মখ্‌মল্‌-পায়ে জোছনা যেমন ভুবনে নামে,—
তারি মত চুপে নারী সে কহিল হেলিয়া বামে,—
"প্রিয় মোর! প্রিয়তম!"
সান্দ্র জোছনা সম;
পুরুষ বিভোল্‌ তাহারে কেবল কহিল "প্রিয়া!"
সে আওয়াজ আজো লুকায়ে রেখেছে গিরির হিয়া।

সন্ধ্যা যে সুরে তারাদলে ডাকে গোধূলি শেষে
সেই মৃদু সুরে নারী সে কহিল রভসাবেশে,—
"প্রিয় মোর! প্রিয়তম!"
সন্ধ্যা-প্রতিমা সম;
পুরুষ বিভোল্‌ তাহারে কেবল কহিল "প্রিয়া!"
সে আওয়াজে জাগে ফাল্গুন,—মৃত ওঠে গো জিয়া।

তুষার গলিয়া গোপনে যেমন সলিল সরে
তারি মত সুরে নারী সে কহিল নিরালা ঘরে,—
"প্রিয় মোর! প্রিয়তম!"
তরুণী তটিনী সম;
পুরুষ বিভোল্‌ তাহারে কেবল কহিল "প্রিয়া!"
সে ভাষায় শুধু আকাশেরে ডাকে বনের হিয়া।

নোগুচি

বিরহাতঙ্ক

মৃণাল ভাঙিয়া করিতে ভোজন,
জ্যোৎস্না ভাবিয়া শিহরি উঠে!
তৃষিত সে, তবু, তারকা ভাবিয়া,
না ছোঁয় সলিল পত্রপুটে!
নিশি না আসিতে দেখে সে আঁধার,
কমলে নিরখি' ভ্রমর-বীথি!
দিবসে কবিল দুখ-শর্ব্বরী,
চক্রবাকের বিরহ-ভীতি!

লছিমা দেবী

আভাস

(মিশর)

কুসুম-ফুলের রং ধরেছে ধোয়া চাদরে,
রঙীন্‌ হ'য়ে উঠেছে মন তোমার আদরে!
জলের সঙ্গে মিশ্‌ল সুরা,
হৃদয়খানি হ'ল পুরা;
অনুরাগের তপ্ত ধুনায় গন্ধ না ধরে!

ঘোড়-সওয়ারের সখের ঘোড়া হাওয়ায় ছুটেছে,
যেখানটিতে ডঙ্কা বাজে আপনি জুটেছে!
সুপ্ত দীপের সলিতাতে,
গুপ্ত শিখা লাগ্‌ল রাতে ;
খুল্‌তে আঁখি শিকারী বাজ শূন্যে লুটেছে!

একটি গান

(রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী হইতে)

পাখী গাইত নিতি হৃদয়-খোলা খেয়ালে খুসী,
ও সে মেল্‌ত পাখা মেঘের সীমানায় ;
আহা কোন্ ক্ষণে প্রেম সঙ্গ নিলে কোন্ আশা পুষি'
পাখী জানলে নাক' হায়।
আজ সে পাখীর স্বস্তি নাহি আর,—
হারিয়েছে নীড়,—হিয়ায় হাহাকার।
আর সে খেয়াল নাই গো উড়িবার,—
গগন-বিহার বন্ধ আজি তার।
বন্দী সে আজ প্রেমের বন্ধনে,
তবে চরম কথা মরণ-ক্রন্দনে
নিক্ সে ক'য়ে হায়!
আজ ফুরিয়েছে তার গগন-বিহার
হারিয়েছে কুলায়।

ক্ষণিকের গান

ঐ যে দোলে—ঐ যে কাঁপে ব্যেপে তোমার দুই নয়ন,
মুক্তা কি ও? কিম্বা শিশির? টিঁক্‌বে কি ও বেশীক্ষণ?

চন্দ্রমুখের ঐ যে জুলুম—ঐ যে রূপের আকর্ষণ,—
হাকিম টলে হুকুমে যার,—টিঁকবে কি ও বেশীক্ষণ?

চাঁদেরও হয় ক্ষয় উপচয়, হায় গো বিধির এই লিখন,
চন্দ্রমুখের ঐ যে বিভা টিঁকবে কি ও বেশীক্ষণ?

যৌবনেরি আব্‌-হাওয়াতে তাজা তোমার শরীর মন,
যে হাওয়াতে গোলাপ ফোটে থাক্‌বে কি সে বেশীক্ষণ?

দুঃখ কিসের? দৈব মোদের ঘটিয়েছিল এই মিলন,
দৈবে আজি তফাৎ করে, রয় না কিছুই বেশীক্ষণ।

দুখের বার্ত্তা তোমায় যেন জানিতে না হয় কখন্,
আমার এবার দম ফুরাল (বুঝি) টিঁক্‌ব না আর অধিকক্ষণ।

নবাব আসফ্ উদ্দৌলা

গোপন-কথা

দু'হাত দিয়ে এবার থেকে মুখকে আমার আমি
রুধব জনম-শোধ,
তোমায় দেখে যে কথাটি আসে ঠোঁটের আগে
করতে তারে রোধ,
দু'হাত দিযে ঢাক্‌ব দু'চোখ, চোখের চপলতায়
এমন কিছু পাছে
ফাঁস হযে যায় হঠাৎ, যাহা রাখ্‌তে আমি চাহি
গোপন তোমার কাছে।
দু'হাত দিয়ে চাপব আমার দুরন্ত এই হিয়া
হিয়ার আবেদন,
পাছে তুমি জানতে পাব ওগো হৃদয-প্রিয়া
প্রাণেব আরাধন।
দু'হাত আমার রাখব শুধু তোমার দুটি হাতে
অতি সহজ ভাবে,
একটু ক্ষণের তরে শুধু দীর্ঘ দুখের জ্বালা
একটুকু জুড়াবে ;
দু'হাত আমার আস্‌বে আবার ফিরে আমার বুকে
তোমার পরশ নিয়ে,
করবে নাকো এ দুটি হাত সোহাগ-আশা কিছু
তোমার হাতে গিয়ে ;
গোপন-কথার ভবা নিয়ে থম্‌থমিয়ে আছে
আমার হৃদয়, আঁখি,
দুনো বোঝা বাড়বে, ওগো ফাঁস যদি হয সবি—
কিছুই না রয বাকী ;
হয তো কাঁদন বাড়বে শুধু হালকা হতে গিয়ে,
শূন্য হিযা মোর
থাকুক বরং মূক সে দুখে দুখের বোঝাই নিয়ে
থাকুক জীবনভোব ;
স্ফূর্ত্তিশূন্য হুতাশ-ভরা পাণ্ডুর ও নির্জীব
থাক্ এমনি থাক্,
হয় তো নজর পড়বে তখন বুঝবে গো অন্ততঃ
হচ্ছি আমি থাক্!

জাঁ দমিনিক্

কোনো নারীর প্রতি

জানিগো জানি জানি, জগতে নারী রাণী,
অশেষ আছে মানি শকতি তব ;
মৃদুল হাসি ভায় তোমরা পার হায়,
নেশা কি নিরাশায় ডুবাতে ভব।

মুখের দুটি কথা অথবা নীরবতা
ধরে যে কি ক্ষমতা জানি তা মোরা ;
মুদিলে আঁখি চুপে বিঁধিলে বিদ্রূপে,
জানিগো ভালরূপে বেঁধে কি ছোরা।

গরব সীমাহীন জানি তা' চিরদিন,
দুষাবে প্রেমী দীন কহ না কথা ,
ক্ষমতা ধর ভাবি তুলনা দিতে নারি,
উপমা সে তোমারি অক্ষমতা।

তবুও জানি হায় ক্ষমতা ক্ষয় পায়,
যখনি অন্যায় বাঁধে গো ছেঁদে,
জানে যে সহিবাবে নীরবে সে তোমারে,
ফেলিয়া একেবারে পালায় কেঁদে।

সহিতে যে শিখেছে গেছে সে গেছে বেঁচে,
আছে সে সুখে আছে দুখের বুকে ;
আমিও ব্যথা স'ব, কিছু না কথা কব,
কশাই-পেশা তব থাকুক সুখে।

আলফ্রে দে মুসে

বন্ধু-বিরহে

গেছে দূর কত দূর বন্ধু আমার,
মনে সুখ নাই আর
বুক ভরা হাহাকার।
বন্ধু কোথায় হায় কে কবে মোরে ?
আমি দিব মোহরে—
তার দু'হাত ভ'রে।
যে দিবে বারতা আনি' তাহার তরে
আমি করিব ঘরে
মহা- উৎসব রে !

গেছে কি অনেক দূর?—বন্ধু সে মোর?
সে কি রাজার সহর?—
সে কি শাজাদ-নগর?
সে কি রাইরাজাতলা হ'তে আরও বেশী দূর?
সে কি ছোট গাজীপুর?
মোর পরাণ বিধুর!
বলে দাও, পাখী হ'য়ে যাই গো উড়ে,
কিবা জনতা ফ'ুড়ে—
ঘোড়া ছুটাই তুড়ে।
* * *
সে কেমন—বলি শোনো—শুনিলে ও যে,
ছবি— রবে মগজে,—
চিনে লবে সহজে।
যখন সে যেথা রয় সে ঠাঁই ভাসে,
জুঁই- ফুলের বাসে,
মন ভরিয়া আসে!
স্মিত হাসি খেলে যায় যবে সে মুখে,
বায়ু বহে গো সুখে
চূত- মুকুল-বুকে।
যখন সে কথা কয় বন্ধু আমার,—
ঝাউ ঝিমায না আর,—
চলে চামর তাহার!
সে যদি গো গাহে গান কণ্ঠ তুলে,—
শামা গাহিতে ভুলে,—
তালে কেবলি দুলে!
* * *
হে প্রিয়! হতাম যদি রাজ্যভাগী,
তবু তোমারি লাগি
ফিরি- তাম বিরাগী।
দেখা পেলে, যুগ যুগ হাতে রেখে হাত,
কেটে যেত দিনরাত,
অনি- মেষ আঁখিপাত।
যে অবধি গেছ তুমি, একেলা রহি,
দিন- মণিরে কহি
কেন ফেল না দহি?
সন্ধ্যা কাটে না মোর বন্ধু আমার!
দূতী নহে উষা আর
জাগ- রণের আশার।
তোমার বয়সী যারা বন্ধু আমার,
হাসি- খুসী সে-সবার,
মন জাগায় না আর।

ভালোবেসে ভাল সব আছে দুনিয়ায়,
শাল সরলের ছায়
গিরি- মল্লিকা ভায়।
তোমার মদির আঁখি স্মরি নিয়ত,—
সে যে মদেরি মত,—
মাতে মাতায় স্বত!
তোমার পরশ-মধু মনের মিতা!
কি যে বলিব কি তা'?
বুঝি নিধি-সবিতা!
* * *
হে প্রিয়! পাহাড়ে আজ তুষার কেবল,—
চূড়া ধবলে ধবল,—
নাই তৃণ ফুল ফল।
বন্ধু! নিদাঘ ফিরে আসিবে যবে,
গিরি শ্যাম-গরবে
ফিরে গরবী হবে।
অমনি বিরহ-শেষে হে প্রিযতম!
দুখী হিযার মম
দূরে যাবে এ তম।
অমনি যদি গো ফিরে এস তুমি দেশ,
হবে নিমেষেই শেষ
মোর মরমেরি ক্লেশ।

মিস্ত্রাল্

গান

(তুমি) নিয়েছিলে মোর মন
(আমি) নিয়েছিনু কি তোমার?–
প্রেমের বদলে প্রেম,
প্রাণে প্রাণে একাকার।

(তুমি) দিয়েছিলে মন প্রাণ
আমারই বা বাকী কি ;
তুমি যা করেছ দান
আমি তা হারায়েছি।

ফুল আর পল্লব
রসে পরিপূর ফল,
বরণের বৈভব
পরাণের পরিমল।

এ কি গো করিলে আজ,
ওগো প্রভু স্বামী মোর ;
এই কি উচিত কাজ
কাটিলে প্রাণের ডোর।

যে চির নিরাশ্রয়
শিশু সম অসহায়,
একা তারে নিরদয়
ফেলে তুমি গেলে হায়।

ভেঙে যে গেল গো বুক
ভেঙে গেল মোর প্রাণ,
কি যে মোর মনে দুখ
জানিছেন ভগবান।

জান কি কদিন রয়—
ছাড়-ছাড় এই ভাব ?
ফিরে যে আসে প্রণয়
জান কি তাব প্রতাপ ?

খুঁজিতে হবে যে ফেব
মনে মানি সন্তাপ,
ডাকিতে হবে যে ঢের
পাবে না তবু জবাব।

পুরাণো দিনের ভাব
ভরিবে তোমার মন,
পুরাণো প্রেমেব ছাপ
বন্ধু হে পুরাতন।

স্মরণ-স্বপন ভোর
একদা অকস্মাৎ,
আসিবে দুয়ারে মোর
করিবে হে কবাঘাত।

দ্বার খুলি কেহ হায়
বলিবে "সে নাই আর"
বলিবে "মরেছে"। তায়—
ঝরিবে কি আঁখিধার।

মার্সেলিন্ ভাল্মোর

বিরহে

নাই রে চিঠি নাই!
হৃদয় বিকল, আমি আমায় নিবিয়ে দিতে চাই ;
তোমা বিনা ফাগুন সে যে ফুল্‌হারা ফুল্‌বন
তোমার তরে বাড়াই বাহু, না পাই আলিঙ্গন ;
বুকের পরে রাখছি ফিরে হাত,
করছি করাঘাত ;
অশ্রুচোখে চাই,
নাই রে চিঠি নাই!

নাই রে চিঠি নাই!
কেমন করে মরতে যে হয় জান্‌তে আমি চাই ;
বিধিরে সে নেই শুধাতে, তুমিও চুপ্‌চাপ্‌,
আমি তোমায ভালবাসি তবুও এই ভাব!
প্রেম যে তোমার এ চুপচাপের মাঝে,
আমার প্রতি আছে
শুনলে স্বর্গ পাই।
নাই রে চিঠি নাই!

নাই রে চিঠি নাই!
মন থেকে বা গেছি সরে তাই গো ভাবি তাই ;
গলার আওয়াজ পাচ্ছি না আর তাইতো আতঙ্ক,
ফোয়ারা কি ফুরিযে এলো? লুপ্ত তরঙ্গ?
ভালবাসার চিঠি তৃষার জল,
ভাঙা মনের বল ;
নাই যে তুলনাই।
নাই রে চিঠি নাই!

নাই রে চিঠি নাই!
পড়তে যা মোর নাইক সাহস লিখবে কি শেষ তাই?
হিয়ায় আমার ছড়িয়ে যাবে সেই কথাটি হায়,
জ্বল্‌বে হিয়া রইব চেয়ে আগুন-হাসির ভায় ;
রেখে যাবে চরম সে চুম্বন,
চিহ্ন চিরন্তন ;
ভাবছি আমি তাই,
নাই রে চিঠি নাই!

মার্সেলিন্‌ ভাল্‌মোর

পেয়ালার প্রেম

(উর্দ্দু হইতে)

ভাল নাই বা বাসিলে হায় সাকী!
এই পেয়ালা বাসিল! তায় বা কি?
সরাবখানাই হল মশ্‌গুল্‌
সরাবের ফেনা গায় মাখি'!
পেয়ালা বাসিল! তায় বা কি?

যদি দরদ না থাকে অন্তরে,
প্রেম মধু দিবে কোন্‌ মন্তরে?
কেউ আছে ভাল, কেউ বা পাগল
যন্ত্রণার এই যন্তরে!
পেয়ালা খেয়ালে সন্তরে!

আমি ধর্ম্ম জানিনে, হায় সাকী
আমি প্রেমের—স্নেহের পায় থাকি।
মস্‌জিদ্‌ কিবা? কিবা মন্দির?
মধু-ভরা পেয়ালাই বা কি?
পেয়ালা মিলিল! তাই বা কি?

এই প্রেমের আগুনে হায় সাকী,
মোর জ্বলিতে পুড়িতে নাই বাকী;
দীপ জ্বলে কিবা জ্বলে পতঙ্গ,-
জ্বালার বিরাম,—হয় তা' কি?
পেয়ালা মিলিল! তাই বা কি!

চোখের চাহনি

ক্লান্ত শত নয়নের শ্রান্তিভরা চাহনি মলিন!
আর এই আমাদের দৃষ্টি চির ক্ষীণ।
আর যারা গেছে চিরতরে ফিরিবে না আর
তাদের চাহনি করুণার!
আর যারা হবে,
যারা আজ রয়েছে সম্ভবে,
আর যারা হ'ল না, পেল না হ'তে হায়,
তাহারা সবাই আজ আঁখি দিয়া আঁখি মোর ছায়।

কারো আঁখি যেন চির-অনাথ-আতুর,
করুণায় কারো পরিপুর,
কারো আঁখি দয়া করে তফাতে থাকিয়া,
যেন দয়া-দেখানোর অজানিত স্বাদ আল্‌গোছে দেখিছে চাখিয়া ;
চাহনি সে নানা
কারো আঁখি ধব্‌ধবে ফরাসের পরে
কালোকোলো ছাগলের ছানা।

আরো কত অসম্ভব অদ্ভুত চাহনি,
যেন সব অন্ধকাব খনি ;
কারো আঁখি যেন ঠিক্ নারী-হত্যা দেখিতে লোলুপ,
কারো গূঢ় বিষাদের কূপ ;
অজ্ঞাত দুখের বাষ্প পাংশুল পাণ্ডুর,
শুধুই বিধুর ;
যেন কোনো চাষাদের ছেলে,
কারখানা-জানালায় আছে আঁখি মেলে,
তাঁতীর ব্যবসা যেন নেছে মালাকর ;
মোমের পুতুলে ভরা যেন যাদুঘর,—
নিদাঘের রৌদ্রের আভাসে।
রাণী যেন ভাবে বসি' একাকিনী রোগশয্যাপাশে।
অজানা বিজনে যেন কর্পূরের বাস
চাহনি উদাস।
বন্দিনী রাজার মেয়ে যেন মহোৎসবে,
ভাষাহীন গুমরিছে চাহনি নীরবে ;
সিন্ধুগামী পোত যেন খালে ঘুরে মরে,
সাত রাত সাত দিন ধরে।
দেখেছি এমনি কত চাহনি আকুল
মূক বুল্‌বুল্।

সুনয়নে দেখো ওগো তারও পানে চেয়ো সুনজরে,
নবান্ন পার্ব্বণে হায় আঁখি যার জ্বরিতেছে জ্বরে
যে আঁখি শিশুর মত খাওয়া ভুলি মেতেছে খেলায়,
যে আঁখি তাঁবুর মত হাড়ে হাড়ে কাঁপিছে ঝঞ্ঝায়,
তারও পানে চেয়ো সুনয়নে
সুপ্রসন্ন মনে।

আহত সৈনিক ভুলি যন্ত্রণা তাহার,
অস্ত্র-উপচার
আসন্ন জানিয়া যবে ত্রস্ত দৃষ্টি ভরে
সকাতরে

ইতি উতি চায়,
তখন তাহারো পানে চেয়ো করুণায়।
প্রলোভিতা কুমারীর চাহনির ভাব,
মত্ত মরালেরে ঘিরি ঘুরে যেন সাপ ;—
ক্ষীর-নদী মসী হয়ে যায়,
তার পানে চাহিয়ো কৃপায় ;
যে জন ডুবেছে প্রলোভনে,
তারো পানে সদয় নয়নে,
চেয়ো একবার,
পাত্র সে দয়ার।
যে চোখের চাহনিতে ভরা-ডুবি হয় যেন ঝড়ে
আর যে চোখের ভাষা কেহ নাহি পড়ে,
পড়িলেও কেহ নাহি বোঝে ;
যে চাহনি আছে সদা সুদূরের খোঁজে,
আর সেই—যে চাহনি অন্য কোথা
গেলে যেন বাঁচে,
আর সেই ভাষাহাবা
নির্ব্বাণ যে যাচে,
আর সেই—যে চাহনি কয কানে কানে,
কুণ্ঠাভরা প্রাণে,
আর সে শাসনে-মরা প্রাণে-জরা
চাহনি যে ক্ষীণ,
তারো পানে কৃপাভরে চেয়ো ওগো
চেয়ো অনুদিন।
দেখেছি গো এই-সব বিচিত্র চাহনি,
অন্তরে সঞ্চিত করি বেখেছি গো চাহনির মণি ;
করেছি চাহনি দিযা চাহনি চযন ;
হাজারো নয়ন পরে রেখেছি নয়ন ;
শক্তি নাহি আব
চেয়ে চেয়ে ভাবি এবে বুঝি গো আমার
এ নযন মুদিবে না আব।

মেটারলিঙ্ক

বিদেশী নৌকায়

(পূর্ব্ববঙ্গীয ভাষা হইতে)

আমি আর কি জানাব কায়,
চোখের জলে সকল ভেসে যায়,
আমায় নিয়ে যায় যে এরা
বিদেশী নৌকায়।

(ওগো) বলো বলো শ্বশুরকে মোর
বলো সকল খুলে,
আমায় যেন খোঁজ করা হয়
গাঙের কূলে কূলে।
শাশুড়ীকে খবর দিয়ো
খিড়কী দুয়োর ঠেলে,—
দোলাতে যে ঘুমিয়ে আছে
আমার কোলের ছেলে।
(ওগো) বলো আমার সোয়ামীকে
বলো হাতে ধরে—
হালের বলদ বেচে যেন
আবার বিয়ে করে।

বিদেশিনী

(ফরাসী হইতে)

প্রশান্ত-সাগর-জলে ঢেউ তুলে চলেছে জাহাজ,
গ্রামভারি-সুগম্ভীর যাত্রী তাহে যুবক ইংরাজ।
জাহাজ লাগিল এসে ভেসে ভেসে দ্বীপ সুগন্ধায়,
সে দ্বীপের রাণী 'তীয়া' বসে ছিল সৈকতে সন্ধ্যায়।
বিদেশীরে চক্ষে হেরি' মুগ্ধা নারী—ঝিনুকের হার—
কণ্ঠ হতে খুলি' দ্রুত,—ছুঁড়ে দিল উদ্দেশে তাহার ;
মেলি' বাহু, মাল্যরূপে প্রেরিল সে যেন আলিঙ্গন,
গ্রামভারি যাত্রীটি সে আমন্ত্রণ করিল গ্রহণ।
তারপর মাসাবধি মহোৎসব চলিল উল্লাসে
বাঁশের কেল্লার মাঝে ;—বিদেশিনী বিদেশীর পাশে।
পাতিয়া শীতল পাটি তোষে 'তীয়া' অতিথির মন,
আন্দোলিত বক্ষ তার—চক্ষে ধরা পড়িছে স্পন্দন।
তারপর ঘনাইয়া এল যবে বিদায়ের দিন,—
ফুরাল মিলন-মেলা, হাসি খেলা ; 'তীয়া' অশ্রুহীন
সাজাইল ধীরে ধীরে সিন্ধুতীরে চন্দনের চিতা ;
বিদায় লইয়া, হায়, চলে গেল দুদিনের মিতা।
তারপর হেলেদুলে ঢেউ তুলে চলিল জাহাজ ;
জ্বলিল চন্দন-চিতা,—জল হ'তে দেখিল ইংরাজ,—
দেখিল সে পাংশুমুখে,—মানিল না বিস্ময়ের লেশ ;
সুগন্ধ চন্দন সনে সিন্ধুতীরে 'তীয়া' ভস্মশেষ।

সংসারের বাহিরে

ফিরে আয় স্মৃতি মোর নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায়,
সংসার ব্যথিছে মোরে খোল্ তুই দ্বার,
বড় অশান্তিতে আছি বড় আশঙ্কায়,
ঝঞ্ঝাহত স্পন্দহারা হৃদয় আমার।

মা-হারা শিশুর মত ঘুরি পথে পথে,
কেঁদে মরি ভিড় দেখে মনে বাসি ভয়,
শিশুর আকৃতি যেন প্রাণের পরতে
যে আজো শেখেনি ভয় করিবারে জয়।

বুকে আয় স্মৃতি মোর নয়নের জলে,
তুইরে আমার স্বর্গ, সব তুই মোর ;
দুঃখে তোর মধু আছে গভীর অতলে,
মুছিরে ও হাসি দেখে নয়নের লোর।

ফিরে আয় দে আমারে তোর কান্না হাসি,
তোর আলো তোর ছায়া তোর সে নীলিমা,
পবী আর কুমারী-হিয়ার পুণ্যরাশি—
কপালে সঁপিয়া যা রে, কপোলে রক্তিমা।

যখনি গাহন করে হিয়া ও সায়রে,
যত কৈশোরের প্রেম যৌবন-সাধন
জেগে ওঠে ও মুকুরে—স্বপনে সঞ্চরে
যত সব হারা-মুখ হারানো নয়ন।

মার্সেলিন্ ভাল্মোর

ভালবাসার দুঃখ

দুখে ছাড়িব কি? দুখ ছাড়িবার নয়,
প্রেম হলো মোব হৃদয়ে বদ্ধমূল,
স্মরি স্মরি হায় দুখ সে নূতনই হয়,
বুকের শিকড় উপাড়িতে যাওয়া ভুল।

বিদায়ের বেলা আকুল আঁখির জলে
হৃদয় চেয়েছে করে দিতে ঋণ শোধ,
প্রসাদ পবন বয়েছে হৃদয়-তলে
তবু যেন কিছু হয়েছে হাল্কা বোধ।

ভাস

উড়িয়া গান

কেতকীর রীতি পীরিতি গো যার
দূর হতে তারে নমস্কার ;
কারে কি কহিব কারে দোষ দিব?
গলা কেটে দেছে গলার হার।
জল ছিল যবে সরসীর বুকে
তখন মরাল ছিল তায় সুখে,
সে জল যখন গেল গো শুকায়ে
হায় গো তখন কেবা কাহার!
কাঁচের গড়ন টুটে গেছে হায়
জোড়া দিলে আর সে কি জোড়া যায়?
বিরিখের পাতা বারেক ঝরিলে
জোড়া কি কখনো লাগে সে আর?

চিরন্তনী

সকলি ক্ষণিক মোহ ; তবু আহা! ভালবেস তবু ;
ভালবেস—কোরো বাস কামনার স্বপন-ভুবনে ;
স্পন্দিত হৃদয়খানি স'পে দিয়ো—স'পে দিয়ো কভু
আকাঙ্ক্ষিত বেদনায়,—যে বেদনা শ্রেয় মান' মনে।

সব মিছে, সব মায়া ; প্রেমে তবু রাখিয়ো বিশ্বাস,—
ভালবেস নিরন্তর,—বেঁধ বাসা বাসনার দেশে ;
প্রাণে যেন নিত্য জাগে অনুরাগ-অরুণ নিশ্বাস,
জীবনের ক'টা দিন—ফুঁকে দাও শুধু ভালবেসে।

গানের প্রাণের রসে মাতালের মত উঠ মাতি,
মনেরে উন্নত রাখি' উচ্চ শিরে রহ দৃপ্ত ছবি,
চিত্ত হোক্ রাজোচিত, রুচি চীনাংশুকে, দিব্যভাতি
দেবতা না হও ওগো হ'তে পার মৃত্যুজয়ী কবি।

মিথ্যার জগতে, হায়, সত্য শুধু ভালবাসা-বাসি,
সত্য খেয়ালের খেলা ; ক্ষণপ্রভা-ক্ষণিক জীবন,—
মুহূর্ত্তে জাগিয়া হায়, শূন্যে ছড়াইয়া রশ্মিরাশি
মুহূর্ত্তেকে হয় হারা,—শূন্যতলে চির অদর্শন।

মত্ত বাসনার রাঙা রক্তভাতি মশালের আলো
পুলকি' জ্বলিছে একা মর্ত্ত্য মানবের আঁখি-আগে,
সম্মুখে অনন্ত রাত্রি চারিদিক অন্ধকারে কালো,—
মরণের অন্ধকার—প্রাণ-শিখা নিবাইতে মাগে।

জ্বলে নাও প্রাণপণে,—জ্বলে নাও আলো দিবে যদি,
দাহ বিনা দীপ্তি নাই,--জ্বলে নাও প্রাণপণ-বলে ;
নিবিলে জীবন-বাতি ভাল মন্দ ভেব নিরবধি
ধূলিতলে। জ্বলুক কামনা-দীপ যতক্ষণ জ্বলে।

গুপ্তধারা মৃত্যুনদী উচ্ছ্বসিছে গহ্বরে গহ্বরে
কে জানে গো অতর্কিতে কে কখন ডুবিবে অতলে,
নিঃশেষে পুড়িয়া নে রে নির্ব্বাণের আগে প্রাণ ভরে'—
ভালবেসে কেঁদে হেসে কামনার মায়া-তরুতলে।

জাঁ লাহর্

জাগরণী

(কথা=আল্‌ফ্রে দে মুসে। .সুর=মোজার্ট)

নয়ন মেল ওগো হিরণ ঊষা
রবির আগে খোলে মাযার গেহ,
নযন মেল, জাগ, পালায় নিশা
রজত বাসে ঢাকি আপন দেহ।
আমোদ ডাকে যবে তোমায় বেণুতানে,
সাঁঝের ছায়া ডাকে স্বপন-পুরী পানে।
গোপন কে তখনো
মৃদুল বলে শোনো—
নযন মেল!

নয়ন মেল ওগো আলোর ডাকে,
মিলন-মালা যদি মোদের টুটে—
নীরস করে যদি হৃদযটাকে
কালের ফেরে যদি আড়াল জুটে,
স্মরণ-পথে এনো এ দুখ প্রীতি মম
স্বপন দেখো কভু বিদায় সুপরম,
যে জন ভালবাসে
কি তার যায-আসে
নয়ন মেল।

পরাণ মেল যবে মাটির তলে
ঘুমায আমারি এ হৃদয় ভাঙা,
স্মরণ কোরো যদি আঁখির জলে
সেথায় মেলে দল গোলাপ রাঙা ;
তোমায় ছেড়ে রব কেমন করে আমি ?—
জ্যোতির রূপে হব তোমার অনুগামী,
নিশার মৃদুগানে
তোমার কব কানে,
নয়ন মেল।

সাঁওতালী গান

ঘরেতে বাপ মা যে রয়েছে গো,
গাঁয়ের লোকে ভরা আঙন মোর,
চোখের কোলেতে যা এয়েছে গো
কেমনে ঢাকি সেই আঁখির লোর।

কি করি আমি ওগো কোথা লুকাই,
আঁখির ধারা মোর কোথা শুকাই।
আছে গো দয়া যার আমার পরে
দেখ গো ঘুরে দেখ একটি বার,

লুকায়ে চুপি চুপি দুখানি করে
মুছায়ে দাও মোর আঁখির ধার ;
এ মোর লাজ তুমি লও লুকায়ে
আঁখির লোর মোর যাক্ শুকায়ে।

মিলন-গীতি

বাহুর ডোরে পরস্পরে বন্দী কর!
বন্দী কর,—তারায় তারায় সন্ধি কর!
তারার বুকে নেই কুয়াসার মলিন মালা,
মোহন-মালা আন্ গো তোরা বরণ-ডালা।

ডালার মাঝে যে ধন আছে লুকিয়ে দেখো,
আঁচল দিয়ে ঝড় বাদলে বক্ষে ঢেকো ;
বক্ষে রেখো—স্বর্গেরি ফুল—চয়ন কোরো
প্রেম-সোহাগে কোমল রাগে মরম ভোরো।

আদর-সোহাগ-আবেগ-ভরা বিহ্বলতায়,—
নবীন প্রীতির হৃদয়-রীতির গোপন-কথায়
আকুল-করা পাগল-করা অকূল অধীর
পরাণ মনের ভাব-কদমের মিলন মন্দির!

অসীম দোঁহার মিলন হিয়ার, দোঁহার শিরে
দৈব আশিস্ বর্ষে, দোঁহায় রয় গো ঘিরে।
রও গো ঘিরে পরস্পরে এমনি করে
হাতে হাতে মিলাও চির-মিলন-ডোরে!

মিস্ত্রাল

সম্প্রদান

জন্ম অবধি কল্পনা ছিল
তোমারে সঁপিব যোগ্য বরে ;
মনের কামনা পূর্ণ হয়েছে
সুকৃতির গুণে, বিধির বরে।
নবমল্লিকা আশ্রয় আজি
লভিয়াছে মধু-ফলের গাছে ;
ভাবনা-মুক্ত হৃদয় আমার,
ইহার অধিক কি আর আছে।

কালিদাস

উপদেশ

সেবাপরায়ণা হ'য়ো গুরুজনে,
সখী হ'য়ো পুরনারী সবার।
পুরুষ রুষিলে তুমি রোষ বশে
প্রতিকূলে যেন যেয়ো না তার।
ভাগ্য-উদয়ে গর্ব্ব কোরো না,
দয়া রেখো পরিজনের 'পরে,
এই রীতে নারী হয় সুগৃহিণী,
বিপরীতে গৃহ মলিন করে।

কালিদাস

বিদায়ক্ষণে

আগে তোমাদের করি' জলদান
তবে যে গ্রহণ করিত জল,—
ফুল-ভূষা ভাল বাসিত, তবু, যে
মমতা মানিয়া ছেঁড়েনি দল ;—
ওগো তরুলতা! তোমাদের নব
পুষ্প-বিকাশে হ'ত যে খুসী,—
সে আজ চলেছে পতিগৃহে, সবে
দাও গো বিদায় আশিসে তুষি'।

কালিদাস

যখন লোকে প্রদীপ জ্বালে

যখন লোকে প্রদীপ জ্বালে এ সেই শুভক্ষণ
শান্তি প্রীতি সান্ত্বনাতে ভরা,
পাখীর পালক খস্‌লে শোনা যাবে তাও এখন
এম্‌নি ধারা স্তব্ধ বসুন্ধরা।

প্রিয়া যখন আস্‌বে কাছে এ সেই শুভক্ষণ
মন্দ মৃদু বইছে সাঁঝের বায়,
উঠ্‌ছে ধোঁয়ার কুণ্ডলী ওই ধরছে গো উনন
এই ফাঁকে সে আস্‌বে গো হেথায়।

আস্‌বে কাছে হয়তো তেমন বল্‌বে না কিছুই
আমি তবু থাক্‌ব পেতে কান,
থাক্‌ব চেয়ে চোখের পরে চোখ দুটি মোর থুই'
শুন্‌তে আমি পাব তাহার প্রাণ।

প্রাণের স্পন্দ তনুর ছন্দ ভরবে আমার মন
সেই আনন্দে খেল্‌বে গো বিদ্যুৎ,
হঠাৎ তারে চম্‌কে দেবো—দেবো গো চুম্বন
উঠ্‌বে হেসে জোনাক পোকার যূথ।

যখন লোকে প্রদীপ জ্বালে এ সেই শুভক্ষণ
মন সে যখন মনের কথা কয়,
সারা দিনের রুদ্ধ আবেগ করতে নিবেদন
এই তো সময় এই তো সুসময়।

যে-সব কথার নেইক মানে তাহাই বারম্বার
পরস্পরে বল্‌তে এখন হয়,
হয়ত কি এক ফুল দেখেছি আজকে বনের ধার
বর্ণিমা তার তারই পরিচয়।

যখন ঘরে আলো দেখায় এ সেই শুভক্ষণ
খুল্‌তে দেরাজ যখন অকস্মাৎ
হাতে ঠেকে অনেক দিনের পত্র পুরাতন
ভরে ওঠে হর্ষে আঁখির পাত।

এমিল ভ্যারহায়রেণ

সাধ

মৃত্যু যখন আস্‌বে মোদের ঘরে
প্রথম যেন আমার কাছেই আসে,
তুমি থেকো এম্‌নি আলো করে
কুঁড়েয় আমার ক্ষুদ্‌-কুঁড়োদের পাশে।

খুসী থেকো, মনটি রেখো খাসে,—
খুসী থেকো খোকায় বুকে ধ'রে ;
ভুলো না গো গাইতে মৃদু ভাষে—
যে গান শুধু গাঁথা তোমার তরে।

রবার্ট ব্রিজেস্

তাজের প্রথম প্রশস্তি

(মূল ফারসী ছন্দের অনুসরণে)

জগৎ-সার! চমৎকার! প্রিয়ার শেষ শেষ!
অমল ভায় কবর ছায় তনুর তার তেজ!
উজল দিক্! শোভায় ঠিক্ স্বরগ-উদ্যান ;
সদাই তরু সুবাস-ঘর,—যেমন প্রেম-ধ্যান!
পরাগ-খোর আগুন-ভোর কুসুম-ভরপুর,
ঘুচায় ধূল্—চোখের চুল বুলায় রোজ হুর!
রতন্-চয় দেওয়ালময় মাণিক ছাদ ছায়,
হীরার হাই হেথায় তাই, মোতির শ্বাস বায়!
এ নির্ম্মাণ মেহেরবান প্রভুর প্রেম্-চিন্,
কৃপার নীর হিয়ার তীর ভাসায় দিন দিন।
কুসুম-ঠাম ধেয়ান-ধাম অমল মন্দির,—
ইহার পর ধাতার বর সদাই রয় থির।
পাতক হয় হেথায় ক্ষয় মনের তাপ শেষ,
শরণ যেই এ ঠাঁই লয় ফুরায় তার ক্লেশ।
আইন হায় যাহায় চায় এ ঠাঁই তার মাফ্,
দোষীর দোষ ও আফ্শোষ হেথায় হয় সাফ্।
হিয়ার মোর প্রিয়ার গোর শোকের মেঘ, হায়,
গভীর শোক চাঁদের চোখ সুরয্-লোক ছায়।
শোকীর গান এ নির্ম্মাণ,—শোকের সৌরভ,
ইহার কাজ প্রচার—রাজ-রাজের গৌরব।

সম্রাট্ সাজাহান

শেষ কথা

ওগো যারা গম্ভীর চির স্থবির
ভালবাসা ভাবে ভুল,
যাদের বাতাস অঙ্গে লাগিলে
শুকায় আফোটা ফুল,

পিরীতির নাম কর্ণে শুনিলে
যাহারা ভ্রূকুটি করে,
আমার এ গান অতি ক্ষীণপ্রাণ
এ নহে তাদের তরে,—
ক্ষমা যেন তারা করে।

ওগো যারা ভালবাসো যারা কাঁদো হাসো
মূর্ত্তিমন্ত প্রাণ—
সমবেদনায সদা পরিপূর
তোমাদেরি তরে গান ;
স্বপন-বুলানো আঁখি তোমাদের
রাখ এ আঁখির পরে,
গোপন আমার হিয়ার কাহিনী
লও গো বাহির করে ;
গান তোমাদেরি তবে।

ওগো বুকে নিয়ো মোব এ লিখনগুলি
আর্দ্র আঁখির জলে,
বোলো একবাব "কি ব্যথা কবির
ছিল গো হৃদয-তলে!"
আর যদি গানে কোনো আনন্দ
গিয়ে থাকে ছাপ রাখি,
বোলো হাসিমুখে "মবি এ কি সুখ
শ্রান্ত ছিল যে পাখী
ঢুলে আসে তার আঁখি।"

ওগো শোনো কান পাতি সারা দিন রাতি
তোমাদের অনুগামী
কণ্ঠ আমার সান্ত্বনা-ভরা,
সাথে সাথে আছি আমি ;
দুঃখের জ্বালা দুঃসহ যবে
কহিব প্রাণের পর—
কি ভয় মরণে, স্বরগে প্রেমের
খেলা যে নিরন্তর,
প্রেম চির নির্ভর।

মার্সেলিন্ ভাল্মোর

অকালমৃতা

(ফরাসী হইতে)

যে হও সে হও তুমি, হে জীবন্ত! চলে তুমি যাও ;
এই তৃণতলে আছে, অতৃপ্ত জনের ভস্মভার ;
পিপীলির সঞ্চরণ, শৈবালের নিঃশব্দ সঞ্চার,
এ নির্জ্জনে নির্ব্বিবাদে নীরবে ভুঞ্জিতে মোরে দাও।
শ্মশানের শীর্ণ কলি,—চরণে কি দলিবে তাহাও ?..
স্থগিত হ'ল কি গতি ?...কি শুনি ?...পাখীর হাহাকার ?
বলি যেন না পড়ে সে এ সমাধি-বেদীতে আমার ;
বেঁচে থাকা বড় মিঠে, .আহা ওরে উড়ে যেতে দাও।
শুনিলে কি ?...এ অভাগী বধূ ও কুমারী একাধারে ;
মৃত্যু মোরে চুমিয়াছে পুষ্পাস্তৃত বাসবের দ্বারে।
ঈপ্সিতের কাছে এসে, জন্মশোধ হ'য়ে গেছি দূর,
রুদ্ধ হ'য়ে গেছে আঁখি, আলোকের পুলক নির্ব্বাণ ;
এসেছি অ-নন্দ-লোকে অন্ধকার আলয়ে মৃত্যুর,
তপ্ত বৈতরণী-নীরে, হাসি অশ্রু সব অবসান।

হেরেদিয়া

অগ্নি-পরীক্ষা

হে বীর! তোমার সব শ্রম হল হত,
পুষ্প-লতিকা চলে যে অনলে হায়,
অতি অনায়াসে পশে সতী মহিমায়
পদ্মের বনে রাজহংসীর মত।

ভাস

বৈরাগ্য

বিরাগের হাওয়া লেগেছে আমায়,
কুহেলি-কুহকে ঘিরেছে মোরে ;
সমাধি-ভূমির সমাধান-বাণী
আমারে ঘিরিয়া ঘিরিয়া ঘোরে।

নিবাত নি-বাক্ ঢেউয়ে ঢেউয়ে ফিরি
নীরব আঁধার জড়াই বুকে,
যেথা কোলাহল চির-সমাহিত
আমি সে নিভৃতে বেড়াই সুখে।

আব্‌ছায়া-ঘেরা ভোরের বাসরে
ঘুরি ফিরি একা কৌতূহলে,—
যেথা বিস্মৃত লভে বিশ্রাম
ধ্বংসের বুকে ধূলির তলে।

নোগুচি

বাল্মীকির মৃত্যু

অমর কবি বাল্মীকি সে বৃদ্ধ আজি,
ভাতিছে চোখে জগৎ—মায়া-হরিণ সাজি'।
বর্ষ-শত অতিক্রমি' ক্লান্ত ঋষি,—
শ্যেনের মত চাহে সে যেতে আকাশে মিশি'
পক্ষ মেলি' অজানা কোন্ নীড়েব পানে
উড়িতে চাহে ; নীলের তৃষা জেগেছে প্রাণে।
জগৎ-জালে জড়ায়ে মনে শান্তি নাহি,
রেশম-গুটি কাটিতে মুহু জপিছে 'ত্রাহি'।
তাই সে 'বীর-চরিতগাথা'-গায়ক মুনি
মৌন ধ্যানে কাটায় দিবা স্বপন বুনি'।
নির্ব্বাণেরি শান্ত নীরে ডুবাতে হিয়া—
কামনা সাথে শোচনা যত বিসর্জ্জিয়া—
রয়েছে মহাঘুমের লাগি' প্রতীক্ষাতে,—
দৈব মণি 'বিস্মবণী' যাহাতে ভাতে।

পূর্ণ হ'য়ে আসিছে কাল, পূর্ণ ব্রত,
একদা ঋষি বুকের বলে বীবের মত—
চলিল মহাযাত্রা করি নগ্ন পাযে
রক্ত রেখা রাখিয়া গিরিবর্ত্ম-গায়ে।
বিমান-বায়ু বিঁধিতে চাহে মৃত্যুবাণে,—
বৃদ্ধ ঋষি চলেছে তবু লক্ষ্য পানে।
হেলে না বুড়া, টলে না, চলে অবাধ গতি,—

তুষারে হিমবন্ত সাজে ভীম-মূরতি,—
তবুও চলে দণ্ডভরে ঊর্দ্ধ্বদেশে,
পুণ্য পূত মূরতি শোভে শুভ্রকেশে।
চড়িয়া চূড়ে জনম-শোধ দেখিল চেয়ে,—
নগরী নগ কানন, নদী চলেছে ধেযে—
মন্দ্রভাষী সাগর পানে,—যেথায ঊষা
রচে গো নিতি কমল-বীথি কনক-ভূষা।

অবাক্!...মূক মানব শুধু চাহিয়া থাকে ;
বিভাত-বিভা গগন ছাপি' ভুবন ঢাকে,

স্পন্দিয়া সে সাঁতারি আসে সহজে ধীরে
বুলায়ে নিরমাল্য যেন নিখিল শিরে ;
কুকুরে চুমি' ঠাকুরে চুমে পুলক মনে—
পাখীরে নীড়ে, হাতীরে ঘন বাঁশের বনে ;
আশিসে হিমবন্ত সাথে ক্ষুদ্র কীটে,
বুম্বুদিয়া ফোয়ারা উঠে ধরণী-পিঠে।
শূদ্র, দ্বিজ, ভিখারী, রাজা, ভেদ না মানে,
দুনিয়া খুসী করে গো শুধু আশিস্ দানে।
অসীম অফুরন্ত চির জীবন-ধারা
আভাসে কাছে আসে গো টুটি' আঁধার-কারা ;
ধাতার গূঢ় সৃজনী ধ্যানে নিহিত রহি'
অনাদি জ্যোতি উছসি' নিতি ভরে গো মহী।

সেই জ্যোতিতে মগন আজি বাল্মীকি সে
হঠাৎ কি এ! তপের ধুনী মলিন কিসে?
হায়, অতীত দিনের স্মৃতি! কেমন ক'রে
তোদের পুনর্জন্ম হল? বল্ তা মোরে।
জাগে রে গাথা গরিমা-গাঁথা ছটায ঘিরে
সৌম্য দশরথাত্মজে মৈথিলীরে।
ধরিযা বুকে বীবেব ছবি ঋষির স্মৃতি,—
বহিয়া কোটি-কল্প-কথা সৃজন-রীতি,—
হে রামায়ণ! আবার কেন মন মোহিতে,
জাগিছ তব জন্মদাতা মুনির চিতে?
মোক্ষকামী কবি সে চাহে ব্যাকুল চোখে
গানের পাখা মেলিযা যেতে অমর-লোকে,—
পরাণ-মন-পাবন সুরে ভরিয়া দিশি
অমৃত পূত আত্মা মাঝে রবে সে মিশি ;
প্রৌঢ় রবি ঊর্দ্ধদেশে নীরবে দহে,
বাষ্পরসে নিয়ত শোষে কী আগ্রহে।
বরণ গান গন্ধ টানে নিজের পানে,—
মর্ত্ত্য-জন-নিশাস-বায়ে,—সিন্ধুতানে ;
তন্দ্রা আসে আকাশ জুড়ি', মৌন সবই,
বিশ্ব যেন মুরছি' পড়ে মৃতের ছবি!
আচম্বিতে বাতাসে বুনি জরির বুঁটি
নবোদ্গত পক্ষ ভরে শূন্যে উঠি ;
পিপীলি আসে পিল্‌পিলিয়ে সংখ্যাতীত
ধেয়ানী মুনি বাল্মীকিরে করি' আবৃত ;
আবার আসে, আবার আসে, কেবলি আসে,—
গাছের গুঁড়ি ফুঁড়িয়া উড়ি শূন্যে ভাসে!
বল্মীকেতে লুপ্ত পুন! বাল্মীকি সে,
ধেয়ান-গূঢ় মরণ মাঝে গিয়েছে মিশে।

দংশে ঘন পিপীলি,—দেহে দংশে মুহু,
আত্মা তাহা জানে না, মুখ না বলে 'উহু'।
নৃত্য করে পুত্তিকারা পক্ষভরে
ঘুরিয়া পুন উড়িয়া বসে মুরং পরে ;
উছলি যেন পিছলি' পড়ে সাগর-ফেনা,
মরণহত মুনিরে আর না যায় চেনা!
দংশে নীল ওষ্ঠাধরে চেতনহারা,
দংশে জানু, দংশে হনু, হন্যে পারা ;
দংশি চলে মাংসলোভী নয়ন ফুঁড়ি,—
সুড়ঙ্গেতে সদলে,—মহাশঙ্খ জুড়ি'!
আসীন হিমবন্ত-চূড়ে অমর কবি
অভ্রভেদী বেদীর পরে দেবচ্ছবি।
পুলক-গাথা মূর্ত্তি ধরে সে কঙ্কালে,—
মর্ত্ত্যলোকে মৃত্যুহারা ছন্দে তালে।

লেকঁৎ দে লিল্

গান

যে ফুল ঝরে পরশ ভরে
তাতেই আমার মন,
পাপ্ড়ি-তাঁবুর বাসরে যার
রঙের আলাপন!
পূর্ব্বরাগের অধিক স্মৃতি,—
মিলন-রাতের মধুর রীতি,—
এক নিমেষে এক নিশাসে
যুগের অভিনয় ;
গান যেন মোর এম্নি ধারা
ফুলের মত হয়।

মূর্চ্ছনাতে মূর্চ্ছে যে সুর
ভালবাসি তায়,—
আকাশে না লিখতে লেখা
বাতাসে মিলায়!
দীপ্ত প্রাণের তপ্ত শিখা—
আগুন-আখর রক্ত-লিখা,—
এক নিমিষে উদয়, আবার
এক নিমিষেই লয় ;
গান যেন মোর এম্নি ধারা
সুরের মত হয়।

ঝরে' যা গান! ফুলের মতন
মরে' যা তুই, হায়,
ডরাস্ নে রে ফুলের মরণ,—
মূর্চ্ছা মূর্চ্ছনায়।
উড়ে যা তুই দূরে যা আজ,—
এখানে তোর ফুরিয়েছে কাজ,—
ফুরিয়েছে রে বাঁচিয়ে রাখা
অমৃতে প্রণয় ;
রূপের আঁখি ভরুক জলে.
এসেছে সময়।

রবার্ট ব্রিজেস্

খেয়ালীর গান

স্বপ্ন-সুখে আমরা সুখী ছন্দে গাঁথি গান,
সিন্ধুকূলে আমরা শুনি ভাঙা ঢেউয়ের তান!
দুনিয়া ভুলে জ্যোৎস্না-জলে আমরা ফেলি জাল,
মোরাই আবার দুনিয়াটারে নাচাই চিরকাল!

গল্পে মোরা সত্য করি যখন করি মন,
অমর শ্লোকের ভিত্তি দিয়ে রাজধানী পত্তন!
খোস্-খেয়ালি মুকুট পরে, রাজ্য করে জয়,
সুরের হাওয়া ফিরিয়ে, কভু সৃষ্টি, কভু লয়!

স্বর্গ নরক আমরা রচি, সন্দেহ নেই লেশ,
হাসির ঝোঁকে আমরা গড়ি হবু রাজার দেশ ;
অশ্রু দিয়ে গড়েছিলাম সোনার অশোক-বন ;
গড়েছিলাম অন্ধরাজের হস্তিনা শোভন!

আমরা আবার গেযেছিলাম পতন তা' সবার,
পুরাতনের অবসানে নূতন অবতার!
একটি করে যুগ চলে যায়, একটি স্বপন শেষ,
নূতন যুগে আমরা রচি, নূতন স্বপন-দেশ।

ও'শনেসি

রবীন্দ্রনাথের প্রতি

(ইউরোপ ও আমেরিকার আন্তর্জাতিক মহিলা-সমিতির অভিনন্দন)

অন্তরে তুমি দিলে আনন্দ—
নব আনন্দ-ধারা ;
প্রাণে সুগভীর দিলে প্রশান্তি
গ্লানি-সন্তাপ-হারা।

মায়া-তুলিকায় আঁকিয়া দেখালে
আঁখিরে কত না ছবি,
বীণা-ঝঙ্কারে ছন্দের হারে
কর্ণে তুষিলে, কবি!
আত্মারে তুমি যে দান দিয়েছ
সে দান সবার সেরা,—
সে তার অলোক-উদ্ভব-স্মৃতি,—
স্বর্গ-আলোকে ঘেরা!

কবির কারবার

ছন্দ গাঁথিয়া ক্ষণিক খেয়াল ধরে,
ক্ষণিকে কণিকে পরশে অমর করে;
যাহা কিছু শুভ, সত্য ও সুন্দর,
তারি সন্ধানে ফিরে সে নিরন্তর।
কভু গম্ভীর, কভু উল্লাসে ভাসে,
পথে চলে যেতে অল্পেতে কাঁদে হাসে!
অল্পে তাহারে কল্পনা দেয় ধরা
ঘাটে আঘাটায় লাগায় ভাবের ভরা।
নয়নের জলে মুকুতা রচনা করে,
চির বসন্ত বিরাজিত অন্তরে।
এমনি করিয়া কাটে জীবনের দিন,
খেয়ালে, স্বপনে; চিত্ত ভাবনাহীন।
গানের নেশায় গান গায়, আঁকে ছবি,
ভাবের বাজারে কারবার করে কবি।

দে-মুসে

কবি

(একটি জাপানী কবিতার ইংরেজী হইতে)

আঁধার অতল হ'তে সে এসেছে
উজল মুকুতা মুঠায় ভরি',
বেকত-গোপন সত্য-স্বপন
নব জাগরণে জাগিল, মরি!
নিশ্বাসে তার ফুল-সৌরভ
বিহরিছে নিতি দিবস নিশা,
পথহারা যত গগনের তারা
তার ইঙ্গিতে পায় গো দিশা।

সম্মুখে তার দখিন পবন,
পশ্চাতে তার আলোক-ছটা,
স্বপন-আবেশে ফিরে দেশে দেশে
নিরবলম্ব নীরদ-ঘটা!
হৃদয় তাহার নৃত্য করিছে
দুঃখ-সুখের অনাদি তালে,
সে বেঁধেছে নীড় সূর্য্য-কিরণে
সকলের আগে আদিম কালে।
কণ্ঠ তাহার মধুর হয়েছে
নিশীথ শশীর অমৃত পিয়ে,
তার কটাক্ষে চিতার ভস্ম
নবীন জীবনে উঠে গো জীয়ে!

বাণীর পুরোহিত

অনেক বলিতে যার আছে—
অনেক সে চেপে থাকে জগতের কাছে।
স্পর্শিবে যে বিদ্যুৎ-আঙুলে
মেঘরূপে বহুদিন আকাশে সে বুলে।

নীছি

বঙ্কিমচন্দ্র

প্রস্ফুরিত কণ্ঠে যার মূর্ত্ত তব আত্মার আভাস,—
হারালে কেমন তারে? পুষ্পধ্বজ ওগো মধুমাস!
তোমার প্রাণের নিধি,—কুহুধ্বনি মধুপ-গুঞ্জন,
কুসুমিত দ্রুমদল, স্নিগ্ধ হাওয়া জিনিয়া চন্দন,
সুজলা তটিনী আর সুফলন্ত ক্ষেত্র ঘনশ্যাম,
আনন্দের অশ্রুধারা, উচ্ছ্বসিত হাস্য অভিরাম,
ভাষায় যে আঁকিয়াছে একে একে মূর্ত্তি এ সবার,—
রচিয়াছে ভাবস্বর্গ মহীয়ান্ মধুর উদার,—
নরের হৃদ্গত যত গ্রন্থে যে রেখেছে গেঁথে গেঁথে,
নারীর মধুর দিঠি,—ইন্দ্রজাল—মায়াজাল পেতে
মায়াবী সে মঞ্জুবাক্। গন্ধরাজ চম্পার সৌরভ
ছত্রে ছত্রে ছড়ায়েছে; ছত্রে ছত্রে হয় অনুভব
রমণীয়া রমণীর কঙ্কণের সুরম্য ঝঙ্কার;
পত্রে পত্রে চিত্রিয়াছে বাঙালীর বিচিত্র সংসার
গৃহ গৃহস্থালি-সুখ, যে দেখে সে মুগ্ধ হয় মনে;
গ্রীষ্ম, শীত, রাত্রি, দিবা—সব আছে এ নব সৃজনে।

বায়বী কল্পনা-ছবি বাস্তবেরে করেছে মলিন
আত্মীয়ের চেয়ে প্রিয় পুঁথির যে অক্ষরে নিলীন।

* * *

হে বঙ্গের জল স্থল! হে চির সুন্দর! সুশোভন!
মধুর তোমরা সবে; মধুময় দক্ষিণ পবন—
বঙ্গের নিকুঞ্জবনে,—পিককণ্ঠে আছে মধু, জানি,
তা হ'তে অধিক মধু মঞ্জুবাক্ বঙ্কিমের বাণী।
বঙ্কিমের হিয়া সে যে সুবিশাল বঙ্গেরি হৃদয়,
দেখেছে সে দেবীমূর্ত্তি স্বদেশের অব্রণ অক্ষয়।
বঙ্গের বঙ্কিমচন্দ্র!—নৃমণি সে ছিল নরকুলে,
খড়্গ তার তীক্ষ্ণধার সাজাইয়া দিয়াছিল ফুলে
সৌন্দর্য্য-দেবতা নিজে। জন্ম লভি শুষ্ক দুর্ব্বৎসরে
নিরানন্দ ফিরেছে সে সৌম্যমূর্ত্তি; মরুভূমি পরে—
হৃদি-পদ্ম জিনি' রাঙা ফুটায়েছে অজস্র গোলাপ,
গদ্যে অনবদ্য করি' সেতারে সে করেছে আলাপ!

ঘোষ

সমালোচক-শত্রু-মধ্যে

(জিপ্‌সী শ্লোক অবলম্বনে)

হেথা ফাঁসিকাঠ, হোথা শূল, দূরে
ঘাতকের চাঁপ দাড়ি,
চারিদিকে বিষদৃষ্টির বিষ
চারিদিকে আড়াআড়ি।
আমার চক্ষে কিন্তু এ-সব
নূতন মোটেই নয়,
ছেলেবেলা হতে এদের সঙ্গে
আছে মোর পরিচয়।
এ দৃশ্য ঢের দেখেছি জীবনে
সোজাসুজি বলি তাই,
মোরে ফাঁসি দেওয়া মিথ্যা;—মরিব?
আমার মৃত্যু নাই।

ভিখারীর দল! মর হিংসায়
মনে জানো—গেছ হেরে,
আমারে মারিতে হায় ক্ষীণ-আয়ু
নিজেদেরি ফেল সেরে।
আমি ব্যথা পাই, সত্য সে কথা
করি না অস্বীকার,
তবু জানি আমি বজ্রগর্ভ
আমি বিদ্যুৎ-সার।

নিশ্বাসে মোর নূতন সৃজন
হইতেছে দিনযামী,
মোরে ফাঁসি দেওয়া মিথ্যা ;—মরিব ?
মরিতে জানি না আমি।
নীছি

বিশ্ব-কর্ম্মীর বিজয়-যাত্রা

কিসের এ গোল? কাণ্ড কি এ? হল্লা কিসের লোকের মেলায়?
পাহাড়তলীর ঝোড়ো হাওয়া গর্জ্জে' যেন উঠছে হেলায়।
গর্জ্জে' যেন উঠছে সাগর ভযে-ভবা সন্ধ্যাবেলায়!
জগৎ-জন-সাধারণ ওই গর্ব্ব ভরে
বেরিয়েছে আজ টহল দিতে পথের 'পরে।

কেমন ওরা? যাচ্ছে কোথা?—কোথা হ'তে হচ্ছে আসা?
স্বর্গ নরক—দুই ফটকের—মাঝে ওদের কোথায় বাসা?
টাকায় ওদের যায় কি কেনা? কর্ম্মে কাজে কেমন? খাসা?
জনরবের নেইক অন্ত,—হাওযার ভরে
বেরিয়েছে সব টহল দিতে বিশ্ব 'পরে!

ওই শোনো—ওই! ঘন ঘন বজ্র হাঁকে,
ওই দেখ—ওই! সূর্য্য হাসে মেঘের ফাঁকে!
ক্রোধ জাগে আব আশা জাগে,—চমক লাগে!
জগৎ-জন-সংঘ হেথা গর্ব্ব ভরে
টহল দিযে ফেবে সাবা ভুবন 'পবে।

ব'জ্জে শোচন শাসন, পীড়ন, স্বাস্থ্য সুখের অভিমুখে
চলেছে সব—বাঁধতে বাসা, ছাইতে জগৎ সহজ সুখে ;
ধনের হাটে কিনবে ওদেব? দেখ না হয় বুকটা ঠুকে!
সময কিন্তু যাচ্ছে চলে পাখাব ভরে,
নূতন হাওযা দিচ্ছে টহল জগৎ 'পরে!

ওরা সবাই তোমার আমার অন্ন জোগায়, বস্ত্র বোনে,
পাহাড় কেটে রাস্তা বানায, নগর বসায বিজন বনে,
তিক্তে ওরা মিষ্ট করে :—কিনবে ওদের কোন্ সে ধনে?
দলে দলে আসছে ওরা গর্ব্ব ভরে
টহল দিতে মুক্ত হাওয়ায পথের 'পরে!

ওই শোনো—ওই! ঘন ঘন বজ্র হাঁকে,
ওই দেখ—ওই সূর্য্য হাসে মেঘের ফাঁকে!
ক্রোধ জাগে আর আশা জাগে,—চমক লাগে!
জগৎ-জন-সঙ্ঘ হের গর্ব্ব ভরে
টহল দিতে বেরিয়েছে আজ ভুবন 'পরে।

মুখটি বুজে আসছে খেটে হাজার হাজার বছর ধরে,
ভরসা কভু পায়নি তবু,—আস্‌ছে খেটে মর্ম্মে মরে ;
ঝড়ে এবার বোল্ ফুটেছে—বার্ত্তা আসে হাওয়ায় চড়ে।
ঝড়ের বুলি আসছে ঝোড়ো হাওয়ার ভরে,
টহল দিয়ে ফিরছে কেবল ভুবন 'পরে।

শুনছ? ওগো পুঁজির মালিক! ভয়ের কথা শুন্‌ছ না কি?
বল্‌ছে ওরা "জ্যান্তে ম'রে খাটব না আর পরের লাগি",
বল্‌ছে ওরা "মানুষ মোরা, সুখের দাবী মোরাও রাখি।"
কৃষাণ, কুলি, মজুর, মুটে গর্ব্ব ভরে
টহল দিয়ে ফিরছে কেবল পথের 'পরে।

ওই শোনো!—ওই! ঘন ঘন বজ্র হাঁকে!
ওই দেখ—ওই সূর্য্য হাসে মেঘের ফাঁকে!
ক্রোধ জাগে আর আশা জাগে!—চমক্ লাগে!
জগৎ-জন-সঙ্ঘ আজি গর্ব্ব ভরে
টহল দিয়ে ফিরছে সারা ভুবন 'পরে!

যুদ্ধ দেবে?—তা হ'লে তো সমিধ সম ভস্ম হবে ;
শান্তি?—তবে ভেদ রেখ না, কণ্ঠ মিলাও কণ্ঠরবে ;
আশার সঙ্গে ইচ্ছা মিলুক,—নবীন জীবন জাগছে ভবে!
নূতন বাণী ছুটছে যেন হাওযার ভরে!
আশাদেবী আবির্ভূতা বিশ্ব 'পরে!

টহল দিয়ে চলছি মোরা বিশ্বলোকের কর্ম্মী যত,
অব্যাহতির হর্ষ-গীতি শুন্‌ছ না কি অব্যাহত?
ধ্বজায় মোদের আশার বাণী—কর্ম্মীজনের মনের মত!
জগৎ-জন-সঙ্ঘ আজি গর্ব্ব ভরে
বেরিয়ে প'ল টহল দিতে ভুবন 'পরে!

ওই শোনো—ওই! ঘন ঘন বজ্র হাঁকে,
ওই দেখ গো সূর্য্য আবার মেঘের ফাঁকে!
আশার সঙ্গে শক্তি জাগে—চমক লাগে!
বিশ্বভূমির কর্ম্মীরা কুচ্-কাওযাজ ক'রে
গর্ব্ব ভরে দিচ্ছে টহল ভুবন 'পরে।

উইলিয়াম্ মরিস্

স্বপ্ন

স্বপ্নে দেখি রাতের বেলা, কৃষাণ এসে কয়,—
"লাঙল ধর, বাবুগিরির গিয়েছে সময় ;
কর এখন নিজেই নিজের ক্ষেত খামারের কাজ,
পরের হয়ে খাট্‌ব না আর স্থির করেছি আজ।"

বলছে তাঁতি "পরবে ধুতি? আপনি চালাও তাঁত!"
মিস্ত্রি সরে, মাথার পরে হাঁ হাঁ করে ছাদ ;
যারা আমায় নিত্য খাওয়ায় নিত্য পরায় হায়,
বর্ষা শীতে সুখে ঘুমাই যাদের করুণায় ;
তারা আমায় চল্ল ছেড়ে এক্লা আমি রে,
থম্‌থমিয়ে মেঘলা আকাশ ডুবছে তিমিরে ;
থেকে থেকে যাচ্ছে শোনা বাঘের গরজন,
'গম' হয়ে সব করছে যেন প্রলয়-আয়োজন।

* * *

সহসা রোদ্ লাগ্‌ল চোখে টুট্‌ল স্বপন-ঘোর,
কামারশালার জোর হাতুড়ি কর্ণে বাজে মোর ;
পড়ছে তালে একই কালে একশ হাতুড়ি,
কাজের আমোদ বুঁদ্ হয়ে ঠিক দিচ্ছে গো তুড়ি ;
মিস্ত্রি হাঁকে—সুরকি! হোথায় কৃষাণ সে দেয় শিশ্,
খুসী হল প্রাণটা আমার গেল ব্যথার বিষ।

* * *

বুঝেছি গো এবার আমি জান্‌তে পেরেছি,
জন্মাবধি পরের কাছে কি ধার ধেরেছি ;
পাঁচ পরে যাই বাঁচিয়ে রাখে তাই তো বাঁচে প্রাণ,
সম্পদেরি নিদান মোদের দিন-মজুরের দান।
স্বপ্নে আমি নিধি পেলাম, জান্‌তে পেলাম তাই,
সবাই আমার ভালবাসার, সবাই আমার ভাই।

সুলি প্রীদম

মুচি

ভদ্রাভদ্র পযজার, মুচি
গড়ে সকলেরি তরে,
দিবসের আলো ডিবিযার আলো
দুযেই সে কাজ করে।
এই জুতা-জোড়া পাহাড়ে উঠিবে,
এ জোড়া ঘুরিবে রোদে,
ঐ চক্‌চকে হবে ছেঁচা-বোঁচা
ফিরি আমোদের রোঁদে।

ঘাড় গুঁজে মুচি কাজ করে বসে
আধখানা ঝাঁপ খুলে,
আসে বসন্ত বর্ষা শরৎ,
ঝাপ্‌সা দুচোখ তুলে—

ঋতুর রঙের ঘটা দেখে সয়
উঁকি মেরে একবার,
তখনি হাতের কাজ নিয়ে পড়ে
ফুরসুত নাই তার।

খোলা বাতাসের সোয়াদ জানে না,
গায়ে আঠা গালে কালি,
রক্ত নাহিক মুখে চোখে, ঝুঁকে
কাজ সে করিছে খালি।
মাথাভরা চুলে তেল জোটেনাক
খোঁচা-খোঁচা তার দাড়ি,
পায়ে চেপে শিং সেলাই করিছে
চাম্‌ড়া সে এক কাঁড়ি।

রাঙা ডাক্‌গাড়ী পথে চলে, দূরে
জাহাজ জমায় পাড়ি,
ফিরিওলা ঘোরে লাটিমের মত
পথে পথে বাড়ী বাড়ী।
কাজ ছেড়ে শুধু ওঠে না গরীব
কাজের গরজী মুচি—
দেড় হাত ঘরে বসে বারোমাস
চালায় সে শুধু ছুঁচই।

সিযোসাম মাক্‌কাথ্‌-মওইল্‌

ঢালাই কলের গান

আগুনশলার চিরুন দিয়ে আকাশ চিরে চিরে গো,
উগ্‌রে আঙার ধোঁয়া-ঢেকুর তুল্‌ছ ফিরে ফিরে গো;
দাঁতে দাঁতে পিষ্‌ছ খালি দিচ্ছ গালি দাঁত চেপে,
গজ্‌রানিতে আঁৎ কাঁপে হায়, যায় জ্বলে ঘাস ক্রোশব্যেপে।
স্বার্থে কাণা মানুষ যখন মত্ত লোভে লুণ্ঠনে,
ভাবে—জড়ের কর্ত্তা আমি, ধোঁয়ার অবগুণ্ঠনে—
তোমরা তখন জানাও গভীর বজ্র-নিবিড় গর্জ্জনে,
আমরা আছি মূর্খ! তোদেব পায়ের শিকল সর্জ্জনে।
আমরা পিটে গিঁটে গিঁটে এই শিকলের আংটা সব
করছি দৃঢ় রাত্রিদিনে পায়ে তোদের জরদ্গব:
দিচ্ছি এঁটে, বছর বছর, খবর তাহার রাখছ তো,
খাট্‌ছ তো খুব, হাঁপাচ্ছ খুব, খুব কালিঝুল মাখছ তো;
ঢাল্‌ছে কয়লা, লোহার ময়লা গালিয়ে ঢেলে করছো সাফ্‌
দাঁড়িয়ে পিটে বালির ছাঁচে জাম্‌ড়ো-ধরা লোহার চাপ;

ঢাল্‌ছ চাদর, পতর দিয়ে ছাইছ জাহাজ নৌকা খুব,
গড়ছ খজা, গড়ছ কামান, জলের তলে মারছ ডুব ;
মার, মার,—দেশটা ভর কলে এবং কারখানাতে,
আমরা তোদের করছি কয়েদ বুঝবি পরে কি কায়দাতে ;
বিশ্ব হবে অন্ধকূপ আর মানুষ জাতি নিঃস্ব রে,
মনুষ্যত্ব তলিয়ে দেবো, ভুলিয়ে দেবো ঈশ্বরে।
গলিয়ে মোরা করছি ঢালাই নূতন ক'রে মানুষ জাত,
চির-ব্যাধি দৈন্য আদি হবে যাহার অষ্টধাত ;
যার উপাদান অশান্তি আর পশুর অধিক পরিশ্রম,
বিরোধ ঘৃণা খুন জখম আর বিষম সাজা ক্লেশ চরম ;
পিটিয়ে মোরা তৈয়ার করি ভবিষ্যতের অদৃষ্ট,
মায়ের বাপের সঙ্গে সমান সন্তানও হয় নিপিষ্ট ;
মাফ্ জানি না, হাঁফ্ ছাড়ি না, আমরা নরক চিরন্তন,
গগন-গায়ে আমরা ফেলি ধোঁয়ার ছিটা নিষ্ঠীবন।
চিম্‌নি মোদের জয়ের স্তম্ভ আঁধার ক'রে নীল আকাশ
আগুন গিলে তুল্‌ছে ঢেকুর ছাড়ছে ধোঁয়ার মলিন শ্বাস।
যম আমাদের আরজি জানায় ভূতের যখন হয় গরজ
কৃষাণ-হাবা কুলির দেশে উড়াই মোরা ধূম্র ধ্বজ।

ইউআন্ গিল্‌কিন্

বিশ্ব-বেদন

কেন পৃথিবীর নাড়ীতে নাড়ীতে
প্রসবের ব্যথা জাগে ?
ত্রাণ-হেতু আজ কে মহাপুরুষ
ভুবনে জনম মাগে ?
পূরবে পছিমে এ কি লক্ষণ
জাগিছে নূতন রাগে ?

দীর্ঘ দিনের নিদ্রা ত্যজিয়া
হের জেগে ওঠে চীন,
জাপানের দৃষ্টান্তে সে আজ
শক্তিতে সুনবীন ;
পণ্য-জাহাজে কামানের কাজে
আর নহে ওরা হীন।

প্রাচ্য যে সমকক্ষ হইতে
পারে প্রতীচ্য সনে,
উদয়-রবির মুলুক সে কথা
জানায়েছে জনে জনে ;
কালা, গোরা, মেটে, পাঁশুটে সমান
বোঝা গেছে লক্ষণে।

কে করিবে আজ পূরবে পশ্চিমে
প্রেমের হুকুম জারি ?
বোধিবৃক্ষের মালিক ?—কিবা সে
জর্ডন-তীর-চারী ?
কিবা আল্লার প্রেরিত পুরুষ
অমিলে মিলন-কারী ?

কিবা ইরাণের দেবোপম ছেলে ?
কিবা সে নদীয়াবাসী ?
কিবা কার্ম্মেল-বিহারী সাধক ?
পুণ্য যাহার হাসি।
পূরবে পশ্চিমে মিলনের রাখী
কে পরাবে আজ আসি ?

গড়িতে হইবে নূতন স্বর্গ
নূতন পুরাণ্-গানে,
বাহিরিতে হবে আবার নূতন
ইষ্টের সন্ধানে ;
নহিলে পূরবে পশ্চিমে মিল
হবেনাকো প্রাণে প্রাণে।

মোস্লেম জানে কোরান কেবল,
হিন্দু সে বেদ মানে,
মুশার বচন মানে ইহুদীরা,
বাইবেল খ্রীষ্টানে ;
একটি রাগিণী গড়ি' ওঠে তবু
নানা যন্ত্রের তানে।

চরমে পরম ঐক্যে মিলিছে
সব শাস্ত্রের পাঁতি,—
ঈশ্বর এক, বিশ্বাস এক,
অভেদ মানুষ-জাতি ;
হাব্সী, হিন্দু, মোঙ্গোল, মূর
ভাবের ভুবনে সাথী।

সকল সাধক নিখিল ভক্ত
গাহিতেছে অবিরাম,
"অজানার মোরা এইটুকু জানি
প্রেমময় তাঁর নাম।"
পশ্চিম-পূবের এই বিশ্বাস—
বিশ্বাস প্রাণারাম।

প্রাণের গভীরে যেজন ডুবেছে
সেই সে এ কথা জানে,
চির-আশ্বাস চির-বিশ্বাস
এ যে বিশ্বের প্রাণে,
বাইবেল-তালমুদে নাই ভেদ,
কোরানে বেদের গানে।

বিশ্বাস চির-কর্ম্ম-সারথি
জীবনে প্রকাশ তার,
বিশ্বাস যদি ব্যাভারে না ফোটে
সে শুধু বাক্য-সার,
যার লীলা শেষ জিহ্বা-তালুতে
সেই বিশ্বাস ছার।

প্রাণের গভীরে ঐক্য রয়েছে,
বাহিরে ভিন্ন ভাঙা;
শ্রান্ত নাবিক! অকূল পাথারে
হের—দেখা যায় ডাঙা।
বাহিরে মানুষ কালা, গোরা, মেটে;
কলিজা সমান রাঙা।

হ্যারল্ড জন্‌সন্‌

চীনের জাতীয় সংগীত

সোনার ঝাঁপিটি অটুট থাকুক—
মোদের সোনার দেশ;
আশ্রয়-ভূমি আমাদের তুমি
যুগে যুগে, পরমেশ!
পদ্ম-সায়রে মরালের মত
সুখে এ দেশের থাক্ লোক যত;
সমান হউক হৃদয় পরাণ
সমান যাদের বেশ।
জন্মেছি মোরা কীর্ত্তি-ভুবনে,
অমৃত-বর্ত্তি পেয়েছি জীবনে;
দেব-রক্ষিত রাজা আমাদের
রাজ-রক্ষিত দেশ!
গগনে যেমন অগণন তারা
রাজার স্ব-গণ হোক্ তারি পারা,
অশেষ যেমন সাগর-প্রবাহে
লহরের উন্মেষ!

নব্য চীনের জাতীয় সঙ্গীত

স্বাধীনতা—ইহজীবনে মুকতি—
তুমি বিধাতার শ্রেষ্ঠ দান,
শান্তির সাথে মিলি' স্বাধীনতা!
জগতে জাগাও নূতন প্রাণ।
গম্ভীর তুমি দেবতার মত
দৈত্যের মত শকতিমান,
অযুত হস্তে সাধ' কল্যাণ
জ্ঞানের ধ্যানের অয়ি নিধান!

মর্ত্ত্যভুবনে এস স্বাধীনতা!
সূর্য্যের মত হও প্রকাশ,
হের নর-লোক হয়েছে নরক
তুমি কর তার তিমির নাশ।
মহিমা তোমার ছেয়েছে আকাশ,
কিবণে হাসিছে ও মধুহাস,
মেঘ-স্যন্দনে ঝঞ্ঝা-বাহনে
এস তুবন্ত,—ঘুচাও ত্রাস।

সুরূপা যুরোপা ভাগ্যবতী সে
কিছুরই অভাব নাহিক তাব,
আমি শুধু, হায়, চাহি গো তোমায়
অয়ি স্বাধীনতা! প্রিয়া আমার!
তোমারি চিন্তা করে সারা চীন
জাগরণে কিবা স্বপনে আর,
তবু তুমি হায় এমনি চপল
ধরা নাহি দাও একটি বার।

মধু বহে যায় মধুর ধরায
ফুলে ফুলে বাস—কানন ছায়,
জনে জনে আজ রাজ-অধিরাজ,
মোরা বিস্ময়ে নেহারি, হায!
দুনিয়ায় ফেরে নূতন বাতাস
নব নব সুরে পাখীরা গায়,
শুধু সারা চীন হ'য়ে আছে হীন,—
প্রণত পিকিন্-রাজের পায়!

মহতী এসিয়া নহে ত মরুভূ,—
তবে কেন এই বিষাদ-গান?
এ নব যুগের নব সাধনায়
এসিয়া সে দিবে নূতন প্রাণ!

হের নব রাগে পৌরুষ জাগে
দিকে দিকে শোনো বাজে বিষাণ,
জেগেছে পুরুষ ভাঙিয়া গড়িতে
স্বর্গে মর্ত্ত্যে নব বিধান!

আমরা সবাই চক্র ঘোরাই—
গড়িয়া তুলিতে বর্ত্তমান,
উন্নত যাহে হয় জনে জনে
ধ্রুব যাহে হয় দেশের মান।
'হিন্-য়ুন' হোন্ সহায় মোদের,—
পিতৃ-লোকেব যিনি প্রধান,
অতীতের বীর! ধর গো শরীর,
স্বাধীনতা! সুধা করাও পান।

বেলজিয়মের জাতীয় সংগীত

দাস্যের লজ্জা সে টুটিল তোমার ওগো
দুখদুর্দ্দিন অবসান,
উড়াও তোমার ধ্বজা ঝঞ্ঝার অঞ্চলে
লভ পুন নব সম্মান।
রাজগুণে মণ্ডিত তব সন্ততি সব
বলীয়ান আজি মহীয়ান,
লেখ নিশানের পরে "জয় স্বাধীনতা জয়!"
"জয় জয় স্বদেশী বিধান!"

নব নব উদ্যমে সিদ্ধি সে নব নব
সাহস সে কিরীট তোমার ;
যত তব উৎসাহ উৎস যে বিভু তার,
তব শ্রম বিক্রম তাঁর।
উর্ব্বর ভূমি তব ফসল তোমারি সব,
তার ভাগ নাহি হবে আন্,
তব বাহু রক্ষিছে দেশের স্বদেশী রাজা
স্বাধীনতা, স্বদেশী বিধান!

ভিন্ন যাহারা ছিল পুষি ভেদ-বুদ্ধি গো,
আজ তারা সোদর সমান,
ধাতার চরণে মোরা মাগিয়া লয়েছি বর
গৃহ-বিরোধের অবসান।
বেল্জিক কিবা ডাচ সবে ভাই ভাই আজ,
অন্তরে ওঠে একতান,
জয় জয় স্বাধীনতা, জয়তু স্বদেশী রাজা,
জয় জয় দেশের বিধান।

জননী জনমভূমি তব পদরেণু চুমি
আজি মোরা জগতে জানাই,
তুমি আশা সম্পদ নীড় চির-নিরাপদ
তোর বাড়া কিছু আর নাই।
দেশে কি বিদেশে রহি সুখে, কিবা দুখ সহি
আমরণ গাহিব এ গান,—
জয় স্বাধীনতা, জয় স্বদেশী দেশের রাজা,
জয় জয় দেশের বিধান।

নব্যতুরস্কের জাতীয় সঙ্গীত

দেশ-ভকতের ভস্মের ভিতে
নিরমিত শত দুর্গ আজ!
নিবেদিত চিত-চেষ্টা-চরিত
সাধিবারে প্রিয় দেশের কাজ।

জীবনে মরণে আমরা তুর্ক,
চিহ্ন মোদের 'সুর্খ' তাজ;
হব জয়ী, নহে হইব 'সহিদ্',—
মৃত্যু সহিয়া যুদ্ধ-মাঝ।

(কোরাস) সহিদ্ হইব মৃত্যু সহিয়া,
সমর-ক্ষেত্রে সঁপিব প্রাণ;
তুর্ক আমরা কীর্ত্তির তরে
অকাতরে করি জীবন দান।

শোণিত-সিক্ত মুক্ত কৃপাণ,
নিশানে তরুণ শশী উদয়!
আমাদেব দেশে নাহিক নিরাশা,
পশে না এদেশে মরণ-ভয়।

ভালবাসি মোরা অস্ত্রের খেলা,
ভালবাসি মোরা যোদ্ধৃসাজ;
তুর্ক-পুরের তোরণে তোরণে
সিংহ সজাগ করে বিরাজ।

(কোরাস) সহিদ্ হইব মৃত্যু সহিয়া,
সমর-ক্ষেত্রে সঁপিব প্রাণ;
তুর্ক আমরা কীর্ত্তির তরে
অকাতরে করি জীবন দান।

কামিল্ বে

শত্রু-শাতন-সূক্ত

বীর্য্যবলে বাড়ুক তারা ক্ষত্র যারা শত্রুজিৎ
অমিত তেজ হোক তাদেরি যাদের আমি পুরোহিত ;
মন্ত্রে আমি রাষ্ট্র রাখি, দীপ্ত রাখি যজ্ঞানল,
সেই অনলে হব্য ঢেলে হরণ করি শত্রু-বল ;
যজ্ঞকারী শঙ্কাহারী ইন্দ্র-সম শৌর্য্যবান্,
এদের যারা হিংসা করে অধঃপাতে তাদের স্থান।
এদের যারা শত্রু তারা ব্রহ্মতেজে হউক ক্ষীণ,
মিত্র যারা বর্দ্ধিত হোক্ নন্দিত হোক্ দীর্ঘ দিন।
শৌর্য্যে এরা কুঠার হ'তে—অগ্নি হ'তে তীক্ষ্ণ হোক,
বজ্রধরের বজ্র-সম ধ্বংস করুক সর্পলোক।

অস্ত্র করি মন্ত্র-পূত, দুর্গ করি সুদুর্জ্জয়,
আমি যেথা হই পুরোহিত বিজয় সেথা সুনিশ্চয়।
বীরের ঘোড়া ছুটুক বেগে উঠুক্ রথে যোদ্ধ্ সব,
উঠুক্ বেজে চতুর্দ্দিকে পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খরব।
উঠুক ধ্বজা বিজয়-রথে সম্মুখে আজ শুভক্ষণ,
ইন্দ্র আজি চলেন আগে সঙ্গে চলে মরুদ্গণ!
যাও বীরেরা! হও বিজয়ী অমিত হোক বাহুর বল,
উগ্রতেজে দগ্ধ কর দগ্ধ কর শত্রুদল।
ব্রহ্মবলে ছুটুক্ বেগে—ছুটুক্ অবসৃষ্ট শর,
শত্রুদলে শক্ত যে জন বাজুক তারি বুকের 'পর।

অথর্ব্ব বেদ

দেশের মায়া

গান

"দেশের 'পরে কিসের মায়া?"—
সুধায় কে ও? বল্‌রে ওরে,—
বাঁধা যে মন দেশের সনে
গানেব প্রাণের লক্ষ ডোরে।
টানে আমার রক্ত টানে
মুক্ত হাওয়ার মুক্তি পানে,
দুঃখ-সুখের তীব্র মধুর
মৌন স্মৃতি টান্‌ছে মোরে।
চোখ-জুড়ানো আকাশ পাথার,—
পাহাড় সে কাতারে কাতার,—
সাঁতার দিয়ে হৃদয় ফেরে
তারেই ঘিরে জনম ভ'রে।

এইখানে যে সোনার আলো,
বাইরে খালি আঁধার কালো,
হেথাই চলে জীবন-ধারা
আপন বেগে আপন জোরে।
ফুলের গন্ধ প্রেমের স্মৃতি,
সোনার স্বপন পুণ্য গীতি ;
স্নিগ্ধ ছায়া মায়ের মায়া
দেশের মায়ায় মূর্ত্তি ধরে।

মন্ত্‌নেগ্রোর রাজা

দেশের কোল

ফিরে এলাম আমরা আবার
দেশের কোলে হাস্য মুখে,
ফিরে এলাম আপন দেশেই
পুরাণো সেই দুঃখ-সুখে।
রক্তরাঙা রাস্তা ধরে
ফিরে এলাম আপন ঘরে
জ্যান্ত যেথায় পড়ছে ম'রে
ছররা মাথায় ছোরা বুকে!

হিংসা-অনল সকল দিশি
জ্বল্‌ছে যেথায় অহর্নিশি
নদীর ধারা রক্তে মিশি'
ভীষণ যেথা বইছে রুখে!
সকাল বেলার সঙ্গী যেথা
সাঁঝ না হ'তে দিচ্ছে মাথা,
হাসির সঙ্গে মিল্‌ছে ব্যথা,—
কালো পাহাড় দেখছে ঝুঁকে।
ফিরে এলাম সেই আমাদের
আপন দেশে হাস্য মুখে!

মন্ত্‌নেগ্রোর রাজা

গোত্র-সঞ্জীবন

জাগ হে লাতিন্‌-গোত্র-গরবী!
জাগ ফিরে ভানু-কিরণ-ভায়,
রাঙা আঙুরের রস ওঠে মেতে
দৈবী মদিরা উছলি ধায়!

রুদ্র শিঙার দ্রুত ফুৎকারে
ওড়ে তোমাদের মুক্ত কেশ,
তোমরা জ্যোতির সন্ততি সব
উৎসাহী উল্লাসীর শেষ ;

সিম্ধবাকের জাতি যে তোমরা
সময়-ঘোড়ারে হানো চাবুক,
তোমাদের পাণি শস্য বুনিছে
বাণী বিতরিছে তোমারি মুখ।
জাগ হে লাতিন্-গোত্র-গরবী...ইত্যাদি।

তোমারি মাতৃভাষা লহরিয়া
সপ্তধারায় উথলি ধায়,
ভালোবাসা আর আলোকের গান
স্বরগেরি তান ধ্বনিছে তায়।

রাইয়ৎ-রাজের রাজ্যে যে বাণী
তাহারি পুত্রী ভাষা তোমার,
নর-রসনায় দেবে সে রসান্
হবে যবে লোক সত্য-সার।
জাগ হে লাতিন্-গোত্র-গরবী..ইত্যাদি।

ন্যায়-ধর্ম্মের মর্য্যাদা-হেতু
ঢেলেছ শোণিত সলিলবৎ ;
অকূলে ভাসিয়া নাবিক তোমার
জগতে দেখাল নব-জগৎ।
ভেঙেছ প্রবল চিন্তার বলে
রাজ্য ও রাজা হাজারো বার,
জ্ঞাতি-বৈরিতা বর্জ্জিতে যদি
তোমরা হতে যে বজ্র-সার।
জাগ হে লাতিন্-গোত্র-গরবী..ইত্যাদি।

তারার আলোকে জেবলেছ মশাল
অতুল তোমরা চমৎকার!
অরূপে বেঁধেছ রূপ-অবয়বে
মর্ম্মর 'পরে পটেতে আর।
দেবতার প্রিয় শিল্প গানের
তোমাদেরি দেশ জন্ম-ঠাঁই,
স্ফূর্ত্তির চির-নির্ঝর তুমি
চির-যৌবন তুমি যে ভাই!
জাগ হে লাতিন্-গোত্র-গরবী...ইত্যাদি।

তোমারি নারীর নিখুঁৎ ছবি সে
আলো কোরে আছে দেউল যত,
তব গৌরবে গরবী পৃথিবী,
তুমি যদি কাঁদ কাঁদে সে স্বত ;
তোমাদের ফুলে ফুল্ল মেদিনী
তোমাদের ভুলে ভোলে সবাই,
তোমরা রহিলে রাহুর কবলে
শয়তান পূজা পায় যে, ভাই!
জাগ হে লাতিন্-গোত্র-গরবী. ইত্যাদি।

স্বচ্ছ তরল সিন্ধু গভীর
সাজি' জাহাজের হাজার পালে,
চরণ তোমার নিত্য চুমিছে
গগনেব নীল মাখিয়া ভালে ;
সদানন্দ এ সিন্ধু উদার
বিধাতার বরে এ মহীয়ান্,—
এ মহামূল্য মেখলা অতুল—
তোমাদেরি ইহা,—দৈব দান।
জাগ হে লাতিন্-গোত্র-গরবী...ইত্যাদি।

রৌদ্রে রূপালি সাগরের কূল,
কূলে জলপাই গাছের সার,
আর সে প্রচুব সবস আঙুর
মেতে আছে দেশ রসেতে যার ;
তোমরা চলিলে পথ উজ্জ্বল
ধরা পাদপীঠ তোমা-সবার,
নব-আশা-বুকে জাগে উৎসুকী!
সত্য মিলনে মিলি' আবার!

জাগ হে লাতিন্-গোত্র-গরবী
জাগ ফিবে ভানু-কিরণ-ভায,
রাঙা আঙুরের রস ওঠে মেতে
দৈবী মদিরা উছলি' ধায।

মিস্ত্রাল্

পিতৃ-প্রতিষ্ঠান

মাথায় মুকুট সবুজ পাতার
রাজরাজ এই দেশ-দেবতার
জয়! জয়! গাহ জয়!

চির-শত্রুর চির-আতঙ্ক
জাগ্রত যার সমর-রঙ্গ
যার ধ্বজপটে জয়ের অঙ্ক
রহে সদা অক্ষয়!
জয়! জয়! জয়! জয়!

রহি দক্ষিণে রহি উত্তরে
ঐক্য মোদের আছে অন্তরে
বিপদ-ঝড়ে কি ভয়?
পক্ষ বিথারি বাদশাহী বাজ
ছায়া করিয়াছে দেশ জুড়ি আজ,
মোদের রাজাব ছত্র বিরাজ
করিছে রাষ্ট্রময়।
জয়! জয়! জয়! জয়!

দেশ! সনাতন অশথ মূর্ত্ত!
স্ফূর্ত্তি তোমার প্রতি মুহূর্ত্ত
স্ফুরে নব শাখাচয
শান্তিতে তব বাড়ুক হরষ
স্বাধীনতা প্রাণ রাখুক সরস
সাগরে ভূধরে নব নব যশ
কীর্ত্তিত যেন হয।
জয! জয়! জয়! জয়!

গাইবেল্

রাজ্যের স্বপ্ন

উচ্চাভিলাষ বিলাস-বিভোল কর্ণে আমার কয,—
"রুম রাজ্যটি মনের মতন, রুষও মন্দ নয়;
এ দুয়ের মাঝে,—যেটা হোক্,—যদি করিতে পার হে জয়
তবেই জীবন আরামেব, আর জন্ম সফল হয়!"
বৃদ্ধ বিবেক চমকি' উঠিল মন্ত্রণা শুনি' তার,
কহিল সে "বাপু! আমাব কথাটি শোনো আজ একবার;
এই দিকে এস!" চলিনু সঙ্গে; বিষম অন্ধকার!
বিজন শ্মশান! বুড়া কহে "হেথা ঘুমায় সেকেন্দার!
শিয়রে তাহার দুষমন্ শুয়ে ইরাণের সম্রাট;—
কোথায় মুকুট, কই রাজাসন, কোথা বা রাজ্যপাট?
গর্ব্ব বিভব কোথা গেল সব? বিস্মৃত ধূলিতলে!
বাকি আছে শুধু বিষম দহন গহন শোচনানলে।"

কুদ্রৎ

যুদ্ধ-শেষে

সদ্য রণক্ষেত্র হ'তে আসে গন্ধ রক্ত-কর্দ্দমের,
বৃক্ষে, তৃণে, শৈলে, নদে সংক্ষুব্ধ আত্মার তীব্র রোষ!
সাড়া দিতে কেহ নাই আকুল আহ্বানে হৃদয়ের,
হুকুম না মানে ঘোড়া! অন্তর শুষিছে আফ্‌শোষ।
দুর্গ-শিরে ধীরে ধীরে রক্ত-মেঘে সূর্য্য অস্ত যায়,
অন্ধকার!—স্পন্দিত সে মৃত যত সৈন্যের আত্মায়।

নোগী

অনুশোচনা

ঘুষির বদলে ঘুষি দিতে গেল
যুদ্ধে জাপানী সেনা,
ময়দানে আর কেল্লায় হ'ল
গোলা গুলি লেনা দেনা ;
বিজয়ী জাপান ; তবু, জয় গান
গাহে না তেমন কেহ,
ভরি ময়দান পাহাড়-প্রমাণ
পড়ে আছে মৃতদেহ।
শুধু মৃতদেহ,—শুধু মুমূর্ষু,—
পাহাড়-প্রমাণ দুখ ;
পাহাড়-সমান দুঃখের ভারে
ভেঙেছে আমার বুক।
ভাবিতেছি শুধু স্বদেশে ফিরিয়া
মন যে কেমন হবে ;—
ফিরিল না যারা তাদের বারতা
সকলে সুধাবে যবে!
দুখে সুখে যারা দিন কাটায়েছে
পাকায়েছে চুল দাড়ি,—
ক্ষীণ আশা লয়ে আছে পথ চেয়ে,—
তারা এসে তাড়াতাড়ি
সুধালে বারতা,—কী দিব জবাব?—
গেছে—সব গেছে মারা,
কেল্লা যাহারা করিল দখল
কেউ ফেরে নাই তারা।

নোগী

তিরোধান-তিথি

কেঁদ না জননী সমাধি-শ্মশানে
সন্তান-শোকে কেঁদ না লুটে ;
যে কুঁড়ি টুটে গো দেবতা-পূজায়,
ফুল হ'য়ে তাহা স্বর্গে ফুটে।
ছোরার চরম লক্ষ্য যা' ছিল
রক্ষিত তাহা দৈব বরে,
যার প্রেমে প্রাণ হারাল' সাধক
ব্যথা সে সয়েছে সবারি তরে।
নব মন্ত্রের নব উপাসক,—
হোক্‌ হীনবল, অল্প-ভোগী,—
সুস্নাত সে যে অশ্রু-শোণিতে,
সফল যজ্ঞ অমর যোগী।
যাঁরে সে কখনো দেখেনি নয়নে
পলক নাহি যে তাঁহার চোখে,
তাঁহারি কৃপায় নবীন জনম
লভিবে ভক্ত অমর-লোকে।
তবে কেন আর অশ্রু নয়নে ?
কেন মা কাঁদিছ ধূলায় লুটে।
যে কুঁড়ি টুটেছে দেবতা-পূজায়
অমর-লোকে সে বিকশি উঠে।

বিশপ হীবার

আয়রলণ্ডের গান

জানি মোরা জানি অতীত কাহিনী—
অশ্রু যে আধা তার গো,
আধা-আধা-জানা জানি যে ধরেছি
ভবিষ্যতের মার্গ :
অতীতের অনুশোচনে মোদের
বর্ত্তমান সে ভগ্ন,
তবু আশা ধরে রয়েছি, না হয়ে
দুখের নরকে মগ্ন।
স্ফূর্ত্তি ছিল গো জলে আর স্থলে
ছিল মধুময় সৃষ্টি,
রাঙা-আঁখি আজ সেথায় ফিনিক্স্‌
চেয়ে আছে ক্রূর দৃষ্টি।

তবু আশা রাখি, দেখেছে এ আঁখি
বহু ক্ষমতার ছাই গো ;
চলে কাল চলে পরিবর্ত্তন
চির প্রতীক্ষা তাই গো।

টমাস্ মাক্‌দোনা

হায়

ইচ্ছা করার শক্তি যে নাই
করব কিবা, হায়,
ইচ্ছা-তরী ঘাটে এসে
হায় গো ডুবে যায়।
হৃদয় অসহায়
কাজ-কামাইয়ের গ্লানির পীড়ায়
মলিন চোখে চায়।

হাতে নিয়ে কাজ সে যত
করিনি হায় শেষ,
তার হুতাশে ফুরায় না মোর
ক্রন্দনের এই রেশ।
বন্ধ দুয়ার-দেশ—
দ্বার ছুঁয়ে হাত কাঁপছে মিছাই
যন্ত্রণার একশেষ।

মন সে আমার ফুটায় যখন
আবীর-রঙের ফুল,—
বুদ্‌বুদে বুঁদ উঠছে যখন
গুলাব সমতুল,—
প্রাণ সে ঢুলঢুল্—
যায় গো ভেসে চাঁদের দেশে
চয়ন করে ভুল।

চাঁদের দেশে—রঙের লীলা—
যেখানে বন্ধ,
যেথায় ফোটে শীর্ণ শরীর
রজনীগন্ধ,—
অন্ধ আনন্দ
যেখানে হায় হারায় গতি—
সৃজনী ছন্দ।

মেটারলিঙ্ক্

যুদ্ধের স্মৃতি

গরম-কালের বিকেল বেলাটিতে
কাজ সেরে সব গামছা দিয়ে গায়,
গাঁয়ের মোড়ল তুলসী বুড়ো সবে
ঘাসের উপর বসেছে হাওয়ায় ;
নাতি পীতম, নাতনী আনারকলী,
খেলছে খেলা পড়ছে হেসে গলি।

আচম্বিতে দেখলে আনার চেয়ে
কি এক জিনিস আনছে পীতম দাদা,
—খেল্‌তে খেল্‌তে খালের ধারে গিয়ে—
যেমন সে গোল তেমনি আবার সাদা ;
কাছে এসে পীতম বলে "আজা!
কি বল না? এমন ঘসা মাজা?"

তুলসী বুড়ো পীতমের হাত হতে
আস্তে আস্তে নিল জিনিসটি,
পড়ল নিশাস, দেখল ক্ষণেক চেয়ে,—
উদাস-করা করুণ সে দৃষ্টি ;
শেষে ধীরে বললে সে মুখ তুলি,
"কোন্‌ সেপাইয়ের হবে মাথার খুলি।

"ক্ষেত খামারে আছে এমন মেলাই
লাঙল দিতে বেরিয়ে হঠাৎ পড়ে,
বাগান কোপাই—অমন ত দু'বেলাই
দেখি আমি একটা দুটো গড়ে ;
মানে কথা—মস্ত লড়াই ভাই,
লাখে লাখে লোক মরেছে তাই।"

পীতম এখন বসলো বায়না ধরে
"লড়াই-ফতের গল্প বল শুনি!"
ব্যস্ত আনার গল্প শোনার তরে
গল্প নইলে হবে খুনোখুনী।
লড়াই-খবর শুনবে দোঁহে খাঁটি,
লোকরা কেন করলে কাটাকাটি।

তুলসী বলে, "পাঠান যখন এলো
জাট মারাঠা মোগল হল কাবু,
খুন-খারাপীর ব্যাপার এলোমেলো
কাণ্ড যে কি বুঝি নাই তা বাপু ;
কিন্তু শুনি সকল লোকেই কয়,
বেজায় ফতে—মস্ত যুদ্ধ-জয়।

"বাবা তখন থাকেন নদীর পারে
ও পারেতে আমাদের আদ্-বাড়ী,
হাঙ্গামাতে ভিটে ছেড়ে তাঁরে
ভিন্ গাঁয়েতে দিতে হল পাড়ি।
পাঠান মোদের জ্বালিয়ে দিল ঘর,
ঝি-পুত নিয়ে বাবা পথের 'পর।

"আগুনে আর তরোয়ালেতে মিলে
সারাটা দেশ দিল ছারে-খারে,
পোয়াতী আর কচি ছেলেপুলে
পড়ল মারা হাজার দুহাজারে;
মানে কথা—অমন হবেই হতে,
কারণ সে যে ভারী জবর ফতে।

"লোকের মুখে শুনতাম ছেলেবেলা
লড়াই যখন গেল খতম হয়ে,
চতুর্দ্দিকে পচা মড়ার মেলা
ঝুলছে গাছে, আসছে নদী বেয়ে;
মানে কথা—অমন হয়েই থাকে
বড় বড় যুদ্ধ-জয়ের জাঁকে।

"লড়াই শেষে দশ-হাজারী দুজন
খাতির এবং খেতাব পেল জবর",
পীতম বলে "খাতির পেল ওরা
মানুষ মেরে?—জ্যান্তে দ্যায়নি কবর?"
বৃদ্ধ বলে "তাও কখনো হয়?
সে যে রে ভাই মস্ত যুদ্ধ জয়।

বোলবোলা খুব বাড়ল নবাবজাদার
এত বড় লড়াই একটা করে।"
"কার কি ভাল হল বল এতে?"
আনার সুধায় হাতটি বুড়োর ধরে;
বুড়ো বলে—"তা জানিনে, তবে
মস্ত কাণ্ড স্বীকার করতে হবে।"

সাদে

জয়ন্তী

জয় জয় কালরাত্রিরূপিণী!
জয় জয়ন্তী দেবী!
জয় জগতের আর্ত্তিহারিণী!
তোমার চরণ সেবি।

দেবতা-পোষিণী! পিতৃ-পালিনী!
তোমারে নমস্কার!
ব্রহ্ম-কপাল-আসীনা কপালী!
নমি তোরে বারবার।

বরদান তুমি কর বিধাতায়,
মোরে কর রূপ দান,—
জয়ী কর মোরে কর যশস্বী,
নাশ শত্রুর প্রাণ।

ধূম্রনেত্র রক্তবীজের
কর দেবী অবসান,
জয়ী কর মোরে কর যশস্বী,
নাশ শত্রুর প্রাণ।

চণ্ড মুণ্ড অসুর মহিষ,—
তারে কর খান্ খান্,
জয়ী কর মোরে কর যশস্বী,
নাশ শত্রুর প্রাণ।

অসুর নাশিয়া তিনলোকে, দেবী!
কর শুভ সু-বিধান,
জয়ী কর মোরে কর যশস্বী,
নাশ শত্রুর প্রাণ।

চরিত তোমার চিন্তা-অতীত,
কৃপা সে অপরিমাণ ;
জয়ী কর তুমি ভক্ত-জনেরে
শত্রুর নাশ প্রাণ।

যুদ্ধে সতত বিজয়িনী তুমি,
পাপে তুমি কর ত্রাণ,
জয়ী কর মোরে কর যশস্বী,
নাশ শত্রুর প্রাণ।

দাও আরোগ্য, দাও সুভাগ্য,
দাও দেবী কল্যাণ,
দেহ রূপ দেহ জয় দেহ যশ,
বধ শত্রুর প্রাণ।

দেহ বাহুবল বিপুলা লক্ষ্মী,
কর মোরে সুখদান,
দেহ রূপ দেহ জয় দেহ যশ,
বধ শত্রুর প্রাণ।

অসুর-সুরের মুকুট-মণির
আভা-জালে দ্যুতিমান
যুগল চরণ-পদ্ম তোমার,
বধ শত্রুর প্রাণ।

কর যশস্বী, লক্ষ্মীমন্ত,
কর দেবি! বিদ্বান,
দেহ রূপ দেহ জয় দেহ যশ,
বধ শত্রুর প্রাণ।

দৈত্যের তুমি দর্পহারিণী,
করধৃত খরশান,
খড়্গ-আঘাতে বিদ্বেষী যত,
শত্রুর বধ প্রাণ।

কৃষ্ণের তুমি ইষ্ট-সাধনা,
মহেশের তুমি মান,
ব্রহ্মা-বাসব-বন্দিতা দেবী
বধ শত্রুর প্রাণ।

ভক্ত জনের তুমি আনন্দ,—
অমৃতের সন্ধান,—
দেহ রূপ দেহ জয় দেহ যশ,
বধ শত্রুর প্রাণ।

জায়া মোরে দাও মনের মতন,—
মন-জানিবার জান্ ;
দেহ রূপ দেহ জয় দেহ যশ,
বধ শত্রুর প্রাণ।

চঞ্চল-জল সংসার-মাঝে
তুমি শরণের স্থান,
দেহ রূপ দেহ জয় দেহ যশ,
বধ শত্রুর প্রাণ।

মার্কণ্ডেয় চণ্ডী

শেষ আশা

যায় বেলা হায় মিছে হল ব্রত ধারণ তোর,
মিছাই জাগিয়া করিলি রে তুই যামিনী ভোর ;
কি জানিলি হায়? "জানি শুধু—কিছু জানিনে ভালো।

ফড়িঙের পিছে বালকের মত ফিরেছি খালি,
মাড়ায়ে ভেঙেছি অজানিতে ফুল-বনের আলি ;
কাঁপে বুক আজ সম্মুখে সাঁঝ ঘনায় কালো।

দুর্ব্বল আমি আশাহীন তবু নহি গো নহি,
ব্যর্থ জীবন, তবু হৃদে শুভ ইচ্ছা বহি ;
সেই মোর নিধি বিধির আশিসে সে মোর আলো!"

ফার্ণান্দ সেভ্র্যা

যৌবন-সীমান্তে

কোঁক্‌ড়ানো কালো চুল ছিল একমাথা,—
ভোম্‌রাব মত কালো চুল মাথাময় ;
কালে সেও হল শনের মতন সাদা!
বুদ্ধের কথা অন্যথা নাহি হয়।

আম্‌লার ডিবা ছিল এ কবরী হায,
বাসে ভুর-ভুর ছিল তাহে ফুলচয় ;
খরগোস-লোম-গন্ধ এখন তায়!
বুদ্ধের কথা মিথ্যা হবার নয।

ঘন চুল ছিল গহন বনের মত,
কনকের ফুলে ছিল সে যে ফুলময় ;
আজি সে শ্রীহীন বিতথ ইতস্তত!
বুদ্ধদেবের বাক্য মিথ্যা নয়।

মণিকাঞ্চনে শোভিত বিনোদ বেণী
শোভা-সৌরভে ভুবন করিত জয়,
আজি সে লুপ্ত,—অলক-অলির শ্রেণী!
সত্যবাকের কথা কি মিথ্যা হয় ?

বাঁকা ভুরু-জোড়া যেন পটুয়ার আঁকা,—
ভোম্‌রা-ভোঁয়ার আলয় সে শোভাময় ;
আজ ললাটের বলিতে পড়েছে ঢাকা!
সিদ্ধবাকের কথা কি মিথ্যা হয ?

নীলার মতন আনীল ছিল এ আঁখি,
আয়ত রুচির উজ্জ্বল নিরাময় ;
জরায় আজিকে জ্যোতি তার গেল ঢাকি ;
বুদ্ধেব কথা বিফল হবার নয।

কনকের চূড়া ছিল গো তুঙ্গ নাসা,
পরিপাটি তার পাটা দুটি কিশলয় ;
জরা আজি হায় ভেঙে দেছে তার ডাঁসা ;
বুদ্ধ-বচন ব্যর্থ হবার নয়।

কাঁকনের তটে সুঠাম্ কল্কা হেন
যে কানের হায় শোভা ছিল অতিশয়,
জরায় সে আজি ঝুলিয়া পড়েছে যেন ;
বুদ্ধের কথা কভু কি মিথ্যা হয় ?

দাঁত ছিল মোর গর্ভ-মোচার কলি,—
সারি-গাঁথা, ঠাস্ বিমল, জ্যোতির্ম্ময়,
জর্দ্দা যবের মত সে পড়িছে গল' !
সত্যবাকের কথা কি মিথ্যা হয় ?

বনচারী ওই কোকিলের সাথে আমি,
কণ্ঠ মিলায়ে—লয়ে মিলায়েছি লয় ;
আজি সে কণ্ঠ পদে পদে যায় থামি'।
সিদ্ধবাকের বাক্য মিথ্যা নয়।

গ্রীবা ছিল মোর মাজা সোনা দিয়ে গড়া,
কনক-কম্বু কমনীয় শোভাময় ;
ভেঙে দিল তারে নষ্ট করিল জরা।
বুদ্ধের কথা অন্যথা নাহি হয়।

বাটের আগল সদৃশ সুগোল বাহু,
ছিল একদিন—মিছে নয়, মিছে নয় ;
হীনবল তাবে করিল গো জরা-রাহু ;
বুদ্ধেব বাণী অন্যথা নাহি হয়।

সাজিত রতন-মুদ্রিকা জালে পাণি,
স্বর্ণ ভূষণে ছিল এ স্বর্ণময় ;
আজ শিকড়ের—যেন গো—চাবড়া খানি ;
সত্যবাকের কথা সে মিথ্যা নয়।

পীন উর-কলি শোভিত উরস আগে,—
বর্ত্তুল ঠামে মর্ত্ত্য করিত জয় ;
এবে নিরুদক মোশকেব মত লাগে !
বুদ্ধবচন মিথ্যা হবার নয়।

কনক-ফলক সম সমর্থ কায়া,—
আঁখির পলক যার মাঝে হ'ত লয় ;—
তাতেও তো প'ল পলিত বলির ছায়া !
বুদ্ধের কথা মিথ্যা হবার নয়।

নাগভোগ উরু—শিখাত যে মৃদু চলা,—
ভোগের সুখের আভাসে করিত জয় ;
জরা তারে আজ করেছে বাঁশের রলা !
বুদ্ধের কথা অন্যথা নাহি হয়।

সোনার গুজরি রজতের খিল-আঁটা
ছিল যে চরণে,—সে চরণ শিরাময় ;
জরা-জর্জ্জর—হয়েছে তিলের ডাঁটা!
সিদ্ধবাকের বাক্য মিথ্যা নয়।

তুলা-ভরা পুরু ছিল যে পায়ের পাতা
কবিরা যাহারে 'পদপল্লব' কয়,
জরায় সে আজ হ'য়ে গেছে আট-ফাটা!
প্রভু বুদ্ধের কথা কি মিথ্যা হয়?

কি ছিল! কি হ'ল!.. জরা-ঘর আজি দেহ,
দিনে দিনে তার সুধালেপ হ'ল ক্ষয় ;
দুঃখ নিলয় ;...মিছে এর প্রতি স্নেহ ;
বুদ্ধের কথা মিথ্যা হবার নয়।

থেরী অম্বপালী

দেবাদিষ্ট

বিধাতার বরে দৃষ্টি খুলিল,
ধরা পড়ে গেল ধরার ধারা ;
ঘৃণা, কুটিলতা বিনা নাই কথা,
ত্যজিনু ভবন পাগল পারা।

পরম প্রেমের বারতা-পীযূষ
বিলাতে এলাম নগর-মাঝে,
অমানুষগুলা গায়ে দিল ধূলা!
মানিল না লাজ নিঠুর কাজে।

ছাই দিয়ে তাই কপালে আপন
ত্যজিয়া নগর এলাম বনে,
দেবতার দান ভুঞ্জি পুলকে
পাখীদের সনে এ নির্জ্জনে।

বিধাতার বরে বনে যারা চরে
তারা সবে মোর এসেছে বশে,
আমারি সভায় নাচে শশী তারা
মাতিযা তিতিয়া পুলকরসে।

তবু বনে বনে ঘুরিতে ঘুরিতে
লোকালয়ে যদি আসিয়া পড়ি,
দ্রুতপদে ফিরে যাই নিরালায়
ভিক্ষা না লই, না ছুঁই কড়ি।

বৃদ্ধেরা হাসে বিজ্ঞের মত
নগরের পথে আমায় দেখে,
যুবকের দলে ডেকে তারা বলে
"জানিস্ কি তোরা—জানিস্ একে?"

"দাম্ভিক, মূঢ় ;—বিশ্বাস ওর—
ও যা বলে তাহা দেবতা বলে,
ভেবেছিল সবে প্রত্যয় যাবে,
নগরের লোকে ভোলাবে ছলে!"

"কিবা অপরূপ হ'য়েছে চেহারা,
ক্ষুধিত চক্ষু কোটরে-বসা,
দেবতা সদয় যার প্রতি হয
তার হয কভু এমন দশা!"

বিধাতার বরে সজন হইতে
বিজনেবে ভাল অধিক বাসি,
বনে পশু পাখী লয়ে সুখে থাকি
থেযানে কাঁদি গো, ধেয়ানে হাসি।

লার্মন্টফ্

বিশ্বের প্রার্থনা

কর আশীর্ব্বাদ প্রভু! তাহাদের কর আশীর্ব্বাদ ;
সন্দেহী সংশয়ী যারা,—যারা শুধু জানে তর্কবাদ,—
তাহাদের কর আশীর্ব্বাদ।
বিশ্বের রহস্য যারা বুদ্ধিবলে উদ্ঘাটিতে চায়,—
শেখে ও শেখায় লোকে :—শঙ্কামূঢ় করে না কাহায়,—
যুক্তির জ্যোতিতে যারা পেতে চায় মুক্তির আস্বাদ,—
অন্ধ-বিশ্বাসের বশে রচেনাক ভ্রান্তির প্রাসাদ,—
তাহাদের কর আশীর্ব্বাদ।

চিন্তার অচিন্ত্য গতি অব্যাহত রেখেছে যাহারা,—
ভুল করে, করে দোষ,—তবু যারা পুরুষের পারা
ঘৃণা করে গুরুগিরি,—ঘৃণা করে কর্ত্তৃত্বের ভাব,—
ভুল করে,—তবু প্রাণে নাহি ম্লান মিথ্যার প্রভাব,—
মনের গোপনে তবু নাই ঘৃণা কীটের আবাদ,—
জনমে জানে না কভু হীনতার সঙ্কোচের স্বাদ,—
তাহাদের কর আশীর্ব্বাদ।

আর যারা ভাবেনাক'—যারা শুধু ক'রে যায় কাজ,—
সবার লাগিয়া খাটে ;—সুবৃহৎ মানব-সমাজ
যাহাদের সেবাগুণে চিরদিন আছে দিব্যসুখে,—
কড়া হাতে অন্ন যারা তুলে দেয় প্রত্যেকের মুখে,—
সেই সব রুক্ষমূর্ত্তি,—সেই সব বিশ্ব-পূজ্যপাদ,—
যা' হোক্ তাদের ধর্ম্ম—সাকার কি নিরাকার-বাদ,—
তাহাদের কর আশীর্ব্বাদ।

কর আশীর্ব্বাদ প্রভু! তাহাদের কর আশীর্ব্বাদ,
ভাল যারা বাসিয়াছে,—আনন্দের পেয়েছে সংবাদ,—
দুঃখ সুখে তুষ্ট আছে আপনার সংসার রচিয়া,—
গড়িয়াছে মধুচক্র পুত্র জায়া পরিজন নিয়া,—
জানে না জেহাদ্-জেদ—জানেনা'ক জেয়াদা বিবাদ,—
ভালবেসে সুখী আছে,—পেয়ে শুভ শান্তির আস্বাদ,—
তাহাদের কর আশীর্ব্বাদ।

রায়

স্বর্গ

(একটি আরবী কবিতার ইংরেজী অনুবাদ অবলম্বনে)

শাস্ত্রে শুনি সপ্ত স্বর্গ ; অন্তরীক্ষে ছয়টি বিরাজে ;
কোথায় সপ্তম স্বর্গ ? মানবের হৃদয়ের মাঝে।
পুণ্যবান রহে স্বর্গে ;—কবি আর মনীষীরা বলে ;
পুণ্য রহে কোন্ ঠাঁই ? মানবের হৃদয় অতলে।
সৃষ্ট জীব স্বর্গে যায় ;—শাস্ত্রকার গিয়াছেন ক'য়ে ;
স্রষ্টা বিরাজেন কোথা ? মানবের হৃদয়-নিলয়ে।
বাহিরের ছয় স্বর্গ,—ক্ষতি নাই—নাই যদি পাই ;
প্রাণের পরম স্বর্গ, হে বিধাতা! যেন না হারাই।
বুঝিতে পেরেছি প্রভু! সীমাহীন তব কৃপাবলে,
হৃদয়টি স্বর্গ যার সব স্বর্গ তারি করতলে।

স্বরূপের আরোপ

সন্ধ্যার আলো লেগেছে নয়নে,—
স্পন্দিত প্রাণ মন ;
চলিতে দীঘির কিনারে কাঁপিছে
জানু ঘিরি' তৃণবন।

ঘুমের নিভৃতে নিশ্বাস পড়ে,
হংস ফিরিছে ঘরে,
শাবকেরা তার ঘিরিয়া চলেছে
ডানা হ'তে জল ঝরে।

সহসা শুনিনু কণ্ঠ তুলিয়া
হংস কহিছে ডাকি'
"চঞ্চুতে ধরা রেখেছে যে ধরি'
আমারি মত সে পাখী,—
মরাল সে জন মরণ-রহিত
রহে সে গগন পরে,
পাখা ঝাড়িলে সে বৃষ্টি পড়ে গো
চাহিলে জ্যোৎস্না ঝরে।"

আগু বাড়ি' যাই,—শুনিবারে পাই
পদ্ম কহিছে সরে,—
"সৃজন পালন করে যে আপনি
আছে সে বৃন্তভরে।
আপনার ছাঁচে মোরে সে গড়েছে ;
'জগৎ' যাহারে বলে,—
সে তো সেই মহাপদ্মের দলে
হিম-কণা টল্‌টলে।"

ধীরে ধীরে নীরে মুদিল কমল
নিরবিল তার গাথা,
তারার কিরণে দু' আঁখি ভরিয়া
হরিণ তুলিল মাথা ;
সে কহিল "হায়, গগনে যে ধায়
সে এক নিরীহ মৃগ,
নহিলে এমন শান্ত শোভন
জীব সে গড়িত কি গো?"

হরিণেরে ছাড়ি' যাই আগু বাড়ি'
ময়ূর ফুকারে কেকা,
উচ্চে কহে সে "তৃণ পতঙ্গ
সকলি যে গড়ে একা,
সে এক ময়ূর আমারি মতন ;
এ শোভা সে দেছে মোরে,—
তারা-ঘেরা পাখা আকাশে দোলায়
সেই সারা রাত ধরে।"

য়েটস্‌

ভজন

একাই অনেক হয়েছে সে, আমি
যে দিকে তাকাই সেই ;
ব্যাপিয়া রয়েছে ভরিয়া রয়েছে
রয়েছে সকলেতেই।
সবই গোবিন্দ সবই গোবিন্দ,
সে বিনে কিছুই নেই,
শত সহস্র মাণিকের হারে
সে যে গো সূতার খেই।
জল তরঙ্গ ফেন বুদ্বুদ
জল ছাড়া কেহ নয়,
বিচারিয়া দেখি এ কি বিচিত্র
লীলা-মাঝে লীলাময়।
মিথ্যা ভ্রমের পঙ্কে পড়িয়া
ডুবে যায় মনোরথ,
জাগ রে চিত্ত, সারথি জাগিবে
পাইবি ফিরিয়া পথ।
অন্তরে আছে সে নিরন্তরি
রয়েছে সে নিকটেই,
ঘটে ঘটে আছে ঘটনা ঘটাতে
নামদেব রটে এই।

নামদেব

ঝুলন

সূর্য্য, গ্রহ, চন্দ্র, তারা রশ্মিধারা বর্ষিছে,
গাহিছে গৃহী প্রেমের সুর, বাজায় তাল বৈরাগী ;
শূন্যতলে ধ্বনিছে সদা ঐকতান নৌবতে,
কবীর কহে বন্ধু মম গগনে সদা রয় জাগি।

দণ্ড পলে খণ্ড করি' আরতি করা কেমন সে ?
বিশ্বলোক আরতি যার করিছে গান দিবস-রাত ;
ঘূর্ণ্যমান চাঁদোয়া ঘিরি' ঝালর দুলে অদৃশ্যে,
অদৃশ্যের দেউল 'পরে বিরামহীন ঘণ্টানাদ !
কবীর কহে আরতি তার অহর্নিশি সেথায় রে
জগত-রাজ-সিংহাসনে বিরাজে যেথা জগন্নাথ।

কর্ম্ম, ক্রিয়া, শ্রান্তি আর ভ্রান্তি শুধু সংসারে,
পরাণ-প্রিয়তমের কথা যে হয় প্রেমী সেই জানে,
পিরীতি আর নিরতি-ধারা ধরেছে যেবা অন্তরে
গঙ্গা আর যমুনা বারি মিলিছে আসি, যার প্রাণে ;

সলিল অতি সুনিরমল ঝরিছে সেথা নির্ঝরে
জন্ম আর মরণ দু'হু অন্ত পায় সেইখানে।

দেখরে ধরি, ধেয়ানে, মরি, বিরাম কিবা চমৎকার!
যোগ্য যেবা পেরেছে হ'তে আরাম শুধু সেই তো পায়,
প্রেমের ডোরে দুলিছে কায়া সিন্ধু সম হিন্দোলার
মন্দ্র রবে উচ্ছ্বসিয়া উঠিছে ধ্বনি গগন-গায় ;
সলিল বিনা কমল সেথা সকল দল মেলিছে তার,
কবীর কহে হৃদয় মম ভ্রমর সম সে ফুল ছায়।

পদ্মফুল ফুটিয়া আছে চক্রটির কেন্দ্রেতে,
সূক্ষ্ম তার অর্থ,—আহা জানে সে কোন্ সজ্জনে!
সঙ্গীতের উঠিছে নাদ রটিছে রাগ চৌদিকে,
মর্ম্ম তার গুপ্ত আছে সিন্ধুনীর-মজ্জনে!
কবীর কহে ডুবাও মন অসীম রস-সিন্ধুতে,—
ইচ্ছা যদি জনম আর মরণ-ভ্রম-বর্জ্জনে।

পাঁচের সেথা পিপাসা মিটে—মিটিয়া যায় নিঃশেষে,
তিনের তাপ লাগে না আর পশে না হৃদি কন্দরে ;
কবীর কহে অগম-লীলা চলেছে সদা সেই দেশে
লোচন-অগোচরেব জ্যোতি চাহিয়া দেখ অন্তরে।

গগন সেথা মগন সদা নবীন চিব আনন্দে,
জন্ম আব মরণ, তাঁর বাজিছে তালি দুই হাতে ;
রাগিণী উঠে ঝঙ্কারিযা কি মূর্চ্ছনা কি ছন্দে!
ত্রিলোক হ'তে রসের ধাবা মিশিছে আসি' দিন রাতে।

সূর্য্যশশী লক্ষ কোটি প্রদীপ সেথা সমুজ্জ্বল,
বাজিছে তূরী ভুবন ভরি' প্রেমিক দুলে হিন্দোলে ;
পিরীতি সেথা মর্ম্মরিছে, ঝরিছে আলো অনর্গল,
আপনা ভুলি ভকত-হিযা অমৃত পিযে বিহ্বলে।

জন্ম আর মরণে কোন তফাৎ নাই—নাই তফাৎ
নাই তফাৎ যেমনতর দক্ষিণে ও বামে গো ;
কবীর কহে সেয়ানা যেবা হয় সে বোবা অকস্মাৎ
কোরান-বেদ-অতীত বাণী—অতল যেথা নামে গো।

অসীমে মম আসন পাতি' অগম-সুরা পিয়েছি,
যোগের মূল যুকতি আমি জেনেছি অতি গোপনে,
না চিনি' পথ অ-শোকপুরে এসেছি, কৃপা পেয়েছি,
পেয়েছি জগদেবের দয়া সহজে মর-ভুবনে।

খেয়ানে ধরি' এ'কেছি তারে নয়ন বিনা দেখেছি,
অগম বলি' অসীম বলি' যাহারে করে বর্ণনা ;
এই তো বটে অ-শোকপুর,—যেথায় এসে লেগেছি,
যাহার পথ খ'জিতে লোক সহিছে শত যন্ত্রণা ;
পাতক হেথা না পায় পথ মুকতি হেথা নিরন্তর,
সেযানা সেই হেথা যে আসে,—ফুরায় তার লাঞ্ছনা।

কেমনে তার সোয়াদ কহি ?—মুখ্য অতি সেই বাণী,
সূক্ষ্ম তার সোয়াদটুকু জেনেছে যেবা সেই জানে,
কবীর কহে মূর্খ যদি বুঝে এ কথা সেই জ্ঞানী,
সেয়ানা জনে বনিয়া বোবা ফিরিছে এরি সন্ধানে।

রজনী দিন মাতিয়া হেথা রয়েছে যোগী সন্ন্যাসী,
নিরতি-ধারা শোধন করি' লয়েছে তারা জ্ঞান দিয়া ;
নিশ্বাসে ও প্রশ্বাসেতে অমৃত পিয়ে নিঃশেষি,
গগন-গুহা কাঁপাযে যেথা ধ্বনিছে তূরী নন্দিয়া।

হস্ত বিনা তন্ত্রী কিবা বাজিছে মধু নিঃস্বনে।
যতন আর জ্বলন লয়ে কি খেলা চলে দিবস রাত!
কবীর কহে প্রাণ-সাগরে মিলাও প্রাণ নির্জ্জনে,
অলোক-ধামে পুলকে যদি মিলিতে চাও তাঁহারি সাথ।

মাতাল সেথা মাতিয়া আছে—মাতিযা আছে আট পহর,
নিঙাড়ি আট পহর তারা রসের ধারা ভুঞ্জিছে,
মাতিয়া আছে মজিয়া আছে, মত্ততার ধায় লহর,
ব্রহ্মদেহে নিলীন হ'যে ভকত-হিযা গুঞ্জিছে।

সাঁচ্চা সদা কহি গো আমি মাথায বহি সাঁচ্চারে,
ত্যজিয়া কাচে নিয়েছি সাঁচা সাগর-সে'চা রত্ন ;
জন্ম আর মরণ-ভয় নাহি সে এক কাঁচ্চা রে,
কবীর কয ভাগিল ভয় সফল হ'ল যত্ন।

গগন সদা গরজে কিবা গাহে গো গান গম্ভীরে,
তূর্য্যরবে যামিনী-দিন অমৃত হয় বৃষ্টি ;
অরূপ বিভা বিরাজে কিবা অমল-নীল অম্বরে,
উদয় নাই, অস্ত নাই, নাহিক লয় সৃষ্টি!
প্রেমের ধারা প্রকাশ-করা সাগরে ঢেউ সঞ্চরে,
প্রভেদ আলো অন্ধকারে হয় না কিছু দৃষ্টি!

দুঃখ নাই, দ্বন্দ্ব নাই, বিরাজে শুধু আনন্দ,
বিরাজে বাধা-বন্ধ-হারা আনন্দেরি পূর্ণতা,

কবীর কহে নিভৃতে বহে রসের ধারা সুমন্দ,
ভ্রান্তি যত নিঃশেষিত, চোখেরো ভ্রম চূর্ণ তা'।

দেখেছি দেহ-পিণ্ড মাঝে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডেরে,
ভাসিয়া গেছে ভরম আর করম কোন্ মন্তরে!
ধরার মাঝে ধরেছি আমি অ-ধর সে অখণ্ডেরে,
বাহির আর ভিতর এক অমৃত-নীরে সন্তরে!

দেখিয়া চোখে শুনিয়া কানে পাগল বনি' যাই আমি,
সকল ভরি' রয়েছে, মরি, তোমারি জ্যোতি দীপ্যমান!
জ্ঞানের থালে প্রেমের দীপ জ্বলিছে, প্রভু, দিনযামি,
অসীমে আজি আরাম করি গগনে পাতি আসনখান্।
মায়ার খেলা ভ্রমের মেলা আজিকে থামি' যায় স্বামী!
কবীর কহে জন্ম আজ মরণ সাথে সুনির্ব্বাণ!

কবীর

বিরাট

কোন্ ভাগে তাঁর সত্য নিহিত?
কোথা ঋত আর কোথায় ব্রত?
কোন্ সে অঙ্গে শ্রদ্ধা বিরাজে?
কোথা তপস্যা সুসংযত?
কোন্ ভাগে তাঁর অগ্নি দীপিছে?
কোন্ খানে আর পবন বহে?
বিরাটের সেই বিপুল শরীরে
দিনে কোথা চাঁদ গোপন রহে?
কোন্ সে অঙ্গে তিষ্ঠে ভূলোক?
কোন্ সে অঙ্গে দ্যুলোক রাজে?
কোথায় আকাশ রয়েছে প্রকাশ
বিরাটের মহাবপুর মাঝে?
সকল পথের কোথা অবসান?
বায়ু কোথা ধায় সমুৎসুক?
কার অভিমুখে আহুতি বহিয়া
বহ্নি হয়েছে উদ্ধর্মুখ?
কার কটাক্ষে বৎসর মাস
করে যাতায়াত ঋতু ও তিথি?
কার ইঙ্গিতে মস্তকে তারা
বিহিত হব্য বহিছে নিতি?

শুক্লা ও শ্যামা,—দিবা বিভাবরী
নিত্য কাহারে ভজনা করে?
কাহার লাগিয়া নদে বহে স্রোত?
নির্ঝর ঝরে কাহার তরে?
প্রজাপতি প্রজা সৃজন করিয়া
রেখেছেন কোন্ স্তম্ভ 'পরে?
কোন্ স্তম্ভের স্তব্ধ ক্ষমতা
বিশ্বের ভার হেলায় ধরে?
ঊর্দ্ধে কোথায় উঠেছে সে ফুঁড়ে
নীচে কত দূর গিয়েছে নেমে?
প্রজাপতি যেথা সৃজিছেন প্রজা
সেই ঠাঁযে শুধু আছে কি থেমে?
ভবিষ্য বীজ কি আছে তাহাতে?
অতীতের বাকী রয়েছে কিবা?
এক হতে বহু গড়িবারে পঁহু
ব্যাপৃত আছে কি যামিনী দিবা?
তিন লোক আর ত্রিবিধ যে কোষ
সকলি রয়েছে তাঁহার মাঝে,
নিখিল-হৃদ্যা ব্রহ্ম-বিদ্যা
তাঁহারি মধ্যে মধুরে রাজে।
তপস্যা তাহে আছে ব্রত ধরে'
শ্রদ্ধা রয়েছে যজ্ঞ সাথে;
ধরি হাতে হাতে আছে সদসৎ,
মিশে মিশে আছে দিবসে রাতে।
তাঁহারি মধ্যে নিখিল দেবতা,
পৃথিবী, আকাশ, সূর্য্য, শশী;
অগ্নি ও বায়ু, মৃত্যু ও আয়ু,
ঋক্, সাম, যজু, তাপস বশী।
দিক্‌চয় তাঁর চেতনা-তন্তু,
সপ্ত সাগর তাঁহার নাড়ী;
মধুমতী কশা জিহ্বা তাঁহার
নাই কিছু নাই তাঁহারে ছাড়ি'।
সেই প্রজাপতি, পরমেষ্ঠী সে,
ব্রহ্মবিদেরা তাঁহারে জানে;
স্তম্ভ,—ধারক, স্কম্ভ,—পূরক,
তাঁরে অথর্ব্ব ঘোষিছে গানে।
যাতুধান—যারা যাদু জানে—তারা
বিরাটেরি দেহে বিরাজ করে;
অঙ্গিরা তাঁর নয়ন সমান,
অগ্নি তাঁহার ললাট 'পরে।

কেহ অশথের অসৎ শাখাটি
দেখিছে ভুবনে প্রতিষ্ঠিত,
অধমে ভজিছে পরম বলিয়া,
শাখায় মজিয়া হতেছে প্রীত!
বিরাটের কথা তাহারা জানে না,
যাঁর অতুলন রতন-কোষ
দেবতারা মিলি' রক্ষা করিছে,—
ব্রহ্ম-বিদ্যা সুনির্দ্দোষ।
ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠ সব দেবতার
সকল দেবতা তাঁহারে পূজে,
তাঁরে যে জেনেছে, যজ্ঞ-সময়ে
যত যজমান তাঁরেই খুঁজে।
পুরাণ-পুরুষ পুত্র তাঁহারি,—
উপজিল তাঁরি অঙ্গ হ'তে ;
আর হিরণ্য-গর্ভ উপজে
তাঁহারি সেচন হিরণ-স্রোতে।
স্তব্ধ রয়েছে ইন্দ্রের মাঝে
ব্রহ্মেরি সেই তেজের-কণা,
ইন্দ্র আছেন বিরাটের মাঝে
বিরাটের মাঝে সকল জনা।
নানা দেবতার নামে, ন্যমে, নামে,
হ'তেছে আহুত যজ্ঞে হবি,
অনাদি বিরাট অজ-সম্রাট
তবু লভিছেন একাই সবি!
সূর্য্য তাঁহার অনিমেষ আঁখি
আর চন্দ্রমা পুনর্ণব,
অগ্নি আস্য, হাস্য আলোক,
আকাশ উদর, আসন ভব।
উন্মদ ঊনপঞ্চাশ বায়ু
হ'য়েছে তাঁহার পঞ্চ প্রাণ,
তিনিই জ্যেষ্ঠ, তিনিই শ্রেষ্ঠ
তিনিই ব্রহ্ম—লোক-নিধান।
কৈবল্যের নিদান করিয়া
যে সৃজিল সোম অমৃতোপম,
ধরিল যে দ্যাবা পৃথিবীরে আর
অন্তরীক্ষে,—তাহারে নম।
জল তারি ছলে চলে অহরহ,
বায়ু তারি মাঝে বিরতি মানে
তারি ধ্যানে মন সদা নিমগন
ধায় ঋক্ সাম তাহারি পানে।

বিরাট পুরুষ বিরাজে ভুবনে
সলিল-পৃষ্ঠে তপে নিরত,
দেবতা-সমাজে ঘিরে তারে আছে
মূলেরে ঘিরিয়া শাখার মত।
দেবতা মানব বন্দে তাঁহারে
সেবা করে কায়-বচন-চিতে,—
বলি-সম্ভার জোগায় নিয়ত,—
উক্‌থ রচে,—সে তাঁহারি প্রীতে।
তিনি নির্ম্মল, তিনি নিষ্কল,
তাঁর কটাক্ষে লুকায় তম,
পাপের কলুষ তাঁরে না পরশে,
দেব-অধিদেব তাঁহারে নম।
তাঁহারি শরীরে করিছে বসতি
তিন ভুবনের তিনটি জ্যোতি,
নিখিল-ভরণ বিশ্ব-শরণ
তিনি হন প্রজাপতির পতি।
সকল প্রজার সাথে প্রজাপতি
তাঁরি সেবা করে হরষ-মতি ;
সলিলে নিহিত স্বর্ণ বেতস,—
তাঁর রহস্য নিগূঢ় অতি।

অথর্ব্ব বেদ

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু"

দেবী! মহাদেবী! ভদ্রা! প্রকৃতি!
নিত্যধাত্রী! শিবা!
রৌদ্ররূপিণী! রুদ্রাণী নম
সুখদা! ইন্দুনিভা!

বুদ্ধিরূপিণী, সিদ্ধিরূপিণী,
কল্যাণী যিনি আর,
যিনি অলক্ষ্মী লক্ষ্মীও যিনি
তাঁহারে নমস্কার।

সর্ব্বকারিণী সর্ব্বাণী যিনি
দুঃখে করেন পার,
জ্যোৎস্না-গৌরী, ধূম্র-কৃষ্ণা,—
তাঁহারে নমস্কার।

জগতের যিনি আধার-রূপিণী
যিনি জগতের সার,
সৌম্য-রৌদ্র যিনি একাধারে
তাঁহারে নমস্কার।

সর্ব্বভূতে ও বিশ্বজগতে
মায়াময়ী নাম যার,
অপ্রকাশের প্রকাশে যে রত
তাঁহারে নমস্কার।

চিতে চিতে যিনি চেতনা-রূপিণী,
বুদ্ধি-রূপিণী আর,
নয়নে নয়নে নিদ্রা-রূপিণী
তাঁহারে নমস্কার।

ছায়ারূপে যিনি নিখিল-চারিণী
নিলয় সান্ত্বনার,
প্রণমি তাঁহারে প্রণমি তাঁহারে
করি গো নমস্কাব।

শক্তিরূপে যে ব্যাপ্ত ভুবনে,—
নিয়ত প্রকাশ যার,—
সর্ব্বভূতের শক্তি যে জন
তাঁহারে নমস্কাব।

লোকে লোকে যিনি তৃষ্ণাবূপিণী,
ক্ষান্তিরূপিণী আর,
প্রণমি তাঁহারে তাঁহাবে প্রণমি
করি গো নমস্কার।

জীবলোকে যিনি জন্মরূপিণী,
লজ্জারূপিণী আর,
শ্রদ্ধারূপিণী শান্তিরূপিণী
তাঁহারে নমস্কার।

যুগে যুগে যিনি মূর্ত্ত সাধনা—
একাকার-ব্যবহার,—
গুহ্য পরম তত্ত্ব চরম
তাঁহারে নমস্কার।

লোকে লোকে যিনি কান্তিরূপিণী
সুষমার পারাবার,
গৃহে গৃহে যিনি লক্ষ্মীরূপিণী
তাঁহারে নমস্কার।

জনে জনে যিনি বৃত্তিরূপিণী,
স্মৃতিরূপা যিনি আর,
দয়ারূপে যিনি সকলের প্রাণে
তাঁহারে নমস্কার।

তুষ্টিরূপে যে সৃষ্টি রেখেছে
বরষি' পীযূষ-ধার,
ভ্রান্তিরূপে যে ভ্রমিছে ভুবন
তাঁহারে নমস্কার।

মা হ'যে যে আছে সকলের মাঝে,
মার স্নেহে স্নেহ যার
হয়েছে হতেছে হ'বে প্রকাশিত,
তাঁহারে নমস্কার।

ব্যাপ্তিরূপে যে রয়েছে ব্যাপিযা
অখিল ত্রিসংসার,
ইন্দ্রিয়-গূঢ় মনেব যে ক্রিয়া
তাঁহাবে নমস্কার।

অন্তরে যিনি শুদ্ধ চেতনা
চিত্তের যিনি সার,
ব্রহ্ম-ধারণা দৈবী-প্রেবণা
তাঁহাবে নমস্কার।

মার্কণ্ডেয় চণ্ডী

জগদন্তরাত্মা

সত্যেব তুমি চিব-নির্ভর
মিথ্যাব তুমি অরি,
নিখিল জীবেব চির-নির্ভর
প্রণাম তোমায় করি।
দেবতা! মুক্ত স্বাধীনতা তুমি,
প্রকৃতিব তুমি পিতা।
জনয়িতা! পালয়িতা!

প্রভু তুমি একা অনাদি বিরাট
নিষ্ঠা তোমার রূপ,
চির-বিধানের তুমি হে বিধাতা
ধর্ম্মের তুমি ভূপ।
অত্যাচারীর বলহারী তুমি
সর্ব্ব-শকতিমান,
করি তব জয়গান।

পৃথ্বীর তুমি স্থাপিলে ভিত্তি
অতল সাগর পরে,
ঝঞ্ঝার তুমি খোলো শৃঙ্খল
বজ্র তোমার করে।
সবিতায় জেবলে দেছ যে আগুন
প্রাণের সে প্রসবিতা,
পালয়িতা তুমি পিতা!

রাতের পথিক অসম গতিতে
চলে গো গগন-পথে,
নীরবে নিশার ঘোমটা সে খোলে
তোমারি ইসারা মতে।
আকাশের ক্ষেতে নিশি নিশি তুমি
বপন কর হে তারা
বহ্নি-বীজের পারা!

তোমার পূজার বেদী বিরাজিছে
ভুবনে ভুবনে প্রভু,
হরিৎ ক্ষেত্রে ঋদ্ধ নগরে
দগ্ধ মরুতে কভু।
পর্ব্বত-চূড়ে তব পূজা-পীঠ
আর সাগরের জলে.
বস-গূঢ় রসাতলে।

রয়েছে আরেক মন্দির তব
আরেকটি মণি-বেদী,
তোমার গগন-বেদী হ'তে প্রভু
সে বেদী অভ্রভেদী।
ভুবনে অতুল সেই মণি-বেদী
ন্যায়-নিষ্ঠের মন.
সে তব সিংহাসন।

ন্যায় ধর্ম্মের মর্য্যাদা-হেতু
ধরা যে তুচ্ছ করে,
সে বীরের চোখে তব বিদ্যুৎ
বিরাজে তোমাব বরে।
অপাপ-বিদ্ধা কুমারীর চোখে
তোমারি পুণ্য বিভা.
বিরাজিছে নিশি দিবা।

স্থবিরের ভালে জ্ঞানের অঙ্ক
বুঝি পদাঙ্ক তব,
চির-বিধানের বিধিলিপি বুঝি
তব কৃপা-উদ্ভব।

অনাথ যে শিশু তুমি তার পিতা,
তুমি তার আশ্রয়,
তুমি হর তার ভয়।

লোহা হেন মাটি সরসিয়া তুমি
জাগালে জীবন-কণা,
অস্ফুট ফুলে লুকায়ে রাখিলে
ফলের সম্ভাবনা।
বুক ভ'রে তার ঢেলে দিলে প্রভু
তবুণ উর্ব্বরতা,
হিমানী-অসংযতা।

মধু-মাধবের মোহনিয়া সুরে
ঢেউ যবে জাগে মনে,
সৃজিত তোমার সৃজন-হরষে
মেতে ওঠে সেই ক্ষণে।
তব আনন্দ-স্পন্দ তখন,
জেগে ওঠে বুকে বুকে,
রাগারুণ চোখে মুখে।

উদ্দাম যবে বন্যার জলে
ভাসায় ভাঙিয়া কূলে,
ছন্দ-ছাড়ারা ভেসে এসে শেষে
মিলে তব পদমূলে।
বিরাট তোমার বাহু-আশ্রয
প্রাণ পুন পায় লোক,
নমে পদে বীতশোক।

চির-গতিশীল যত জ্যোতিষ্ক
মিলে সে একটি ব্রতে,
চলে কীর্ত্তিযা কীর্ত্তি তোমার
অফুরান গতি-পথে।
তব মঙ্গল-কর্ম্ম ঘোষণা
সূর্য্যচন্দ্র করে,
বিস্মিত অম্বরে।

হে মহাদেবতা! তুমি কর ম্লান
বলীরে বলের মাঝে,
সান্ত্বনা দিতে তুমি শোকার্ত্তে
এস বন্ধুর সাজে।
গরবী পাপের গুপ্ত যাতনা
তুমি হে ভয়ঙ্কর,
ব্যথিতের নির্ভর।

গোলাম তোমারে পূজিতে না পারে
কিবা যে গোলাম করে,
স্থাপিলে মরতে মৈত্রী বিধান
সাম্য মার্গ পরে।
মুক্ত মানব প্রতিমা তোমার
সে তব কীর্ত্তি-ভাস্।
অমরতা তব শ্বাস।

মারি জোসেফ শেনিয়ে

আফ্‌তাব্

(এই কবিতাটি খৃষ্ট-জন্মের পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে মিশরে রচিত)

নয়নাভিরাম নভোতলে প্রভু! তোমার আবির্ভাব,
হে সঞ্জীবন! সংজ্ঞাসাধন! আত্মন্! আফ্‌তাব্!
তুমি জীবন্ত জীবনের আদি, তুমি আদি-অনুভব,
তোমার অভাবে আঁধার ভুবন, শবের মতন সব ;
ঘরে ঘরে হায় লুটায় মানব বসনে আবৃত দেহ,
আঁখি-তারা থির বিবশ শরীর কারেও পুছে না কেহ!
তোমার নয়ন মুদিত যখন সেইক্ষণে জাগে পাপ,
সিংহ সে আসে হিংসা করিতে দংশিতে ওঠে সাপ।
তোমার আভাসে হাসে দশদিক্ হরষিত বসুমাতা,
ক্ষুধিত ধেনু সে হেবে তৃণভূমি সঞ্চরে লতাপাতা ;
হংস সারস প্রণতি জানায় উঁচু ডানা দুটি জুড়ে,
পা আছে যাহার ওঠে সে লাফায়ে, পাখা আছে যার ওড়ে।
ডিম্বের মাঝে পক্ষীর ভ্রূণ সহসা লভিয়া প্রাণ
আবরণ টুটি, বাহিরায় ছুটি গাহি' মৃদু কলগান।
তব জাগরণে জগতে হর্ষ-কোলাহল যায় শোনা,
চঞ্চল করি' নীলজল জাগে নৌকার আনাগোনা।
তোমার উদয় হৃদয়ে আমার আছ তুমি মোর মাঝ,
অক্ষুনাত্মন বরপুত্র সে তোমারি হে রাজরাজ!
তোমার শকতি তোমার বিধান জানায়েছ মোরে তুমি,
তোমার উদয়ে জেগেছে হৃদয় জেগেছে বিশ্বভূমি।

বাহ্য ভক্তি

মিছে মৃদঙ্গ বাজানো রে, যদি
ভকতি নাহিক প্রাণে,
কন্যা-দানের পুণ্য কি পাবি
মৃৎ-কন্যকা দানে!

মোরো পন্থ্

আত্ম-নিবেদন

আমি একান্ত তোমারি যে তাহা
হয় না গো যেন ভুল!
ডালে ডালে আর পাতায় পাতায়
তুমি সে রঙীন ফুল।
বান্দা তোমার ফুল দেয় তারে,—
বুকে যে বিঁধায় শূল ;
জানে সে,—নিখিলে ফুলে ফুল মিলে
কাঁটায় কাঁটারি হুল।
মক্কা মদিনা সকলি ঢুঁড়িনু
প্রেমিকের দেখা নাই,
শ্যামলী লুকাল ধবলী আসিল
এইবারে ছুটি চাই।
ওরে দিল্! তুই থাকিস্‌নে আর
দুনিযাতে মশ্‌গুল্।
সাইয়ের বান্দা শা হুসেন খুঁজে
পেয়েছে তত্ত্ব-মূল।
কফিন আমার প্রমোদ-কক্ষ
কবর আমার গ্রাম,
কর্দ্দম মম চন্দন-লেপ
ধূলি-শেষ মোর নাম।
কৌপীন কেহ ধরেছে লুঙ্গি,
কেহ মখ্‌মল্ খাসা,
একদিন তবু সবাই রে ভাই
ধূলিতে লইবে বাসা।
কেন যোগী! দেহ ভস্মে মাজিছ?
ও দেহ যে হবে মাটি,
ধূলার গাঁঠ্‌রি বাতাসে ফুলিযা
হ'য়ে আছে পরিপাটি!
কুমোর কখনো ধূলারে ছানিছে,
কুমোরে ছানিছে ধূল।
ঝুলনের দোল লেগেছে রে ভাই
উঁচু নীচু সমতুল।

নাগী-পন্থীর গান

নমস্কার

যত কিছু আছে তীর্থ পাবন
মর্ত্ত্যে, পাতালে, স্বর্গদেশে,
যত আছে জিন-বিম্ব জগতে
আমি সবে নমি নির্বিশেষে।

জৈন শ্লোক

ধূপারতি

আগুন দহিছে ধূপের শরীর
সৌরভ তায় উঠে,
আরতি পূজায় লাগিয়া ধূপের
করম-বন্ধ টুটে।
ধূপের মতন নিজ দেহ মন
কবিতে যে জন পারে,
প্রভু আগে সেই পায় বহু মান
অন্তে অমরাগারে।

জৈন কবিতা

চৈত্য বন্দনা

সর্ব্ব-শুভবর্ষী-মেঘ, সনাতন মঙ্গল-বল্লরী,
অর্থী জনে কল্পতরু, সংসার-সাগর জলে তরী,
পাপ অন্ধকার নাশি যেই ভানু করেন প্রভাত
শ্রেয়ের নিদান তিনি, শান্তিদাতা জিন্ শান্তিনাথ।

জৈন শ্লোক

অরূপ গুরু

ওগো ঝগড়া বড় সহজ নয়,
ও সে সমঝে যদি সুজন হয়।
পুত্র, পিতা, পুরুষ, নারী,—
একাই সে যে সমুদয়!
বাজীকরের এমনি বাজী
ফাঁস গলে দেয় কোরে রাজী!
লোভের মোহের কঠিন ডোরে
ফাঁস পড়েছে জগৎময়।

পাখোয়াজে কি বাদ্য বাজে
মানস-রূপা কন্যা নাচে!
দুর্ম্মতি হয় মর্ম্মে উদয়,
তৃষ্ণা করে ত্রিলোক জয়;
সমঝে যদি সুজন হয়।

মাযা আর মমতা দু'জন
পিচকারী দে রাঙায় গো মন।
তালিম মানুষ মিলেছে যার
তাকেই মজা মালুম হয়।
সমঝে যদি সুজন হয়।

আট পহরই ভজন চলে
গুল্তানে মন যায ব্যে গলে,
পলকভরও হয নাক' ভুল,
পলকে হয কল্প ক্ষয়।
সমঝে যদি সুজন হয়।

ভৈরোঁ সাধু মাতাল হ'য়ে
বস্‌ল চড়ে রূপের মৈএ
মৈখানা শেষ পায়ে ঠেলে
গাইলে অবুপ গুরুর জয়;
সমঝে যদি সুজন হয়।

নাঙ্গী-পন্থীর গান

মর্দ্দ্-ই-খুদা

ভক্ত আছে মাতাল হয়ে মদ্য না পিযে!
ভক্ত আছে তৃপ্তিসুখে খাদ্য না ছুঁয়ে!
ভক্ত আছে ব্যাকুল হ'যে বিকল হ'যে গো,
ভক্ত আছে নিদ্রা আহার সকল ভুলিয়ে!

ভক্ত আছে রাজার মত ছিন্ন কাঁথাতে,
ভক্ত আছে মাণিক হ'য়ে সাপের মাথাতে,
ভক্ত নহে মরুৎ-ক্ষিতি-জলের গড়া গো,
ভক্ত নহে শঙ্কা-বিকল যমের জাঁতাতে।

ভক্ত আছে সাগর হ'য়ে অসীম স্মরিয়ে,
ভক্ত-আঁখি যায় জগতে মুক্তা ঝরিয়ে,
ভক্ত আছে উদার-হিয়া আকাশ হ'য়ে গো,
ভক্ত নাচে সূর্য্য শশী মুঠায় ভরিয়ে।

ভক্ত হ'ল জ্ঞানীর সেরা গ্রন্থ না ছুঁয়ে,
ভক্ত আলিম্ সত্য ইলম্ অন্তরে থুয়ে,
ভক্ত সে যে কায়দা-কারণ সকল-ছাড়া গো,
ভক্ত আছে পুণ্য পাতক নিঃশেষে ধুয়ে।

ভক্ত এল শূন্য হ'তে সৈন্য সাজিয়ে,
ভক্ত এল দুল্‌কি চালে বল্গা নাচিয়ে,
ভক্ত আছে মর্ত্ত্যলোকে গুপ্ত হ'য়ে গো,
ভক্ত রাজে আঁধার মাঝে লও গো খুঁজিয়ে।

রুমি

লজ্জৎ-ই-জান্

(ফার্সী হইতে)

রঙে রঙ আজি মিলাও মিলাও,
সঙ্ঘে বসিয়া যাও ;
আত্মার জ্যোতি দেখিবে সে যদি
চাও চোখে চোখে চাও !
মাতালের মাঝে কামনা-পেয়ালা
নিঃশেষে কর পান,
জনমের মত লোক-লজ্জার
হ'য়ে যাক্ অবসান !
বাহু পসারিয়া থাক গো আকাশে,
মিলিবে আলিঙ্গন,
দু'আঁখি মুদিলে যে আঁখি খুলিবে
ভুবনে সে অতুলন !
মাটির নকল ভেঙে ফেলে দাও
আসল দেখিবে যদি,
কাঞ্চন-পণে তুমি কেন একা
লবে হে পণ্য র'দি ?
অসি-বল্লমে কেন দাও হাত
তুচ্ছ রুটির তরে ?
ছুঁয়ো না আফিম আজ রজনীতে
বন্ধু আসিবে ঘরে !
সতত সদয় সাকী আমাদের
জোর-জবরিতে নাই,
সঙ্ঘের মাঝে চক্র করেছে,
তবু সবে পায় ঠাঁই।

সাকীর চক্রে আয় সবে আয়
শোন্ ঘূর্ণার গান,
একটি পরাণ দান করি নে রে
শতগুণ প্রতিদান!
'অমুক আমার অমুক নিয়েছে',
নিক্ সে,—ছেড়ে দে দাবী,
অমুকের অমুকত্ব কোথায়?—
তাই আগে দ্যাখ ভাবি'!
সকল ভাবনা ত্যজি' ভাবো তারে
ভাবনার যেই মূলে,
অন্যের কথা ভাবিবি কি তুই,
আত্মার কথা ভুলে?
এই সংসার—ইহা বিধাতার,—
এ নহেক পিঞ্জর;
ত্যজ সংশয়,—নিশ্চয় আছে
এ ধাঁধার উত্তর!
ছাড় বাচালতা ধর মৌনতা
গাবে যদি মহাগান,
জাহান-জানের মায়া ছাড়, দেখা
দিবে জাহানের জান।

দেবতার দূত

সকাল বেলায় এলে তুমি দূত
সোনালি জরির পোষাক পরি',
ব্যথা-ভরা তব সুরভি নিশাসে
সুপ্ত হৃদয় জাগালে, মরি!

আলোকে আমায় করিলে উদাসী,
ধ্যান-সমাহিত রহিনু চেয়ে,
মরণের মত রাত্রি আসিল
পছিমে গেরুয়া-রাগিণী গেয়ে!

কালো কাগজেতে আলোর আখর
মরি কিবা চিঠি আনিলি, ওরে!
এত সমারোহ কেন আজি তোর?
তুই কি নিজেই ভুলাবি মোরে!

"এত ঘটা আর এত আয়োজন,—
অতিথি আহূত তুমিই একা!"—
দূত কহে "মোর এই গৌরব—
লোকে লোকে খুলে ধরেছি লেখা।"

গেয়ান্‌দাস বঘেলি

উম্মেদ-ওয়ার

(গান)

(আমায়) চাকর রাখো গো!
(তোমার) ফুলবাড়ীতে থাকবো চাকর
মেল্‌বো ফুলের মেলা,
ঘুম ভেঙে রোজ দেখবো আমি
তোমায় সকাল বেলা।
(আমায়) চাকর রাখো গো!

গন্ধ-ফুলের গাছ লাগাবো
লাল সাদা আর নীলা,
বৃন্দাবনের কুঞ্জপথে
গাইবো তোমার লীলা।
(আমায়) চাকর রাখো গো!

সবুজ শোভার বন সাজাবো,—
জল-ভরা ঝিল্‌-মাঝে,
শ্যামলে শ্যাম দেখবো তোমায়
সকল ফুলের সাজে।
(আমায়) চাকর রাখো গো!

যোগী এলেন যোগের লোভে
সন্ন্যাসী তপ লাগি,
ভক্ত এল বৃন্দাবনে
ভজন-অনুরাগী।
(আমায়) চাকর রাখো গো!

মীরার প্রভু স্বভাব-গোপন
থির হ রে মন—ধীরে
(প্রভু) আধেক রাতে দেবেন দেখা
নীল যমুনার তীরে।
(প্রভু) আঁধার রাতে কবেন কথা
নীল যমুনার তীরে।
(আমায়) চাকর রাখো গো!

মীরাবাই

শিখের গান

হে হরি! হে মনোহর!
তুমি চির সুন্দর,
তোমার চরণে মাথা আপনি নমে!

সব সেবকের তুমি
আছ হে সেবার মাঝে,
সকল প্রেমীর প্রাণে
রয়েছ প্রেমের সাজে,
দুখীর দুখের মাঝে
তোমারি চরণ রাজে,
আছ হে সুখীর সুখে চির-জনমে।
বনে বনে হে শ্যামল!
শ্যাম তুমি অবিরত,
পর্ব্বতে পর্ব্বতে
উদ্যত উন্নত,
নদীনদে নির্ঝরে
চঞ্চল জাগ্রত,
সিন্ধু সাগরে গম্ভীর ভরমে।
চন্দ্র-সূরয সব
আরতি-প্রদীপ তব,—
তব জগমন্দির উজলি রমে।

ভিক্ষা

(সংস্কৃত হইতে)

রূপনাম-হীনে ধেযানে আরোপ
করিয়াছি রূপ নাম!
স্তুতি-গণ্ডীতে বচন-অতীতে
ঘিরিয়াছি অবিবাম!
নিখিল ব্যাপিযা আছ তুমি, দেব!
তীর্থে গিযাছি তবু;
এ মূঢ় ত্রিদোষে দোষী, জগদীশ!
মার্জ্জনা কর প্রভু!

মঞ্জুষার চাবি

মণি-মঞ্জুষা আছে বিধাতার
সিংহাসনের তলে,
কুঞ্চিকা তার কবির রসনা
মরতের মণ্ডলে।

হদিস্-ই-শরীফ

অভ্র-আবীর

সরস্বতী

তুষারে যে সর পড়েছে মানস-সরের ফটিক জলে
কে ফোটালে শ্বেত শতদল সহসা সেই তুষার-তলে!
কে জেগেছ আদিম ঊষা
কে জেগেছ জ্যোতির্ভূষা
শুভ্র আলোর মৃণাল-সূতায় বিশ্ব-হিয়ার কৌতূহলে
কে রেখেছ অমল চরণ গোপন প্রাণের পদ্মদলে!

মুকুট তোমার উজল রাজে শিশু-আঁখির শশী-কলায়,
মুক্ত মনের লাবণ্যেরি মুক্তামালা তোমার গলায়;
সত্য স্বপন স্বন্দ্বহারা
জড়ায় পায়ে নূপুর পারা
ঘুরে ফিরে ছন্দ-মরাল ভিড়ায় ডানা পায়ের তলায়
তিমির গলায় কাঁকন তোমার—তৈরী সে যে থির-চপলায়।

চাঁদের আভা নিছিয়ে নেওয়া তোমার বীণার চাঁদির তারে
চকোর-লোভন উথলেছে সুর তিতিয়ে ভুবন সুধার ধারে;
ধবল-গিরির পৈঠা পরে
মর্ম্মরে আর স্ফটিক স্তরে
বরফ-চূরের বিম্বে শাদা ঝর্ণা ঝরে হীরার হারে
শুভ্র সুরের গান জেগেছে—প্রাণ জেগেছে সে ঝঙ্কারে।

চতুর্ম্মুখের হাস্য-রুচি যশঃ-শুচি জ্যোতির্ম্ময়ী!
দেবি! তোমার দিব্য আঁখিব দীপ্তি-পাতে উজল ত্রয়ী।
জ্যোৎস্না-জরির সূতায় বোনা
কুন্দ-কলির চন্দ্র-কোণা—
বসন তোমাব ভাব-তনুটি বেড় দিয়ে ওই স্পর্শে মহী
সত্য-সূর্য্য নেত্র তোমাব তুমি স্বযম্প্রভা অয়ি!

তুমি সকল প্রকাশ-করা সকল-শুভ্র মূর্ত্তি তব,
নিখিল-চিত্ত-নবীন-করা প্রণব তুমি—জীবন নব;
সত্য তুমি নিত্য তুমি
লক্ষ্মীছাড়ার বিত্ত তুমি
যে বর হাতে নাই বরদার দাও যে তুমি সে দুর্লভও
মর্ত্ত্য-লোকের অমরতা—তোমার কৃপা-সমুদ্ভব।

পুণ্য-শুভ্র অধর তোমার স্মিত-হাসির পুলক তা'তে,
প্রজ্ঞা তোমার চোখের কাজল সৃজন-প্রাতে প্রলয়-রাতে ;
নীহারিকার নিতল বুকে
শীতল চরণ রাখলে সুখে
ভায় ছায়াপথ শূন্যে—তোমার শুভ্র পায়ের আল্‌পনাতে
চন্দনে শ্বেত পরশ তোমার হরষ চন্দ্র-মল্লিকাতে।

মন্‌-গহনের শ্বেত হরিণী! মহাশ্বেতা সরস্বতী!
মন্‌-মানসের ফুল্ল-কমল অমল তোমার ওই মূরতি।
অমল তোমার অভ্র-পুঁথি
ধবল শঙ্খ তোমার স্তুতি
অমল তপের লও আহুতি চিত্তলোকের ঊষা-জ্যোতি
কর্পূরেরি শুভ্র প্রদীপ তারায় তোমার সন্ধ্যারতি।

আশিস তোমার মৃত্যুজয়ী, হাসি সে শুকতারার ভায়ে ;
মন্দারেরি অমল মালা বিলাও দেবী! ডাহিন বাঁয়ে।
মরাল রথে মনোজবে
ফিরছ তুমি ভাবের ভবে
গন্ধরাজ আর পারিজাতের অঞ্জলি ওই শুভ্র পায়ে,—
পায়ের আভায় ঘাম দিয়েছে চন্দ্রকান্ত-মণির গায়ে!

সদ্য-গলা বরফে ফুল ফুটিযে হঠাৎ লাখে লাখে
চেতন-লোকের মগ্ন-তটে জাগে তোমার প্রসাদ জাগে,
দ্বাদশ রাশির আলোয ঝামব
চাঁচর মেঘে ঢুলায চামর,
লুটায কবি, সিদ্ধ অমর তোমার পদ্মাসনেব আগে,
উজল তোমার কিরীট-হীরা ধ্রুব-তারাব কিরণ-রাগে।

অঞ্জলি

এই নে আমার অঞ্জলি গো এই নে আমার অঞ্জলি,
মানস-মরাল জাগ্‌ল আবার উঠল অগাধ হিল্লোলি!
এই নে অশোক এই নে বকুল
এই নে গো ফুল এই নে মুকুল
মুক্তালতার বন যে হ'ল মনের বনের সব গলি।

গানের তানের বান এসেছে, হৃদয় কুঞ্জে, কোকিল কয়!
ফাল্গুনের এই প্রাণের ধারা ছন্দ-হারা ফল্গু নয় ;
চন্দনে শ্বাস ফেল্‌ছে ফণী
হাওয়ায ওঠে কলধ্বনি
হিয়ায় সূর্য্যকান্ত-মণি হঠাৎ হ'ল হিরণ্ময়!

হাল্‌কা হাসির গুল্‌-গুলাবি পাপ্‌ড়ি কেবল ছড়িয়ে রে
আমেজে মশগুল ক'রে দ্যায় সকল শিকল নড়িয়ে যে!
উড়োপাখীর পাখার পরশ
লাগ্‌ল হঠাৎ জাগ্‌ল হরষ,
হৃদয়-তরুর শাখায় শাখায় আলোক-লতা জড়িয়েছে।

এই নে আমার অঞ্জলি গো এই নে আমার অঞ্জলি,
হিয়ায় সূর্য্যমল্লিকা মোর উঠেছে আজ ঝল্‌মলি!
এই নে অভ্র আবীর রাশি
এই নে অশ্রু এই নে হাসি
এই নে আমার প্রাণের অর্ঘ্য পারিস্‌ তো যা' পায় দলি।

বসন্তের এই মৌলি-মণি আমের মউল-পুঞ্জ নে
মৌন আমার মুখর হ'ল মৌমাছিদের গুঞ্জনে।
এই নে আমাব আশার স্বপন
এই নে ব্যক্ত এই নে গোপন
এই নে আসল এই নে ফসল এই ফসলের উঞ্ছ নে।

কুন্দফুলের শেষটি নে গো যবেব প্রথম শীষটি নে,
সৃষ্টিছাড়াব সৃষ্টি নে এই নে মোর অনাসৃষ্টি নে,
যা' আছে মোর সম্ভাবনায
যা' আছে মোর ভয-ভাবনায
যা' আছে মোব চিত্ত-কোণায—তিক্ত কটু মিষ্টি নে!

এই নে প্রীতি তরুণ রীতি এই নে আমার চাপল্য,—
যৌবনের এই প্রবাল-রাঙা দুকূল-ভাঙা প্রাবল্য;
এই নে আমার তৃপ্তি শান্তি
এই নে আমাব দীপ্তি কান্তি
এই জীবনের এই ভুবনের এই নে বিফল সাফল্য।

এই নে সাধন আব আরাধন মোহের কাঁদন গ্রহের ফের,
এই নে গো মোব পুণ্য পাপের তপেব তাপের যুগের জের,
এই নে ইষ্ট এই নে রিষ্টি
এই নে ক্লান্ত চোখের দৃষ্টি
এই নে লক্ষ্মী-বিক্রী-কবা পুঁজিব থলি দরিদ্রেব।

দুপুরবেলার বৈকালী হায এই নে আমার আঁখির লোর,
সাঁঝ না হ'তেই সন্ধ্যামণি ফুট্‌ল এবার কুঞ্জে মোর;
পলাশ যখন লাল আলোকে
জম্‌ছে তিমির আমার চোখে
শাঙন অভ্র নাম্‌ছে—যখন কুঞ্জে আবীর রঙের ঘোর।

ঝাপ্‌সা-চোখের-শোকের-অশোক! হিয়ার-মণি-দীপ-শিখা!
তোমার স্মিত হাসির বিভা সে মোর যজ্ঞ-শেষ-টীকা;
ওই হাসিটির মত্ত লোভে
ভুলে আছি সকল ক্ষোভে
স্বপ্নে ফোটাই সূর্য্যমুখী উজল সূর্য্যমল্লিকা।

অনেক তোমার ভক্ত আছে অনেক হোমার বাল্মীকি
হোম্‌রা-চোম্‌রা নই আমি, তুই মোর পানে হায় চাইবি কি?
আমার হেলাফুলের মালায়
ঠেল্‌বি কি হায় ফেল্‌বি হেলায়?
দয়ার দাবী নাই যে জনার কি হবে তার বল্‌ দেখি!

ভাবের কুবের ভাণ্ডারী হায়, নয় এজনা এক্‌বারেই
চিত্ত-সাগর মথন-করা চিন্তা-মণি-মুক্তো নেই;
অকূলেরি কূল আঁকড়ি'
কুড়াই ঝিনুক, শামুক, কড়ি,
লাগিয়ে বুকে ঢেউয়ের ঝাপট পেইছি যা' তা' এই গো এই!

যৌবনের আজ জন্মতিথি—জগৎ জুড়ে উন্মাদন!
উল্টো হাওয়ার দুই টানাতে শিউরে ওঠে ফুলের বন;
ঝরিয়ে দিয়ে ফুটিয়ে তুলে
জীবন-মরণ দোলায় দুলে
গানগুলি ওই চরণমূলে দিলাম গো সর্ব্বস্ব ধন।

আজ আমি নিশ্চিন্ত হ'লাম তোমায় স'পে সবখানি
বাঁশীর কটা ফুটার ফাঁকে ফুরিয়ে ফ'ুকে সব গানই;
এই নে ভক্তি এই নে শ্রদ্ধা
এই নে শক্তি এবং স্পর্দ্ধা
বাছাই যাচাই তোমার কাছেই খুব জানি গো খুব জানি।

সাজতে ভালবাসিস্‌ যে তুই ভিতর-প্রাণের ভাব নিয়ে
সকল-স'পা ক্ষেপার এ গান—চাস্‌নে কি তুই আপনি এ?
নিয়ে আমার প্রাণের স্পন্দ
গড়িস্‌ যে তুই নূতন ছন্দ
হ'স যে রঙীন্‌ আমার মনের ছোপ নিয়ে আর ছাপ নিয়ে।

শুভ্র তোমার অঙ্গবিভা অগাধ শূন্যে মূর্চ্ছা পায়,
রঙীন্‌ সে হয় তবেই যবে অশ্রু আমার কূল ছাপায়;
মলিন ধরার ধূলাবালি
আলোয় ক'রে দ্যায় সোনালি
তাই তো অভ্র-আবীর ডালি তোমার অমল কমল পায়।

এই নে আমার অঞ্জলি গো এই নে আমার অঞ্জলি,
বীণায় যে গান ধরেছিলাম হয় তো এ তার শেষ কলি ;
"আবির্" "আবির্" মন্ত্র-রাবে
কর্ গো সফল আবির্ভাবে
অশ্রু-হাসির অভ্র আবীর আঁখির আলোয় উজ্জ্বলি'।

চকোরের গান

সুধাব ক্ষুধা কাহাব প্রাণে—আয গো!
চাঁদের আলো যায় যে ব'য়ে যায় গো!
শ্যামল মেঘের পক্ষ্মপাতে
আয় গো ভেসে গভীর রাতে
মেঘের পিঠে কিরণ-ছটায় আয়!
আয গো ভেসে আয় গো মধু বায গো!

স্বপন সম আয নীরবে আয় গো!
চিহ্ন পায়ের পড়বে না হাওয়ায় গো!
চাঁদেব সভায একটি তারা
ডাক্ছে কারে সঙ্গীহারা,—
দোসর হ'তে ডাকছে সে যে, হায়!
আয় গো ভেসে আয় গো পায়ে পায় গো!

দুনিয়াখানা দু'পায ঠেলে আয় গো!
উধাও ধেযে উল্লাসে জ্যোৎস্নায় গো!
আয আকাশে পক্ষ মেলে
আয বাতাসে অঙ্গ ঢেলে,
মেঘের ভিড়ে আয় বিজলীর ভায!
বজ্র-শিখাব আয গো নীড়ে আয গো!

উধাও! উধাও ঝঞ্ঝা ঠেলে পায গো!
আয় নীববে নীরব সুষমায গো!
আয ধেয়ানী! আয রে কবি!
দুর্লভেরি আয় গো লোভী!
আনন্দের এই চন্দ্রেরি সভায়
স্বপন-খেয়ায় আয় জোছনার নায় গো!

ঝিনা মেঘের ঝিঁঝির পাতে আয গো!
আকাশ সোঁতার ঝাঁঝির সাথে আয় গো!
আয় আকাশের আব্-রুয়াঁতে,—
আয় নিঝুমে নিঝুম রাতে,
নিশানাথের শুভ্র ছাতার ছায়,—
স্বর্গ-পরী যেথায় ধীরি গায় গো!

চাঁদের পাখী চকোর ডাকে আয় গো!
চন্দ্রলোকের চাঁদকে দেখা যায় গো!
চাঁদের দেশে চাঁদ যে ধরা—
দেখবি তারে আয় গো ত্বরা,
আয় গো চাঁদে—চিন্‌তে বসুধায়,—
চাঁদের বড় চিন্‌বি চাঁদে আয় গো!

কালো ধরার দেখবি আলো আয় গো!
সুধার ক্ষুধা আপনি মেটে যায় গো।
চোখের আলো থাক্‌তে চোখে
চিন্‌বি যদি আপন লোকে
আয় তফাতে আলোর দুনিয়ায়!
চকোর ডাকে মেঘের ফাঁকে—আয় গো!

শিল্পীর গান

(জলে) ভাসিয়ে দেবে জান্‌ছি, তবু
গড়্‌ছি যতনে :
(আমি) গড়্‌ছি প্রাণের সোহাগ দিয়ে
(আমার) মনের মতনে।
আঁধার ঘরে জ্বালিয়ে বাতি
আরতি যার একটি রাতি
স্মিরিতি যাব হিয়ার সাথী
তনুব পতনে।

সূর্য্যমল্লিকা

সূর্য্য যখন তেজ হারাল কে পেল সৌন্দর্য্য তার?
কুজ্ঝটিকার বুক চিরে ওই ফুটল সোনা মুখটি কার?
ফুটল কুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে কার অপরূপ রূপ-শিখা?
গাঁদা ওকে বল্‌ছে লোকে ও মোর সূর্য্যমল্লিকা।

শীতের প্রাতে পূজার সাজি সাজিযে রাখে এক্‌লা সে,—
শ্মশান-শিবের পা'র কাছে ঠিক হৈমবতী কৈলাসে।
সূর্য্যদেবের আশীর্ব্বাদে ও যে সদাই প্রফুল্ল,
রস মরিলেও রূপ না টুটে ফুল মাঝে ও অতুল্য।

সূর্য্যমুখীর মতন ও নয় সূর্য্যদেবের মুখ-চাওয়া,
বিভূতি তাঁর ওই পেয়েছে ওর পাওয়াটাই ঠিক পাওয়া;
পেয়েছে ও প্রাণের মাঝে ছেয়েছে সর্ব্বাঙ্গ তাই
তাই তো উদয়াস্তে রবির ওর পুলকের বিরাম নাই।

যেথাই রাখো যেথাই থাক্ ও হেসেই আছে সর্ব্বদা,
মরণে ও হয় নাক' ম্লান মৃত্যুপারের কয় কথা ;
সূর্য্যহারা কল্পবাসের পঞ্চ-তপার হোমশিখা,
গাঁদা ও নয় বল্‌ছি সিধা—ও মোর সূর্য্যমল্লিকা।

সবুজ পাতার গান

মুক্ত হাওয়া মুক্ত আলোর যুক্ত-বেণী সঙ্গমে
রঙীন হয়ে উঠছি মোরা সবুজ-শোভা-বিভ্রমে।
সত্যিকালের বৃক্ষ ওগো! বনের বনস্পতি গো!
আমরা তোমার প্রাণের আলো স্নেহ-সরস জ্যোতি গো।

সুখ নাহিক স্বস্তি নাহি আনন্দ নাই আওতাতে।
সোনার রোদে সবুজ মোরা আলোক-মদের মৌতাতে।
মেতেছে মন প্রাণ মেতেছে না জানি কোন্ সন্ধানে,
পল্লবিত বনের হিয়া যৌবনেরি জয়-গানে।

রবির আলোর গোপন কথা—আমরা চির-তারুণ্য!
গুপ্ত আশার ব্যক্ত নিশান, কঠিন কাঠের কারুণ্য।
স্তব পড়েছে পঞ্জরে যার থর পড়েছে বল্কলে,
মোদের তরে পথ সে করে কোন্ রভসের কোন্ ছলে!

আদিম রসের আমরা রসিক আমরা নব-ঘন-শ্যাম,
ফাগুন হাওয়ার দাদ্‌রা তালে নৃত্য মোদের অবিশ্রাম,
হিমের রাতে আমরা জাগি, আমরা কভু ঝিমাই নে,
সবুজ দীপের দীপান্বিতা একেবারে নিবাই নে।

আমরা সবুজ অসঙ্কোচে, আমরা তাজা,—গৌরবে,
আমোদ করি সবুজ মোহে উশীর-ঘন-সৌরভে ;
আমরা কাঁচা আমরা সাঁচা মরাবাঁচার নাই খেয়াল,
আমরা তরুণ ভয় করিনে ঝোড়ো হাওয়ার রুদ্রতাল।

বুক পেতে নিই হাস্যমুখে রৌদ্রখর বৈশাখী,
স্নিগ্ধ-মধুর শ্যামল সরস মদির ছায়ার হই সাকী,
ভাঙা মেঘ আর ঝরা পাতায় সাজায় রবি গৈরিকে
আমরা তপে পেলাম সবুজ—গৈরিকেরি বৈরীকে।

মুক্ত হাওয়া দীপ্ত আলো দ্যায় গো কানে মন্ত্রণা,
শুনছ কথা?—বল্‌ছে "জগৎ মোক্ষলাভের যন্ত্র না।
নয় সে শুধুই তত্ত্বকথা, নয় সে মাত্র মত্ততা,
তরুণ যাহা তাহাই তথ্য,—বল্‌ছে সবুজ পত্র তা'।"

আমরা সবুজ, আমরা সবুজ—আলো-ছায়ার আলিঙ্গন,
ক্লান্ত আঁখির সঞ্জীবনী. নিরঞ্জনের প্রেমাঞ্জন।
রসের রঙের ধাত্রী ধরা? গানের প্রাণের মাতৃকা!
এই সবুজের ছত্রতলে যৌবনে দাও রাজটীকা।

সবুজ পরী

সবুজ পরী! সবুজ পরী! সবুজ পাখা দুলিয়ে যাও,
এই ধরণীর ধূসর পটে সবুজ তুলি বুলিয়ে দাও।
তরুণ-করা সবুজ সুরে
সুর বাঁধ গো ফিরে ঘুরে,
পাগল আঁখির পরে তোমাব যুগল আঁখি ঢুলিয়ে চাও।

ঘাসের শীষে সবুজ ক'রে শিস দিয়েছ, সুন্দরী!
তাই উথলে হরিৎ সোহাগ কুঞ্জবনের বুক ভরি'!
যৌবনেরে যৌবরাজ্য
দেওয়া তোমার নিত্য কার্য্য,
পাঞ্জা তোমার শ্যামল পত্র নিশান তৃণ-মঞ্জরী।

যাদুকরের পান্না জ্বলে তোমার হাতের আংটিতে,
হিয়ার হাসি কান্না জাগে সবুজ সুরের গানটিতে।
কুণ্ঠাহারা তোমার হাসি,—
ভয় ভাবনা যায় যে ভাসি';
যায় ভেসে যায় পাংশু মরণ পাতাল-মুখো গাংটিতে।

এই ধরণীব অস্থি বুঝি সবুজ সুরেব আস্থায়ী
ফিরে ঘুরে সবুজ সুবে তাইতো পরাণ লয় নাহি';
রবির আলোব গৈরিকেতে
সবুজ সুধা অধর পেতে
তাই তো পিযে তরুর তবুণ—তাই সে সবুজ সোমপাযী।

সবুজ হ'য়ে উঠল যারা কোথাও তাদের আওতা নেই,
চারদিকেতেই হাওয়ার খেলা আলোর মেলা চারদিকেই;
স্ব-তন্ত্র সে বহুর মধ্যে
পান করে সে কিরণ মদ্যে;
তরুণ বলেই দ্যায় সে ছায়া গহন ছায়া দ্যায় গো সেই।

সবুজ পরী! সবুজ পরী! তোমার হাতের হেম ঝারি
সঞ্চারিছে শিরায় শিরায় সবুজ সুরের সঞ্চারী!
সবুজ পাখীর বাবুই-ঝাঁকে—
দেখতে আমি পাই তোমাকে—
ছাতিম-পাতার ছাতার তলে—আঁখির পাতা বিস্ফারি'।

সবুজে তোমার দোব্‌জাখানি—আলো-ছায়ার সঙ্গমে
জলে স্থলে বিশ্বতলে লুটায় বিভোল বিভ্রমে!
সবুজ শোভার সারেগামা
ছয় ঋতুতে না পায় থামা,—
শরতে সে ষড়্‌জে জাগে, বসন্তে সুর পঞ্চমে।

সবুজ পরী! সবুজ পরী! নিখিল জীবন তোমার বশ,
আলোর তুমি বুক-চেরা ধন অন্ধকারের রভস-রস।
রামধনুকের রং নিঙাড়ি
রাঙাও ধরার মলিন শাড়ী ;
মরুভূমির সব্‌জী-বাড়ী নিত্য গাহে তোমার যশ।

সবুজ পরী! সবুজ পরী! নূতন সুরের উদ্গাতা,
গাঁথ তুমি জীবন-বীণায় যৌবনেরি জয় গাথা,
ভরা দিনের তীব্র দাহে—
অরণ্যানী যে গান গাহে—
যে গানে হয় সবুজ বনে শ্যামল মেঘের জাল পাতা!

লুব্ধ

(আহা) এই হাতে কি ওই পারিজাত
পাড়া যায়?
তারার আলোয় নয়ন-তারা
সাড়া পায়।
এই জোনাকির বুকের আলো,—
চাঁদের সে কি লাগবে ভালো!
(ওগো) কোন সোহাগে চাঁদের সোহাগ
কাড়া যায়?

সুধা ও ক্ষুধা

তোমার বিচার মিছার বিধি!
চাইলে মিলে না!
ক্ষুধাই শুধু দিলে মোদের
সুধা দিলে না!
ক্ষুধাই কেবল চাইছে সুধা,
সুধার প্রাণে দাওনি ক্ষুধা!
তাই তো এমন—হয় না সহজ—
দেনা কি লেনা!

ঋণী

(ওগো) তুমি আমায় চিন্‌বে না গো
(তবু) আমি যে চিনি,
(ওই) হরিণ-চোখের দৃষ্টি দানে
ক'রেছ ঋণী!
মিষ্টি হাসি ও চাঁদমুখে
ফুটেছিল আপন সুখে
(সেই) সুধার সোয়াদ পাইনি যে তা'
বল্‌তে পারিনি।

একা

(গান)

মন উনমন
মন কেমন রে!
মন কেমন করে!
এ নিশীথে
কেন জাগে!
কিবা মাগে!
(মম) আকুল নয়ন রে!
(কোথা) বাজে বাঁশী
উদাসী স্বরে!
উদাস করে—
প্রাণমন!
অকারণ
নয়ন-লোরে—
(হায়) নয়ন ভরে!
মন কেমন করে।
আকাশে লাগে
ঘুম-ঘোর!
ঘুমে ভোর
(যত) তারার আঁখি!
আমি জাগি
একা জাগি!
কাহার তরে!
মন কেমন করে!

স্বপন-রাগে
উঠে ডাকি
কোথা পাখী
কাকলি স্বরে!
মন কেমন করে!
জোছনা লুটায়
বিছানো শেষে,—
সে কাঁদিছে যে!
শূন্য ঘরে!
(মোর) প্রাণের পরে!
মন কেমন করে!

দোসর

পিছল পথের পথিক ওগো দীঘল পথের যাত্রী!
কোথায় যাবে কোথায় যাবে? সামনে মেঘের রাত্রি।
বাদ্‌লা দিনের উদ্‌লা ঝামট্‌ ভাসিয়ে দেবে সৃষ্টি;
লাগ্‌বে উছট; ছাটের জলে ঝাপ্‌সা হবে দৃষ্টি।

*　　*　　*　　*

"পিছন হ'তে কে ডাকে গো পিছল পথের যাত্রীরে?
দোসর হিয়ার খোঁজ পেয়েছি, ভয় করিনে রাত্রিরে।
পিছল পথে বিচল গতি পারব এখন আটকাতে
পরস্পরে কবব আড়াল ঝড়-বাদলের ঝাপ্‌টাতে।"

*　　*　　*　　*

উচল পথের পথিক ওগো অচল পথের যাত্রী!
পায়ের পাশে খাদেব আঁধার ভীষণ ভয়েব ধাত্রী;
সাম্‌নে বাঁকা শালের শাখা; উদ্‌ঘাতিনী পন্থা,
কই তোমাদের যষ্টি, বন্ধু! কই তোমাদের কন্থা?

*　　*　　*　　*

"খাদের ধারে আল্‌গা মাটি আমরা চলি রঙ্গে,
হাওয়ায় পাতি পায়ের পাতা,—দোসর আছে সঙ্গে।
দীর্ঘ দিনের প্রতীক্ষা যে মনপরখের কষ্টি,
পরস্পরের প্রেম আমাদের জীবন-পথের যষ্টি।
পরস্পরের প্রেম আমাদের যাত্রা-পথের কন্থা,
হোক্‌ না বাতাস তুষার-স্পর্শ,—উদ্‌ঘাতিনী পন্থা।
সঙ্কটেরে করব সহজ,—কিসের বা আর শঙ্কা?
সঙ্গে দোসর,—ওই আনন্দে বাজিয়ে দেব ডঙ্কা।"

জীবন-পথের পথিক ওগো অসীম পথের যাত্রী!
আশিস করেন আদিম দোসর ধাতা এবং ধাত্রী;
ধাতা—সে যে বিশ্বধাতা, অন্তরে যার স্ফূর্ত্তি,
ধাত্রী—সে যে এই বসুধা, স্বদেশ যাহার মূর্ত্তি।
আলোক-পথের পথিক ওগো আশিস-পথের যাত্রী,
শিবেতর শিবের লাগি যাপন কর রাত্রি।
শুভ হউক পন্থা ওগো! ধ্রুব হউক লক্ষ্য,
বিশ্বে হের বিস্তারিত পক্ষী-মাতার পক্ষ!

লজ্জাবতী

চাহনির ভর সহে না সে হায়
সে যে অতি সুকুমারী;
পরশের আঁচে মুহু মুরছায়
ললিত লতিকা নারী!
সে যে আছে একা একটি প্রান্তে
আছে সংকোচ ভরে,
গোপন-ভুবনে আছে একান্তে
নিশাসে হুতাশে মরে।
নাই কিছু তার নাই পরিচয
চির যুগে সে যে নারী,
জীর্ণ তরুর দীর্ণ হৃদয়
নিরাময় স্নেহে তারি!

লাজাঞ্জলি

এস মুকুটের মণি! দেশ-মুখ্য রাজার দুহিতা!
এস সাধ্বী! স্বয়ম্বরা! এস বঙ্গে রাজশ্রী ইন্দিরা!
এস লাবণ্যের লতা! মনস্বিনী! গৌরবে-গম্ভীরা!
এস গো জয়শ্রী এস ভূপ জিতেন্দ্রের প্রেম-জিতা!

কেশবের আশীর্ব্বাদ উদ্ভাসিছে, অয়ি শুচিস্মিতা,
ভবিষ্যৎ যাত্রাপথ; ব্রহ্মপুত্রে তাই পুণ্যনীরা
মিলিল নর্ম্মদা-ধারা; ধ্যানে ধরি' দেখিল ধ্যানীরা
দেবতার এ ইঙ্গিত; বঙ্গে মারাঠায় কুটুম্বিতা।

স্বর্গে আজি কোলাকুলি গৌরাঙ্গে ও গুরু রামদাসে,
চণ্ডীদাসে তুকারামে কীর্ত্তিধামে অপূর্ব্ব মিতালি,
বীর-লোকে ছত্রপতি মর্য্যাদায় প্রতাপে সম্ভাষে,
বর্গীরা এনেছে অর্ঘ্য,—সম্মানিত সমস্ত বাঙালী।

বাঁহছে প্রসাদ-বায়ু বাধাহীন চতুর্দিকে শুভ ;
এস মহারাষ্ট্র-লক্ষ্মী! বাঙালীর কুলে হও ধ্রুব।

পিয়ানোর গান

তুল্ তুল্ টুক্ টুক্
টুক্ টুক্ তুল্ তুল্
কোন্ ফুল তার তুল
তার তুল কোন্ ফুল ?
টুক্ টুক্ রঙ্গন
কিংশুক ফুল্ল
নয় নয় নিশ্চয়
নয় তার তুল্য।

টুক্ টুক্ পদ্ম
লক্ষ্মীর সদ্ম
নয় তার দুই পা'র
আল্‌তার মূল্য।
টুক্ টুক্ টুক্ ঠোঁট
নয় শিউলীর বোঁট
টুক্ টুক্ তুল্ তুল্
নয় বসরাই গুল।

ঝিল্‌মিল্ ঝিক্‌মিক্
ঝিক্‌মিক্ ঝিল্‌মিল্
পুষ্পের মঞ্জীল্
তার তন্ তার দিল্।
তার তন্ তার মন
ফাল্গুন্-ফুল্-বন
কৈশোর-যৌবন
সন্ধির পত্তন।

চোখ তার চঞ্চল ;—
এই চোখ উৎসুক
এই চোখ বিহ্বল
ঘুমঘুম সুখ-সুখ!

এই চোখ জ্বল-জ্বল্
টল্ টল্ ঢল্ ঢল্
নাই তীর নাই তল,
এই চোখ ছল্ ছল্!

জ্যোৎস্নায় নাই বাঁধ
এই চাঁদ উন্মাদ
এই মন উন্মন
তন্ময় এই চাঁদ।
এই গায় কোন্ সুর
এই ধায় কোন্ দূর
কোন্ বায় ফুর ফুর
কোন্ স্বপ্নের পুর!

গান তার গুন্ গুন্
মঞ্জীর রুণ্ রুণ্,
বোল্ তার ফিস্ ফিস্
চুল তার মিশ্ মিশ্।
সেই মোর বুলবুল্,—
নাই তার পিঞ্জর,—
চঞ্চল চুল্‌বুল্
পাখনায় নির্ভর।

পাখনায় নাই ফাঁস
মন তার নয় দাস,
নীড় তার মোর বুক,—
এই মোর এই সুখ।
প্রেম তার বিশ্বাস
প্রেম তার বিত্ত
প্রেম তার নিশ্বাস
প্রেম তার নিত্য।

তুল্ তুল্ টুক্ টুক্
টুক্ টুক্ তুল্ তুল্
তার তুল্ কার মুখ?
তার তুল্ কোন্ ফুল?
বিল্‌কুল্ তুল্ তুল্
টুক্ টুক্ বিল্‌কুল্
এল্-বসরাই গুল্!
দেল্-রোশনাই-ফুল!

কুঙ্কুম পঞ্চাশৎ

(১)

এল উতল হাওয়া ফুল-পুলক নিয়ে!
ক্ষীর সায়র-জলে আলো-ঝলক দিয়ে!
এল মধুর হেসে
মরি বঁধুব বেশে
এল ঘুমের দেশে রাঙা আরক পিয়ে!

(২)

ওই নিশান তুলে এল নতুন! তাজা!
এল ফাগুন রাজা ওরে বাজন বাজা!
এল মোহন রূপে
এল কখন্ চুপে
এই নবীন ভূপে তোরা রাখাল সাজা।

(৩)

ওলো হাওয়ায় ঝরে আজ ফাগের ঝোরা!
এল ভুবন পরে ওই হোরীর হোরা!
তার হাসির গুঁড়া
রাঙা কৃষ্ণচূড়া,
সখী অশোক বনে তার রাখীর ডোরা!

(৪)

রঙে রঙীন্ হ'ল কে ও প্রাণের পুরে!
তারি রভস লাগে যে গো গানের সুরে!
তারি আবেশ ঝরে
রাঙা রঙন্ পরে
ঝরে মেঘের থরে ঝরে ভুবন জুড়ে!

(৫)

এল হোরীর হোরা ওই হুরীর সেরা—
যার নয়ন সোজা সই নজর টেরা!
সারা ভুবন জুড়ি
ও যে ফোটায় কুঁড়ি
রুখু গাছের গুঁড়ি করে রসের ডেরা!

(৬)

আজ কোকিল কুজে পিচ্‌কারীর সুরে!
পিচ্- কারীই ফুরে আজ তৃণাঙ্কুরে!
পিচ্- কারীর রীতি
চলে ফাগুন-গীতি
পিচ্- কারীর লীলা প্রাণে—গোপন পুরে!

(৭)

এল মলিন চোখে ফিরে উজল চাওয়া!
এল ভুবন-জোড়া যৌবনের হাওয়া!
এল পাখীর ডাকে
এল শাখীর শাখে
কাঁচা রোদের ফাঁকে তাজা পাতার ছাওয়া!

(৮)

—কোথা চামেলি ফুলে নিতি ঝামেলা বল্?
—অনু- রাগের হাওয়া সই! যেথা প্রবল!
—কোথা ফাগুন নিতি?
—যেথা তরুণ প্রীতি!
—কোথা আবীর ওড়ে?—যেথা আদর কেবল।

(৯)

ওলো প্রথম হোলি সেই প্রথম চুমে!
কালো ভ্রমর হ'ল লাল যে কুঙ্কুমে!
যবে পাগল পারা
পিচ- কারীর ধারা
পশে বুকের সুখে মেশে চোখের ঘুমে।

(১০)

আজি দখিন হাওয়া কোল দিয়েছে রে!
প্রাণে যুবন লেহা দোল দিয়েছে রে!
আজ ফুলের লোহে
দোঁহে রাঙাও দোঁহে
আজ লাজের আধা গোল গিয়েছে রে।

(১১)

ওলো কাহার ভুলে বল্ কেমন ভুলে
গেল চাঁপার ফুলে লাল শিরীষ বুলে!
কারে মরম বলি
এ যে লাজের হোলি
হেরি সকল প্রাণে আর প্রাণের কূলে!

(১২)

যদি মরম কহি তবে সরম টুটে
আজি বঁধুর মধু মোর প্রাণের পুটে!
তাই হিয়ার নীড়ে
মোর আবীর ফিরে
এই চরণ ঘিরে তাই কুসুম ফুটে!

(১৩)

—আজি মনে যে মনোজের কেল্লা হ'ল!
—জুঁই ফুলেতে জোছনার জেল্লা হ'ল!
রাকা চাঁদের আলো
পেয়ে ভ্রমর কালো
বেল্- ফুলের মালঞ্চে বেলেল্লা হ'ল!

(১৪)

আজ ফাগুন বায়ে আর ফাগুন চাঁদে
কেন এমন করে হায় আমার সাধে!
পিক পাগল গানে
পিচ্ কারীয়া তানে
হায় কী বোল্ বলে আজ কী আহ্লাদে!

(১৫)

এল হঠাৎ হোলি আজ কোথায় থেকে!
এল অশোক কলি পিচকারীর বেগে!
কালো কোকিল পাখী
হ'ল অরুণ আঁখি
কিশ- লয়ের রাঙা গেল হিযায় লেগে!

(১৬)

মরি কী দোল্ দিল আজি দখিন বায়ে!
প্রাণে পুলক লাগে—লাগে সকল গাযে!
একি ভুবন-ভোলা
রসাবেশের দোলা!
একি প্রেমের খেলা মরি মরণ-ছায়ে!

(১৭)

এল ফাগুন ফিরে এল ফাগুয়া নিয়ে!
ওরে আকুল হিয়া নিল আগু বাড়িয়ে!
এল মৃদুল ছুঁয়ে
[ফুল] ফুটিয়ে ফুঁয়ে
দূরে সরম থুয়ে রাঙা ফাগ হানিয়ে!

(১৮)

—আজ ফাগুন ব'লে ভুল সবার ঘটে।
—তাই সবুজ কিশলয় অরুণ বটে!
ভুল ভিতর থেকে
এল আবীর মেখে
হ'ল প্রথম হোলি তার স্বপন-তটে!

(১৯)

নব বকুল ফুলে গেঁথে নবীন মালা
দোলে দোলাস্ তালে ওলো গোপের বালা!
গেল জাড়ের পালা
ওলো আগুন জ্বালা
গেল জড়ের রীতি হ'ল ভুবন আলা!

(২০)

রাঙা আগুন জ্বালা রং না হয় ফিকা!
হবে পলাশ-কলি ওই আগুন-শিখা!
ওই ছাই-এর রাশি
হবে ফুলের হাসি
যদি সকল নিবি তুই সকল বিকা'।

(২১)

হ'ল মশাল জ্বালা হ'ল মশাল জ্বালা!
দোলে আকাশ-ভালে কিংশুকের মালা!
গেল জাড়ের ভীতি
গেল জড়ের রীতি
নট- কোনার নটী হ'ল আবীর ঢালা!

(২২)

যারা পোড়ায় মেড়া সবে সুধাও হেঁকে,—
পোড়া আবার বেঁচে এল কোথায় থেকে?
দেখে আবীর ও যে
তাজা আগুন-বোঝে
শিং বাঁকায় খালি হায় বেসুর ডেকে!

(২৩)

জ্বাল আগুন জ্বাল ফিরে আগুন জ্বাল!
রাঙা পলাশ-ফুলে হ'ল রঙীন আলো!
গাও তরুণ-গীতি
দাও অরুণ প্রীতি
ওগো ঘুচাও আজি যত জাড়ের কালো।

(২৪)

ও যা' বাতিল হ'ল তারে কর ছাই রে;
তাতে আগুন জেবলে দেখ রোশ্‌নাই রে!
খোলো নতুন পাঁজি
চির- প্রাণের আজি
তাজা পাতায় হ'ল হাল্-খাতা ভাই রে!

(২৫)

ভালো- বাসার আলো জ্বলে যে অন্তরে
সাজে গরব তারে, সে-ই পরব করে।
যার মাণিক ভালে
তার সকল কালে
প্রাণে অকাল-কৌমুদী-উৎসব রে!

(২৬)

এল বিভোল্ হাওয়া মোর প্রাণের পরে!
ও যে আঁচল টানে ও যে পাগল ক'রে!
দিল আকুল ক'রে
সব আদুল করে
এল সরম-হারা নিল মরম হ'রে।

(২৭)

ওগো কিশোর হাওয়া তুমি কেমনতর?
যত বাসন বাঁধি, তুমি শিথিল কর!
নাগা নিলাজ গাছে
তুমি সাজাও সাজে
যত প্রবীণ-রীতি তুমি বাতিল কর!

(২৮)

যার হরিণ-আঁখি সে কি কাজল পরে?
দোলে দোলায় যারে প্রেম সোহাগ ভরে!
যার আদর থাকে
সে কি আবীর মাখে
সাঁচা সরম রঙে রাঙা কপোল পরে?

(২৯)

সখী! কাজল পরা ভালো তারেই সাজে
যার হরিণ-আঁখি প্রেমে উজল রাজে।
যার অন্তরে রং—
ফাগ্ মানায় বরং—
যার আবীর স্ফুরে সারা প্রাণের মাঝে!

(৩০)

ও যে সকল হিয়া বেঁধে কুসুম শরে
ও রে সবাই মার সই কাঁকন করে।
ওর আবীর লোহ
ওর রঙীন মোহ
মুহু পড়ুক ঝরে ঝরে ভুবন পরে।

(৩১)

ওগো যে বাণ গড় নীল কমল দিয়ে
নীল নয়ন-কোণে রাখ তায় লুকিয়ে!
আর আমের কুঁড়ি
রয় যে বাণ জুড়ি'
সে যে পুলক-ফুলে তনু দ্যায় ভরিয়ে!

(৩২)

তুমি যে বাণ গড় রাঙা অশোক ফুলে
রাঙা ঠোঁটেই সে রয়?—কিবা কপোল-মূলে?
অরবিন্দ আছে
কোন্ হিয়ার মাঝে?
কোন্ হাসির তূণে মল্লিকায় থুলে?

(৩৩)

যার ধনুক ছিল গড়া—কুসুম দিয়ে—
এই রঙের গুঁড়া তারি ভস্ম কি এ!
এই আবীর মোহ
তারি বুকের লোহ!
তার চুমার রাঙা গেছে এই সঁপিয়ে!

(৩৪)

যেথা প্রেমের হাওয়া বয় সেথাই হোরি!
যেথা হিয়ার রাঙা রং রাঙায়, গোরী!
যেথা কুসুম ফুটে
ওঠে প্রাণের পুটে
যেথা ফাগুন জুটে দিন ক্ষণ বিসরি।

(৩৫)

ভালো- বাসার মানে এই—ফাগেই নাওয়া
ভালো- বাসার প্রাণে চির-রঙীন্ হাওয়া
সে যে গুলাব-গোলা
রঙে লহর তোলা
আঁখি- জলের বানে সে যে মাণিক পাওয়া।

(৩৬)

ও কে কিশোর ঠোঁটে শিশ্ ভারি দিয়েছে!
শ্যামা পাখীর শিশে টিট্‌কারী দিয়েছে!
ও যে মুকুল মনে
যৌবনের ক্ষণে
খরি রঙের রসে পিচ্‌কারী দিয়েছে!

(৩৭)

ওতো ঝরেই যাবে ও যে ফাগের গ‍ুঁড়া
তবে আবীর উড়া' রাঙা আবীর উড়া'
তবে চলুক হাসি
তবে বলুক বাঁশী
গলে গলুক হিয়া সুখে সোহাগ কুড়া'।

(৩৮)

প্রাণে আবীর আছে যার হোলি খেল
অনু- রাগের রাঙা জাল মেল মেল!
চির স্বপন গাঁথা
যার আঁখির পাতা
ওগো সরম-বাধা সেই পায়ে ঠেল!

(৩৯)

—সখী আবীর গোলে বল্ কি জল দিয়ে?
—আঁখি- গুলাব কুঁড়ি সই! নিঙাড়িয়ে!
অনুরাগের আবীর
আর জল দু'আঁখির
সাঁচা হোলির খেলা হায় ইহাই নিয়ে।

(৪০)

মরি কি দুখ মনে হায় কি দুখ রে তার,—
পিচ্- কারীর কলে রং টানেই নি যার;
ও যে মেলার মাঝে
একা উদাস আছে
ওযে খেলার সাজে ফেলে চক্ষের ধার।

(৪১)

যদি নেহাৎ দেবে তবে না হয় বরং—
দাও আবীর চুলে গায়ে বাসন্তী রং!
যদি ফাগুন লাগে
তবে রঙীন ফাগে
আজি রাঙাও মোরে প্রাণে বাজাও সারং।

(৪২)

গেছে হোলীর হাওয়া চলে মাটির নীচে!
দ্যাখ্ রঙের রসে সারা কানন ভিজে!
পিচ্-কারীর মত
তৃণ-কুসুম যত
একি রভস-ভরে মরি তরঙ্গিছে!

(৪৩)

রঙে বাউল সেজে পথে এলাম ধেয়ে!
রাঙা আবীর মেখে নব ফাগুন পেয়ে!
দোলে দোলায় হিয়া
কোন্ স্বপন-প্রিয়া
আজ সবার চোখে তাই তাকাই চেয়ে!

(৪৪)

হের হোলির শেষে মোর আঙিয়া গো
শত রঙের রসে গেছে রাঙিয়া গো!
আছে ডালিম ফুলি
আছে মলিন ধূলি
আমি নিজেই নিছি সব মাঙিয়া গো!

(৪৫)

কে যে কুসুম-ফুলি রং দিল কাপড়ে!
দিল গুলাল্ কেবা মোর মনে না পড়ে!
মোর সকল বেলা
গেছে খেলেই খেলা,
হায় হিসাব যদি চাও পড়ি ফাঁপরে!

(৪৬)

ওরে আবীর যদি আজ না তোর জুটে
তবে পথের ধূলি তুলে নে দুই মুঠে!
যদি পরব লাগে
যদি হৃদয় জাগে
তবে ধূলার ফাগে হোলি নে তুই লুটে।

(৪৭)

—সখী! কেমন হ'ল তোর হোলির মেলা?
—শুধু স্মৃতির ভরা পিচ্‌কারীর খেলা!
শুধু স্বপন-লেখা
হারা হাসির রেখা
একা হোলীর ছলে আঁখি-সলিল ফেলা।

(৪৮)

মিছে পথের পানে চাওয়া ব্যাকুল চোখে
ম্বারে যে তোর আজি ডেকে নে তুই ওকে;
নেরে আপন ক'রে
ওরে নয়ন-লোরে
রঙে রঙিন ক'রে রাখ্ হৃদয়-লোকে!

(৪৯)

ওকি ধুলেই যাবে ওযে রঙের রাজা
ওকি শুধুই খেলা ওযে আধেক সাজা
মিছে কপাল ভাঙা
ওযে দ্রাবক রাঙা
ও যে দারুণ দাগা-ওযে আগুন তাজা।

(৫০)

কত জনম যেচে কত পেলাম হাসি
কত মরণ সে'চে আঁখি-সলিল-রাশি
কত স্বপন-গোপী
গেছে আবীর সঁপি,
কত যুগের লেহা প্রাণে জুয়ায় আসি।

আলোক লতার ডোর

(গান)

(ও আমার) আলোক লতার ডোর!
কি জালে হায় জড়িয়ে দিলে-
কি ছলে মন মোর!
আমার চির-সজ্জা তুমি
পুলক-বরণি!
আমার চির লজ্জা তুমি
হৃদয়-হরণি!
ফসল তুমি নিষ্ফলতার
ও মোর মনচোর!
জীবনে মোর বিজন সাথী
মনে স্বপন-ঘোর।

গান

রাতের দেবতা দিয়েছিল যারে
দিনের দেবতা নিয়েছে কেড়ে,
না পোহাতে রাতি স্বপনের সাথী
স্বপনেরি মত গিয়েছে ছেড়ে।
আঁধারের হিয়া মধুর করিয়া
চলে গেছে মোর সকল হরিয়া
ডুবে গেছে চাঁদ তবু উন্মাদ
জোয়ারের জল উঠিছে বেড়ে।

পাগল পরশ অঙ্গে লেগেছে
পাগল হয়েছি তাই গো,
পাগল-করা সে যুগল আঁখির
নাগাল কোথায় পাই গো।
অন্ধ যামিনী বন্ধু আমার।
অন্ধ হিয়ার জ্ঞান হাহাকার
দেখ দেখ মোর জীবন আঁধার
ভুবনে কি মসী দিয়েছে মেড়ে!

গান

(হায়) তোমার আমি কেউ নহি গো
সকল তুমি মোর,
(আজ) চাইলে তোমায় পাই যে কাছে
(আর) নাই যে তেমন জোর।
(ওগো) হৃদয় তবু হাহাকারে,
(কেন) কেবল ডাকে হায় তোমারে,
(আমার) আকুল আঁখি তোমায় খোঁজে
খোঁজে আঁখির লোর।
(এই) ভুবন-ভরা শূন্যতা আর সইতে পারিনে,
অন্ধ-করা অন্ধকারের অন্ত হেরিনে,
(আমি) সকল বেলা কেবল ভাবি
কোথাও কিছু নাইক দাবী,
(হায়) বিনি সুতার মালা মোদের
(মাঝে) নাই রে বাঁধন-ডোর।

সাগর-সৈকতে

(গান)

(আমার) বন্ধু আছে সিন্ধু পারে
(সে কথা) ভুলতে পারিনে;
(ও তাই) অকূল ঢেউয়ে নয়ন রাখি
(আঁখি) তুলতে পারিনে।
(আমি) কাঁদতে আসি নিরজনে,
(সাগর) ডুবিয়ে সে দ্যায় গরজনে;
(আমি) আপন মনেও মনকে আমার
(তেমন) খুলতে পারিনে।

(আহা) বন্দী আছে বন্ধু আমার
(ওগো) কেমন শিকলে?
(ওগো) বিরহী ওই বিদ্রোহী ঢেউ
(আজ) লুটায় বিকলে!
সিন্ধুশায়ী পর্ব্বতেরে
কি চোখে সে আজ্‌কে হেরে,
(আজ) কি ভেবে দুই আঁখি ভরে
আঁখিরই জলে!

(তোরা) কেমন ক'রে থাকিস্‌ ভুলে
বল্‌তে পারিনে;
(আমি) ব্যাকুল স্মৃতির বকুল মালা
(পায়ে) দল্‌তে পারিনে।
(আমি) পরের কথায় আপন জনে
করতে নারি তফাৎ মনে,
(ওগো) ঘরের পরের গঞ্জনাতেও
টল্‌তে পারিনে।

গান

(আমি) ডাক্‌ছি তারে আঁখির ধারে গো
(সে কি তা') জান্‌তে পারে না!
(হায়) পরাণ-ডুরির এই বিথারে গো
(তারে) টান্‌তে পারে না!
ডাক্‌ছি তারে মন্‌-গোপনে মনের কামনা
তার তরে মোর উদাস আঁখি মন যে উন্মনা
প্রাণের স্পন্দ ছোঁয় না কি প্রাণ গো
(কাছে) আন্‌তে পারে না!
শুন্‌তে না পাক—না পাক আমার সুদূর এ আহ্বান
(ও তার) শুন্‌তে না পাক কান.
বাস্‌লে ভালো প্রাণের এ ডাক শুন্‌ত যে পরাণ
(ওগো) কাঁদন নাগাল পায় না তারে গো
(মন আমার) মান্‌তে পারে না।

ঊর্দ্ধবাহুর প্রেম

গেরুয়া যাহার ব্যক্ত হ'ল রক্ত চেলীর ভিতর থেকে
কুশণ্ডিকার রঙিন্‌ শিখায় শিউরেছে যে গেরুয়া দেখে
হঠাৎ শুভ শঙ্খ সনে
বাজ্‌ল শিঙা যাহার মনে
জানি গো তার ভাগ্যে বিধি বারেবারেই উল্টো লেখে।

বরষ পরে বরষ গেছে, গেছে কত দিবস নিশা
নায়েনিক উর্দ্ধ চক্ষু ছিল জেগে চাতক-তৃষা
আকাশ-মুখো তর্জ্জনীটা
শুকিয়ে কখন হ'ল শিঠা
নাইক খেয়াল গঙ্গা কখন জোয়ার শেষে হ'ল কৃশা!

তবু হঠাৎ বন্যা এল—ফাগুন এল আগুন জেলে!
পাটল ধুলা উড়িয়ে হাওয়া দিল অশোক পলাশ মেলে!
শিথলে দিয়ে গেরুয়া আঁচল
বা'র হ'ল ফের চেলীর নিচোল
অকালে হায় প্রেমের বোধন সকল বিধি-বিধান ঠেলে!

অসময়ের এই যে মাতন জম্‌ল না সে তেমন ক'রে
দরদী ঠিক জুট্‌ল না কেউ প্রৌঢ় দিনের শেষ বাসরে!
কোথায় কিসের রইল বাধা
গেল না ঠিক কাউকে বাঁধা
উর্দ্ধবাহু সন্ন্যাসীর এই একটা বাহুর বাহুর ডোরে।

তাজ

কবর যে খুসী বলে বলুক তোমায়
আমি জানি তুমি মন্দির!
চির-নিরমল তব মুরতির ভায়
মৃত্যু নোয়ায় নিজ শির!
প্রেমের দেউল তুমি মরণ-বেলায়,
শিরোমণি তুমি ধরণীর।

তীর্থ তুমি গো তাজ নিখিল প্রেমীর,
মরমীর হিয়ার আরাম,
অশ্রু-সায়রে তুমি অমল-শরীর
কমল-কোরক অভিরাম!
তনু-সম্পুট তুমি চির-ঘরণীর,
মৃত্যু-বিজয় তব নাম!

ঘুমায় তোমাতে প্রেম-পূর্ণিমা-চাঁদ,—
এমন উজল তুমি তাই,
চাঁদের অমিয়া পেয়ে এই আহ্লাদ
কোনোখানে কিছু জানি নাই;
ওগো ধবলিমা মেঘ! আলোর প্রসাদ
ঝরে ঘিরি' তোমারে সদাই!

যমুনা প্রেমের ধারা জানি দুনিয়ায়,—
তীর তার ঘিরি চিরদিন
পিরীতির স্মৃতি যত জেগে আছে, হায়,
অতীত প্রেমের পদ-চিন্‌,
ব্রজে কিবা মথুরায় কিবা আগ্রায়
রাজা ও রাখাল প্রেমে লীন।

প্রেম-যমুনার জল প্রেমে সে বিধুর
কাজ্‌রী-কাফিতে উন্মাদ—
গোকুলে সে পিয়াইল রসে পরিপুর
পিরীতির মহুয়া অগাধ ;
শাজাহাঁ-তাজের প্রাণে সঁপিল মধুর
দম্পতী-প্রেমের সোয়াদ !

জগতে দ্বিতীয় রুরু রাজা শাজাহান
দেবতার মত প্রেম তার,
দিয়ে দান আপনার অর্দ্ধেক প্রাণ
মরণ সে ঘুচাল প্রিয়ার।
মরণের মাঝে পেল সুধা-সন্ধান,
মৃত প্রিয়া স্মরণে সাকার !

কী প্রেম তোমার ছিল—চির-নিরলস,
কী মমতা হে মোগল-রাজ !
পালিলে শোকের রোজা কত না বরষ—
ফল ভখি' পরি' দীন সাজ !
কৃচ্ছ্রের শেষে বিধি পুরাল মানস—
উদিল ইদের চাঁদ—তাজ।

ভেবেছিলে শোকাহত! হারায়ে প্রিয়ায়
ভেবেছিলে সব হ'ল ধূল ;
হে প্রেমী! বেঁধেছে বিধি একটি তোড়ায়
চামেলি ও আফিমের ফুল ;
ঝরেছে আফিম-ফুল মরণের ঘায়,
বাঁচে তবু চামেলি অতুল !

টুটেছে রূপের বাসা, জেগে আছে প্রেম,
বেঁচে আছে চামেলি অমল ;
মরণে পুড়েছে খাদ, আছে শুধু হেম
যাত্রীর চির-সম্বল,
কামনা-আকুতি-হীন আছে প্রেম, ক্ষেম,
অমলিন আছে আঁখিজল।

রচিয়াছ রাজা-কবি! কাহিনী প্রিয়ার,
আঁখিজল-জমানো বরফ-
সমতুল মর্ম্মর—কাগজ তুহার,
দুনিয়ার মাণিক হরফ ;
বিরহী গেঁথেছে এ কি মিলনের হার!
কায়া ধরি' জাগে তব তপ!

ভালোবাসা ভেঙে যাওয়া সে যে হাহাকার,-
তার চেয়ে ব্যথা নাই, হায় ;
প্রেম টুটিবার আগে প্রেমের আধার
টুটে যাওয়া ভালো বসুধায় ;
নিরাধার প্রেমধারা ভরি সংসার
উছলি পরশে অমরায়।

সে প্রেম অমর করে ধরার ধুলায়,
সে প্রেমের রূপ অপরূপ,
সে প্রেম দেউল রচি' আকাশ-গুহায়
জ্বালে তায় চির-পূজা-ধূপ ;
সম্রাট! সেই প্রেম প্রাণে তব ভায়
মরলোকে অমৃত স-রূপ।

সে প্রেমের ভাগ পেযে শিলামর্ম্মর
মর্ম্মের ভাষা কয় আজ,
কামিনী-পাপড়ি হেন হয় প্রস্তর,
হয় শিলা ফুলময় তাজ!
চামেলি মালতি যূথীময় সুন্দর
ছত্রে বিরাজে মমতাজ!

যে ছিল প্রেয়সী, আজি দেবী সে তোমার
তুমি তার গড়েছ দেউল,
অঞ্জলি দেছ রাজা! মণি-সম্ভার
কাঞ্চন-রতনের ফুল।
ঢেকেছ মোতির জালে দেহ-বেদী তার
অশ্রু-মুকুতা-সমতুল।

সিংহলী নীলা, রাঙা আরবী প্রবাল,
তিব্বতী ফিরোজা পাথর,
বুন্দেলী হীরা-রাশি, আরাকানী লাল,
সুলেমানী মণি থরে থর,
ইরানী গোমেদ, মরকত থাল থাল
পোখরাজ, বৈদুর্য্য, গুলনর,

চার-কো পাহাড়-ভাঙা মসী-মর্ম্মর,
    চীনা তুঁতী, অমল স্ফটিক,
যশল্মীরের শোভা মিশ্র-বঁদর,
    এনেছ চুঁড়িয়া সব দিক,
মধুমৎস্থিষ্ মণি দুধিয়া পাথর
    দেউলে দেওয়ালী মণি-শিখ।

সাত-শো রাজার ধন মানস-মাণিক
    সঁপেছ তা সবার উপর,
তাই তো তাজের ভাতি আজি অনিমিখ্
    তাই তো সে চির সুন্দর ;
তাই শিস্ দিয়ে ফেরে নন্দন-পিক
    গায় কানে গান মনোহর।

তাই তব প্রেয়সীর শুভ কামনায়
    ওঠে যবে প্রার্থনা-গান,
মর্ম্মর গুম্বজ ভরি' ধ্বনি ধায়,—
    পরশে সে সপ্ত বিমান,
লুফে লুফে ব্যোমচারী মুখে মুখে তায়
    দেবতায় সঁপে সেই তান।

সে ছিল বধূ ও জায়া, মাতা তনয়ের,
    তবু সে যে উর্ব্বশীপ্রায়
চিরপ্রিয়া, চির-রাণী, নিধি হৃদয়ের,
    চির-প্রেম লুটে তার পায় ;
চির-আরাধনা সে যে প্রেম-নিষ্ঠের
    চির-চাঁদ স্মৃতি-জ্যোৎস্নায়।

বাদ্‌শাহী উবে গেছে, ডুবেছে বিলাস,
    ভালোবাসা জাগে শুধু আজ,
জেগে আছে দম্পতী-প্রেম অবিনাশ,
    জেগে আছে দেহী প্রেম তাজ ;
জগতের বুক ভরি উজলি' আকাশ,
    প্রিয় স্মৃতি করিছে বিরাজ।

উজল টুক্‌রা তাজ চন্দ্রলোকের
    পড়েছে গো খসে দুনিয়ায়,
এ যে মহা-মৌক্তিক দিগ্‌বারণের
    মহাশোক-অঙ্কুশ-ঘায়
এসেছে বাহিরি',—নিধি সৌন্দর্য্যের—
    প্রেমের কিরীটে শোভা পায়।

মনো-যতনের সনে মণি-রতনের
দিল বিয়া রাজা শাজাহান,
পুণ্য-প্রতিমা পানে চাহিয়া তাজের
কেটে গেল কত দিনমান,
বিরহীর অবসান হ'ল বিরহের
যেইক্ষণে টুটিল পরাণ।

সাধক পাইল ফিরে সাধনার ধন,
প্রেমিক পাইল প্রেমিকায়,
হৃদয় হৃদয় পেল, মন পেল মন,
কবরে মিলিল কায়ে কায় ;
ঘটাইল বারে বারে নিয়তি মিলন
জীবনে,—মরণে পুনরায়।

গোলাপ ফোটে না আর,—গোলাপের বাস
হেথা তবু ঘোরে নিশিদিন,
আকাশের কামধেনু ঢালে স্মিত হাস
শীর্ণির ক্ষীরধারা ক্ষীণ ;
মৌন হাওযায় পড়ে চাপা নিশ্বাস
যমুনা সে শোনে তটলীন।

মরণের কালি হেথা পায় না আমল,
শ্মশান—ভীষণ তবু নয়,
বিলাস-ভূষণে তাজ নহে টল্‌মল্‌
রাজা হেথা প্রতাপী প্রণয় ;
মৃত্যুর অধিকার করিয়া দখল
জাগে প্রেম, জাগে প্রেমময়।

আজিকে দুয়ারে নাই চাঁদির কবাট—
মোতির কবর-পোষ আর,
তনু-বেদী ঘিরি' নাই কাঞ্চন-ঠাট,
বাগিচায় নাহিক বাহার ;
তবু এ অভ্রভেদী জ্যোৎস্না জমাট
রাজাসন প্রেম-দেবতার।

মখ্‌মল-ঝল্‌মল্‌ পড়ে না কানাৎ
শাজাদীরা আসে না কেহই,
করে না শ্রাদ্ধ-দিনে কেহ খয়রাৎ
শিরনির তরুগুলি বই ;
বাদশা ঘুমান্‌ হেথা বেগমের সাথ ;—
অবাক! চাহিয়া শুধু রই!

ঝরে গেছে মোগলের আফিমের ফুল—
মণিময় ময়ূর-আসন,
কবরে জেগেছে তার চামেলি-মুকুল
মরণের না মানি শাসন;
অমল সে ফুলে চেয়ে যত বুলবুল্
জুড়িয়াছে পুলক-ভাষণ।

জিত মরণের বুকে গাড়িয়া নিশান,
জয়ী প্রেম তোলে হের শির,
ধবল বিপুল বাহু মেলি চারিখান
ঘোষে জয় মৌন গভীর,
চির সুন্দর তাজ প্রেমে নিরমাণ
শিরোমণি মরণ-ফণীর।

কবর-ই-নূরজাহান্

"বর্ ম্যজারে মা গরীবাঁ ন্যঃ চেরাগে ন্যঃ গুলে!
ন্যঃ পরে পরমানা সুজদ্ ন্যঃ স্যতাযে বুলবুলে ॥"

আজকে তোমায় দেখতে এলাম জগৎ-আলো নূরজাহান!
সন্ধ্যা-রাতের অন্ধকার আজ জোনাক-পোকায় স্পন্দমান।
বাংলা থেকে দেখতে এলাম মরুভূমির গোলাপ ফুল,
ইরান দেশের শকুন্তলা! কই সে তোমার রূপ অতুল?
পাষাণ-কবর-বোরকা খোলো দেখ্‌ব তোমায় সুন্দরী!
দাঁড়াও শোভার বৈজয়ন্তী ভুবন-বিজয় রূপ ধরি।
জগৎ-জেতা জাহাঙ্গীরের জগৎ আজি অন্ধকার,
জাগ তুমি জাহান্-নূরী আলোয় ভর দিক আবার;
কর গো হতশ্রী ধরায় রূপের পূজা প্রবর্ত্তন—
কত যুগ আর চল্‌বে অলীক পরীর রূপের শব-সাধন?
জাগাও তোমার রূপের শিখা, মরে মরুক পতঙ্গ;
রতির মূরতিতে জাগ, অঙ্গ লভুক অনঙ্গ।
রূপের গোলাপ রোজ ফোটে না বুল্‌বুলে তা জানে গো,
গোলাপ ঘিরে পরস্পরে তাই তারা ঠোঁট হানে গো;—
তুচ্ছ রূপার তরে মানুষ করছে কত দুষ্কৃতি,
রূপের তরে হানাহানি, তার চেয়ে কি বদ্ রীতি?
খনির সোনা নিত্য মেলে হাট বাজারের দুইধারে,
রূপের সোনা রোজ আসে না, বেচে না সে পোদ্দারে।

রূপের আদর জান্‌ত সেলিম, রূপ-দেবতায় মান্‌ত সে;
সোনার চেয়ে সোনা মুখের ঢের বেশী দাম জান্‌ত সে;

বিপুল ভারত-ভূমির সোনা সঞ্চিত তার ভাণ্ডারে
তবুও কেন ভরল না মন? হায় তৃষিত চায় কারে?
তোমার সোনা মুখটি স্মরি' পাগল-সমতুল্য সে,
রূপের ছটায় ঝল্‌সেছে চোখ পুণ্য পাতক ভুল্‌ল সে,—
রক্ত-সাগর সাঁৎরে এসে দখল পেল পদ্মটির
রূপের পাগল, রূপের মাতাল, রূপের কবি জাহাঙ্গীর।-
টাঁকশালে সে হুকুম দিল তোমায় পেয়ে পূর্ণকাম
"টাকায় লেখ জাহাঙ্গীরের সঙ্গেতে নূরজাহাঁর নাম।"
মোহরে নাম উঠল তোমার, লেখা হল তায় শ্লোকে,—
"সোনার হ'ল দাম শতগুণ নূরজাহানের নাম যোগে।"

মরুভূমির শুষ্ক বুকে জন্মেছিলে সুল্‌তানা!
গরীব বাপের গরব-মণি সাপের ফণা আস্তানা।
তোমায় ফেলে আস্‌ছিল সব, আস্‌তে ফেলে পারল কই?
দৈন্য দশার নির্ম্মমতা টি'কল না দু' দণ্ড বই।
জয়ী হ'ল মায়ের অশ্রু, টলে গেল বাপের মন,
ফেলে দিয়ে কুড়িয়ে নিল স্নেহের পুতুল বুকের ধন।
মরুভূমির মেহেরবানী! তুমি মেহের-উন্নিসা!
তোমায় ঘিরে তপ্ত বালুর দহন চির-দিন-নিশা!
পথের প্রসূন! তোমাব রূপে দুর্নিরীক্ষিত আকৃষ্ট—
ফেলে-দেওযা কুড়িয়ে-নেওযা এই তো তোমার অদৃষ্ট!

দিনে দিনে উঠলে ফুটে পরীস্থানের জরীন্ গুল্!
মলিন করে রূপ রাণীদের ফুট্‌ল তোমাব রূপের ফুল।
রূপে হ'লে অপ্সরী আর নৃত্যগীতে কিন্নরী,
শ্লোক-রচনায় সরস্বতী ধী-শ্রীমতী সুন্দরী,
তীর ছোঁড়া আব ঘোড়ায় চড়ায় জুড়ি তোমার রইল না,
এমন পুরুষ ছিল না যে মূরত বুকে বইল না।
রূপের গুণের খ্যাতি তোমার ছাইল ক্রমে সব দিশা,
নারীকুলের সূর্য্য তুমি, তুমি মেহের-উন্নিসা!
বাদশাজাদা দেখল তোমায়—দেখল প্রথম নওরোজে,
খুসী দিলের খুস্‌রোজে তার জীবন মরণ দুই যোঝে।
খস্‌ল হঠাৎ ঘোমটা তোমার সরম-রাঙা মুখখানি
এ'কে গেল যুবার বুকে রূপরাণী গো রূপরাণী!
বাদশাজাদা চাইল তোমায়, বাদশা হ'লেন তায় বাদী;
শের আফগানের বিবি তুমি হ'লে অনিচ্ছায় কাঁদি।
বাঘ মারে শের শুধু হাতে তোমায় পাওয়ার হর্ষে গো,
বর্দ্ধমানের মাটি হ'ল রাঙা তোমার স্পর্শে গো।

দিনের পরে দিন গেল ঢের ছটা ঋতুর ফুল-বোনা,
বাদশাজাদা বাদশা হ'ল তোমায তবু ভুল্‌ল না ;
অন্যায়ের সে বৈরী চির ভুল্‌ল হঠাৎ ধর্ম্ম-ন্যায়
ডুবে ভেসে তলিয়ে গেল রূপের মোহের কি বন্যায়।
কুচক্রে তার প্রাণ হারাল সরল পাঠান মহাপ্রাণ।
উদারচেতা সিংহ-জেতা সিংহ-তেজা শের আফগান ,
সেলিমের দুধ-মায়ের ছেলে সুবাদারীর তৃষ্ণাতে
মারতে এসে পড়ল মারা শেরেব অসি-সংঘাতে ;
তেজস্বী শের ঘৃণ্য কুতব পাশাপাশি ঘুমায আজ
রাঢ়ের মাটি রাঙিয়ে দ্বিগুণ জাগছে জাহাঙ্গীরেব লাজ !
সকল লজ্জা ডুবিয়ে তবু জাগ্‌ছে নারী তোমার জয়!
সকল ধনের সার যে তুমি, রূপ সে তোমার তুচ্ছ নয়!

পাল্কী এল "আগ্রা চল"—শাহান্‌শাহের অন্দরে,
কাছে গিয়ে দেখ্‌লে তফাৎ, আঘাত পেলে অন্তরে।
মহলে কই বাদশা এলেন ? মৌনে ব্যথা সইলে গো,
চোদ্দ আনা রোজ খোরাকে রং-মহলে রইলে গো।
রেশমী পটে নক্সা এঁকে, গড়ে ফুলের অলঙ্কার,
বাঁদী দিয়ে বিক্রী ক'বে হ'ত তোমার দিন-গুজাব ,
সাদা-সিধা সুতির কাপড় আপনি পবে থাক্‌তে গো.
চাকরাণীদের রাণীর সাজে সাজিয়ে তুমি রাখতে গো।
স্পর্শে তোমাব জুঁই-বুরুজেব শিলায শিলায ফুট্‌ল ফুল,
রূপে গুণে ছাপিযে গেল বং-মহলের উভয কূল।

*　　　*　　　*

কথায বলে মন না মতি.—সেলিমের মন ফিরল শেষ,—
হঠাৎ তোমার কক্ষে এল. দেখল তোমাব মলিন বেশ ;
দেখ্‌ল তোমার পুষ্প-কান্তি, দেখ্‌ল জ্যোতির পুঞ্জ চোখ.
ভুলে গেল খুনেব আড়াল. ভুল্‌ল সে দুধ-ভাযের শোক।
বাদ্‌শা সুধান্‌ "এ বেশ কেন ? নিজেব দাসীর চাইতে ম্লান!"
জবাব দিলে "আমার দাসী—সাজাই যেমন চায পরাণ।
তোমার দাসীব অঙ্গে খামিন্‌! তোমার খুসীর মতন সাজ।"
বাদশা বলেন "সত্যি কথা. দিলে আমায় উচিত লাজ.
আজ অবধি প্রধান বেগম তুমি মেহের! সুন্দরী!
চল আমার খাস্‌মহলে মহল-আলো অপ্সরী।
সিংহাসনে আসন তোমার. আজ থেকে নাম নূরমহল.
বাদশা তোমার গোলাম, জেনো. কবেছ তার দিল্‌ দখল্‌।"

পাঁচ-হাজারের এক এক মোতি. এম্‌নি হাজার মোতির হার
বাদ্‌শা দিলেন কণ্ঠে তোমার সাত-সাগরের শোভার সার।

বাদ্‌শার উপর বাদ্‌শা হ'লে বাদ্‌শা হ'লেন তোমার বশ,
অফুরাণ যে স্ফূর্ত্তি তোমার, অগাধ তোমার মনের রস।
দরবারে বার দিলে তুমি রইলে নাকো পর্দ্দাতে,
জাহাঙ্গীর সে রইল শুধু ব্যস্ত তোমার চর্চ্চাতে।
পিতা তোমার মন্ত্রী হলেন, তুমি আসল শাহান্‌শা,
সেনা-নাযক ভাইটি তোমার যোদ্ধৃ কবি আসফ জা।
দেশে আবার শান্তি এল ভারত জুড়ে মহোৎসব—
বাড়ল ফসল শিল্প-কুশল হ'ল ফিরে শিল্পী সব।
নূতন কত শিল্প প্রচার করলে ভারত মণ্ডিতে—
ফুলের আত্মা আতর হ'ল অমর হ'ল ইঙ্গিতে।
তুমি গো সাম্রাজ্য-লক্ষ্মী কর্ম্মে সদা উৎসাহী
জাহাঙ্গীরের পাঞ্জা নিয়ে করলে নারী বাদসাহী;
নারীর প্রতাপ, প্রতিভা আর নারীর দেখে মন্ত্রবল
দরবারী সব চটল মনে, উঠল জ্বলে ওমরাদল,
বাদ্‌শাজাদা খুরম্‌ এবং দশহাজারী মহব্বৎ
বিষম হ'ল বৈরী তোমার তবুও তুমি সূর্য্যবৎ
রইলে দীপ্ত, রইলে দৃপ্ত করলে নিবোধ সব হানা
ধী-শ্রী-ছটার ছত্র মাথায় ছত্রবতী সুল্‌তানা।
বাদ্‌শা যখন নজর-বন্দী মহব্বতের ফন্দীতে
চললে তুমি সিংহী সম চল্‌লে স্বয়ং রণ দিতে;
হাতীর পিঠে হাওদা এঁটে ঝিলাম-নদের তরঙ্গে
ঝাণ্ডা তুলে লড়তে এলে মাতলে তুমি কী রঙ্গে;
শত্রু মেরে করলে খালি তীরে-ভরা তিনটে তূণ,
আঘাত পেয়ে কর্ণে কাঁধে যুঝলে তখ্‌ন চতুর্গুণ:
দুষমনেরা উঁচু ডাঙায়, তুমি নদীর গর্ভে গো,
তোমার হানায় অধীর তবু ভাবছে কি যে করবে গো;
হঠাৎ বেঁকে বস্‌ল হাতী বিমুখ হ'ল অস্ত্র-ঘায়
ফিরলে তুমি বাধ্য হয়ে ক্ষুব্ধ রোষের যন্ত্রণায়।
বন্দী স্বামীর মোচন-হেতু হ'লে এবার বন্দিনী,
মহব্বতের মুঠো শিথিল করলে ইরাণ-নন্দিনী;
জিতে তবু হারল শত্রু, করলে তুমি কিস্তিমাৎ,
তোমার অস্ত্র অমোঘ সদা তোমার অস্ত্র সে নির্ঘাত;
ফকীর-বেশে শত্রু পালায়, তোমার হল জয় শেষে,—
তোড়ে তোমার ঐরাবত ঐ মহব্বত-খাঁ যায় ভেসে।

*

আজ লাহোরের
লুপ্ত তোমার রূপের লহর জঙ্গলে আর জঞ্জালে,
জীর্ণ তোমার সমাধি আজ, মীনার বাহার যায় ঝরি,
আজকে তুমি নিরাভরণ চিরদিনের সুন্দরী।
হোথা তোমার স্বামীর সমাধ যত্নে তোমার উজল ভায়
ঝল্‌মলিছে শাহ-ডেরা রতন-মণির আল্‌পনায়।

গরীব বাপের গরীব মেয়ে তুমি আছ এক্‌লাটি,—
সিংহাসনের শোভার নিধি পালং তোমার আজ মাটি!
শাহ-ডেরার সুপ্ত মালিক জেগে তোমায় ডাক্‌ছে না,
তুমি যে আর নাইকো পাশে সে খোঁজ সে আজ রাখ্‌ছে না।
সূক্ষ্ম সোনার সুতায় বোনা নাই সে গদি তোমার হায়!
আজকে তোমার বুকে পাথর, মাথায় পাথর, পাথর পায়!
বিস্মরণী লতার বনে ঘুমাও মাটির বন্ধনে,
গোরী! তোমার গোরের মাটি রূপের গোপীচন্দন এ।
সোহাগী! তোর দেহের মাটি স্বামী-সোহাগ সিঁদুর গো,
জীর্ণ তোমার শ্রীহীন কবর বিশ্বনাবীর শ্রী-দুর্গ!

শিয়রে কি লিখন লেখা! অশ্রুভরা করুণ শ্লোক,—
এ যে তোমার দৈববাণী জাগায় প্রাণে দারুণ শোক ;—
হে সুলতানা! লিখেছ এ কী আফশোষে সুন্দরী!
লিখছ তুমি "গরীব আমি" পড়তে যে চোখ যায় ভরি।—
"গরীব-গোরে দীপ জেবল না ফুল দিযো না কেউ ভুলে—
শামা পোকার না পোড়ে পাখ, দাগা না পায় বুল্‌বুলে।"
সত্যি তোমার কবরে আর দীপ জ্বলে না, নূরজাহান!
সত্যি কাঁটার জঙ্গলে আজ পুষ্পলতার লুপ্তপ্রাণ।
নিঃস্ব তুমি নিরাভরণ ধূসর ধূলির অঙ্কেতে,
অবহেলার গুহার তলায় ডুব্‌ছ কালের সঙ্কেতে।
ডুব্‌ছে তোমার অস্থিমাত্র—স্মৃতি তোমার ডুব্‌বে না,
রূপের স্বর্গে চির নূতন রূপটি তোমার যায় চেনা।
সেথায় তোমার নাম ঘিরে ফুল উঠছে ফুটে সর্ব্বদাই,
অনুরাগের চেরাগ যত উজল জ্বলে বিরাম নাই,
চিত্ত-লোকে তোমার পূজা—পূজা সকল যুগ ভরি'
মোগল-যুগের তিলোত্তমা! চিরযুগের সুন্দরী!

'জাগৃহি'

পাপ্‌ড়ি-ঝরা পুরাতনের পাণ্ডুবরণ পদ্মচাকী,—
তার মাঝে কে ঘুমিয়ে আছ,—নয়ন-মেল,—তোমায় ডাকি ;
জাগ, ওগো! ধূসর ধরার হিরণ-বরণ জীবন-কণা!
জাগ পুরাতনের পুরে নূতনেরি সম্ভাবনা!

পুরাতনের ডিম্ব টুটে বাইরে এস নূতন পাখী!
নূতন আঁখির আলোক দিয়ে অন্ধকারের ফুটাও আঁখি ;
জাগাও আশা নূতন আশা নূতন ছন্দ নূতন গীতি
গরুড় যদি না হও তুমি সূর্য্যরথের হও সারথি।

শস্ত পাহাড় হচ্ছে গুঁড়া শক্তুসম পলে পলে
মহাকালের বজ্রকঠোর নিবিড় আলিঙ্গনের তলে।
মৌনমুখে যায় পুরাতন শক্তু-কলস মাথায় ক'রে
তুমি এস নূতন জীবন! কুম্ভ তোমার সুধায় ভ'রে।

তুমি এস নূতন বর্ষে নূতন হর্ষ! নূতন জ্যোতি।
সর্ষে-পারা বটের বীজে ভবিষ্যতের বনস্পতি।
এস অজয়!—পরাজয়ে, এস অমর! মৃত্যুপুরে ;
বস ধূলায়,—আসন পেতে দূর্ব্বা-লতার শ্যামাঙ্কুরে।

বিধাতা আর ধাতায় মিলে ঘুরায় মুহু অয়ন্-ঘড়ি,
সমীর ফেরে শমী-বনে অগ্নিমন্থ মন্ত্র পড়ি ;
প্রাচীন দিনের সূর্য্য ঢলে প্রলয়-জলে শয্যা পেতে,
জাগ তুমি নূতন সূর্য্য! নীহারিকার বুম্বুদেতে।

পুরাতনের স্তম্ভ চিরে বাইরে এস সিংহতেজে,
জাগ জড়ের সুপ্ত জীবন গোপন শিখায় নয়ন মেজে ;
অবিশ্বাসের হোক্ অবসান, তুমিই তাহার নিশাস রোধ' ;
অন্তরে হও আবির্ভূত হে আত্মদ! বলপ্রদ!

বৈশাখী

বৈশাখ শুভ বৈশাখ তুমি
　　দেব-করুণায় মাখা.
মর্ত্ত্য লোকের দুযারে রোপিত
　　কল্পতরুর শাখা।
চম্পকে তুমি ফুল ধরায়েছ
　　রসালে রঙিন ফল,
দীপ্তি তোমাব জপের মন্ত্র
　　ঝঞ্ঝা তোমার ছল।

কে বলে তোমায রিক্ত? তুমি যে
　　সত্য যুগের আদি,
আলো-শতদল হৃদয়ে তোমার
　　তুমি হে ব্রহ্মবাদী।
মহেশেরে তুমি পূজেছ পূজিছ
　　বৈশাখী চাঁপা-ফুলে,
কৌতুক তব কাল-বৈশাখী,
　　ধ্বজা তব মেঘে ধূলে।

বঙ্গে একদা জাগালে প্রতাপ
　　কনকোজ্জ্বল স্মৃতি,
পুণ্যাহ মাস বুকে তব লেখা
　　তার অভিষেক-তিথি ;

চাঁপার উগ্র গন্ধে হৃদয়
মাতাল হইয়া উঠে,
কাঞ্চন-নিভ বৈশাখী চাঁপা
রুদ্রের পায়ে লুটে।

ভারতে করিলে তুমি প্রবুন্ধ
বুন্ধেরে দিলে আনি
এসিয়ার আলো চুমিল প্রথম
তোমার ললাটখানি।
হেম-চম্পক বরণ-বিভায়
ছাইল ধরণীতল,
শিবের চরণে পড়িল তোমার
অমল চাঁপার দল।

জগতের কবি প্রভাময় রবি
তোমারই অঙ্কে শোভে,
চন্দ্রলোকের চকোর মরতে
যার গীত-সুধা লোভে
চম্পা-পেলব গানগুলি যার
পুলকে আলোক ছায়,—
হাজার হাজার চাঁপা-ফুল পড়ে
সুন্দর-শিব-পায়।

বিশাখা তারায় জন্ম তোমার
নাম তব বৈশাখ,
মধু দান তুমি দিলে দুনিয়ায
ভাঙিয়া মধুর চাক,
পুণ্য ভানুর আলো-চন্দন
ললাটে তোমার আঁকা.
বৈশাখ শুভ বৈশাখ তুমি
কল্পতরুর শাখা।

নাগকেশর

রাজদুলালী কনক-চাঁপা ফুট্‌ল যেদিন,—তার দোসর
কাঞ্চীপুরের কাঞ্চনিয়া জুট্‌ল সেদিন নাগকেশর ;
মধু-মদের গন্ধ গায়
জুট্‌ল হঠাৎ দখিন বায়
হাওয়াই ঘোড়া ছুটিয়ে এল দখিন হ'তে এ সুন্দর!

মালঞ্চ আজ আলোয়-আলো মোহন রূপের গৌরবে,
আকাশ ভ'রে ঢেউ উঠেছে কিশোর তনুর সৌরভে ;
হিরণ্য-কেশ সূর্য্য তায়
তপ্ত চুমা দিচ্ছে হায়
সোনা হ'য়ে উঠল কেশর তাই কি ?—ভানুর বৈভবে ?

স্বর্ণ শরে পূর্ণ একি গন্ধরাজের তূণখানি !—
পুষ্পকান্তি ললাটে কার তিলক শোভে জাফ্‌রাণী !
মোতির পরে সোনার থর।
চাঁদের বুকে সূর্য্যকর।
সদ্য-জাগা যৌবনে এ কোন্ কামনার রাজধানী।

শঙ্খনাগের মাথায় ওকি সোনার চূড়া গজিয়েছে,
মাতা মধুর মাৎ নিয়ে হায় মাতিয়েছে মন মজিয়েছে ;
মৌমাছিরা মূর্চ্ছা পায়
গর্ম্মি হাওয়া ভির্ম্মি যায়,
হলুদ ফাগে ভোম্‌রা গুলোয় বোল্‌তা হ'তে ভজিয়েছে।

চীনাংশুকে স্বর্ণমূর্ত্তি রয়েছে কার উজ্জ্বলি'
ইন্দু নেছে আঁচল পেতে ভানুর কনকাঞ্জলি।
বিশ্ব-কবি সেই কথাই—
লিখ্‌ছে শ্লোকে,—বিরাম নাই,—
ফুল হ'য়ে তার ফুট্‌ছে গো শ্লোক ছন্দে আলোক হিল্লোলি।

বনমানুষের হাড়

(বাউলের সুর)

বনের হাওয়া উঠল মেতে ছুট্‌ল ভুবনে!
মনের পাগল জাগ্‌ল, ওসে জান্‌ল কেমনে!
ঘরবাসী তুই মনরে আমার পিঞ্জরে তোর বাড়,
(তবু) পঞ্জরে তোর জাগ্‌ছে কি ও? বনমানুষের হাড়!
[কোরাস্] (ওযে) বনমানুষের হাড়!

(ওকি) ঘুমিয়ে ছিল মনের ঝোলায় প্রাণের অন্দরে,
জাগ্‌লে হঠাৎ বাউল হাওয়ার আউল মন্তরে!
"রাস" নাচে রে ঘূর্ণি বাতাস রোধ ক'রে নিশ্বাস!
মনের বুনো মাদল বাজায় কী তার যে উল্লাস!
উল্লাসে তার সামাল দিতে সৃষ্টিটা তোলপাড়!
[কোরাস্] (ওযে) বনমানুষের হাড়!

ধূলোয় ধূলোয় ধূলোয় ভরে ধূলোট করে কে!
ভাবের ধন আর ভবের মানুষ তুলোট করে রে!
বন ভেঙে কে নগর বসায়, নগর করে বন.
গুঁড়িয়ে দেউল ওড়ায় ফুঁয়ে মাতাল করে মন ;
চাড় দিয়ে কে পাহাড় তোলায়, ক্ষেপায় শিবের ষাঁড়!
[কোরাস্] (ওযে) বনমানুষের হাড়!

ভেল্ চলে গো ভুবন জুড়ে ভেলকী চালায় সে!
হিসাব কিতাব গুলিযে দিযে শাস্ত্র জ্বালায় রে!
(ওসে) মানেই নাক' বেদেব পুঁথি কিম্বা বেদব্যাস!
জ্বালিয়ে কেতাব আগুন পোহায এম্নি বদ্ অভ্যাস!
আগুন লাগায ভূত সে ভাগায দেয ক'রে সাবাড়!
[কোরাস্] (ওযে) বনমানুষেব হাড়!

বন মানুষের হাড় পেযেছে শাক্য কেশরী,
(ওসে) বিজন বনে পালিযে গেছে প্রাসাদ পাশরি!
আব পেযেছে—পেযেছে গো কমল-মুখী রাই।
(ওসে) কলঙ্কিনী নাম কিনেছে (কুলে) দ্যাযনিক' কেউ ঠাঁই।
(তবু) অন্তবে তাব ফুটেছে ফুল—কদম-ফুলের ঝাড়
[কোরাস্] (ওযে) বনমানুষের হাড়!

পেযেছে হাড় কালাপাহাড় পেযেছে তৈমুর
(ও তাই) ভাঙন্-মুখো ভেল্কী তাদেব. কেবল কি ভাঙচুর!
বেরিযে গেছে মৃত্যু-নেশাব মত্ত মাতালে.—
ঘূর্ণি হাওয়ায ছুটিযে ঘোড়া মর্ত্যে পাতালে!
উজাড় ক'বে কুণ্ঠা-কুণোব মগজ-ভরা ভাঁড়
[কোরাস্] (ওযে) বনমানুষেব হাড়!

(ওরে) বুদ্ধিজীবীব বুকেব পাঁজব গোণা গাঁথা সব,—
তাব মাঝে তুই কবিস্ কোথায তাণ্ডবে উৎসব?
(ওরে) বনমানুষেব হাড়েব পাশা! অঙ্গে বনের চিন,
মানুষের তুই হাতেব পাশা হ'স কি কোনো দিন?
কিম্বা বুনোই এমনি বে তুই আড়ির মতই আড়!
[কোরাস্] (ওযে) বনমানুষের হাড়॥

জাতির পাঁতি

জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে
সে জাতির নাম মানুষ জাতি ;
এক পৃথিবীর স্তন্যে লালিত
একই রবি শশী মোদের সাথী।

শীতাতপ ক্ষুধা তৃষ্ণার জ্বালা
সবাই আমরা সমান বুঝি,
কচি কাঁচাগুলি ডাঁটো করে তুলি
বাঁচিবার তরে সমান যুঝি।
দোসর খুঁজি ও বাসর বাঁধি গো,
জলে ডুবি, বাঁচি পাইলে ডাঙা,
কালো আর ধলো বাহিরে কেবল
ভিতরে সবারি সমান রাঙা।
বাহিরের ছোপ আঁচড়ে সে লোপ
ভিতরের রং পলকে ফোটে,
বামুন, শূদ্র, বৃহৎ, ক্ষুদ্র
কৃত্রিম ভেদ ধূলায় লোটে।
রাগে অনুরাগে নিদ্রিত জাগে
আসল মানুষ প্রকট হয়,
বর্ণে বর্ণে নাই বে বিশেষ
নিখিল জগৎ ব্রহ্মময়।
যুগে যুগে মরি কত নির্ম্মোক
আমবা সবাই এসেছি ছাড়ি'
জড়তার জাড়ে থেকেছি অসাড়ে
উঠেছি আবার অঙ্গ ঝাড়ি';
উঠেছি চলেছি দলে দলে ফের
যেন মোরা হ'তে জানিনে আলা,
চলেছি গো দূর-দুর্গম পথে
রচিযা মনেব পান্থশালা;
কুল-দেবতার গৃহ-দেবতার
গ্রাম-দেবতাব বাহিযা সিঁড়ি
জগৎ-সবিতা বিশ্বপিতাব
চরণে পরাণ যেতেছে ভিড়ি'।
জগৎ হয়েছে হস্তামলক
জীবন তাহারে ধরেছে মুঠে
অভেদেব বেদ উঠেছে ধ্বনিয়া,—
মানস-আভাস জাগিয়া উঠে!
সেই আভাসের পুণ্য আলোকে
আমরা সবাই নযন মাজি,
সেই অমৃতের ধারা পান করি'
অমেয় শকতি মোদের আজি।
আজি নির্ম্মোক-মোচনের দিন
নিঃশেষে গ্লানি ত্যজিতে চাহি,
আছাড়ি আকুলি আস্ফালি তাই
সারা দেহ মনে স্বস্তি নাহি।

পরিবর্ত্তন চলে তিলে তিলে
চলে পলে পলে এমনি ক'রে,
মহাভুজঙ্গ খোলোস খুলিছে
হাজার হাজার বছর ধরে!
গোত্র-দেবতা গর্ত্তে পুঁতিয়া
এশিয়া মিলাল শাক্যমুনি,
আর দুই মহাদেশের মানুষে
কোন্ মহাজন মিলাল শুনি!
আসিছে সেদিন আসিছে সেদিন
চারি মহাদেশ মিলিবে যবে,
যেই দিন মহা-মানব-ধর্ম্মে
মনুর ধর্ম্ম বিলীন হবে।
ভোর হ'য়ে এল আর দেরী নাই
ভাঁটা সুরু হ'ল তিমির-স্তরে,
জগতের যত তূর্য্য-কণ্ঠ
মিলিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করে!
মহান্ যুদ্ধ মহান্ শান্তি
করিছে সূচনা হৃদয়ে গণি,
রক্ত-পঙ্কে পঙ্কজ-বীজ
স্থাপিছেন চুপে পদ্মযোনি।
ভোর হ'য়ে এল ওগো! আঁখি মেল
পূরবে ভাতিছে মুকুতাভাতি,
প্রাণের আভাসে তিতিল আকাশ
পাণ্ডুর হ'ল কৃষ্ণা রাতি।
তরুণ যুগের অরুণ প্রভাতে
মহামানবের গাহবে জয়—
বর্ণে বর্ণে নাহিক বিশেষ
নিখিল ভুবন ব্রহ্মময়।

বংশে বংশে নাহিক তফাৎ
বনেদী কে আর গর্-বনেদী,
দুনিয়াব সাথে গাঁথা বুনিয়াদ্
দুনিযা সবারি জনম-বেদী।
রাজপুত আর রাজা নয় আজ
আজ তারা শুধু রাজার ভৃত,
উগ্রতা নাই উগ্রক্ষত্রে
বনেদ হযেছে অমজবুত।
নাপিতের মেযে মুরার দুলাল
চন্দ্রগুপ্ত রাষ্ট্রপতি,
গোয়ালার ভাতে পুষ্ট যে কানু
সকল রথীর সেরা সে রথী।

বঙ্গে ঘরানা কৈবর্ত্তেরা,
 বামুন নহে গো—কায়েৎও নহে,
আজো দেশ কৈবর্ত্ত রাজার
 যশের স্তম্ভ বক্ষে বহে।
এরা হেয় নয়, এরা ছোটো নয় ;
 হেয় তো কেবল তাদেরি বলি—
গলায় পৈতা মিথ্যা সাক্ষ্যে
 পটু যারা করে গঙ্গাজলী ;
তার চেয়ে ভালো গুহক চাঁড়াল,
 তার চেযে ভাল বলাই হাড়ী,—
যে হাড়ীর মন পূজার আসন
 তারে মোরা পূজি বামুন ছাড়ি',
ধর্ম্মের ধারা ধরেছে সে প্রাণে
 হাড়ীব হাডে ও হাডীর হালে
পৈতা তো সিকি পয়সার সূতা
 পারিজাত-মালা তাহার ভালে।
রুইদাস মুচি, সুদীন কসাই,—
 গণি শুকদেব-সনক-সাথে.
মুচি ও কসাই আর ছোটো নাই
 হেন ছেলে আহা হয সে জাতে।
চণ্ডাল সে তো বিপ্র-ভাগিনা
 ধীবর-ভাগিনা যেমন ব্যাস,
শাস্ত্রে রযেছে স্পষ্ট লিখন
 নহে গো এ নহে উপন্যাস।
নবমাবতার বুদ্ধ-শিষ্য
 ডোম আর যুগী হেলাব নহে,
মগধের রাজা ডোমনি রায়ের
 কাহিনী জগতে জাগিয়া রহে।
মদের তৃষ্ণা শুঁড়িরে গড়েছে
 মিছে তারে হায গণিছ হেয়,
তান্ত্রিক দেশে মদের পূজারী
 তাহ'লে সবাই অপাংক্তেয।
কেউ হেয নাই, সমান সবাই,
 আদি জননীর পুত্র সবে.
মিছে কোলাহল বাড়ায়ে কি ফল
 জাতির তর্ক কেন গো তবে ?
বাউরী, চামার, কাওরা, তেওর,
 পাটনী, কোটাল, কপালী, মালো,
বামুন, কায়েৎ, কামার, কুমোর,
 তাঁতি, তিলি, মালি সমান ভালো ;

বেনে, চাষী, জেলে, ময়রার ছেলে,
তাম্‌লী, বারুই তুচ্ছ নয় ;
মানুষে মানুষে নাহিক তফাৎ,
সকল জগৎ ব্রহ্মময়!
সেবার ব্রতে যে সবাই লেগেছে
লাগিছে—লাগিবে দু'দিন পরে,
মহা-মানবের পূজার লাগিয়া
সবাই অর্ঘ্য চয়ন করে।
মালাকর তার মাল্য জোগায়
গন্ধবেনেরা গন্ধ আনে,
চাষী উপবাসী থাকিতে না দেয়,
নট তারে তোষে নৃত্যে গানে,
স্বর্ণকারেরা ভূষিছে সোনায়,
গোয়ালা খাওয়ায় মাখন ননী,
তাঁতিরা সাজায় চন্দ্রকোণায়,
বণিকেরা তারে করিছে ধনী,
যোদ্ধারা তারে সাঁজোয়া পরায়,
বিদ্বান্‌ তার ফোটায় আঁখি
জ্ঞান-অঞ্জন নিত্য জোগায়
কিছু যেন জানা না রয় বাকী।
ভাবের পন্থা ধরে সে চলেছে
চলেছে ভবিষ্যতের ভবে,
জাতির পাঁতির মালা সে গাঁথিয়া
পরেছে গলায় সগৌরবে।
সরে দাঁড়া তোরা বচন-বাগীশ
ভেদের মন্ত্র ডুবা রে জলে,
সহজ সবল সরস ঐক্যে
মিলুক মানুষ অবনীতলে।
ডঙ্কা পড়েছে শঙ্কা টুটেছে
দামামা কাড়ায় পড়েছে সাড়া,
মনে কুণ্ঠার কুষ্ঠ যাদের
তারা সব আজ সরিয়া দাঁড়া।
তুষার গলিয়া ঝোরা দুরন্ত
চলে তুরন্ত অকূল পানে
কল্লোল ওঠে উল্লাসভরা
দিকে দিগন্তে পাগল গানে ;
গণ্ডী ভাঙিয়া বন্ধুরা আসে
মাতেরে হৃদয় পরাণ মাতে,
গো-ত্র আঁকড়ি গরুরা থাকুক
মানুষ মিলুক মানুষ সাথে।

জাতির পাঁতির দিন চ'লে যায়
সাথী জানি আজ নিখিল জনে,
সাথী বলে জানি বুকে কোলে টানি
বাহু বাঁধে বাহু মন সে মনে।
যুদ্ধের বেশে পরমা শান্তি
এসেছে শঙ্খ চক্র হাতে,
প্লাবন এসেছে পাবন এসেছে
এসেছে সহসা গহন রাতে।
পঙ্কিল যত পল্বলে আজ
শোনো কল্লোল বন্যাজলে!
জমা হ'য়ে ছিল যত জঞ্জাল
গেল ভেসে গেল স্রোতের বলে।
নিবিড় ঐক্যে যায় মিলে যায়
সকল ভাগ্য সব হৃদয়,
মানুষে মানুষে নাই যে বিশেষ
নিখিল ধরা যে ব্রহ্মময়॥

টিকিমেধ যজ্ঞ

দেবতা দিলেন চুল, মানুষ কাটিয়া কৈল 'টিকি';
খেয়ালে সে কৈল কাবু সুবিখ্যাত শেয়ালের বাপে
টিকির মাহাত্ম্য লিখি'। সমাচ্ছন্ন টিকির প্রতাপে
অর্দ্ধ ধরা; ব্যাখ্যা হৈল "অহো! টিকি কিনা বৈদ্যুতিকী।"
সেই পুচ্ছ আধ্যাত্মিকী সেই টিকি কালো ঝিকিমিকি
নির্ম্মূল করিল সিংহ,—তাব রৌপ্য কাঁচিটির চাপে।
সর্পযজ্ঞে জন্মেজয় পোড়াইল যথা লক্ষ সাপে—
সেই মত নষ্ট হৈল বহু টিকি, বৈদিকী, তান্ত্রিকী
টিকিমেধ যজ্ঞে তাব; নষ্ট হৈল সর্প সম ফুঁসি
বাহিরে দেখায়ে রোষ;.. মনে মনে মূল্য পেয়ে খুসী
টিকির মালিক যত। অন্তরীক্ষে হাসিল দেবতা;—
অন্ততঃ এ-হেন কাণ্ডে দেবতার হাসিবার কথা।
সাব্যস্ত হইল চুল, শশব্যস্ত টিকি অন্তর্ধান;
কলিযুগে কালীসিংহ উদ্ধারিল দেবতাব মান।

কালীপ্রসন্ন সিংহ

তা'রা নহে প্রবঞ্চক গরু যারা কাটে বক্‌রিদে,—
করুক্ যা' খুসী পরে,—প্রথমে ত মূল্য দিয়া আনে,
মূল্যে হয় গৌণ শুদ্ধি। কিন্তু যারা বঞ্চি যজমানে

গোদানে প্রবৃত্ত করে,—শেষে বেচে কসায়েরে সিধে—
দুধ বন্ধে দ্বিধাহীন,—মুখে শাস্ত্র, স্বার্থপঙ্ক হৃদে—
নরকের গন্ধময়,—তাদের কী বলে অভিধানে?—
বল, খেয়ালীর রাজা! হে রসিক! বল কানে কানে
কিম্বা বল উচ্চকণ্ঠে ;—যখন রেখেছ তুমি বিঁধে
গৃহভিতে,—মুখ-সর্ব্ব ভণ্ড যত গর্ব্বিতের টিকি—
করিয়াছ যজ্ঞ টিকিমেধ,—তখন কিসের দ্বিধা?
পুনঃ তুমি এস বঙ্গে পুণ্যশ্লোক সিংহ গুণধাম!
মোহর কিম্মৎ কার, কার টাকা, কার্ মূল্য সিকি
জেনে নাও, কর নব্য ব্রাহ্মণ্যের মূল্য মুসাবিদা,
কাট টিকি, লেখ নাম, রফা ক'রে ফেলে দাও দাম।

নির্জ্জলা একাদশী

সুজলা এই বাংলাতে, হায়, কে করেছে সৃষ্টি রে—
নির্জ্জলা ওই একাদশী—কোন্ দানবের দৃষ্টি রে!
শুকিযে গেল, শুকিয়ে গেল, জ্বলে গেল বাংলা দেশ,
মায়ের জাতির নিশ্বাসে হয় সকল শুভ ভস্মশেষ।

* * *

হাজার হাজার শুষ্ক কণ্ঠে একটি ফোঁটা জল দিতে—
কেউ কি গো নেই কোটির মধ্যে দুর্ব্বলেরে বল দিতে?
কেউ দেবে না জল পিপাসার! কেউ করেনি স্তন্যপান!
কেবল এম্-এ, কেবল বি-এ, কেবল অহংমন্যমান।
কেবল তর্ক, শুষ্ক তর্ক, কেবল পণ্ড পাণ্ডিতী,
হৃদয় নেইক, জীবন নেইক, নেইক স্নেহ, নেই প্রীতি।
দেখ্‌ছে হয়ত নিজের ঘরেই—দেখ্‌ছে এবং বুঝছে সব,
দেখ্‌ছে মায়ের বোনের উপর নির্জ্জলা এই উপদ্রব ;
হয় তো রুগ্না শরীর ভগ্না হয় তো মুহু মূর্চ্ছা যায়,
তবুও মুখে জল দেবে না! . ধর্ম্ম যাবে! হায় রে হায়!
জল দেবে না, ওষুধ মানা, একাদশীর উপোষ যে,
মরা জরার বুকে বসে ভণ্ডগুলো চোখ বোজে ;
হিন্দুযানীর বড়াই ক'রে বি-এ, এম্-এ গাল বাজায়,
লম্বা-টিকি—মড়ার মাথায় জোনাক-পোকার দীপ সাজায়।

* * *

কচি মেয়ের একাদশী—জল চেয়েছে মার কাছে,
বাপ এসে তা কর্ব্বে আটক,—ধর্ম্ম খসে যায় পাছে ;
এও মানুষে ধর্ম্ম ভাবে! হায় রে দেশের অধর্ম্ম!
হায় মূঢ়তা! এর তুলনায় হত্যাও নয় কুকর্ম্ম।

হত্যা—সে লোক ঝোঁকেই করে এক নিমেষে সকল শেষ ;
এ যে কেবল দগ্ধে মারা যাপ্য করা মৃত্যু-ক্লেশ ;
বিনা পাপে শাস্তি এ যে, ধর্ম্ম এ নয়, হয়রানী,
এর স্বপক্ষে শাস্ত্র নেইক, থাক্‌তে পারে শয়তানী।

* * *

ধর্ম্ম নাকি নষ্ট হবে! বাংলা দেশের বাইরে, হায়,
হিন্দু কি আর নেই ভাবতে?..কাঞ্চী, কাশী, অযোধ্যায?
তাবা কি কেউ পালন কবে একাদশীর নির্জ্জলা?
ভ্রষ্ট সবাই?..বঙ্গে শুধুই হিঁদুয়ানী নিশ্চলা?

* * *

স্মার্ত্ত রঘু! স্মার্ত্ত রঘু! শুন্‌ছ নাকি আর্ত্তরব?
দেখছ নাকি বাংলা জুড়ে বাড়ছে তোমার অগৌরব?
অগৌরবে ডুব্‌ছ তুমি—ডোবাচ্ছ এই দেশটাকে,
যাবা তোমায় চল্‌ছে মেনে, টান্‌ছ তাদের ওই পাঁকে।
তোমার পাপের ভাগী হ'তে ডাক্‌ছ জরদ্গব সবে,
একাদশীর এক্‌লা দোষী—বাড়াচ্ছ দল রৌরবে।

* * *

শাস্ত্র গড়ার শক্তি নিযে হযনি তোমাব জন্ম, হায়,
পরেব উঞ্ছে পেট ভবেছ পরের অন্নে পুষ্ট কায়,
তোমার উঞ্ছ-সংহিতাতে নিজের মৌলিকত্ব কই?
মাথায তোমাব পডছে ভেঙে ঊনিশ মুনির মনু ওই!
কার ঘাড়ে কাব জুড়লে মাথা ঠিক-ঠিকানা নেই কিছু,
নির্জ্জলা এই দুঃখ বিধান গড়্‌ল তোমার মন নীচু॥
মণির খনি খুঁড়ে তুমি কেবলি কাঁচ কুড়িয়েছ,
হায রে শুষ্ক! হৃদযবিহীন! কেবল ধুলো উড়িয়েছ।

* * *

পাঁতি দিয়ে অনেক নরক করলে তুমি ব্যবস্থা,
ভাব্‌ছি আমি পরলোকে তোমার কেমন অবস্থা?
কোন্ পাঁকে হায় পুঁতছে তোমায় তৃষার্ত্তদের তীব্র শাপ?
কোন্ নরকে ডুব্‌ছ তুমি পুণ্যবেশী মূর্ত্তপাপ?

* * *

তর্পণে যে দিচ্ছে গো জল দিচ্ছে তোমার উদ্দেশে,
তৃষার্ত্তদের নিশ্বাসে তা' হয় যে ধোঁয়া নিঃশেষে!
ভিজিয়ে দেবে কে আজ তোমার জিহ্বা, তালু আর গলা,
কোন্ সহৃদয উঠিয়ে দেবে একাদশী নির্জ্জলা?

* * *

কে নেবে এই পুণ্য ব্রত? কে হবে মার পুত্র গো?
একাদশীর তেপান্তরে খুল্‌বে কে জল্‌সত্র গো?
কে নেবে মন্দারের মালা মাতৃজাতির আশীর্ব্বাদ?
আশায় আছি দাঁড়িয়ে যে তার কণ্ঠে বিজয়-শঙ্খনাদ।

জৰ্দ্দাপরী

জৰ্দ্দাপরী! জৰ্দ্দাপরী! হিরণ-জরির ওড়না গায়
দুপুর বেলার তীক্ষ্ম রোদে পাখ্‌না মেলে যাও কোথায়?
"যাই কোথায়?—
হায় রে হায়!
সূর্য্যমুখী ফুলের বনে সূর্য্যকান্ত মণির ভায়।"

রূপবতীর রোষের মতন স্বর্ণ সাঁঝে পূর্ণিমার
লাবণ্যে কার হয় সোনালি রজত অঙ্গ চন্দ্রমার?
"আবার কার?—
এই আমার!—
কুঙ্কুমেরি অঙ্কে চরণ রাঙায় উৎস জ্যোৎসনার।"

জৰ্দ্দাপরী! জৰ্দ্দাপরী! জমাট জরির বোর্কা গায়
রৌদ্রে এবং বিদ্যুতে দুই পাখ্‌না মেলে যাও কোথায়?
"যাই কোথায়?—
হায় রে হায়
দবদ্‌ দিয়ে বুঝ্‌তে জরদ্‌ গরদ-গুটির দরদ-দায়।"

ধনের ঘড়া কক্ষে তোমার জোনাক-পোকার হার চুলে,
আলেয়া তোর চক্ষে জ্বলে চাইলে চোখে চোখ ঢুলে!
"চোখ ঢুলে?—
মন ভুলে?—
কুবের-পুরীর সোনার কবাট হাসির হাওয়ায় যাই খুলে।"

দুর্গমে যে রাস্তা গেছে সেই দিকে তুই দীপ দেখাস্‌
দুঃসাহসে ধায় যে পিছে কেবল করিস তায় নিরাশ!
"বাস্‌রে বাস্‌!
সোনার চাষ—
অম্‌নি কি হয়? সোনার গোলাপ হঠাৎ কারেও দ্যায় কি বাস।"

এগিয়ে চলিস্‌ হাতছানি দিস্‌ পাগল করিস্‌ আঁখির ভায়,
লোভের কাঁদন জাগিয়ে ফিরিস্‌ দিস্‌নে ধরা ফিরাস্‌ পায়।
"ফিরাই পায়?
হায় গো হায়—
পরশ-মণি চায় যে,—আগে সকল হরষ তার বিদায়।"

জৰ্দ্দাপরী! জৰ্দ্দাপরী! জরির জুতা সোনার পায়
মাড়িয়ে তুমি চল্‌ছ খালি ফুলের ডালি ডাহিন বাঁয়।
"সোনার পায়
মাড়াই যায়
আমার স্বয়ম্বরের মালা আলোক-লতা তার গলায়!"

ইজ্জতের জন্য

"ইজ্জৎ কী ভেদ্ মুলুক্ কা খিদ্মৎমে হ্যায় ছিপা।"—হালি।

অপমানের মৌন দাহে চিত্ত দহে তুষানলে ;
জাতীয় এই প্রায়শ্চিত্ত না জানি কোন্ পাপের ফলে!
ক্ষুব্ধ সাগর আন্‌ল খবর হাল্ আইনে আফ্রিকাতে
রঙের দায়ে ভারত-প্রজা নিগৃহীত নিগ্রো সাথে!
ফুট্‌পাথে তার উঠতে মানা, জরিমানা উঠলে ভুলে,
নাই অধিকার কিছুতে তার কেনা-বেচার লাভে .মূলে।
মাথার উপর মাথট আছে আঘাত দিতে অসম্মানে,
'জিজিয়া' কর দিচ্ছে আজি হিন্দু এবং মুসলমানে!

* * *

কাজের বেলা ছিল কাজী অল্পে-খুসী ভারতবাসী,
অল্পে-খুসী বলেই আবার সবাই তাড়া দিচ্ছে আসি'!
"মজুর ভালো অল্পে তুষ্ট" ভাবছে ওরা সুনিশ্চয়,
"খনির কাজে আখের চাষে ইষ্ট তাহে প্রচুর হয।
কিন্তু যখন সেই কুলী হয প্রতিযোগী দোকানদার
অল্প লাভে ব্যবসা জমায় . তখন তোমার টেঁকা ভার।"
মুদী মাকাল উঠল ক্ষেপে ; অম্‌নি হল রাতারাতি
স্বার্থে-গোঁয়ার গোরা-বোয়ার বর্ণভেদের পক্ষপাতী!

* * *

অম্‌নি গেল সুরু হ'যে নূতন নূতন আইন জারি—
"ভারতবাসী কৃষ্ণ অতি" "ভারতবাসী দুষ্ট ভারি",
"অসাব্যস্ত বিবাহ তার, পত্নী তাহার পত্নী নয়,
কারণ বহুনারীর ভর্ত্তা দুশ্চরিত্র সুনিশ্চয়।
খনির তলে খাটুক কুলি, অবসরে চিবোক চানা,
কিন্তু কুলির আফ্রিকাতে কন্যা জায়া আন্‌তে মানা।"
এম্‌নি ধারা ফন্দি ফিকির নিত্য তারা বার করে গো,
বোয়ার মুদী মনু এবং মহম্মদের ভুল ধরে গো।
ভারত এবং হাব্‌সী মুলুক এক রাজারই অধীন জানে,
তবুও ক্ষুদ্র স্বার্থ লাগি সাম্রাজ্যে সে তুচ্ছ মানে!
অথচ এই ভারতবাসী সব সঁপে সাম্রাজ্যটাকে,—
আফ্রিকায় সে ফসল ফলায়, হংকং-এ সে শান্তি রাখে ;
অর্থে তাহার রক্তে তাহার ব্রিটিশ-প্রতাপ বর্দ্ধমান,
তিব্বতে সে দৌত্য করে, শ্রেষ্ঠ কবি তাহার দান।
সিংহলে যে সভ্য করে, আরব-কূলে সুখত্রায়,
ব্রহ্মে, শ্যামে, যবদ্বীপে উপনিবেশ যাদের, হায়,—
তাদের ছেলে স্থল পেলে না কূল পেলে না আজ কোথাও,
গরু-বনেদি বন্য বোয়ার ভিন্ন তাদের সভ্যতাও।

এক রাজারই আমরা প্রজা বোয়ার এবং ভারতবাসী,
মোদের বেলা কান্না শুধু, তাদের বেলা শুধুই হাসি।
রাজা শুধু বিরাজ করেন, রাজ্য করে কিঙ্করে,
দশের উচিত শুধরে দেওয়া ভৃত্য যদি ভুল করে,—
রাজার ভৃত্য ভুল করেছে, আমরা সে ভুল কাট্‌তে চাই,
বোয়ার-বিধির বর্ব্বরতা আমরা ঈষৎ ছাঁটতে চাই।
দশের মুখে ধর্ম্ম যেমন আইন্ তেম্‌নি দশের মতে,
কেমন করে টিঁকবে মানুষ বে-আইনীতে বে-ইজ্জতে?
তাই প্রবাসী ভারতবাসী বেঁধেছে বুক আজকে সবে,
পণ করেছে বে-আইনী এই আইনটাকে ভাঙতে হবে।

*   *   *

দলে দলে ফিরছে তারা সইছে শত লাঞ্ছনা,
ভগবানের রাজ্যে তারা গণ্ডী কোথাও মান্‌ছে না।
ধর্ম্ম-আচার করছে তারা, যাচ্ছে জেলে সস্ত্রীকই,
বিনা অস্ত্রে করছে যুদ্ধ, রুখ্‌বে তাদের অস্ত্রে কি?
নেতা তাদের তরুর মত স্তব্ধ, দৃঢ়, দুঃখজিৎ,
নিজের মাথায বজ্র ধরেন, বিজয তাঁহার সুনিশ্চিত!
লড়ছে এদের ইষ্টবুদ্ধি, যুঝছে এদের মনের বল,
ভবিষ্যতের অন্ধকারে এদের মশাল সমুজ্জ্বল।
ইজ্জতে আজ হাত পড়েছে, ঠেকেছে দেশ দশের দাযে,
পরবাসে দেশের মানুষ তোমার আনুকূল্য চাহে;
পেটের জন্য চায় না তারা, 'হক্' সীমানার ভাঙছে তট,
তোমার আমার রাখতে ভরম্ করেছে তাই ধরম-ঘট;
স্বজাতির হক্ রাখতে বজায় সইছে তারা নির্য্যাতন,
চাবুক খেয়ে মরছে প্রাণে, বুক-ফাটা হায় এই বেদন!
ইজ্জতে হাত পড়ল জাতির 'জোৎ' বেচে সে রাখতে হবে—
সাহায্য দাও সাহায্য দাও সাহায্য আজ দাও গো সবে!
দাও সাহায্য দেশের পুরুষ! পৌরুষের আজ জন্মতিথি,
দশের সঙ্গে যোগ যে তোমার মনে তাহা জাগুক নিতি।
দাও গো কিছু ভারতনারী! ভারতনারীর অমর্য্যাদায—
নিজের অমর্য্যাদা তোমার; ঘুচাও নারী! নারীর এ দায়!
দাও জমিদার! দাও অফিসার! লাট সাহেবের হুকুম আছে,
দাও কিছু দাও স্কুলের বালক! কিছুও যদি থাকে কাছে।
দাও গো আমীর! দাও গো ফকির! মুক্ত তোমার রিক্ত হাতে,
দাও মহাজন! দাও দোকানী! দাও কিছু ইজ্জতের খাতে!

*   *   *

ভারত-প্রজা আড়কাটিদের অত্যাচারে
স্থান হারায়ে মান হারায়ে প্রবাসী আজ সাগর-পারে;
কেউ বা করে দিন-মজুরী, কেউ বা ক্ষুদ্র দোকানদার,
তাদের শ্রমে শ্যামল আজি মরুস্থলী আফ্রিকার।

রবার গাছের ছায়ায় তাদের পঞ্চায়তের হয় জনতা,
বো-বাব গাছের তলায় ব'সে রামায়ণের কথকতা।
মৃদং বাজে, সারং বাজে, মাদল বাজে, মন্দিরা
ভারত-স্বপন জাগায় সেথা পরবাসের বন্দীরা।

* * *

আজকে তাদের বন্ধ সারং মাদল মৃদং মৌন হায়!
সবাই যদি মন কর তো আবার তারা সাহস পায়,
সবাই যদি মন কর তো চেষ্টা তাদের হয় সফল,
দেশের সুনাম বজায় রাখে উকীল-কুলি-বেনের দল।
অপমানের ঐক্যে আজি এক হয়েছে ভারত-প্রজা—
হিন্দু মুসলমানের মিলন অসম্মানে হচ্ছে সোজা।
সুবু হল নূতন নাট্য সূত্রধারের নূতন নাট,
সাগর-পারে গান্ধী করে জাতীযতার নান্দী-পাঠ।
ইজ্জতেরি দায আজিকে, ব্রহ্মরন্ধ্রে রুদ্রবীণা
উঠছে কেঁপে, সহায় হও গো যুঝছে তারা অস্ত্র বিনা।

* * *

সহায হও গো সাহায্য দাও, স্মবণ কর কে খৃীষ্টান—
সংগোপনে যজ্ঞে মোদের দিযেছে সর্ব্বস্ব দান ;
হিন্দু তুমি হার মানিবে? হাব মানিবে মুসলমান?
কর্ণ-শিবি রাজাব জাতি! হাতেমতাইযের হে খান্দান!
হও গো সহায তোমরা সবাই বিভেদ-বুদ্ধি উচ্ছেদে,
ধর্ম্ম তোমাব পক্ষে আছেন, দাঁড়াও বন্ধু বুক বেঁধে ;
সহায হও গো সাহায্য দাও নষ্ট হউক্ সব ঘৃণা—
বিশ্বে আসুক নূতন ঐক্য তোমাব দানেব দক্ষিণা!

গঙ্গাহৃদি-বঙ্গভূমি

ধ্যানে তোমার রূপ দেখি গো স্বপ্নে তোমার চরণ চুমি,
মূর্ত্তিমন্ত মাযের স্নেহ! গঙ্গাহৃদি-বঙ্গভূমি!
তুমি জগৎ-ধাত্রী-রূপা পালন কর পীযূষ দানে,
মমতা তোর মেদুব হ'ল মধুর হ'ল নবীন ধানে।
পদ্ম তোমার পাযেব অঙ্ক ছড়িযে আছে জলে স্থলে,
কেয়াফুলের স্নিগ্ধ গন্ধ—নিশাস সে তোর,—হৃদয় বলে।
সাগরে তোর শঙ্খ বাজে—শুনতে যে পাই রাত্রি দিবা,
হিমাচলের তুষার চিরে চক্র তোমার চল্‌ছে কিবা!
দেখ্‌ছি গো রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি তোমার প্রাণের মাঝে,
বিদ্যুতে তোর খড়্গ জ্বলে বজ্রে তোমার ডঙ্কা বাজে।

অন্নদা তুই অন্ন দিতে পিছ্-পা নহিস্ বৈরীকে,
গৌরী তুমি—তৈরী তুমি গিরিরাজের গৈরিকে!
লক্ষ্মী তুমি জন্ম নিলে বঙ্গসাগব-মন্থনে,
পারিজাতের ফুল তুমি গো ফুট্‌লে ভাবত-নন্দনে ;
চন্দনে তোর অঙ্গ-পবশ, হরষ নদী-কল্লোলে,
শ্রাবণ-মেঘে পবন-বেগে তোমার কালো কেশ দোলে।
শিবানী তুই তুই করালী আলেয়া তোর খর্পরে!
শত্রু-ভীতি জ্বল্‌ছে চিতা, তুল্‌ছে ফণা সর্প রে!
বাঘিনী তুই বাঘ-বাহিনী গলায় নাগের পৈতা তোর,
চক্ষু জ্বলে—বাড়ব-কুণ্ড—বহ্নি প্রলয়-স্বপ্ন-ভোর ;
অভয়া তুই ভয়ঙ্করী, কালো গো তুই আলোর নীড়,
ভূগর্ভে তোর গর্জ্জে কামান টনক নড়ে নাগপতির,
ভৈরবী তুই সুন্দরী তুই কান্তিমতী রাজরাণী,
তুই গো ভীমা, তুই গো শ্যামা অন্তরে তোব বাজধানী!

* * *

ভাঁটফুলে তোর আগুন ঝাঁটায়, জল-ছড়া দেয় বকুল তায়,
ভাট-শালিকে বন্দনা গায়, নকীব হেঁকে চাতক ধায,
নাগ-কেশরে চামর করে, কোয়েল তোষে সঙ্গীতে,
অভিষেকের বারি ঝরে নিত্য চের-পুঞ্জিতে।
তোমার চেলী বুন্‌বে ব'লে প্রজাপতি হয় তাঁতী,
বিনি-পশুর পশম তোমায় জোগায় কাপাস দিন রাতি,
পর-গাছা ওই মল্লি-আলী বিনিসুতার হার গাঁথে,
অশথ-বট আর ছাতিম-পাতাব ছাযাব ছাতা তোর মাথে।
তুই যে মহালক্ষ্মীরূপা, তুই যে মণি-কুন্ডলা,
ইভ-রদে কবরী তোর ছন্ন কানন-কুন্তলা!
ভান্ডারে তোর নাইক চাবী, বাইরে সোনা তোর যত,—
মাটিতে তোর সোনা ফলে, কে আছে বল্ তোর মত?
তোর সোনা সুবর্ণরেখার রেখায় রেখায় থিতিয়ে রয়,
ছুট্‌বে কে পারস্য সাগর? মুক্তা সে তোব ঝিলেই হয় ;
ঝিলে তোমার মুক্তা ফলে, জলায় ফুলের জল্‌সা রোজ,
তোমার বিলে মাছরাঙা আর মাণিক-জোড়েব নিত্য ভোজ।
তুঁষের ভিতর পীযূষ তোমার জম্‌ছে দানা বাঁধছে গো,
গাছের আগার জল-রুটি তোর পথিকজনে সাধছে গো!
ধূপ-ছায়া তোর চেলীর আঁচল বুকে পিঠে দিছিস্ বেড়,
গগন-নীলে ভিড়ায় ডানা সান্দ্রী তোমার গগন-ভেড়।
গলায তোমার সাতনরী হার মুক্তাঝুরির শতেক ডোর :
ব্রহ্মপুত্র বুকের নাড়ী, প্রাণের নাড়ী গঙ্গা তোর।
কিরীট তোমার বিরাট হীরা হিমালয়ের জিম্মাতে,—
তোর কোহিনুর কাড়বে কে বল? নাগাল না পায় কেউ হাতে
তিস্তা তোমার ঝাঁপ্টা সীঁথি—যে দেখেছে সেই জানে,
ডান কানে তোর বাঁকার ঝিলিক্, কর্ণফুলী বাম কানে।

বিশ্ব-বাণীর মৌচাকে তোর চুয়ায় যশের মাক্ষি' গো,—
দূর অতীতের কবির গীতি তোর সুদিনের সাক্ষী গো।
নানান্ ভাষা পূর্ণ আজো, বঙ্গ! তোমার গৌরবে,
ভার্জ্জিল্ এবং শ্রীকালিদাস যোগ দিয়েছেন জয়-রবে।
কহ্লনে তোর শৌর্য্য-বাখান্, বীর্য্য মহাবংশময়,
দেশ বিদেশের কাব্যে জাগে মূর্ত্তি তোমার মৃত্যুঞ্জয়॥
যুঝলে তুমি বনের হাতী নদীর গতি বশ ক'রে,
জিৎলে চতুরঙ্গ খেলায় নৌকা-গজে জোর ধ'রে।
শত্রুজয়ের খেল্‌লে গো শত্রুঞ্জ' খেলা উল্লাসে,
কল্লোলে রাজ-তরঙ্গিণী গৌড়-সেনার জয় ভাষে।

* * *

গঙ্গাহৃদি-বঙ্গভূমি! ছিলে তুমি সুদুর্জ্জয়,
অঞ্জনেরি গিরি তোমার সৈন্যে সবাই করত ভয়;
গঙ্গাহৃদি-বঙ্গ-মুখো ফৌজ আলেক্‌জান্দারী
ঘর-মুখো যে কেন হঠাৎ কে না জানে মূল তারি।
তখনো যে কেউ ভোলেনি সিংহবাহুর বাহুর বল,
তখনো যে কীর্ত্তি খ্যাতি জাগ্‌ছে তোমার আসিংহল,
তখন্ যে তুই সবল স্ববশ স্বাধীন তখন স্ব-তন্ত্র
সাম্রাজ্যেরি স্বর্গ-সিঁড়ি গড়ছ তখন অতন্দ্র।
ধ্যানে তোমার সে রূপ দেখি' গঙ্গাহৃদি-বঙ্গদেশ
তিতি আনন্দাশ্রু জলে, ক্ষণেক ভুলি সকল ক্লেশ।

* * *

কলিযুগের তুই অযোধ্যা, দ্বিতীয় রাম তোর বিজয়,—
সাতখানি যে ডিঙা নিয়ে রক্ষোপুরী করলে জয়;
রাম যা' স্বয়ং পারেন্ নি গো, তাও যে দেখি করলে সে—
লঙ্কাপুরীব নাম ভুলিয়ে ছত্র দণ্ড ধরলে সে।
দীঘি, জাঙাল, দেউল, দালান গড়লে দ্বীপের রক্ষী গো,
বঙ্গ! মহালক্ষ্মীরূপা! জননী! রাজলক্ষ্মী গো!
'ইচ্ছামতী' ইচ্ছা তোমার, 'অজয়' তোমার জয় ঘোষে,
'পদ্মা' হৃদয়-পদ্ম-মৃণাল সঞ্চারে বল হৃদ্‌কোষে;
'ডাকাতে' আর 'মেঘনা' তোমায় ডাকছে মেঘের মন্দ্রে গো,
'ভৈরবে' আর 'দামোদরে' জপ্‌ছে "মাভৈঃ" মন্ত্রে গো;
রাঢ়ের ময়ূরাক্ষী তুমি, বঙ্গে কপোতাক্ষী তুই,
সাপের ভীতি রমার প্রীতি দুই চোখে তুই সাধিস দুই।

* * *

উৎসাহকর, চাঁদ সদাগর উৎসাহী তোর পুত্র সব,
ঘুচিয়ে দেছে চরিতগুণে বেনে নামের অগৌরব;
সকল গুণে শ্রেষ্ঠ হ'য়ে শ্রেষ্ঠী নামটি কিন্‌লে গো,
সাধু হ'ল উপাধি—যাই সাধুত্বে মন জিন্‌লে গো;
সিন্ধুসাগর, বিন্দুসাগর, লক্ষপতি, শ্রীমন্ত
বঙ্গে আজো জাগিয়ে রাখে লক্ষ্মী-প্রদীপ নিবন্ত।

কামরূপা তুই, কামাখ্যা তুই, দাক্ষায়ণী, দক্ষিণা,
বিশ্বরূপা! শক্তিরূপা! নও তুমি নও দীনহীনা!
* * *

চৌরাশী তোর সিদ্ধ সাধক নেপাল ভুটান তিব্বতে,
চীন-জাপানে সিদ্ধি বিলায় লঙ্ঘি' সাগর পর্ব্বতে ;
হাতে তাদের জ্ঞানের মশাল মাথায় সিদ্ধি-বর্ত্তিকা,
সত্য ও সিদ্ধার্থ-দেবের বিলায় মৈত্রী-পত্রিকা।
শিষ্য সেবক ভক্ত এদের হয়নিক লোপ নিঃশেষে,
অনেক দেশের মুগ্ধ চক্ষু নিবদ্ধ সে এই দেশে ;
যেথাই আশা আশার ভাষা জাগ্‌ছে আবার সেইখানে—
ফল্গুতে ফের পদ্মা জাগে জীবন-ধারার জয় গানে।
জাগছে সুপ্ত জাগছে গুপ্ত জাগছে গো অক্ষয়-বটে
কবির গানে জ্ঞানীর জ্ঞানে ধ্যান-রসিকের ধ্যানপটে।
অশেষ মহাপীঠ গো তোমার আজকে ভুবন উজ্জ্বলে,
অংশ তোমার মার্কিনে আজ, অঙ্গ তোমাব ব্রিষ্টলে ;
বিশ্ব-বাংলা উঠছে গ'ড়ে জাগছে প্রাণের তীর্থ গো,
জাতির শক্তি-পীঠ জগতে গড়ছে মোদের চিত্ত গো।
তার পিছনে দাঁড়িয়ে তুমি মোদের স্বদেশ-মাতৃকা!
দিচ্ছ বুদ্ধি দিচ্ছ গো বল জ্বালিয়ে আঁখির স্মিরশিখা!
* * *

মরণ-কাঠি জীয়ন্-কাঠি দেখ্‌ছি গো তোর হাতেই দুই,—
ভাঙন দিয়ে ভাঙিস্ আবার পড়িয়ে পলি গড়িস্ তুই ;
নদ নদী তোর প্রাণের আবেগ, আবেগ বানের জল রাঙা,
পলি দিয়ে পল্লী গড়িস ভাঙন-তিমির দাঁত ভাঙা ;
'গম্' ধাতু তোর দেহের ধাতু গঙ্গাহৃদি নাম্‌টি গো,
গতির ভুখে চলিস্ রুখে, বাংলা! সোনার তুই মৃগ।
গঙ্গা শুধুই গমন-ধারা তাই সে হৃদে আঁক্‌ড়েছিস্,—
বুকের সকল শিকড় দিয়ে গতির ধারা পাক্‌ড়েছিস্।
সংহিতাতে তোমায় কভু করতে নারে সংযত,
বৌদ্ধ নহিস্ হিন্দু নহিস্ নবীন হওয়া তোর ব্রত ;
চির-যুবন-মন্ত্র জানিস্ চির-যুগেব রঙ্গিণী,
শিরীষ ফুলে পান্-বাটা তোর ফুল্ল কদম-অঙ্গিনী!
হেসে কেঁদে সাধিয়ে সেধে চলিস্, মনে রাখিস্ নে,
মনু তোরে মন্দ বলে,—তা তুই গায়ে মাখিস্ নে।
কীর্ত্তিনাশা স্ফূর্ত্তি তোমার, জানিস্ নে তুই দীর্ঘশোক,
অপ্‌রাজিতা কুঞ্জে নিতি হাস্‌ছে তোমার কাজল চোখ।
* * *

কে বলে রে নেই কিছু তোর? নেইক সাক্ষী গৌরবের?
কে বলে নেই হাওয়ায় নিশান পারিজাতের সৌরভের?
চোখ আছে যার দেখছে সে জন, অন্ধজনে দেখবে কি?
ঊষার আগে আলোর আভাস সকল চোখে ঠেকবে্ কি?

যে জানে সে হিয়ায় জানে, জানে আপন চিত্তে গো,
জানে প্রাণের গভীর ধ্যানে নও যে তুমি মিথ্যে গো।
আছ তুমি, থাক্‌বে তুমি, জগৎ জুড়ে জাগবে যশ,
উথলে ফিরে উঠবে গো তোর তাম্র-মধুর প্রাণের রস ;
গরুড়ধ্বজে উষার নিশাস লাগছে ফিরে লাগছে গো,
বিনতা তোর নতির নীড়ে গরুড় বুঝি জাগছে গো!
জাগছে গানে গানের তানে প্রাণের প্রবল আনন্দে,
জাগছে জ্ঞানে আলোর পানে মেল্‌ছে পাখা সুমন্দে,
জাগছে ত্যাগে জাগছে ভোগে জাগছে দানের গৌরবে,
আশার সুসার জাগছে উষার স্বর্ণকেশের সৌরভে।
ধাত্রী! তোমায় দেখ্‌ছি আমি—দেখ্‌ছি জগৎ-ধাত্রী-বেশ,
জয়-গানে তোর প্রাণ ঢেলে মোর গঙ্গাহৃদি-বঙ্গদেশ!

স্বাগত

(কলিকাতার সাহিত্য-সম্মিলন উপলক্ষে)

স্বাগত বঙ্গ-মনীষী-সঙ্ঘ ভূষিত অশেষ মানের হারে!
এ মহানগরে এস—আজি এস ভাবের জ্ঞানের সন্তাগারে।
এস প্রতিভার রাজটীকা ভালে. এস ওগো এস সগৌরবে,
এস পুস্তক-পুন্ড্র পূজারী সারদার উপাসকেরা সবে।
ফুল্ল মনের অম্লান ফুল ঝরে তোমাদের সমুখে পিছে,
প্রীতির আরতি দিকে দিকে দিকে, উলু উলু উলু উল্লাসিছে।
জলধি-গভীর জাতীয় জীবন,—তার প্রতিনিধি শঙ্খ ঘোষে,
অমৃতের ধারা সঞ্চরে মুহু নাড়ীতে দেশের হৃদয়-কোষে।
এস নিতি নব-নব-উন্মেষ-শালিনী বুদ্ধি করিয়া সাথী.
নূতন নগরী এই কলিকাতা আন হেথা নবীনতার ভাতি।
গৌড় আজিকে গৌরব-হারা. যশোহরে নাই যশের আলো ;
অল্প বয়সী এই কলিকাতা প্রবীণেরা এরে বাসে না ভালো।
বিদেশী ইহারে করেছে লালন, স্বদেশের যত তরুণ হিয়া
ইহারে ঘিরিয়া গুঞ্জরে তবু এরি নয়নের কিরণ পিয়া।
এনেছে তরুণী চন্দন মালা, দাঁড়ায়েছে আঁখি করিয়া নীচে,
নব বঙ্গের নবীনা নগরী তোমাদের সবে আহ্বানিছে।

এই কলিকাতা—কালিকা-ক্ষেত্র, কাহিনী ইহার সবার শ্রুত,
বিষ্ণুচক্র ঘুরেছে হেথায় মহেশের পদধূলে এ পূত।
ধাত্রী ইহার ভাগীরথী-ধারা. সতী-পঞ্জর বুকে এ বহে.
পুরাণ-স্মৃতির জড়োয়া-জড়িত এ ঠাঁই কখনো হেলার নহে।

হেথা প্রকাশিল অনুরু অরুণ অকালে মাতার চণ্ডুঘাতে,
আলোকের রথে সারথি যে আজ অস্ফুট-আঁখি ধূসর প্রাতে।
মহা-ভারতের কল্পনা-পূত মহাজীবনের কেন্দ্র ইহা,
মন্তরে এর মুঞ্জরে মন, অন্তরে এর আলোর স্পৃহা।
হিন্দুর কালী আছেন হেথায়, মুসলমানের মৌলা আলি,
চারি কোণে সাধু পীর চারিজন মুস্কিলাসান চেরাগ জ্বালি'।
অভিষেক হয়ে গেছে এ পুরীর স্বর্গ-নদীর হেমাম্বুতে,—
প্রসাদ-পরমহংস-কেশব-কালীচরণের প্রেমাশ্রুতে।
জন্মিল হেথা বিবেকানন্দ দেশ-আত্মার কুণ্ঠা হরি ;
এ পুরীর রাজপথের ধূলিরে মোরা কহি রাজরাজেশ্বরী।
সকল ধর্ম্ম মিলেছে হেথায় সমন্বয়ের মন্দ্র-সুরে,
স্বাগত সাধক-ভক্ত-বৃন্দ মরতের বৈ-কুণ্ঠপুরে।

*　　*　　*

এই কলিকাতা ব্যাঘ্র-বাহিনী ছিল এ একদা বাঘের বাসা,
বাঘের মতন মানুষ যাহারা তাহাদেরি ছিল যাওয়া ও আসা,
প্রতাপের সেনা পৌরুষ-ভরে গিয়াছে ইহার বক্ষ দিয়া,
দক্ষিণে এর দক্ষিণ রায় বেড়েছে বাঘের স্তন্য পিয়া।
কালা পল্টন গোরা কোম্পানী একদা ইহারে করিল বাণী,
কালা ও গোরার স্মৃতির অঙ্কে বাঘ-ডোরা এর আঙিয়াখানি॥
মৃত গৌড়ের অমর জীবন বিরাজিছে আজ ইহার দেহে,
সপ্তগ্রামের লুপ্ত বিভব গুপ্ত রয়েছে এ মহা গেহে।
নাহি কলঙ্ক-কালিমা অঙ্ক, সাত সাগরের সলিল আনি'
করেছে ক্ষালন মৈত্র ইহার অন্ধকূপের মিথ্যা গ্লানি।
জগতের সেরা দ্বাদশ নগরী, গণনা ইহার তাদেরি সাথে,
স্বাগত স্বদেশ-ভকত-বৃন্দ এরি রাখীডোর পর গো হাতে।

*　　*　　*

নবীন বঙ্গে এ মহা নগরী মন্ত্র জপিছে মৃত্যুঞ্জয়ে,
পূরবে পছিমে গেঁথে সে তুলিছে একটি বিপুল সমন্বয়ে ;
দানে ও পুণ্যে ত্যাগে মহত্ত্বে গড়েছে গড়িছে ঋষির ছবি,
"তত্ত্ববোধের" "প্রচারে" ঢেলেছে "নবজীবনের" "সাধনা" হবি।
এই নগরীর জন-অরণ্যে ওঠে নৈমিষ-বনের গীতি,
সত্যনিষ্ঠ ঋষি দেবেন্দ্র সত্যযুগের জাগায় স্মৃতি।
রামমোহনের ঐক্য মন্ত্র এ মহানগরী শুনেছে সুখে,
বিদ্যাসাগর দয়া-সাগরের ঢেউ খেলে গেছে ইহারি বুকে।
অক্ষয় হেথা ধর্ম্মের সোনা আগুনে পোড়ায়ে করিল খাঁটি,
জগদীশ হেথা জড়ের জগতে বুলাইয়া দিল সোনার কাঠি।
রমেশ হেথায় প্রচারিল বেদ সব বাঙালীরে শুনাল শ্রুতি ;
হেথায় সিংহ ভাষায় রচিল ভারতের মণি ভারত পুঁথি॥
দীপঙ্করের দীপখানি হেথা চির-উজ্জ্বল প্রাণের ব্যয়ে,
নব রসায়নে এ মহানগরী—নদীয়া যেমন নব্য ন্যায়ে।

রামগোপালের কর্ম্মভূমি এ, কৃষ্ণদাসের হৃদয়-প্রিয়,
হেথা বিতরিল প্রাণদ মন্ত্র বাগ্মী বন্দ্য বন্দনীয়।
নীল বানরের বদনবিম্ব দর্পণে হেথা উঠিল ফুটে,
চরণে দলিল ঝুটা সম্মান আটাশ নগর-জ্যেষ্ঠ জুটে।
হারামণি যারা খুঁজিয়া এনেছে তাহাদেরও এই লীলাস্থলী,
স্বাগত কর্ম্মী! বাগ্মী! মনীষী! স্বাগত সত্যসন্ধ! বলী!

* * *

ভাব-ভারতের সারনাথ এই, হেথায় কি এক শুভক্ষণে
চলিল নূতন বোধিচক্র সে নূতন বোধের উদ্বোধনে ;
সমন্বয়ের অভিনব সাম ধ্বনিয়া ইহার উঠেছে প্রাণে,
খৃীষ্টপন্থী ভারত-ভক্ত—তারে এ হিন্দু বলিয়া টানে!
আচারে হয় তো ত্রুটি আছে এর, বিচারে হয় তো রয়েছে গ্লানি,
তবু নবযুগে এ নব তীর্থ, নব সাধনার পীঠ এ জানি।
সনাতন রীতি মানে না এ সব, নূতনেরি যেন পক্ষপাতী ;
ক্ষমা কোরো ওগো ক্ষমা কোরো তবু যৌবন আজ ইহার সাথী।
তরু-লতিকার সনাতন রীতি পত্র গজানো সকাল সাঁঝে,
দৈবে রঙীন পুষ্প উপজে রাজাসনে যবে ফাগুন রাজে ;
ফুল মাঝে ফল থাকে লুকাইয়া নব জীবনের বীজ সে ফলে,
মুকুলে লাগুক ব্যাকুল বাতাস, সনাতন সে তো আপনি চলে।
নিতি নব নব নব উন্মেষে নবীন জীবন করুক লীলা,
রসাল মুকুলে না লাগে যেন গো অকাল মেঘের দারুণ শিলা।
বুল্‌বুল আনো ফাগুন-বারতা পেচকের বুলি ভুলিতে চাহি,
স্বাগত ভাবুক! ভাবে সুতবুণ আশা আশাবরী রাগিণী গাহি।

* * *

সাধনার পীঠ সাধের আসন শিল্পের নব জীবন-ধারা,
এ মহানগরী ভারত-আকাশে সাতাশ তারার নয়ন-তারা।
একদা যে দীপ জ্বালিল ধীমান সে দীপ আজি এ নগরী জ্বালে,
পঞ্চ প্রদীপ—অবনী-গগন-অসিত-মুকুল-নন্দলালে।
মাইকেল মধু হেথা সমাহিত, বঙ্কিম-হেম-ভস্মকণা
ধূলিতে ইহার রয়েছে মিশায়ে কত না ভাবুক রসিক জনা।
হেথা "মহীয়সী মহিলা"'র কবি গাহিল মধুর মায়ের স্তুতি ;
বিহারী বঙ্গসুন্দরী-ভালে সঁপিল শ্লোকের শুভ্র যূথী।
কবির "স্বপ্ন-প্রয়াণ" তুরগী, রবির প্রভাত-গীতির শ্রোতা
এই কলিকাতা কোলাহলময়ী, এর ভাগ্যের তুলনা কোথা!
কবি-গুঞ্জনে এ ধূলিপুঞ্জ ধরেছে কুঞ্জবনের ছবি,
জগৎ উজল যার প্রতিভায় এ সেই রবির উদয়-গিরি।
হেথা আশুতোষ আশু নিরমিল নব নালন্দা শিক্ষা-গেহ,—
দেশের কিশোর হৃদয়গুলিতে বিথারি পক্ষীমাতার স্নেহ।
এরি উপান্তে বৈষ্ণব লালা লভিল প্রথম অমৃত-ছিটা ;
প্রত্ন-প্রেমিক রাজা রাজেন্দ্র,—এইখানে তার আছিল ভিটা।

হেথা পরিষৎ অশথের চারা দিকে দিগন্তে প্রসারে শাখা,
টেঁকচাঁদ আর গুপ্ত কবির প্রকাশে এ ঠাঁই পুলকে মাখা।
গিরিশ হেথায় রঙ্গে মাতিল, রায় দ্বিজেন্দ্র হাসিল হাসি।
স্বাগত কাব্য-কোবিদ! হেথায় উজ্জয়িনীর বাজিছে বাঁশী।

* * *

ভারতের শেষ-বয়সের মেয়ে এ নগরী আজ অর্ঘ্য নিয়া,
বঙ্গবাণীর সকল ভকতে বন্দনা করে ফুল্ল হিয়া,
চন্দন-রসে পুষ্প ডুবায়ে পরায় তিলক উজল ভালে,
মালা-চন্দন দ্যায় জনে জনে পীরিতি-পরশমণির থালে;
প্রসন্ন মনে লও যদি সবে সোনা হয়ে যাবে এ ক্ষুদ কুঁড়া,
দোষ ধর যদি, রোষ কর মনে, কুবেবেরও হয় গবব গুঁড়া।
মানস-ভোজের আছে আয়োজন যার যাহা রুচি, যার যা শ্রেয়,-
চাবি ভাণ্ডারী বাঁটিছে মনের চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়।
তোমরা সাধক বাণী-উপাসক তোমরা মনীষী ভাবগ্রাহী,
অতিথি! দেবতা! মোরা তোমাদের প্রসন্নতার প্রসাদ চাহি।
চণ্ডীদাসের দায়াদ তোমরা, কবিকঙ্কণ ধনাধিকারী,
ভারতচন্দ্র-সুধার চকোর, মধুচক্র সে তোমা সবারি;
রবির রশ্মি তোমাদেরি হিয়া রসে লাবণ্যে দিতেছে ভরি,
ভাব-ভুবনের প্রদীপ তোমরা তোমাদের মোরা প্রণাম করি।
ভাষায় তোমরা সঞ্চার কর প্রাণ-সঞ্চিত আশার জ্যোতি,
তোমাদের সমবেত সাধনায জাগিছেন মহা-সরস্বতী।
ভাবের মুলুকে তোমরা মালিক, মালিক ভবিষ্যতের ভবে;
ভাব-লোকে যাহা সত্য আজিকে জীবনে তা কালি সত্য হবে।
স্বাগত! স্বাগত! হে মধুব্রত! মনীষীবৃন্দ! মনের মিতা!
তোমা-সবাকার প্রতিভার দীপে আজি এ নগরী দীপান্বিতা।
স্বাগত জ্যেষ্ঠ! স্বাগত শ্রেষ্ঠ! স্বাগত প্রমুখ! সভাধিপতি!
স্বপ্ন-সারথি! সত্যের রথী তোমাদের মোরা জানাই নতি।

মৃত্যু-সয়ম্বর

নূতন বিধান বঙ্গভূমে নূতন ধারা চল্‌ল রে,
মৃত্যু-স্বয়ম্বরের আগুন জ্বল্‌ল দেশে জ্বল্‌ল রে।
কুশণ্ডিকার নয় এ শিখা, এ যে ভীষণ ভয়ঙ্কর,
বঙ্গ-গেহের কুমারীদের দুঃখহারী রুদ্র বর।
মানুষ যখন হয় অমানুষ, আগুন তখন শরণ ঠাঁই,
মৃত্যু তখন মিত্র পরম, তাহার বাড়া বন্ধু নাই।
মানুষ যখন দারুণ কঠোর আগুন তখন শীতল হয়,
ব্যথায় অরুণ তরুণ হিয়া মৃত্যু মাগে শান্তিময়।

একটি মেয়ে চলে গেছে জগৎ হ'তে নৈরাশে,
একটি মুকুল শুকিয়ে গেছে সমাজ-সাপের নিশ্বাসে।
আগুনে সে প্রাণ সঁপেছে অগ্নিতেজা নিষ্কলুষ,
মরেছে সে ; বেঁচে আছে পুরুষজাতির অপৌরুষ।
অগ্নি তুমি পাবক শুচি, আজকে তুমি রত্নধা,
পরম পুণ্যে লাভ করেছ নারীকুলের এই স্বধা।

* * *

চলে গেছে মায়ার পুতুল শূন্য ক'রে মায়ের কোল,
চলে গেছে স্তব্ধ ক'রে পণ্য-পণের গন্ডগোল।
বাপের ভিটা রইল বজায়, হ'ল না সে বেচতে আর,
দায় আপনি বিদায় হ'ল জীবন-লীলা সাঙ্গ তার।
না জানি কোন্ স্বর্ণ-হাঙর শূন্য হাওয়ার গ্রাস গিলছে,
(আজ) লুপ্ত-লজ্জা লোলুপতাব ভাগ্যে ক্ষোভের ক্ষার মিলেছে।

* * *

মুলুক জুড়ে প্রেতের নৃত্য, অর্থ-পিশাচ হৃদয়হীন
কর্ছে পেষণ, কর্ছে পীড়ন, করছে শোষণ রাত্রিদিন।
পুত্রবন্ত বেহাই ঠাকুর বেহাই-জায়া বেহায়া,
বামন অবতারের মত বার করেছে তে-পায়া।
ধার করেছেন পুত্রবন্ত, উদ্ধারিবে মেয়ের বাপ,
অকর্ম্মণ্য অহল্যাদের নইলে মোচন হয় কি শাপ!
এদের নিশাস লাগলে গায়ে বুকের রক্ত যায় থামি ;
চোখ রাঙিযে ভিক্ষা করে সমাজ-মান্য গুণ্ডামি।
স্নেহ যাদের দেহের ধাতু, মমতা যার প্রাণের কথা,
সঙ্কোচে সেই নারী মরে চক্ষে হেরে নিৰ্ম্মমতা।
মনে মনে যাচ্ছে মরে কসাই-হাটের কাণ্ড দেখে,
শ্বশুর খোঁজেন বাপের মান্য বাপের গলায় চরণ রেখে।

* * *

ক্ষীণ যে পুরুষ সেই অমানুষ হৃদয় তাহার নিষ্করুণ,
উদারতার ধার ধারে না, বীর্য্যবিহীন সে নির্গুণ।
অক্ষমে কি জান্‌বে ক্ষমা? চির-কৃপার পাত্র সে,
প্রত্যাশী সে,—পর্‌গাছা সে,—বৃহৎ উকুন মাত্র সে।
কন্যা ঘরের আবর্জ্জনা!—পয়সা দিয়ে ফেল্‌তে হয়,
"পালনীয়া শিক্ষণীয়া"—রক্ষণীয়া মোটেই নয়!
ভদ্র ধাঙর আছেন দেশে করেন যাঁরা সম্পতি,
কামড় তাদের অর্দ্ধরাজ্য,—পরের ধনে লাখ-পতি।
হায় অভাগ্য! বাংলাদেশের সমাজ-বিধির তুল্য নাই,
কুলটাদের মূল্য আছে, কুলবালার মূল্য নাই।
বিয়ে ক'রে কিন্‌বে মাথা,—তাতেও হবে ঘুষ দিতে,
জামাই যেন জড় পদার্থ,—শ্বশুরকে চাই 'পুশ্' দিতে।
খুদ খেয়ে সব আছে শুয়ে দাঁতের ফাঁকে খুদ সাঁধিয়ে,
আসবে শ্বশুর সোনাপাখী, সোনায় দেবে দাঁত বাঁধিয়ে।

চাই শ্বশুরের সোনার কাঠি সুপ্তভাগ্য চিয়াতে,
চাই মানুষের বুকের রুধির জোঁকের ছানা জীয়াতে।

* * *

কিশোর যারা প্রাণের টানে চাইবে তারা কিশোরী,
হায় কি পাপে রয়েছে দেশ বিধির বিধান বিসরি?
যাদের লাগি ধনুর্ভঙ্গ, যাদের লাগি লক্ষ্যভেদ,—
যাদের লাগি সকল চেষ্টা, সকল যুদ্ধ সকল জেদ,—
পৌরুষেরই ধাত্রী যারা, উৎস এবং প্রবাহ,—
যাদের গৃহ,—যারাই গৃহ,—কর্ম্মে যারা উৎসাহ,—
যাদের পূজায় দেবতা খুসী, যাদের ভাগ্যে ধনার্জ্জন,—
পুরুষ জাতির প্রথম পুঁজি, দুঃখ-ভোলা যাদের মন,
উচ্চে তাদের করবে বহন,— উদ্বাহ নাম সফল যায়,
নৈলে কিসের পুরুষ মানুষ? ক্লৈব্য পরের প্রত্যাশায়।

* * *

সত্যিকারের পুরুষ যারা ফিরত না'ক ভিখ মাগি,
শিবের ধনুক ভাঙত তারা কিশোরীদের প্রেম লাগি।
যৌবনও সে সত্য ছিল,—প্রতিষ্ঠিত পৌরুষে,
ছিল না'ক লোলুপ দৃষ্টি শ্বশুর-বাড়ীর মৌরুশে।
যেদিন দময়ন্তী করেন স্বয়ম্বরে মাল্যদান,
তখন নারীর দেবতা হতে নরের প্রতি অধিক টান;
আমরা এখন দিচ্ছি ভেঙে নারীর প্রাণের সেই মোহ,
পুরুষ নারীর মাঝে এখন কুবেররূপী কুগ্রহ।

* * *

বাংলাদেশের আশার জিনিস! ওগো তরুণসম্প্রদায়!
জগৎ আজি তোমা-সবার উজল মুখের পানে চায়;
হাতে তোমার রাখীর সুতা, কণ্ঠে তোমার নূতন গান,
জগৎ জুড়ে নাম বেজেছে, রাখ গো সেই নামের মান,
অপৌরুষের শেষ-রেখাটি নিজের হাতে মুছতে হবে,
কন্যা-বলির এই কলঙ্ক লুপ্ত কর তোমরা সবে।
সকল প্রজার প্রজাপতি পরিণয়ে প্রসন্ন,
তাঁর আসনে কদাচারী কুবের কেন নিষণ্ণ?
তোমরা তরুণ! হৃদয় করুণ, তোমরা বারেক মিলাও হাত,
জাতির জীবন গঠন কর, কর নূতন অঙ্কপাত।
নূতন আশা, নূতন বয়স, সবল দেহ, সতেজ মন,
তোমরা কর শুভকাজে অশুভ পণ বিসর্জ্জন।
পাটোয়ারী-গোছ বুদ্ধি যাদের দাও উঠিয়ে তাদের পাট,
পাটে বস তোমরা রাজা, দাও ভেঙে দাও বাঁদির হাট।
তোমাদেরি দোহাই দিয়ে নিঃস্ব জনে দিচ্ছে চাপ,
পিতার সত্য পালন—পুণ্য, পিতার মিথ্যা পোষণ—পাপ।
সতীদাহ গেছে উঠে, কন্যাদাহ থাক্‌বে কি?
রোগের ঋণের শেষ রাখ না, কলঙ্কের শেষ রাখবে কি?

স্বর্গে গেছে স্নেহদেবী বঙ্গভূমির নন্দিনী,
রাজপুতানার কিষণ-কুঁয়ার আজকে তাহার সঙ্গিনী ;
অম্বা তাহার চুম্বে ললাট,—উপেক্ষিতা সেই নারী,—
য়ুদীয়া-গ্রীস-রোম-কুমারী স্বর্গপথে দেয় সারি।
বাপের ব্যথার ব্যথী মেয়ে কোমল স্নেহের লতিকার
ফুরিয়ে গেছে মর্ত্ত্যজীবন, নাইক তাহার প্রতিকার ;
নারীর মান্য করতে বজায় গেছে মরণ পায়ে দলি
দেশের দশের অপরাধের নিরপরাধ এই বলি।

স্বর্গে গেছে স্নেহদেবী, মৃত্যু তাহার বিফল নয়,
আত্মদানের সার্থকতা ওতঃপ্রোত বিশ্বময়!
মৃত্যু দানে নূতন জীবন মৃত্যুজয়ী নারী নরে,
জট্-পাকানো সংস্কারের নাগপাশে সে ছিন্ন করে।
হায় বালিকা! তোমার কথা জাগবে দেশের অন্তরে,
তোমার স্মৃতি লজ্জা দেবে পরপীড়ক বর্ব্বরে।
দেশাচারের জাঁতার তলে জীবন দেছ কল্যাণী!
টল্‌ল এবার বিধির আসন তোর মরণে রোষ মানি।
দশের মুখে ধর্ম্ম আজি তাইত জেগে উঠল রে!
টনক নড়ে' উঠল জাতির, পাপেব প্রভাব টুট্‌ল রে!
স্বর্গে গেছ পুণ্য-শ্লোকা! মৃত্যু তোমার অভিজ্ঞান,
মৃত্যু-স্বয়ম্বরের স্মৃতি দহুক দেশের অকল্যাণ।

হেলাফুল

তৃণেরও চাইতে যে আসন নীচু
সে আসনে তুমি বসালে আমায় বসালে,
হেলায় আমারে ভাসালে পাথারে
সকল ভরম খসালে গরব খসালে।
নিশির তিমিরে মিশি'রে
কাঁদিয়া মরি যে শিশিরে,
নিষ্প্রভ করি' রাখিলে আমায়
পদ্মের রাঙা রূপোর বক্ত মশালে।
আলোর ভুবনে শতদল-বনে নিদালি আমারি নয়নে,
ফুলের মেলায় গভীর হেলায় শুকাই সলিল-শয়নে ;
কেহ না পুছিল পরিচয়
একি জীবনের অপচয়,
ভালো বেসে কেউ এল না সুধাতে—
বিষে কি সুধায় রসালে এ প্রাণ রসালে।

গান

(ওগো) এই কি তোমার খেলা!
লীলার খেলা!
(বঁধু) অন্ধ হিয়ার আঁধার ভ'রে
(শুধু) মেল্‌বে ধাঁধার মেলা!
লাগবে আগুন যখন ঘরে
আস্‌বে তখন প্রদীপ করে,
(তুমি) পরশ-মণি সেদিন দেবে
(যেদিন) সোনায় হবে হেলা!

সন্তানক

নন্দন-বনে কল্পতরুর পাশে
সন্তানকেব শ্যামল বিতান হাসে ;
স্বর্গ-বায়ুর নিশ্বাস লাগে গায,
মর্ত্ত্যমানব সন্তান-বর চায় '

সন্তানকের ফুল দেবতার বরে
স্বপনে ঝরিয়া মানুষের কোল ভরে ;
কোলে পেয়ে নিধি হিয়া বিস্ময়াকুল!–
সন্তান হয় সন্তানকের ফুল!

আনে সে জীবন নন্দন-আহ্লাদ—
কল্পতরুব কাম্য ফলের স্বাদ ;
কল্প-লোকের সুষমা ভুবন ছায়,
স্বর্গ-সোপান—চক্ষে সে দেখা যায়!

ছোট ছোট ছোট নন্দন যার ঘরে
নন্দন-বনে সেই তো বসতি করে
সেই স্নান করে মন্দাকিনীর নীরে,
ক্ষুধা সে মিটায় স্বর্গ-ধেনুর ক্ষীরে।

নন্দন-বনে কল্পতরুর কোলে
সন্তানকের শোভন বিতান দোলে ;
কল্পতরু—সে সব নিধি দান করে,
বুক ভরে শুধু সন্তানকের বরে।

লাল পরী

লাল পরী গো! লাল পরী!
ইন্দ্র-সভার সুন্দরী!
কখন্ আসিস্ কখন্ যাস্!
কার গালে যে গাল বোলাস্!
কার ঠোঁটে যে ঠোঁট থুলি!
কার হাতে পায় তুল্‌তুলি—
ফোটাস্ রাঙা পদ্ম গো
জান্‌বে তা কোন্ মন্দ গো।

তোর চুমাতে হয় যে লাল
খোকা খুকীর হাত পা গাল,
আঙুলগুলি কুঙ্কুমের
কিশোর কেশর তুল্য হয়,
দেয়ালা তুই তার ঘুমের
তাই ঘুমে প্রফুল্ল রয়;
লাল পরী গো! লাল পরী!
স্বপ্ন-পুরীর অপ্সরী!

ইন্দ্রলোকের রীত এ কি!
লুকিযে যেতে আস্‌তে হয়!
দেবতা হ'য়েও তোর, দেখি,
লুকিয়ে ভালো বাস্‌তে হয়!
সবুজ পরী এক-ঝোঁকা
নয় সে মোটে তোর মতন,
তাই তো মানা আজ ঢোকা
ইন্দ্রপুরে তার এখন;
সবুজ পরী এক-ঝোঁকা
মানুষ রাজার পুত্রকে
বাস্‌লে ভালো কায়মনে
মিল্‌তে এল তার সনে;
এই অপরাধ—এই তো পাপ,
অম্‌নি হ'ল দৈব শাপ,—
থাক্‌তে হবে মর্ত্ত্যে গো
মৃত্যু-কীটের গর্ত্তে গো।

সবুজ পরী টল্‌ল না
শাপের ভয়ে ভুল্‌ল না,
ভালো বেসেই ধন্য সে
চায় না কিছু অন্য সে;

যেখানে তার চিত্ত রে,
থাক্‌বে সেথাই নিত্য সে ;
চায় না যেতে স্বর্গে আর
মানুষ যে প্রেম-পাত্র তার।
করবে তারি দাস্য গো—
যে তার আজ উপাস্য গো!
তাই মরতের পথখানি
সবুজ ক'রে রইল সে,
মর্ত্ত্যে হ'ল চারু বাণী,
প্রেমে সবই সইল রে।

তুমি তা নও লাল পরী!
লুকিয়ে এস লুকিয়ে যাও,
স্বপ্ন-সোঁতায় সঞ্চরি'
খুকীর গালে গাল বুলাও!
আবীর বিনা অশোক ফুল
তোমার বরে হয় অতুল,
খোকা খুকীর হাত পা ঠোঁট
হয় সে শিউলী ফুলের বোঁট ;
নাই অজানা কিছু মোর
চুমু গোলাপ-পাপড়ি তোর,
সাঁঝের মেঘে মুখ মোছো
ঊষার আলোয় কুল্‌কুচো ;
লুকিয়ে ফের সুন্দরী
না দেখতে কেউ যাও সরি।
লাল পরী গো! লাল পরী!
কিশোর-লোকের অপ্সরী!

কিশোর কিশলয় পরে
তোমার পরশ সঞ্চরে,
তোমার চুমায় লাল গুলাল
লাল দুলালী লাল দুলাল,
ছোঁয় গোপনে তোমার হাত
সিঁদুর কৌটা আল্‌তা-পাত।
ফিরছ তরুণ ফুর্ত্তিতে
ডালিম-ফুলি কুর্ত্তিতে!
নব-বধূর আয়নাতে
কচি ছেলের বায়নাতে
পড়ছ ধরা পড়ছ গো,
রাঙা ঘোড়ায় চড়ছ গো,
ফিরছ মুহু সঞ্চরি'
লাল পরী গো! লাল পরী!

প্রথম গালি

বয়েস— আড়াই কি দুই
মনটি নিরমল জুঁই,
হাল্কা যেন হাওয়া
মেয়ে সে মুখ-চাওয়া
মায়ের কাছে কাছে
ছায়ার মত আছে
জানে না মা বিনা কিছুই।

আর সে দিদি চেনে তার
দিদি সে সাথী খেলিবার,
দুটিতে পিঠোপিঠি
তবুও খিটিমিটি
হয় না বেশী বেশী
নাইক রেষারিষি
কলহ নাইক নিতুই।

জগৎ মানে যেন,—তার—
মা, দিদি আপনি সে আর,
এ ছাড়া কিছু নেই
চেনে না কারুকেই,
অকথা কুকথার
ধারে না কোনো ধার
শেখেনি আজো 'তুই' 'মুই'।

একদা হ'ল দুটি বোনে
পুতুল নিয়ে কি কারণে
ঝগড়া কাড়াকাড়ি,
তখন দিযে আড়ি
হারিয়া কাঁদো-কাঁদো
হ'য়ে সে আধো আধো
কহিল "ডিডি! টুমি—টুই!"

মৌলিক গালি

বকেছিল তার দিদি-মাষ্টার
পড়া সে পারেনি ব'লে,
অক্ষর-পরিচয়ের ছাত্রী
অভিমানে তাই ফোলে।

ভারি গম্ভীর হ'য়ে ব'সে আছে
মুখখানি ভার ক'রে,
খেলুনিরা তার চোরা-চোখে চেয়ে
দূরে দূরে সব ঘোরে।

আমি অতশত কিছুই জানি নে
প্রতি দিনকার মত
আদর করিতে কাছে গেনু, সে তো
নড়িল না প্রথমত ;
খুন্সুড়ি সুরু করিনু যখন
চ'টে সে কহিল ভাই,
"তুমি হস্‌স-ই! তুমি দীগ্‌ঘ-ঈ!
তুমি যাও! তুমি ছাই!"

ইল্‌শে গুঁড়ি

ইল্‌শে গুঁড়ি! ইল্‌শে গুঁড়ি!
ইলিশ মাছের ডিম।
ইল্‌শে গুঁড়ি! ইল্‌শে গুঁড়ি
দিনের বেলার হিম।
কেয়াফুলে ঘুণ লেগেছে
পড়তে পরাগ মিলিয়ে গেছে,
মেঘের সীমায় রোদ জেগেছে,
আল্‌তা-পাটি শিম্‌।
ইল্‌শে গুঁড়ি! হিমের কুঁড়ি,
রোদ্দুরে রিম্‌ ঝিম্‌।

হাল্‌কা হাওয়ায় মেঘের ছাওয়ায়
ইল্‌শে গুঁড়ির নাচ।
ইল্‌শে গুঁড়ির নাচন দেখে
নাচ্‌ছে ইলিশ মাছ।
কেউ বা নাচে জলের তলায়,
ল্যাজ তুলে কেউ ডিগবাজী খায় ;
নদীতে ভাই! জাল নিয়ে আয়,
পুকুরে ছিপ গাছ।
উল্‌সে ওঠে মনটা, দেখে
ইল্‌শে গুঁড়ির নাচ।

ইল্‌শে গুঁড়ি— পরীর ঘুড়ি,—
কোথায় চলেছে?
ঝুম্‌রো চুলে ইল্‌শে গুঁড়ি
মুক্তো ফলেছে!

ধানের বনের চিংড়িগুলো
লাফিয়ে ওঠে বাড়িয়ে নুলো ;
ব্যাঙ্ ডাকে ঐ গলাফুলো,
আকাশ গলেছে ;
বাঁশের পাতায় ঝিমোয় ঝিঁঝি
বাদল চলেছে।

মেঘায় মেঘায় সূর্য্যি ডোবে
জড়িয়ে মেঘের জাল,
ঢাক্‌লো মেঘের খুঞে-পোষে
তাল-পাটালির থাল!
লিখছে যারা তালপাতাতে
খাগের কলম বাগিয়ে হাতে
তাল্-বড়া দাও তাদের পাতে
টাট্‌কা ভাজা চাল ;
পাতার বাঁশী তৈরী ক'রে
দিযো তাদের কাল।

খেজুর পাতাব সবুজ টিয়ে
গড়তে পারে কে?
তালের পাতার কানাই-ভেঁপু
না হয় তারে দে!
ইল্‌শে গুঁড়ি—জলেব ফাঁকি—
ঝবছে কত—বল্‌ব তা কি?
ভিজতে এল বাবুই পাখী
বাইরে ঘর থেকে ;—
পড়তে পাখায লুকালো জল
ভিজলো নাকো সে!

ইল্‌শে গুঁড়ি! ইল্‌শে গুঁড়ি!
পরীর কানেব দুল,
ইল্‌শে গুঁড়ি! ইল্‌শে গুঁড়ি!
ঝুরো কদম ফুল।
ইল্‌শে গুঁড়ির খুন্‌সুড়িতে
ঝাড়ছে পাখা—টুনটুনিতে,
নেবুফুলের কুঞ্জটিতে
দুল্‌ছে দোদুল দুল্ ;
ইল্‌শে গুঁড়ি মেঘের খেয়াল
ঘুম-বাগানের ফুল।

আষাঢ়ের গান

কোথাকার ঢেউ লেগেছে
আজি ঐ গগন পরে,
ধোঁয়া-ধার সোঁত ভেঙেছে
মেঘের থরে।
গেছে চোখ জুড়িযে গেছে,
দিনে আজ রাত নেমেছে,
সাগরের নীল এনেছে
কাজল করে'।

ঝড়ে আজ ঝুলনো ঝুলে
তমাল তালে পাতায় শাখায়,
বিজুলী ঘোমটা তুলে
দিনের আলোয চমকে তাকায়।
বেজেছে তাল মাদলে
নটেশের নূতন দলে ;
আষাঢ়ের মীড় বাদলে
লীলায সরে।

ঘরে আজ নয় রে থাকা,
নয় রে থাকা, নয় রে কভু ;
পোড়ে তো পুড়বে পাখা
উড়বে চাতক, উড়বে তবু।
বাহিরে কদম ফুটে
নূতনের পরশ লুটে
হরষের তুফান উঠে
প্রাণ সাযরে।

ইন্দ্রজাল

শূন্য ভুবনে ছাউনি এ কার?
ছায়া পড়ে কার গগন-ভালে?
রিক্ত দ্যুলোক ভরিয়া উঠিল
কোন্ দেবতার ইন্দ্রজালে!

নিকষ-পাষাণ কান্ত-লোহায
নিঙাড়িয়া গড় গড়িল কে রে?
হাওয়ার উপরে পুরী পত্তন,
নয়ন বচন অবাক হেরে!

বারুদ-বরণ মেঘের বুরুজ
সীসার বরণ কোমর-কোঠা,
মোরচা-বন্দী মেঘ-গঞ্জীনে
ঝলসিছে মুহু জলুসী টোটা!

ত্রাস-দস্যুর ত্রি-অরুণ আঁখি
ফিবে কি আবার ত্রিলোক শোষে?
কাহারে দলন করিতে দেবতা
বাহিনী সাজান জ্বলিয়া রোষে?

আড়-বাড় আব ঘাঁটি মুহড়ায়
'হাঁকার' বাজায় দামামা কাড়া,
হের দেখ কাব বিপুল বাহিনী
হামার হয়েছে পাইতে ছাড়া!

জোড়া-আয়নাতে কি খবর চলে?
বিজুলী কি আনে?...নিকাশী চিঠি!
তীর-বেগে যত বীর বাহিরিল
ছর্‌রা ছুটিল ঝলসি দিঠি!

বখেড়িয়া উনপঞ্চাশ হাওয়া
ক্ষেত বোকে আর বখেড়া করে,
তোড়ে তোড়াদার বন্দুকে আর
লব্‌লাব টেনে ধোঁয়ায় ভরে!

কালো বারুদের নস্য টানিয়া
কাল-হাঁচি হাঁচে কামান নভে,
যোজন-পাল্লা গোলা উগারিয়া
ভরে দশদিক ভীষণ রবে!

মেঘের সঙ্গে মেশে দূর বন
ঝাপটে দাপটে পালট খেয়ে,
ত্রাহি ত্রাহি ডাকে ত্রাস-দস্যুটা,
শোষণ-অসুর পালায় ধেযে!

দেবতার মুখে হাসি ফোটে ফিরে
সোমরসে-ভিজা শ্মশ্রুতটে,
দাঁড়ান ইন্দ্র ইন্দ্রধনুটি
লম্বিত করি' আকাশ-পটে!

ঐরাবতের অঙ্কুশ হানি
ঐন্দ্রজালিক লুকান হেসে,
মুগ্ধ মানব স্নিগ্ধ ধরণী
নিবেদিছে প্রীতি দেবোদ্দেশে।

বর্ষা-নিমন্ত্রণ

এস তুমি বাদল-বায়ে ঝুলন ঝুলাবে ;
কমল-চোখে কোমল চেয়ে কূজন ভুলাবে।
শীতল হাওয়া—নিতল রসে—
বনের পাখী ঘনিয়ে বসে ;
আজ আমাদের এই দোলাতেই দু'জন কুলাবে ;
এস তুমি নূপুরপায়ে ঝুলন ঝুলাবে।

(আজ) গহন ছায়া মেঘের মায়া প্রহর ভুলাবে ;
অবুঝ মনে সবুজ বনে লহর দুলাবে।
কূজন-ভোলা কুঞ্জে একা
এখন শুধু বাজবে কেকা ;
হাল্‌কা জলে ঝামর হাওয়া চামর ঢুলাবে!
(আর) গহন ছাযা মোহন মাযা প্রহর ভুলাবে।

এস তুমি যূথীর বনে দুকুল বুলাবে ;
কোল দিয়ে ঐ কেলি-কদম্‌-মুকুল খুলাবে।
বাইবে আজি মলিন ছায়া
মলিদা-বং মেঘেব মাযা,
অন্তবে আজ রসের ধাবা রঙীন্‌ গুলাবে!
এস তুমি মোহেব হাওযা মিহিন্‌ বুলাবে।

(ওগো) এমন দিনে ঘবেব কোণে শযন কি লাভে?
কিসেব দুখে নযন-জলে নয়ন ফুলাবে?
আয গো নিযে সাহস বুকে
পিছল পথে সহাস মুখে,
নূতন শাখে নূতন সুখে ঝুলন ঝুলাবে ;
(এস) উজল চোখে কোমল চেয়ে ভুবন ভুলাবে।

কাজ্‌রী-পঞ্চাশৎ

(১)

(এল) শ্রাবণ ফিবে ভুবন পরে
এল মিলন্‌-ধাম,
সেই পাপিযার পিয়াস-হরণ
সেই যে ঘনশ্যাম।
বিধুব ধরার বন্ধু এল
(আজ) পূরবে মনস্কাম—
(দেখ) দিগ্বিদিকে চিক দিয়েছে
ঝুরন্‌ অবিশ্রাম!

(২)

(মেঘ) ভ্রমর হয়ে উড়ল ঝাঁকে
কী কালো ছায়া!
খুল্‌লে এখন ঘোম্‌টা কে বল্‌
বল্‌বে বেহায়া?
(ও সে) দিনকে কবে মিলন-রাতি
এম্‌নি তার মায়া!
(তার) মনটি ভালো আলোয় ভরা
কালো তার কায়া!

(৩)

(আমরা) ঝুলিয়ে দোলা দুলিয়ে দেবো
বাদল-হাওয়াতে,
পাখীর সুখের জান্‌ব সোয়াদ
পিয়াল-ছাওয়াতে!
গাইব পাখীর চাইতে মধুর
(ভুবন) ভরব গাওয়াতে,
খেল্‌বে মেঘে বিজুলী এই
চোখের চাওয়াতে।

(৪)

(আহা) লুকিয়ে ছিল ওই বিজুলী
কোন্‌ কাজল-চোখে!
কালো মেঘের ডাক শুনে কি
উঠল সে চম্‌কে!
কদম-ফুলে ভাব লাগে রে
(সেই) আলোর পুলকে,
কার পানে কে চায় লুকিয়ে
জান্‌বে কি লোকে?

(৫)

(ও কার) মিলিয়ে গেল নীলাম্বরী
নিবিড় বাদলে!
শ্যামল বনে সঘন সাঁঝে
মেঘের কাজলে!
(ওগো) কোন্‌ তমালে ঝুল্‌নো তোমার
(বল) কোন্‌ মালা গলে?
(তোমায়) সৌরভে আজ চিন্‌ব গহন
রসের অতলে!

(৬)

(ওগো) কোন্ বনে আজ বাঁধলে দোলা
গহন আঁধারে!
তোমার গলার মালা কোথায়
গন্ধ বিথারে!
(শুধু) গন্ধে তোমার পাই যে নাগাল
(নীরব) ঝুলন্-সাঁতারে,
(তোমার) রূপ-বিজুলী ডুব দিয়েছে
বাদল-পাথারে!

(৭)

(তুমি) আস্ছ পথে ভূঁই-চাঁপাতে
ভুবন সাজায়ে!
বাদল-ধারায় তাল মিলায়ে
(মৃদু) নূপুর বাজায়ে!
হাস্ছ তুমি জুঁই চামেলির
পরাণ বাঁচায়ে!
আস্ছ তুমি পেখম-খোলা
ময়ূর নাচায়ে!

(৮)

(সখী) যখন কেবল শ্রবণ চলে
নয়ন না চলে—
সেই শ্রাবণের আমল এখন
এ রঙ্-মহলে।
(আজ) শোন্ গো কেবল দাদুর কী কয়
(আর) ঝিল্লী কি বলে,
এক্লা পাখী কী গায়—বাদল-
ধারার বিরলে!

(৯)

(আজ) কুঞ্জ-পথে সবুজ কানাৎ
নতুন কে দিলে!
মেঘ-ডম্বরী রঙের তাঁবু
(ধারা-) জলের ঝিল্মিলে।
আজ বেরুবার নেই মানা আর
সব সখী মিলে,
বাঁশীর সুরে সুর বাঁধা আজ
বাসর-নিখিলে।

(১০)

(আজ) নূতন শাখে বাঁধ্ তোরা সই
নূতন হিন্দোলা,
আজ্‌কে হাওয়ার নূতন দুয়ার
হল যে খোলা!
(নব) নীপের দীপে কেয়ার ধূপে
আজ ভুবন ভোলা,
নূতন বঁধুর নূতন-মধুর
কাজ্‌রী উতলা!

(১১)

(ওলো) ঘোম্‌টা খোলা সরম ভোলা
আজ বিধির লেখা,
(প্রথম) ভয়-ভাঙার পুলকে প্রাণে
ধ্বনিছে কেকা।
কূল ভেঙেছে যমুনা আজ
(তার) নাই সীমা-রেখা,
(শুধু) ঘনঘটাব ঘোম্‌টা বেখে
চল্ পথে একা।

(১২)

(ওগো) এমন দিনে উদাস মনে
কে ঘরের কোণে?
(এস) আপনাকে আজ লোফালুফি
করব পবনে।
বুক দিয়ে আজ বিঁধব বাতাস
(আকাশ) ঠেক্‌বে চরণে,
কিশোর তনুর সকল অণু
ভরবে শ্রাবণে।

(১৩)

(আজ) যে দোলাতে দুজন ঝুলায়
সেই দোলা বাঁধিস,
বন্ধু বিনে, নইলে যে হায়,—
ঠেক্‌বে সবই বিষ!
মিশ্ কালো ওই মেঘে মিশে
(আজ) ঝুলন অহর্নিশ,
বিজুলী ডোর ধরবে দোলার
উথ্‌লাবে হরিষ!

(১৪)

(আজ) বাদল রাতির কাজল পাঁতি
এল কার তরে!
পৌঁছে দিল পূবের বাতাস
কাহার অন্তরে!
সজল আঁধার কী বোল্ বলে
(আজ) বিভোল্ অম্বরে!
(হায়) বাঁশীর পাগল বেরিয়ে প'ল
বাজ মাথায় ক'রে!

(১৫)

(আজ) গগন পরে থর দিয়ে কে
গড়লে এ মৌচাক!
কে খোঁচালে হঠাৎ!—ক্ষেপে
ছুট্‌ল কিসের ঝাঁক!
ছুট্‌ল রাগে বুঁদ হয়ে সব
(চাকের) দুয়ার রেখে ফাঁক!
ঝুঁঝিয়ে ঝরে রসের ধাবা
অবাক গো অবাক!

(১৬)

(ওই) মেঘের দেশে রাত হ'ল, দ্যাখ্
হাওয়ায় লাগে ঢুল!
গুগ্‌গুলু উগারে তরল
অপ্‌রাজিতার ফুল!
নীল কমলে ঢাক্‌ল ডানায়
কালো ভ্রমরকুল
(যেন) সাপের শেষে গা ঢেলে কে
এলিয়ে দিল চুল!

(১৭)

(ও কে) দোল্ দিল মোর মনে, ওগো!
তাই দোলে ভুবন!
শ্রাবণ দোলে পবন দোলে
দোলে সকল বন!
হৃদয়-দোলায় চল্‌ছে গো কার
আনন্দ-ঝুলন!
ঝুলন-মাতাল রাগ-রাগিণী
কাজরী-নিমগন!

(১৮)

(এবার) ফুট্‌ল কিনা কদম বনে
খবর রাখি নে,
শ্রাবণী ফুল ফুটেছে মোর
মনের বিপিনে!
(বঁধু!) আমরা হলাম পুলক-কদম
(তোমার) সোহাগ-সুদিনে,
(মোদের) পরাগ-ভরা এই অনুরাগ
নাও তুমি জিনে!

(১৯)

(গেছে) ঝুল্‌নো বেঁধে রাখাল-ছেলে
সকাল বেলায় আজ,
সেই দোলাতে দুল্‌তে হবে
তোমায় রাখাল-রাজ!
(মোদের) রাই-বাজা পরাবে তোমায়
(আপন) মাথার ফুলের তাজ,
(আজ) হিন্দোলে হিল্লোলে কেবল
টল্‌বে সকাল সাঁঝ।

(২০)

(মোদের) দুপুর-বেলাই ঝুলন খেলা
আইন্‌ মানি নে,
(আজ) ঘনঘটাই ঘোমটা যে, তাই
ঘোমটা টানি নে।
কে বিদেশী যায় যে পথে
আমরা জানি নে,
যে খুসী সে হাসুক হাসি
আমল আনি নে।

(২১)

(ওকি!) দোলন্‌চাঁপা দুল্‌ছে হাওয়ায়
দোলন্‌-চাঁপার ফুল!
(তার) দোলন্‌ দেখে ঝুম্‌কো জবা
দুল্‌ছে গো দোদুল্‌!
তপ্ত দুধের মাখন তনু
(তারে) দেখ্‌লে যে হয় ভুল!
মুখটি কাঁচ কাঁচা-দুধের
ননীর সমতুল।

(২২)

(আমরা) ভালোবাসার রূপ দেখিনি
(শুধু) নাম শুনি গো তার।
শুন্‌তে যে পাই আওয়াজ বাদল-
ধারায় অনিবার।
চোখ্‌ বুজে তাব ডাক শোনা যায়
সাত সাগরের পার,
(তার) পবশ পেলে প্রাণ নাকি হয়
গুলাবে গুলজার!

(২৩)

(আজ) তোমাব তরে এনেছি এই
সন্ধ্যামণি ফুল,
এই দোপাটি হবে তোমার
দুটি কানের দুল ;
চরণ-পিঁড়ি হবে বাধা-
পদ্ম এ রাতুল,
রায়-বেলে সই সাজাব আজ
তোমার কালো চুল।

(২৪)

(আজ) ঝুলন-দিনে ফুল গহনা,—
সোনা না-মঞ্জুর!
কঠিন সোনা আজকে মানা
আজ রাখ তায় দূর।
ফুলের কাঁকণ ফুলের মুকুট
(আর) ফুলের রতনচূড়,
ফুলের নূপুর বাজবে নীরব
ভরবে হৃদযপুব।

(২৫)

(ওগো) তোমরা চোখে কাজল দিয়ো
হরিণ-লোচনা!
ওই কাজলে আমরা করি
কাজ্‌রী রচনা।
ওই কাজলে হয় গো সজল
বাদল-জোছনা,
ওই কাজলে উজল হিয়া
লুকায় শোচনা।

(২৬)

(আজ) অন্ধকারে গন্ধ ফুলের
হোলি-খেলার ধুম!
মাদল বাজে বাদল-মেঘে
নাইক চোখে ঘুম।
পিচকারী সব ভরছে কেয়া
(আর) কদম সে কুংকুম,
গন্ধে রঙীন্ অংগে হাওয়া
সঞ্চরে নিঝুম!

(২৭)

(তোমরা) দুলিয়ে বেণী ঝুলিয়ে দিলে
রেশ্মী হিন্দোলা!
ঝুম্রো বটের ঝুরি মোদের
ঝুলনের ঝোলা!
রাজার মেয়ে তোমরা সবাই,
(মোরা) রাখাল মন্-ভোলা!
অ-বোলা কে কয়? তোমাদের
ভারি বোল্বোলা।

(২৮)

(আজ) ঝামর হাওয়ায় তরল মোতি
ফিরতেছে লীলায়!
তাই বুঝি গো মুক্তোঝুরি
তোমার তনু ছায়।
কি দিয়ে কিশোরী! গোরী!
(বল) মুছাই, হায়, তোমায়?
(শুধু) আঁখির পাতা বুলাই, সখী!
তোমার গোরা গায়।

(২৯)

(আহা) এম্নি ভিজে আস্তে কি হয়
ও বাঁশীর পাগল!
(তোমার) সোনার গায়ে মুক্তোস'ুটি
সুটিয়ে পড়ে জল।
ভয় কি গো নেই দেয়ার ডাকে?—
(এই) বিষম ঝড় বাদল!
(ওগো) ভালোবাসার এম্নি অভয়—
এম্নি কি তার বল!

(৩০)

(ওগো) তোমার দোলা কদম-শাখে
আমার তমালে ;
কাছে-কাছেই চল্‌ছে দোলন
(তবু) নাইক নাগালে!
ওই আঁচলের আভাস লাগে
এ মোর কপালে!
(তোমার) চুলের রাশি নিশাস ফেলে
নিশির আড়ালে।

(৩১)

(আজ) তোমার আমার মন মিলেছে
মনের মালঞ্চে!
কে জানে আজ দুনিয়া সমাজ
পড়শী পঞ্চে?
অঞ্চলে বেঁধেছি মোরা
(আজ) সাত রাজার ধন যে!
কাঞ্চনে নাই রুচি, চরণ
মাণিকের মঞ্চে!
(আজ) তোমার আমার ফুল ফুটেছে
মনের মালঞ্চে।

(৩২)

(দোলা) দুল্‌ল এবার বাদল হাওয়ায়
হারিয়ে দিগ্বিদিক!
দুল্‌বে কে, আর কে দোলাবে
(তার) নাই কিছুরই ঠিক!
ভয়-ভোলা মন ভুল্‌ছে ভরম
আজ সরমে ধিক্ ;
(আজ) যে পারে সে দিক ছড়িয়ে
যে পায় লুফে নিক্।

(৩৩)

(আজ) ডুব-সাঁতারে যায় কে চুপে
হারা পূর্ণিমায়!
গহন মেঘের ওপার দিয়ে
স্বপন-সীমানায়!
চাঁদ! যেয়ো না অমন করে
(তুমি) পালিয়ো নাগো হায়,

(আজ) আনন্দেরি গন্ধরাজে
পূজ্‌ব যে তোমায়!

(৩৪)

(আজ) কাজল-লতার পাতার পরে
ভ্রমর বুলেছে!
কাজল আঁখির জল্‌সাতে মোর
কাজ্‌রী খুলেছে!
চন্দনী পরশে হাওয়ার
(আজ) ভুবন ভুলেছে,
হিন্দোলে আনন্দ-ঘন
ছন্দে দুলেছে!

(৩৫)

(ওগো) আজ কোথাকার ঢেউ লেগেছে
সারা গগনময়!
সাগর চুরি করেছে রে,
পুখুর চুরি নয়।
চল্‌ছে যখন এমন চুরি
(ওগো) তখন কিসের ভয়?
(আজ) চোবা-চোখে চাইলে, ধরা
পড়বে না নিশ্চয়।

(৩৬)

(বল) শ্রাবণ! তুমি শিখবে কবে
নয়ন বাঁকানো?
ভুল্‌তে তুমি বসেছ চোখ
মেলে তাকানো!
হিম যে তোমার নাকের নিশাস
(তোমায়) যায় না জাগানো,
পান্তা-বাতাস নেবু-ফুলের
গন্ধ মাখানো!

(৩৭)

(আমার) কাজ্‌রী গাথার কাজল-লতা
দিব কার করে!
কার দু'আঁখির আপ্‌নি-কাজল
আঁখির ঘুম হরে!

(কার) পায়ের পাতা ছন্দ রচে
(বাদল) মেঘের ডম্বরে!
কার পুলকে নীপ্-মুকুলের
অঙ্গ শিহরে!

(৩৮)

(আমায়) সকল ভুবন দোল্ দিলরে
জনম জনমে!
দোল্ দিল আনন্দ-বিষাদ
শঙ্কা-সরমে!
দোল্ দিল কামিনী কুঁড়ি
(মোর) গোপন মরমে!
সূর্য্য-তারার নাগর-দোলার
ছন্দেরি সমে!

(৩৯)

(ওগো) বাদল-মেলার শাঙন-বেলার
আর কত বাকী!
(আমায়) দোল্ দিযে গিয়েছে সে তাই
দুল্ছি একাকী!
দুল্ছে দোলা, ভুল্ছে না মন,
মিছাই মুখ ঢাকি,
(হ'ল) আঁখির লোরে ঝামর হাওয়া,—
মেল্ব কী আঁখি।

(৪০)

(ও তোর) মানের দোলা দুলছে সে কই?
দুল্ছে মন্থরে!
ডুরি যে তার গেছে কেটে
অলখ্ মন্তরে!
(তোর) এক্লা-গরব আঁখির জলে
(হায়) আজ যে সন্তরে॥
যে কেঁদে যায়, কাঁদিয়ে সে, হায়,
যায় জনম-তরে।

(৪১)

(ও সে) স্বপ্নে আমার এসেছিল
কুঞ্জে সজনী!
ছিল সে মোর কুসুম-শেষে
সকল রজনী।

ছিনিয়ে হঠাৎ কে নিল তায়
(হায়) কিছুই না জানি!
(শুধু) শুন্‌ছি জেগে দেয়ার হা-হা
আর গরজানি।

(৪২)

(মরি) আজ্‌কে কারে দেব্‌তা ডাকে
ডাকে গো দেয়া!
দিনের আলোয় দ্যায় যে উঁকি
আকাশ-আলেয়া!
আজ যমুনার জমাট নীলে
(ও কে) জমায় শেষ খেয়া!
গায়ে কাঁটা দ্যায়, শিউরে ওঠে
কদম আর কেয়া!

(৪৩)

(আজ) জীবন মরণ ঝুলন খেলে,
দোল দিয়েছে কে!
সুধা-সুরা-সোম-ধুতুরার
ঢেউ পিয়েছে কে!
(আজ) বাদল-ধারায় জ্যোৎস্না জড়ায়
(হায়) সে রঙ্গ দেখে!
ঝুলন-ঝোলে ঝান্ডা তালের
ঝঞ্ঝাতে বেঁকে!

(৪৪)

(হায়) অশ্রু-জলের শ্রাবণ দেখে
বন্ধু! কোথা যাও?
দাঁড়াও আবার ঝুল্‌নো বাঁধি
রথ রাখ, দাঁড়াও!
মাধব! ঐ মাধবী লতার
কুঞ্জ পানে চাও!
(বারেক) গাও বাঁশীতে পাগল গানের
শেষ কলিটি গাও।

(৪৫)

(তুই) উজান বয়ে চল্‌ যমুনা!
চল্‌ অনুরাগে,
চল্‌ নিয়ে ফের তুইরে মোদের
বঁধুর সোহাগে।

চোখের কাজল কানের সোনা
(তোরে) দিব যা' লাগে,
কাজল-গাথা আঁধার রাতে
গাইব তোর আগে।

(৪৬)

(এবার) হিন্দোলা হায় বন্ধ আমার,
বন্ধু মথুরায় ;—
বাদল-নিশির আঁধারে মোর
নাইরে প্রদীপ হায়!
(তবু) বাতাস আমায় দোল্ দিতে চায়,
(ফুল) সৌরভে ভোলায়,
কাজ্‌রী সুরে নয়ন ঝুরে
পরাণ লহরায়।

(৪৭)

(এবার) কুটিলা ! তোর ঝুলন হবে,
(আর) করিস্ নে তুই রোষ ;
কুব্জা হ'ল দোলার বিবি,
তোর হ'তে কি দোষ?
রাই-কমলের দিন গিয়েছে,
(তার) শুকায় হৃদয়-কোষ ;
(এখন) কুব্‌জা-কুটিলার আমল,
আর কিসের আফ্‌শোষ?

(৪৮)

(আমাব) নয়ন-জলের শ্রাবণ এল,
বন্ধু এল না!
ঝুলন-দোলায় রইল পরাণ,—
(সুখে) দুল্‌তে পেল না!
হায়! মথুরা এতই কি দূর?—
খবর গেল না!
যমুনা কি সাগর হ'ল
অশ্রুতে লোণা!

(৪৯)

(তুমি) মোহন বাঁশীর মধুর ডাকে
ডাক্‌লে না, হায়, আজ ;
ডাক দিয়েছে বন্ধু! তোমার
বাজের পাখোয়াজ!

(আমার) ভাব-কদমের ফুটল কি ফুল!
(মোর) টুট্‌ল গো ভয় লাজ!
(তোমার) আওয়াজ পেযে বেরিয়ে এলাম
(তুমি) কই গো হৃদয়-রাজ!

(৫০)

(হায়) ঝুমকো-ফুলের ঝালর-গাঁথা
ঝুলন অবসান,
কোথায় প্রেমী? কোথায় প্যারী?—
ভুবন ব্যবধান!
শূন্য দোলা দুল্‌ছে তবু,
চল্‌ছে তবু গান!
(তবু) বাঁধছে গোকুল-গোলোক-সেতু
কাজ্‌রী অফ্‌রান!

নীল পরী

কানে সুনীল অপ্‌রাজিতা, পাপ্‌ড়ি চুলে জাফ্‌রাণের,
পায়ে জড়ায় নূপুর হ'য়ে শেষ বাসরের রেশ গানের,
নীল সাগরে নিচোল তোমার গগন নীলে উত্তরী,
নীল পরী গো নীল পরী!

কণ্ঠেতে নীল পদ্মমালা, টিপ্‌টি নীলা কাঁচ-পোকার,
ধূপের ধোঁয়া পাখ্‌না তোমার, মূল কি তুমি সব ধোঁকার!
ভুলের প্রদীপ নয়নে তোর পিন্ধনে মেঘ-ডম্বরী,
নীল পরী গো নীল পরী!

ঢুল লাগে ওই রূপ দেখে হায় ঢুলের তুমি ঢল্‌ বিথার,
তন্দ্রা তোমার সুর্ম্মা চোখের তন্দ্রা তোমার আল্‌তা পা'র,
নীল গাভী নীল মেঘ দু'হে নাও তার বিজুলী শিং ধরি'
নীল পরী গো নীল পরী!

স্বপন তোমার শাড়ীর আঁচল, মূর্চ্ছা নিচোল নীলবরণ,
ঘুম সে তোমার আল্‌গা চুমা, মরণ নিবিড় আলিঙ্গন,
বিদায়ে নীলকণ্ঠ পাখী ক্লান্ত আঁখির শর্ব্বরী
নীল পরী গো নীল পরী!

জন্মাষ্টমী

বিশ্বে আজি ওতঃপ্রোত তড়িতের সঘন স্পন্দন,
বিদ্যুতের দৌত্য চলে মিলাইতে ছিন্ন ভিন্ন মেঘে ;
অন্ধ-করা অন্ধকারে বন্ধ দৃষ্টি, যামিনী গহন,
বন্দীর মন্দিরে হায় ক্ষুব্ধ ঝঞ্ঝা আছাড়িছে বেগে।

লুপ্ত যত গতিপথ ভরা বরষার অশ্রুধারে,
জাগে উপবাসী চিত্ত বিশ্বাসের বিত্ত বুকে করি,'—
গতিহীন মুক্তিহীন প্রব্যথিত শৃঙ্খলের ভারে,—
আনন্দের নাহি লেশ, জাগি' তবু যাপিছে শর্ব্বরী।

এলে কি এলে কি ওগো গুপ্তচারী শিশু যাদুকর?
মধু-দৈত্য অধিকারে মোহ-ঘেরা মথুরা নগরে?
প্রাচীরের হের-ফের,—লোহার কবাট ভয়ঙ্কর,—
তা' সবে ভেঙে কি এলে অপথের মাঝে পথ ক'রে?

এলে কি আনন্দরূপ! পুলকিয়া সুপ্ত নীপবন,—
ফণীফণা-ছত্রশিরে শান্ত শিশু আনন্দে-নির্ভয়!
রাখালেরে কোল দিতে আচাবীর নাশিতে পারণ
এস তুমি দর্পহারী! এস প্রেমী! এস সর্ব্বজয়!

এস আলো-করা কালো! এস ফিরে কালিন্দীর কূলে,
বাজাও মুরলী তব,—যমুনা উজান যাহে বয়,—
এস রাস-নৃত্যে ফিরে দোলে দুলে ঝুলনায় ঝুলে
এস তুমি হে কিশোর! রিক্ত শাখে এস কিশলয়!

এস ইন্দ্র-অর্ঘ্য-হারী! নব বেদ কর উচ্চারণ!
নিয়ম-দারুণ দেশে হোক ফিরে তারুণ্যের জয় ;
ভয়-পাণ্ডু পাণ্ডবের এস বন্ধু! এস জনার্দ্দন!
এস পাঞ্চজন্যধারী কংসের বংশের চিরভয়।

বর্ষে বর্ষে যুগে যুগে জাগে দেশ তব প্রতীক্ষায়,
তব জন্মতিথি-দিনে কীর্ত্তন তোমার কীর্ত্তিকথা ;
এলে কি বিচিত্র-কর্ম্মা! পুনরায় এলে কি ধরায়?
জরাভরা ভারতের চিত্তবাসী চির-তরুণতা!

চিত্রশরৎ

এই যে ছিল সোনার আলো ছড়িয়ে হেথা ইতস্তত,—
আপনি খোলা কম্‌লা-কোয়ার কম্‌লা-ফুলি রোয়ার মত,—
এক নিমিষে মিলিয়ে গেল মিশমিশে ওই মেঘের স্তরে,
গড়িয়ে যেন পড়ল মসী সোনায় লেখা লিপির পরে!

আজ সকালে অকালেরি বইছে হাওয়া, ডাকছে দেয়া,
কেওড়া জলের কোন্ সায়রে হঠাৎ নিশাস ফেললে কেয়া!
পদ্মফুলের পাপড়িগুলি আস্‌ছে ভেরে আলোক বিনে,
অকালে ঘুম নাম্‌ল কি হায় আজকে অকাল-বোধন দিনে!

হাওয়ার তালে বৃষ্টিধারা সাঁওতালী নাচ নাচতে নামে,
আবছায়াতে মূর্ত্তি ধরে, হাওয়ায় হেলে ডাইনে বামে ;
শূন্যে তারা নৃত্য করে, শূন্যে মেঘের মৃদং বাজে,
শাল-ফুলেরি মতন ফোঁটা ছড়িয়ে পড়ে পাগল নাচে।

তাল-বাকলের রেখায় রেখায় গড়িয়ে পড়ে জলের ধারা,
সুর-বাহারের পর্দ্দা দিয়ে গড়ায় তরল সুরের পারা!
দিঘির জলে কোন্ পোটো আজ আঁশ ফেলে কী নক্সা দেখে,
শোল্-পোনাদের তরুণ পিঠে আলপনা সে যাচ্ছে এঁকে!

ডাল্‌পালাতে বৃষ্টি পড়ে, শব্দ বাড়ে ঘড়িক্-ঘড়ি,
লক্ষ্মীদেবীর সামনে কারা হাজার হাতে খেল্‌ছে কড়ি!
হঠাৎ গেল বন্ধ হ'য়ে মধ্যিখানে নৃত্য খেলা,
ফেঁসে গেল মেঘের কানাৎ উঠল জেগে আলোর মেলা!

কালো মেঘের কোল্‌টি জুড়ে আলো আবার চোখ চেয়েছে!
মিশির জমী জমিয়ে ঠোঁটে শরৎ-রাণী পান খেয়েছে!
মেশামিশি কান্নাহাসি, মরম তাহার বুঝবে বা কে!
এক চোখে সে কাঁদে যখন আরেক্‌টি চোখ্ হাসতে থাকে!

শরতের হাওয়ায়

এই শীতল আলোকে শরতেরি হাওয়া ফিরিছে সঞ্চরি'
তবু তালবীথী দোলে যে তালে,—না দোলে সে তালে বল্লরী!
তরল কাঞ্চনে
বিহরি আন্‌মনে ;
হায়! কার হিয়া দোলে কি তালে এখন, কে জানে সুন্দরী!
কি সুরে সুর ধরি'!

এই নিরাকুল হাওয়া ফিরিছে নীরব ভুবনে ঢেউ তুলি'
বনে সকল যন্ত্রে একা কে যন্ত্রী বুলায় অঙ্গুলি!
তাহারি মন্তরে
সুষমা সঞ্চরে ;
তবু শেফালি তেমন হ'ল না বন্ধু যেমন বান্ধুলি!
সে কথা কই ভুলি?

আজ তুমি আর আমি আছি কাছাকাছি এ মর-নন্দনে,
তবু কে জানে কাহার মন দোলে আজ কেমন স্পন্দনে!
এ হৃদি-মন্দিরে
যে সুর বন্দী রে,—
হায়, কোন্‌খানে আর ওঠে সে রণিয়া এমনি ক্রন্দনে—
গুমরি বন্ধনে!

হায়, কাছে-থেকে-দূর! হয় ত বিধুর তুমিও সুন্দরী!

বুঝি তমালের দলে যে সুরের খেলা জানে তা বল্লরী!
দ্রুত ও মন্থরে
কাননে প্রান্তরে,
হায়, ধ্বনিয়া রণিয়া ওঠে না কি এক মোহন মন্তরই,—
শারদ দিন ভরি'!

বোধন

(গান)

(আজি) পূর্ণ হৃদয়ের পূর্ণ কুম্ভ সারে সারে!
বন্দনমালা নন্দিছে রে দ্বারে দ্বারে।
(আজি) শেফালি জাগে নিশি অতন্দ্রিতা,
(কোটি) দীপ্ত নয়নের দীপান্বিতা,
(হ'ল) কমল বিহ্বল আলোক লাগি অন্ধকারে।

নীলকণ্ঠ পাখী

ছাড়িব বলিয়া ধরি তোরে পিঞ্জরে!
মুক্তি দিতেই বেয়াধের মত বাঁধি!
অল্প মেয়াদে—দু'চারি দিনের তরে—
বনের পাখীরে কাঁদায়ে আপনি কাঁদি।

আগে পিছে তোর অবাধ অব্যাহত
মুক্তির হাওয়া বহিছে রাত্রিদিন,
মুক্তি-সায়রে গান ওঠে অবিরত
মুক্তির লোকে বাজে আলোকের বীণ!

তার মাঝে তুই করিস বিহার, পাখী!
বারো মাস, হায়, তারি মাঝে তোর বাস;
আমি তোরে শুধু দু'দিনের তরে রাখি
বন্দী করিয়া রাখি রে আপন পাশ।

আমার সমুখে অগাধ অনিশ্চয়
পিছনে কেবল বন্ধন-স্মৃতি জাগে ;
বন্দী হৃদয় সাধ করে সঞ্চয়,—
মুক্তেরে বাঁধি' মুক্তি সে দিতে মাগে।

ছাড়া নাহি পাই—ছেড়ে দিয়ে তাই দেখি,
ছেড়ে দিতে বাঁধি—অজানার স্বাদ পেতে,
কল্পনা ফিরে আসে রে আকাশে ঠেকি'
কল্পলতার সন্ধানে যেতে যেতে।

সাগর সেঁচিতে গরল পেয়েছে যারা—
সে গরল ভখি' কণ্ঠ হয়েছে নীল,—
নীলার কণ্ঠী কণ্ঠে পরেছে তারা,
নীলকণ্ঠের সাথে তাই এত মিল!

মিতা তুই মোর রে নীলকণ্ঠ পাখী!
তোরে দেখে আমি আশ্বাস পাই প্রাণে,
পবেছে যে জন বিষাদের কালো রাখী
তোর মুক্তিতে নিজে সে মুক্তি মানে।

বিজয়োৎসবে উৎসাহে মাতে প্রাণ
পুলকে উদাস আঁখি ভরে কূলে কূলে,
উৎসারি উঠে বিজয়ার জয়গান
খাঁচার দুয়ার ধীরে যবে দিই খুলে।

উধাও! উধাও! উড়ে তুই যাস্ ভেসে,—
বুলায়ে দোলায়ে নীল ডানা নীলাকাশে,
নীল পতঙ্গ! নীলাব্জ মাঝে শেষে
মিলাইয়া যাস্! সন্ধ্যা ঘনায়ে আসে।

ধীরে ধীরে জলে ডুবে যায় দর্পণ ;
আমি বসে বসে আকাশ-পাতাল ভাবি!
বন্দী পাখীরে মোচন করিযা মন
মনে মনে, হায়, করে মুক্তির দাবী!

বেয়াধের মত বেঁধে মোরা রাখি তোরে
খেয়ালের ঝোঁকে সুখহীন পিঞ্জরে,
তবু দিয়ে যাস্ অমৃতে তিতায়ে, ওরে!
মুক্তির হাওয়া বুলাস্ প্রাণের পরে!

পুরীর চিঠি

ধু ধু বালির বিথার যেথা মিলায় পারাবারে
আমি এখন রয়েছি সেই পাতাল-পুরীর দ্বারে।
সমুখে নীল জলের রাশি নেই কিনারা কূল,—
ফোটে না এই কালীদহে রাঙা কমল ফুল।
হীরাকষের কষ মেতেছে তুঁতের রসে বসি'
গড়ায় যেন বিশ্বলোকের ললাট-লিপির মসী।
আস্‌মানী নীল রঙের সাথে জলঙ্গা নীল মেশে,—
জগৎ যেন মিলিয়ে যাবে প্রলয়-মেঘের দেশে!

* * *

নীল কাজলের তুলি আমার চোখে বুলায় কে রে!
যে দিকে চাই নিবিড় নীলে নয়ন আসে ভেরে।
মায়া-কাজল মন্ত্র-পড়া ভুল কিছু নেই তায়,—
মায়া-ভুবন মুক্ত হেরি আমার ডাহিন বাঁয়।
পাতাল-পুরীর সিং-দরজায়, উছল ঢেউয়েব পাশে,
ময়াল-সাপের হুড়কা ঠেলে নাগবালারা আসে ;
মুক্তা-ঘেরা ঘোম্‌টা তুলে চোখ্‌ মেলে যেই তারা,
ভেঙে পড়ে বেলোয়ারী ঢেউ—ফেনা ফটিক-পারা।

* * *

ফেরৎ ঢেউয়ের পথ আগুলে দাঁড়ায় বাঘা ঢেউ,
সাপ্‌টে তিমি গিল্‌তে পারে এম্‌নি বৃহৎ কেউ।
বলের গর্ব্বে পর্ব্বে পর্ব্বে সাগর ওঠে ফুলে—
দিগ্‌দিগন্তে অঙ্গ মেলে অট্টহাসি তুলে!—
সরিৎ-পতির হস্তামলক স্তব্ধ বসুন্ধরা,
তিমি-গলা তিমিঙ্গিলা আতঙ্কে আধমরা।—
চৌদ্দ মাদল বাজে হঠাৎ,—হৃদয় ওঠে মেতে,—
হরধনুর্ভঙ্গ-খেলা ভঙ্গ-তরঙ্গেতে।

* * *

দক্ষিণের এই দ্বারে স্বয়ং মৃত্যু আছেন বুঝি,
চারদিকে তাই যমের মহিষ ঢেউয়ের যোঝাযুঝি,
চারদিকে তাই হাপর চলে, ফাঁপর হ'য়ে দেখি ,
চারদিকে তাই মাথা কোটে স্বর্গলোভী ঢেঁকি!
ঢেউয়ের পরে ঢেউ চলেছে—শুধু ঢেউয়ের মেলা,
ঢেউয়ের সাথে তলায় কত সাগরিকার ভেলা।
কঙ্কাবতীর নৌকাটি—তাও—এড়ায়নি এই চোখ,—
নেবু-ফুলের ডোর-জড়ানো গলুইটা ইস্তক!

* * *

লাখ্‌ হাতীর ওই হল্‌কা বেরোয় কার শোভা-যাত্রাতে?
বরুণ-পুরীর বাড়ব-ঘোড়া ছুটছে সাথে সাথে!

এরাই বুঝি বাঁধা ছিল কপিল-গুহা-তলে
ছাড়া পেয়ে ছুটল হঠাৎ ঘুন্টি-মালা গলে!—
কোন্ দিকে ধায় নেই ঠিকানা, ঠিক লেগেছে 'ভুলো'
ভিড় করে তার পিছন নেছে দ্রাবিড় কতকগুলো!
ক্ষুদ্র প্রাণীর প্রাণান্ত হয় তরঙ্গ-সঙ্কটে,—
জলোৎকা আর সংকটা মাছ আছড়ে পড়ে তটে।

*　　*　　*

কতই কথা লিখছে সাগর, লিখছে বারো মাস,
উতলা ঢেউ লিখছে সাগর-মথন-ইতিহাস;
দেখছি আমি মুহুর্মুহু জাগছে দিকে দিকে
সাপের রাশি সাপের ফণা চিহ্নিত স্বস্তিকে;
উঠছে সুধা, ফুটছে গরল; যাচ্ছে যেন চেনা
আঢ়ক-হাতে লক্ষ্মী?—সাথে লক্ষ্মী-কড়ি ফেনা।
ছন্দে ওঠে মন্দ ভালো;—চল্‌ছে অভিনয়
দেবাসুরের দ্বন্দ্ব-লীলা দুরন্ত দুর্জ্জয়।

*　　*　　*

ঝড়ের বেগে ঝাণ্ডা নিশান ওঠে এবং পড়ে
নীল-জাঙিয়া নীল আঙিয়া অসুরগুলো লড়ে!
হঠাৎ হ'ল দৃশ্য বদল উল্‌টে গেল পট
ঘাঘরা ঘোরায় কোন্ মোহিনী মাথায সোনার ঘট!
তারে ঘিরে অপ্সরীরা তরফা নেচে যায়
ফেনার চারু চিকণ কারু দুল্‌ছে পায়ে পায়।
কালীদহের কমল-কলি কালিপেটা পাখী
চরণে তার শুভ্র ফুলের অঞ্জলি দেয় আঁকি।

*　　*　　*

এই সমুদ্র—ভীষণ, মধুর;—কাছে থেকেও দূর;
জগৎ-পতির গোপন ছবির রহস্য-মুকুর।
এই তো হরি-বাসর-রাতের শয্যা সুবিস্তার,
শেষ-তোলানি সোনার মোহর—ঊষার কিরণ-ভার।
জ্যোৎস্না-রাতে এই সমুদ্র আনন্দে-ফোয়ারা;—
কাল্-অগুরুর পাত্রে ঝরে চন্দনেরি ধারা।
ঢেউয়ের হাজার কুব্জা হেথায় করছে ঠেলাঠেলি
কুঁজায় সোজা করে যে তায় দেখবে নয়ন মেলি॥

*　　*　　*

এই সমুদ্র বিশ্বরাজের বিমুক্ত রাজপথ,
জগৎ-জয়ের শক্তি-সাধন্-মার্গ সুমহৎ।
কঠোর পণের কুঠার দিয়ে মোদের ভৃগুরাম
হটিয়ে এরে, গড়েছিলেন নগর অভিরাম!
এই সমুদ্রে বশে এনে বঙ্গ-যুববাজ
বিজয় সিংহ পরেছিলেন সম্রাটেরি তাজ।

শ্রীমন্ত এ পার হয়েছেন ভয়-ভাবনা ভুলে,
অগস্ত্য এ পান করেছেন অঞ্জলিতে তুলে।
এই সমুদ্র,—কান্ত, রুদ্র,—বিরাগ এবং স্পৃহা
অঘোর-শয়ান স্বয়ম্ভূদেব—তাঁর প্রতিমা ইহা।
এই সমুদ্র চতুর্মুখের মতন চতুর্দ্দিকে
মারণ ঘোষে অথর্ব্বে আর শান্তি সামে ঋকে।
এই সমুদ্র অগাধ অকূল দুরন্ত দুর্গম,—
শক্তিমানের সাঁতার-পানি, দুর্ব্বলের এই যম,—
এই সমুদ্রে গণ্ডূষে এ পান করেছি মোরা,—
পার হ'তে আজ পাঁতি খুঁজি—অগস্ত্যের আব্‌খোরা!

* * *

এই সমুদ্র রক্ষা করে আপন বক্ষ-নীড়ে
বুদ্ধদেবের পুণ্য-পূত ভিক্ষা-পাত্রটিরে।
মৈত্রী-মন্ত্রে হ'বে যেদিন দীক্ষা সবাকার
মৈত্রেয় দেব বুদ্ধ হবেন—বিশ্বে অবতার ;
যুদ্ধ যেদিন লুপ্ত হবে শুদ্ধ হবে মন
সেদিন সাগর ফিরিয়ে দেবে গচ্ছিত সেই ধন ;
চতুর্মহাদেশের লোকে তুল্‌বে বরণ ক'রে
প্রেমের কণায় রাজ-ভিখারীর পাত্রখানি ভ'রে।

* * *

এই সমুদ্র!—কুক্ষিতে এর আগুন আছে, বলে,
আমি জানি আঁধারে এর জলে জোনাক্ জ্বলে।
ভেলার আঠা অন্ধকারে জড়ায় যখন আঁখি—
ঘরে যখন ফিরেছে লোক, কুলায়-মাঝে পাখী—
তখন জ্বলে ঢেউয়ের মালায় জলের জোনাক পোকা ;—
তটের সীমায় চূর্ণ হীরা—নেইক লেখা জোকা!
লুটেছি সেই সাপের মাণিক ভয় করিনি ফণা
ধরেছি দুই হাতে লুফে বাড়ব-শিখার কণা।

এই সমুদ্র—খাম-খেয়ালি,—খেয়ালের এই ধাম,—
পাতাল-পুরীর দ্বারে লেখায় 'স্বর্গ-দুয়ার' নাম!
এই সমুদ্র,—মুদ্রা তো ঢের,—রত্ন আছে পেটে,
পেলাম মাত্র রঙীন্ ঝিনুক—বেলার বালি ঘেঁটে।
এই সমুদ্র,—সমূহ ঘুম আছে ইঁহার হাতে,—
পাচ্ছি প্রসাদ যখন-তখন দিনে এবং রাতে।
এই সমুদ্র কর্ম্মী স্বয়ং কাজ-ভুলানোর রাজা—
ত্রিসীমায় এ'র যে এসেছে কাজ-ভোলা তার সাজা!
লিখ্‌ব কোথায় পুরীর কথা,—হ'ল না তার লেশ
সাগরের সাত কাহন কথায় পুরীর চিঠি শেষ।

সমুদ্রাষ্টক

সিন্ধু তুমি বন্দনীয়, বিশ্ব তুমি মাহেশ্বরী ;
দীপ্ত তুমি, মুক্ত তুমি, তোমায় মোরা প্রণাম করি।
অপার তুমি, নিবিড় তুমি, অগাধ তুমি পরাণ-প্রিয় !
গহন তুমি, গভীর তুমি, সিন্ধু তুমি বন্দনীয়।

সিন্ধু তুমি, মহৎ কবি, ছন্দ তব প্রাচীন অাত ;—
কণ্ঠে তব বিরাজ করে 'বিরাট-রূপা-সরস্বতী'।
আর্য্য তুমি বীর্য্যে বিভু, ঝঞ্ঝা তব উত্তরীয় ;
মন্দ্রভাষী ইন্দু-সখা, সিন্ধু তুমি বন্দনীয়।

সিন্ধু তুমি প্রবল রাজা, অঙ্গে তব প্রবাল-ভূষা,
যত্নে হেম-নিষ্ক-মালা পরায় তোমা সন্ধ্যা-ঊষা !
স্বাধীন-চেতা মৈনাকেরে ইন্দ্র-রোষে অভয় দিয়ো ;
উপপ্লবে বন্ধু তুমি, সিন্ধু তুমি বন্দনীয়।

তমাল জিনি বরণ তব, অঙ্গে মরকতের দ্যুতি,
কর্ণে তব তরঙ্গিছে গঙ্গা-গোদাবরীর স্তুতি ;
নর্ম্মসখী নদীর যত অধর-সুধা হর্ষে পিয়ো।
লাস্যগতি, হাস্যরতি, সিন্ধু তুমি বন্দনীয়।

দিগ্‌গজেরা তোমাব পরে নীলাব্জেবি ছত্র ধরে,
আচ্ছাদিত বিপুল বপু বলদেবের নীলাম্বরে ;
ক্ষুব্ধ ঢেউই লাঙল তব মুষলধারী হে ক্ষত্রিয় !
অপ্সরী সে অঙ্ক-শোভা ; সিন্ধু তুমি বন্দনীয়।

উদয়-লয়ে ছন্দে গাঁথি কর্ম্মী তুমি কর্ম্মে হারা ;
সাগর ! ভবসাগর তুমি, তুমি অশেষ জন্মধারা ;
তোমার ধারা লঙ্ঘে যারা তাদের কাছে শুল্ক নিয়ো,
শাসন কর, পালন কর, সিন্ধু তুমি বন্দনীয়।

মেঘের তুমি জন্মদাতা, প্রাবৃট তব প্রসাদ যাচে,
বাড়ব-শিখা তোমার টীকা, জগৎ ঋণী তোমার কাছে,
রত্ন ধর গর্ভে তুমি, শস্যে ভর ধরিত্রীও,
পন্থা—পদ-চিহ্ন-হরা ; সিন্ধু তুমি বন্দনীয়।

উগ্র তুমি বাহির হ'তে, ব্যগ্র তুমি অহর্নিশ,
অন্তরেতে শান্ত তুমি আত্মরতি মৌনী ঋষি।
তোমায় কবি বর্ণিবে কি ? নও হে তুমি বর্ণনীয়,
আকাশ-গলা প্রকাশ তুমি, সিন্ধু তুমি বন্দনীয়।

পূর্ণিমা রাত্রে সমুদ্রের প্রতি

জড়ায়েছ পুষ্পদাম সুবিপুল তরঙ্গ-বাহুতে
কার লাগি মহাবাহু? কারে দিবে আলিঙ্গন-পাশ?
জ্যোৎস্না-বারুণীর রসে অসম্বৃত এ মহা উল্লাস
কেন আজি দেহ-মনে? হবে বুঝি চন্দ্রমা রাহুতে
সন্ধি আজ শুভক্ষণে—পরিণয় জীবনে মৃত্যুতে!
তাই কি মুরলী ত্যজি পাঞ্চজন্যে আজি অভিলাষ?
অসীমে সসীমে হবে সুনিবিড় বাসর-বিলাস
এইখানে, এইক্ষণে! অপরূপ বরে ও বধূতে
সুলগনে সংঘটনা!—অপূর্ব্ব শৃঙ্গার-বেশ আহা
আজি তব চিত্তহারী! জ্যোৎস্না-চন্দনের পত্রলেখা
শ্রীঅঙ্গে শোভিছে কিবা!—অপরূপ তব অভিসার
আকাশে দেউটি জ্বালি!—কার লাগি? কেবা জানে তাহা?
নির্জ্জন সৈকত-ভূমি,—এ সঙ্কেত-স্থলে আমি একা,—
ডেকে নাও, কোল দাও গৌরাঙ্গেব মত একবার।

সিন্ধু-তাণ্ডব

(পঞ্চচামব ছন্দেব অনুসরণে)

মহৎ ভয়ের মূরৎ সাগর
বরণ তোমার তমঃশ্যামল,
মহেশ্বরের প্রলয়-পিনাক
শোনাও আমায় শোনাও কেবল।

বাজাও পিনাক, বাজাও মাদল,
আকাশ পাতাল কাঁপাও হেলায়,
মেঘের ধ্বজায় সাজাও দ্যুলোক,
সাজাও ভূলোক ঢেউয়ের মেলায়।

ধবল ফেনায় ফুটুক তোমার
পাগল হাসির' আভাস ফেনিল,
আলাপ তোমার প্রলাপ তোমার
বিলাপ তোমার শোনাও, হে নীল!

কিসের কারণ আকাশ-ভাষণ?
কিসের তৃষায় হৃদয় অধীর?
পরাণ তোমার জুড়ায় না হায়
অধর-সুধায় অযুত নদীর?

বেদের অধিক প্রাচীন নিবিদ্‌
নিবিদ্‌ হ'তেও প্রাচীন ভাষায়,—
মরম তোমার নিতুই জানাও
হে সিন্ধু! কোন্‌ সুদূর আশায়?

সুধার আধার চাঁদের শোকেই
তোমার কি এই পাগল ধরণ?—
মথন-দিনের গভীর ব্যথায়
মরণ-সমান আঁধার বরণ!

গলায় তোমার নাগের নিবীত,
ঢেউয়ের মেলায় সাপের সাপট;
চাঁদের তরাস রাহুর গরাস,
রাহুর তরাস তোমার দাপট।

হাজার যোজন বিথার তোমার,
বিপুল তোমার হৃদয় বিজন;
তোমার ক্ষোভের নিশাস মলিন
করুক প্রাবৃট্‌ মেঘেরে সৃজন।

রবির কিরণ ছড়ায় তরল
গোমেদ মাণিক মনঃশিলায়,—
মুনাল পাখীর সুনীল পাখায়,
কুনাল পাখীর আঁখির নীলায়।

বিষের নিধান যে নীল-লোহিত
নিদান বিষের বিষম দহন
তাঁহার ছায়ায় রহুক নিলীন
মায়ায় যে জন গভীর গহন।

বাজাও মাদল, বিভোল পাগল!
উঠুক্‌ হে জয়জয়ন্তী তান;
বাজের আওয়াজ তোমার কাছেই
শিখুক নবীন মেঘের বিতান।

ঢেউয়ের ঘোড়ার কে হয় সওয়ার,
কে হয় জোয়ার-হাতীর মাহুত?
ডাকাও সবায়, মিলাও সবায়,
পাঠাও তোমার প্রগল্‌ভ দূত।

প্রাচীন জগৎ গুঁড়াও এবং
নূতন ভুবন গড়াও হেলায়,
উঠুক্‌ কেবল 'ববম্‌' 'ববম্‌'
চতুঃসীমার বেলায় বেলায়।

জতুর পুতুল বসুন্ধরায়
ও নীল মুঠায় জানাও পেষণ!
জানাও সোহাগ কি ভীম ভাষায়!
প্রেমের ক্ষুধায় কী অন্বেষণ!

জগন্নাথের শীতল শয়ান
তুমিই কি সেই অনন্ত নাগ?
ফণায় ফণায় মাণিক তোমার,
পাথার-হিয়ায় অতুল সোহাগ।

তিমি'র পাঁজর তুফান তোমার,
খেলার জিনিস হাঙর মকর,
সগর-কুলের স্বখাত সলিল
নিধির নিধান হে রত্নাকর!

ভুবন-ভ্রূণের দোলার শিকল
তুমিই দোলাও, নীলাব্জ-নীল!
আকাশ একক তোমার দোসর,
সোদর তোমার অনল অনিল।

ঝামর ঢেউয়ের ঝালর হেলায়
অলখ্ বেতাল দিনের আলোয়,
রভস তোমার আসব সমান
দিবস নিশায় আলোয় কালোয়।

বাসব যাহায় করেন পীড়ন
সহায় শরণ তুমিই তাহার,
রাজার রোষের আশঙ্কা নেই
ঢেউয়ের তলায় লুকাও পাহাড়।

আগম নিগম গোপন তোমার
কখন কী ভাব,—বোঝায় কে সেই?
এসেই—"অয়ম্ অহম্ ভো"—এই
বলেই তফাৎ রোষের বেশেই!

বিরাগ তোমার যেমন বিষম,—
সোহাগ তেমন, তেমন শাসন;
ঢেউয়ের দোলেই ভুবন দোলাও,
ভুমার কোলেই তোমার আসন।

সুধার সাথেই গরল উগার!—
পাগল! তোমার কী এই ধরণ?
জগৎ-জনের মহৎ সাগর!
মহৎ জয়ের মহৎ শরণ!

অন্ধকারে সমুদ্রের প্রতি

হে সমুদ্র! হে ভীষণ! অন্ধকারে আমি পথহারা ;
দুচোখে ভেলার আঠা কী কুহকে গিয়েছে জড়ায়ে!
জোয়ারে ফুলিছ তুমি, ঢেউয়ে ঢেউয়ে স্ফুলিঙ্গ ছড়ায়ে
গ্রাসিছ সৈকত-ভূমি তৃপ্তিহীন রাক্ষসের পারা!

আকাশ ঢেকেছে মেঘে ; ক্ষান্ত হও ; একি তব ধারা?
চারিদিকে চোরা বালি ঢেউ আসে গড়ায়ে গড়ায়ে,—
জড়ায়ে ধরিতে চায়—ক্রূর বাহু বাড়ায়ে বাড়ায়ে.
রাত্রি কালো, তুমি কালো,—রন্ধ্রহীন অন্ধকার কারা!

এ কী! হিংস্র! হৃষ্ট মনে জপিছ মারণ-মন্ত্র তুমি?
মান না মিনতি নতি? জান না কি বলী কার বলে
নরকুল? অকূলে সে ভাসে যবে ত্যজি দৃঢ় ভূমি
তার লাগি শূন্যতলে অচঞ্চল ধ্রুবতারা জ্বলে ;
স্মরিয়া অভয় নাম—দৃঢ় পদে অসঙ্কোচে ভ্রমি,
সমুদ্রে গোষ্পদ গণি, অন্ধকার দলি চিত্ত-বলে॥

সমুদ্র-পান

হে নীলাম্বু! হে বিপুল! ইন্দ্রনীল-নীলাম্বর-সাথী!
সূর্য্যের বারুণী সুরা! যোদ্ধৃ-দেবতার বীরপান!
আসিয়াছি শূন্য শুষ্ক ;—অন্তরের তৃষ্ণার নির্ব্বাণ
করিবারে চাহি ওহে! দ্রবীভূত অন্ধ অমারাতি!

চাহি না অমূল্য মণি, মাণিক্য মৌক্তিক দিব্যভাতি,
কিম্বা সমুদ্রের মুদ্রা ; আমি চাহি মহা মহীয়ান্
গূঢ় তব গরিমার সুদুর্লভ দুর্জ্ঞেয় সন্ধান ;
ক্ষুদ্র দেহে রুদ্র মোরা সিন্ধু-গ্রাসী অগস্ত্যের জাতি॥

সর্ব্ব-রস-রত্নাকরে পিয়ে লব একটি গন্ডূষে,
পূর্ণ হব সর্ব্ব রসে বজ্র-গর্ভ মেঘের মতন ;
সমুদ্রের মহাদ্রোণী পরিণত করি' রিক্ত তুষে
উদ্ঘাটিব পাতালের বিচিত্র প্রবাল-কুঞ্জবন ;
শূন্য—পরিপূর্ণ হবে সপ্ত সাগরের সার শুষে,—
আহরিব আত্মা-মাঝে অমূর্ত্ত সমুদ্র অসেচন!

স্বর্গ-দ্বারে

(পূরবী)

আমি স্বর্গ-দুয়ারে দাঁড়ায়েছি আজ
সম্মুখে পারাবার,—
সে যে অযুত জিহ্বা নাড়ি' যুগপৎ
জপিতেছে অনিবার,—
"সোঽহমহং সঃ" "বম্ বম্ বম্"
"ওম্" "ওম্" "ওঙ্কার !"

এ কি ধেয়ানের রঙে রঙীন্ সাগর
বিরাজিছে মহিমায়,
যেন মৃত্যু-মথন ভস্ম আহরি'
বিভূতি করেছে তায়,
মরণের নীল বরণ হরিয়া
অ-মৃত রাগিণী গায় !

আজি কল্পনা-দূতী লয়ে যায় মোরে
স্মরণ-সরণী পারে,—
যত মৃত্যুবিজয়ী সাধকের সাথে
সত্যের অভিসারে,—
পুণ্যের দীপে দীপালি যেথায়
বিধাতার সেই দ্বারে।

হেথা ধেয়ান নেমেছে জ্ঞানের নয়নে,
জ্ঞান সে ডুবেছে ধ্যানে,
হেথা ধ্যানের জ্ঞানের গঙ্গাসাগর,—
একাকার ধ্যানে জ্ঞানে,—
'আমি-ও-তুমির চক্রতীর্থ
এ সাধন-উদ্যানে !

হেথা মীরা ও নানক বাঁধিয়াছে ডেরা,
কবীর পেতেছে থানা,
আর স্থাপিয়াছে মঠ শঙ্কর হেথা
ফিরিয়া তীর্থ নানা ;
স্বর্গ-দুয়ার অবারিত, আর
বাধা নাই, নাই মানা।

হেথা সমাহিত সেই যবনের ছেলে
বৈষ্ণব হরিদাস,—
নিতি ভোর হতে সাঁঝ, সাঁঝ হ'তে ভোর
জপে যার উল্লাস,—
গোরা দিল যারে বেলা-বালুকায়
রচি' অন্তিম বাস।

হায়, এরি কোনো ঠাঁই অমিয় নিমাই
অসীমে দিয়েছে কোল,—
ওই উত্তাল ঢেউয়ে হেরি শ্যামবাহু
আশ্লেষ-উতরোল!
স্বর্গ-দুয়ার- অর্গল-হারী
বাহু লাগি' হিয়া লোল।

আমি স্বর্গদ্বারে খোলা দেখি আজ
স্বর্গের সব দ্বার,
ওগো হের আনন্দ- বাজারে হেথায়
দেবতা দেছেন 'বার'!
জাতি-পাঁতি-কুল মূল খোয়াল রে
প্রেমে হ'ল একাকার।

ওই নীল-বিভ্রমে আকাশের আলো
দিকে দিকে 'দশা' পায়,
আর 'ভ্রমি' যায় বায়ু আয়ুহীন সম
মুহু মুহু মুরছায়,
ব্যাপি ক্ষিতি অপ্ অপ্সরা সব
সরে যায়, ফিরে চায়!

একি! অঙ্গ বিবশ— মন নিরলস—
চিদ্-ঘন-রস-পান!
করি দিবালোকে ফিঁকা আনন্দ-শিখা
স্ফুরিছে জ্যোতিষ্মান্!
মর্ত্ত্য-ভুবনে অমৃতের সেতু
নেহারি বিদ্যমান!

তাই স্বরগের এই সিংহদুয়ারে
সিন্ধু সতত জাগে,
সে যে অসীম-বিম্ব আকাশ-দোসর
সিংহ-সোসর হাঁকে,—
অলখ্ দেবের পাঞ্চজন্য
জনে জনে জনে ডাকে।

ও রে! কারা পিয়ে আজো মদের মদিরা?
কে পিয়ে মোহের ভাঙ্?
ওই আদি-মৃদঙ্গ বোলে তরঙ্গ
'ধিক্ তান' 'ধিগেতান্'
দেবতার দ্বারে কে দ্বিজ শূদ্র?
কিবা সোনা? কিবা রাঙ্?

এই অসীম-সাকার— স্বপনের সেতু—
মিলনের পারাবার,—
হেথা কুণ্ঠা কিসের? দ্বন্দ্ব কিসের?
এ সে স্বর্গের দ্বার;—
"সোঽহমহং সঃ" "ওম্" "ওম্" হেথা
মিলে মিশে একাকার।

মহানদী

তোমারে দেখিনি তব গৌরবের দিনে মহানদী,
দেখিলাম শুধু হায় ও তোমার শীতশীর্ণ বেশ;
ছিন্ন ধারা, ক্লান্তগতি,—গতি-পথে বিঘ্ন সে অশেষ—
অসংখ্য শিলার স্তূপ শৈলাকারে জাগে নিরবধি
ধূসর ধূমল কৃষ্ণ:—আশঙ্কা সে আশারে নিরোধি
জাগে যেন শতস্কন্ধ। মন্দদশা হেরি পাই ক্লেশ,
বক্ষে জগদ্দল শিলা সামর্থ্যের চিহ্ন নিরুদ্দেশ
নাম শেষ ও মহত্ত্ব। তবু, জানি, বর্ষা নামে যদি—
নামে যদি কূলহারা প্লাবনের পাবনী ফোয়ারা
পাবে তুমি ঝড়-গতি মহানদী! মহা বেগবতী!
ভেসে যাবে বিঘ্ন বাধা গঙ্গা-স্রোতে ঐরাবত পারা;
মুক্ত হবে পন্থা তব—তব আত্ম-স্রোতোবেগে, সতী!
মহাবিঘ্ন বাধা সেথা যেথা মহাজীবনের ধারা;
আজি বিঘ্ন বলবান,—দিনান্তরে লুপ্তবাধা গতি।

রূপনারায়ণ

কে তোমারে দিল নাম? কোন্ গুণী? রূপনারায়ণ!
কে দেখিল দিব্যচোখে নীর-শায়ী রূপ-দেবতায়?
সে কোন্ বিস্মৃত কবি? পরশিল একটি কথায়
ভাবের অতলস্পর্শ, অর্পিল প্রাণের রসায়ন
গোত্রহীন নীরধারে? বিশ্ব-বেদ-সূক্তের সায়ন
নমস্য সে নামহীন। কান্ত তুমি সমুদ্রের প্রায়,

শান্ত দেবতার মত, আকাশেরে চুম্বিছ লীলায়
হে বিপুল! কণ্ঠে তব সন্ধ্যার মন্দার-উপায়ন!
অপ্রকাশ অনন্ত-শয়ন দেবতার বিম্ব তুমি—
হে বরদ! লক্ষ্মীরূপা ক্ষেত্রভূমি তব পদে বাঁধা;
অঙ্গে সমুদ্রের মুদ্রা—সঙ্গে উপনদীদের পুঁজি;
ত্বরাহীন তন্দ্রাহীন চলিয়াছ তট চুমি' চুমি'।
আকাশের ছবি বুকে,—তুমি যেন আকাশেরি আধা,
মহাশান্তি মহাব্যাপ্তি আত্মার সতীর্থ তুমি বুঝি!

চট্টলা

সিন্ধু-মেখলা ভূধর-স্তনী রম্যা নগরী চট্টলা!
অয়ি বরাঙ্গী! শ্যামলা, শোভনা, নিবিড়-কানন-কুন্তলা!
বাড়ব-ঘোড়ারে বাঁধিয়া রেখেছ দুয়ারে তোমার সুন্দরী!
বক্ষে পুষিছ দিব্য অনল করাল শিখাটি সংবরি।

সুন্দরী তুমি কোমলে-কঠিন, বিরাজিছ কিবা গৌরবে,
কঠিনতা তুমি ঢেকেছ সবুজে—সবুজ বনের সৌরভে;
নীলিমা-শ্যামলে কঠিনে-কোমলে অপরূপ রূপস্ফূর্ত্তি গো,
চট্টলা! তুমি বঙ্গভূমির ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তি গো!

জগতের যত পণ্য-তরণী ভিড়াও তোমার বন্দরে,
পাঠাও তোমার নিপুণ নাবিক মথিতে সাগর-মন্দরে;
অন্দরে তব কনকোজ্জ্বলা কুন্দ-হাসিনী সুন্দরী,
পরী পাহাড়েরে বিজন করিয়া গৃহবাসী কি গো হয় পরী?

কবি রচে তব বন্দনা-গীতি, সাগর শোনায় সূক্ত গো,
কর্ণফুলীর পাঠশালা তব হোক্ চির-জয়-যুক্ত গো!
হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমানের অভেদ-ধাত্রী চট্টলা!
কমনীয়া! তুমি নহ নমনীয়া রূপসী! কপাল-কুণ্ডলা!

ইৎমদ্-উদ্দৌলা

বাদ্‌শা বেগম কেউ নাই এ কবরে—
এ কবরে বাদ্‌শার আছেন শ্বশুর,
জাঁক্ জমকের হেথা নাইক কসুর
তবু এরে দেখে মন সম্ভ্রমে না ভরে।

গোলাপ ফুটিয়া হেথা আছে থরে থরে,
থরে থরে এ কবরে ফলেছে আঙুর,
আরামের উপাদান আছে ভরপুর,
মৃত্যু যেন মারা গেছে নর্ত্তকীর ঘরে!

তুচ্ছ আড়ম্বরে ভরা সমাধি-মন্দির—
জড়োয়ার কুচি মোড়া আগাগোড়া তার,-
প্রাচীর, মিনার, ছাদ, ভিতর, বাহির,—
ঢেকে যেন আছে এক দামী জামিয়ার।

বিলাস-ভবন-তলে সমাহিত লাস!—
কবরে কেবল আঁকা বোতল-গেলাস!

বিশ্রাম-ঘাটে

জলে কচ্ছপ ও স্থলে পান্ডা-পো
কিল্‌বিল্‌ করে, হরি!
অন্তরীক্ষে পবন-পুত্র—
বিশ্রাম কোথা করি?

মাথায় রৌদ্র, শুষ্ক রসনা,
অঙ্গ ভরেছে ধুলো
এ সময়ে হায় বকে ও বকায়
কংসের চেলাগুলো!

যমুনার জল করে ছল-ছল,
ছল-ছল করে আঁখি;—
এ তিনের হাতে উদ্ধার পেতে
হরি হে তোমায় ডাকি।

কংস মরেছে, বংশ রয়েছে
আজো তিন রূপ ধরি';
তব রাজধানী দেখিতে আসিয়া
হরি! হরি! প্রাণে মরি।

বিশ্রাম-ঘাটে বিশ্রাম নাই
এ যে গো বিষম দায়,
বিশ্রাম-হারী গুণ্ডা মারিতে
এস হরি মথুরায়।

বৃন্দাবনে

"বন হ'ল বৃন্দাবন শ্যামচন্দ্র বিনে"—
এ কান্না কেঁদ না আর কেহ অতঃপর,
দেখে যাও বৃন্দাবন হয়েছে শহর;
কার সাধ্য ওরে আজ নিতে পারে চিনে?

হরি হেথা নাই বলি' নিকুঞ্জে বিপিনে
হরিতেরও চিহ্ন নাই ; ধূলিতে ধূসর
নিধুবন ঘিরিয়াছে প্রাচীর দুস্তর!
মাধবের মাথা হেঁট করগেট টিনে।

বন নাই বৃন্দাবনে, হায় বনমালী,
ধূলো বালি ইঁট কাঠ ইমারৎ খালি।

মানুষের কাণ্ড দেখে মরমেতে ম'রে
সরে গেছে এক পাশে যমুনা তোমার ;
এস না এস না শ্যাম এ শুষ্ক শহরে,
বৃন্দাবনে বনমালা মিলিবে না আর।

যমুনার জল

অপ্রেমেরি হাওয়া আমার লেগেছে গায়ে,—
আন্ গো তোরা যমুনা-জল,—দে গো ছিটায়ে ;
একলা হয়ে মর্ম্মে মরে
এক পাশে হায় আছি সরে
আছি প্রেমের ঠাকুর-ঘরের দ্বারে দাঁড়ায়ে ;
অপ্রেমেরি হাওয়া আমার লেগেছে গায়ে।

এনে দে রে পরশ করি যমুনা-বারি,
প্রেমে শুচি প্রাচীন দিনের হরষ বিথারি ;
সৃষ্টিছাড়া হৃদয়টাকে
দিই বিলিয়ে যাকে-তাকে
শাস্ত্র-ছাড়া প্রেমের ডাকে দু'হাত পশারি ;—
এনে দে রে পরশ করি যমুনা-বারি।

ওই যমুনা প্রেমে শুচি প্রেমেরি ধারা—
রাজার মেয়ে রাখাল ছেলের মিলন-পিয়ারা ;
দেয় সে বুকে পরের ছেলে,—
উজান বহে অবহেলে!
করতে শেখায় পরকে আপন,—আপনা-হারা
ওই যমুনা সব্-ভুলানো প্রেমেরি ধারা।

আজ যেন মন গঙ্গাজলে শুচি না মানে,—
অপ্রেমেরি হাওয়া আমার লেগেছে প্রাণে ;
প্রেমে শীতল জল যমুনার
ছড়িয়ে দে রে অঙ্গে আমার!
অচল রথের চলুক চাকা প্রেমেরি টানে,
আজকে হৃদয় গঙ্গাজলে শুচি না মানে!

গঙ্গাজলে অঙ্গ শুচি—শাস্তরে বলে,
আমি জানি মন শুচি হয় যমুনা-জলে ;
রাখাল ছেলের মুখের মিঠে
মানুষ করে শাস্ত্রকীটে,—
অপ্রেমেরি শুষ্ক হাওয়া লুকায় অতলে ;
আমি জানি মন শুচি হয় যমুনা-জলে।

আন্ গো তবে যমুনা-জল এনে দে, ওরে!
অপ্রেমের এই প্রেতের পরশ ঘিরেছে মোরে ;
ছড়িয়ে দে প্রেমহীনের মাথে
মিলিয়ে দে রে সবার সাথে,
ঢুক্‌ব প্রেমের ঠাকুরঘরে, থাক্‌ব না সরে ;—
আন্ তোরা আন্ যমুনা-জল—এনে দে, ওরে।

গুরু-দরবার

(অমৃৎসর)

ভক্ত জাগো ভজন্-রাগে ভোর হ'ল গো দ্বার খোলো
(তোমার) মৃত্যুতরণ অশ্রু জ'মে অমৃৎ-সরোবর হ'ল!
গহন আঁধার রাত্রি শেষে
অরুণ এল তরুণ হেসে
অলখ্ এল আলোর বেশে চোখ্ মেল গো মুখ তোলো।

ফুট্‌ল তোমার অমৃৎ-সরে সোনার কমল ফুট্‌ল গো,
(ওগো) সেই কমলে সেই দেউলে অলখ্ ভ্রমর জুট্‌ল গো!
সেই ভ্রমরের গুঞ্জরণে
রাগ-রাগিণীর কুঞ্জবনে
হৃদয়-পরাণ-নয়ন-মনে সারং বেজে উঠ্‌ল গো!

অলখ্-মৃণাল অতল-তলে উঠ্‌ল কখন্ হিল্লোলি'
(মরি) নিরঞ্জনের অঞ্জনে কার গোপন আঁখি উজ্জ্বলি'!
ক্ষীব-সুকোমল পদ্ম-ডাঁটায়
ঘিরল কে গো খড্গ-কাঁটায়
আঁধার ঠেলে আলোর কূলে পেঁাছে দিতে অঞ্জলি।

তখন ছিল মেঘলা আকাশ বজ্র ছিল উদ্যত,
(দারুণ) দেশ-ভাঙা ঝড় ফিরতেছিল দেউল ভেঙে উদ্ধত,
তখন সবে ভক্ত-গুরু
হচ্ছে তোমার ভজন সুরু
ধ্যানে সোনার পদ্ম-মুকুল করছে গ্রীবা উন্নত।

গানে তোমার থামল্ গো ঝড়, বাণে তোমার টুট্‌ল মেঘ,
(ওগো) তিন ভুবনে ধরতে নারে বিপুল তোমার প্রাণের বেগ,—
তোমার প্রাণের কোকনদে
ফেল্‌লে ঢেকে পঞ্চনদে
অমৃতের এই অতল হ্রদে ডুব্‌ল ভেদের সকল ভেক॥

(আজ) দরবারীরা আস্‌ছে তোমার দরবারেতে করছে ভিড়,
(তোমায়) খাজ্‌না দিতে হাজির কত আলম্‌গীরের বন্দ্য বীর,
মগন তুমি আজ খেয়ানে,
তুল্‌ছ না যে কিছুই কানে!
গুরু জাগো! ভক্ত জাগো! বাদ্‌শা জাগো! কলম্‌গীর!

(ওগো) অটল তোমার দাঁড়িয়ে আছে দাঁড়িয়ে আছে স্বর্ণমঠ
জাগ্‌ছে আদিগ্রন্থ তোমার ভক্তহিয়ার বাক্যপট।
কখন্ গুরু! জাগ্‌বে তুমি?
গ্রন্থ এবং খড়্গ চুমি'
ভারত তোমার শিখ হ'বে গো ভক্ত তেজী নিষ্কপট॥

রাজর্ষি রামমোহন

(গ্রীক Bumos বা বেদীভূমক ছন্দের অনুসরণে)

তোমারে স্মরণ করে পরম শ্রদ্ধায়
তব শ্রাদ্ধদিনে বঙ্গ। চিত্ত তার ধায়—
তোমার সমাধি-তীর্থে; হে মনস্বী! নিত্য-স্মরণীয়!
নব্য বঙ্গে তুমি গুরু, ব্রহ্মনিষ্ঠ! ওহে সত্যপ্রিয়!
আশা দিয়া ভাষা দিয়া বাঁচালে স্বদেশ,
অর্থহীন নারীহত্যা-পাতকের শেষ
করিলে, বাঁচালে বহু প্রাণী.
যুক্তিবলে মুক্তি দিলে আনি;
বেদান্ত, কোরান, বাইবেলে
মিলালে তুমি হে অবহেলে;
নবযুগ প্রবর্ত্তিলে তুমি
উদ্বোধিলে সুপ্ত মাতৃভূমি;
উচ্চে ধরি' তর্ক-তরবার
বিশ্বমৈত্রী করিলে প্রচার!
কীর্ত্তি তব কীর্ত্তনীয় প্রতিভা অদ্ভুত!
বিশ্বে মহা মিলনের তুমি অগ্রদূত,
যুগ-যুগন্ধর রাজা! রাজ-পূজা প্রাপ্য সে তোমার;
মরিয়া মিলালে তুমি বিশ্বসাথে চিত্ত বাঙালার॥

দিগ্বিজয়ী

দেশে আসে দিগ্বিজয়ী—দিগ্বিজয়ী কবি,
জয়োদ্ধত পশ্চিমের জয়মাল্য লভি।
দেশে আসে দিগ্বিজয়ী—কত কথা জাগে আজি মনে,
রঘুর বিজয়-যাত্রা ফুটে ওঠে কল্পনা-নয়নে,
শত্রুর প্রাসাদ-শীর্ষে রোপিয়া অশথ
হূন পারসীকে দলি' চলে মহারথ,
তবু সে রাজার দিগ্বিজয়
সেই জয় বাহুবলে হয়।
চিত্তে জাগে আরেক বারতা
শঙ্করের দিগ্বিজয়-কথা,
তপ্ত তৈলে কটাহ ভরিয়া
তর্কযুদ্ধ বেদান্ত ধরিয়া
পণ্ডিতের সেই দিগ্বিজয়
বুদ্ধিবলে সম্ভব সে হয় ;—
দায়ে ঠেকি' বড় বলে পরাস্ত যে জন
সে কথায় সায় নাহি দেয় প্রাণমন।
কবি রবি কবি শুধু—রঘু নয়, শঙ্কর সে নহে,
তবুও সে দিগ্বিজয়ী, বিশ্ব-কবি ছত্র তার বহে—
মুগ্ধ মনে, আনন্দে স্পন্দিয়া তোলে বিশ্বের পরাণ
বঙ্গ-রবি,—অস্তভূমি পশ্চিমের স্পর্শে সে অম্লান।

আভ্যুদায়ক

(রবীন্দ্রনাথের "নোবেল-প্রাইজ" পাওয়াতে)

রবির অর্ঘ্য পাঠিয়েছে আজ ধ্রুবতারার প্রতিবাসী,
প্রতিভার এই পুণ্য পূজায় সপ্ত সাগর মিল্‌ল আসি'।
কোথায় শ্যামল বঙ্গভূমি,—কোথায় শুভ্র তুষার-পুরী,—
কি মন্তরে মিল্‌ল তবু অন্তরে কে টান্‌ল ডুরি!
কোলাকুলি কালায় গোরায় প্রাণের ধারায় প্রাণ মেশে,
রাজার পূজা আপন রাজ্যে, কবির পূজা সব দেশে।

* * *

বাংলা দেশের বুকের মাঝে সহস্রদল পদ্ম ফোটে,
পবনে তার আমোদ ওঠে ভুবনে তার বার্ত্তা ছোটে,
জন্ম যাহার শান্ত জলে সুপ্ত লহর স্নিগ্ধ বাতে
সাগরে তার খবর গেছে শুভদিনের সুপ্রভাতে ;

তুষারে তার রূপ ঠিকরে রং ফলায়ে মেঘের গায়,
রঙীন ক'রে প্রাণের রঙে অরুণ-রাণী অরোরায়॥

* * *

'রাজার পূজা আপন দেশে, কবির পূজা বিশ্বময়'—
চাণক্যের এই বাক্য প্রাচীন মিথ্যা নয় গো মিথ্যা নয়॥
পাহাড়-গলা ঢেউ উঠেছে গভীর বঙ্গসাগর থেকে,
গল্‌ল এবার কঠোর তুষার দীপ্ত রবির কিরণ লেগে;
বাতাসে আজ রোল উঠেছে "নিঃস্ব ভারত রত্ন রাখে!"
সপ্ত-ঘোটক-রথের রবি সপ্ত-সিন্ধু ঘোটক হাঁকে!

* * *

বাহুর বলে বিশ্বতলে করিল যা' নিষ্পানিয়া,—
বাংলা আজি তাই করিল।—হিয়ায় ধরি' কোন্ অমিয়া!
মানবতার জন্মভূমি এশিয়ার সে মুখ রেখেছে,—
মর্চ্চে-পড়া প্রাচীন বীণার তারে আবার তান জেগেছে॥
তান জেগেছে—প্রাণ জেগেছে—উদ্বোধিত নূতন দিন,
ভুজঙ্গ আজ নোয়ায় মাথা, ভেদের গরল বীর্য্যহীন।

* * *

জাদুর মুলুক বাংলা দেশে চকোর পাখীর আছে বাসা,
তাহার ক্ষুধা সুধার লাগি', সুধার লাগি' তার পিপাসা।
পূর্ব্বাকাশে গান গাহে সে, পশ্চিমে তার প্রতিধ্বনি,
আজকে তাহার গান শুনিতে জগৎ জাগে প্রহর গণি!
অন্তরে সে জোয়ার আনে না জানি কোন্ মন্তবে গো
অন্তরীক্ষে সদ্যোজাত নূতন তারা সন্তরে গো!

* * *

বাংলা দেশের মুখ পানে আজ জগৎ তাকায় কৌতূহলী,
বঙ্গে ঝরে পরীর হাতের পুণ্য-পারিজাতের কলি!
'বঙ্গভূমি! রম্য তুমি' বল্‌ছে হোরা, শোন্ গো তোরা,
"ধন্য তুমি বঙ্গকবি পরাও প্রেমে রাখীর ডোরা;
বিশ্বে তুমি বক্ষে বাঁধ, শক্তি তোমার অল্প নয়,
ধ্রুবতারার পিয়াসী গো শুভ তোমার অভ্যুদয়।"

* * *

অন্ধকার এই ভারত উজল রবি তোমার রশ্মি মেখে,
তাই তো তোমার অর্ঘ্য এল নৈশ রবির মুলুক থেকে;
তাই তো কুবের-পুরীর পারে দীর্ঘ উষার তুষার-পুরী
সোনার বরণ ঝর্ণা ঝরায় গলিয়ে গুহার বরফ-ঝুরি;
দুর্গতির এই দুর্গ মাঝে তাই পশে প্রসন্ন বায়ু,
পুষ্ট তোমার সুকৃতিতে দেশের ভাতি জাতির আয়ু।

* * *

ধন্য কবি! কাব্য-লোকের ছত্রপতি! ধন্য তুমি,
ধন্য তুমি, ধন্য তোমার জননী ও জন্মভূমি॥

বঙ্গভূমি ধন্য হ'ল তোমায় ধরি' অঙ্কে কবি!
ধন্য ভারত, ধন্য জগৎ, ভাব-জগতের নিত্য-রবি।
পুণ্যে তব পুষ্ট আজি বাল্মীকি ও ব্যাসের ধারা,
বিশ্ব-কবি সভায় ওগো! বাজাও বীণা হাজার-তারা।

মনীষী-মঙ্গল

(বিজ্ঞানাচার্য্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের সংবর্দ্ধনা উপলক্ষে রচিত)

জ্ঞানের মণি প্রদীপ নিয়ে ফিরিছ কে গো দুর্গমে
হেরিছ এক প্রাণের লীলা জন্তু-জড়-জঙ্গমে।
অন্ধকারে নিত্য নব পন্থা কর আবিষ্কার,
সত্য-পথ-যাত্রী ওগো তোমায় করি নমস্কার।

দাস্য-কালি যাহার ভালে জন্ম তব সেই দেশে
বিশ্বেরও নমস্য আজি প্রতিভা-বিভা-উন্মেষে ;
গরুড় তুমি গগনারূঢ় বিনতা-নীড়-সম্ভূত,
দেবতা সম ললাটে তব স্ফুরে কী আঁখি অদ্ভুত!

দরদী তুমি দরদ দিয়ে বুঝেছ তৃণলতার প্রাণ,
খনির লোহা প্রাণীর লোহ পরশে তব স্পন্দমান ;
কুহকী তুমি, মায়াবী তুমি, একি গো তব ইন্দ্রজাল
হুকুমে তব নৃত্য করে বনের তরু বন্-চাঁড়াল!

মরমী তুমি চরম-খোঁজা মরম শুধু খুঁজেছ গো,
লজ্জাবতী লতার কি যে সরম তাহা বুঝেছ গো ;
অজানা রাজপুত্র সম জড়ের দেশে এক্‌লাটি
পশিয়া নৃপ-বালার ভালে ছোঁয়ালে একি হেমকাঠি।

হিম যা' ছিল তপ্ত হ'ল মেলিল আঁখি মূর্চ্ছিত
নূতন পরিচয়ের নব চন্দনেতে চর্চ্চিত!
বনের পরী তুলিল হাই জাগিল হাওয়া নিশ্বাসে,
জড়েরা বলে মনের কথা তোমার প্রতি বিশ্বাসে।

দ্বন্দ্ব যত জনম-শোধ চুকিয়া গেল অকস্মাৎ!
চক্ষে হেরে নিখিল লোক জীবনে জড়ে নাই তফাৎ!
ভুবন ভরি' বিরাজ করে অনন্ত অখণ্ড প্রাণ—
প্রাণেরি অচিন্ত্য লীলা জন্তু জড়ে স্পন্দমান!

জ্ঞানের মহাসিন্ধু তুমি মিলালে যত নদনদী,
বজ্রমণি ছিদ্র করে প্রতিভা তব, তীক্ষ্মধী!
আনন্দেরি স্বর্গে তুমি জ্ঞানের সিঁড়ি নিত্য হে!
সত্য-মহাসমুদ্রেতে সঙ্গমেরি তীর্থ হে!

অণুর চেয়ে ক্ষুদ্র যিনি জনক মহাসমুদ্রের
করিলে জ্ঞানগম্য তাঁরে কি বিপ্রের কি শূদ্রের ;
স্বন্দ্বহারা আনন্দের করিলে পথ পরিষ্কার
সত্য-পথ-যাত্রী ওগো তোমায় করি নমস্কার।

আলোর তোড়া

(প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রদের পক্ষ হইতে ডাক্তার জগদীশচন্দ্রকে একটি আরতির দীপ-বৃক্ষক দেওয়া হইয়াছে ; উহার সমস্ত দীপগুলি জ্বালিলে আলোর তোড়ার মতন দেখায়।)

—আলোর তোড়া বাঁধছ কারা চাঁপার কলি দীপশিখায়
এমন তোড়া তোমরা সবাই যাচ্ছ দিতে হায় গো কা'য় ?
শিল্পী হিয়ার কল্পলতার এ যে গো ফুল প্রফুল্ল !
ভাবের মূর্ত্তি !—ভাবুক বিনা বুঝবে ইহার কে মূল্য ?
ফুলের তোড়া সবাই নেবে, আলোর তোড়া ধরবে কে ?
—জ্ঞানের অমল দীপ্তিতে যার সকল আঁধার হরবে রে।
হরবে আঁধার ভরবে আলোয় চার মহাদেশ দশ দিশা
সিন্ধুপায়ী অগস্ত্যেরি মতন যাহার জ্ঞানতৃষা ;
গরুড় সম পিয়ে যে জন, প্রাবৃট সম পিয়ায় গো,
সেই নেবে এ আলোর তোড়া জড়কে যেজন জীয়ার গো।
—এমন মানুষ মিল্‌বে কোথায় ?
—আছে মোদের সঙ্গে সে
তেমন মানুষ বিধির কৃপায় জন্মেছে এই বঙ্গেতে !
খণ্ড জ্ঞানের গণ্ডগোলে কভু না যার ধ্যান টুটে,—
পূর্ণ জানার পরশমণি বিরাজ করে যার মুঠে,—
জ্ঞান-ভুবনের জ্যোতিষ্ক সব যার আরতির দীপ জ্বালে,
জ্ঞানের যজ্ঞে শেষ যে টীকা সেই টীকা আজ যার ভালে,
দীপ্ত আঁখির দীপান্বিতা চলন্‌-পথে যার নিতি
সোনায় মোড়া আলোর তোড়া গাইছে তারি জয়গীতি,
দেশের আকাশ রাঙিয়েছে যে ঘুম ভাঙানো কুঙ্কুমে
আলোর ধ্বজা উঠিয়েছে যে চির-ঘুমের এই ভূমে,
তারি হাতে সাজ্‌তে পারে বিশ্বপ্রাণের স্ফূর্ত্তি এ,
এই অনুপম আলোর তোড়া তার প্রাণেরি মূর্ত্তি এ।
এই অনিমিখ উর্দ্ধ্ব শিখা—এই যে সোনা স্পন্দমান
এই তো গুরুদক্ষিণা ঠিক—এই জাগরণ মূর্ত্তিমান।
শ্রুতির বাণী কেবল শুনে হয়নি খুসী, দ্রষ্টা সে
জীবন-জড়ে ঐক্য-হেতু নবীন-সেতু-স্রষ্টা সে ;
সত্যে সে যে চক্ষে হেরে স্পর্শ করে দুই হাতে
বিশ্ব হ'ল শিষ্য তাহার কখন্ তাহার অজ্ঞাতে !

প্রকাশ করা ধর্ম্ম এবং দীক্ষা তাহার আলোক রে
আলোর তোড়া প্রাপ্য তারি জোয়ান-রথের চালক যে!
নিজের জ্ঞানের দীপটি দিয়ে কতই প্রাণের সুপ্ত দীপ
জ্বালিয়েছে সে জাগিয়েছে গো পরিয়ে দেছে তারার টিপ,
তার প্রতিভার রশ্মি ঘিরে প্রতিভা সব ফুট্‌ছে গো,
বাংলা জুড়ে আলোর তোড়া আপ্‌নি বেঁধে উঠ্‌ছে গো;
সেই তোড়ার এই প্রতিচ্ছবি, অগ্রদূত এ ভবিষ্যের,
প্রতিভূ এ অনাগত আলোর ভালোর এ বিশ্বের!

মহাকবি মধুসূদন

পয়ার পায়ের বেড়ী ভাঙি কবিতার
উড়ালে বিদ্রোহধ্বজা, হে কবি বিদ্রোহী!
কত দুঃখে দহি আর কী লাঞ্ছনা সহি
করিলে হে মুক্তিপন্থা তুমি আবিষ্কার;
সাহিত্য-সগরখাতে ভাগীরথী-ধার
দিলে আনি; মৃত্যু যাহা গিয়াছিল দহি
জীবন জাগালে তাহে, বিমোহিলে মহী;
দেখালে ভাস্বর-মূর্ত্তি কুণ্ঠিত ভাষার।
শৃঙ্খলে শৃঙ্খলা বলি মান নাই মনে,
মূঢ় জনে তাই তোমা কহে উচ্ছৃঙ্খল;
প্রবল জীবন-বেগ জাতির জীবনে
মূর্ত্ত তুমি মহাসত্ত্ব! ওগো মহাবল!
দীপ্ত শিখা তুমি সুপ্ত আগ্নেয় পর্ব্বতে,
অরুণ সারথি তুমি আলোকের রথে।

দীনবন্ধু মিত্র

তুমি ছিলে নাট্যকার হে বরেণ্য! ছিলে না'ক নট
করতালি-মাধুকরী তুমি কভু করনি জীবনে;
সমাজ-শোধন-ব্রতে ব্রতী যারা ছিল কায়-মনে—
নব্য বঙ্গে যারা গুরু—স্থাপিয়াছে সুমঙ্গল ঘট—

তাদের চরিত্র লয়ে তুমি ব্যঙ্গ করনি বিকট
বীভৎস-কুৎসিত ভাষে। হে রসিক! তব আলাপনে
ক্ষুণ্ণ নহে পুণ্য-ধারা; রোধ' নাই কণ্ঠক-রোপণে
উন্নতির পন্থা কভু। দেশবন্ধু তুমি নিষ্কপট।

অন্যায়ের বৈরী তুমি বিদ্রূপে বিঁধেছ অত্যাচার,
হাস্যমুখে চিরদিন করিয়াছ সত্যের ঘোষণ;—

নীলকর-বিষধর করেছিল গরল উদ্‌গার,—
নীলকণ্ঠ সম তুমি নির্ভয়ে তা' করেছ শোষণ।
বারিকের ভিত্তি গড়ি' নিমচাঁদ করি' আবিষ্কার
হাসি দিয়া নাশি' রোগ করেছ হে সুপথ্যে পোষণ।

তান্‌কা-সপ্তক

(কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মৃত্যুতে)

অশ্রুর দেশে
হাসি এসেছিল ভুলে ;
সে হাসিও শেষে
মরণে পড়িল ঢুলে।
অশ্রু-সায়র-কূলে।

সে ছিল মর্ত্ত্যে
হাস্যের অবতার,
প্রতি মুহূর্ত্তে
ধ্বনিত হাসিতে তার।
হরষের পারাবার!

ত্র্যম্বক প্রভু
তারে দিয়েছিল হাসি,
হাসি তার কভু
জমাট তুষার-রাশি।
সে পুন "মন্দ্র" ভাষী!

ফেনিল হাস্য
সাগরের মতো তার ;
বিলাস, লাস্য,
হুঙ্কার, হাহাকার,—
মিলেমিশে একাকার!

জ্যোৎস্না রাত্রি
চুপে তারে নেছে ডেকে।
পারের যাত্রী
গিয়েছে এ পার থেকে
হাসির অঙ্ক রেখে!

আলো অবসান
শেষ মলিনতা জিনে,
পরিনির্ব্বাণ-
তিথির পূর্ব্ব দিনে,
লঘু মনে বিনা ঋণে!

দেশ-জোড়া শোকে
অ-শোকের মূল দহে ;
এ অশ্রু-লোকে
অশ্রু দ্বিগুণ বহে।
তবু সে শীতল নহে।

শতবার্ষিকী

(প্যারীচাঁদ মিত্রের শততম জন্মদিনে রচিত)

সোজাসুজি শাঁখা শাড়ী সিঁদুরে কাজলে
সাজালে হে স্বদেশের সরস্বতীটিরে,
বিনা আড়ম্বরে আহা নিজ বুক চিরে
আলতা পরালে দুটি চরণ-কমলে।

আনন্দ-কুন্দের মালা গেঁথে কুতূহলে
দিলে গলে ; কুন্দ ফুলে অঙ্গ দিলে ঘিরে ;
আয়ীর বাউটি-সুটে দেখিলে না ফিরে
রহিল সে সংস্কৃতের সিন্ধুকের তলে।

যে বলে গো বাঙ্‌লা বুলি বোঝে সে তোমারে,
তোমারে দলিতে নারে সময়ের চাকা ;
বাঙালীর সরস্বতী-মন্দিরের দ্বারে
বিদেশী যাত্রীর পক্ষে পাণ্ডা তুমি পাকা।

সহজে নিয়েছ কেড়ে স্বদেশের হিয়া,
সহজ ভাষার প্রেমে তুমি সহজিয়া।

ডেভিড হেয়ার

দুর্গতি-দুর্গম দেশে ভালবেসে আত্মীয়ের মত
জেলেছিলে শুভ্র দীপ শুদ্ধ জ্ঞান প্রবুদ্ধ করিতে
জনমি খৃষ্টান-কুলে খৃষ্ট-নামে তরাতে তরিতে
চাহ নাই ; তাইত নাস্তিক তুমি নর-সেবা-ব্রত!

অর্থদানে মুক্তপাণি, বিদ্যা দানে অতন্দ্র নিয়ত,
আর্ত্তের ছাত্রের বন্ধু, ছিলে পটু মানুষ গড়িতে
স্নেহবিত্ত চিত্ত দানে ; নব্য বঙ্গে—বিকল ঘড়িতে
বিনি মূলে কল-বল নিত্য তুমি জোগায়েছ কত!

কুড়ায়ে পথের রোগী সংক্রামকে দিলে তুমি প্রাণ,—
তবুও নাস্তিক তুমি!—ও অস্থি নেবে না গোরস্থান!

তাই ছাত্র-পল্লী-তলে বিরাজিছ ছাত্রের দেবতা!
সমাধা—সমাধি সেথা পবিত্র ব্রতের যেথা সুরু!
ছাত্র-পরম্পরা স্মরে পুণ্য তব জীবনের কথা—
মনুষ্যত্ব-ধর্ম্মে পূত—হে নাস্তিক! আস্তিকের গুরু!

আচার্য্য ত্রিবেদী

প্রাচ্যের প্রাচীন বেদ—ত্রয়ী যার নাম
সে তিনে আত্মস্থ করি মনীষা তোমার
হে মনস্বী নহে তৃপ্ত, অন্তর-ক্ষুধার
খাদ্য লাগি অন্বেষণ তব অবিশ্রাম।

প্রতীচ্য-বিজ্ঞান-বেদ নব্য জ্ঞান-ধাম
শিখিলে শিখালে তুমি গূঢ় মর্ম্ম তার,
হে জ্ঞানী ধ্বনিছে তব কণ্ঠে অনিবার
বিজ্ঞানের মহা যজু, প্রজ্ঞানের সাম।

দুর্গমে সুগম করে তোমার প্রতিভা
জিজ্ঞাসা-মশাল জ্বালি চল তুমি আগে,
শিশু জিনি চিত্ত চির-কৌতূহলী কিবা
জ্ঞান-যজ্ঞ-শেষ-টীকা ও ললাটে জাগে ;

বাণী-পূজা লাগি তুমি গড় নব বেদী
বিজ্ঞানে প্রজ্ঞানে ধ্যানে বরেণ্য ত্রিবেদী ;

হরমুকুট গিরি

(কাশ্মীর)

আঁখি রে! তোর ঘুচিল ঘোর
টুটিল দুখ—দুখেরি লোর,
ওরে চপল! হ'লি সফল
একি উজল সমুখে তোর!

একি বিপুল! একি নিখুঁৎ!
কাড়িল মন এ অদ্ভুত!
কোথা পাহাড় জড়োয়া-হার
জটে জড়ায় জরিরই সুৎ!

হরমুকুট! হরমুকুট!
ভূ-স্বরগের সুমেরু-কূট
গগনে প্রায় ভিড়ায়ে কায়
করিতে চায় তারকা লুট!

বিজুলী থির হ'য়ে নিবিড়
রয়েছে কার বেড়িয়া শির।
হীরা-ফটিক উজলি, দিক
ঘিরেছে কার জটারি নীড়!

হরমুকুট! হরমুকুট!
জুড়ি' পাহাড় জড়োয়া বুট!
কী অপরূপ! ছায়া ও ধূপ
ভজে তোমায় সাঁচা ও ঝুট!

হরমুকুট! হরমুকুট!
শিলা-সুঘট জটা ও জুট!
জটা-টোপর করেছে হর
নদী নিথর হয়েছে ছুট্!

ধারা জমাট রূপালি ঠাট
কালো-কটার কাঁড়ি বিরাট
ঘিরিয়া—পাক দেছে—অবাক!—
বেঁধেছে জট করিয়া আঁট।

কালো শিলায় ছকিয়া ছক
ঝকিছে হিম—গিরি-ভুজগ,
নিরেট নীর ভাগীরথীর
জটাতে থির শশী অলখ্!

গিরিরাণীর দু' আঁখি পর
আনো স্বপন ওগো টোপর,
তোরে অজর করিল হর
উমা-মিলন্-স্মিরিতি-ধর।

হরমুকুট! হরমুকুট!
কত নদীর প্রাণেরি পুট,
কত ধারার চির-আধার
তুমি অশেষ তুমি অটুট!

হর-মুকুট! হর-মুকুট!
গিরিরাজের দানেরি মঠ!
কত নীলাব কত লোলাব
আছে তোমার ধ্যানে অফুট!

রিক্তাতিথির অতিথি

পদ্ম যখন ঝরে গেছে সায়র শূন্য ক'রে
জাফ্‌রানে ফুল ফোটেনি এক্‌টিও
তখন যারা অতিথ এল তোমার দুয়ার পরে
হায় গো তাদের দিচ্ছ তুমি কি ও?
রিক্তাতিথির অতিথি হায় যারা
শূন্য হাতেই ফিরবে কি গো তারা?

শূন্য হাতে ফিরবে কিগো ফিরবে শূন্য মনে
বিদায় নিয়ে যাবে মলিন হেসে,
হায় গো আশাভঙ্গে ভেঙে পড়বে ক্ষণে ক্ষণে
কেমন ক'রে ফিরবে, বল, দেশে?
কেন ব্যথা দিচ্ছ তুমি প্রাণে
একটি কুসুম ফোটাও না জাফ্‌রানে।

সুফেদ্‌ তরুর সবুজ তুলি মায়া-কাজল ভ'রে
বুলিয়ে তুমি দাও না ওদের চোখে,
দেখে তোমায় নিক্‌ না সবাই এক নিমিষের তরে
বিজন পথে আধেক স্বপ্নালোকে,
দেখুক্‌ তোমায দিনে দুই পহরে
বরফ-হরফ লেখা ললাট পরে।

দেখুক তুমি আস্‌ছ নেমে—আস্‌ছ নেমে নেমে
শৈল-শিলায় চরণ রেখে রেখে
ঝঞ্ঝা-তরল ঝরছে ঝিলম পায়ের পাতা ঘেমে
পাষাণ-সোপান ফসল দিয়ে ঢেকে;
ঝর্ণা-ঝোরায় ঝারির ধারা পাতে
ঝরছে তোমার অমৃত দিন-রাতে।

চক্ষু সফল হোক দেখে ওই বিনিসুতায় গাঁথা
বলাকা-বকফুলের মালা তব,
স্বর্ণ মেঘে মায়া-মৃগ-চর্ম্ম-আসন পাতা
সন্ধ্যা-দেবীর স্বপ্ন-সমুদ্ভব।
জ্বালিয়ে মশাল তাজা সরল শাখে
দেখুক্‌ হিয়া তোমায় তারার ফাঁকে!

ওগো অ-ধর! দাও ধরা দাও! নয়ন-মনোহর!
ক্লান্ত পথিক আস্‌ছি পাহাড় ভেঙে,
অন্তরে আজ লাগ্‌ুক আভা, আনন্দ-সুন্দর!
এর বেশী আর চাইনে তোমার ঠেঞে ;
দেখ্‌তে যেন পাই ক্ষণিকের তরে
শ্রীটুক্‌ তোমার সুপ্ত শ্রীনগরে।

দ্রাক্ষা যখন কুঞ্জ হ'তে ফুরিয়েছে নিঃশেষে
কাকের খাদ্য কাও-দ্রাছে বন ভরা
তখন যারা অতিথ এল তোমার দুয়ার-দেশে
জুড়িয়ে তুমি দাওগো তাদের ত্বরা ;
দ্রাক্ষা নাইবা রইল গো একটিও
কটাক্ষে সব সফল ক'রে নিয়ো।

জাফরানের ফুল

ও কি ফুট্‌ল গো ফুট্‌ল দিগন্ত ভরি
কারা জাগ্‌ল ধূসর ধূলি-শয্যা-পরি!
এ কি! ভাণ্ডারে হাট ক'রে ধন লোটানো!
এ কি! চাষ দিয়ে রাশ ক'রে ফুল ফোটানো!

আমি চল্‌ব কি, চল্‌লে যে ফুল মাড়াব,
শেষে সাধ করে ভুল করে দিক হারাব ;
আঁখি রঙ্গে পতঙ্গেরি ধায় পিছনে
নীলে ডুব দিয়ে যায় মিলে কোন্‌ গগনে।

এ কি চঞ্চলতার ডানা বৃন্তে বাঁধা!
এ কি মূর্চ্ছনাময় গীতি মৌনে সাধা!
এ কি স্নিগ্ধ দীপান্বিতা পাপ্‌ড়ি আলোর!
এ কি নীল নাগিনীর মরি চক্ষোর লোর!

ও যে স্বপ্ন জোগায় তবু ঘুম হরেছে,
ও যে ঝিল্লীরই রিম্‌ঝিমি রূপ ধরেছে!
ও যে বুকভরা প্রাণভরা নীল নিরমল
ও কি অপ্সরী-হস্তেরি রত্ন-ফসল!

ও যে জাগ্‌ল পিয়াস নিয়ে জাগ্‌ল, মরি!
তৃষা মিট্‌ল শিশির জলে এক্‌লা ওরি,
তনু নীল হ'ল তৃষ্ণাতে লাল রসনা
বুকে বহ্নি-শিখার সনে তপ্ত সোনা!

তবু হর্ষে আপন-হারা মঞ্জু-মধুর
ও যে নিশ্বাসে সিক্ত অনঙ্গ-বধূর,
তারি গন্ধে আনন্দে বিমুগ্ধ মদির
ও যে কস্তুরী কাশ্মীর-স্বর্ণমৃগীর!

ও কি ইন্দ্রের অঞ্জলি ইন্দ্রনীলার,
ও কি স্বর্গীয় অর্ঘ্য এ পৃথ্বী-শিলার;
ও কি বুদ্বুদে উদ্ভূত নাগ-সরিতের
ও কি স্বপ্ন-বিভোল আঁখি নীল্-লোহিতের।

ও যে মৃত্যু-মদির চির প্রাণ-কণিকা
ধরে সৌরভে বিদ্যুৎ ও ফুল-কলিকা,
ও যে অপ্সরী নয় মরি' চিত্তহরি,
রাণী জাফ্‌রাণী সুন্দরী পুষ্প-পরী।

তাতারসির গান

(বাউলের সুর)

রসের ভিয়ান্ চড়িয়েছে রে নতুন বা'নেতে;
তাতারসির মাতানো বাস উঠেছে মেতে।
মাটির খুরি, পাথর-বাটি
কি নার্‌কেলের আধ্-মালাটি,
বাঁশের চুঙি পাতার ঠুঙি আন্‌রে ধর্ পেতে!
রসের ভিয়ান্ আজকে সুরু নতুন বা'নেতে।

জিরেন্ কাটে যে রসখানি জিরিয়ে কেটেছে,
টাট্‌কা রসের সঙ্গে সে ভাই কেমন খেটেছে,
শুক্‌নো পাতার জ্বাল জ্বলেছে,
কাঁচা সোনার রঙ ফলেছে,
বোল্ বলেছে ফুটন্ত রস গন্ধ বে'টেছে।
জিরেন্ কাটে রসের ধারা জিরিয়ে কেটেছে॥

রসের খোলা খাপ্‌রা-রাঙা ভাপ্‌রা লাগে গায়,
কেউ কি তবু সরবে?—বরং এগিয়ে যেতেই চায়।
নড়বে না কেউ জায়গা ছেড়ে,
রসের ফেনা উঠছে বেড়ে,
লম্বা তাড়ুর তাড়ার চোটে উপ্‌চে ফেটে যায়,
রসের ধোঁয়ায় ঘাম দিয়েছে লম্বা তাড়ুর গায়।

মিঠার মিঠা! তাতারসি? তুমি কি মিষ্টি!
বিধাতার এই সৃষ্টি-মাঝে বাঙালীর সৃষ্টি

প্রথম শীতের রোদের মত
তপ্ত যত মিষ্টি তত,
মিতা তুমি পদ্ম-মধুর,—অমৃত বৃষ্টি!
লোভের জিনিস! তাতারসি! তুমি কি মিষ্টি!

রসের ভিয়ান্ বার ক'রে ভাই গুড় করেছে কে?
—গুড় করেছে গৌড়-বঙ্গ বনের গাছ থেকে ;
গুড়ের জনম-ঠাঁই এ ব'লে
জগৎ এরে গৌড় বলে,
মিষ্টি রসের সৃষ্টি মানুষ এই দেশে শেখে ;
রসের ভিয়ান্ বার করেছি আমরা মন থেকে।

গুড় করেছে গৌড়-বঙ্গ—আদিম সভ্য দেশ,
'গৌড়ী' গুড়ের ছিল রে ভাই আদরের একশেষ ;
সেই গুড়েতেই মিশ্রী ক'রে
ধন্য হ'ল মিশর,—ওরে!
সেই গুড়েতেই করলে চিনি চীন সে অবশেষ,
মিষ্টি রসের সৃষ্টি প্রথম করেছে মোর দেশ।

রসের ভিয়ান্ বার করেছি আমরা বাঙালী,
রস তাতিয়ে তাতারসি, নলেন পাটালি!
রসের ভিয়ান্ হেথায় সুরু,
মধুর রসের আমরা গুরু,
(আজ) তাতারসির জন্মদিনে ভাবছি তাই খালি—
আমরা আদিম সভ্য জাতি আমরা বাঙালী।

তাতারসির আমোদ নিয়ে আমরা এলাম, ভাই!
মৌমাছিদের চাক্ না ভেঙে আমরা মধু পাই।
বছর বছর নতুন বা'নে
নতুন তাতারসির গানে,
আমরা গৌড়-বাংলা দেশের যশের গাথা গাই ;
তাতারসির খবর নিয়ে আমরা এলাম ভাই।

বইছে হাওয়া তাতারসির সুগন্ধ মেখে,
ক্ষেতের যে ধান পায়স-গন্ধ হ'ল তাই থেকে।
মৌমাছিরা ভুল ক'রে ভাই
গন্ধে মেতে ছুট্‌ল সবাই ;
উঠ্‌ল মেতে দেশের ছেলে প্রথম রস চেখে,
মোণ্ডা-মিঠাই রুচল না আজ রসের রূপ দেখে।

গোখ্‌লে

চলে গেল স্বদেশ-ভক্ত ভারত-সেবক
নিবে গেল অধ্যাপনার পুণ্য পাবক ;
নাই রে আজি শিক্ষা-সামের উদ্গাতা সে,
বিদ্যা-ঋণের মূর্ত্ত স্বীকার লীন বাতাসে ;
নিব্‌ল হঠাৎ তিরিশ কোটির আশার জ্যোতি
মরণ-হৃত সরস্বতীর এক্‌-সারথী।

* * *

মিট্‌ল না রে মিট্‌ল না হায় তিরিশ কোটির জ্ঞানের তৃষা,
সরস্বতীর ক্ষীণধারাটিই মরুর মাঝে হারায় দিশা ;
কর্ম্মী গেল স্বর্গে চ'লে, কে নেবে আজ তার ব্রত ?
তিরিশ কোটির জ্ঞানের ক্ষুধায় কার কাঁদে প্রাণ তার মত ?
থাক্‌তে-চক্ষু-কাণাদের এই দুঃখ দারুণ বুঝ্‌বে কে ?
লাট সাহেবের সঙ্গে তেমন যুক্তিবলে যুঝ্‌বে কে ?
ভাব-সাধনা করবে কে গো তুষ্ট রবে অল্পেতে,
থাক্‌তে 'ইল্‌ম্‌' বস্‌বে না কে পয়সা-গেলা কল পেতে,
চাঁদি চাঁদামাছের লোভে টঙ্ক-জেলে নয় কে হায়,
লাটের প্রতিমল্ল হ'য়ে থাক্‌বে খুসী ষাট টাকায় ?

* * *

দাঁড়াও ! দাঁড়াও ! স্বেচ্ছা-সেবক ! ডাক্‌ছে স্বদেশ-মাতৃকা,
উজল ভালে কই গো তুমি পরলে যজ্ঞ-শেষ-টীকা ?
অপূর্ণ যে রইল ব্রত, দাঁড়াও ওগো দাঁড়াও খানিক,
আশা শুধু জাগিয়ে দিলে, কই দিলে সে পরশ-মাণিক ?
জাগিয়ে দিয়ে কাঁদিয়ে গেলে লক্ষকোটি নিরক্ষরে,
দাও গো শিক্ষা জ্ঞানের দীক্ষা জ্বাল প্রদীপ আঁধার ঘরে ;
অজ্ঞতার এই অন্ধলোকে আনো তোমার জ্ঞানাঞ্জন
লক্ষকোটির সূর্য্য জাগো ! এই কি তোমার যাবার ক্ষণ ?

* * *

নিরক্ষরের দুঃখ কি যে ভুল্‌ছ কি তা' ভুল্‌ছ তবে,
সবাই ওদের দাবিয়ে রাখে, নাবিয়ে রাখে অগৌরবে,
ঠকিয়ে ওদের খায় পুরুতে, ডুবিয়ে রাখে কুসংস্কারে,
রোজা ও ভূত ঘাড় ভাঙে হায়, মারী প্রথম ওদের মারে,
অন্নাভাবে শুকায় ওরা জমীদারের গোষ্ঠী পুষে,
সাত পসুরি ধার নিয়ে হায় শুধ্‌তে নারে সাতপুরুষে,—
হিসাব কিতাব বুঝ্‌তে নারে, মহাজনের মিথ্যা খতে
নিত্য ঢেরা-সই দিয়ে যে বিকিয়ে গেল, বস্‌ল পথে.
আড়কাঠি দ্যায় ওদের চালান, ফাঁড়িদারেও বেগার ধরে,
দাব্‌ড়ি-ভোঁতা ক্যাব্‌লা হাকিম ওদের পরেই জুলুম করে ;
এম্‌নি যারা হাজার জুলুম সইছে যত নিরক্ষর
বেঁচে ম'রে চোখের জলে ভিজিয়ে মাটি নিরন্তর ;

হজম ক'রে শতেক দুঃখ হজম ক'রে অত্যাচার।
লুপ্ত হ'য়ে যাচ্ছে ওরা—আশা ওদের নাই বাঁচার।
চাপে পড়ে যাচ্ছে মারা—চাপ্‌ছে গলা সাত চোরে
বেঁধে ওদের মারছে ভাতে ভদ্রবেশী জোচ্চোরে।

* * *

ওদের মাথায় নিজের নিজের কাঁঠাল ভেঙে সবাই খান্,
সবাই ওদের চিরটা কাল চাকর ক'রে রাখ্‌তে চান্,
জানেন্ না যে অম্‌নি ক'রেই ডুবেছে আর ডুবছে দেশ
জাত-চাকরের চাষ যে-দেশে সেথায় সবাই নফর শেষ.
গোলাম হ'তে নাই দেরী তার সেলাম-ক্ষুধা যার প্রাণে
অম্‌নি ক'রেই চাক্‌লা ভারত পরিণত চাক্‌রাণে,
অম্‌নি ক'রেই আন্‌ছি ডেকে নিজের নিজের দুর্গতি,
সত্যি কপাল পাথর-চাপা—পাথর মোদের দুর্ম্মতি।

* * *

কলম-ঠেলা চাকর মোরা চাক্‌রী-জীবী ভদ্রলোক
মোদের কতক—চায় না নাকি নিরক্ষরের খুলতে চোখ্!
এরা তোমার উল্টো সুরে পাল্টা জবাব গাইছে খুব,
বুঝ্‌ছে না হায় গোবর-মেখে কেমন পাঁকে দিচ্ছে ডুব;
বল্‌ছে এরা "চাষার আবার লেখাপড়ার কী দবকার?
চাকর পাওয়া ভার হবে যে,— একি বিষম অত্যাচার!
ছোটো লোকের স্পর্দ্ধা হবে!"—বল্‌ছে এরা! হায় রে হায়,
পোষাক-পরা চাকরগুলো চাকর আবার রাখ্‌তে চায়!
বায়না নেছে চাকরগুলো চাকর ওদের চাইই চাই,
ধৃষ্টতা আর বল্‌ছ কারে?—এমনটি আর নাই গো নাই।
হায পূজারী, সাজানো ওই প্রদীপ তোমার জ্বল্‌ছে না,
দাসের দেশে জন্ম এদের—দাস বিনা আর চল্‌ছে না।

* * *

মর্ম্মে মরে গেলে তুমি—মৃত্যুরে তাই ডাক্‌লে কি?
শিক্ষিতদের কাণ্ড দেখে মৃত্যুতে মুখ ঢাক্‌লে কি?
ফিরে এস, ফিরে এস! ডাক্‌ছে ভারতবর্ষ গো
তিরিশ কোটি চাইছে তোমার চোখফোটানো স্পর্শ গো;
আঁধারে দীপ সাজিয়ে রেখে চলে গেলে চল্‌বে না
তুমি স্বয়ং না জ্বাল্‌লে, হায়, হয়তো ও আর জ্বল্‌বে না।

* * *

ফিরে এস! ডাক্‌ছি তোমায়, হায় গো,
কর্ম্মী ওগো! দেশ যে তোমায় চায় গো:
ফিরে এস নিষ্ঠারূপে চিত্তে
জাগাও তুমি যতেক "ভারত-ভৃত্যে"
দাও সবে ফের দাও গো তোমার তিমির-হরণ দীক্ষা,
প্রাণের ব্রত হোক আমাদের তিরিশ কোটির শিক্ষা।

বৈকালী

(১)

অকূল আকাশে
অগাধ আলোক হাসে,
আমারি নয়নে
সন্ধ্যা ঘনায়ে আসে!
পরাণ ভরিছে ত্রাসে।

(২)

নিষ্প্রভ আঁখি
নিখিলে নিরখে কালি,
মন রে আমার
সাজা তুই বৈকালী,—
সন্ধ্যামণির ডালি।

(৩)

দিনে দুপহরে
সৃষ্টি যেতেছে মুছি' ;
দৃষ্টির সাথে
অশ্রু কি যায় ঘুচি'?
হায় গো কাহারে পুছি!

(৪)

একা একা আছি
রুধিয়া জানালা দ্বার,—
কাজের মানুষ
সবাই যে দুনিয়ার,—
সঙ্গ কে দিবে আর?

(৫)

স্মরি একা একা
পুরাণো দিনের কথা
কত হারা হাসি
কত সুখ কত ব্যথা
বুক-ভরা ব্যাকুলতা।

(৬)

দিনেক দুদিনে
মোহানিয়া হ'ল বুড়া!
অভ্রের ছবি
ছুঁতে ছুঁতে হ'ল গুঁড়া
ডাঁটা-সার শিখী-চূড়া।

(৭)

স্মৃতি-যাদুঘরে
যতগুলি ছিল স্বার
উঘারি উঘারি
দেখিনু বারংবার,
ভাল নাহি লাগে আর।

(৮)

দিন কত পরে
পুরাণো না দিল রস,
শুকায়ে উঠিনু,—
শূন্য সুধা-কলস
চিত্ত না মানে বশ!

(৯)

চিত্ত না মানে
বুক-ভরা হাহাকার
মৃত্যু-অধিক
নিবিড় অন্ধকার
সম্মুখে যে আমার!

(১০)

ফাগুনের দিনে
এ কি গো শ্রাবণী মসী
বিনা মেঘে বুঝি
বজ্র পড়িবে খসি.
নিরালায় নিঃশ্বসি।

(১১)

সহসা আঁধারে
পেলাম পরশ কার?—
কে এলে দোসর
দুঃখে করিতে পার?
ঘুচাতে অন্ধকার!

(১২)

কার এ মধুর
পরশ সান্ত্বনার ?
এতদিন যারে
করেছি অস্বীকার !—
আত্মীয় আত্মার !

(১৩)

এলে কি গো তুমি
এলে কি আমার চিতে ?
পূজা যে করেনি
বৈকালী তার নিতে ?
এলে কি গো এ নিভৃতে ?

(১৪)

দুঃখ-মথিত
চিত্ত-সাগর-জলে
আমার চিন্তা-
মণির জ্যোতি কি জ্বলে !
অতল অশ্রু-তলে !

(১৫)

দুঃখ-সাগর
মন্থন-করা মণি
অভয়-শরণ
এসেছ চিন্তামণি !
জনম ধন্য গণি।

(১৬)

বাহিরে তিমির
ঘনাক এখনু তবে
আজ হ'তে তুমি
রবে মোর প্রাণে রবে,—
হবে গো দোসর হবে॥

(১৭)

বাহিরে যা' খুসী
হোক্ গো অতঃপর
মনের ভুবনে
তুমি ভুবনেশ্বর
নির্ভয়-নির্ভর।

(১৮)

এমনি যদি গো
কাছে কাছে তুমি থাক
অভয় হস্ত
মস্তকে যদি রাখ
কিছু আমি ভাবিনাক।

(১৯)

আঁখি নিয়ে যদি
ফুটাও মনের আঁখি
তাই হোক ওগো
কিছুই রেখ না বাকী,
উদ্বেল চিতে ডাকি।

(২০)

দুটি হাত দিয়ে
ঢাক যদি দু'নয়ন,
তবুও তোমায়
চিনে নেবে মোর মন,
জীবন-সাধন-ধন!

(২১)

পদ্মের মত
নয় গো এ আঁখি নয়
তবু যদি নাও
নিতে যদি সাধ হয়
দিতে করিব না ভয়।

(২২)

আজ আমি জানি
দিয়েও সে হব ধনী—
চোখের বদলে
পাব চক্ষের মণি
দৃষ্টি চিরন্তনী।

(২৩)

জয়! জয়! জয়!
তব জয় প্রেমময়!
তোমার অভয়
হোক প্রাণে অক্ষয়
জয়! জয়! তব জয়!

(২৪)

প্রাণের তরাস
মরে যেন নিঃশেষে,
দাঁড়াও চিত্তে
মৃত্যু-হরণ বেশে,
দাঁড়াও মধুর হেসে।

(২৫)

আমি ভুলে যাই
তুমি ভোলো নাকো কভু,
করুণা নিরাশ-
জনে কৃপা কর তবু,
জয়! জয় প্রভু!

চিন্তামণি

(গান)

(আমি) ধন্য হলাম! ধন্য হলাম!
হলাম ধনী!
(আমি) বল্‌ছি তোমার দুঃখকে আর দুখ না গণি!
(তোমার) দুঃখ যে মোর সকল হ'রে
(ওগো) হঠাৎ দেছে শুধায় ভ'রে
(আমার) চিত্ত-সাগর মথনা ক'রে
মিলিয়ে দেছে—
(তোমায়) মিলিয়ে দেছে চিন্তা-মণি!

আবির্ভাব

আমার এই পরাণ-পাথার মথন ক'রে
ওগো কে জেগেছ! কে উঠেছ!
এই মনের কালির কালিদহে
রাঙা কমল হ'য়ে কে ফুটেছ!
আমার হিয়ার অন্ধকারে
পথ যে পিছল অশ্রুধারে
ওগো এই পিছলে এই আঁধারে
মরি! বন্ধু আমার কে জুটেছ!

আমার মৃত্যু-গহন এই নিভৃত
আস্‌বে যে কেউ স্বপ্নাতীত
ও কে অনাহূত—অনাদৃত—
আহা আপ্‌নি এসে ভয় টুটেছ!
ওগো সোনার কাঠি কে ছোঁয়ালে
আমার আঁধার রাতি কে পোহালে
মরি কঠিন হিয়া কে নোয়ালে
আমার মনের মরম কে লুটেছ!
এই ছন্ন আঁখির দৃষ্টিপথে
ফুট্‌ল মাণিক কার আলোতে
আহা এক্‌লা হিয়ার দোসর হ'তে
মরি নিত্যকালে কে ছুটেছ!
ওগো রাত্রি দিনে কে ছুটেছ!
জেবলে তপন তারা কে ছুটেছ!

গান

(যদি) ডেকেছ—টেনেছ চরণে কৃপায়
(প্রভু) আর তবে কোরো না হে দূর,
(আমি) অশরণ. বিসরণ থেক না আমায়
শরণাগত আমি যে আতুর।
চপলে কর পায়ে থির
দুরাশা হর এ হৃদির
দুর্গতি-গহন-তিমির
(ওগো) নিবায়ো না আলো-অঙ্কুর।
(এই) কণ্ঠে তোমারি দাও নাম—অবিরাম
(এই) চিত্তে ও প্রেম প্রাণারাম—প্রেমধাম!
পরাণে দাও প্রভু শান্তি
নয়নে শান্তির কান্তি
অন্তরে দাও তব সুধা
দাও ওগো চির-সুমধুর!

উপরাগে

(গান)

(আহা) কই গো ধ্রুব অভয় শরণ?-
কই গো অসংশয়?
মুছল না যে আঁখির ধারা
ঘুচ্‌ল না মোর ভয়।

হায় গো আমি সুধাই কারে
কে আমারে বল্‌তে পারে
(যে চোখ্‌) দৃষ্টি-কাণা হয় গো সে কি
কান্না-কাণা হয়?

গান

ঊর্দ্ধ্বে—গগনে—জাগেরে তারা!—
ধ্রুবতারা!
(কেন) কাঁদো তরঙ্গ হেরিয়ে ওরে
দিশাহারা!
নৌকা ফিরা রে
তিমির-বিথারে
(কেন) বিহ্বল চঞ্চল পাগল পারা?
আঁখিধারা মোছো রে মোছো রে দু'আঁখি,
অযাচিত করুণা হের অনুরাগী,
অপলক চক্ষে
হের ধ্রুবলক্ষ্যে,
(কর) সকল সংশয় আজি সারা।

সন্ধ্যামণি

মণি আমার সন্ধ্যামণি!
দিনের আলোর শেষ-দুলালী! দিস্‌নে নিশায় ডুব এখনি,
সন্ধ্যামণি!
ফুট্‌লি রে তুই ফুরিয়ে বেলা
সাঙ্গ যখন রঙের মেলা
অস্ত-রবির রক্ত-রাঙা অশ্রু-বিন্দু তোমায় গণি
সন্ধ্যামণি!

তিমির-জলে শেষ তৃণ তুই হেমবরণী!
চারদিকে তোর খাদ আঁধারের অঙ্গারেরি অতল খনি
সন্ধ্যামণি!
ভ্রমর ডানা গুটিয়েছে তার,
দেখ্‌তে ওরূপ আস্‌বে কে আর?
অজগরে অঙ্গ মুহু জড়ায় তোমার, রন্ধ্রে শনি,
সন্ধ্যামণি!

"না, গো আমি ডুবব না গো ভাবনা নাই,
আঁধার আমার ভ্রমর হ'য়ে আস্‌ছে চেয়ে দেখ্‌ছি তাই,
ভাব্‌না নাই!
অস্ত-পথে দীপ দেখিয়ে
ললাট আলোর পায় ঠেকিয়ে
সফল হ'ল অরুণ আমার তরুণ হিয়া, আর কি চাই,
ভাব্‌না নাই!"

ভূমিষ্ঠ প্রণাম

—কার কাছে তুই অমন ক'রে নোয়ালি মাথা!
—নয় সে গুরু, নয় সে পিতা, নয় সে তো মাতা!
নয় সে রাজা, নয় সে প্রভু,
দিগ্বিজয়ী নয় সে কভু,
পরাজয়ের ধুলোয় ও যে তার আসন পাতা!

নয় সে স্বদেশ, সমাজ সে নয় নয় রে,
নয় সে বজ্র, নয় সে ভীষণ ভয় রে,
নয় সে সূর্য্য, নয় সে আকাশ,
নয় সে গোপন, নয় সে প্রকাশ,
সত্য-স্বপন ব্যক্ত-গোপন তার মাঝে গাঁথা!

মহাসরস্বতী

বিশ্ব-মহাপদ্ম-লীনা! চিত্তময়ী! অয়ি জ্যোতিষ্মতী!
মহীয়সী মহাসরস্বতী!
শক্তির বিভূতি তুমি, তুমি মহাশক্তি-সমুদ্ভবা ;
সপ্ত-স্বর্গ-বিহারিণী! অন্ধকারে তুমি ঊষা-প্রভা।
সূর্য্যে-সুপ্ত ভর্গদেব মগ্ন সদা তোমারি স্বপনে ;
সবিতৃ-সম্ভবা দেবী সাবিত্রী সে আনন্দিত মনে
বন্দে ও চরণে।
ছিন্ন-মেঘ অম্বরের নিষ্কল চন্দ্রমা
তুমি নিরুপমা॥

উদ্ভাসিছে সত্যলোক নির্ণিমেষ ও তব নয়ন ;
তপোলোক করিছে চয়ন
নক্ষত্র-নূপুর-চ্যুত জ্যোতির্ম্ময় পদরেণু তব ;
জনলোকে তোমারি সে জনম-কল্পনা নব নব

পুরাতনে নবীয়ান ;—নব নব সৃষ্টির উন্মেষ।
মহীয়ান মহলোক লভি তব মানস-উদ্দেশ—
ব্যাপ্ত-পরিবেষ।
স্বর্গলোকে স্বেচ্ছা-সুখে জাগ' তুমি গীতে
দেবতার চিতে।

ভূলোকে ভ্রমর-গর্ভ শুভ্র-নীল পদ্ম-বিভূষণা ;
হংসারূঢ়া—ময়ূর-আসনা।
তুমি মহাকাব্য-ধাত্রী! মহাকবিকুলের জননী!
কখনো বাজাও বীণা, কভু দেবী! কর শঙ্খধ্বনি,—
উচ্চকিয়া উদ্দীপিয়া ; চক্র-শূল ধর ধনুর্ব্বাণ ;
হল-বাহী কৃষকের ধরি হল কভু গাহ গান,—
পুলকি' পরাণ!
সর্ব্ব-বিদ্যা-বার্ত্তা-বিধি দেখিতে দেখিতে
গড়ি' উঠে গীতে!

মহাসঙ্গীতের রূপে গড়ি' উঠে নিত্য অপরূপ
মানবের পূর্ণ বিশ্বরূপ,—
তোমারি প্রসাদে দেবী! তুমি যবে হও আবির্ভাব
তখনি তো লক্ষ্য-লাভ—তখনি তো মহালক্ষ্মী লাভ।
দীপকের উদ্দীপনা নিয়ন্ত্রিত করি' রুদ্র তালে
জাগো তুমি স্বতন্তরা! রক্ত-রশ্মি রুণ্ট তারা ভালে
যুগ-সন্ধ্যা-কালে।
কভু ও ললাটে শোভে শুভ্র শুকতারা
পুণ্য-পুঞ্জী-পারা।

দেবাসুর-দ্বন্দ্বে দেবী! সদ্যোজাত বজ্রের গর্জ্জনে
তব সাড়া পেয়েছি গগনে॥
সিন্ধু হতে বিন্দু ওঠে বাষ্পরূপে বিদ্যুত-সম্বল,—
বিন্দু-বিসর্গের দিনে তুমি তারে কর গো প্রবল।
তুমি কর অকুণ্ঠিত ভার্গবের ভীষণ কুঠার ;
গোত্রমাতা মুদ্গলানী ঋগ্বেদ বাখানে বীর্য্য যার,—
ইষ্ট তুমি তার।
সূর্য্যে রাখি' যন্ত্র 'পরে ছেদিল যে জ্যোতি,—
তুমি তার মতি।

পার্থে তুমি স্পর্দ্ধা দিলে একাকী যুঝিতে মল্ল রণে
ধ্বংসরূপী মহেশের সনে।
তুমি কৌশিকের তপ, দেবী! তুমি ত্রিবিদ্যা-রূপিণী ;
ঊষরে উর্ব্বর কর, জন্ম-মৃত্যু-রহস্য-গুর্ব্বিণী!

অগস্ত্যের যাত্রা-পথে তুমি ছিলে বার্ত্তি নির্ণিমেষ
তুমি দুর্গমের-স্পৃহা—দুরূহ, দুস্তর, দুষ্প্রবেশ
সিদ্ধির উদ্দেশ ;
'আপ্ত' নহ, 'প্রাপ্ত' নহ, তুমি স্বর্ণকোষ—
দৈবী অসন্তোষ।

রুদ্রের-দুহিতা দেবী! কর মোর চিত্তে অধিষ্ঠান,
সর্ব্ব কুণ্ঠা হোক্ অবসান।
বিদ্যুতেরে দূতী করি' দ্বিধা ভিন্ন করিয়া দ্যুলোক
এস দ্রুত কবি-চিত্তে ; দিকে দিকে নির্ঘোষিত হোক্
তব আগমন-বার্ত্তা ; কণ্ঠে মোর দাও মহাগান ;
হে জয়ন্তী! গাহ 'জয়'—বৈজয়ন্তী উড়াও নিশান
উদ্ভাসি' বিমান।
সর্ব্ব চেষ্টা সর্ব্ব ইচ্ছা গাঁথ ঐক্য-সুরে
সুপ্ত চিত্তপুরে।

দুর্লভের গূঢ়-তৃষা দীপ্ত রাখ প্রাণের জল্পনা,
অয়ি দেবী মহতী কল্পনা!
নক্ষত্র-অক্ষরে লেখ 'ক্ষত-ত্রাণ' 'ক্ষতি অবসান' ;
বন্দী মোচনের হর্ষে তিন লোক হোক্ স্পন্দমান॥
দুর্গমের দুঃখ হর,'—জগতের জড়ত্বের নাশ
কর তুমি মহাবাণী! হোক্ বিশ্বে পূর্ণ পরকাশ
দীপ্ত তব হাস।
সিদ্ধির প্রসূতি তুমি ঋদ্ধি আরাধিতা!
হে অপরাজিতা।

লক্ষ কোটি চিত্তে প্রাণে অলক্ষিতে বিহর' আপনি
বুলাইয়া দাও স্পর্শমণি॥
সমুদ্র মূর্চ্ছনা আর হিমাদ্রি 'অচল ঠাট' যার
হে মহাভারতী দেবী! গাহ সেই সঙ্গীত তোমার ;
এস গো সত্যের উষা! অসত্যের প্রলয়-প্রদোষ!
বীণাধ্বনি-ঘণ্টারোলে যুক্ত হোক্ মূর্ত্ত রুদ্র-রোষ
শঙ্খের নির্ঘোষ ;
পুণ্যে কর মৃত্যুজয়ী—পাপে ছন্নমতি ;
মহাসরস্বতী!

এস বিশ্ব-আরাধিতা! বিশ্বজিত যজ্ঞে মন্ত্র তুমি,—
মনঃকুণ্ড উঠিছে প্রধূমি'।
এস ভব্য-অনুকূলা! হব্যদাতা আহ্বানে তোমারে
রাক্ষস-সত্রের অগ্নি বর্জ্জিল যে হিমালয় পারে।

ভেদ-দণ্ড তুমি পাপে, পুণ্যে দেবী! তুমি দান-সাম ;
রাজ-রাজেশ্বরী বাণী! চিত্তসুখ! আত্মার আরাম!
কর পূর্ণকাম॥
ব্রহ্ম-ছায়া তুমি অয়ি গায়ত্রী শাশ্বতী!
বিশ্ব-বিম্ববতী!

হসন্তিকা

অভূত-ভূমিকা
বা
ফূৎকার

"দোয়াতে রয়েছে কালি, কলম হাতে,
কি লিখি ভেবে না পাই আচোট পাতে!"

অত্যাগ-সহন বন্ধু! অভিন্ন-হৃদয়!
ওহে শ্রীনবকুমার কবিরত্ন মহাশয়!
সমপ্রাণ সখা! মোর দোস্ত্ হম্‌দম্!
মোরে ভূমিকা ফর্ম্মাশ ক'রে ক'রেছ জখম।
আমি বলি—হেন কাজ আমারে কি সাজে?—
দ্যাখো বন্ধু হে! এ কাজ মোরে লাঠি হেন বাজে।
ভূতপূর্ব্ব-কেওকেটা লিখুন ভূমিকা,
ক'সে লিখুক সেরেস্তাদার সাহিত্যের টীকা;
কানুন্-গোয়েরা কাব্য-কাননে চরুক,
যত কামারে কুমোর-বৃত্তি সানন্দে করুক।
একক্রিয় মিত্র! তুমি মোরে ছুটি দাও,—
শোনো কেওকেটা দিয়ে দীর্ঘ ভূমিকা লেখাও;—
হাসি কারে বলে তাহা লিখুক সে তেড়ে,—
মেরে মাড়িতে হাসির জড়। মোরে দাও ছেড়ে।
তা ছাড়া, কেতাব তব হাস্য-রসাত্মক,—
হাহা ভূমিকা করিয়া হাসা?—সে যে মারাত্মক!
তদুপরি কাগজের চড়িয়াছে দাম,—
এবে কাগজের অপব্যয়?—আমি নারিলাম।
হেসে নাও তবে বন্ধু বিনা ভূমিকায়,
অভূত-ভূমিকা-কর্ত্তা কবির এ রায়॥ ইতি—

পৌষ-পার্ব্বণ
তের-শ' তেইশ

সদেবানুমত
কিন্তু
ভূমিকা-লিখন-বিষয়ে ভিন্ন-মতাবলম্বী
অথচ সুহৃদ্
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

শ্রীশ্রীটিকিমঙ্গল

[টিকীন্দ্রজিদ্দেবতা। টিকিদাসো ঋষিঃ। টিক্‌টিক্‌ ছন্দঃ। টিট্‌কার্য্যাং বিনিয়োগঃ মনোহর-সাঞ্জী-রাগেন শ্রীখোলকর্ত্তালতালাভ্যাং গীয়তে]

মূল গায়েন।—

ভো ভোঃ কারণ-সলিলে কুঁকুড়িসুঁকুড়ি
ডিম্বে যেমন হংস,
আহা ছিল চইতন-চুট্‌কি আদিতে
টিকি হয় যার বংশ!
তারে 'চই' 'চই' করি আদিম আঁধারে
ডাকিল সপ্ত-ঋষি গো,
তাই 'চইতন' নাম হইল তাহার
যে নামে ভরিল দিশি গো!
তারে ব্রহ্মা কহিলা "টিকিয়া থাকহ"
তাই তারে "টিকি" কয়,
আহা মগজ-আগুন-অঙ্গার টিকি
টিকি সামান্য নয়।

দোহার-কী-গোহার।—

এ-রি-নুম্‌!—তেরি না!—
টিকি রাখ!—দেরী না-আ-আ!

মূল গায়েন।—

হাঁ হাঁ টিকির প্রভাবে টিকিয়া রয়েছি
টিকিতেই বাঁধা বিশ্ব,
আর টিকি না থাকিলে হইত দুনিয়া
টিক্‌টিকি চেয়ে নিঃস্ব!
ওগো টিকি যেই রাখে ধর্ম্ম মোক্ষ
পায় সেই হাতে হাতে,
দেখ বিপুল টিকির বহরে উড়িয়া
বেঁধেছে জগন্নাথে!
তবে দোফলা টিকির চাষ কর ভাই,
টিকি-মূলে ঢাল তৈল,
আহা যেতে ভবপার বিনা পয়সার
টিকিট যে টিকি হৈল!

দোহার-কী-গোহার।—

এ-রি-নুম্‌!—তেরি না!—
টিকি রাখ!—দেরি না-আ-আ!

মূল গায়েন।—

আহা কামনা-বহ্নি অন্তরে যার,
নাগর হইবে যেবা,
ওগো সেই জন জানে টিকির কদর,
সেই করে টিকি সেবা।
আর টিকি না রাখিলে প্রেমিকই হয় না
শাস্ত্রে রয়েছে লেখা,
যখন প্রেমে হাবুডুবু, লোকে বলে "আহা
টিকিও না যায় দেখা!"
টিকি রোমিয়োরও ছিল—হোমিয়োপ্যাথিক,
ইথে নাই কোনো ভুল,
পোড়ো মগজ-মহলে মাকোষা ঢুকিলে
বেরুবেই টিকি-ঝুল!
ওগো মোক্ষ ও কাম পুরা হ'বে,—হও
থরকাটা প্রেমচাঁদ,
ওরে টিকি রাখ্ তোরা, ভব-দরিয়ায়
টিকির জাঙাল বাঁধ॥

দোহার-কী-গোহার।—

এ-রি-নুম্—টেরি না!—
টিকি রাখ!—দেরী না-আ-আ!

মূল গায়েন।—

ওগো টিকি রাখ যদি অর্থও পাবে,—
অর্থই যদি চাও,
তখন চোরাই চাল্‌তা টিকিতে বাঁধিয়া
হাত-নাড়া দিয়া যাও।
আর টাকাটা সিকিটা দক্ষিণা পাবে
হজ্‌মী টিকির জোরে,
আর রাতের ফাউল্ প্রভাত না হতে
ফেলিবে হজম ক'রে।
কহ— কুড়ি দরে তুমি মুর্গী কিনিতে?
বয়স যখন কাঁচা?—
বাপু! অধম-তারণ টিকি রাখ মাথে
ভয় কি তোমার বাছা?
দেখ ধর্ম্ম মোক্ষ অর্থ ও কাম
সকলই টিকির ন্যাওটা,
ওগো বেচাল ঘটিলে টিকি বিনা আর
কে ধরে তখন ম্যাওটা?

দোহার-কী-গোহার।—

এ-রি-নুম্‌—তেরি না!—
টিকি রাখ!—দেরী না-আ-আ!

মূল গায়েন।—

ওগো শুধু 'এক' লেখ অর্থ হবে না,
এলেক্‌টি দাও দিকি,
তখন একের অর্থ হবে এক টাকা
অঙ্কে এলেক্‌—টিকি।
ওই এলেক্‌-টিকির দোহাই না দিলে
তারের খবর বন্ধ,
তোমরা এলেক্‌-টিকি তো দিব্যি মান হে
টিকির বেলাই সন্দ'?
দেখ বৃক্ষের টিকি শিকড়,—সটিকি
ডিগ্‌বাজী খায় বৃক্ষ,
আর বৃত্তের টিকি 'ট্যাঞ্জেন্ট',—কোথি
নাই টিকি-দুর্ভিক্ষ।
ওগো আমরা টিকির, টিকি আমাদের,
ঢাল তেল টিকি-মূলে,
আর টাকে যদি টিকি নেহাৎ ঘোচায়
(টিকি) বানাইব পরচুলে।

দোহার-কী-গোহার।—

এ-রি-নুম্‌—তেরি না!—
টিকি রাখ!—দেরী না-আ-আ!

মূল গায়েন।

দেখ দেবতার টিকি ছিল কি না ছিল
শাস্ত্রে লেখে না তাহা,
তবে বিচারের মুখে সূক্ষ্ম টানিলে
বাহিরিবে টিকি ডাহা।
যথা ব্রহ্মার টিকি নাভির মৃণাল,
তৃতীয় চরণ বিষ্ণুর,
আর মহেশের টিকি জটাজালে ঢাকা,
টিকি-প্রতি শিব নিষ্ঠুর।
আর গণেশদাদার শুঁড়ময়ী টিকি
দাদার টিকিটি খাসা;
আর আদি-বৈষ্ণব গরুড়ের টিকি
তার সে টিকল নাসা!

আর	সূর্য্যের টিকি রাহুর মুঠায়,
	রাহুর টিকি সে কোথা গো?
বুঝি	রাহুর টিকিটি অন্তঃশীলা
	যেন ফল্গুর সোঁতা গো!
তবে	দোফলা টিকির চাষ কর ভাই,
	টিকি কভু নয় তুচ্ছ,
ওগো	কানুর টিকি সে তৃতীয় চরণ
	হনুর টিকি সে পুচ্ছ!

দোহার-কী-গোহার।—

এ-রি-নুম্ !—তেরি না!—
টিকি রাখ!—দেরী না-আ-আ!

মূল গায়েন।—

দেখ	অসুর-পুরের শুম্ভাসুরের
	টিকি ছিল তাই রক্ষে,
হুঁহুঁ	নহিলে তাহারে বাগানো কঠিন
	হ'ত কালিকার পক্ষে।
আহা	সুরাসুর হন টিকির বাহন,
	ত্রিলোক টিকি-ব্রত,
ওরে	টিকি আছে ব'লে ট্রামগাড়ি চলে
	নহিলে অচল হ'ত।
জড়-	বিজ্ঞানে যাহা মাধ্যাকর্ষ
	টিকি সেই পৃথিবীর,
সেই	টিকিটি ধরিয়া সূর্য্য তাহারে
	শূন্যে রেখেছে থির।
তোরা	টিকির মূল্য বুঝিতে নারিস্—
	এ যে অতি অদ্ভুত,
আরে	টিকি যদি হায় না থাকে মাথায়
	কি ধরিবে যমদূত?

দোহার-কী-গোহার।—

এ-রি-নুম্ !—তেরি না!—
টিকি রাখ!—দেরী না-আ-আ!

মূল গায়েন।—

আহা!	টিকি সে স্বর্গ চতুর্ব্বর্গ
	টিকি সে মোক্ষ কাম,
ওঁছা	মুর্গীর মাথে টিকি আছে ব'লে
	রামপাখী তার নাম॥

হায় ম্লেচ্ছেরা এরে 'পিগ্‌টেল' বলে
অহহ শূকর-পুচ্ছ,
ওগো তোমরা আর্য্য, মর্য্যাদা রেখো
টিকিরে ক'য়ো না তুচ্ছ।
দেখ বানর টিকির গরিমা বোঝেনি
রাখিয়াছে টিকি পুচ্ছে,
তাই নরের মতন হ'তে সে পারেনি,
উঠিতে পারেনি উচ্চে।
মোরা পুচ্ছেরে শিরোধার্য্য করেছি
মহৎ হয়েছি তাই,
আর ডারুইন ওই তত্ত্ব লিখিয়া
কবিয়াছে একজাই।
এখন টিকি রেখে পায়া ভারি হ'ল ভায়া,
আর কে মোদের পায় হে,
দেখ নরে ও বানরে তফাৎ যা' শুধু
টিকিরই মর্য্যাদায় হে!
তবে মিলি' কলু তেলি এস ভিড় ঠেলি'
(এই) টিকি মূলে ঢাল তৈল;
আহা যেতে সশরীরে স্বর্গেতে টিকি
রাবণের সিঁড়ি হৈল।

দোহার-কী-গোহার!—

এ-রি-নুম্‌!—তেরি না!—
টিকি রাখ!—দেরী না-আ-আ!

মূল গায়েন।—

দেখ শ্রীশ্রীটিকির অপমান করি
চীনের কি দুর্গতি,
আহা বুড়া বয়েসেতে আফিম ত্যজিল
হ'ল তার ভীমরতি।
যাঁহা টিকি গেল খোয়া, রাজা হল ধোঁয়া,
অরাজক হ'ল দেশ,
যত গোঁয়ারে মিলিয়া করিল দেখ না
খোয়ারের এক-শেষ!
দেখ আকাশের টিকি বিদ্যুৎ আর
পাতালের টিকি সর্প,
আর তোমরা ভেবেছ টিকি রাখিবে না
ভারি তোমাদের দর্প।

দোহার-কী-গোহার।—

এরি-নুম্।—টেরি না।—
টিকি রাখ।—দেরী না-আ-আ।

মূল গায়েন।—

ওগো যেই শোনে আর যে জন শোনায়
টিকি-মঙ্গল-গান,
কভু টাক-অসুরের কোপে তার টিকি
নাহি হয় তিরোধান।
যত টিকি-ঘেঁষা টাক সারিবে বেবাক
এ গান শুনিলে কানে,
আর টিকি-বর্জ্জিত বৃথা টাকে চুল
গজাবে টিকি-স্থানে।
ওগো টিকি-মঙ্গল গাহিবার কালে
যে করে বাহির দন্ত,
ওগো দন্ত তাহার টিকিবে না,—ঠিক্
বুড়াকালে হবে অন্ত।
ওগো জনমে জনমে পোকা হবে দাঁতে
যুগে যুগে হবে শাস্তি,
এই হাসির জন্য কাঁদিতে হইবে
মার্জ্জনা এর নাস্তি!

দোহার-কী-গোহার।—

এরি-নুম্।—তেরি না!
টিকি রাখ।—দেবী না-আ-আ!

সাফ্রাজেট-কৃত শ্যামাবিষয়

(বাউলের সুর)

শ্যামা গো তোর ভাগ্য ভালো
ভোলার ঘরে পর্দ্দা নেই;
(বুড়ো) অবরোধের ধার ধারে না
Radical-এর হদ্দ সেই!
(ও সে) গণ্ডী দিয়ে রাখ্‌লে তোরে
অসুরের ম্যাও ধর্ত্ত কে?
(ও তোর) ঘোম্‌টাতে নথ জড়িয়ে যেত
শুম্ভ নিধন কর্ত্ত কে?

(আর ঐ) ভবপারের Mail Steamer-এ
কর্ত্ত কে বল্ কাপ্তেনী?
(দ্যাখো) বিধি যখন দিয়েছে মুখ,
তখন সে মুখ সাপ্‌টে নি'!
(তুই) পথের ধারে দাঁড়িয়ে থাকিস্
Tights পরে Marine Blue.
(তা' সে) Might বলেই হচ্ছে Right,
বল্‌ছে না কেউ 'হাঁ' কি 'হু'!
(ওগো) সিঙ্গি-চড়া ধিঙ্গি তুমি
পৌরাণিকী Suffragette!
(চোখে) দেখ্‌ছ নাকি তোমার লাগি'
মুরুব্বিদের মাথা হেঁট?
(এখন) ইন্দ্র ফোঁসেন "অন্দরে যাক্,—
সয় না মেয়ের মর্দ্দানি!"
(আর) চন্দ্র ঘোষেন "নারীর কেন্দ্রে
দেখাক্ নারী কার্দ্দানি।
(কারণ) ভদ্র-মেয়ের মত্ত বেশে
নৃত্য করার বিধান নেই,
(তারা) ঘাঁটবে গোময় সকল সময়
কাট্‌বে সবে সুতোর খেই।"
(হায় গো) ভোলানাথের কী যে স্বভাব
(তার) নেইক নজর কিচ্ছুতেই,
(ও তোব) শক্তি হাতে দেছেন বলেই
জিভ্ মেলিয়ে নাচ্‌তে নেই।

পিঁজরাপোল-ধৃত ভগবতী-বিষয়

(সুর—রামপ্রসাদী)

তুই গো বটে মেয়ে!
(আহা) চৌদ্দ-ভুবন চায় ও চরণ,
আছে চরণ চেয়ে।

দুটি পায়ের পায়ের ধুলায়
কেমনে তিন-লোকের কুলায়
তাই হ'লি তুই ভগবতী—
হ'লি গো চার-পেয়ে॥

সিংহ তোমার শিং হয়েছে—
সদাই পাহারায় রয়েছে,

বিনোদ বেণী ল্যাজ হয়েছে
লাজের মাথা খেয়ে।
গড় ক'রে সব গড়া গড়া
(তোর) পায়ে দিল পরিয়ে কড়া
খুর গজালো আগাগোড়া
প্রসাদ বলে গেয়ে॥

দশা-বেতর স্তোত্র

(জয়দেবের ছন্দে)

পোলাওয়ে করেছ সুধাময় আর কালিয়ায় অতি 'টেষ্ট্‌ফুল্‌'!
মারিয়া রেখেছ সৌরভে অহো! বিল্‌কুল্‌!
দেবতা! হইলে মছ্‌লি বেবাক্‌!
বলিহারি যাই তোমারি॥ ১।

ঝোলাতে ঢুকেছ ঝোল্‌ হ'তে, আহা! তরায়েছ কত বোষ্টম্‌!
ভিতরে নবনী—বাহিরে শুষ্ক কাষ্ঠম্‌!
দেবতা! হইলে কাছিম্‌ নাপাক্‌!
বলিহারি যাই তোমারি॥ ২।

দশনেরি বলে আখের ক্ষেত্র কত তুমি কর নিম্মর্‌ল!
'হ্যাম্‌' হ'য়ে তুমি ঝোলো হে হোটেলে,—নাই ভুল!
প্রভুহে! হইলে নধর শুয়ার
বলিহারি যাই তোমারি॥ ৩।

মোয়া দিয়ে অহো! ছেলে ভুলাইলে—প্রহ্লাদে দিলে রাজ্য!
স্ফটিকের থাম করিলে হাঁ-হাঁ-হাঁ-হ্যাঁচ্চো!
প্রভুহে! হইলে আধা-জানোয়ার
বলিহারি যাই তোমারি॥ ৪।

'ডোয়ার্ফ' দেখিয়া 'থোয়ার্ট্‌' করেনি বলির কসুর এই সে,
দাড়ি উপাড়িলে তাই কিহে বুকে বৈসে?
দেবতা! হইলে বে'টে-বিট্‌কেল্‌!
বলিহারি যাই তোমারি॥ ৫।

মায়ের মাথায় কুড়ুল মারিয়া অবতার হ'লে পুত্র!
অহো! লীলা হেন কবে কে দেখেছে?—কুত্র?
দেবতা বনিলে,—দেখিলে না জেল্‌!
বলিহারি যাই তোমারি॥ ৬।

বানরের ল্যাজে জাঙাল বানালে করিলে, হে অনাসৃষ্টি,
কেতাবে রয়েছে তব 'লেবারের' লিষ্টি!
প্রভু হে! হইলে বানরের মিতা!
বলিহারি যাই তোমারি॥ ৭॥

লাঙল ধরিলে, মদ্-ভাং খেলে, সাজিলে খালাসী মাল্লা!
পরিলে লুঙ্গি,—নীল-রঙা আল্‌খাল্লা।
দেবতা হইলে না লিখিয়া গীতা!
বলিহারি যাই তোমারি॥ ৮॥

মীন-অবতারে ব'ড়্‌শী গিলিয়া কণ্ঠ পেয়েছ 'এরিয়ান্'!
তিন যুগ পরে তাই হ'লে 'ভেজিটেরিয়ান্'!
দেবতা! হইলে ফলাহারে দড়!
বলিহারি যাই তোমারি॥ ৯।

পঞ্জিকা আর গঞ্জিকা বলে তুমি হবে প্রভো! কল্কি!
পুরুষে ধরাবে টিকি, রমণীরে উল্‌কি!
দেবতা! হইবে পয়গম্বর!
বলিহারি যাই তোমারি॥ ১০।

পোলাওয়ে মিশিলে, ঝোলাতে পশিলে, হ্যাম্ হ'লে, আধা-সিঙ্গি!
বলিরে ছলিলে, মায়েরে বধিলে, ধিঙ্গি!
বহুরূপী! রূপ ধরিলে বেতর!
বলিহারি যাই তোমারি॥ ১১।

আদর্শ বিয়ের কবিতা

কোরাস-	(আহা)	বিয়ে করা ভারি ভালো ঢোলোক বাজিয়ে।
	(হাঁ হাঁ)	ভাড়া-করা পোষাকেতে ভালুক সাজিয়ে।
	(দেখ)	যে হনুর যত বিয়া সে ততই বীর॥
	(আর)	হারেম যাহার আছে সেই তো আমীর॥
	(তবে)	লেগে যাও—করে নাও করে নাও বিয়ে।
	(ঢী ঢী)	ঢ্যাট্‌রা পেটার রবে সহর কাঁপিয়ে॥
	(দেখ)	বিয়ে করা ভারি ভালো—যদি থাক জীয়ে—
	(ওই)	রঙ্‌মশালের ঝাঁজে—নাসিকা ঝাঁজিয়ে॥
	(ওগো)	বিয়ে কর বিয়ে কর সাজিয়ে তাজিয়ে,
	(ওই)	ঝোপ গোঁপ ছেঁটে, খোঁচা দাড়িটি চাঁচিয়ে॥
	(আহা)	ভালুক সাজিয়ে চল ঢোলোক বাজিয়ে
	(নৈলে)	ছাঁদ্‌না-তলায় হবে বেজায় কাজিয়ে॥

(তুমি) মোটা হও, তাজা হও, হও ভাজা ঘিয়ে,
(তুমি) রাজা হও, প্রজা হও, করে নাও বিয়ে।
বিয়ে কর কচি খোকা হামা দিয়ে দিয়ে
বিয়ে কর দাঁত-পড়া দন্ত বাঁধিয়ে॥

(যত) পাকা চুল বিল্‌কুল কলপে কাঁচিয়ে
(আশী) বছরে করহ বিয়ে কাশিয়ে হাঁচিয়ে॥
(ওগো) বিয়ে কর বিয়ে কর কর অহরহ
(হোক্) নাৎনী নাথ্‌নী আর পতি—পতিমহ॥

(ওগো) চালচুলা থাকে থাক দেনায় বিকিয়ে,
(তুমি) নোঙরে বাঁধহ টিকি যাইবে টিকিয়ে॥
(হাঁ হাঁ) বিয়ে কর বিয়ে কর বেহায়া বেকার
(যদি) যারি খাবে তারি কাছে জানাবে ঠেকার॥

(তুমি) বাজার যাচিয়ে করো চড়া দামে বিয়ে॥
(তারো) ব্যাখ্যানা করে দিব কবিতা লিখিয়ে॥
(আহা) নাচিছে বরের বাপ তা-ধিয়ে তা-ধিয়ে।
(লেখে) পদ্য মরদ মেয়ে কোমব বাঁধিয়ে॥

(হেথা) কলমের ডগা গেল হাজিয়ে পচিয়ে
(যত) ফবমাসী বিবাহের কবিতা রচিয়ে॥
(হু হু) বিয়ে করা—মানে হল—ওর নাম গিয়ে—
(এই) বিয়ে কবা মানে কিনা—বিয়ে—কিনা—ইয়ে॥

প্রথম-পক্ষে

ঠোঁটে ঠোঁট ঠেকেই যদি, দোষ কি?—মোটেই না।
(মোদের) অধর-সুধাই পথ্য, যখন সুধা জোটে না—
জগতে সুধা জোটেই না॥
(কেউ) জান্‌বে না, ও লাজের ডালি!
(তুই) কি খেলি আর কি খাওয়ালি;
চুরি করে চুমু খেলে (ভাই)
হেঁচ্‌কি ওঠে না কোনোদিন হেঁচ্‌কি ওঠেই না!

দ্বিতীয়-পক্ষে

টাকাটির মতো ছোট্টো টাকটি
নিরাকার টাকা—টাক,—
এ দেখিয়া কিগো কুঞ্চিত হ'ল
তিল-ফুল জিনি নাক?

হে মোর দ্বিতীয়-পক্ষ!
টাক প্রীতি কেন লক্ষ্য?
চুলে টাক ব'লে মনে টাক নেই,—
মনো মোর মউচাক!

কর্করে গাল পুরুষের, তাই
বিধি যে-নারীরে তুষ্ট,—
তাহার স্বামীর শিরে দ্যান টাক,
ওতে কি হয়গা রুষ্ট?
হে মোর দ্বিতীয়-পক্ষ!
টাকে যে বাড়য়ে সখ্য,
ঘন চুম্বনে কর তবে সতী
পতির টাকটি পুষ্ট।

তা' ছাড়া, টাকের যত্ন শিখিলে
টাকা হয় করায়ত্ত,
নিরাকার টাক সাকার টাকার
মালিক—এ খাঁটি সত্য—
ভুলেও ভুলোনা লক্ষ্মী!
দোজ-পক্ষের পক্ষী!
পত্নী! আমার নাথ্‌নী! আমার—
রোজগার-করা অর্থ!

গোড়াগুড়ি তুমি হ'য়ো না বিরূপ
দেখিয়া এ মোর ভুঁড়ি,
ছাঁটা-গোঁফে কেন ঝাঁটা-গোঁফ বলি'
ঝাঁজিয়া বাজাও চুড়ি!
গোঁফহীন যেই Kissটি—
সে কখনো হয় মিষ্টি?
আলুনি যেমন ব্যঞ্জন—ছি ছি
মিয়োনো যেমন মুড়ি।

শুনি নারী-জাতি পান্তা-ভাতের
গোঁড়া নাকি খুব বেশী?
তবে কেন হায় পান্তা-ভর্ত্তা
রোচে না?—এ কোন দেশী?
হে মোর দ্বিতীয়-পক্ষ!
প্রসীদ! প্রসীদ! রক্ষ!
টাকে চুলে থাক মিলেজুলে, টেকো
সাধিছে দীর্ঘকেশী।

(ওগো) শাস্ত্রে কি বলে জানো কি তা প্রিয়ে
বলিব কি তাহা আজ?

(নিয়ে) যেতে যম-ঘরে দ্বিতীয়-পক্ষ
দ্বিতীয় পক্ষিরাজ!
তবু করি নাই শঙ্কা—
প্রাণে বাজে প্রেমডঙ্কা—
(তুমি) এবে-যদি নবডঙ্কা দেখাও
মস্তকে পড়ে বাজ।

(ওগো) প্রথম-পক্ষ পক্ষই নয়
শোনো মানময়ী নারী!
(মোর) দ্বিতীয়-পক্ষ গজায়েছ তুমি
তাই তো উড়িতে পারি।
হে মোর দ্বিতীয়-পক্ষ!
—গরবে ফুলিছে বক্ষ,
(দ্যাখো) আজ আমি পাড়ি দিয়ে যেতে পারি
চাই কি—চাই কি—
চাই কি—যমের বাড়ী!

তৃতীয়-পক্ষে

(সুর—"যাদের—হরি বল্‌তে নয়ন ঝরে")

(ও যার) "ওগো" বল্‌তে পরাণ হ্যাদায়—
—রাঙা-আ—ও বৌ!—এসেছে সে!
(ও যে) জাবর কাটে প্রেমের নাদায়—এসেছে সে!
(যারে) নাৎনী ডাকে, পত্নী খ্যাদায়—এসেছে সে!

(যে তোর) আঁচল ধরেই ঘুরবে নেহাৎ
কাঙা-আল্—ও সেই—এসেছে রে!
(যার) ফোক্‌লা গালে ধার-করা দাঁত—হেসেছে রে!
(যার) মাথায় তুমি বুলাও না হাত—এসেছে রে!

(ও যার) কাছে এলেই গহনা পাবে—
সোনা-আর—ও বৌ—এসেছে সে।
(তোরে) দাবিয়ে যে রাখ্‌বে না দাবে—এসেছে সে!
(বরং) থাক্‌বে নিজেই তোমার তাঁবে—এসেছে সে।

(যার) তোব্‌ড়ানো গাল জারক লেবু—এসেছে সে।
(দ্যাখো) কবাট খুলে ও ভাই টেঁপু—এসেছে সে।
(কেঁচে) প্রেমের হ্যাঁপায় হাঁপিয়ে ভেঁপু—
বাজা-আ-য়, ও বৌ—এসেছে সে!

(তোমার) ধরলে মাথা (যার) ঘুম নাহি রয়—এসেছে সে!
(সদা) হারাই হারাই এই প্রাণে ভয়—এসেছে সে
(পাছে) আবার বিয়ে কর্ত্তে বা হয়—
রাঙা-আ ও বৌ!—এসেছে সে!

(দুই) পক্ষ গেছে খ'সে গো যার—
ডানা-আ-কাটা—এসেছে সে।
(তার) ভর্সা কি আর? ভাষ্যি কি আর?—
কপা-আল্-ফাটা—এসেছে সে!
(আহা) মড়াণ্ডে প্রেমে যে মড়ার
বেজা-আয় আঠা—এসেছে সে!

রাত্রি বর্ণনা

ঘড়িতে বারোটা, পথে 'বরোফ্' 'বরোফ্'
লোপ!
উঁড়ি' উঁড়ি' আরসুলা দ্যায় তুড়িলাফ্!
সাফ্!
পালকী-আড়ায় দূরে গীত গায় উড়ে
তুড়ে!
আঁধারে হা-ডু-ডু খেলে কান করি উচা
ছুঁচা!
পাহারা'লা ঢুলে আলা, দিতে আসে রোঁদ্
খোদ্!
বেতালা মাতালগুলা খায় হাল্ফিল্
কিল্!

* * *

তন্দ্রাবশে তক্তপোষে প্রচণ্ড পণ্ডিত
চিৎ!
যুৎ পেয়ে করে চুরি টিকির বিদ্যুৎ
ভূত!
নির্-গোঁফের নাকে চড়ে ইঁদুর চৌ-গোঁফা
তোফা!
গণেশ কচালে আঁখি, করে সুড়সুড়
শুঁড়!
স্বপ্নে দ্যাখে ভক্তিভরে খুলেছে সাহেব
জেব!
পুজ্যে হন্ গজানন তেড়ে শুঁড় নেড়ে
বেড়ে!

* * *

ত্রিশূন্যে ঝুলিয়া মন্ত্র জপিছে জাদুর,
বাদুড়!
হে'চা-বোঁচা কালপে'চা চে'চায় খি'চায়,
কি চায়?
সি'ধ দিয়ে বি'ধ করে মাম্‌দোর গোর
চোর!
আর্বরি' সকল গাত্র মশা ধরে অন্তে
দন্তে!
জগৎ ঘুমায়, শুধু করে হাঁকডাক
নাক!
স্বপনের ভারি ভিড় দাঁত কিড়্মিড়্
বিড়্ বিড়্ বিড়্!

নাক-ডাকার গান

(সুর—"উলু নয় রোদন-ধ্বনি"।)

স্বামী নয়, ঘুমের শনি,—
প্রাণ কাঁপে নাকের ডাকে ;
বাপ মা যখন পাত্র দ্যাখেন
দ্যাখেন-নি ঘুম পাড়িয়ে তাকে।
নাকে তার হরবোলার বাসা
আর বিড়ালেব ঝগড়া খাসা,
ইচ্ছা করে সাহস ভরে
নস্যি পুরে দি ওই নাকে।
'মোষ পোড়া খাও' বলি যত,
নাকের ডাক কি বাড়ে তত,
অবলা আজ নিদ্রাহত
নাকের পাঞ্চজন্য শাঁখে॥

জবান্‌-পঁচিশী

(কস্যাচিৎ পঞ্চবাণপ্রপীড়িতস্য)

(আমি) তোরে ভালোবাসি, লো দ্যাখন্‌-হাসি!
জাদু কিয়া মুঝে তুঁহি ;
(এখন্) চুমু দিতে গেলে চুম্‌কুড়ি দিয়ে
কথং হসসি?—ব্রূহি।
(ছি ছি) Feeling বোঝো না, দুধে ঢালো চোনা,-
তুমি কি প্রেমিকা নও?
(এই) Tempo de dolci sospiriতে—
(দুটো) পীরিতির কথা কও।

(শুধু) কথা ফিস্‌ফাস্‌ মধুনিশ্বাস,—
এই তো সময় তার,—
হউ এ তো বখৎ আবীয়ো ;—ছি ছি ছি-
ফের হাসি? বারবার?
(ওহো) In aure mea resonat প্রিয়া!
Tinnitus amoris,—
(প্রাণে) পীরিতির তুম্‌—তানা—নানা ; তুই
খিল্‌খিল্‌ কি হাসিস্‌।
(হায়) চুমুর ক্ষুধায় মোর প্রাণ যায়...
চুমু-ভুক্‌চানি লাগে,
(আর) চুম্‌কুড়ি দিয়ে তুমি মজা দ্যাখো?—
অঙ্গ জ্বলে যে রাগে।
(ওগো) নাই কি পীরিতি? কাঁহিকি ইম্‌তি?—
ইম্‌তি করুচ কাঁই?
ভালোবাসা ও কি ভাল্লুক-জ্বর?
এই আছে এই নাই?
(ওগো) তা যদি না হয়, হইয়া সদয়
Feeling কোরো না মাটি,
(অমন্‌) চুম্‌কুড়ি দিয়ে কোরো না বাহির
দাঁত বত্রিশ-পাটী।
(সখী) কেন emotion মাটি কর? ধন!
আধা পথে দাও shock?
আনা হাব্‌বক্‌ আনা ঘ্যইদক্‌
(তোমায়) দেখেছি যে ইস্তক।
(ওগো) তব প্রেমাতুর je suis l'amour
কাঁচি-কপ্‌চানো গপ্পো,
(ওই) পায়ে তেল দিতে হবে জেনে বিধি
করেছে আমায় কুপো।
(জানি) জানি আমি কালো, তুমি অতি ভালো,—
স্যাটাচথ্‌ সুনদ্যর,—
কটা চোখে তবু কৃপা-কটাক্ষ
করেছিলে মোর 'পর।
(হায়) তাহানি আচিলো লরা মই,—আমি
তখনা ছিলাম খাসা,
(আর) নেই পছন্দ হয়েছি মন্দ,
(তাই) ভালবাসা নিয়ে হাসা!
(কি কি?) চুমুতে তোমার হাসি আসে? সে কি?—
চুমু কি গো কুতুকাতু?
আথু ইরুক্কু মাত্তাতু—মিছে—
উঁহু—আথু য়েইলাতু।

(ছুটে) চলে যাই তবে যা হয় তা হবে,—
তোমোকাকু য়ুকি মাশো ;
তুমি নও মোর ভাবের ভাবিনী
তুমি যে বেফাঁস হাসো।
আমি গম্ভীর প্রেম-কুম্ভীর
তুমি ভালবাস ফষ্টি ;
(আর) কত ঘুরাইবে নাকে দড়ি দিয়ে
(এই) পীরিতি-ডোবার মোষটি।
হো কেটি কাণ্ড! রূপসী মানছি,
পাথর তবু ও-প্রাণটা,
(আমি) পাথরে পীরিতি আছড়ে ফেলেছি,
আঁখি থির, দেহ ঠাণ্ডা!
(মোর) আচোট হৃদি যে আঁৎকে উঠিছে
ও হাসির চোটে হায় গো,
হাই-সুঙ্-নিঙ্ হামোও নিগাজে,
আয় ঘুম! ঘুম আয় গো!
তুমি সব পারো Esto e claro
বুঝেছি পরিষ্কার,
বাস্ রে! সাবাস্! Blaghadariu Vas!
ধন্যি! নমস্কার!
(হায়) নির্ম্মম তব হা-হা-হা খি-খি-খি
(শুনে) কাঁপে কচি প্রেমটুক্,
বো-বো-বো যা-হাহা উক্-হু-হু হাঁকে
(যেন) কঙ্গোর নরভুক্!
(আমি) চাঁগিযা মানুখ্ কেন দাও দুখ
C'est etrange! C'est unique!
আমি তোরে ক্ষমা করিতে পারি না
Gott sei guch gnadig
এনেনাস্ফতা—নাই গুণা-খতা—
তবে এ কি গুণাগারী!
(এ কি!) চোখে কেন জল করে টলমল ?—
শক্ত বলেছি ভারি ?
কাঁদিছ পষ্ট! হায় কি কষ্ট!—
Askopos a luba!
আই-আই-আই! Papai! Papai!
এ কি করিলাম ? তোবা!
(দ্যাখো) ঘাট হ'য়ে থাকে মল কানটাকে—
লুতুর পেঠেই এম্ ;
(শুধু) কেঁদ না ফুঁপিয়ে কেট না কুপিয়ে
That's no fair game.

(আমি) নিজেই জানি না নিজেই বুঝি না
নিজের মনের ভাব ;
(হায়) এ কি জাঁক? এ কি প্রেমের দেমাক?
(কিবা) প্যারি গোদেল্ লিবাব্?
শক্ত ব্যারাম!—আমায় আরাম
করিতে পার কি হায়?—
নি-উঈ ইনিকো পেঙম্ উঈ-আ?
ঠেকেছি বিষম দায়।
নাচ্তা য়েই না আঁগন বাঁক্ড়ে,
খুৎখুতে কিনা মন,
বিনা দোষে তাই রেগে হই টঙ্
বলি কত কুবচন!
(ওগো) এ বারের মত নাকে দিনু খত
মাপ কর হে প্রেয়সী!
(নৈলে) উড়ুনির আড়-ঘোমটা টানিয়া
গোসা-ঘরে গিয়ে পশি।
(ওগো) হয়ো না অবুঝ ধুয়ে গেল রুজ
আঁখি-জলে গলে রং,
(মরি) এ কি দুর্জ্জয় মান!—পিয় সহি!
সিঢ়িলহি দাব ণং!
(চেয়ে) দ্যাখো একদম—মন্ তু শুদম্—
কামায়েছি গোঁফদাড়ি,
(এখন) তব তর্জবিজে সাজাহ্ শেমিজে
পরাও তেপেড়ে শাড়ী।
(দ্যাখো) ভাষা পঞ্চকে গাঁথিলেন শ্লোকে
রায় গুণাকর ধীর ;
(আর) তোমারে তুষিতে জবান্-পাঁচিশী
রচিল কলম্গীর।
অয়ি সুলোচনা, ভুল কোরো না এ
নয় পণ্ডিতপনা,
(ইথে) পণ্ডিতী আর যমজ তাহার
Pedantry তুলোধোনা।
তোমারে হাসাতে অশেষ ভাষাতে
বিশ্ব-Esperanto
করেছি রচনা, অয়ি সুলোচনা
মোছো আঁখি, হও শান্ত।
(তবে) ফিক করে হাসো যদি ভালোবাসো,
চুমু কিবা চুম্‌কুড়ি—
যা দাও তাতেই খুসী হব—চুম্-
কুড়ি যে চুমুরই কুঁড়ি!

ছাগল-দাড়ি

(বিধি) ছাগল-দাড়ি যারে দেছে তারে
(কেন) ছাগল-দাড়ি দিয়ে বাঁধিব না?
(কিবা) বপুটি লোমে কালা
গড়িল খোদাতালা
হ'লে যে হ'তে পারিত শাল-দোশালা,
অথবা রসুনে কিছু ঝাল-মশালা
মিশায়ে তোরে কেন রাঁধিব না?
(তব) কণ্ঠরবে হ'য়ে ঝালাপালা
(ধোপা) অনেক ধাওয়া ক'বে হ'ল আলা,
(যদি) ও গলা নিরুপম
নিকটে ভাঁজ মম
সজোরে ভ্যাভ্যা সুরে
গাধার দাদাসম,
মাথাটা ধরে যদি
শুনি তোর সারেগম
তবে তো আমি তোরে চা দিব না।
গোঁফেরি ঝোপেঝাপে
নাকেরি খোপেখাপে
লুকায়ে রাখ রাগ-
রাগিণী চুপে চাপে,
নহিলে তোরে দ্যাখ্
উড়ায়ে দিব তোপে
কিন্তু অনুতাপে কাঁদিব না।

রাম-পাখী

(সুর—"শ্যাম শুক পাখী সুন্দর নিরখি")

রাম নামে পাখী সুন্দর নিরখি'
রাঁধুনী ধরিল ধুচুনী-ফান্দে,
(ও তার) তদবধি মন রন্ধনে বিমন
(ও সে) তেঁতুলে শুকুতা রান্ধে!
(তারে) ক্ষুদ্ কুঁড়া ধান দিয়ে
তারে পুষি পালি শিখাইল বুলি
(ও সে) ডাকিত কোঁকোর-কোঁ বলিয়ে।

(এখন) হয়ে অবিশ্বাসী সে মোরগ-খাসী
পালায়েছে ঘর ত্যজে,
সন্ধান করিতে পাইনু জানিতে
কু-বুঝা খেয়েছে ভেজে।

নালিশ জানাতে তব আদালতে
রাঁধুনী পাঠাল মোরে
(এখন) তব তর্জাবিজে ধরিবে আমি যে
সে ভিজে-বেড়াল চোরে।

অম্বল-সম্বরা কাব্য

অম্বলে সম্বরা যবে দিলা শম্ভুমালী
ওড্র-কুলোদ্ভব মহামতি, বঙ্গধামে
নিম্বশিম্বি গ্রামে, মধ্যাহ্ন-সময়ে আহা!
তিন্তিড়ী পলাণ্ডু লঙ্কা সঙ্গে সযতনে
উচ্ছে আর ইক্ষুগুড় করি বিড়ম্বিত
অপূর্ব্ব ব্যঞ্জন, মরি, রান্ধিয়া সুমতি
প্র-পঞ্চ-ফোড়ন দিলা মহা আড়ম্বরে ;
আম্বা করি' পুনঃ ঢালিলা জাম্বাটি ভরি'
খাব বলি' ; কহ দেবী তম্বুরা-বাদিনী!
কোন্ জাম্বুবান হৈল মুগ্ধ তার ঘ্রাণে
আচম্বিতে? জম্বুদ্বীপ হৈল হরষিত!
কম্বুরবে অম্বুনিধি মহাতম্বী করি'
আইলা অম্বল-লোভে লোভী ; শম্বুকেরা
কৈল হুড়াহুড়ি জলতলে, জম্বুকেরা
হুক্কা-হুয়া উঠিল ডাকিয়া দ্বিপ্রহরে
দিবাভাগে! জগদম্বা-হস্ত-বিলম্বিত
শুম্ভ-নিশুম্ভের কাটা-মুণ্ডে শুষ্ক জিভে
এল জল ; জগঝম্প বাজিল দেউলে॥
সন্ন্যাসী কম্বলাসনে চোখাইলা মুখ!
বোম্বায়েব আঁঠি ফেলি বিম্বোষ্ঠী দৌড়িলা!
সুদূর শহরে হোথা চেম্বারে চেম্বারে
হাসিল গ্রাম্ভারি যত জজ! লম্বোদরী
হাঁচিলা হিড়িম্বা বনে ; শাম্ব দ্বারকায়।
গোপাঙ্গনা ভুলিলা দম্বল দিতে দৈএ!
অম্বলের গন্ধে দই জমিল আপনি!
কম্বক্তা সম্বরাসুরে না করি' বম্বার্ড
দম্ভোলি নিক্ষেপি' ইন্দ্র সে অম্বল-লোভে
দাম্বাল উলঙ্গ দুম্বো চাষা-ছেলে সাজি'
আইলা শম্ভুর দ্বারদেশে! গোষ্ঠে গাভী
কৈল হাম্বারব। হাম্বীর ভাঁজিল গুণী
মনোভুলে পোড়াইয়া অম্বুরী তাম্বাকু!

কিম্বদন্তী কয়, চুম্বনে অরুচি হৈল
নবদম্পতীর সে অম্বল-গন্ধে মুগ্ধ-
মন॥ হৈল ভিনিগার বোতলে শ্যাম্পেন
ঈর্ষ্যাবশে। হিংসাভরে রম্ভা হৈল বীচে।
কলম্বোর কুম্ভকর্ণ জাগিল ; কবরে
মোল্লা দোপিয়াজা দিল্লীধামে, ফুল্লমন
সম্বরা-সৌরভে! কৈলাসে স্বনামধন্য
শূলী শম্ভু বাজাইলা আনন্দে ডম্বরু
মালীশম্ভুকৃত অম্বলের গন্ধামোদে,
দিগম্বর ববম্বম্ বাজাইলা গাল!
পুষ্পবৃষ্টি হৈল নীলাম্বরে—জগবন্ধু-
সূপকার উড়িয়ার রন্ধন-গৌরবে!
গেরম্বারি শম্ভুমালী কিন্তু নিজমনে
কোনোদিকে বিন্দুমাত্র না করি দৃক্‌পাত
জাম্বাটি উজাড় কৈল গাবু-গাবু রবে॥

সর্ব্বশী

(নিরামিষ নিমন্ত্রণে নাতিদীর্ঘ দীর্ঘনিশ্বাস)

নহ ধেনু, নহ উষ্ট্রী, নহ ভেড়ী, নহ গো মহিষী,
হে দামুন্যা-চারিণী সর্ব্বশী!
ওষ্ঠ যবে আর্দ্র হয় জিহ্বা সহ তোমারে বাখানি'
তুমি কোনো হাঁড়ী-প্রান্তে নাহি রাখ খণ্ড মুণ্ডখানি,
জবায় জড়িত গলে লম্ফশূন্য সুমন্দ গতিতে,
ব্যা-ব্যা-শব্দে নাহি চল সুসজ্জিত হনন-ভূমিতে
দুষ্ট অষ্টমীতে!
গ্রাম্য দাগা-ষাঁড় সম সম্মানে মণ্ডিতা
তুমি অখণ্ডিতা!

বাওয়া ডিম্ব-সম আহা! আপনাতে আপনি বিকশি'
কবে তুমি উদিলে সর্ব্বশী!
বঙ্গের সুবর্ণ যুগে জন্মিলে কি ধনপতি-ঘরে
ক্ষুরে ক্ষুরে ক্ষুধা-খণ্ড তৃষা-পিণ্ড ল'য়ে শৃঙ্গ পরে!
খুল্লনা লহনা দোঁহে বাগ্বিতণ্ডা বন্ধ করি স্বতঃ
পড়ে ছিল পদপ্রান্তে উচ্ছ্বসিত বুভুক্ষা নিয়ত
করিয়া জাগ্রত॥
পুঞ্জ কৃষ্ণ লোমাচ্ছন্না বোকেন্দ্র-গন্ধিতা
তুমি অনিন্দিতা।

ওই দেখ, হারা হ'য়ে তোমা ধরে রাঁধে না রন্ধসী,
হে নিষ্ঠুরা—বধিরা সর্ব্বশী!
ভোজনের সেই যুগ এ জগতে ফিরিবে কি আর?
বাসে-ভরা বাষ্পে-ভরা হাঁড়ী হতে উঠিবে আবার
কোমল সে মাংসগুলি দেখা দিবে পাতে কি থালাতে,
সর্ব্বাঙ্গ কাঁদিবে তব নিখিলের দংশন-জ্বালাতে
তপ্ত ঝোল-পাতে!
অকস্মাৎ জঠরাগ্নি সুষুম্না সহিতে
রবে পাক দিতে।

ফিরিবে না ফিরিবে না, অস্ত গেছে সে সৌরভ-শশী,
পাকস্থলী-বাসিনী সর্ব্বশী!
তাই আজি নিরামিষ-নিমন্ত্রণ আনন্দ-উচ্ছ্বাসে
কার মহাবিরহের তপ্ত শ্বাস মিশে বহে আসে,—
পূর্ণ যবে পঙ্‌ক্তিচয় দশদিকে পরিপূর্ণ হাসি
ব্যা-ব্যা-ধ্বনি কোথা হ'তে বাজায় ব্যাকুল-করা বাঁশী
হায় সর্ব্বনাশী!
তবু স্মৃতি—নৃত্য করে চিত্তপুরে বসি,
সুমাংসী সর্ব্বশী!

শ্রীশ্রীরওগনযুষ-রসাভিলাষী

শ্রীপাট ঝুরোলুশি-গ্রাম-নিবাসী প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভুরিভোজনবল্লভ গোস্বামীকৃত

কাশ্মীরী কীর্ত্তন

বা

কাশ্মীরী মচ্ছব বর্ণন

(আহা) যে ছাগের লোমে শাল হয়, একি
সেই ছাগলের মাংস?
(ইথে) পাতকী জীবের হয় কি জিভের
বোধোদয় কতকাংশ?
(যার) গুণের বাখান বিদ্যাসাগর
করিলেন নিজ গ্রন্থে
(সেই) শৈশবে শ্রুতকীর্ত্তিরে মোরা
কাটিব কি আজি দন্তে!

(কোরাস্) তাক্ শিন্ তেরে কেটে তাক্!
(এ কি) Luck! আহা একি Good Luck!

এই শীত-নিবারণ লোমশ ছাগের
মাংস—পুরাণে শুনি গো—
নাকি গোপনেতে উদরস্থ করিয়া
হইল লোমশ-মুনি গো!
তার গায়ে গজাইল কাশ্মীরী শাল-
জামিয়ার বিনা-খর্চায়,
তবে লেগে যাও মিতে! তদ্গত চিতে
লুচি ও পাঁঠার চর্চায়।
(কোরাস্) তাক্ শিন্ তেরে কেটে তাক্!
(আমরা) খেতে থাকি তোরা দিতে থাক্!

আহা পাঁঠার ছেঁচ্কি, পাঁঠার ঘণ্ট,
পাঁঠা-পোড়া পাঁঠা ভর্জ্জিত,
আর পাঁঠা-সিদ্ধ ও পাঁঠার মালপো
থরে থরে হের সজ্জিত।
এ কি পাঁঠার কালিয়া পাঁঠারি হালুয়া
পুলিতে পাঁঠার ছাঁই যে;
কিবা Carnivorous কারখানা এই
কাশ্মীরী খানা ভাই রে!
(কোরাস্) তাক্ শিন্ তেরে কেটে তাক্!
(তোর) থাক টিকি—থুড়ি ব'লে চাখ্!

ওহো মাংস থুড়িয়া লাডডু করেছে,
মাংসের রসমুণ্ডি,
আর পাঁঠা কিমা করি' পায়স বানায়ে
ভরিয়া দিয়াছে 'কুণ্ডি'!
এযে আদিতে মাংস অন্তে মাংস—
(এরা) পাঁঠা খায় হয়ে মরিয়া,
ওগো দ্যায় নি তো এই জলের গেলাস
(পাঁঠার) অশ্রু-জলেতে ভরিয়া?
(কোরাস্) তাক্ শিন্ তেরে কেটে তাক্!
(পেটে) পাঁঠাভূত ডাকে ভ্যাভ্যা ডাক!

ওগো শালের খাতিরে মারা যায় যারা
দারুণ শীতের কষ্টে,
সেই শালেমার-চারী ভেড়া ও ছাগলে
চেপে ধরো দাঁতে ওষ্ঠে।

যার — খুরের চাট্‌নি খাইয়া একদা
রাজা লোম্‌-পাদ হ'ল রে,
তারে — নিষ্কাম মন তোলোরে বদনে
তোলো তোলো ভ'রে তোলোরে!

(কোরাস্‌) — তাক্‌ শিন্‌ তেরে কেটে তাক্‌!
থাক শিং পেটে ভ'রে রাখ্‌!

দেখ — ভেবেছিনু আছে সসেমিরে হ'য়ে
হিন্দুর রসায়ন হে!
এবার — কাশ্মীরে এসে হইল মোদের
সেই ভ্রম নিরসন হে!
ও ভাই — কাশ্মীরী কুক্‌-কৃত যে রসুই
তার রসে রসি মোদ্দা,
মোদের — হিন্দুর রসায়নী বিদ্যায়
ভারি বেড়ে গেছে শ্রদ্ধা!

(কোরাস্‌) — তাক্‌ শিন্‌ তেরে কেটে তাক্‌!
(যত) কাশ্মীবী কুক্‌ বেঁচে থাক্‌!

বোলো—

শাল-দোশালা-শালী ছাগল-কুল-কী
—জয়!
পট্টু পশ্‌মিনা পিন্ধন—গাড়ল-দল-কী
—জয়!
মর্ত্ত্য-কার্ত্তিকেয়ানন্দ-শিখি-গোত্র-নিঃস্যন্দ
অমৃত-পিণ্ড-খণ্ড রাম-পাখী-কী—জয়।

বোলো—

অস্মদ্‌-প্রতিভা-প্রসূত কাশ্মীরী খানা কী
—জয়!
রসুই-রসায়ন-রসিক পাণ্ডে-মহারাজ কী
—জয়!

প্যাণ্ড্যাৎ কী—জয়!
বাবুর্চ্চি কী—জয়!
মসাল্‌চী কী—জয়!
পরিবেষণকারী কী—জয়!
খিদ্‌মদ্‌গার কী—জয়!

(করতালে) — ঝন—নন—নন—নন
নন—নন—নন—নন
ঝ্যঞ্রাৎ!

মদিরা-মঙ্গল

(লালপানির উপর অকস্মাৎ করবৃদ্ধি উপলক্ষে ভুক্তভোগীর খেদোক্তি)

মদ্য আমার! পানীয় আমার!
সরাব আমার! আমার Peg!
কেন কোম্পানী নজর দিল গো?
কেন হল এই Duty Plague?
কেন গো তোমার বাজার চড়িল?
কেন গো ললাটে উদিল মেঘ?
চৌদ্দ ভুবনে ভক্ত যাহার
ডাকে উচ্চে "আমার Peg!"
(কোরাস্) কিসের দুঃখ কিসের চিন্তা
কিসের Duty কিসের মেঘ?
Buy যদি নাই করে গো সবাই
Steal, Borrow কিবা করিবে Beg।

যার খরস্রোত রুদ্ধ করিতে
বুদ্ধ স্বয়ং মানিল হার,
ত্যজি' কাজ-কাম দাদা বলরাম
আজীবন সেবা করিল যার!
তৈমুর লং ল্যাংড়া হইল,—
অর্থাৎ কিনা ভাঙিল Leg,
তুই তো না সেই ইষ্টদেবতা
তুই তো না সেই মিষ্ট Peg।
(কোরাস্) কিসের দুঃখ.........

সোমরস-রূপে একদিন যেই
হেলায় যজ্ঞ করিল নাশ,
তান্ত্রিকতার স্কন্ধে চড়িয়া
আর্য্যভূমির ঘটাল গ্রাস;
"কারণ" নামেতে তিব্বত, চীন,
জাপানে লইল নূতন 'ভেক্'
তার 'পরে কিনা Duty চাপিল
তাহারে ধরিল Duty Plague!
(কোরাস্) কিসের দুঃখ .....

যাহার প্রভাবে ইংরেজি শিখি'
বর্জ্জিল টিকি 'এজু'র দল,
বর্জ্জিল গাঁজা-গুলির সঙ্গে
পাজির নাজির পাঁজীর ছল।

যাহার প্রভাবে মোগল-প্রতাপ
ধীরে ধীরে হয়ে গেল রে Vague,
ধন্য আমরা যদি জুটে যায়
অদ্য তাহারি দু'এক Peg!

(কোরাস্) কিসের দুঃখ......

এখনো উঠিছে চন্দ্র সূর্য্য,
শাস্ত্র মিথ্যা হবার নয়,
শাস্ত্রে বলেছে সাত-সাগরের
একটা শুধুই মদিরাময়!
সেই সাগরের তীরে যাব মোরা
সেখানে তো নাই Duty Plague!
শাস্ত্র হবে না একেবারে মিছে,—
সাগর না থাকে, আছে ত Lake!

(কোরাস্) কিসের দুঃখ......

তোমার লাগিয়া খোশ্-মেজাজেতে
কত লোক Break করিছে Neck,
নাবালোক কাটিতেছে Hand-note!
সাবালোক কাটিতেছেন Cheque!
নিরামিষ এই যকৃৎটা শুধু
বৈরাগী সম করিছে Shake,
রাজ্ঞী আমার! মাগ্‌গি আমার!
ভাগ্যি আমার! আমার Peg!

(কোরাস্) কিসের দুঃখ......

যদিও আজিকে Duty বসেছে
ভাগ্য-গগন হয়েছে ঘোর,—
কাটিবে ও মেঘ,—Duty উঠিবে,—
ফাটিবে আবার বোতল তোর!
পিপা পিপা মোরা কিনিব তখন
বোতল-ক্রেতাকে Deuce take;
Brandy আমার! ঠাণ্ডি আমার!
স্বর্গ আমার! আমার Peg!

(কোরাস্) কিসের দুঃখ কিসের চিন্তা?
কিসের Duty কিসের মেঘ?
Buy যদি নাই করে গো সবাই
Steal, Borrow, কিবা করিবে Beg!

সিগার-সঙ্গীত

"দাঁতে চাপিয়া চুরুট চোঙা—
আমি দেখেছি দেখেছি তোমারি ধোঁয়া!"

(১)

হে সিগার! তুমি মোর ভাবের ট্রিগার!
ভাবি শুধু কেন তুমি হ'লে না bigger?
তা' হলে একটিবার জ্বালি দেশলাই
বেলান্ত যে দেখিতাম ধোঁয়া আর ছাই।
তোমার ও নীল ধোঁয়া রচিত আকাশ,
নীল ছাই উড়ে নীল করিত বাতাস,
লীলায়িত নীলে নীলে হতাম নিলীন,
মৃত্যু-নীল হ'ত পৃথ্বী—হ'ত রবিহীন।

(২)

হে সিগার ঈজিপ্সীয়! ঈপ্সিত! সুন্দর!
ক্লিয়োপেট্রা-প্রেতিনীর ছায়া-কলেবর
নিহিত তোমার গর্ভে রয়েছে গোপনে,
ধোঁয়ার সে রূপ ধরে—বিহরে স্বপনে,
তাই তো মদির তুমি ; ওগো অপরূপ!
ও Eager চুমা পেলে হব আমি চুপ ;—
মুখ হয়ে যাবে বন্ধ, চলিবে কলম,
মগজে ডাকিবে ঝিঁঝি—বিশ্ব থম্‌থম্‌।

(৩)

হে সিগার! তুমি মোর বাণী-পূজা-ধূপ,
চক্রে ধায় তব ধোঁয়া Looping the Loop!
মগজের অলিগলি গরম করিয়া
কুণ্ডলিয়া তব ধোঁয়া বেড়ায় চরিয়া।
গুপো-সন্দেশের চেয়ে তুমি মোর প্রিয়,
স্ত্রীর চেয়ে তুমি মোর নিকট-আত্মীয় ;
পরহিতব্রত তুমি দধীচির চেয়ে—
নিত্য কর আত্মদান হাভানার মেয়ে!

(৪)

হে সিগার! তুমি মোর ভাবের সবিতা,
ভস্ম শেষ হয়ে তুমি প্রসব' কবিতা!—
মগজের নীড়ে মোর, অথবা কাগজে
রেখে যাও কৃষ্ণ-রেখা অতীব সহজে!

আমারে যশস্বী কর নিজে হয়ে ছাই,
ত্রিভুবনে কোথাও তুলনা তব নাই।
সিগার! ফিনিক্স-পাখী! মরিয়া-অমর
তব ছাই মোর কাব্যে শোভে থরে থর।

(৫)

হে সিগার! অবসরে তুমি মোর গতি,
তোমারে জ্বালায়ে করি তন্দ্রার আরতি;
তোমারি ধোঁয়ায় নীল সাগরের ঢেউ,—
যে সাগর লঙ্ঘন করেছে কেউ কেউ।
সাগরে ঢেউয়ের খেলা—তোমারি সে খেল্,
যে সাগর-পাবে আহা রয়েছে নোবেল্!
ও বেল পাকিলে, বল, কিবা আসে যায়?
সিগারের ধোঁয়া ছাড়ি সাগর-বেলায়।

(৬)

হে সিগার! ফুস্ফুসের হে Grave-digger!
তোমারে আরাধ্য ব'লে করেছি স্বীকার।
তুমি চির-নিরাধার ওগো ব্রহ্মদেশী!
সংহত আপনা-মাঝে বালখিল্যবেশী!
দিগ্বসনা দিগঙ্গনাগণের নগ্নতা
হরিছ হরির মত! একি কম কথা?—
ধোঁয়ায় দ্রৌপদীশাড়ি বুনিয়া বুনিয়া
দিকে দিকে বিতরিছ—ঢাকিছ দুনিয়া!

(৭)

হে সিগার! নিরাধার! তুমি দিগম্বর!
কল্কে-বাহনেতে তুমি কর না নির্ভর;
চিটাগুড় নহে তব মিষ্টতার হেতু,
তোমার সাযুজ্যলাভে হুঁকা নয় সেতু;
আপনি পাইপ তুমি নিজে আল্‌বোলা,
তাই তো তোমার গুণে ভোলানাথ ভোলা।
পঞ্চমুখে পঞ্চানন তোমারে ধোঁয়ান্,
কল্কেটি কেড়েছ তাঁর—সাবাসি জোয়ান্!

(৮)

হে সিগার! সেবি হে তোমারে দিনযামি,
তোমার বিরহে কভু বাঁচিব না আমি।
চেয়ে-চেয়ে দেখি যবে তব ধূমোদ্গার,
অনন্তের স্বাদ যেন লভি হে সিগার!

Beleaguered আত্মা মোর বন্দী সম, হায়,
মুক্তির আনন্দ লভে ও তব ধোঁয়ায়।
যতদিন যমে ফাঁক না-করে দু'ঠোঁট,
ঠোঁটে ও চুরোটে মোর রবে এক-জোট।।

(৯)

হে সিগার! তুমি মোর হরিয়াছ ঘুম,
আরাম-কেদারা ঘিরি কুণ্ডলিত ধুম
বাসুকির মত ফণা বিস্তারিছে তব ;
আমি যেন শেষ-শায়ী নারায়ণ নব
তোমার প্রাসাদে হৈনু, নব বৃন্দাবনে
কলির গোকুলে, আহা! হেন লয় মনে!
চোখে ঘুম নাই তাই কি দিবা রজনী,
সদা ভাবি ভুঁড়ি ফুঁড়ি ওঠে পদ্মযোনি।

(১০)

হে সিগার! প্রেমাগার! হে সখা সিগার!
জানি যাহা লিখিলাম এ অতি meagre
তব গুণ তুলনায় ; হে অনন্তরূপ!
বাখানিতে তব তত্ত্ব হ'য়ে যায় চুপ
এ দাস তোমার প্রভো! ভোঁতা হয় নিব্—
অনন্ত স্পন্দনে বুক করে ঢিপ্ ঢিপ্
পিকা তুমি উড়িয়ার, মেড়ুয়ার বিড়ি,
স্বরগের স্বপনের ধোঁয়া ধাপ সিঁড়ি!

মৌলিক ঝাঁকামুটে

(ঐ) কলেজ ষ্ট্রীটের ঝাঁকা-মুটে,
(ওর) ঝাঁকায় কত ঘণ্টা বাঁধা!
(আহা) ওর যে কত কেরামতী
(আমি) একমুখে কি বল্‌ব দাদা!
চলেছে ও হন্‌হনিয়ে—
ঘণ্টাগুলো ঠন্‌ঠনিয়ে ;
(ওর) মোটের ভিড়ে ফুরসুৎই নেই,
(দেখ) গোঁফে ধুলো, নাকে কাদা!
নাগ্‌রী, ফারসী, ইংরেজী বই
রয়েছে আর বইছে কতই ;

(আহা) মাথায় ক'রে বয় বেচারা
(কত) গরুর-গাধার নোটের গাদা!
বাছে না নতুন পুরোনো,
নাই মোটে নাই বালাই কোনো
(ও) পাঁজীও বয়, পয়জারও বয়,—
মোট ছাড়ে না—নয় ও হাঁদা।
(ওর) চেলা হ'য়ে খইরু পাঁচু
ফিরছে পিছে কাচুমাচু,
(বেবাক) অবাক হ'য়ে দেখ্‌ছে কেবল
(ওর) ছাগ্‌লা দাড়ি, নাক্‌টি খাঁদা।
অলিগলি কাগ্‌জীপাড়ায়
ওর মতন কেউ চেনেই না আর,
(যত) দপ্তরী আর বুক্‌সেলারে
তারিফ করে ওর জেয়াদা।
প্রায় দিন্‌ই ঢের আন্‌কো লোকে
পুছ্‌ করে গো রাস্তা ওকে,
(ওকে) ডেকে কথা কয় কতদিন
ডেড্‌-লেটারের ডাক-পেয়াদা—
(সেই) তক্‌মা-পরা ডাক-পেয়াদা—
কোম্পানীর লোক ডাক-পেয়াদা!

(অমন) Original কুলির কুলে
ওর মত আর নাইক মুলে;
(ওর) মুটেগিরির ঢন্‌ঢনানি
(যেন) বাড়ছে খেয়ে ছোলা-আদা!
দীঘির পাড়ে আছেন সাগর—
অম্‌নি শাদা অম্‌নি ডাগর;
(ওগো) ওরো না-কি হবে ষ্টেচু,
(ওই) কেতাব-কুলিব বস্‌বে ষ্টেচু,
(যত) খইরু বেচু তুল্‌বে চাঁদা!

সদারঙ্গ-স্তম্ভে উৎকীর্ণ

কুক্কুটপাদ মিশ্রের প্রশস্তি

কেন বাজে ঢোল?—কেন এই জাঁক?
কেন সোরগোল? কেন ওড়ে কাক?
ভন্‌ ভন্‌ করে মাছি ঝাঁকে ঝাঁকে—
কিসের লাভিয়া গন্ধ?

শান্‌কীতে কেন রাধাবল্লভী ?
কোথা হ'তে এল এতগুলো লোভী ?
ছাঁদা বাঁধিবার কোন্ ছল লভি'
এসেছে যতেক 'মন্দঃ' ?

কোন্ মহাজন উজলি' ভুবন
যশের সাগরে খাইল চুবন ?
অথবা পাইল Derby Coupon ?
স্বপনে বা হল সিদ্ধ ?

বাঁধা-বটতলা আঁধার করিয়া
কে এল গো কোন্ বিদ্যা-দরিয়া ?
মানের লোভে কে হইল মরিয়া ?
কোন্ অবিবেকী বৃদ্ধ ?

কাগ্‌জীপাড়ার আড়া-ভরা ধন
কে বহিছে শিরে গন্ধমাদন ?
কলিতে করে অসাধ্য সাধন
কোন্ অদ্ভুত-কর্ম্মা ?

গবেষণা-গুরু গ্রন্থ বিপুল
নাবালক দিয়ে লেখাল আমূল
কিছু না খরচ করি বিল্‌কুল—
জোর পাঁচসিকা ফর্ম্মা।

পাতি লেখকের প্রিয় আদর্শ
Mediocrity র হৃদয়-হর্ষ
খাড়া-বড়ি-থোড়ে কি উৎকর্ষ
সাধন করেছে সেই গো ?

(আহা) কেরামতী ওর কাগজে পাড়িয়ে
কবরে কাহারা উঠেছে ডরিয়ে !
পরের প্রাপ্য পকেটে ভরিয়ে
নাচে ও যে তাতাথেই গো।

যাক্ গে ; এখন বোঝা সে নামাক্,
খাক্ দু ছিলিম দা'কাটা তামাক্,
টিকিটা বাঁচিয়ে মাথাটা কামাক,
পেতে দে পেতে দে দর্ম্মা !

ই'হারে করিতে শিখিলে খাতির
হ'বে অবসান জাড্য-রাতির,
করেছেন মুখ রক্ষা জাতির
কুক্কুটপাদ শৰ্ম্মা।*

বিশ্বকর্ম্মার প্রতি B. E.

বিশ্বকর্ম্মা! তুমি নাকি ভারি নিপুণ শিল্পে?
বিশ্ব-ব্যাপার বজায় রাখ গে'থে গে'থে পিল্পে?
তারা দিয়ে পুল ক'রেছ শূন্যে খিলান ক'রে,—
মস্ত মস্ত সূর্য্যগুলো তোমার কলেই ঘোরে,—
তোমারি আর্ট ঐ জিনিষটা যারে বলে Nature?
আচ্ছা আমায় বোঝাও দেখি Header কি আর Stretcher!
চুপটি করে চল্লে যে হে কথার জবাব দাও,
Header Stretcher কারে বলে—নাই কি জানা তাও?
ওঃ বুঝেছি, তোমার বুঝি Empirical knowledge!
পাশ করনি? ডিগ্রি নেইক? মাড়াওইনি কলেজ?
পাশ কাটাচ্ছ? টের পেয়েছ আমি একজন B. E
হাঃ হাঃ দাদা! এখন যদি পদটা কেড়ে নিই—
বিদ্যা তোমার প্রচার ক'রে?—কর্ত্তে পারো কিছু?
পালিয়ে যেতে বাধ্য হবে মাথা ক'রে নীচু।
একটি সর্ত্তে তোমায় আমি কর্ত্তে পারি মাফ্
Resign দাও,—পাশ-করাদের রাস্তাটা হোক সাফ!
Resignation শিক্ষা হয়নি? দেবতা তুমি ভারি!
তোমার মতন দেবতাগিরি আমিও কর্ত্তে পারি।
B. E. এবং বিশ্বকর্ম্মায় মাত্র তফাৎ এই—
B. E.র একটা ডিগ্রি আছে;—বিশ্বকর্ম্মার নেই।

ছুঁচো-বাজীর দর্শক

আমরা দেখি ছুঁচো-বাজী!
আগুন লেজে, ছুঁচো লাফায় তেজে
দ্যাখায় সে যে কী কারসাজি!
কতই কোঁচায় হঠাৎ চোঁচা-ঢুকে
পোড়ায় ভাঁজে ভাঁজে খাম্‌কা রুখে,
ঝাঁজরা করে আহা! কতই আঁচল
আবরু হরে লোকের পাজী।

* From the Journal of the Learned Society of Nowhere-in-Particular.

মজা দেখি আমরা তফাৎ হ'তে,
গ্নটিয়ে কোঁচা ছুটিয়ে বেদম
ল্নটিয়ে হাসি নানান্ মতে!
দৈবে যদি কভু নিজের কোঁচা
পোড়ায় ছ্নঁচা চুপে বল্ব 'ওঁচা'
নইলে মোরা কেবল করব তারিফ
(মিলে) হাকিম-হ্নকিম-কোটাল-কাজী।
ফোড়ে চাষা ঘাটের মাঝি
বলব সবাই "বাঃ বা! বা! জী!"
পণ্ডিত-পিয়ন সমান রাজী!

কদলী-কুস্নম

কদলী-কুস্নম! তোরে ভালবাসি, ভাই,
(তুমি) ওজনে ফ্নলের রাণী—ভোজনেও তাই!
সকল ফ্নলের আগে বাখানি তোমায়,—
(ও গো) সব আগে গণেশ যেমন প্নজা পায়।
নিতান্ত স্বদেশী তুমি একান্ত বাঙালী,
(আহা) যে না গাহে তব গ্নণ—তার গোঁফে কালি।
কদলী-কুস্নম! অয়ি ঘণ্টেশ্বরী! মোচা!
(সাবা) প্নথিবীর যত ফ্নল তোর কাছে বোঁচা!
রসনার তোলে করি সৌন্দর্য্য বিচার,
(ও গো) সমালোচকের দল! প্রসীদ এবার।
"অন্ধ অন্নকারী" যত বঙ্গ কবিবর,
(আহা) তাই হয় নাই মোচা তোমার আদর।
উদয় হয়েচে চাঁই এবে অকস্মাৎ,
(জোরে) চে'চায়ে যে ক'রে দিতে পারে বাজীমাৎ।
স্বভাব-কবি সে নহে—স্বভাব-ক্রিটিক্,
(ঠিক) টিক্‌টিকি সম সদা করে টিক্ টিক্।
নিয়েছে সে তোর দিক 'উপেক্ষিতা' বলি'
(মরি) তোমারে মাথায় করি' ফিরে গলি গলি॥
হামেশা ফ্নকারি' ফিরে হামবড়া চাঁই,
(বলে) 'হাম্বা' রবের বাড়া রব আর নাই!
ফিরেছে ফিরেছে মোচা! অদ্নষ্ট তোমার,
(আজ) গোলাপ, কদম্ব, পদ্ম তোর কাছে ছার।
ছিলে মোচা, হয়েছিলে মাঝে কলা-ফ্নল,
(তুমি) কদলী-কুস্নম এবে বিধি অন্নক্নল!

হরফ্ রিপাব্লিক

(যে দিন)

টাইপ্-মেশিন্ আন্‌লে দেশে হরফ্-রিপাব্লিক্,
হাঁফ্ ছেড়ে সব বাঁচ্‌ল হরফ্, ফর্শা হল দিক্ ;
কারো ঘাড়ে রইবে না কেউ সিন্ধবাদের মত
আঁকড়ে কোমর পাকড়ে গলা—পরাণ ওষ্ঠাগত।
চ্যাঙ-দোলা কেউ কাউকে নিয়ে করবে না এর পর,
বর্ণমালায় থাক্‌বে না আর অর্দ্ধ-নারীশ্বর।
খবর যেমন গেজেট হ'ল—সেই নজীরের জোরে
বেরিয়ে এল 'ঙ' 'ঞ' অজ্ঞাতবাস ক'রে।
প্রথম-প্রথম থতমত 'ওয়াঁ' 'ইয়াঁ' করে,
গেঞো ভেবে ছল ধরে সব—হেসে পরস্পরে ;
গোঁয়ারেরা ঠ্যাঙা উঁচায় ছেলেরা ভ্যাঙ্‌চায়,
ব্যাঙের মালা গেঁথে ধাঙড় দিচ্ছে ছেড়ে গায়!
সকল সয়ে রইল তারা,—বল্‌লে গো বরং—
সঙের আধা 'ঙ' বটে, নয়কো "ঙ" সঙ্,
অনুনাসিক গোত্র মোদের, আমরা সবাই বীর—
'ন' 'ণ' 'ম'য়ের দাদা—যেমন ভীম আর যুধিষ্ঠির।
কদর মোদের বোঝ যদি দেখাব কুদরৎ,
কত কথায় করছি বিরাজ তিলে তৈলবৎ॥
এই না বলে 'ঙ' 'ঞ' শিঙায় দিল ফু,
কাণ্ড দেখে অবাক,—কেউ আর বলে না হাঁ হুঁ।

রঙ্‌গে এল গাঙের ফড়িঙ্ কনুঞ্ উঁচু করে,
রাঙা ফুলের মধ্যে ঝিঁঝি শুঞো ঘোরায় জোরে ;
ডাঞ্‌নী ডেঞে পিঁপড়ে এলেন বুকে হেঁটে হেঁটে,
উচ্চিঙড়ে উদয় হলেন গাছের বাকল কেটে ;
ডোঙায় এলেন কোঙা হ'য়ে গোসাঞ্ এবং মিঞা,
ঠোঙায় এল ঝিঙা-ভাজা, ডিঙায় এল টিঞা ;
গোঙা ছিল কোঙারের ঝি টোঙা উল্‌টে পড়ে,—
জলটুঙিতে ফেলে এল টাট্‌কা জুঞের গোড়ে ;
খুঙির মাঝে পুঁথি ছিল—পঞ্‌হ মিলিন্দের,
ফুঙি এসে ব্যাখ্যা করেন নূতন করে ফের ;
মাঙ্‌না ঘোঙা মোণ্ডা ছিল সাঙায় কদিন আজ,
শিঙের আওয়াজ পেয়েই সে বার করেছে ভট্‌চায্ ;
ভূঞার মেয়ে এলিয়েছে চুল লুটিয়ে পড়ে ভুঞে,
অলক বয়ে সুগন্ধি জল পড়ছে চুঞে চুঞে,
টাঙি কাঁধে ভুটিয়া এলো রঙিন টুপি মাথে,
সঙের মত চেহারা তার বাঁশের চুঙি হাতে ;

ভাজা পুলির জন্যে এঞ নারিকেলের ছাঞ্‌—
বিধিলিঙের ছাত্রগুলোর পেট করে চুঞ্‌চাঞ্‌;
চাঞের কাছে খবর গেল চাঞ্‌ তো রেগে কাঞ্‌,
কেঞ্‌ চুমিতে কেঞের বাড়া বরের খুড়োর খাঞ্‌।

*　　*　　*

হাঁ হাঁ ক'রে এই সময়ে উঠল্ সকল গাঞ্‌.
'আর প্রমাণে কাজ কি?' বলে মিঞা আব গোসাঞ্‌,
ঙ-এঞর দল যে ভারি বুঝল সকল লোক,
ফ্যাল্‌ফেলিয়ে লক্ষ জোড়া রইল ড্যাবা চোখ।
অনুনাসিক পাণ্ডুকুলের 'ঙ' যুধিষ্ঠির,
আঙ্‌রাখা-গায় পাগড়ী-মাথায় বস্‌ল সভায় বীর।
একটি জোড়া মুগুরে ঠেস্ দিয়ে ঞ-ভীম
বুক চিতিয়ে বস্‌ল এসে আফিঙ্‌ খেয়ে ঝিম্।
দেখছ কি আর শুন্‌ছ কি আর ভাব্‌ছ কি আর ধন?—
জয় যে তাদের কায়েম, যাদের পক্ষে জনার্দ্দন!
কাঞ্‌-কাঞ্‌-কাঞ্‌ বাজে কাঁশী ভয় কিছু নাই আর,
লাগ্ বঙা-বঙ্‌ বাজায় নেচে বিদুর অনুস্বার।

শ্রীশ্রীবস্তুতন্ত্রসারঃ

(বাস্তুঘুঘুরুবাচ)

(দ্যাখ)　কাব্য লেখ বস্তুতন্ত্র বাঁচিবে যদ্যপি।
(ওগো)　ফুল ছেড়ে কণ্ঠে গেঁথে পর ফুলকপি॥
(বস্তু-)　তন্ত্র মতে গোলাপ চামেলি চাঁপা ওঁচা!
(আহা)　ফুল বটে ফুলকপি আর ওই মোচা॥
(ছি ছি)　অবস্তু আতর কেন মাখ বাছাধন।
(হাঁহাঁ)　গন্ধ চাই? শিরে ধর শ্রীগন্ধমাদন॥
(দ্যাখ)　সর্ব্বগ্রাহ্য বস্তুতন্ত্র, নেই ইথে ধোঁকা।
(মরি)　ফুল ঢোকাইয়া নাকে যেন ফুল শোঁকা॥
(ওগো)　বস্তুতন্ত্র আমসত্ত্বে থাকিবেক আঁশ।
(আব)　খুঁজিলে আঁটিও পাবে করহ বিশ্বাস॥
(শামা)　কোকিল কি পাপিয়ার কোরো না তারিফ।
(ওগো)　বস্তুতন্ত্র চেনে শুধু মোরগ-স্নাইপ্॥
(মোর)　বস্তু-তন্ত্র বিনা কারো নাই কোনো পন্থা।
(অহো)　বস্তু-কেঁচো তুলিবার বস্তুতন্ত্র খন্তা॥
(দ্যাখ)　পক্ষীকুলে হাড়গিলা বস্তু-পরায়ণ।
(বস্তু-)　তন্ত্রমতে সেই সরস্বতীর বাহন॥
(বলি)　তামাক খাওয়ার অর্থ জানে বল কারা?
(ওই)　বস্তু-তন্ত্র সুখা-খোর বেহারী বেহারা॥

(কিন্তু) খাবি-খাওনের অর্থ নাহি পাই ভাবি।
(কারণ) বস্তুতন্ত্রবিদ্ আজো খায় নাই খাবি॥

অ!

এই চট্ করে যাহা বলে ফেলা যায়
চুট্‌কি তাহারে কয়,
ওগো ছোট লেখা যত লেখে ছোটলোকে
জানিবে সুনিশ্চয়॥
ওই চুট্‌কি রচনা কেট্ কেট্-গ্রাম্
বিকি-কিনি চলে চোটে,
ও যে ফুট্-কড়ায়ের ছুট্‌কো বেসাতি
হুণ্ডি চলে না মোটে।
ভুয়ো সজ্‌নের খুঁটি চুট্‌কি রচনা
দেখিতে নিরেট বটে,
ভায়া, ভর দিলে ভারে ভেঙে পড়ে চাল
আয়ু-সংশয় ঘটে।
ওগো লিখো না চুট্‌কি, লিখিলে পড়িবে
যশোভাগ্যেতে দ',
আর পণ্ডিত-সভা পুছিবে না তোরে
দুখ না ঘুচিবে॥—
(কোরাস্) ... ... অ!

দেখ চুট্‌কি সূত্র গোটা সত্তর
লিখিল সাংখ্যকার,
তাই কন্‌ফারেন্সে ডায়েসের পরে
চেয়ার পড়েনি তার।
দাদা তিনটি ভালুমে লিখিলে মালুম
হইত এলেম যত,
তার দর্শন-শাখে হত যোগে-যাগে
শাখা-পতি অন্তত।
হায় অল্পে সারিতে মরিল বেচারা
লিখে হ য ব র ল,
এই জম্বুদ্বীপে কোনো ফেলোশিপে
বক্তা না হল।—
(কোরাস্) ... ... অ!

দেখ হাফেজ কেবল চুট্‌কি লিখিল
ফেজ খোয়াইল তাই,
আর রবি শেলি বুমি বার্ণস হাইন
পড়ে সে ক'জন ভাই?

হোথা শ্লোক তিন টন লিখি মিল্‌টন
অমর হইল ভবে,
লোকে পড়ে কি না পড়ে জানেন বিধাতা
হরি হরি বল সবে।
ওগো লেখ লুসিয়াড্‌ লেখহ মেসায়া,
অথবা রৈবতক,
আছে সস্তার ছাপাখানা যত দিন
রইবে সে ইস্তক।
আর বিপুল গতর দেখি কেতাবের
দুনিয়াটা হবে থ,
যত বেকার ক্রিটিক্‌ ভুলি টিক্‌টিক্‌
'ঠিক্‌' 'ঠিক্‌' করে—
(কোরাস্‌) ... ... অ!

দেখ ছ-শো-পাতা রেগুলেশন নভেল
বটতলা লিখেছেন,—
বাপু, বঙ্কিম যার তুলনে চুটকি
bamboo র কাছে cane!
এখন বাঁশের চাইতে যাঁহাদের মতে
কঞ্চি অধিক দড়,
হায় তাহারা বলিবে চুট্‌কি লেখক
বঙ্কিমবাবু বড়!
হা হা কাঁচা মগজের ধাঁচা ও যে—ও কি
লিটারেচারের ল,
ওগো চটক-মাংস চুট্‌কিতে পেট
ভরে না মোদের!—
(কোরাস্‌) ... ... অ!

দেখ দু-এক অঙ্কে মেটারলিঙ্কী
চুট্‌কি নাটক আছে,
হুঁ হুঁ দাঁড়াতে কি তাহা পারে দেড়-সেরী
যাত্রা-পালার কাছে?
ওগো চটক দেখিয়া ভুলিও না ক্রেউ,
ভুলিও না চুট্‌কিতে,
বড় মজা পাবে বাষ-মশায়ের বড়
গীতাভিনয়ের গীতে॥
তাহে পাবে খাঁটি সুর—যেন চিটা গুড়—
হবু-চিনি সে যে raw,
আর চিটা সে শুদ্ধ, চিনি অশুদ্ধ—
শাস্ত্রে লিখেছে!—
(কোরাস্‌) ... ... অ!

দেখ বিশ্বামিত্র আড়াই ছত্রে
রচিল গায়ত্রী,
উহা চুট্‌কি বলিয়া পাইল না ঋষি
ফলারের পত্রী।
শেষে প্রলয়-পয়োধি গরাসিল বেদ
চুট্‌কির ঝুলি বলি,
অহো মীনরূপে হরি চুট্‌কি চুনিল,
ঘোর কলি! ঘোর কলি!
ওরে দেবতার লীলা মানবে ছলিতে,
ছলে ভুলিও না ভাই,
চুপ্‌ রাঘব-বোয়াল কাব্য এখনি
ভাষা-জলে দিবে ঘাই!
ওগো কলমেব ডগে ফাৎনা লাগাও—
নড়িও না এক ব'
ওরে চুট্‌কি ছাড়িলে রাঘব-বোয়াল
চারে আসে দ্যাখ।—
(কোরাস্) ... ... অ!

দেখ রৌদ্র-রসের চুট্‌কি রচনা
লা-মার্সে ইজ্ গান,
ও সে চুট্‌কি বলিয়া হল না আদর
হল না ক সম্মান।
এখন যুদ্ধের কালে গাহে ইউরোপ
হোমারের ইলিয়াদ্,
ওরে চুট্‌কি ছাড়িয়া মহাকাব্যের
মহা মহা খাতা বাঁধ।
ওরে বড়-বড় বই লিখে ক্রমশই
মানুষের মত হ!
দেখ্ ধারে না কাটিস ভারে কেটে যাবি
কাটা নিয়ে কথা—
(কোরাস্) ... ... অ!

ওরে ইতিহাস কেউ লেখেনি চুট্‌কি
কিম্বদন্তী জুড়ি',
ঢালি তিন পয়সার তাম্রশাসনে
টিপ্পনী ত্রিশ ঝুড়ি।
আর গুরু-গম্ভীর বিজ্ঞান-পুঁথি
পড়ানো হবে না পুত্রে,
ওতে চুট্‌কি ঢুকেছে, লিখেছে—বিজলী
ধরেছে ঘুড়ির সূত্রে।

আর চায়ের কেট্‌লি ঢাকন ঠেলিয়ে
নাচন দেখায় তারি।
হল হাজার চুট্‌কি গল্পের ভারে
ভিজা কম্বল ভারি॥
যদি পুছ 'কেন' মাথে চুট্‌কি?' ও যে গো
আত্মা-বটের ব,
ওগো ও যে চৈতন, চাঁই হয় উহা
চুট্‌কি দলের।—
(কোরাস্‌) ... .. অ!

ওগো চুট্‌কি লিখিলে থেকে যাবে মনে
আরসোলা-চাটা-ভয়,
হয় কীর্ত্তি-লোপের সুবিধা বেজায়,
ছোট আর লেখা নয়!
লেখ এমন গ্রন্থ যাহা পাঁজাকোলা
করেও না যায় তোলা,
আর চারি যুগে চাটি ফুরাতে নারে যা
দুনিয়ার আরসোলা।
ওরে লেখ ব্যাসকূট দাঁতে বিস্কুট
আদা জল খেয়ে ল'
শুধু বিরাট হলেই হইবে কেতাব
অজর অমর।—
(কোরাস্‌) ... ... অ!

দেখ বিনা-সম্বল বেকার উড়িয়া
চুট্‌কির কাম করে,
ও সে ভিক্ষার চাল জড়ো করি শেষে
বেচে গো সুবিধা দরে।
ওগো চুট্‌কি লেখা যে চুট্‌কির কাম,
উড়িয়ার কাজ ভাই,
উহা তোমরা করিলে আমরা সবাই
লজ্জায় মারা যাই।
ছি ছি চুট্‌কি ঘৃণ্য দৈন্যের ধ্বজা,
দুটি শুধু তার ভালো,
ওগো পণ্ডিত-শির নারীর চরণ
চুট্‌কিতে করে আলো!
ওরে এ দুটি চুট্‌কি রক্ষা করিয়া
রণে আগুয়ান হ,
আর চুট্‌কি-নিধনে চ' রে ভাই, জিভে
দিয়ে খরশান।—
(কোরাস্‌, হাই তুলিতে তুলিতে)... অ!

কাশ্মীরী ভাষা

(ও ভাই) খাসা ভারি খাসা কাশ্মীরী ভাষা,
(ওরে) মূঢ় মন শিখে নে তুই তবে ;
(আহা) দোফলা স্বর্গে চল্‌তি যে বুলি,
(মুখে) সে বুলি বলিলে পুণ্য হবে।
(তবে) কান করি খাড়া মুখ করি হাঁড়া
বস জোড় করি দু'হাত ক্রোড়ে ;
(দেখ) হেস না অমন বোকাটিয়া হাসি,
(ও মন) হাওয়ায় চপল দাড়ি না ওড়ে!
(দেখ) ইয়াদ্ রাখিবে যত্ন করিয়া
শেষে যেন সব না হয় ভুল,
(এই) পাম্-পোষ মানে পা-পোষ নয় রে,
পাম্-পোষ মানে পদ্মফুল!
(শোনো) ছুরু ও কাণ্টা নয় ছুরি কাঁটা,
মৎস্য তাহারা রাখিবে মনে ;
(আর) নাক মানে নয় ঘ্রাণেরি যন্ত্র
নাক মানে ফল—ফলে যা বনে।
(অহো) বই মানে নয় পুঁথি কি কেতাব,
বই মানে ভ্রাতা—না কই বাজে ;
বেঙি মানে নয় স্ত্রীজাতীয় ব্যাং,
বেঙি—সেই—দ্যায় ভাই-ফোঁটা যে।
মোচ্ মানে নয় গুম্ফ কি দাড়ি,
মোচ্ মানে জেনো জননী মাতা ;
কাশ্মীরী মোল্ ইংরেজী নয়,
মোল্ মানে পিতা জন্মদাতা!
পান্ মানে পাতা, কালা মানে মাথা,
নয় কালাচাঁদ—নয় কালিয়া!
"উচু নীচু!" মানে "দেখহ বৎস!"
এ ভাষা মগজ-গোল্‌মালিয়া!
(তবে) পুণ্য থাকুক মাথায়, এ ভাষা
শিখিতে হইলে যাব যে ক্ষেপে,
(এই) ভুঁই-স্বরগের ভুঁই-ফোঁড় বুলি
(এর) হদিস্ না পাই জুখে কি মেপে!
গোছ্ মানে গোঁফ, ছেড়ে দিনু Hope,
গুচ্ছি অর্থ ব্যাঙের ছাতা!
ডাল্ মানে নয় ভাতের দোসর,
ডাল্ মানে হ্রদ, হায় বিধাতা!

নাগ নয় ফণী, নাগ সে ফোয়ারা,
জমীদার মানে লাংলা চাষা,
(ইথে) দখল না হ'তে মাথা বে-দখল,
বেঁচে থাক্ মোর বাংলা ভাষা।

রাজা ভড়ং

(সুর— "I am a marvellous Eastern king")

পায়েতে লপেটা, শিরেতে তাজ,
অধুনা শ্রীশ্রী—শ্রীমহারাজ—হম্!
রাজা ভড়ং!

গদি পাওয়াবধি খুব কড়া,
নিচ্ছি নিজহাতে—গড়গড়া—হম্!
রাজা ভড়ং!

মম কুল বুঝি সুখ
তাই তো গোলালো—নাইক ভুল—ভ্রম্!
রাজা ভড়ং!

ঘোম্‌টা-পুঁটুলি রাণীরা মোর
চলে দাপটিয়া ঝম্ ঝমব—ঝম্!
রাজা ভড়ং!

বিষম-সমর-জবর-জং
ইঁদুর নড়িলে গা করে ছম্—ছম্!
রাজা ভড়ং!

তাকিয়াটি ভারি দরকারী
আমি ঢেঁড়সের তরকারীর—যম!
রাজা ভড়ং!

সফরে যখনি চলি স্বয়ং
ফটাফট্ ফোটে পট্‌কা চম্—চম্!
রাজা ভড়ং!

হাতী চ'ড়ে ফিরি পাই খাতির,—
আমাতে ছেলেরা দেখে হাতীর—ঢং!
রাজা ভড়ং!

জঙ্গলে থাকি জংলী নই,
চাঁদা সই করে দিতে না হই—গম্!
রাজা ভড়ং!

বাজাতে জানি মাদল অহং
হাঁকাইতে আমি পারি গো টম্‌—টম্‌!
রাজা ভড়ং!

বিদ্যে "কুড়ো বা লিজ্যে" গো,
হুনর দেখাতে ইচ্ছে গো,—কম?
রাজা ভড়ং!

ভুঁড়ি নিয়ে কিছু আছি কাবু,—
পাশ ফিরে শুতে যায় বাপু,—দম্‌!
রাজা ভড়ং!

লাগিনে কোনো প্রয়োজনেই,
বাড়িয়া চলেছি ওজনেই—হুম্‌!
রাজা ভড়ং!

মির্জ্জা ছাতুতে কচরকুট,
শিরেতে মুরেঠা চরণে বুট—সং!
রাজা ভড়ং!

ভাংচিতে ভুলে ছাড়িনি ভাং,
না চ'লে চলেছি সোজা জাহান্‌—নম্‌!
রাজা ভড়ং!

আমি স্বয়ং রাজা ভড়ং,
ভাড়াটে ভড়ঙ্‌ ও ভাঙেতে ভম্‌,
যদিচ খেতাবী প্রতাপী তথাপি
বেশক্‌ই পোসাকী—রাজা ভড়ং!

গন্ধমাদন

(সুর—"মেবার পাহাড়")

গন্ধমাদন! গন্ধমাদন!
উপাড়িল যারে বানর-বীর,
বিরাট গর্ব্ব একটা সে যেন
মর্কট এবং মর্কটীর!

রাজ্য করিত সেথা হাহা হুহু,
বুদ্ধিবিহীন দুই স্থবির,
হনু নাড়া দিতে করি 'আহা উহু',
হাঁটুর মধ্যে লুকাল শির!

গন্ধমাদন চক্ষে দেখিনি—
গল্পে শুনেছি বাল্মীকির ;
তবু ভাব লাগে—খাই রে বিষম—
কপালে চক্ষু—চক্ষে নীর!

গন্ধমাদন! গন্ধমাদন!
জুড়িয়া বসিলে সাগর-তীর ;
সন্ধান বলে দিয়েছিলে রামে
তব বিশল্য-করণীটির
লক্ষ্মণ যবে হয়েছিল কাবু
তীক্ষ্ণ সায়কে ইন্দ্রজির,—
অর্থাৎ কিনা ইন্দ্রজিতের
মিলেরও তো রাখা চাই খাতির॥
গন্ধমাদন চক্ষে দেখিনি.... ইত্যাদি।

গন্ধমাদন! গন্ধমাদন!
গলিয়া পড়িছে—কি মুস্কিল—
বাঁধা খাতা মোর হয় বা বাতিল্—
সামাল্ রে! দ্বারে লাগা রে খিল্।
যাহারে বহন করিবার কালে
হনু ভরতের খাইল ঢিল,
ঢিল্-চুরি হনু করিল সে দিন
কারণ সে ঢিল—নহে তো কিল॥
গন্ধমাদন চক্ষে দেখিনি .....ইত্যাদি।

গন্ধমাদন! গন্ধমাদন!
গন্ধর্ব্বের বিষয় হুীর,—
মৈনাক সম ডুবালে কি নাক
অতল গর্ভে অম্বুধির?
নীল জলে কেন রুচি হে তোমার,
লবণ যে অম্বুধির নীর ;
তুমি কি হে কালাপানির মাতাল
লালপানি তুমি চাখ নি? বীর!

গন্ধমাদন চক্ষে দেখিনি
গল্পে শুনেছি বাল্মীকির,
ভাব লাগে তবু হই জবু-থবু,
কপালে চক্ষু—চক্ষে নীর!

কেরাণী-স্থানের জাতীয় সংগীত

(সুর—"ধাও ধাও সমর-ক্ষেত্রে")

ধাও, ধাও, চাকুরী-ক্ষেত্রে
খাও—অর্থাৎ গিলে নাও যা' তা',
রক্ষা করিতে পৈতৃক কর্ম্মে
শোনো—ঐ ডাকে service জাঁতা।
কে বলো কাঁদিবে মানের কান্না
যখন মুরুব্বি চাকী বই চান্ না!
সাজ, সাজ সকলে চাপ্‌কানে,
শোনো ঢঙ্ ঢঙাঢঙ ঘড়ি বাজে কানে।
চল আফিসে মুখে মাখিতে কালি,
জয় ট্রাম-কোম্পানী! জয় পানওয়ালী!

সাজে কখনো কি হীন দোকানে
পেলব হস্তে গ্রহণ দাঁড়ি-পাল্লা?
পল্লীগ্রামে—বাবা!—পদ্মার পারে
হয়ে যেন চাষা-ভুষো মাঝি মাল্লা!
ডেস্ক-নিবদ্ধ রবে দরখাস্ত!—
যখন বেরুলেই কিছু কিছু আস্‌ত!
সাজ সাজ সকলে চাপ্‌কানে
শোনো ঢঙ্-ঢঙাঢঙ্—ইত্যাদি।......

আফিসে নাহি দেখাইব দন্ত,
মৌন মুখে শুধু মারিব মাছি;
ডরি না বড় বড়-বাবুর ফন্দ,
বেরুবার বেলা যদি না পড়ে হাঁচি।
টিকিয়া থাকিব, হব না ক্ষুব্ধ,
ছুরি, ফিতা, পেন্সিল্ ও পেন্সন্ লুব্ধ;
সাজ সাজ সকলে চাপ্‌কানে
শোনো ঢঙ্-ঢঙাঢঙ—ইত্যাদি।

ধাও ধাও চাকুরী-ক্ষেত্রে
চেপে দাও বাহিরের যত দরখাস্ত,
পুণ্য সনাতন পৈতৃক আফিসে
উড়ে এসে জুড়িলে হবে না বরদাস্ত!
সে দরখাস্তে করি' জুতা সাফ্,
উমেদারে জানাও গভীর পরিতাপ!

সাজ সাজ সকলে চাপ্‌কানে
শোনো ঢঙ্‌-ঢঙাঢঙ ঘড়ি বাজে কানে।
চল আফিসে মুখে মাখিতে কালি,
জয় ট্রাম-কোম্পানী! জয় পানওয়ালী!

হুঃ

(ওই) বুদ্ধ বকিল মিথ্যা বকুনি,—
বজায় রহিল যুদ্ধ ;
(আর) যেহেতু খ্রীষ্ট নেহাৎ শিষ্ট
(তাই) ক্রুদ্ধ জগৎসুদ্ধ!
(দ্যাখো) শিংশপা-শাখে ঝোলে অহিংসা
রজ্জু বাঁধিয়া গলাতে,
(হুঁ হুঁ) মাতাল দুনিয়া চলিছে বেতাল-
পঞ্চায়তের সলাতে।
(শোনো) মাক্সিম রুপ মেচ্‌নিকফের
চাইতে মান্যমান হে,
(করে) ডাইনামাইট-আবিষ্কর্ত্তা
গরু-মেরে জুতা দান হে॥
(তাই) ভাঙার চেয়ে যে গড়া ভালো বলে
তারে আমি বলি Pooh!
সাক্ষী আবার চেঙ্গীজ্‌!—আছে
চাঙ্গা কবরে—
কোরাস্‌ .. . . .হুঁঃ!

(দ্যাখো) সৃজন কাজটা নেহাৎ কুকাজ,
তার চেয়ে ভালো ধ্বংস ;
(তাই) দ্বাপরে শ্রীহরি দ্বারকায়, মরি,
ধ্বংসিল নিজ বংশ।
(আর) ধ্বংসের ফিলজফি আউরিয়ে
মগজে বহাল লু,
(নৈলে) ব্রহ্মার ভুল শোধরাত কিসে?
তোম্‌রা তা' বল—
কোরাস্‌ ... .হুঁঃ!

(দ্যাখো) ব্রহ্মা করেন সৃষ্টি, এবং
ধ্বংস মহেশ্বর,
(তবু) শিবেরই দেউল গাঁয়ে গাঁয়ে, কই
ব্রহ্মার নেই ঘর!

(বোঝো) কাম চেয়ে, ভাই, যম বড় তাই,
(যার) মহিষ মারয়ে ঢু
(হুঁ হুঁ) হুম্‌কিতে কে না থম্‌কে দাঁড়ায়?
তোম্‌রা কি বল?—
কোরাস্‌ ... ...হুঁঃ!

(দ্যাখো) চাষা বোনে ধান, যাঁরা ধ্বংসান
তাঁরা হন মহাশয়,—
জমীদার, দাবীদার বা সিধার ;
চাষা সে চাষাই রয়।
(দাদা) জ্যান্ত লোকের ভাত রেঁধে হ'ল
রসুয়ে বামুন হীন ;
(ও সে) প্রেতের জন্য পিণ্ড রাঁধিলে
পূজা পেত চিরদিন॥
(অহো) মরণের পথে আল্‌পনা দিয়ে
(হ'ল) বামুন পূজ্য, ভাই,
(আর) জনমের কুঁড়ে আঁতুড় নিকায়ে
ছোটো জাত হ'ল ধাই।
(তবে) কর আজীবন ধ্বংসে পূজন,
সৃষ্টিতে দাও থু
(কর) নাহক লড়াই হইয়া চড়াও
যার খুসী যত—
কোরাস্‌ ... ...হুঁঃ!

(এই) ইতিহাস কারে বলে তা' জানো কি?
শোনো তোমাদের বলি—
(লাখো) লাখো খুন যারা ক'রেছে তাদের
নাম লেখা নামাবলী!
(আহা) সেই নামাবলী অঙ্গে জড়ায়ে
ঘুঘু ডাকে ঘুঘুঘু ;
(ওগো) যার যত আছে কামান তাহার
সম্মান তত—
কোরাস্‌ ... ...হুঁঃ!

(দ্যাখো) কবি করিয়াছে কাব্যসৃষ্টি,
কে পুছে তাহার মূল্য?
(হোথা) ক্রিটিকের গালি পায় করতালি—
বরাত তাহার খুল্‌ল!
(যত) র‍্যাজ্‌লা মতের গাঁজ্‌লা মুখে, ও—
র‍্যাজাটে সাহিত্যিক হে,
হিজ্‌ড়ে লেখক মিটাইতে সখ্‌
করে শুধু টিক্‌ টিক্‌ হে।

(তবু) বেজায় জবর পর-যশ-খোর
(ওই) উনুন্-মুখোর ফুঁ,
(ওই) ধ্বংসের ভূত ভারি মজবুত
তা' বুঝি জান না?

কোরাস্ ... ...হুঁঃ!

(তবে) নিয়ে আয় গাঁতি কাটারি কি জাঁতি
সৃষ্টির গোড়া খোঁড়,
নিয়ে আয় ডাং—চুরে-রাং-চাং—
নইলে বলিব 'মোড়!'
(তবে) কুচ্‌লিয়া-তিতা কুচুটে বুদ্ধি
কচ্‌লাও যত পারো,
মগজের ঘোঁজে কেউটিয়া সাপ
নাচাও নাচাও আরো!
(তবে) আন্ জেপ্‌লিন সভ্য সঙীন্
নহিলে ডাকিব 'তু'!
(ওরে) স্বর্গে না হয জাহান্নমেই
(চল্) হাওয়া বদ্‌লাবি—

কোরাস্ ... ...হুঁঃ!

(দ্যাখো) সৃষ্টি যে ভুল সে কথাটা শেষে
ব্রহ্মাও বুঝেছেন,
(তাই) কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলিতে সৃজিলা
গাঁজা, গুলি, অহিফেন।
(যাহে) সৃষ্টি-কার্য্য পিছু হেঁটে ফের
দেখিবে কারণ-বারি,—
(সেই) 'কারণ' সৃজিলা প্রকাশিতে লীলা
রম্, ধেনো—রকমারি।
(সুখে) পান কর আর রামধনু দেখ
মেঘ্‌লা জীবন ভরিয়া,
(খাও) হুইস্কি ব্রাণ্ডি হাশীস্ ঠাণ্ডি
মরার আগেই মরিয়া,
যত খুসী খাও গোল্লায় যাও
শব্দ না করি টুঁ,
(বাবা) যমের সঙ্গে রফা হ'য়ে গেছে
তা' বুঝি জানো না?

কোরাস্ ... ...হুঁ-উ!

রেজ্‌কী

অজ্ঞ যদি বাগ্মী সাজে মৌন হ'য়ে বসি।
শিখণ্ডী ধরিলে ধনু অস্ত্র না পরশি॥

হাম্বারবে ষণ্ড কয় লাঙ্গুল তুলিয়া।
শুদ্ধ করো গঙ্গাজল গোবর গুলিয়া॥

ষাঁড়ে তব পূজা-ভাগ খায়, বিশ্বেশ্বর!
সেই ষাঁড় কী প্রসবে?—ষাঁড়ের গোবর॥

ছুঁচো কয় "শোনো মোর কুলজীর পাঁতি,
গণেশের বাহনের আমি হই জ্ঞাতি।
বিধাতা অজাতশত্রু কৈল এ জনায়,
অজগরও জব্দ হয় ঘাঁটালে আমায়॥"

হুড়মুড়ি' ঐরাবত শ্রী ঐতিহাসিক
কবিতা কমল-বন ভাঙিছে, হা ধিক্‌!
কাণ্ড দেখি' হেটমুণ্ডে ভাবি দিবারাতি
কমলে কামিনী কবে গিলিবেন হাতী॥

হাস্যরসের প্রতি

হাস্য! তুমি উপভোগ্য,
করতালি পাবার যোগ্য,
পূজার অর্ঘ্য চেয়ো না তাই ব'লে;
বীভৎস-অদ্ভুতের জ্ঞাতি,
স্বল্প আয়ু, ক্ষণিক খ্যাতি,
এগিয়ে কোথা আস্‌ছ গণ্ডগোলে?
দাঁড়াও ঐ গ্যালারির কাছে,
তোমার আসন রিজার্ভ আছে
যে জায়গাটি যোগ্য তোমার পক্ষে;
পুরানো সব আলঙ্কারিক
চিনে তোমায় রেখেছে ঠিক্‌,
ধুলো তুমি দেবে তাদের চক্ষে!

কুক্কুটপাদ মিশ্র কদিন
ছিলেন কোন্ পণ্ডিতের অধীন্ ?–
দৌড়ে গিয়ে তারি খবর নাও গে ;
উস্কে দিয়ে হাসির স্নায়ু,
লাফিং গ্যাস বা হাস্য-বায়ু
গ্রাম্য জনের নাকের কাছে দাও গে।
মহামেলার দুয়ার-দেশে
বসে থাক 'হা-প্রত্যাশে',
স্বভাব-বক্র খান-কত কাচ নিয়ে ;
মন্দ, ভালো, বাঁকা, সোজা,
তোমার কৃপায় যায় না বোঝা,
চ্যাটাই-ঘেরা লাফিং-গ্যালারি হে !
শান্ত করুণ বীরের Chair
দখল কবা নযক্যে Fair,
মোটেই সহ্য করবে না ত কেউ সে ;
সিংহ, ব্যাঘ্র তোমায় কে কয় ?—
গোবাঘা কি নেকড়েও নয়,
হাস্য-রসটা রসের মধ্যে ফেউ যে।
(তোমায) পদ্ম বলে হয নাক' ভুল,
(তুমি) নও কদম্ব, চম্পা, বকুল,
নেহাৎ ক্ষুদ্র, নেহাৎ কৃপার পাত্র ;
(তুমি) মধ্যে-ছিন্ন,—শূন্য-গর্ভ,—
হাঁদা-হাবা-ভুতোর গর্ব,—
ঊর্ধ্বমূল মূলার ফুল মাত্র !

হসন্তিকা

বন্ধু, ঘনিযে ব'স শীতের বাতে
হসন্তিকার পাশে,
'জলদ্-বহুচ্ছিদ্র' যাহার
দাঁতের মতন হাসে।
হসন্তিকা—আঙারধানী—
চান্‌কে তোলে মন
আঁচ লাগিলেও আরাম আছে
মজলিসীরা কন।
শীতের রাতে সঙ্গে রেখো
লাগ্‌তে পারে ভালো,
নিব্‌লে প্রদীপ কাণ্ড্‌ড়ী আমার
দেবেও ঈষৎ আলো।

আরাম পেলে তারিফ কোরো,—
চাইনে বেশী আর ;
আঁচ লাগিলে মাফ কোরো ভাই,-
কসুর এ জনার।
'হসন্', 'খাবন্' কর্ম্মগুলির
কর্ত্তা তারাই হয়—
নষ্ট-চাঁদে ঘটায় যারা
খাম্‌কা অপচয়!
সেই স্পিরিটের একটুখানি
হসন্তিকায় আছে,
রঙ্গে ব্যঙ্গে কোলাকুলি
আরামে আর আঁচে!

কাঙ্‌ড়ীর চিম্‌টে

(জবান্-পঁচিশীর জবাবদিহি)

১। জাদু কিয়া মুঝে তুঁহি (হিন্দী) আমায় তুমি জাদু করেছ।

২। কথং হসসি ? ব্রূহি (সংস্কৃত) কেন হাস ? তা' বলো।

৩। Tempo de dolci sospiri (ইতালীয়) মিঠে নিশ্বাসের মরসুম।

৪। হউয়ে তো বখৎ আবীয়ো (গুজ্‌রাতী) এই তো সময় এসেছে।

৫। In aure mea resonat tinnitus amòris (লাটিন) আমার কানে প্রেমের গুঞ্জন ধ্বনিত হচ্চে।

৬। ইম্‌তি করুচ কাঁই (উড়িয়া) এমন করছ কেন?

৭। আনা হাব্বক্, আনা ঘাইদক্ (আর্‌বী) আমি তোমায় ভালবাসি, আমি তোমায় চাই।

৮। Je suis l'amour (ফরাসী) আমি মূর্ত্তিমন্ত প্রেম।

৯। স্যটাচথ্ সুন্দ্যর (কাশ্মীরী) অতিশয় চমৎকার।

১০। তাহানি আচিলোঁ লরা মই (আসামী) তখন আমি যুবা ছিলুম।

১১। আথু ইরুক্কু মাত্তাতু (তামিল) এ হ'তেই পারে না।

১২। তোমোকাকু য়ুকিমাশো (জাপানী) চলুম তবে।

১৩। হো কেটি কাঁচ্চ (নেপালী) ওগো কাঁচা বয়েসের মেয়ে।

১৪। হাই-সুঙ্-নিঙ্ হামোও নিগাজে (আদিম মার্কিন্) ঘুমো বাছা ঘুমো।

১৫। Esto e claro (স্পেনীয়) এ বেশ পরিষ্কার (বোঝা যাচ্চে)।

১৬। Blaghadariu vas (রুষীয়) ধন্যবাদ তোমায়।

১৭। চাঁগিয়া মানুখ্ (পাঞ্জাবী) ভালো মানুষ।

১৮। Gott sie guch gnadig (জার্ম্মান) ভগবান তোমায় রক্ষা করুন।

১৯। এনেন্ আস্ ফতা (প্রাচীন মিসরী) আমার কোনো অপরাধ নেই।

২০। Askopos a luba (গ্রীক) কি দারুণ কষ্ট!

২১। ল্‌তুম্ন পেঠেই-এম্‌ (সাঁওতালী) কান ম'লে দাও!
২২। প্যারি গোদেল্‌ লিবাব্‌ (হিব্রু) স্ফীত বুকের প্রসব ; গর্ব্ব।
২৩। That's no fair game (ইংরেজী) এ খেলা ভালো খেলা নয়!
২৪। নি-উঈ ইনিকো পেঙম্‌ উঈ-আ? (চীনে) আমায় আরাম কর্ত্তে পারো?
২৫। নাচতা য়েই না আঁগনা বাঁক্‌ড়ে (মারাঠি) নাচ্‌তে জানে না উঠানের দোষ।
২৬। সিঢ়িলাহি দাব ণং (প্রাকৃত) একটু শিথিল কর।
২৭। মন তু শুদম্‌ (ফার্সী) আমি হয়েছি তুমি।
২৮। বো-বো-বো য়া-হা-হা উক্‌-হু-হু (আফ্রিকা ; কঙ্গো) ছুটে আয়, শীকার পেয়েছি, আনন্দ। পশু-ভাষা আর মানব ভাষার মাঝামাঝি এই নররাক্ষসদের ভাষা।

পঁচিশ ভাষার জবান্‌-পঁচিশী—গুন্‌তে গিয়ে দেখি!—
বাংলা নিয়ে উনতিরিশটে—একি! আরে! একি!

ন, কু, ক,

বেলা শেষের গান

প্রণাম

অতনু আকাশে যাঁর বিহার,
যাঁর প্রকাশ চিত্তে ভায়,
সবিতা বারতা বয় যাঁহার,
আজ প্রণাম তাঁর দু'পায়।

সাগরে সরিতে মূর্চ্ছনায়
হয় নিতুই যাঁর বোধন,—
প্রভাতে প্রদোষে রোজ জোগায়
অর্ঘ্য যাঁর পুষ্পবন ;—

দেহে দেহে যিনি প্রাণ প্রবল,—
প্রাণ-পুটের প্রেম অনুপ ;—
প্রেমে প্রেমে যিনি হন্ উজল,—
রূপ যাঁহার বাক্ অরূপ ;—

ভারতী আরতি-হেমপ্রদীপ,
যাঁর পূজায় নিত্য দিন,
মানসে যিনি আনন্দ-নীপ
বন্দি তাঁয় জাগ্ রে, দীন!

জাগিয়া, মাগিয়া লও আশিস্,
গাও নবীন ছন্দে গান,
নব সুরে ওরে! আজ বাঁধিস্
তোর তানেই বিশ্বপ্রাণ।

তাজা তাজা আজি ফুল ফোটায়
এই আলোয় এই হাওয়ায়!
কচি কিসলয়ে কুঞ্জ ছায়—
সব তরুণ আজ ধরায়!

তরুণী আশারে সঙ্গী কর্
আজ আবার, মন রে মন!
চির নূতনেরি যেই নিঝর
ব্যক্ত আজ সেই গোপন।

প্রাণে প্রাণে শুধু যাঁর প্রকাশ,
যাঁর আভাষ মন্-পবন,
গানে গানে নিতি যাঁর বিলাস
বন্দি আজ তাঁর চরণ।

ভোরাই

ভোর হ'ল রে, ফর্সা হ'ল, দুল্‌ল ঊষার ফুল-দোলা!
আন্‌কো আলোয় যায় দ্যাখা ওই পদ্মকলির হাই-তোলা!
জাগ্‌ল সাড়া নিদ্‌মহলে, অ-থই নিথর পাথার জলে—
আল্‌পনা দ্যায় আল্‌তো বাতাস, ভোরাই সুরে মন্ ভোলা!

ধানের ক্ষেতের সব্‌জে কে আজ সোহাগ দিয়ে ছুপিয়েছে!
সেই সোহাগের একটু পরাগ টোপর-পানায় টুপিয়েছে।
আলোয় মাঠের কোল ভরেছে, অপ্‌রাজিতায় রং ধরেছে—
নীল-কাজলের কাজল-লতা আস্‌মানে চোখ্ ডুবিয়ে যে।

কল্পনা আজ চল্‌ছে উড়ে হাল্‌কা হাওয়ায় খেল্ খেলে'!
পাপ্‌ড়ি-ওজন পান্‌সি কাদের সেই হাওযাতেই পাল পেলে!
মোতিয়া মেঘের চামর পিঁজে পায়রা ফেরে আলোয় ভিজে
পদ্মফুলের অঞ্জলি যে আকাশ-গাঙে যায় ঢেলে!

পুবগগনে থির নীলিমা ভুলিয়েছে মন ভুলিয়েছে!
পশ্চিমে মেঘ মেল্‌ছে জটা—সিংহ কেশর ফুলিয়েছে!
হাঁস চলেছে আকাশ-পথে, হাস্‌ছে কারা পুষ্প-রথে,—
রামধনু-রং আঁচ্‌লা তাদের আলো-পাথার দুলিয়েছে!

শিশির-কণায় ম্যাণিক ঘনায়, দুর্ব্বাদলে দীপ জ্বলে!
শীতল শিথিল শিউলি-বোঁটায় সুপ্ত শিশুর ঘুম টলে!
আলোর জোয়ার উঠ্‌ছে বেড়ে গন্ধ-ফুলের স্বপন কেড়ে,
বন্ধ চোখের আগল ঠেলে রঙের ঝিলিক্ ঝল্‌মলে!

নীলের বিথার নীলার পাথার দরাজ এ যে দিল্ খোলা!
আজ কি উচিত ডঙ্কা দিয়ে ঝাণ্ডা নিয়ে ঝড় তোলা?
ফির্‌ছে ফিঙে দুলিয়ে ফিতে, বোল ধরেছে বুল্‌বুলিতে!
গুঞ্জনে আর কূজন-গীতে হর্ষে ভুবন হর্‌বোলা!

সরযূ

বিস্মরণের ভস্মমাঝে কি গান তুমি গাইছ উদাস-মনে,
রঘুকুলের হে রাজলক্ষ্মী! হে সরযূ! স্বর্ণ-স্রোতস্বতী!
দুঃখ-দিনেও ললাট তোমার অঙ্কিত যে ইন্দ্রাণী লক্ষণে,

হে সুন্দরী! অনিন্দিতা! অঙ্গে তোমার চন্দ্রমালার জ্যোতি!
সন্ন্যাসিনীর বেশে রাণী। কি কথা হায় জপ্‌ছ নিরজনে,
কোন্‌ অতীতের সঙ্গীতে মন তরঙ্গিয়া চল্‌ছ শ্লথগতি!

স্তন্যে তোমার পুষ্ট হ'ল দিগ্বিজয়ী রঘুর বিপুল সেনা,
সুহ্ম-মগধ-পাণ্ড্য-কেরল-হূণ-পারসীক-যবন-দর্পহারী;
ধাত্রী তুমি সম্রাটেদের; সরিৎ-স্রোতে সাগর-ঢেউএর ফেনা
উথ্‌লাতে বল ধরে যারা, তেমন ছেলে পুষ্‌লে বারম্বারই
পীযূষদানে। কবির গানে অমর যারা, যারা সবার চেনা,
মানুষ হ'ল তোমার স্নেহে তারা সবাই জৈত্র-ধনুধারী।

মান্ধাতারও ধাত্রী তুমি! গঙ্গারে যে আন্‌লে স্বর্গ হ'তে
সে পঙ্গুরে বল দিয়েছ মুক্তি দিতে ষাট হাজারে, মরি!
ইক্ষ্বাকুরও তুই প্রসূতি, ফির্‌ত যে জন নিত্য ইন্দ্ররথে;
যে যোদ্ধাদের পরাক্রমে নাম এ পুরীর অযোধ্যা নগরী,
—অ-যোধ্য যা' সর্ব্ব যোধের—তারা সবাই অয়ি শুচিব্রতে!
তোর মমতায় স্নান করেছে, পান করেছে স্নেহের সুধা তোরি।

তোমার স্নেহের রাখী হাতে রাক্ষসেদের বশ করেছে নরে,
সগর-খাত সাগর-জলে বাঁধ্‌লে সেতু তোমার সন্তানেরা!
ডঙ্কা দিয়ে দিগ্বিদিকে, ঝাণ্ডা নিয়ে দেশে দেশান্তরে—
গড়্‌লে কতই উপভারত, উপনিবেশ বাঁধ্‌লে কতই ডেরা;
তাদের কীর্ত্তি লব-পুরী সে, মগের দেশে আজো বিরাজ করে,
আর দ্বিতীয় অযোধ্যাপুর মেকং-তীরে স্মৃতির ডোরে ঘেরা।

বিভীষণের ভীষণ মুখে ভক্তি রেখা ফুটিয়েছে যে রাজা,
যার অভিমান হৃদয় জয়ী, গেড়েছে যে জয়ের ধ্বজা মনে;—
বাল্মীকি আর কালিদাসের কাব্যে যাহার কীর্ত্তি চির তাজা,
পায় যে পূজা কৃত্তিবাসের তুলসীদাসের ছন্দ-সুচন্দনে,—
হরের ধনুক ভাঙ্‌লে যে জন,—দর্পীজনে দিলে উচিত সাজা,
তোমার বুকের সেই শতদল ঘুমায় আজি তোমার আলিঙ্গনে।

যাত্রী এসে দেশ-বিদেশের তোর তীরে তার চরণ-চিহ্ন খোঁজে,
চোখের জলে ঝাপ্‌সা দু'চোখ,—খোঁজে সীতার রাঙা পায়ের রেখা!
নিমেষ-মাঝে নিমেষ-হারা, তিনটা যুগের স্বপ্ন দ্যাখে ও যে,—
সৈকতে তোর সোনার রেণু, জলে নব দূর্ব্বাদলের লেখা!
পাণ্ডা হেঁকে চমক ভাঙায়, একাল সেকাল সম্‌ঝাতে মন ফেরে—
কোথায় সীতা? কোথায় বা রাম? লোকের ভিড়ে একা নেহাৎ একা?

রাবণ-জয়ীর জনম-ঠাঁইএ দাঁড়িয়ে আজি ধ্বজা বাবরশাহী,
যে বাবরের ধর্ম্মী-গরব ডুবে গেছে রাঙা মদের হ্রদে;
"মুণ্ড-পাহাড়" ভিন্ন যাহার ভূমণ্ডলে অন্য কীর্ত্তি নাহি,

সেই গড়েছে ভজন-শালা, ভিতের পাথর ভিজিয়ে দেমাক-মদে ;
বাহুবলের মদের মাতাল কোথায় গেছে সুরা সরিৎ বাহি'?
মৌলবীরা হয় ত জানেন,—পরলোকের পরম কোন্ গারদে।

রক্ত-কাদায় তক্ত-তাউস্!...মস্ত কীর্ত্তি প্রাচীন কীর্ত্তিনাশে।...
কোন্ "যবনে রুধ্‌লে সাকেত"...সে-কথা আজ কেউ রাখে না মনে?
বিরূঢ়কের রূঢ়তা লীন বাবরশাহী বর্ব্বরতার পাশে ;
নিষ্ঠুরতার কাহিনী, হায়, যায় তলিয়ে অগাধ নিষ্ঠীবনে।
ভয় জাগিয়ে যে-সব পশু বানায় পশু মানুষকে ভয়-ত্রাসে
দুঃস্বপনের মতোই তারা, দিন দুদিনে ডোবেই বিস্মরণে।

যুগের পরে যুগ চ'লে যায় নাগর-দোলায় চল্‌ছে ঘোরাঘুরি,
ওঠা-নামার চল্‌ছে তুফান, আগমনী ডাক্‌ছে বিসর্জ্জনে,
ছায়াবাজীর পুতুল চলে সারি সারি উঁচিয়ে ছায়া-তুরী,
নেচে চলে হিন্দু মোগল, প্রসেনজিতের প্রাচীন ও পত্তনে।
রয় না দেমাক, রয় নাক' জাঁক, অটুট কারো না রয় জারিজুরি,
থাক কেবল পুণ্যশ্লোকের পুণ্যস্মৃতি প্রাণের রামায়ণে।

আজ সরযূ! তোর ছেলেরা কুলির বেশে যাচ্ছে ফিজিদ্বীপে,
যাচ্ছে সুদূর মরীচ-সহর, পেটের দায়ে বিকিয়ে দিয়ে মাথা,
কূলে কূলে কান্না ওঠে, চিরবিদায়-বার্ত্তাতে যায় নিবে
কত ঘরে সন্ধ্যা-প্রদীপ, কেঁদে মরে কন্যা জায়া মাতা।
অধীনতার ধিক্কারে হায় সকল আশায় মার্‌ছে গলা টিপে,
ধোঁয়ায় ভ'রে যাচ্ছে দু'চোখ, ধোঁকায় ভ'রে উঠ্‌ছে মনের খাতা।

ঘুর্‌ছে ধাঁধায় হিন্দু-তুরক লাঞ্ছনা আর সইছে গ্লানির বাণী,
আত্ম-লাভের নাই যেন বল আঁধিরা আঁধার রয়েছে দিক্ ভরি',
রঘুকুলের ক্ষত্রিয়েরা এক্কা-গাড়ীর কর্‌ছে গাড়োয়ানী,
বাবর-শাহের খান্দানীরা আজকে শুনি রেঙ্গুনে দপ্তরী!
বিজিত আর জেতার ধূলায় চোখের জলে আজ্‌কে সাঁতার-পানি,
আজ সরযূ অশ্রুনদী, সরিৎ-রূপা এ রাজ-রাজেশ্বরী!

ময়ূর-মাতন

ও কে	আস্‌ছে গো মুখ ঢেকে লোর-পর্দ্দায়!
ছেয়ে	কদমের পেখমের ডোর জর্দ্দায়!
ওরে	দূর থেকে দেখে মেতে উঠ্‌ল ভুবন,
তাই	হাওয়া ফেরে ফর্‌ফর্ সর্‌ফর্দ্দায়!

কোন্ দেয়াসিনী রূপসীর বাজ্‌ল নূপুর!
তাই কেয়া-বনে দেয়া সনে মাত্‌ল ময়ূর!
মরি পাথ্‌নার ঢাক্‌নায় স্পন্দে তনু,
ভরি' পালকের এস্‌রাজ পুলকের সুর!

—"ওরে! নড়্‌ল কি ঘোম্‌টার মেঘলা আষাঢ়?
ওরে! উড়্‌ল কি পর্দ্দার এতটুকু পাড়?
হেথা অন্তরে সন্তরে সাত শো স্বপন,
হোথা লাগ্‌ল কি ঢেউ তার জাগ্‌ল কি সাড়?"

কেকা রব তুলে বলে শিখী টলে পায় পায়!
হানে লাবণিব পশ্‌লা সে অবনীর গায়!
তার স্পন্দনে ছড়াছড়ি ইন্দ্রধনু!
তার গোপনের শিহরণে বীণ বেজে যায়!

আজি মন ফেরে মেঘে-মেঘে, অভ্র-শিখায়
খুঁজে দূর রাকা, দূর রাস, দূর বাধিকায়!
আজ আকাশের রুধি' স্বার রসের রণ!
সারা দু'পুরের নূপুরের শিঞ্জিনিকায়!

সুশ্বেতা

(বৌদ্ধ যুগের একটি কাহিনী অবলম্বনে)

পথে যেতে আজ কুড়ায়ে পেয়েছি প্রাণের পরশমণি!
চির অধন্য হয়েছি হঠাৎ সকল ধনীর ধনী!
আহ্লাদ মোর সকল অঙ্গে!—অঙ্গে ধরে না আর!
বন্ধ্যা এনেছি তব তরে স্বামী সন্তান-উপহার!
জঠরে ধরিতে দ্যান্ নি যা' বিধি সে ধন পেয়েছি পথে,
মন ছোটে আজ আট ঘোড়া জুড়ে মনের মানস-রথে।
জগতের আগে আজিকে আমার লজ্জার অবসান,
আঁটকুড়া নাম দূর হ'ল, দেহে জেগেছে মায়ের প্রাণ!

স্নানে চলেছিনু শোণ-গঙ্গার সঙ্গমে আজ প্রাতে
অশথে বাঁধিতে আঁচলের সূতা মাথার চুলের সাথে,
হারীতির বরে সূতা ধ'রে সুত আঁচল ধরিবে এসে
এ ছিল কামনা; তখন জানি না এত ত্বরা পূরিবে সে।
ছাড়ি 'সুগন্ধপ্রসাদের ঘাট' 'সঙ্কর্ষণ-ঘাটে'—
স্নান সারি ভরি' লয়ে হেমঝারি অশথ বটের বাটে,—

চলেছিনু জল-অঞ্জলি ডালি' ছায়াতরু মূলে যত—
ভুট্টার দানা ভিখ্ দিয়া দুটো ভুখারে রোজের মত।
মহা-পদ্মের নগর জুড়িয়া ধোঁকে আজি পালে পাল
কোটর-চক্ষু বারো-বছরিয়া আকালের কঙ্কাল।
কঙ্কাল-পাণি পেতে ব'সে কেহ, বলিবার নাহি বল,
অধর ওষ্ঠ কেঁপে থেমে যায়, ঘোলা চোখ নিশ্চল।
জন্মের মত নেছে কেউ মাটি, চোখের মণিতে মাছি,
দাঁতে কাটে চানা অবিকারে কেউ ব'সে তারি কাছাকাছি!
মন করে যাই মাটিতে লুকায়ে; যেদিকে ফিরাই আঁখি
মহামরণের অট্টহাস্য আঁখি-জলে মাখামাখি।
আকালে বেহাল মানুষের পাল পলে পলে মেশে চুপে
মহাপদ্মের মহানগরের আবর্জ্জনার স্তূপে।
ধিক্কার বুকে ওঠে ঢেবি হ'য়ে, মানুষ-জনমে গ্লানি,
আয়ু না ফুরাতে টুটে প্রাণ-বায়ু অনশনে মবে প্রাণী।
বিক্ষত মনে স্খলিত গমনে চলিতে পথের বাঁকে
সহসা কি শুনি!.. শিশুর রোদন!...কি নড়ে ঝোপের ফাঁকে
কঙ্কাল-সার শবরীর কোলে চাঁদ সে পড়েছে খসি!
সদ্য শিশুরে দংশিছে! আরে! প্রসূতি না রাক্ষসী!
ছেড়ে দে!.. ছেড়ে দে!.. লইনু কাড়িয়া,...সহজে কি দ্যায় ছেড়ে?
দশটা আঙুল ব'ড়্শীর মত মাংসে বসেছে গেড়ে!
লইনু কাড়িয়া ঝট্‌কান দিয়া; লট্‌কান রাঙা দাঁতে
জিভটা বুলায়ে বলে রাক্ষসী কর হানি বুকে মাথে,
'মরি,...মরে যাই...ক্ষিদের জ্বালায়,.. বুকে পিঠে খিল ধবে,
একে অনাহার তাহে লহু ক্ষয়, দেহ ঝিম্ ঝিম্ করে,
এক মুঠা ভাত ভিক্ পাওয়া ভার দুর্ভিক্ষের দিনে,
ধিক্ দিল শুধু ভিক্ দিল না রে, সবারে নিয়েছি চিনে,
কেউ দিলে নাকো',...বিধাতা দিয়েছে,...এ মোর মুখের গ্রাস—
কোথা হ'তে এলি তুই চণ্ডালী!. কেড়ে নিয়ে কোথা যাস্?'
দাঁড়ানু থমকি' একহাতে রুখি' ক্ষুধা-উন্মাদ নারী,
আর হাতে বুকে চাপিয়া শিশুরে ফেলিয়া জলের ঝারি।
আঁচলে যে ছিল ভুট্টা সেগুলো ছড়ায়ে পড়িল ভুঁয়ে;
মোরে ছেড়ে নারী ভুট্টার লোভে মাটিতে পড়িল নুয়ে।
ভুট্টার বেশী কাঁকর কুড়ায়ে চিবায় বিকৃত মুখে,
ধক্-ধক্ পেট কুত্তা ক্ষুধার দংশনে মুহু ধুঁকে।
হাঁকুপাঁকু করে, কি যে গালে ভরে রুখু চুল লোটে ধুলে,
চোখে জল এসে ভরে' গেল তার দশা দেখে আঁখি-কূলে।
"হল না, হল না, মিটিল না ক্ষুধা", সহসা ফুকারি কহে,
"ফিরে দে মাংসপিণ্ডটা মোরে, খাইব তোরেই নহে।"
কথা শুনে তার আঁখি থির, ফেরে আঁখিতারা শিশু 'পরে,
পড়িল নজর মাংসপিণ্ড বন্ধ্যার পয়োধরে।

কহিলাম, "ওরে! দিব নাক' তোরে খেতে এ দুধের বাছা,
মাংসপিণ্ড চাস্ যদি নে রে এ মোর মাংস কাঁচা ;
বৃথা মাংস এ বন্ধ্যার স্তন, আয় ক্ষুধাতুরা আয়,
এতে ক্ষুধা যদি মেটে তোর কেটে নে রে তুই খাপ্‌রায়।
বাঁচুক প্রসূতি বাঁচুক কুমার বাঁচুক দু' দুটা প্রাণ,
বন্ধ্যার দানে বন্ধ হউক সন্তান বলিদান।
তা' সনে ঘুচুক বওয়া এ অপয়া পয়োহীন পয়োধর।"
বিস্ফারি' নারী কোটর চক্ষু চাহে মোর মুখ 'পর।
ক্ষুধায় হন্যা বন্যের মত মুখে তার যুগপৎ।
ফোটে বিস্ময়, বিশ্বাস, ভয় উল্লাস সুমহৎ।
"দেখি, দেখি খুঁজে ; না, না, না, পালাবি আঁচলটা ধ'রে রাখি"
বলি' তরুমূলে খাপ্‌রা সে খোঁজে দুই-মুখো দুটো আঁখি।
খোলা খুঁজে ফেরে ক্ষুধাতুরা নারী ঘোলা দুটা চোখ রাঙা,
দৈবে মিলিল শিকড়ের ভিড়ে আঁক্‌শির ফলা ভাঙ্গা।
মুঠা ক'রে ধ'রে টুক্‌রা লোহায় নেহাৎ নিকটে এসে
চোখে চোখ রেখে সুধায় "পারিবি?" নিশাসে নিশাস মেশে—
"পরের ছেলের পরাণ বাঁচাতে পারিবি সহিতে দুখ?
কাঁটাটি ফুটিলে কী ক্লেশ জানিস্? কেন দিবি নিজ বুক!"
"জানি রে পারিব ; করিস্ না দেরী।" "বড় দেখি বুক দড়,
তার চেয়ে মোর পেটের ফসল দে রে খাই ক্ষুধা বড়।
পারিবি না তুই আপনার দেহ কেটে দিতে, ঠাকুরাণী,
কেহ পারে নাক' ; শুধু ক্ষুধা খেদ বাড়াইবি মোর, জানি।"
কহিনু, "গরবী! আর্য্যের নারী যা বলে কাজে তা করে ;
দে' দেখি লোহাটা, মাংস কাটিয়া দিব আমি নিজ করে।"
লোহা হাতে যেন কাঠের পুতুল চাহে সে মূঢ়ের মত,
আঁক্‌শির ফলা দিতে মোরে করে ঈষৎ ইতস্তত।
মুঠা থেকে তার নিয়ে হাতিয়ার অধর চাপিয়া দাঁতে
দিনু বসাইয়া নিজের বুকের মাংসে নিজেরি হাতে।
ভোঁতা হাতিয়ারে ছেঁচে গেল গাটা, টপ্ টপ্ লহু ঝরে
শিরে উপশিরে শিহরে তড়িৎ তীক্ষ্ন ব্যথার ভরে!
আবার হানিনু,—নিশ্বাস রুধে ; নাড়ী-ছেঁড়া একি ব্যথা,
চক্ষু ঠিকরে যন্ত্রণা-ভরে ঝিম্ ঝিম্ করে মাথা।
টলমল মন, টলমল পণ, সজারুর কাঁটা—চুল,
সংজ্ঞা টুটিলে টুটে প্রতিজ্ঞা,—এই ভয়ে সমাকুল।
সহসা কাঁদিয়া উঠিল ছেলেটা, যন্ত্রণা গেনু ভুলে ;
অশরণ সেই মুখ চেয়ে, আঁখি ঝটিতি ঊর্দ্ধে তুলে,
"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি" কহিলাম মনে মনে
নিজেরে সঁপিনু বিশ্ববোধের বুদ্ধের শ্রীচরণে।
তার পর শুধু দৃঢ় করি মুঠা নিজেরে হেনেছি নিজে
জানি না কখন লোহার বদলে পীযূষে উঠেছি ভিজে!

পাগলের মত কেবলি হেনেছি, যন্ত্রণা-বোধ-হারা,
জানি নাই ছেঁড়া হাজারো নাড়ীতে ঝরিছে দুধের ধারা।
মমতায় লহু ক্ষীর যে হয়েছে জানিতে পারিনি আমি
বুদ্ধের বরে বন্ধ্যার বুকে পীযূষ এসেছে নামি!
হুঁশ ছিল নাক' দুর্দ্দম বেগে হেনেছি দু'চোখ মুদে,
জানিনে বসনে রক্তের লেখা ধুয়ে গেছে দুধে দুধে!
ভাঙিল চমক শবরীর স্বরে, কহে সে "চমৎকার!"
অঞ্জলি ভরি পিয়ে ক্ষুধাতুরা বন্ধ্যার ক্ষীরধার!
ক্ষতক্ষীণ স্তনে পান করে মাতা, ক্ষতহীন স্তনে ছেলে,
স্বপ্ন এ যেন দেখি জাগ্রতে বিস্মিত আঁখি মেলে।
ক্ষুধা-উপশমে কহিল শবরী, "মা তুই জীবনদাতা,
উপোষে যে পশু হ'তে বসেছিল বাঁচাইলি তারে মাতা!
তুই দেবী, তুই অঘট ঘটাস্ ; চরণে নোয়াই শির ;
ক্ষীরমাতা ক্ষীরভবানী গো তোর লোণা-লহু মিঠা-ক্ষীর!
এ ছেলে তোমাব নিযে যাও তুমি, জীবন দিয়েছ এরে,
আমি রাক্ষসী ক্ষুধার তাড়নে চেয়েছি ফেলিতে মেরে।
আমার বুকে মা স্তন্য নাহিক, আমার জঠরে ক্ষুধা,
পেটে যা ধরেছি বাঁচাতে পারি যে নাহি মা বুকে সে সুধা।
তাহার উপর ক্ষুধা বর্ব্বর, মানে না পেটের ছেলে,
জঠরে আগুন জ্বলিলে কি ঘটে জানি না মা ক্ষুধা পেলে।
নিয়ে যাও ছেলে, দয়াময়ী দেবী, নিয়ে যাও তুমি ওরে,
বাঁচে যদি, বড় হয় যদি, মায়ী! রেখো কিঙ্কর ক'রে।
নিয়ে যাও মাতা ; মায়ের মমতা কলিজায় জ্বালে বাতি,
আপন মনের প্রভু নই মোরা অবর শবর জাতি।
ও ছেলে তোমার, কিনেছও তুমি নিজেব মাংস দিযে ;
লোভ করিব না, চলে' যাই আমি বাছার বালাই নিয়ে!"
এত বলি ছুঁযে শিশুর ললাট কঙ্কাল-করে' খালি
স্খলিত গমনে মিলাইল বনে এলোকেশী কঙ্কালী।
আমি ফিরে এনু, ছেলে নিয়ে, স্বামী, সঁপিতে তোমার কোলে,
আর পায়ে তুমি ঠেলিতে আমারে নারিবে বন্ধ্যা ব'লে।
ভিখ্ দেছে দুর্ভিক্ষ আমারে, নিধি দেছে আলো-করা,
বুকের মাংস বিনিময়ে, দ্যাখো, পেয়েছি কী!—বুক-ভরা!

সুরার কাহিনী

('কুম্ভজাতক' অবলম্বনে)

মধু মোম আর শিলাজতু খুঁজে
পাহাড়ের জঙ্গলে,
বনচারী সুর ক্লান্তি-আতুর
বসেছিল শিলাতলে।

অদূরে ত্রিশাখ বিশাল পাদপ
দাঁড়ায়ে ভগ্ন-চূড়া,
সারা-গায়ে তার শুষ্ক শেহালা
রুখু গুগ্‌গুলু-গুঁড়া।
কলরবে মুড়া-গাছের মাথায়
ঠোঁট হানে এসে পাখী,
কি যে পান করে, কি যে গান করে,
কি যে করে ডাকাডাকি!
ট'লে ট'লে চলে, উড়িবার ছলে
মেলে পাখা কুতূহলে ;
ক্ষণে অচেতন মৃতের মতন
লুটি' পড়ে তরুতলে!
বিস্মিত সুর ভাবে, কালকূট
ও তরু-কোটরে আছে
তাই ক'রে পান হারাইছে প্রাণ—
পাখীরা নিমেষ-মাঝে।
বিস্ময় ভারি মানে বনচারী
আঁখির পাতা না মুড়ে ;
ক্ষণ পরে, একি! মূর্চ্ছিত পাখী
ডানা ঝেড়ে যায় উড়ে!
"এ তো ভারি মজা!" ভাবে মনে সুর,
"দ্যাখা যাক্ উঠে গাছে
বিচূড় তরুর চূড়ার হাঁড়লে
সুধা কি গরল আছে!"
সন্তর্পণে কুতূহল-মনে
উঠে গাছে দ্যাখে সুর—
ডগের হাঁড়ল বৃষ্টির জল-
ভরা টইটুম্বুর!
ঝড়ে-পড়া তাতে পচে আমলকী
গাঁজনি অহর্নিশ,
পচে পাখীদের চঞ্চু-চ্যুত
নীবার-ধানের শীষ!
তীব্র-মধুর ওঠে সৌরভ
বাতাসেতে ভর্ ভর্,
অঞ্জলি ভ'রে নিল পান ক'রে
কুতূহলী বনচর।
রিম্‌ঝিম্ মাথা, ফূর্ত্তির গাথা
রক্ত আলোড়ি' ঘুরে,
অকারণে হাসে, অকারণে গায়
বিকৃত-বিষম সুরে!

নেশা চ'ড়ে গেল মাথায় সুরের
জবাফুল হ'ল আঁখি,
চকমকি জেবলে পুড়িয়ে সে খেলে
মাতাল তিতির পাখী!
মদের সঙ্গে মাংসও হ'ল,
চার পোয়া হ'ল পুরা,
সুর সে প্রথম পান যা করিল
তার নাম হ'ল সুরা।

(২)

বনের প্রান্তে সীমান্ত গ্রাম
আজ সেথা হাটবার,
সুর সে চলেছে বাঁশের চোঙায়
সুরাটুকু নিয়ে তার।
মধু মোম আর মৃগনাভি যারা
কিনিত সুরের ঠাঁয়ে,—
ঘিরিয়া ধরিল, বহুদিন পরে
দেখিয়া তাহারে গাঁয়ে।
সুর বলে, "ভাই মৃগনাভি নাই,
এবারে নতুন চীজ্,
হিমাচল হ'তে এনেছি এ হাটে
করি বহু তজ্‌বিজ।
পাবে আনন্দ আপন মুঠায়
এ চীজ্ করিলে পান।"
"বটে! বটে!" ব'লে যত হাটুরিয়া
সুরা করে আঘ্রাণ।
ঘ্রাণ শেষে পান, ক্রমে নাচ গান,
বাখানে সওদাগরে,
গ্রাম হ'তে ক্রমে বার্ত্তা ছুটিল
নগরের ঘরে ঘরে।
রাজা খায় সুরা, প্রজা খায় সুরা,
"আনো! আনো!" রব ওঠে,
সুরার জন্যে ঘন অরণ্যে
বারে বারে সুর ছোটে।
কারো জমে নেশা, কারো বা ব্যবসা—
এই সে দুনিয়াদারী,
সুর ভাবে, সুরা লাগি বারে বারে
বনে ছোটা ঝকমারি।
গ্রামে গ্রাম-ভাঁটি ক্রমশঃ বসিল,
পিয়ে সুরা জনে জনে ;

রাজা পান করে মণ্ডপ রচি'
বিপুল রাজাঙ্গনে।
প্রজা পান করে ছাড়ি' সব কাজ,—
বাড়ে দুর্গতি ক্লেশ,
নগর শূন্য,—ব্যসনে পূর্ণ,
শ্মশান-সমান দেশ!

(৩)

প্রমাদ গণিয়া পলাইল সুর
সীমান্ত গ্রাম ছাড়ি',
বারাণসী পুরে করিল প্রবেশ
লইয়া সুরার হাঁড়ি।
পসার জমায়ে দুদিনে সেথায়
নেশা ধরাইয়া লোকে
পয়সা লুটিল দুই হাতে সুর
সুরা-ঘূর্ণিত চোখে।
সুরায় ডুবায়ে শূদ্র-বৈশ্য
ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণে,
ছারেখারে দিয়ে ধর্ম্ম, কর্ম্ম,
সুর শুধু টাকা গণে!
চোরে জুয়াচোরে ভ'রে গেল দেশ
লক্ষ্মীছাড়ার দলে;
রাহাজানি করে সরাবের তরে;
বারাণসী রসাতলে।
"ফুরায়েছে পুঁজি, নেশার পয়সা
দিতে পারিবে না এরা",
মনে বিচারিয়া সুরা বিক্রয়ী
তুলিল ডাণ্ডা-ডেরা।
কাশী ছেড়ে এল অযোধ্যাপুর,
সেথাও অমনি ক্রমে
আবাল বৃদ্ধ বদ্ধ মাতাল
বিমুখ পরিশ্রমে।
নিষ্কর্ম্মার বেড়ে গেল দল,
বেড়ে গেল অনাচার,
দেখিতে দেখিতে সুরার প্রসাদে
অযোধ্যা ছারখার।
দেশে দেশে দিয়ে কদভ্যাসের
দীক্ষা এমনি রীতে,
সুরা-বিজ্ঞান-সুবিজ্ঞ সুর
পশিল শ্রাবস্তীতে।

সুরার বাখান করি' গান সেথা
ভিজায়ে রাজার মন
রাজাদেশে সেথা পাঁচ শ' জালায়
করিল সে আয়োজন।
সারি সারি ভাঁড়ে পচে গুড়-চাল
রাজার ভাঁড়ার-ঘরে,
পাশে পাশে বাঁধে বিড়াল, সুরায়
ইঁদুর সে পাছে পড়ে।
দিনেক দু'দিনে পচিয়া গাঁজিয়া
ভাঁড়ে ভাঁড়ে মদ মাতে ;—
সুখাদ্য গুড়, ক্ষুধার অন্ন
পরিণত মদিরাতে।
ভাণ্ডের গায় মদ্য চুয়ায়
মিঠা মিঠা বাস তার,
ভাঁড় সাথে বাঁধা লুব্ধ বিড়াল
শোঁকে আর চাটে ভাঁড়।
শুঁকিতে চাটিতে মাতাল বিড়াল
ঢুলে ঢুলে পড়ে ভূমে,
মূর্চ্ছিত কিবা মৃত, কে বা জানে?
মগ্ন নেশার ঘুমে।

(৪)

সারারাত গেল অমনি কাটিয়া ;
রাজার ভাঁড়ারী প্রাতে
ভাঁড়ার-দুয়ার খুলিয়া যখন
ঢুকিলেন চাবি হাতে,
চমকিয়া তিনি দেখিলেন, একি!
ইঁদুরের পল্টন
পাঁচ শ' বিড়ালে ডিঙায় মাড়ায়
করে একি কীর্ত্তন।
"এ কি হল? মৃত পাঁচ শ' বিড়াল!
কি দেখি ভাঁড়ার ঘরে,
ইঁদুরে খেয়েছে বিড়ালগুলার
নাক কান কুরে কুরে।
পাঁচ শ' জালায় কী চীজ্ রেখেছে?
পাঁচ শ' বিড়াল মৃত ;
লোকটা বিদেশী, সন্দেহ হয়
বিষ-টিশ রাখেনি ত?"
রাজ-দরবারে গেল সমাচার,
রাজা শুনে ক্রোধে ফুলে,

সুরার আবিষ্কর্ত্তা খবীশ
সুরকে দিলেন শূলে।
সভা ছেড়ে রাজা গেলেন ভাঁড়ারে
ভাঁড় দিতে ভেঙে টুটে,
অপগত-নেশা পাঁচ শ' বিড়াল
তখন বসেছে উঠে!
ব'সে আছে সব ছিন্ন কানের
ক্লিন্ন শোণিত মেখে,
বিস্মিত চোখে রহি' ক্ষণকাল
রাজা কহিলেন হে'কে ;—
"মরেনি বিড়াল ; তবু জঞ্জাল
কাজ নাই ঘরে রেখে ;
ভেঙে ফ্যালো ভাঁড়, করো ও সাবাড়
যেতে চাই চোখে দেখে।
ভালো সামগ্রী পচিয়ে সড়িযে
সৃষ্টি হয়েছে যার
সকল ভালো সে পচিয়ে সড়িয়ে
সব দেবে ছারেখার।
নগরের বার ক'রে ফেলে, ঢেলে,
দাও গে উষর মাঠে,
ঘরে ও থাকিলে বিড়ালের কান
সাহসে ই'দুরে কাটে!"

উড়ো জাহাজ

ঘ্যানর্ ঘ্যানর্ শব্দে আকাশ ভরি',
কে তুমি শূন্যে ফিরিছ ঘুরিছ, মরি!
'পুষ্পক রথ!' ভট্চায বলে দেখি' ;
ঠান্দিদি বলে 'নারদ-মুনির ঢে'কি!'
'গরুড়-যন্ত্র!' বিষ্ণুশর্ম্মা বলে,
উঠিছে নামিছে কীলিকা-প্রয়োগ কলে!
তেল পিয়ে পিয়ে ফিরিছ আকাশময়,
তৈলপ! তুমি তেলাপোকা, পাখী নয়।
কি চেহারা! যেন উড়ো কড়িকাঠখানি!
গোলোকের ছাদ খসিল বা অনুমানি!

ছাদে ছাদে লোক হাঁ ক'রে ও-রূপ গেলে,
পথে আ-দেখ্‌লে দাঁড়ায় দন্ত মেলে ;

ঘাড়ের উপরে মোটর আসিয়া পড়ে,—
গালাগালে মন, ধাক্কায় দেহ ছড়ে,—
ঘাড় খ'চে যায়,—তব্‌ পুরুরবা হেন
উড্ডীয়মান উর্ব্বশী দেখে যেন!
আয়সী প্রেয়সী তুমি যাও স'রে স'রে
ঘ্যানর্‌ ঘ্যানর্‌ শব্দে বধির ক'রে।
জানালায় ব'সে আমি ভাবি অবিরত—
কবে ছ্যা-ছ্যা হবে ছ্যাকড়া-গাড়ীর মত?

* * *

কলের চিম্‌নি কুশ্রী করেছে ধরা,
করোগেটগুলো দেখে দেখে আঁখি জরা;
চোখ জুড়াইতে নীলাকাশ ছিল বাকী,
তারেও কুশ্রী করিলে টিনের পাখী!
হাঁফ ছাড়ে লোক যে আকাশ পানে চেয়ে,
তাও দিতে চাও বিজ্ঞাপনেতে ছেয়ে!
সৃজিয়াছে তোরে বিজ্ঞান বুড়ো কাণা,
ওবে কদাকার ভূত-বাদুড়ের ছানা!
ওরে ভূতে-পাওয়া! ওরে ও সাগর-পারী!
দেশে দেশে তুমি অচিরে ছড়াবে মারী।

* * *

পেট পুরে পুরে পেট্‌রোল খালি পিয়ে,
দেমাকে বেড়াও মাথার উপর দিয়ে;
ঘর ব'লে কিছু রাখিলে না গরীবের,
বেপর্দ্দা আজ কোণটি ইজ্জতের;
লাজ ঢেকে ছিল কু'ড়েয় গরীব মেয়ে,
তুমি এলে তার আব্‌রুর মাথা খেয়ে।
ঘর ব'লে কিছু রহিল না ঢাকাঢুকি,
পরের দৃষ্টি সেখানেও দেবে উ'কি!
কবন্ধ-রথ মোটর মারিছে প্রাণে,
তুমি কোপ দিলে গরীবের সম্মানে।

আফ্রিদি যদি হতাম আমি বে আজ,—
বন্দুক-বাজ তীক্ষ্ন তীরন্দাজ,—
তাহলে তোমায় মাথার উপর দিয়া,
যেতে না দিতাম কথনো ঘর্ঘরিয়া;
তা হ'লে নিরীহ চিড়িয়া-শিকার ছাড়ি,
করিতাম শুধু শিকার চিড়িয়া-গাড়ী;
বাস্তু আমার, আমার কেল্লা মানি,
তার নিভৃততা পরে ক'রে যাবে হানি?

ভরতের যদি বাটুলটা পাই আমি,
বাঁদর না মেরে শুধু মারি বাঁদরামি।

* * *

সম্ভ্রম নাই নারীর স্নানের ঘাটে,
ট্রেস্‌পাস্‌ করো না মাড়ায়ে চৌকাটে!
লঙ্ঘিয়া যাও মন্দির গির্জারে,
নমাজের ঠাঁই ডিঙাও নির্ব্বিচারে!
সাধুর সমাধি পীরেদের আস্তানা,
ডিঙাও হেলায়, মানো না কোনই মানা।
সিংহকারক প্রতীচ্য বিদ্বান্‌,
অস্থি কুড়ায়ে সিংহে দিয়েছে প্রাণ!
বিদ্যাগরবে জাগায়েছে শয়তানে,
ফল যে কি হবে বিষ্ণুশর্ম্মা জানে।

* * *

মেঘে মেঘে ফেরো রাবণ রাজার নাতি,
ধাড়ি-আর্সুলা দম্ভ-মদের হাতী,
রাক্ষসী রীতি শিখায়েছ তুমি রণে,
আব্রুর নাশ করো শান্তির ক্ষণে;
গ্রাহ্য করো না দুনিয়ার কোনো কথা,
ওরে কিম্ভূত! নব্য-বর্ব্বরতা!
পৃথিবীর পেটে যতদিন পেট্রোল,
করে নে রে পাপ! ততদিন সোরগোল্‌
নরে নিতি নব শয়তান-পনা শিখা,
উদ্গত-পাখা জাঁদ্রেল-পিপীলিকা!

ভারতের আরতি

(ছালিক্য ছন্দের অনুসরণে)

জয় জয় ভারত! জয় জয় মাতা!
ঋদ্ধির নিধান! সিদ্ধির দাতা
অক্ষয় তোমার কীর্ত্তির গাথা! জয়! জয়!

দুর্দ্দম তোমার শৌর্য্যের বরে
পর্ব্বত দাঁড়ায় গর্ব্বের ভরে
সূর্য্যের গমন রোধ্‌বার তরে! জয়! জয়!

উদ্দাম সাগর মন্থন করো!
আদ্যের 'বরুণ ছত্তর' ধরো!
সিংহল শ্রীভোজ লাখ্‌দ্বীপ ভরো! জয়! জয়!

পাণ্ডব-রাঘব-মৌর্য্যের প্রসূ!
ক্ষত্রের স্বরগ! বৈশ্যের বসু!
পায় তোর লুটায় হিংসার পশু! জয়! জয়!

ডঙ্কায় তোমার ডিণ্ডিম ওঠে!
কাশগড় খোটান কম্বোজ লোটে!
ঝাণ্ডায় তোমার গৈরিক ফোটে! জয়! জয়!

গান্ধার, ইরাণ, মিস্রাম, মিতান্,
পুত্রের তোমার কীর্ত্তির নিধান;
চীন, শ্যাম, জাপান শিষ্যেব বিতান! জয়! জয়!

পুণ্যের অমল দর্পণ তুমি!
বিশ্বের হৃদয়-তর্পণ তুমি!
কর্ম্মের ফলের অর্পণ-ভূমি! জয়! জয়!

শক্তির গরুড়! ভক্তিব চাতক!
আত্মার গভীর শান্তিব সাধক!
নৈরাশ-হবণ উজ্জ্বল পাবক! জয়! জয়!

জয় জয় ভাবত! বিশ্বেব স্তুতা!
পৃথ্বীর তিলক! তীর্থস্ভূতা!
মন্দার-মুকুল! নন্দনচ্যুতা! জয়! জয়!

ঋক্ সাম্ তোমার কুণ্ডল কানে!
দিগ্‌গজ তোমার কিঙ্কর স্নানে!
মেঘ-দূত তোমাব মঞ্জীব দানে! জয়! জয়!

ছয় ছয় ঋতুর পল্লব-গাঁথা
ফুলময় তোমার কিংখাব পাতা;
লাখ্ লাখ্ যুগের শিল্পীব মাতা! জয়! জয়!

মন্দির-গোপুর-চৈত্যের-বীথি!
পর্ব্বত-পটের গৌরব স্মৃতি!
বল্মীক-শয়ান উল্লাস গীতি! জয়! জয়!

অঙ্গন তোমার চম্পক-ঢাকা,
অঙ্গের পরশ চন্দন-মাখা,
চৌরস ললাট চন্দ্রক আঁকা! জয়! জয়!

ব্রহ্মার আদিম ওঙ্কার তুমি!
মুক্তির বীণার ঝঙ্কার তুমি!
হিন্দোল বিলাস গঙ্গার তুমি! জয়! জয়!

বিক্রম প্রতাপ বাপ্পার দেবী!
বুদ্ধের বোধন! জয় নির্লেপী!
বিশ্বের প্রেমেই ওই পদ সেবি! জয়! জয়!

জয় জয় ভারত! যজ্ঞের মাতা!
আত্মার আপন অন্নের দাতা!
উষ্ণীষ তোমার ধুস্তুর-গাঁথা! জয়! জয়!

বিশ্বের নাথে বল্লভ বরি'
নিষ্ঠুর ফণী-কঙ্কণ পরি'
গৌরীর গায়ে গৈরিক, মরি! জয়! জয়!

চিত্তের গভীর নৈমিষ মাঝে
তন্ময় শোনো 'ওম্' 'ওম্' বাজে,
নিত্যের নিদেশ উজ্জ্বল রাজে! জয়! জয়!

আত্মার অমল দীপ্তির খনি!
পৃথ্বীর মাঝে অন্বয় গণি ;
কৌটায় তোমার কৌস্তুভ মণি! জয়! জয়!

পদ্মের মেলায় লক্ষ্মীর ছবি!
কাব্যের কবির তুই বান্ধবী!
নিষ্কাম যাগের নির্ম্মল হবি! জয়! জয়!

আদ্যের গর্ব্ব অর্দ্ধেক ধরার!
মৃত্যুর ডেরায় মুক্তির করার!
চিন্ময়! অতীত তন্দ্রার ত্বরার! জয়! জয়!

নির্ম্মল তোমার নির্ভয় আঁখি,
কল্যাণ-করে মৈত্রীর রাখী,
সংসার নীড়ে স্বর্গের পাখী! জয়! জয়!

অর্হৎ শ্রমণ-তীর্থঙ্করে
গৌরব তোমার কীর্ত্তন করে,
সৌরভ তোমার অম্বর ভরে! জয়! জয়!

জয় জয় ভারত! বুদ্ধের মাতা!
নিষ্ঠার নিধান! শুদ্ধির দাতা!
অক্ষয় তোমার শান্তির গাথা! জয়! জয়!

দর্পীর দুলাল, ধৃষ্টের আগে
অক্ষোভ তোমার অক্রোধ জাগে!
বিশ্বের হিয়ায় বিস্ময় লাগে! জয়! জয়!

নিত্যের প্রেমে দুষ্কর করো,
সত্যাগ্রহে লাঞ্ছন বরো,
হেমহার ফেলি' শৃংখল পরো! জয়! জয়!

তপ তোব অটুট তাণ্ডব নাচে,
দুর্ব্বোধ দাঁড়াস্ শত্রুর কাছে.
পায-পায ফিবিস্ মৃত্যুব পাছে! জয! জয!

মৃত্যুর পারের নিত্যের লাগি'
ক্লেশ তুই সহিস যুগ যুগ জাগি'—
যুগ যুগ অসীম দুঃখের ভাগী! জয়! জয়!

বুদ্ধেব ধারায় যুদ্ধের ধাবা
চেষ্টায তোমার হয ফের হাবা—
গংগায গ্লানি পংকেব পাবা! জয! জয!

ক্ষুদ্রেব পবম দুর্ভোগ তুমি.
ধূর্ত্তের চরম দুর্য্যোগ তুমি,
সত্যেব কৃপাণ নির্মোঘ তুমি! জয়! জয!

অম্লান তোমার আত্মার বাণী!
অক্ষয তোমার আশ্বাস. জানি ,
বিশ্বাস-কিরীট বিশ্বেব বাণী! জয! জয!

জয জয ভাবত! আত্মার দাতা!
আক্‌বর-অশোক-ভীষ্মেব মাতা!
অক্ষয তোমাব কল্যাণ-গাথা! জয! জয!

জয় জয় ভারত! সংশয়-ত্রাতা!
চিত্তেব আমোঘ শক্তিব দাতা!
ত্রিশ ক্রোব ব্রতী পুত্রেব মাতা! জয়! জয়!

রাজা-কারিগর

(গান)

বাজা কারিগব বিশ্বকর্ম্মা!
দুনিয়ার আদি-মিস্তিরি!
তোমার হুকুমে হাতুড়ি হাঁকাই,
করাতের দাঁতে শাল চিরি!

ঘাঁটা-পড়া কড়া লাখো হাতে তুমি
গড়িছ কত কি কৌশলে!
কামার-শালের গন্‌গনে রাঙা
আগুনে তোমার চোখ জ্বলে!
হাপরে তোমার নিশ্বাস পড়ে
খুব জানি মোরা খুব চিনি,
মাকু-ইঁদুরের গণেশ তুমি হে
ছুটোছুটি চৌপর দিনই!
সিদ্ধি তোমার হাতে-হাতিয়ারে,
সোনা করো তুমি থাক্ নিয়ে,
দুনিয়ার সমৃদ্ধি, তোমার
গলে আঙুলের ফাঁক দিয়ে!

* * *

রাজা-কারিগর বিশ্বকর্ম্মা!
দুনিয়ার সেরা মিস্তিরি!
তোমার হুকুমে লোহা হ'ল নিনু,
পদানত যত গজ্‌গিরি।

* * *

ইন্দ্রের তুমি বজ্র গড়েছ
দধীচির দৃঢ় হাড় কুঁদে,
গ্রহ তারা তুমি গড়েছ ফুঁ দিয়ে
ফুলিয়ে আগুন-বুদ্বুদে!
অগ্নির তুমি জন্ম দিয়েছ
কাঠে কাঠে ঠুকে চক্‌মকি,
সূর্য্যের শান-যন্ত্রে চড়ায়ে
গড়িলে বিষ্ণুচক্র কি!
ছিন্ন ভানুর জ্বালার মালায়
গড়িলে শিবের শূল তুমি,
যমের জাঙাল গড়িতে গড়িতে
রেখে দিলে কেন মুল্‌তুবি!
তারার খিলান রয়েছে যে তার
আধখানা আস্‌মান জুড়ে,
কীর্ত্তি তোমার উজ্জ্বল জাগে
অনাদি অন্ধকার ফুঁড়ে!

রাজা-কারিগর বিশ্বকর্ম্মা!
স্বর্গলোকের মিস্তিরি!

তোমার হুকুমে যত কারিগরে
ঘরে ঘরে নব দ্যায় ছিরি!

*　　　*　　　*

পথ গড় তুমি, রথ গড় তুমি,
নখ-দর্পণে শিল্প-বেদ,
সকল কর্ম্মে সিদ্ধহস্ত
যজ্ঞ করিয়া সর্ব্বমেধ!
অষ্টবসুর কুলের দুলাল
হুনর তোমার সাত বুড়ি,
হাজার হাতের হাতুড়ি তোমার
তুড়্-তুড়া-তুড়্ দ্যায় তুড়ি!
তুব্‌পুন্ হ'ল তান্‌পুরা তব,—
নেহাইএ নেহাইএ দাও তেহাই,
উল্লাস-ভরে হুল্লোড় কভু,
গুন্-গুন্ গান শুন্‌তে পাই।
তোমার ভক্ত সেবক যে তার
বুকে পিঠে যেন ঢাল বাঁধা,
দব্‌কচা মাবা জোয়ান্ চেহাবা
কোঁচ্‌কানো ভুরু, মন শাদা!

বাজা-কাবিগব বিশ্বকর্ম্মা!
স্বর্গে মর্ত্ত্যে মিস্তিরি!
তোমাব প্রসাদে শ্রমেও আমোদ,
ধমনীতে ছোটে পিচ্‌কিরি।

তোমাব হুকুমে হাতিযার ধরি
আমরা বিশ্ব-বাংলাতে ;
থল্‌থলে মাটি, ঠন্‌ঠনে লোহা
অনাযাসে পারি সাম্‌লাতে।
মণি-কাঞ্চনে আমরা মিলাই,
মণি-মালঞ্চে হার গাঁথি,
বন-কাপাসীর হাসি কুড়াইয়া
টানা দিই তাঁতে দিন রাতি।
রুখো শুখো কাঠে ফুল যে ফোটাই
বাটালির ঘায়ে বশ করি,
কর্ণিক, ছেনি, হাতুড়ি চালাই,
তুর্‌পুন্ মাকু বা'শ ধরি।

তোমার প্রসাদে শ্রমে অকাতর
মোরা দড় বিশ কর্ম্মেতে,
দীক্ষা নিয়েছি তোমারি হুকুমে
পরিশ্রমের ধর্ম্মেতে।

রাজা-কারিগর বিশ্বকর্ম্মা!
সকল কাজের মিস্তিরি!
তোমার হুকুমে হীরা কাটি মোরা,
অনায়াসে ইস্পাত চিরি।

তোমার প্রসাদে স্রোত বাঁধি মোরা,
পুল বেঁধে করি জয় জলে,
হাওয়া করি জয় গরুড়-যন্ত্রে
কীলিকা-প্রযোগ-কৌশলে।
বিদ্যুতে বাঁধি তামার বেড়ীতে
দস্তার দিয়ে হাতকড়ি,
বে-ঢপ্ বে-গোছ বে-গোড় মাটিতে
প্রাসাদ-দেউল দেব গড়ি,
অষ্টবসুর যজমান মোবা,
ত্বষ্টা ঋষির সন্ততি,
লস্কর মোবা সূর্য্যদেবের ;
স্বাস্থ্য মোদের সঙ্গতি।
রাজা-কারিগর বিশ্বকর্ম্মা!
বুনিয়াদি আদি-মিস্তিবি!
তোমার আশিসে হাতিযার হাতে
হাসি-মুখে ত্রিভুবন ফিবি!

সাঁঝাই

সাঁঝে আজ কিসেব আলো,
ভুলালো মন ভুলালো।
ফাগুয়ার ফাগ মিলালো
শরতের মেঘের মেলায়।
আলোতে ডুবিয়ে আঁখি
পুলকে ডুব্‌তে থাকি।
হুবহু সোনার ফাঁকি
ঝুরুঝুরু হাওয়ার খেলায়।

মরি, কার পরশ-মণি
গগনে ফলায় সোনা।
হৃদয়ে নূপুর-ধ্বনি—
অজানার আনাগোনায়।
সোনালি জর্দ্দা চেলি
দিয়ে কে শূন্যে মেলি'
নিথরের পর্দ্দা ঠেলি'
উদাসে আঁচল হেলায়।
ধ'রে রূপ জর্দ্দা আলোর
ঝরে কার বুকের আতর।
নয়নের কাব্বা যে মোর
ছাপিয়ে ঢেউ খেলে যায়।
নলিনীর ক্লান্ত ঠোঁটে
অবেলায় হাসি ফোটে।
গহনে স্বপন-কোটে
সেফালি চোখ মেলে চায়।
অলকার রত্নাগারে
ঢুকেছি হঠাৎ যেন।
ডুবে যাই চমৎকারে!
সায়রে শিশির হেন,
আঙুলে হিঙুল নিযে
ফেরে কে মেঘ রাঙিয়ে।
গোপনের কিনার দিয়ে
পারিজাত-ফুল ফেলে যায়।
বলি, ও স্বর্গনদী!
বিলালে স্বর্ণ যদি,
তবে কি এই অবধি?
এসো আব একটু নেমে ;
থেক না আধেক পথে,
এস গো এই মরতে,
অতসীর এই জগতে
প্রতিমার কপোল ঘেমে।
মরতের কুঞ্জগেহে
ঝ'রে যে যায় গো চাঁপা,
তারা রয় তোমার দেহে,
সে বরণ রয় কি ছাপা?
ধরণী সাজ্‌ল ক'নে
যে আলোর সুচন্দনে
সে আলোর আলোক-লতা
থেক না শূন্যে থেমে।

ফুলেরা তোমায় সাধে,
সুবাসের শোলোক বাঁধে,
নিরালায় উশীর কাঁদে,
থেক না বধির হ'য়ে,
এসো গো অরূপ হ'তে
মূরতির এই মবতে,
দ্যাখা দাও আলোর রথে,—
ডাকে প্রাণ অধীর হ'য়ে।
থেক না আব্‌ছায়াতে
কিরণের হিরণ-মায়া?
প্রদোষের পক্ষপাতে
থেক না লুকিয়ে কায়া,
তোমারি মূক আরতির
কাঁপে দীপ প্রজাপতির,
দ্যুলোকের মৌন দু' তীর
উঠেছে মদির হ'য়ে।

যুক্তবেণী

হিল্লোলে হেথা দোলে লাবণ্য পান্নাব।
বিভূতির বিভা ছায সাবা গায় হোথা কার!
কার রূপে পায় রূপ নিশীথের নিদালি।
কাব বুকে ভস্মে ও চন্দনে মিতালি।
ললিত-গমনা কে গো তরঙ্গভঙ্গা।
জয়তু যমুনা জয়! জয় জয় গঙ্গা!

খব রবি মুবছায় কার শ্যাম অঙ্গে।
তোড়ে পাড় তোলপাড় কাব গতি-রঙ্গে!
নীল মাণিকের মালা শোভে কার বেণীতে।
কে সেজেছে ফেনময ধুতুরার শ্রেণীতে।
মাধব-বধূটী কে গো হর-অরধঙ্গা।
জয়তু যমুনা জয়! জয় জয় গঙ্গা!

কালীয় নাগের কালো নির্ম্মোক পরে কে!
হর-জটা ভুজগেরে ভুজতটে ধরে কে!
আঁখি হায় কে ভুলায় তরলিত তন্দ্রা!
সাগরের বোল বলে কে ও ভাল-চন্দ্রা!
শরীরিণী স্বপ্ন এ, সরণি ও সংজ্ঞা!
জয়তু যমুনা জয়! জয় জয় গঙ্গা!

ছায়া-ঘন দেহে কার স্নেহ আর শান্তি!
কে চলেছে ধুয়ে ধুয়ে ধরণীর ক্লান্তি!
এ যে আঁখি ঢুলাবার—ভুলাবার মূর্ত্তি!
ও যে চির-উতবোল কল্লোল-স্ফূর্ত্তি!
সুখে এ যে মোহ পায় ও বাজায় ডঙ্কা।
জয়তু যমুনা জয়! জয় জয় গঙ্গা।

বাহুপাশে বাঁধা বাহু গোরী ও কৃষ্ণা।
কোলাকুলি করে একি তৃপ্তি ও তৃষ্ণা।
কালোচুলে পিঙ্গলে একি বেণীবন্ধ।
ঘুচে গেল কালো-গায় গোরা-গায় দ্বন্দ্ব।
সখী-সুখে মুখে মুখে দু'হু নিঃসঙ্গা।
জয়তু যমুনা জয়! জয় জয় গঙ্গা।

খুলে যায় মুহু আজ অন্তর-দৃষ্টি।
অবচন একি শ্লোক। অপরূপ সৃষ্টি।
সাম্যের একি সাম। পূত হ'ল চিত্ত।
নিত্যের ইঙ্গিত—এ মিলন-তীর্থ।
টুটে ভেদ-নিষেধের শিলাময় জঙ্ঘা।
জয়তু যমুনা জয়। জয় জয় গঙ্গা।

বিধি-কৃত সংহিতা। হের দ্যাখ নেত্র
আর্য্য-অনার্য্যের সঙ্গম-ক্ষেত্র।
গলাগলি কোলাকুলি আলো আর আঁধারে।
ঢেউএ ঢেউ গেঁথে গেঁথে চলে মেতে পাথারে।
আঙুলে আঙুল বাঁধা ভেদ-বাধা-লঙ্ঘা।
জয়তু যমুনা জয়। জয় জয় গঙ্গা।

দেহ প্রাণ একতান গাহে গান বিশ্ব!
অমা চুমে পূর্ণিমা! অপরূপ দৃশ্য।
চুয়া মিলে চন্দনে। বর্ণ ও গন্ধ।
চির চুপে চাপে বুকে শতরূপা-ছন্দ।
অঞ্জন-ধারা সাথে চলে অকলঙ্কা।
জয়তু যমুনা জয়। জয় জয় গঙ্গা!

অপরূপ। অপরূপ। আনন্দ-মল্লী!
অপরাজিতার হারে পারিজাত-বল্লী।
দ্রবময় দর্পণে হরিহর-মূরতি।
অপরূপ! দ্রব-ধূপ দ্রব-দীপে আরতি।
মন হরে! জয় করে সঙ্কোচ শঙ্কা!
জয়তু যমুনা জয়! জয় জয় গঙ্গা!

অরুন্ধতী

[বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতীর শত পুত্রকে কল্মাষপাদ রাজা ক্রোধে রাক্ষসের ন্যায় হইয়া বিনষ্ট করেন ; এই শত পুত্রের জ্যেষ্ঠ ছিলেন শক্তি। ক্ষমাধর্ম্মী পুত্রশোকাতুর বশিষ্ঠ তপঃক্ষয়ের ভয়ে পুত্রহন্তা কল্মাষপাদকে কিছু না বলিযা আত্মনাশের জন্য নিজেকে পাশবদ্ধ কবিযা নদীতে নিক্ষেপ করেন ; কিন্তু নদী তাঁহাকে গ্রহণ না করিয়া পাশ মোচন পূর্ব্বক তীরে নিক্ষেপ করে ; সেই হইতে ঐ নদীর নাম বিপাশা। তিনি পুনর্ব্বার অন্য নদীতে নিমজ্জিত হইলে সে নদীও তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া শতদিকে ধাবিত হয় ; সেই নদী সেই হইতে শতদ্রু নামে পরিচিত।

শক্তির হত্যাকালে তাঁব পত্নী গর্ভবতী ছিলেন ; সেই গর্ভজাত পুত্র পবাশর পরে পিতৃবধের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া পৃথিবী হইতে রাক্ষস এবং রাক্ষসপনা উচ্ছেদ করিবার জন্য রাক্ষস-সত্রের অনুষ্ঠান কবেন।]

জাগো বধূ! জাগো, কত ঘুম মাগো
যাস্ তুই অকাতরে,
স্বপ্ন,—সত্য,—সব কিছু মিলে
মোরে যে পাগল করে।
এখনো কাঁপিছে হৃৎপিণ্ডটা
স্বপনের তাড়নাতে,
স্মর গোবিন্দে চিত্ত বে মোর
বিভীষিকাময রাতে।
ভোবেব বাতাস ওঠে নি এখনো
কালিযে গিয়েছে দেহ,
স্তিমিত গার্হপত্য অগ্নি
নিশুতি—নিথর গেহ।
নিদ্-মহলের সাতালি-পাহাড়-
প্রাচীরেতে ঘেবা ঘবে—
সবাই ঘুমায় ; কালসাপ শুধু
মোরে দংশন করে।
শয়নে স্বপনে অন্তবে মোর
নাই শান্তির কণা,—
স্মরি' দিনে বাতে মানুষের হাতে
মানুষের লাঞ্ছনা।
জাগো বধূ জাগো, কত মা ঘুমাস্
বিধবার কম্বলে,
ছায়ার মহলে ছুঁয়ে থাকি তোরে,
ভয় ভাঙি কথা ব'লে।
গর্ভে তোমার আশার আধার
শক্তির সন্তান,
স্বপ্ন সে যদি সাঁচা হয়, বাছা,
ঘুচাবে সে অপমান।

পিতৃ-বধের দিবে প্রতিশোধ
গর্ভ-শয়ান আশা,
বধূ! বধূ! তুমি অস্ত-ভানুর
ন্যস্ত তেজের বাসা।
নর-রাক্ষসে নষ্ট করেছে
মোর সন্ততি-মালা,
এই অনাগত ঘুচাবে সে ক্ষোভ
ঘুচাবে শোকের জ্বালা।
শক্তি আমায় এই ব'লে গেল,
স্বপ্ন সে নয়,—সাঁচা,
তপ্ত বৈতরণী পার হ'য়ে
এসেছিল মোর বাছা।
এসেছিল মোব প্রথম প্রসূন
আমারি শিয়রে হা রে,
শস্ত্রপাণির সস্তা দেমাক
বলি নেছে হায় যারে।
যমলোক হ'তে এসেছিল ফিরে
অতিথি বাঞ্ছনীয়,
শোকাতুর মায়ে সান্ত্বনা দিতে
আমার মমতা-প্রিয়।
নয় সে ভীষণ, নয় কুৎসিত,
একটু কেবল ম্লান।
দ্যাখ্ মেয়ে, তারে ফিরে পেযে মোর
অশ্রুব অবসান।
অবাক্ নয়নে রহিনু চাহিযা,
কথা না জুয়ায মোর ,
হাবা মরা তবে ফিবে পাওযা যায,
এই বিস্ময়ে ভোর।
সহসা শুনিনু শক্তি কহিছে।—
"ত্যাজো মা মিথ্যা শোক,
মৃত্যু মিথ্যা, কালে কালে শুধু
ত্যজি মোরা নির্ম্মোক।
অমব আত্মা, সাক্ষী তাহার—
দেখ মা, এসেছি ফিরে,
প্রাণ-লোকে দ্বিজ হয়েছি, ডুবিয়া
মৃত্যুনদীর নীরে।"
চুম্বিয়া শিরে কহিলাম ধীরে—
এসেছিস্ ফিরে যদি,
মায়েরে ছাড়িয়া যাস্‌নে রে দূরে
কাছে থাক্ নিরবধি।

প্রাণে প্রাণে তুই আছিস্ দেখিয়া
হৃদয় অমৃতে ভরে,
দুঃখ-সুখের মিলিত কাকলি
কণ্ঠে কলহ করে।
ভুলে যাই শোক, ভুলে যাই গ্লানি,
ভুলি যত যন্ত্রণা,
কিন্তু ভুলিতে নারি ক্ষত্রেব
এই রাক্ষস-পনা।
তাই তো তোমার কথা শুনে মোর
মন দিতে নারে সায়,
শত শরতের শ্লথ নির্ম্মোক
নিজে খসে জানি ; হায়,—
কাঁচা গায়ে ছুরি বসাবে তা' ব'লে—
সে কি নির্ম্মোক খোলা ?
মৃত্যু মিথ্যা ব'লে কভু যায়
হত্যার পাপ ভোলা ?
কলুষ-ক্লিন্ন কল্মাষপাদ,—
রাক্ষস নর-বেশে ;
হরিণ বরাহ নির্ম্মূল করি'
মানুষ মৃগয়া শেষে ?
লঘু দোষে গুরু দণ্ড করিবে
হায় রে শস্ত্রপাণি,
দিতে যা' পার না সেই প্রাণ নেবে
এত কি মস্ত মানী!
কেড়ে নেবে কিনা বিধাতার দেওয়া
বাঁচিবার অধিকার,
দম্ভ সুরার ঠুন্‌কো কলস
স্পর্দ্ধা এমনি তার!
পথের কলহ ঘটে অহরহ,
তার নাকি এই সাজা ?
বিস্মৃত হল —বিশ্বপ্রজাব
প্রধান সেবক রাজা।
বিনা দোষে বুকে শেল দিল মোর
কোল খালি একেবারে,
শত পুত্রের কঙ্কাল কাঁদে,
এ ব্যথা জানাব কারে ?
নাই প্রতীকার নরহত্যার ?
এ কি নিদারুণ, হায়,
ত্যক্তশস্ত্র—ব্রতধারী—জেনে-
শুনে তবু মেরে যায়!

করে কশাঘাত মদ-গর্ব্বিত
ক্ষাত্রয়-রাক্ষস,
ব্রহ্মনিষ্ঠ সহে অনিষ্ট—
পরবশ! পরবশ!
ক্ষমা-ধর্ম্মীর ক্ষত হিয়া জ্বলে
স্ববশে আনিতে রোষে,
আপন অঙ্গ কাটে ভুজঙ্গ
অক্ষম আক্রোশে।
সপ্ত সিন্ধু ব্যাপিয়া বাড়ব
বহ্নি-নিশাস ফেলে,
আঁধারে আলেয়া বাতাস বিষায়ে
লেলিহ জিহ্বা মেলে।
পাশ বেঁধে গলে ঝাঁপ দিলে জলে
খোলে পাশ বিপাশায়,
দেহ তুলে দিযে কূলে শতদ্রু
শতধা সে দ্রুত ধায!
বৃহৎ জীবন—ব্রহ্মণ্যের—
মহা আদর্শ নিযে
তপঃক্ষযের ভযে কাটে কাল
অশ্রু-সলিল পিযে।
বাছা রে, ব্যথার অন্ত কোথায়?
বুকভরা হাহাকার ;
রাক্ষস-পনা করে রাজন্য
কোথা এর প্রতীকার?
প্রাণ করে খালি আথালি-পাথালি
নিষ্ক্রিয় নাগপাশে,
শত সন্তান নিহত আমার
অকারণে অনায়াসে।
হইনু নীরব, দ্রুত অপসারি
তপ্ত অশ্রুনীরে,
হিম হাতখানি থুইল শক্তি
ললাটে আমার ধীরে।
ঝিম্ ঝিম্ মাথা, ছেয়ে আঁখিপাতা
ধোঁযা করে গুগ্‌গুল!
দেখিনু বধূ লো নাভিপুটে তোর
ফুটেছে পদ্মফুল!
পদ্মফুলের কোলে হাসে ছেলে
নয়ন-জুড়ানো মুখ,
যে ছেলের তরে আছে প্রাণ ধরে'
হিয়া মরণোৎসুক।

দেখিতে দেখিতে বড় হ'য়ে ওঠে
 পদ্মফুলের ছেলে,
করে তপস্যা, বিনা ইন্ধনে
 হোমের আগুন জেবলে'।
শোকে শুচি সেই তরুণ তাপস
 ঋত্বিক্ দৃঢ়মনা,
তপের প্রভাবে পোড়ায় ধরাব
 পাপের আবর্জ্জনা।
জ্বলে রাক্ষস-সত্রের শিখা—
 জ্ব'লে উঠে রণবর্ণি',
পিতৃবধের শোধ নিতে, পড়ে
 মন্ত্র আকর্ষণী।
দূর সুদূরের উগ্রক্রূরের
 মন্ত্র সে কেশে ধবে,
পাগলের মত রাক্ষস যত
 আঘাতে পরস্পরে!
বাড়ে রাক্ষসে বাক্ষসে রণ
 রূঢ় রাক্ষসী রীতে,
বাড়ে রাক্ষস-সত্রের শিখা
 নব নব আহুতিতে!
ভূত তাড়িতের মত এসে পড়ে
 আগুনেব ঘূর্ণাতে,
পোড়ে নৃশংস অসুব-বংশ
 পাপেব পাংশু মাথে।
ত্রাণ পেতে কেহ আঁকড়ে পাহাড়,
 পাকড়ে বনস্পতি,
মন্ত্রের বলে তবু দলে দলে
 পুড়ে মবে মূঢমতি।
বিকট শব্দে কাঁপে দশদিক্,
 কেঁপে কেঁপে ওঠে ধবা,
যজ্ঞের শিখা জ্বলে অক্ষয়,—
 তন্দ্রা নাহিক ত্বরা।
পোড়ে রণ-রত নর-ভোজী যত,
 পুড়ে মরে ক্রূরমনা,
ব্যবসা যাদের পরপীড়া আর
 পরের উদ্বেজনা।
পোড়ে দর্পিত দর্প-মদের
 খর্পর নিয়ে হাতে,
নর-কঙ্কালে গড়া পালঙ্কে
 পুড়ে মরে প্রিয়া সাথে।

রক্ষ-কুলের বাঘা পোড়ে, পোড়ে
রক্ষ-কুলের মুষা,
হাঙ্গর-দাঁতের কণ্ঠী গলায়,
সাপের চক্ষু ভূষা।
ধুধু ধুধু শুধু বহ্নি বাড়িছে,
ধূমে নভতল ঢাকে,
হুড় ক'রে হুড়োমুড়ি' ক'রে পোড়ে,
নিশাচর লাখে লাখে।
দৈত্য—অসুর—রাক্ষস পোড়ে,
পোড়ে রাক্ষস-পনা,
পুড়ে যায় যার যতটুকু আছে
নৃশংসতার কণা।
বাঘের নখের ধার গেল, গেল
বরাহের দাঁত উঁচা,
কাঁটার সাঁজোয়া খোয়ায়ে হঠাৎ
সজারু হইল ছুঁচা!
পোড়ে কত রাজা কত রাজন্য
ক্রূরতার অবতার,
ডান হাত সহ কল্মাষপাদ
জিহ্বা খোয়াল তার।
দেখি সে দৃশ্য ক্রূর আনন্দে
জ্বলজ্বল আঁখি মোর,
সহসা কি দেখি! আঁখি ছুঁতে আসে
সত্রের শিখা ঘোর।
ফাঁফরে পড়িয়া ধাই আতঙ্কে
শিখা ধায় সাথে সাথে,
প্রাণ করে ত্রাহি, মুখে রব নাহি,
অশ্রু নয়ন-পাতে।
ছুটিয়া চলেছি অসীম শূন্যে
পিছে ফেরে দিবা নিশি,
ছুটিয়া চলেছি, সহসা সমুখে
নেহারি সপ্ত ঋষি!
মোরে যেন তারা নারে চিনিবারে,
মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে;
"ক্রূর আনন্দ—এ তার দণ্ড"
বলে রে পরস্পরে।
বলে—"রাক্ষস-সত্রের শিখা
সব ক্রূরতার অরি,
নিষ্ঠুর সুখে সুখিত যে আঁখি
সে আঁখি আহুতি ওরি।"

ডুকরিয়া কেঁদে উঠিলাম জেগে
শঙ্কা-আবেগে কেঁপে,
বধূ! বধূ! এ কি সাঁচা না স্বপন?
মন যে রয়েছে চেপে।
এই আছ তুমি,—এই দৃঢ় ভূমি,—
জেগে আছি, আছি ঘরে ;
সত্যে স্বপনে মিলে তবু, হায়,
আমারে পাগল করে।
রোসো বধূ রোসো, আরো কাছে বোসো,
আর ভয় নাই কোনো,
আশা-ভ্রূণ মোর তোমারি জঠরে
কবে বেদগান শোনো।
স্বপ্ন আমার একেবারে মিছে
হবে না জেনেছি প্রাণে,
পাপের পঙ্ক পুড়ে যাবে, তোর
পুত্রেরি কল্যাণে।
ভাবিস্‌ নে মনে বিশ্ব সৃজিয়া
বিধাতা নেছেন ছুটি,
ভাগ্যচক্র ঘোরায় মোদের
ভৃঙ্গীর ভিব্‌কুটি ;—
ভুল কথা, বধূ, মরণের মূল,
ও-কথা আমি না মানি,
চরমে ধরম হবে জয়ী হবে
মরমে মরমে জানি।
নিঠুর দর্প বিপুল সর্প
নোয়াবে নোয়াবে ফণা,
হবে রাক্ষস সবনে ভস্ম
পাপের আবর্জ্জনা।
এই তপোবনে স্বপনের নিধি
পদ্ম-ফুলের ছেলে—
জাগিবে ; জাগিবে তরুণ তাপস
পাপের তিমির ঠেলে।
এই চোখে আমি দেখিব তাহার
ললাটে যজ্ঞ-টীকা,
দেখিব তাহার মহাসত্রের
আহুতি-বিপুল শিখা।
ক্রূর আনন্দ দূর ক'রে দিয়ে
পাঠা রে পাতাল-বাসে,
ধর্ম্মের জয় দেখিব বসিয়া
সপ্ত ঋষির পাশে।

ছন্দ-হিন্দোল

মেঘ্‌লা থম্‌থম্‌, সূর্য্য-ইন্দু
ডুব্‌ল বাদ্‌লায়, দুল্‌ল সিন্ধু!
হেম্‌-কদম্বে তৃণ-স্তম্বে
ফুট্‌ল হর্ষের অশ্রু বিন্দু!

মৌন নৃত্যে মগ্ন খঞ্জন,
মেঘ-সমুদ্রে চল্‌ছে মন্থন!
দগ্ধ-দৃষ্টি বিশ্ব-সৃষ্টির
মুগ্ধ নেত্রে স্নিগ্ধ অঞ্জন।

গ্রীষ্ম নিঃশেষ! জাগ্‌ছে আশ্বাস!
লাগ্‌ছে গায়—কার গৈবী নিঃশ্বাস!
চিত্ত-নন্দন দৈবী চন্দন
ঝর্‌ছে, বিশ্বের ভাস্‌ছে দিশ্‌পাশ!

ভাস্‌ছে বিল খাল্‌ ভাস্‌ছে বিল্‌কুল্‌!
ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌টায় হাস্‌চে জুঁইফুল!
ধান্য শীষ্‌ তার কর্‌ছে বিস্তার—
তলিয়ে বন্যায় জাগ্‌ছে জুল্‌জুল্‌!

বাজ্‌ছে শূন্যে অভ্র-কম্বু;
কাঁপ্‌ছে অম্বর কাঁপ্‌ছে অম্বু;
লক্ষ ঝর্ণায় উঠ্‌ছে ঝঙ্কার
"ওম্‌ স্বয়ম্ভু!" "ওম্‌ স্বয়ম্ভু!"

ঝর্‌ছে ঝর্ঝর্‌, ঝর্‌ছে ঝম্‌ঝম্‌,
বজ্র গর্জ্জায়, ঝঞ্ঝা গম্‌গম্‌,
লিখ্‌ছে বিদ্যুৎ মন্ত্র অদ্ভুত,
বল্‌ছে তিন লোক "বম্‌ ববম্‌ বম্‌"!

'বম্‌ ববম্‌ বম্‌' শব্দ গম্ভীর!
বৃন্তে ছম্‌ছম্‌ স্তব্ধ জম্বীর!
মেঘ্‌-মৃদঙ্গে প্রাণ সারঙ্গে
স্বপ্ন-মল্লার, স্বপ্ন হাম্বীর!

সান্দ্র বর্ষণ হর্ষ কল্লোল!
ঝিল্লী-গুঞ্জন মঞ্জু হিল্লোল!
মূর্চ্ছে বীণ্‌ আর মূর্চ্ছে বীণ্‌কার—
মূর্চ্ছে বর্ষার ছন্দ-হিল্লোল!

কাগজের হাতী

বা

নব্য দিঙ্‌নাগ প্রশস্তি

দূরে থেকে দেখে দিগ্‌গজ ব'লে
ভুল করেছিনু প্রায় তারে,
কাছে এসে দেখি দিগ্‌গজ একি
নজ্‌গজে এ যে এক্‌বারে!
পথ জুড়ে চলে প্রতি পদে টলে,
চ্যাঁচাড়ি-চেরাই-দন্ত রে,
ঘোড়া ভড়্‌কায় দেখে আচম্‌কা,
ছেলে ভয় পায় অন্তরে।
আগে আগে চলে ময়ূরপঙ্খী,
কাগজের হাতী ধায় পিছে,
প্রহ্লাদ-মারা শুঁড়ের বহর,
কিন্তু সে ভুয়ো, সব মিছে!—
ও শুঁড় কারেও মুড়ে তুলে কভু
পাটে তুলে রাজা কর্‌বে কি?
ও শুঁড় কখনো মহালক্ষ্মীব
অভিষেক-ঘট ধর্‌বে কি?
ও শুঁড়ে পাকড়ি বট-পাকুড়ের
পাতাটাও ছেঁড়া যায় না রে,
ও শুধু খাম্‌কা সমাস ভাঙিতে
পটু টোনিসন-টার্ণারে॥

নাপিপ-পীরিতি-কথা

বাক্যে অর্থে ফার্‌খৎ হেরি,
ফার্‌খৎ রাধা শ্যামে ;—
রাসের মঞ্চে নাচিছে আযান,
শিশু রাই নাচে বামে।
যাস্ক স্মরিছে মুস্কিলাসান,
বররুচি কাঁপে প্রাণে ;
ইস্কুলে ঢোকে অমর-সিংহ
শিখিতে কথার মানে!
ডিগ্‌বাজী খায় ছাপার হরফ,
ডিক্সনারী গেল তল,
রসের কুঞ্জে চাষ দিতে আসে
পদ্মাপারের দল!

শব্দ ধ্বনিয়া ধাঁই ধাঁই, করে—
কার্‌দানী বিস্তর ,
গৌড়-বঙ্গ হাঁ করিয়া শোনে
'পূর্ব্ব' মানে যে 'পর'।
অর্থ শব্দ হয়েছে জব্দ
বেফাঁস বাক্য-জালে,
পূর্ব্বরাগের মানে সেই রাগ
ঘটে যাহা পরকালে।
নাপ্পি-খোরের পড়শীরা নোনা-
মাছ গেঁথে বঁড়্‌শীতে,
কবে বাহাদুরী গুম্ফ চুমরি'
নাপ্পি-নায়িকা-প্রীতে!
পূর্ব্বরাগের হাড়েতে দূর্ব্বা
গজাইয়া সারি সারি,
বিশ্বে যা' সাঁচা, বঙ্গে তা' মিছে,
ভণিছে পদ্মাপারী!
বাজাইয়া ধামী বর্জকিনী বামী
কহিছে চণ্ডীদাসে,
"চল বড়ু রসতত্ত্ব শিখিব
পোষ্ট্‌-গ্র্যাজুয়েট ক্লাসে!
তুমি যে রামীর পূর্ব্বপুরুষ
সন্দেহ তার নাই,
পরপুরুষে ও পূর্ব্বপুরুষে
হয়ে গেছে একজাই!
'পূর্ব্ব' মানে যে 'পিছন' হে বঁধু!
সেই কথা পাকা কথা,
ফক্কিকা কৃত ব্যাখ্যান এ যে,
নাহি মিলে যথা-তথা!
পদ্মা পারের প্রতিভা-চেরাগে
নব-বাণী লহ প'ড়ে,
পূর্ব্ব-বঙ্গ মানে সে বঙ্গ
পিছিয়ে যে রয় প'ড়ে।
যাদের কথার টানে সাড়া দেয়,
ডিশিনা নিশিন পাড়া,
তাদের সদনে তত্ত্ব শিখিব,
চল বড়ু, কর তাড়া!"
পূর্ব্বরাগেরে পান্তা করিয়া,
পান্‌সে করিয়া নাড়ী,
নাপ্পি-পীরিতি সাধনার রীতি
বাখানে পদ্মাপারী!

সাল্‌-পহেলী

শূন্যে ঘোরে সূর্য্য শত সোনার চাঁপা ছড়িয়ে রে!
অগাধ আকাশ—নাগর-দোলার দেশ!
চক্রে চলে চন্দ্র-তারা জ্যোতির পরাগ উড়িয়ে রে!
নাইক সুরু, নাই সে গতির শেষ!
সেই অশেষের অনির্দ্দেশে অলখ্‌-লেখার দাগ দিযে
নূতন হ'য়ে নিচ্ছে চিরন্তন ;—
ডালিম্‌-ফুলে উথ্‌লে পুলক.—কুসুম-ফুলে ফাগ দিযে,
চন্নাদের গায় দিয়ে চন্দন ;—
স্বপন-পুরে চল্‌ছে উড়ে দেখিয়ে আঙুল কোন্‌ দূরে,
না পাই এ'চে কয় কি ইসাবায়,
আশ্যার আলোয় গলিয়ে আঁধার জ্বালিয়ে বাতি কর্পূরে
চাঁদেব চোখে চমক দিয়ে চায়!
উড়িযে ফ'ুয়ে তুলোট-পুঁথি ধুলোট খ্যালে চুল্‌বুলে—
ফুল-বিলাসী দখিন হাওয়া, তাই,
সুর হেনে তিন পিচ্‌কিরি পিক দ্যায় জাগিয়ে বুল্‌বুলে-
পাপিযা শ্যামার কণ্ঠে বিবাম নাই!
সিঁদুব-মাখা সোনার মোহব কৃষ্ণচূড়া তাই ঢালে
সদর-পথে দরাজ ক'রে মন,
আনন্দেরি মুদ্রা ঝরে বকুল-ফুলের টাঁকশালে,
আলোয় আলো গন্ধরাজেব বন!

পাওনা দেনার গদিতে আজ গাওনা চলে দিল্‌খোলা,
দম্‌কা খরচ কর্‌ছে বেনেব দল.
কেবল ধুনো-গঙ্গাজলে আজ খুসী নয হাটখোলা.
আজকে সেথায় চল্‌ছে গোলাপ-জল!
চল্‌ছে খুসীর সওদা শুধু, চল্‌ছে নিছক শিষ্টতা—
প্রসন্নতার সদাব্রত আজ,
আনন্দ আজ মূর্ত্তিমন্ত, কুটিল ভুরুব ক্লিষ্টতা
তলিয়ে গেছে কোন্‌ অতলের মাঝ!
পান্না-পাঁতির ছিল্‌কে দিয়ে সাজিয়ে অশথ দেবদারু
তরুণ হ'তে ডাক্‌ছে তরুর দল,
নূতন পাতার নূতন খাতা!...আজ বাকী না রয় কারু
খুল্‌তে হৃদয় ভুল্‌তে অকৌশল!
বাতিল হ'ল বকেয়া কেতাব, আর যেন না যায় দেখা
অসংখ্য ভেল অসংখ্য ভুল তার,
নিরঙ্ক এই নূতন খাতায় নিষ্কলঙ্ক লেখ্‌ লেখা,
পঙ্কে ফুটুক পদ্ম চমৎকার!

জানিয়ে দে রে এই প্রভাতের নবীন প্রভার দেব্‌তাকে
নূতন হবার শক্তি চিরন্তন,
ডুবিয়ে দে রে অনুশোচন, যা কিছু আক্ষেপ থাকে—
আজকে ক্ষ্যাপা! সব দে বিসর্জ্জন।
তাজা হবার তাগিদ্‌ এল সৃজন ক'রে নওরোজে,
জঞ্জালে আজ আগুন জ্বালার দিন,
চাকার ভিতর চল্‌ছে চাকা, বুঝ আছে যার সেই বোঝে,
জমায় পাড়ি অগাধ জলের মীন।

দিন কিনে নে প্রাণের হাটে ঘূর্ণি-ঘোরার মাঝখানে
বৃহৎ প্রাণের চাই রে রসদ চাই,
নূতন তারে সাজিয়ে সেতার চল্‌ সে গুণীর সন্ধানে,
নবীন প্রাণের গান আছে যার ঠাঁই।
প্রাচীন শাখী তরুণ হ'ল কিসলয়ের হাস্যে রে,
বিশ্বে চলে রসের রসায়ন,
নূতন তালে রক্ত চলে হিয়ায়, হাওয়ায়, লাস্যে রে,
নবীন আলোয় বিভোল্‌ দু'নয়ন!
চিরদিনের ঘুরুন্‌-পাকে এই যে নূতন মন-গড়া
এর সাথে আজ মিলিয়ে নে রে হাত,
অশোক-ফুলের স্তবকে, দ্যাখ, রাঙা-চেলীর গাঁটছড়া
জর্দ্দা-চেলীর উত্তরীয়ের সাথ!
বাঘছালে যার নাগের বাঁধন তার দু'নয়ন ঢুল্‌ছে রে
ভুল্‌ছে সে আজ বিষাণ-বাদন তার,
আরম্ভের বোল্‌ কেবলি ডমরু তার তুল্‌ছে রে,
অম্বরে ভায় স্বয়ম্ভু-ওঙ্কার!

ভীম-জননী

[ভীম-জননী কুন্তী যখন পঞ্চপুত্র সহ একচক্রাপুরে অজ্ঞাত-বাস করিতেছিলেন, সেই সময়ে একচক্রার রাজচক্রবর্ত্তী বক-রাক্ষসের নিয়মে প্রজাদের ভিতর হইতে প্রতিদিন এক-এক জনকে রাজার আহার্য্য হইতে হইত। কুন্তী যে গৃহে ছিলেন একদিন সেই গৃহের সকলকে কাঁদিতে দেখিয়া, কারণ জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারেন যে, সেদিন ঐ পরিবারের মধ্যে কোনো-একজনের রাক্ষসের মুখে যাইবার পালা। কুন্তী আশ্রয়দাতা-গৃহস্বামীকে অনেক বুঝাইয়া নিজ পুত্র ভীমকে বকের কাছে পাঠান।]

গায়ের রোঁয়া যায় না দ্যাখা, সন্ধ্যা হ'ল রাত্রি আসে ;
কুয়াসা কি জমাট দ্যাখো, একটি তারাও নেই আকাশে!
পাখীর ডাকা ঘুমিয়ে গেল, ঝিঁঝির ডাকা ঝিমিয়ে জাগে ;
ডাল্‌-পালাতে অন্ধকারের অন্ধ হাওয়ার উছট্‌ লাগে।

শব্দ কি ও ? ভীম কি এল ?...কেউ না, বুঝি নেক্‌ড়ে তবে—
সাঁঝ না হতেই গাঁয়ের পথে শুক্‌নো পাতায় ফির্‌ছে, হবে।
ব্রাহ্মণেদের বাস্তু এ গ্রাম, বাণের শঙ্কা নাইক মোটে,
তাই শিকারের অন্বেষণে জনপদেও আপদ্‌ জোটে।
নাই সাহস একচক্রাপুরে, ধর্‌তে ধনুক কেউ না জানে,
নইলে কি বক-রাক্ষসে রাজচক্রবর্ত্তী মানুষে মানে ?
পালা ক'রে গাঁয়ের লোকে রাক্ষসে দ্যায় মানুষ খেতে,
শকট ভ'রে অন্ন জোগায় প্রত্যূষে হায়, প্রত্যেকেতে।
পালা এল এই ঘরে আজ কান্নারোলের মধ্যিখানে—
ঠাঁই দিলে যে নিরাশ্রয়ে রাক্ষসে আজ তাদের টানে!
মাথা গুঁজে যাদের ভিটায় নির্ব্বাসনের ক্লেশ ভুলেছি,
তাদের মুখে কি শুনি আজ ? চম্‌কে গেছি, চম্‌কে গেছি!
রাজায় প্রজায় খাদ্য-খাদক! কেমন রাজা! কেমন প্রজা!
এ অনাচার সয় না প্রাণে স্পষ্ট ব'লে দিলাম সোজা।
কাঁচা মাথা খাজ্‌না নেবে? এই কি, ছি ছি, রাজার রীতি,
নইলে পরে শাস্তি দেবে জ্বালিয়ে ভিটা জাগিয়ে ভীতি!
চম্‌কে গেলাম ব্যাপার শুনে, অনার্য্য এ, অনার্য্য এ ;
অব্রহ্মণ্য ব্রহ্মাবর্ত্তে! ব্রাহ্মণেরে বুঝিয়ে ক'য়ে—
উপরোধে পথ রুধি তার,—অনুরোধের আঁচল গলে,—
বন্ধ ক'রে দিলাম যাওয়া ; পাঠিয়ে দিলাম তার বদলে
ভয় বিজয়ী ভীমকে আমার আশীর্ব্বাদের কবচ দিয়ে,
ধনুর্ব্বাণে সাজিয়ে নিজে, বীর যে এ মোর পীযূষ পিয়ে।
বনবাসের দুর্গ যে মোর, মত্ত হাতীর বল যে ধরে,
বৃকের প্রতিমল্ল যে বীর, পাঠিয়েছি সেই বৃকোদরে।
জয়ী হবে পুত্র আমার মুখ তুলে চান্‌ দেব্‌তা যদি,
হবে সে একচক্রাপুরের চক্রবর্ত্তী দৈত্য বধি'।
ঠাকুর! ঠাকুর! চ্যাঁচায় প্যাঁচা! বুকের ভিতর মুচ্‌ড়ে ওঠে,
গায় কাঁটা দ্যায়...ভীমকে আজি পাঠিয়েছি রাক্ষসের কোটে।
বালাই! বালাই!. কি ছাই ভাবি ডেকেছে কর্ত্তব্য তাকে,
নিত্য ভয়ে দ্যায় যে অভয় বিপদে তায় দেব্‌তা রাখে।
তাজা বুকের রক্ত যে চায় খাজনারূপে প্রজার কাছে,
কাঁচা মাথার মজ্জা যে খায়, নিত্য নরমাংস যাচে,
তার দাবীতে সই দিয়ে লোক বেঁচে ম'রে রয় কি করে,
কেমন ক'রে বাঁচে মানুষ কাঁটার শেষে সাপ-শিয়রে!
শুনেছি ক্রূর রক্ষা করে এ-গ্রাম পর-চক্র হ'তে
গলাতে কেউ নারে মাথা হেথায় নাকি কোনই মতে ;
পারে না কেউ দাঁত বসাতে এম্‌নি নাকি জল্লুস্‌ দাঁতে,
প্রজার মাথা খরচ শুনি দাঁতের জলুস্‌ রক্ষা-খাতে!
শাসন কড়া, শাস্তি চরম, তেমন শান্তি যমের ঘরে,
রাক্ষসের এই রাখালীতে জীয়ন্তে লোক রয় রে ম'রে।

পরের চক্র ব্যর্থ করার বেতন বড় নিচ্ছে বেশী,
তপস্বীদের খাচ্ছে মাংস পশুর মতই এ রাজ-বেশী।
পালা ক'রে প্রাণ দিতে যায় অজগরের-দৃষ্টি-জরা,
বরাদ্দ রোজ একটি মানুষ!—রাক্ষসের কি রক্ষা করা!
বাঁধা-বিধান নিত্য-সেবার—আজ ছেলে যায় কাল্‌কে পিতা,
নইলে ঘটায় অনর্থ হায়, ঘরে ঘরে শোকের চিতা!
নাই মানুষে একচক্রাপুরে, এমন নিদেশ নইলে মানে?
খাজনা নেবে ছেলেব মাথা, মানুষ হয়ে সইবে প্রাণে!
ভীম গিয়েছে তাব কাছে আজ আপ্‌নি দিতে গ্রামের দেয়;
আমাব ছেলে, . বীব সে ছুঁতে পার্‌বে না কেশাগ্র কেহ।
মর্ত্ত্য পাতক মানুষ-খাদক নষ্ট হবেই; দেব্‌তা আছে,
ধর্ম্ম-ক্রোধেব দীপ্ত পাবক পাবে নাকো ভীমের কাছে।
জয়ী হ'যে ফির্‌বে ছেলে, দিব্য চোখে দেখ্‌ছি আমি,
শুন্‌ছি কানে জয়ধ্বনি, পুষ্পবৃষ্টি আস্‌ছে নামি।
সংশয়ে মন দ্যায না আমল, দ্যায নাকো ঠাঁই আশঙ্কাবে,
ব্যথাই পেলাম, পেলাম না ভয যুধিষ্ঠিরেব তিবস্কারে।
যতই আমায দুষ্‌ছে লোকে, বল্‌ছে যতই দুঃসাহসী,
টল্‌ছে না মন আজ সে যেমন অত্যাচারেব মৃত্যু অসি!
আজ সে যেন বিধিব বজ্র, স্বয়ং যোগান্‌ বল বিধাতা,
আজ দেখেছি ছেলেব দেহে অভয়ব্রতী অভয-দাতা!
তাই পেরেছি পাঠিযে দিতে মূর্ত্তিমন্ত মৃত্যু-মুখে,
অন্যাযে যার প্রতিষ্ঠা তার কব্‌তে পরখ দুর্গে ঢুকে।
পাঠিয়েছি আজ কিশোব পুত্রে ক্রূরের ঘরের কৃপাণ পাণি,
প্রাত্যহিকী হত্যালীলা দেখ্‌তে নারি ক্ষত্রিযাণী।
সর্ত্তে বেঁধে শুষ্‌বে রক্ত! বাজস্বে প্রাণ কর্‌বে দাবী!
আতঙ্কে লোক সঙ্কুচিত নরলোকে নবক ভাবি'!
অনার্য্য এ রাক্ষসী রীতি এর সাথে নয় কোনোই রফা,—
অজগরেব গরাস হ'য়ে পাংশু-মুখে ইষ্ট জপা!
হোক না সে একচক্রাপুরে দৈত্য একছত্র প্রভু,
পরের চক্রে বাঁচায ব'লেই কুক্রিয়া নয মান্য কভু!
মানুষ যে খায় মান্‌ব না তায়—অন্যাযে সে কায়েম করে,
নিত্য পাপে সিক্ত সে নীচ,—বিধির বজ্র তাব উপরে;
সে বজ্র আজ পুত্র আমাব—ক্ষুদ্র মানুষ মাত্র সে নয়,
রাক্ষসেদের সেই প্রতিযোধ, আজ বিধাতার নিশান সে বয!
নিশ্বাসে তার ছিন্ন হবে অন্যায্যের কুজ্ঝটিকা,
নৃশংস বক-রাক্ষসেরি লুপ্ত হবে রাজার টীকা,
ভয়ের গুমোট্‌ কাট্‌বে, আবার প্রসাদ-বাতাস বইবে ফিরে,
এ বিশ্বাসেই পাঠিয়েছি তায়, সাজিয়ে তারে ধনুক-তীরে।
দেবতা যদি মুখ তুলে চান্‌, ফির্‌বে সে মোর সগৌরবে,
রুদ্র যদি রোদন পাঠান—সইতে হবে, সইতে হবে।

হৃদয় যারে বল্‌ছে শ্রেয় তাই বরেছি সরল মনে,
অসময়ে ঠাঁই যে দেছে করেছি রোধ তার মরণে।
সাপের মুখে পাঠিয়ে ছেলে দিয়েছি আজ অভয় চিতে,
নগর-জোড়া অভিশাপের আওতারি ঘোর ঘুচিয়ে দিতে।
জয়-পরাজয় হাত কারো নয়, যুঝ্‌তে হবে শ্রেয়ের লাগি ;
অজগরের দাঁড়িয়ে ঘরে লড়াই, বিধির আশিস্‌ মাগি।
আশীবিষের বিষ-দাঁতে হাত ..বীর যে হবে...সেই লাগাবে,
ওপ্‌ড়াতে দাঁত পাবুক্‌, হারুক্‌, ম'লেও জগৎ কীর্ত্তি গাবে।
এই তো জানি ক্ষত্র-রীতি, ক্ষত্রিয়াণীর এই সে বাণী,
জয় না হ'লেও মান্‌ব না ভয়, আসুক বিপদ, আসুক হানি!

চরকার আরতি

এস এস চির-চারু চির-চেনা চরকা!
এস ঘরে শ্রীর পাদপদ্মের ভোম্‌রা!
অপলক চক্ষেব জেবলে কোটি দেউটি
তোমার আরতি করি ত্রিশ কোটি আমরা।

শিবের ললাটে চাঁদ, সে চাঁদের বক্ষে
অঙ্কিত তোমারি সে স্বস্তিক-মূর্ত্তি,
ঘরে ঘরে জেবলে দাও হবষের জ্যোৎস্না,
ঢেলে দাও দেহে প্রাণে কর্ম্মের স্ফূর্ত্তি!

খুল্লনা-হেন দীনা শ্রীহীনা এ বঙ্গ,
তুমি এলে ফিরিবে শ্রী,—ফিরিবে শ্রীমন্ত,
বাংলার ফিবে এস পুরাতন বন্ধু,
অশরণা দুখিনীর কর দুখ অন্ত।

এস বাস্তুর প্রিয়! গৃহমেধী শিল্পে—
জীয়াইয়া গৃহে গৃহে পাল হে গৃহস্থে,
বস্তির দস্তুর হ'য়ে যাক্‌ লুপ্ত,
দুর্ভিক্ষের রাহু যাক্‌ চির-অস্তে।

যে দেশে বানাত টুপি নিজ হাতে বাদ্‌শা
পদতলে ছিল যার দিল্লীর তক্ত,
চরকার চর্চ্চায় সেথা কার লজ্জা?
হিন্দু ও মোস্‌লেম চরকার ভক্ত।

তোমারে করিয়া হেলা, শুনি চীন-পুরাণে,
বঞ্চিতা পতি-প্রেমে সূর্য্যের কুমারী ;

হ'ল স্বামী-সোহাগিনী সেবি' পুন তোমা' সে,
পূজার প্রচার চীনে তদবধি তোমারি।

ময়দানবের দেশে ইন্‌কার পেরুতে
গৃহে গৃহে পূজা পেতে তুমি গৃহ-দেবতা,
পতিপ্রাণা পেনেলোপে ঘেরে পর-পুরুষে,—
বাঁচায়েছ তুমি তারে, কে না জানে সে কথা।

তোমারে নিধান ক'রে তিনি বোন নির্যাত
রচে নিতি দুনিয়ার ভাগ্যের সূত্র,
অধনের ধন তুমি চির-যুগে ধন্য,
অনাথার স্বামী তুমি অবীরার পুত্র।

সতী সে মগের রাণী সতিনীর কুৎসায়
হ'ল যবে বনবাসী, তুমি দিলে অন্ন ;
সখী তুমি ব্রিটেনের রাণী আনি বুলেনের
কাড়াকাড়ি যার বোনা 'মিটেনে'র জন্য।

কবি কবীরের মিতা সঙ্গীতে সঙ্গী
তোমারে বরণ কবি কবীরেরি সঙ্গে,
কিংলীয়রের কবি হ্যাম্‌লেট-স্রষ্টা
করেছে তোমার সেবা কৈশোর রঙ্গে।

বুলবুল-কুল শোনো উল্লাস-অন্তর
বলিছে কি বস্‌রাই গোলাপের ফুলে নীল,—
"ইরাণের কবিবর জুলাহা-ই-অব্‌হর্‌
চরকার চর্চ্চায় মশ্‌গুল হর্‌দিন।"

শুভ-সূচী! এস শুচি-জীবনের বন্ধু!
কর্ম্মীর হে সুহৃৎ! অকেজোর শুদ্ধি!
কৃষাণীর কি রাণীর যতনের রত্ন!
দানো ফিরে জনে জনে মর্য্যাদা-বুদ্ধি।

ভুখা যে তোমার বরে লভুক্‌ সে আরবার
আত্মবশের স্বাদ—আপনাতে নির্ভর ;
যন্ত্রের যন্ত্রণা দূর হোক দুনিয়ার,
কলে-গড়া 'কম্ফর্ট্‌'!—খেসারৎ বিস্তর।

নগরের নোংরায় ডুবে যায় সম্ভ্রম,
ম্লান করে মানুষেরে চিম্‌নীর নিঃশ্বাস,
অকুলীনা 'কুলি' নাম—পঙ্কের অঙ্ক
মুছে দাও, দাও তুমি বিশ্বেরে আশ্বাস।

ভস্মলোচন নব ভব্যতা রুক্ষ
কল ক'রে গিলে খায় জোয়ানের জোয়ানী,
চু'য়ে যায় ক্ষেত-ভূ'ই চিম্‌নীর ধোঁয়াতে,
গঙ্গা সে সেপ্‌টিক্‌ ট্যাঙ্কের ধোয়ানী!

ভূত-বাদুড়ের মত বুক চাপে বিশ্বের
বাষ্পীয় সভ্যতা ইস্পাত-দন্ত,
কার্‌খানা মানুষের হাড়খানা বাদে আর.
সব খায়, আয়ু বল সব করে অন্ত।

ঘর্ঘর কলঘর থর্‌-থর্‌ ইমারৎ,
বুক-দুর্ব্বল-কবা অহরহ কম্প,
দানবেব দাঁতগুলো ঝল্‌সিয়ে দৃষ্টি
নরমাংসেব লোভে দ্যায যেন লম্ফ!

বাঘের গলার হাড় বার কবে চড়ুয়ে!
দানবের পেটে ঢুকে মানবেরা কবে কি!
যাবে যে হজম হ'য়ে নিগমের আগেতেই!
হু'স্‌ নাই! হাঁশফাঁশ্‌! ওঠে কি সে পড়ে কি!

সাবি সারি খাটে কুলি স্ত্রী-পুরুষ এক্‌সা,
রাশ রাশ ওড়ে ফে'শো, পেটে গেলে যক্ষ্মা,
ঘড়ঘোড়ে কল-ঘরে কার শিশু সুপ্ত?
ধুলো-তুলো বোধে শ্বাস, কেবা করে রক্ষা?

বাস্তুতে ঘুঘু চবে, তাব ঠাঁযে বস্তি!
উবে গেল উড়ে গেল মমতাব প্রিয নীড়;
কুলিনী কোলেব শিশু ফেলে' স্বামী রুগ্‌ণ
ভেগে যায় 'মেট্‌' সাথে, অনাচার করে ভিড়।

পদে পদে বাড়ে শুধু হৃদয়ের লঙ্ঘন—
ময়দানে কাঁদে কচি গোপনের পয়দা,
সহরের বিষ ঢোকে পল্লীর ঘর ঘর—
লালসার লোল শিখা বাড়ে রে বে-ফয়দা।

ধ্বসা পশ্চিমা লেগে প'চে যায় দুনিয়া,
ছেয়েছে কুকুর-লোভী কামনার ছোঁয়াচে,
শয়তান লেলিয়েছে বোতলের বেতালে,—
দহিছে আগুন-পানি, কে বাঁচাবে ও-আঁচে?

বিজ্ঞান-বিজ্ঞের বিজ্ঞতা-ঝট্‌কায়
উড়ে গেল 'ওপ্‌পাট'! উপে গেল সদ্য!

হাজারো নিরীহ প্রাণ অকারণ বলিদান
দেমাকে করাতে পান ডাকিনীর মদ্য!

জগৎ ফুকারি' বলে, ক্ষমা দে রে আর না,
নাচাস্ নে ভূত আর অভিচার-মন্ত্রে,
সাধনার শব জেগে সাধকের মুণ্ড
ঘন ঘন করে দাবী ভৈরব-মন্ত্রে!

ব্যথিত দুনিয়া কাঁদে ; এস তুমি চর্‌কা!
কলবলে কাজ নাই, প্রাণ চায় শান্তি।
এসো ফিরে দুনিয়ায়, ধ্রুব হও বাংলায
শিল্পীর ইজ্জৎ! শিল্পের নান্দী!

হিংসা-বিবাগী জনে দিলে তুমি সুবসন,
ব্রাহ্মণে হে পুরোধা! দিলে তুমি পৈতা ,
বাখানিতে তব গুণ ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখ,
বল দেখি কোন্ মতে এক মুখে কই তা'?

মিছিল সাজাযে করি মোবা তব উৎসব,—
বস্ত্র-সবিতা তুমি ক্রোর-দাতা বঙ্গে,
আব্‌রুয়াঁ, শব্‌নম্, জাম্‌দানী, মস্‌লিন্,
স্বপ্নের কিংখাব নিয়ে এস সঙ্গে।

ঘরে ঘরে আরবার ঠাঁই নাও আপনার,
চারুতায় ছাই দাও মিল্ মেড্ শিল্পে,
কাবু-ছত্রেব ছাতা'। বিশাইএব হাতিযাব।
গেঁথে তোলো গ্রামে গ্রামে ঋদ্ধির পিল্পে।

"যা কিছু নিজের বশে সেই সুখ-স্বর্গ"
প্রতি গৃহ-কোণে রহি দাও এই মন্তব,
চিব-দুর্ভিক্ষেব কর তুমি উচ্ছেদ,
মর্য্যাদা-বোধে ভর গরীবের অন্তর।

শিশিবে যেমন ক'রে পালক গজিযে তোলে
প্রকৃতির ইঙ্গিতে পাখীদেব অঙ্গ,
কল্যাণে চরকার আপনার দর্‌কাব
পূরণ করুক আজ সেইমত বঙ্গ।

পর-প্রত্যাশা ছার দূর হোক সবাকার
নিঃস্বে স্বয়ম্প্রভু হোক উদ্বুদ্ধ।
পতিতা ত্যজিয়া পাঁক সৎপথে ভাত পাক্,
অবিরোধে মরণের দ্বার হোক রুদ্ধ!

বাঙালী পল্টনের গান

এক হ'ল আজ অষ্ট বজ্র,—যুদ্ধ ভয়ংকর!
শংকাহারীর ডংকা বাজে বক্ষে নিরন্তর।
মর্দ্দ যারা মর্‌তে জানে—নেই কিছু কেয়ার,
হাত আছে যার সেই ছুটেছে ধব্‌তে হাতিয়ার।
সাঁচ্চা পুরুষ-বাচ্চা যারা নাচ্‌ছে তাদের মন,
মবুক বাঁচুক কর্‌বে লড়াই—এই সে আকিঞ্চন।
এমন দিনে ঘরের কোণে কে পাবে থাক্‌তে?
মন আমাদের যুদ্ধে গেছে কেহই না ডাক্‌তে।
শরীব শুধুই পিছিয়ে মোদের, এগিয়ে গেছে মন—
মানস-লোকে মার্চ্চ ক'রে যায় বাঙালী-পল্‌টন।

মন আমাদের খাকী প'রে সেজেছে সোল্‌জার,
এমন সময় হুকুম এলো—পরোযানা রাজার।
পরোয়ানা এ প্রাণ-মাতানো—এমন দেখি নাই,
মন এতদিন যা চেয়েছে আজ পেয়েছি তাই।
জোয়ান্‌! তোমার জোয়ানী আজ দেখ্‌বে জগতে,
ঘবের পবের বাড়্‌বে আস্থা তোমাব তাগতে;
অস্ত্র ধব! প্রাণের আদেশ কব্‌বে কে পালন?
বেবিয়ে পড়! বেরিয়ে পড়! বাঙালী পল্‌টন্‌!

* * *

অস্ত্র-দীক্ষা সমব-শিক্ষা নতুন তোমার নয়,
চার যুগই যে দিচ্ছে তোমাব শৌর্য্য-পবিচয়;
দিগ্‌বিজয়ী রঘুব সঙ্গে তোমরা যুঝেছ,
কীর্ত্তি রঘুর গঙ্গা স্রোতে হেলায় মুছেছ।
আঠারো দিন বিষম লড়াই কর্‌লে অহর্নিশ
ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে বঙ্গ-প্রাগ্‌জ্যোতিষ।
শৌর্য্যে তোমাব গৌড়েতে রাজলক্ষ্মী আকৃষ্টা,
তোমার বাহু কর্‌লে কপিল্‌-বাস্তু প্রতিষ্ঠা,
তোমার সৃষ্টি সাতগাঁ এবং শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধন,
কান্‌সোনা সে তৈরী তোমার বাঙালী পল্‌টন।

* * *

শক-হূণে আতঙ্ক মোদের কিসের? তা' ভাই বল্‌,-
রাক্ষসেদের লঙ্কা কেড়ে বানিয়েছি সিংহল।
গঙ্গার আ'লে বসত্‌ করি আমরা বাঙালী,
যার নামে গ্রীক্‌ সৈন্য হঠাৎ সাহস কাঙালী।

কাশ্মীরেতে দুঃসাহসী নিশান উড়ালে,
রাজার ইষ্টদেবের মূর্ত্তি ক্রোধে গুঁড়ালে.—
কেশাগ্র কেউ নারল ছুঁতে—চক্ষে হুতাশন,
মেঘের মতন আওয়াজ গলার বাঙালী পলটন।

রাজ্য-হারা জয়াপীড়েব তোমবা হে সহায,
আর্য্যাবর্ত্ত জয় ক'বে থোও পাল-রাজাদেব পায,
হাতীর হলকা ছুটলো তোমাব দক্ষিণাপথে,
মগ-মোগলে রুখলে তুমি নৌকাতে বথে।
নিমক-হারাম হায গো যে-দিন মুলুক খোয়ালে,
বৃদ্ধ রাজার সঙ্গে ক্ষোভে মাথা নোয়ালে ;
দু'দিন পরেই বাংলা ছেড়ে নিশান অগণন
উড়ল তোমার কাংড়া-গড়ে! বাঙালী পলটন!

*　　　*　　　*

সিংহবাহুর তোমবা বাহু দৃপ্ত সুবিশাল,
চাঁদ-প্রতাপের কেদাব রাযেব তোমরা খাঁড়া ঢাল!
শশাঙ্ক আর গণেশ রাজাব সাঁজোযা বজ্রসার,
তোমরা বিজয়সিংহ দেবেব পাথব যে কেল্লাব!
ফ্রান্সে তোরা অস্ত্র ধরিস ভীষণ বিপ্লবে,
ব্রেজিলেতে সৈন্য চালাস অমর গৌরবে ,
নামজাদা লাল পলটনে, ভাই. তোরাই ছিলি, শোন্,
এম্পায়াবের ভিৎ গেড়েছে বাঙালী পলটন।

আজকে আবাব ডাক এসেছে—যুদ্ধে যাবার ডাক,
লাভ ক্ষতি কে খতিযে দ্যাখে? হিসাব এখন থাক।
বেরিয়ে পলাম স্পন্দনেতে বৃহৎ জীবনেব
কুচ-কাওয়াজের ছন্দে মেতে আনন্দে মনের!
অনেক লোকের সঙ্গে যাব, যাব অনেক দূর,
পরব খাকী, ধরব কিরীচ, এই সুখে ভরপুর!
বুকের বলে করব মোবা অসাধ্য-সাধন
কাম দ্যাখালেই কম্যাণ্ড পাবে বাঙালী পলটন।

*　　　*　　　*

পরোয়ানা ভাই পেইছি যখন, কুছ পরোয়া নেই,
কাঁধে সঙীন উড়িয়ে নিশান চলব এগিয়েই ;
কি পাই, না পাই, আমরা তা ভাই মোটেই ধরিনে,
মার্চ্চ ক'রে যাই গোলার মুখে খেয়াল করিনে।

কিছুই চাওয়ার ধার ধারিনে আজ মোরা বিল্‌কুল,
বীরের বরণ লাভ ক'রে মন ফুর্ত্তিতে মশ্‌গুল্‌।
যশের পথে জয়ের পথে চল্‌ছে ছুটে মন,
উড়িয়ে নিশান গান গেয়ে চল্‌ বাঙালী পল্‌টন!

ঘুম-গুম্ফায়

সেথা তন্দ্রার বীণ্‌কার মঙ্গল গায়!
সেথা মেঘ-মল্লীর বন অঙ্গন ছায়!
সেথা অর্ব্বুদ পর্ব্বত অদ্ভুত ঠাম!
সে যে দুর্গম দুশ্চর যক্ষের ধাম!

সেথা ঘুম্‌-ডাইনীর হাই দেখ ঝাপ্‌সায়,
যেন গুগ্‌গুল্‌-মশ্‌গুল্‌ ঢেউ আফ্‌শায়,—
সেথা দিয়ে গায় কুয়াসার ভোট-কম্বল
যত উদাসীন্‌ বাতাসের ঘোঁট মণ্ডল!

সেথা লামাদের কপালের ডমরুর সাথ—
ওঠে কঙ্কাল-বংশীর তান দিন রাত!
সেথা চলে জপ অবিরল জপ-যন্ত্রে!
সেথা ঘোরে থাম 'মণি-পাম্‌-হুম্‌' মন্ত্রে!

সেথা দিনরাত বিশ-সাত দীপ উজ্জ্বল,
সে যে তিন রত্নের নীড়,—হেম-উৎপল!
সেথা পূজা পায় ত্রিপিটক পুষ্পে ঢাকা,—
কত অবতার দেবতার মূর্ত্তি আঁকা।

সেথা বুদ্ধের বিগ্রহ গম্ভীর ভায়,
যেন শান্তির আগ্রহ আশ্রয় পায়,
যেন আত্মার মুক্তির নির্ব্বাক্‌ গান,
যেন বিশ্বের ঝঙ্কার শেষ,—নির্ব্বাণ!

সেকি দৃষ্টির চন্দন-বৃষ্টি, মরি,
নিতে সৃষ্টির সন্তাপ-রিষ্টি হরি',
সেকি কাঞ্চন-চম্পক-লাঞ্ছন রূপ,—
সেকি সৌরভ-তন্ময় পুণ্যের ধূপ!

সেথা ঝিল্লীর উল্লাস-হিল্লোল-বায়
লাগে নিত্যের নিঃশ্বাস চিত্তের গায়!
সেথা সূর্য্যের চোখ সদা ধ্যান-মগ্ন,
মহা শান্তির কান্তিতে মন লগ্ন!

সেথা মহাপুরুষের ছায় মহামহীয়ান্
কত তৃষাতুর অমৃতের পায় সন্ধান,
সেথা বিশ্বের বীণ্‌কার যুগ যুগ ধায়
সেই কুঙ্কুম-রুম্‌ঝুম্ ঘুম-গুম্ফায়!

বুদ্ধ-পূর্ণিমা

মৈত্র-করুণার মন্ত্র দিতে দান
জাগ হে মহীয়ান্! মরতে মহিমায়;
সৃজিছে অভিচার নিঠুর অবিচার
রোদন-হাহাকার গগন-মহী ছায়!

নিরীহ মরালের শোণিতে অহরহ
ভাসিছে সংসার, হৃদয় মোহ পায়,
হে বোধিসত্ত্ব হে! মাগিছে মর্ত্ত্য যে
ও পদ-পঙ্কজে শরণ পুনরায়॥

মনন-ময় তব শরীর চির নব
বিরাজে বাণীরূপে অমর দ্যুতিমান্;
তবুও দেহ ধরি, এস হে অবতরি'
হিংসা-নাগিনীরে কর হে হতমান।

জগত ব্যথা-ভরে জাগিছে জোড়-করে
এ মহা-কোজাগরে কে দিবে বরদান,
এস হে এস শ্রেয়! এস হে মৈত্রেয়!
ক্রূরতা-মূঢ়তার কর হে অবসান॥

হে রাজ-সন্ন্যাসী! বিমল তব হাসি
ঘুচাক্ গ্লানি তাপ কলুষ সমুদায়;
ক্রোধেরে অক্রোধে জিনিতে দাও বল,
চিত যে বিচলিত,—চরণে রাখ তায়;

নিখিলে নিরবধি বিতর 'সম্বোধি'
মরমী হোক্ লোক তোমারি করুণায়
ভুবন-সায়রের হে মহা-শতদল!
জাগ হে ভারতের মৃণালে গরিমায়॥

চাঁদের করে গড়া করভ সুকুমার,
ভুবন-মরুভূমে মুরতি চারুতার;

বিরাজো চারুহাতে অমিত জোছনাতে
জুড়াতে জগতের পিয়াসা অমিয়ার!

তোমারি অনুরাগে অযুত তারা জাগে,
তৃষিত আঁখি মাগে দরশ আর-বার,
ভারত-ভারতীর সারথি চির, ধীর,
তোমারি পায়ে ধায় আকুতি বসুধার॥

মুনির শিরোমণি! হৃদয়-ধনে ধনী!
চিন্তা-মণি-মালা তোমারে ঘিরি ভায়,
বসিয়া ধ্যান-লোকে নিখিল-ভরা শোকে
আজো কি শতধারা কমল-আঁখি ছায়?

মমতাময় ছবি! তোমারে কোলে লভি'
ভূষিত হ'ল ধরা স্ববগ-সুষমায়,
করুণা-সিন্ধু হে! ভুবন-ইন্দু হে!
ভিখারী জগজয়ী! প্রণতি তব পায়॥

কাঠগড়া

জীবন-সিন্ধু-জলের ঢেউয়ে ধাক্কা খেয়ে হয় যারা চুর্‌মার,
ঝড়-তুফানের খেল্‌না-হেন গুঁজ্‌ড়ে মাথা পড়ে হাজার বার,
কালের জোয়ার হুড়িয়ে তাদের এই ঠিকানায় হাজির করে রোজ—
ব্যথার ভয়ের রোষের মূর্ত্তি! হেথায় এলে সবার মেলে খোঁজ,
এখান দিয়ে যায় চ'লে সব রসাতলের তলায় একেবারে,
ক্লিন্ন-দেহ দীর্ণ-আত্মা তলিয়ে হঠাৎ মিলায় অন্ধকারে;
মিলায় তাদের অপরাধের অবসাদের স্মৃতি নিরাস্বাদ—
হোটেল-খানার বদ্‌হজম আর শুঁড়িখানার আবর্জ্জনার গাদ।
সকল কসুর মেনে নিয়েও জুড়িয়ে ক্রমে আসে মনের রাগ,
থাকে শুধু শোণিত-চিহ্ন থাকে শুধু চোখের জলের দাগ।

এখানে কার ঠাঁই হ'ল আজ? ঘৃণার চোখে ওরে দেখিস্‌ নে রে,
চল্‌তে না হয় পারেইনি ও,—আইনকারে বেবাক আঁখি ঠেরে
বন্ধু! সবুর! কাঠগড়াটার ঝাড়্‌ছ কেন ধুলো মনের ভুলে?
কাঠগড়াতে যারা দাঁড়ায় অশুচি তো নয়কো তারা মূলে,—
অন্তত নয় তেমন,—যেমন গলা-কাটা মহাজনের দল,
কিম্বা যেমন জমীদারের জুলুম-জবর আম্‌লা নায়েব খল।
কাঠগড়া তো অশুচি নয়, অশুচি ও নয়কো কোন-মতে,
ওখানে তো জজ বসে না,—ফাঁসীর হুকুম হয় না ওখান হ'তে।

বেতালের প্রশ্ন

(অর্চ্চনায় "ঘরে বাহিরে" কবিতা পাঠে)

পরিচয় দিয়ে যাও গো চলিয়ে,
হিঁদুয়ানী-অবতার আমার!
সন্দীপ-কৃত সীতাব প্লানিতে
বোতাম বিদরে যার জামার?

"ঘবে বাইরে"টা ঘরের বাহির
করিতে তো তুড়ে ফয়তা দাও,
হিন্দুয়ানীর পুচ্‌কে দুয়ানী!
এদিকে বাবেক চোখ্‌ তাকাও।

"জানকী মালিনী মাসী" ব'লে হেথা
হল্লা করে কে হাঁক ডাকে,
আমি বলি বুঝি নিমে দত্তটা,
তুমি বল দেখি, লোকটা কে?

সীতারে খেম্‌টাউলী বানায়ে কে
নাচালে বানর-বৈঠকে,
আমি বলি ওটা গেঁজেল জামাই,
যে হোক্‌, চাবুক দাও ও'কে।

ব'কে ধমকিয়ে 'থ' বানিয়ে দাও,
ক'সে ওকে তুমি দাও গালি.
রেয়াৎ কোরো না—হিঁদুর শত্রু,
কই!—কোথা গেল? চুণকালি?

সাল্‌-তামামী

কলম হাতে ভাব্‌ছি কেবল লিখ্‌তে ব'সে সঠিক সাল্‌-তামামী—
এই দুনিযার অশ্রুকণার নিখুঁৎ হিসাব কোথায় পাব আমি!
নিঃস্ব যারা সকল-হারা নিশাস তাদের কুড়িয়ে কি কেউ রাখে,—
নিঃসহাযের প্রাণের হাহা সংখ্যা তাহার সুধাই বল কাকে?
দুর্ব্বলেদের দাবীর প্রদীপগুলি
প্রবল হাওযায যায় যে নিবে গোণার আগেই ধোঁয়ার ধ্বজা তুলি'।

*   *   *

খতিয়ে এদের কেউ রাখে না, মিছে খোঁজা রোকড়?—বহির পিঠে
আছে খ'তেন ডঙ্ক-রবের, অভ্রভেদী মুণ্ড-পিরামিডে!

পল্টনেরি আনাগোনায় গেল যে প্রাণ হয়নি তাদের গণা,
প্রসাদ-লোভীর পদ্যে শুধু প্রশংসা পায় পরম দস্যুপনা!
আসল ফসল যায় মিশে জঞ্জালে,
অহঙ্কারের বিপুল অঙ্ক লেখা থাকে অজস্র কঙ্কালে।

লোক ডুব্‌ছে যতই খাতা ততই অঙ্কে ওঠে ভ'রে,
বেসাত্‌ ক'রে ফ্যাসাদ ক'রে মর্‌ছে মানুষ অঙ্ক বুকে ক'রে।
আলোয় প'ড়ে আস্‌ছে ভাঁটা, মসী-ঘটায় আকাশ পাংশু-ছবি,
ক্লান্ত দেহেব ডেল্‌কো-টাকে লোভের প্রদীপ উস্কে নিয়ে, লোভী!
জমা-খরচ দেখ্‌বি রে আর কত?
তামাম্‌-সালের সাল্‌-তামামী হয়নি রে তোর মোটেই মনের্ মত।

বড় আশার ধন-ঘড়া তোর যায় তলিয়ে ঘাটের কাছে এসে,
স্বস্ত্যয়নের সাত পুরুতে চুলোচুলি ঘট্‌ছে অবশেষে।
মুষল-পর্ব্ব লিখ্‌ছে গণেশ বাঁ হাত দিয়ে ব্যাসের অসাক্ষাতে
শেষ না হ'তে শান্তি-পর্ব্ব,—ইঁদুরে তাব কাট্‌ছে পাতে পাতে!
চিল্‌-শকুনে চল্‌ছে কানাকানি,
বিষিয়ে তোলে বিশ্ব-বাতাস সর্পজিহ্ব সুসভ্য শয়তানী।

* * *

"সবাই হবে স্বয়ম্প্রভু"—এম্‌নি ধারা গেছ্‌ল শোনা বুলি,
"ছোটো-বড় নির্ব্বিশেষে" ; না যেতে সন দেখি নয়ন তুলি'
দল পেকেছে, প্রবল বেগে নিজের পাতে চলেছে ঝোল টানা,
ববার-ক্ষেতের বর্ব্বরতা যে-ধন পাবে রুমের তাহে মানা।
সান্‌টণ্ডে টং বেঁধে উঁচু ক'রে
রইল জাপান, চীন হতমান, ভারত মিশর রইল চাপা গোরে্।

* * *

বিস্মিত কে যুদ্ধকালে দুষ্‌মনেদেব দুষ্ট আচার দেখে?
শান্তি-কালে প্রজার ভালে বোম্‌ ছাড়ে সেই চিঁড়িয়া-গাড়ী থেকে!
রক্তে-কাদা খুনী-বাগে হুণ-হাসানো হ'ল আইন জারী,
মাইনে-করা কাইজারেরা ক'রে নিলে দিন-কত কাইজারী!
আদর্শ সে রইল বইয়ে আঁকা,
দুনিয়াদারী কার্‌বারে হায়, চাই নেহাৎই দু' সেট খাতা রাখা।

* * *

মন ভেঙে যায়, মোহ ফুরায়, মুহুর্মুহু ধাক্কা যত লাগে,
রামধনুকের রঙীন স্বপন গুঁড়ো হয়ে যায় উড়ে কোন্‌ বাগে!
পায়ের তলে পৃথ্বী টলে, ভয় পেয়ে ধাই দেউল-আঙিনাতে,
ভেঙে পড়ে দেউল-চূড়া প্রার্থনাশীল লক্ষ লোকের মাথে!

লক্ষ জীবন ধূলার পরে লোটে,
ভূয়ো হ'য়ে যায় দুনিয়া, হাহা ক'রে হুতাশ-হাওয়া ওঠে!

পাঁজরাগুলো ফোঁপ্‌রা ঠেকে, আগুন জ্বলে সারা মগজ জুড়ে,
ভাঙনে সব পড়্‌ছে ভেঙে, আশার বাসা যাচ্ছে উড়ে পুড়ে,
বিশ্বাসে ঘুণ ধর্‌ছে যেন, দিনের বেলা রাত আসে ঘনিয়ে,
"সভ্য-বর্ব্বরতার তরে 'বল্‌সী' আসে কলসী দড়ি নিয়ে!"
কালপেঁচা ওই বল্‌ছে বিকট ডেকে ;
কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে আকাশ, কল্‌জে চেপে ধর্‌ছে থেকে-থেকে!

ভুবন-ভরা হাহাকারে ওগো প্রভু! ওগো ভুবন-স্বামী!
শুকিয়ে ওঠে হৃদয় আমার, শুকিয়ে ওঠে চির-তোমার আমি ,
সকল আলো সঙ্কুচিত সূর্য্যে হেরি কলঙ্ক-নিশানা,
জাগো তুমি সত্য-সূর্য্য! জগৎ-ভবা সংশয়ে দাও হানা।
বিশ্বে জাগো বিশ্ব-হিয়ার প্রীতে,
দাও হে অভয়, হোক্‌ পরিচয়, হোক পরিণয় মঙ্গলে শক্তিতে।

রুদ্ররূপে রোদন তুমি, সান্ত্বনা সে শান্ত-শিবের রূপে,
জ্যোতিষ্ক হয় ফুৎকারে ছাই, পরম-জ্যোতি জাগাও ধূলিব স্তূপে ;
মৃত্যু-তালের নৃত্যে হৃদয পড়্‌ছে ঢ'লে চল্‌তে তোমাব সনে,
জাগাও প্রভু মুহ্যমানে, গতি-ক্রমের ক্রান্তি-সংক্রমণে ;
বোদন-মাঝে বাজুক বোধন-বাঁশী,
তাবাব আখর বাখুক লিখে হিসাব-হারা হিয়ার কান্না-হাসি।

স্বপন-সুন্দরী

(গান)

ঘুম দিয়ে—
নিঝুম্‌ দিয়ে!—
ওকি আওয়াজ-হারা হাওয়ায় এল গো
চাঁদ-চারণের ভূম দিয়ে!
ঢুল্‌ঢুলে ওই চোখের চাহনি
ভুলিয়ে নিল ঝিল্লিরই ধ্বনি!
ওকি জোনাক্‌-জ্বালা তারার আলো গো
(সব) শীত্‌লে দিল চুম্‌ দিয়ে!

ওকি জ্যোৎস্নাটুকু ফুরিয়ে এল অস্ত-লগনে
ফুলের বাসে ঝামর আঁচল দুলিয়ে গগনে
মূর্চ্ছা ওকি রূপ ধরেছে রে!
হরেছে মোর মন হরেছে রে!
ভরেছে যে হর্ষে আকাশ গো
তারারি কুঙ্কুম দিয়ে।

কবির তিরোধান

(স্বভাব-কবি গোবিন্দদাসের দেহান্তে)

ফুল নীরবে যেমন ঝরে তেম্‌নি ক'রে ম'রে গেল কবি,
চ'লে গেল মানস-যাত্রী প্রজাপতির নীরব পাখার ভরে;
হাওয়া শুধু কর্‌লে হাহা, আন্‌মনে হায়, সেই সমাচার লভি'
দূরের বাঁশীর সুরের ধারা কেঁপে বারেক উঠ্‌ল নিমেষ তরে।

এই দুনিয়ার একটি কোণে কাঁটার বনে জন্মেছিল সে যে,
ফুটেছিল সেই কেয়াফুল সাপের ডেরায় কাঁটার মালা গলে;
পাতায় চাপা গন্ধটুকুন্‌ পূবে হাওয়ায় বেরুল নীড় ত্যেজে,
পাথর-চাপা রইল কপাল, বাদ্‌লা ক'রে রইল চোখের জলে!

ধন-জনের ধার্‌ত না ধাব, চিন্‌ত তাবে অল্প কটি লোকে,
নয় দারোগা, নয় খেতাবী, খাতির দাবী কর্‌বে সে কোন্‌ মুখে?
মরমী কেউ বাস্‌ত ভালো, কল্পনা তার দেখ্‌ত প্রীতির চোখে,
গান গেয়ে সে গেছে চ'লে, রেশ রয়েছে সারা দেশের বুকে।

বাদ্‌লা রাতির সাথী সে যে, শরৎ-প্রাতের আলোয় গেছে ঝ'রে,
মরেনি সে, জুড়িয়ে গেছে, বঞ্চনা-লাঞ্ছনার ঝঞ্ঝা সয়ে;
সরস্বতীর পায়ের ছায়ে যে পদ্মটি ফুট্‌ছে ত্রিকাল ধ'রে,
কবি জানে, পরম সুখে সে আছে আজ তারি পরাগ হ'য়ে।

ইচ্ছামুক্ত

(ম্যাক্‌সুইনির মৃত্যু উপলক্ষে)

কে তাহারে বন্দী করে? ফন্দী এ'টে বাঁধ্‌বে কে সিন্ধুকে?
মুক্ত পুরুষ, মুক্তি তাহার হাতের মুঠায় মুক্তা হ'য়ে আছে;
'মুক্ত হবই!' এ কথা যে বল্‌তে পারে জোর ক'রে বুক ঠুকে—
পাষাণ-কারা তাদের গৃহ, লোহার শিকল ব্যর্থ যে তার কাছে।

মরণকে যে তুচ্ছ মানে, ভীষ্ম সমান যেজন প্রতিজ্ঞাতে,—
ইচ্ছামৃত্যু, ইচ্ছামুক্তি,—অপূর্ব সে আত্মারি গৌরবে;

চন্দ্রাত্তরী লঙ্ঘনে যার চিত্ত অটল নিত্য-যন্ত্রণাতে
বীর সে ঋষি, পূর্ণ দিশি তার মরণের নীরব মাভৈঃ-রবে।

অটুট কভু রয় না কারো অনন্তকাল হুকুম মহকুমা,
আগ্‌লে ঘাঁটি আঁক্‌ড়ে মাটি মিছেমিছি মন্ত্রণা, হায়, আঁটা,
সুমতি যে সুনাম সে চায়, ভূমির আগে আকাঙ্ক্ষা তার ভূমা,
চাণক্য তায় দ্যায় না আমল, অর্থশাস্ত্রে নেহাৎ সে নাম-কাটা।
মানুষ তারে কর্‌বে পূজা, ঠাট্টা তারে কর্‌বে অমানুষে,
জাতীয়তার খৃষ্ট সে, তার শরীর পতন স্বাধীনতার ক্রুশে।

শিরাজ্‌-ই-হিন্দ্‌

ইরাণ দেশের শিরাজ এ নয়, হিন্দ্‌ মুলুকের এই শিরাজ।
শর্কী-সৈয়দ-সুলতান্‌দের স্মরণ-সাধন জড়োয়া তাজ!
অল্‌-গর্জালির মীর-জাওলির গজল্‌-গানের উৎস এই,
যে গান শুনে ঘুম্‌তী নদী ঘুর্‌ছে বিভোল, বিরাম নেই।
ফির্‌ছে বিবশ স্বপ্নাবেশে স্বর খুঁজে কার ফুলবনে,
বেল-চামেলির ক্ষেতগুলিতে কল্কা কেটে আন্‌মনে।
কবির মতন কৃষাণ হেথায় কেবল ফুলের চাষ করে!
ফুলের ফসল ক্ষেত-ভরা!—লোক ভোম্‌রা হয়ে বাস করে।
নিখিল কবির রাজধানী এ, এই নগরী সুন্দরী,
কাজ্‌রী সুরে গুজ্‌রী বাজে এর দুটি পায় গুঞ্জরি'।
হাজার-গুণীর চুনীর নূপুর টুক্‌টুকে পায় রয় মিশে,
জৌন্‌পুরী তোড়ির তোড়া বাজায় হাজার মজ্‌লিশে।
কেউ দেছে নাম 'যবনপুরী', কেউ বা 'জমদগ্নিপুর',
কয় কবি 'যৌবনপুরী' এ, গুলাব-গজল্‌ময় মধুর'।

লাল শিরাজীর স্বপ্ন-ঘেরা শিরাজ এ হিন্দুস্থানে,
রাজ-সদনে কুর্শী সোনার মিল্‌ত কবির এইখানে।
গুণীর আসন কায়েম ছিল সুল্‌তানেরি সাম্‌নেতে,
কাব্যে-সরস খিল জমি দিল্‌ মিল্‌ত যাদের লাল ক্ষেতে।
দর্পে যারা দিল্লী দখল কর্‌তে যেত দুই বেলা,
গুল্‌-চামেলির চাষ তাদেরি, 'পিউ কাঁহা'দের এই মেলা,
বসিয়ে তারা বিদায় নেছে জুটিয়ে কোকিল বুল্‌বুলে।
তাদের সৃজন হিন্দে শিরাজ দেউল ভাঙা এই ধূলে।
তাদের লীলা শিল্প শিলা ছড়িয়ে সে আজ শিথিল-বেশ
চেহেল্‌-সাতুন্‌ প্রাসাদ তাদের মিউটিনিতে স্বপ্ন শেষ!
আজ সে ধূলায় কাল্‌কে যারে ডঙ্কা তূরী জয় দিলে,
আজ্‌কে চাষা বাঁধ্‌ছে বাসা লাল দরজার মঞ্জিলে।

দিল্লীপতির খাজ্‌না যারা কর্‌ত দখল মাঝ-পথে,—
কোথায় তারা? সংজ্ঞাহারা পথের ধূলায় রাজপথে।

*   *   *

কোথায় ফিরোজ? কোথায় জাফর? কোথায় কুমার করন্‌ফুল?
মামুদ শাহের রাজিয়া কোথা? কোথায় সে তার রূপ অতুল?
কোথায় রাণী মাল্কা-জাহান? কোথায় বা তার উচ্চাশা?
লোদির লগুড় হুশেন্ কোথা? কোন্ ধূলিতে তার বাসা?
কই সে খোজা, হাজার হাতী কর্‌লে যে বশ অঙ্কুশে,—
দুনিয়াকে যে চম্‌কে দেছে নপুংসকের পৌরুষে।
কোথায় ভিখন ভ্রাতৃঘাতী—কোথায় হিসাব চুকিয়েছে?
কোথায় সে মা ছেলের তূণের তীর-ফলা যে লুকিয়েছে?
গঞ্জ্-শহীদের যোদ্ধারা কই? কই বা সে-সব হিন্দুবীর,—
লাখন্‌কোটের যুদ্ধে যারা লুটিয়ে দিল লক্ষ শির।
কোথায় বা সে হিন্দু দেশে আর্‌বী চেরাগ জ্বাল্‌লে যে,
কোট্-কেরলে নদীর জলে রক্তধারা ঢাল্‌লে যে!
মৌখরি আর কনৌজিয়াব কব্‌লে কীর্ত্তি লোপ যারা,
ভজনশালার ধাপ্ গড়েছে বিগ্রহে যে, কই তারা?
প্রতীক-পূজার সোপান বেয়ে পূজ্‌তে পরমেষ্ঠীরে
উঠ্‌ছে মানুষ বুক দে' হেঁটে কঠোর শিলায় বুক চিরে;
'পায় দ'লে তায় ওঠ্ রে তোরা'—বল্‌লে যাবা ঢাক পিটে,
ধর্ম্মকথার মর্ম্ম গেল বুঝিয়ে দিতে মার্‌পিটে,—
কই সে গাজী কোথায় আজি? কাফেরগুলো টল্‌ল না!
ধমক দিয়ে ধর্ম্মপ্রচার?— গল্‌ল না মন গল্‌ল না।
অটল দেবীর ভাঙ্‌ল দেউল, পূজা অটল রইল তাঁর;
সত্যে দিল ব্যর্থ ক'রে প্রচারকের অহঙ্কার।

দেউল ভেঙে লাঠির জোরে গড়্‌ল কে গো মস্‌জিদে?
বিমুখ হ'ল বিশ্বমানব, মিশ্‌ল যে আফ্‌শোষ জিদে।
সত্য সে বীজ শস্য ছিল, ফল্‌ত সোনার ফল তাতে,
পরশ-পাথর ব্যর্থ হল জোর জবরীর ইস্পাতে।
কাড়াকাড়ির নাকাড়াতেই পড়্‌ল কাঠি বারংবার,
সত্য গেল ব্যর্থ হয়ে, বিপুল হল দম্ভভার।
শড়্‌কী খাঁড়ার ঝন্‌ঝনাতে ঝঞ্ঝা মাতে ভূত-বাতাস,
এই ইতিহাস প্রণয়-বিলাস মহাকালের অট্টহাস।
হানাহানির এই কাহিনী, এই ইতিহাস দুনিয়াটার;—
লোহার কাঁটায় বুক বেঁধে হায়, ছোটায় না-হক্ রক্তধার।
আঁতের কথা বল্‌তে গিয়েও হঠাৎ কেমন দাঁত দ্যাখায়,
ধর্ম্ম নিয়ে তর্ক ক'রে ইস্পাতে ইস্পাত ঠেকায়!

নাচেন রণচণ্ডী মাথায়, মগজ-ভরা জিঘাংসা,
কামান দিয়ে মাংস থ্যাঁতড়ে ধর্ম্মমতের মীমাংসা।
শকুনগুলো ফুলছে ফলে তরুণ শবের বুক কুরে',
মুণ্ড-লগন মজ্জা-মেরুর কাবাব জোগায় কুক্কুরে।
ক্রোধের মদের মাতাল মানুষ শাস্ত্র শস্ত্র এক করে,
বুদ্ধি বিচার পঙ্কে পুঁতে ছয় বিপুতে জুৎ ধরে।
লোভের হানার বান ডেকে যায়, দিগ্‌গজেদের দিক্ ভোলায়,
অনেক খালেদ শাস্ত্র দ্যাখান্ ঢাক্‌তে নিজের লুব্ধতায়!
সিংহাসনের সিংহ সেজে সহজ মানুষ হয় বাঁকা,
মুসলমানের মস্‌জিদে তাই মুসলমানের তোপ দাগা।
রুক্ষ হাওয়ায় কর্কশতায় উঠ্‌ল না মন উঠ্‌ল না,
গোলাপ-কাঁটার শুক্‌নো বেড়ায় গুল্‌শিরাজী ফুট্‌ল না।
বাজ্-পাখী সে যতই চ্যাঁচাক আস্‌বে নাকো বসন্ত,
বুল্‌বুলি সে ডাক্‌ছে কোথায়, চল্ করি তাই তদন্ত।
বন্‌বাণীকে পুষ্পেরি তাজ পরায় যে তার তত্ত্ব নে,
তারাই পটু সত্যি-অটুট ভাবের শিরাজ-পত্তনে।
ঝড়ের ফাঁকে উজ্জ্বল আঁখে এই ধরাকে দেখ্‌ছে কে,
পাপিয়া ডাকে কার কাননের ক্বণন-রবে কান রেখে?
নিমের বনে আমের বনে মন্দ মধুর বয় হাওয়া,
অমূর্ত্ত রস জাগায় হরষ মূর্ত্তি ধ'রে কার গাওয়া?
সঙ্গীতে কার ঢেউ ওঠে রে নিথর নিতল জ্যোৎস্নাতে,
পুলক মিলায় কোকিল-শ্যামা বোস্তানী-বুল্‌বুল সাথে।
শান্ত-ছবি দীন সে কবি, সেই গরীবের ইঙ্গিতে,
সুফির শিরাজ কর্‌বে বিরাজ বেদান্তেরি এই ভিতে।
আদর্শেরি দর্শনে যে ধন্য হল দুনিয়াতে,
স্পর্শ পেলে বুদ্ধ হ'ত বুদ্বুদেরি বুনিয়াদে;—
ভুলিয়ে তারাই দ্যায় ব্যবধান, দ্যায় ভুলিয়ে দেশ-কালে,
হিন্দে শিরাজ্ হয়নি গড়া গড়্‌বে তারাই শেষকালে।
আদ্‌রা শুধু আধটা দেখি ঘুম্‌তি-নদীর তীর ঘুরে,
পূর্ণ দ্যাখার পৌর্ণমাসী,—আশায় তারি মন ঝুরে।

ফরিয়াদ

["General Dyer is lecturing in London on his expedition in Persia in 1916. This is the first lecture of a series, the proceeds of which will be distributed amongst the relatives of Indians who fell at Amritsar." —Daily News.]

ধূলির অধম নালিশ জানায় তোমার পায়ে ত্রিভুবনের রাজা!
তৃণের চেয়েও নম্র যারা, কেন প্রভু এত তাদের সাজা?

কোন্ অপরাধ প্রমাদ হ'তে ধাক্কা দিয়ে অন্য প্রমাদ-মাঝে
যাচ্ছে নিয়ে ত্রিশ কোটিরে ডুবিয়ে মুহু ধিক্কারে আর লাজে?
নিরেট নিভাঁজ অবজ্ঞাতে জ্যান্তে ম'রে আছি অগৌরবে;
মড়ার 'পরে মার্‌বে খাঁড়া—সয় ব'লে কি সত্যি সবই সবে?
আপীল-শূন্য পুলিশ-জুলুম আইন নামে কায়েম হ'ল দেশে,
রদ্ হ'ল না রোলট-পালট, তিরিশ-কোটির আর্জ্জি গেল ভেসে!
ভুয়ো জেনেও ডায়ার্কি হায় ডায়ার-কুলের চোখ্ টাটালো ভারি,
আম্‌লা-তন্ত্র মারণ-মন্ত্র আগে ভাগেই রাখ্‌লে ক'রে জারি।
নিষ্কলঙ্ক স্বদেশ-নিষ্ঠ, নির্ব্বাসনে সইলে সে নিগ্রহ,
সিভিলিয়ান্ মা শীতলার অতি শীতল হ'ল অনুগ্রহ!
ছুট্‌ল প্রজা কর্‌তে নালিশ, ছুট্‌ল গুলি ফরিয়াদীদের 'পরে,
বিগাড়ু সব বিগ্‌ড়ে দিলে, দেখ্‌লে জুজু আঁৎকে না-হক্ ডরে!

* * *

নালিশ যাদের বাদ্‌শাজাদাও শুন্‌ত স্বয়ং নিত্য ঘণ্টা ঘবে,
নাহক্ তাদের মার্‌লে গুলি নিম্‌হাকিমের জবর্‌দস্ত চরে।
মূর্ত্তিমন্ত দম্ভ এলেন অমৃৎসরে মৃত্যু-মশাল জেবলে,
ইতিহাসের পৃষ্ঠা 'পরে ধৃষ্টতারি নিবিড় পঙ্ক ঢেলে।
চিড়িয়া-গাড়ী শাঁজোয়া-গাড়ী সাজিয়ে এলেন মাব্‌তে নিরস্ত্রেরে,
'বেবি-কিলার' জাঁদ্‌রেল এলেন জালিয়াঁবাগে, জবর ফৌজ ঘেরে;
ভাঙ্‌তে সভা বল্‌লে নাকো, বল্‌লে নাকো "নইলে সাজা হবে,"
হঠাৎ সুরু মৃত্যুবৃষ্টি। আকাশ বধিব আর্ত্ত-কলরবে!
দুষ্প্রবেশের সব অবকাশ আটক ক'রে বর্ব্বরতার গুবু,
মানুষ নামের কলঙ্ক, হায়, ক'রে দিলে থাম্‌কা খুন সুবু!
বিশ-হাজারের নিবিড় ভিড়ে চালিয়ে গুলি ফুরিয়ে টোটার পুঁজি
খুন জখমের খান্‌জা-খাঁ শেষ ঘরে ফিরে গেলেন সোজাসুজি—
চ'লে গেলেন ফৌজ নিয়ে, খোস্‌মেজাজে বাহাল তবিয়তে,
দেখ্‌লে নাকো ফিরেও বারেক মর্‌ছে কাবা ধূলার পরে, পথে!
পেলে না জল-গণ্ডূষও হায় শুষ্কতালু জখম মানুষগুলো,
বাঁচ্‌তো যারা ওষুধ পেলে, ওষুধ বিনা হ'ল পথের ধূলো;
বৃদ্ধ কত নিরপরাধ পড়্‌ল মাবা বাচ্ছা নিয়ে বুকে,
গুলির ঘায়েল্ জোয়ান ছেলে সারাটা রাত কাৎবে ম'ল ধুঁকে!
ময়দানেতে খেল্‌তে এসে ভিড় দেখে হায় গিছ্‌ল জ'মে যারা
দুধের ছেলে মায়ের দুলাল মায়ের কোলে ফির্‌ল না আর তারা!
অজ্ঞ কৃষাণ গ্রাম ছেড়ে যে এসেছিল বৈশাখী মেলাতে,
নাহক্ তারা প্রাণ খোয়ালে স্বেচ্ছাচারীর বীভৎস উৎপাতে!
ঘরে ঘরে পুত্রহারা ভর্ত্তৃহারা ভ্রাতৃহারা নারী
গুম্‌রে কাঁদে; পঞ্চনদে মুলুক-জোড়া ফৌজী আইন জারী!
আসামী বুক ফুলিয়ে বেড়ায়,—স্বর্গে মর্ত্ত্যে কেউ দিতে নেই সাজা,
"সিম্‌লা-ওলা সাম্‌লে নেছেন," জুলুম বলে, "বাজা রে বুক বাজা!"

* * *

নীরবে সব সইল ভারত ; খবর কিন্তু রইল না কো চাপা ;
লোক-দ্যাখানো কমিশনে চল্‌ল অনেক মুখ-থাবা বাঘ-থাবা!
বর্ব্বরতার গর্ব্ব ক'রে কাঠগড়াতে কীর্ত্তিমন্ত কত
গোঁয়ার্ত্তুমির সমর্থনে মানবতাব কর্‌লে মাথা নত!
জবাবদিহিব ডর ছিল না, ডায়াব গেল খোলসা বাত কয়ে,—
স্তম্ভিতবৎ রইল ভারত, কান্ড কি যে, বুঝ্‌ল র'য়ে র'যে।
নন-কো-বাদের শঙ্খ হঠাৎ উঠল বেজে ভাবত-গগন ব্যেপে,
তিরিশ কোটির নমিত শিব সোজা হল দাঁতে অধব চেপে ,
সত্য গ্রহণ কর্‌লে ভাবত, হে বিশ্ববাজ! তোমায প্রণাম ক'বে ;
চিত্ত দিল সকল বিত্ত ; গান্ধী দিলেন পুণ্য-গন্ধে ভ'বে ,
নেহ্‌রু দিলেন নহব কেটে , ত্যাগেব প্লাবন উপ্‌চে গেল ভেসে ;—
যুগল আলির দীপালীতে উজল হ'ল দেশাত্মবোধ দেশে।
চমৎকাবেব বন্যা এল, চামাব মেথর দেশেব কাজে মাতে।
শুঁড়িখানায লোক ঢোকে না, বিলাস ব্যসন ডুব্‌ল তপস্যাতে!
ভবিষ্যতের বিশ্ব-স্বপন বর্ত্তমানেব সঙ্গে অতীত কালে
ছাইছে যখন, চাইছে নয়ন যবনিকার দেখ্‌তে অন্তরালে,—
এমন সময কি শুনি হায়! সাগব-পাবে সাধুব পোষাক প'বে
"মির্উর্টানিটা বাঁচিয়ে দিলাম" ব'লে শিলিং কুড়িয়ে পকেট ভ'রে
হ্যাট-হাতে ফের বেবিযেছে কে, মরি মরি ভারত-প্রেমীই বটে!
মেহেব্‌বানী কববে ডায়াব! ভাবত জুড়ে তাড়িৎ-বার্ত্তা রটে!
খুন কবেছে কাল্‌কে যাদেব, স্ত্রীপুত্রদের তাদেব কিছু দেবে
বক্তৃতাতে কুড়িয়ে কড়ি,—এম্‌নি কাঙাল বেখেছে হায ভেবে
ভাবত-প্রজায় ;—এম্‌নি ঘৃণ্য এমনি মনুষ্যত্বশূন্য তারা,—
ক্ষুধাব তাড়ায পুত্রঘাতীর 'খুন্‌' মাখা হাত চাট্‌বে কুকুবপারা,—
তাইতে কড়ি কব্‌ছে জমা, ভিক্ষা দেবে, শুন্‌ছি ঘৃণার বাণী,
অমৃৎসবেব নাবী-নবে ডায়াব শেষে কব'বে মেহেব্‌বানী!
"কে নিবি আয শোণিতমূল্য" হাজার আত্মা বল্‌ছে আর্ত্তনাদে,
জালিয়াঁবাগেব রক্ত কাদায় ; শব-কোলে ওই রতন-দেবী কাঁদে!
সে কি নেবে স্বামীর মূল্য? সে প্রথা তো নেই এদেশে, প্রভু!—
ভারত-নাবী মব্‌বে ক্ষুধায়, স্বামীর মাথার দাম নেবে না কভু,
ধৃষ্ট জনের মেহের্‌বানী হারাম ব'লে জানে মুসলমানে,
হিন্দু-শিখেব গোরক্ত সে, কে ছোঁবে তায, নেবে সে কোন্‌ প্রাণে?
দুর্গতি ঢের সয়েছে দেশ, অনেক হানি অনেকতর গ্লানি,
আর মাথা হেঁট কোরো না, দেব! চাইনে মোরা কারো মেহের্‌বানী।
নানান্‌ মতে খাটো ক'রে নতুন বেশে আস্‌ছে দুর্নিয়তি,
তাইতো তোমায় নালিশ জানায়, তৃণের তৃণ, ত্রিভুবনের পতি!
দণ্ড দিতে চাও যদি দেব, ভারত যদি হয় পাতকেই ভারী,
নাম মুছে দাও দণ্ডদাতা! একসাথে দাও পাঠিয়ে অকাল, মারী।
দয়া ক'রে কর্‌তে দয়া পাঠিয়ো না আর ডায়ার ও ডায়ারে,
এ দান প্রতিগ্রহের আগেই ভুখা ভারত মর্‌তে যেন পারে।

কয়েকটি গান

(গুজরাটী গর্‌বার সুরে গেয়)

(১)

পার্‌ব না এক্‌লাটি আজ ঘরে পার্‌ব না রইতে।
চাঁদ ডাকে পাপিয়াকে দুটো কথা কইতে।
নিবালার কোল-ভরা, ফুল জাগে আলো-করা,
যেচে কার খুনসুড়ি সইতে।
অথই পাথার-পারা জ্যোছনায় মাতোয়ারা
দিশেহারা হ'ল হাওয়া চৈতে।

(২)

শোন্‌ সখী! গায় কারা আজ রাতে গুজ্‌রাতী গর্‌বা!
খঞ্জন-নর্ত্তন-হিল্লোল-গর্ব্বা।
প্রিয়া গন্ধর্ব্বের হিয়া কন্দর্পের
হার মানে ঠুঙ্‌রী কাহার্‌বা!
দুনিয়ার আদরের, ফুর্‌তির আতরের—
মনোহারী বেলোয়ারী কার্‌বা!

(৩)

চল্‌ল রে দখিনার হিল্লোলে সাগরেরি ছন্দ!
কোন্‌ বনে চন্দন, কোন্‌ বনে গন্ধ!
মল্লিকা উল্লাসে স্বপ্নেরি হাসি হাসে
সৌরভে সাঁতারে আনন্দ!
আন্‌কো কী সুখ-ভরে আকুলি-বিকুলি করে
খুল্‌ছে যে পাপ্‌ড়িটি বন্ধ!

(৪)

খিল্‌-খোলা ফর্দ্দাতে যাব চল্‌, সাধ জেগেছে!
রইবে কে ঘরে আজ চাঁদ ডেকেছে!
আলো হোথা চুপিচুপি নিয়ে পাউডার-থুপি
ফুল দিয়ে ফুল ঢেকেছে!
দিল্‌-দরিয়ার জলে উথ্‌লিয়ে ঢেউ চলে
নিসুতির বাঁধ ভেঙেছে!

(৫)

খিল এঁটে ঘরে থাক্‌, হোস্‌নে চাঁদের নাটে সঙ্গী!
জান্‌লা ভেজিয়ে দে রে, ও চাঁদ কলঙ্কী!

যে জানে লো রীত্ ওর যে জানে চরিত ওর
যাবে না সে মানা মোর লঙ্ঘ' ;
সাতাশের ঘর করে সাতালি বাসর-ঘরে
বাতাসে মাতাল করে রঙ্গী!

(৬)

শন্‌ব না! কোনো মানা মান্‌ব না! জব'লে যায় অঙ্গ!
চাঁদকে চেনেনি, শন্ধ চিনেছে কলঙ্ক!
আঁধার যে ভুলিয়েছে, পাথার যে দনুলিয়েছে,
উথ্‌লিয়ে হৃদয়ে তরঙ্গ,
একা হয়ে এক্‌শ' যে শত তারা যারে ভজে,
ধূলির তবু যে চায় সঙ্গ!

(৭)

জাগ্‌ল রে নিদ্ ঘরে পাখী, আজ নাবে নিদ্ সইতে!
আঁখি হ'ল অনিমেষ আলো-থইথইতে!
শোন্ সখী শোন্ মহন কুহন কুহন কুহন কুহন
বন্ক-ভরা সন্খ নাবে বইতে!
সে সনুরের মনোহবে জোছনার সরোবরে—
শত তারা এলো জল-সইতে!

(৮)

কোন্ বনে নিবজনে কাজ-ভোলা কাব বাঁশী বাজ্‌ল!
হিযার গহনে ফন্ল যৌবনে সাজ্‌ল!
হাওযা ভুর্‌ভুর্ তাই মহন্যা ফন্লেব হাই!
বন্পহীনে রন্পটানে মাজ্‌ল!
মউএর ঝাপট দিয়ে উলসিয়ে বিলসিয়ে
মানিনীব মান-মণি যাচ্‌ল!

(৯)

কার পাশে কে ও নাচে, কার পানে চেয়ে ও কে হাসে!
উল্লাসে কারা ভাসে অনন্ভব-রাসে!
যত তারা তত সাধ যত সাধ তত চাঁদ
মণ্ডলে নাচে নীলাকাশে!
যত চাঁদমন্খ আছে চাঁদ আছে কাছে কাছে
মনোভব মঞ্জন বিলাসে!

(১০)

আস্‌মানে রাস-লীলা গোপনের যবনিকা টুট্‌ল।
আলোক-লতারে ঘিরে হাসি-মুখ ফুট্‌ল!
স্বপনেরি ঝরোকায় তারা উঁকি দিয়ে চায়,
কাতারে কাতারে তারা জুট্‌ল,
স্মরণ সরণি 'পরে ফুল ফোটে থরে থরে,
পুলকে আঁখির ধারা ছুট্‌ল।

(১১)

লজ্জিত আঁখি নত অনুখন সঞ্চরে তারা।
উন্মদ মধুকর গুঞ্জন-হারা।
মৌন মুরতি ধ'রে মৌনে আরতি করে
স্বপন-রভস মাতোয়ারা!
মনোহর!—হরে মন—অবচন নিবেদন
বরিষণ চন্দন-ধারা!

(১২)

চন্দ্রেরি চিত ভরি কে গো আজ কে গো তুমি, চিত্রা!
চোখে চোখ! কি পুলক! পুষ্প-পবিত্রা!
পরিচয় চাউনিতে জোছনার ছাউনীতে
সুন্দরী! সুদূর-সুমিত্রা!
দু'হু চির দূরে দূরে আঁখি থির, মন ঝুরে,
জাগরণ-সাগর-বহিত্রা!

(১৩)

কী ফুল ফোটায় হায় দুনিয়ায় চোখের চাওয়া!
চোখের চাওয়ায় কত হারানো, পাওয়া!
চোখে চোখে দেয়া নেয়া চোখে পাড়ি চোখে খেয়া
চাহনিতে চৈতী হাওয়া!
চাহনির উড়ো পাখী মন হরে দিয়ে ফাঁকি!
চোখে-চেয়ে চামেলী-ছাওয়া!

(১৪)

মন হরে অজানার নয়নের-অচেনা চোরে!
কে কারে কখন্ বাঁধে কিসের ডোরে!

ভ্রমর আঁখির মেলা! ভালোবাসা-বাসি খেলা
চোখে চোখে আবর্তি ক'রে!
নয়নে নাগর-দোলা এই ফ্যালা এই তোলা
ঢেউ-বাওয়া জনম ভ'বে।

(১৫)

অম্বরে জাগে চাঁদ তাবকাব ফুল-শেষে রাত-ভোব।
কি কথা বলিতে চায ঘুম হারা ঘুম-চোব।
গগনের নিরালায মন কোথা ভেসে যায
জোছনায মাখা আঁখি-লোব।
তাবকার রূপ-শিখা মরতেব মল্লিকা
কাবে বেশী চায় মন ওব।

(১৬)

আকাশ-কুসুম চাষ কবে চাঁদ তারাব ক্ষেতে!
পাগল সে, আছে শুনি ওতেই মেতে।
খুঁজে খুঁজে হাসি-মুখ ভ'বে শুধু রাখে বুক
আলোকেবি মালিকা গেঁথে।
যুগে যুগে নিশি জাগে রূপেব নিছনি মাগে
নাহি জানি কি ধন পেতে।

(১৭)

চাঁদমুখে আছে ভ'বে, বলে চাঁদ, হৃদযেব আযনা!
ভালোবাসা ভালোবাসি আব কিছু চাই না।
আকাশ-কুসুম বনে তাই ফিরি আনমনে,
কাজের বাটে তো মন ধায না।
আঁখি দিয়ে পিয়ে সুধা মিটাই হিযাব ক্ষুধা
ধনেব মানেব নেই বায়না।

(১৮)

চাই কারে জানি না রে আমি শুধু ফিরি স্বপনে!
ভালোবাসা ভালোবাসি, মন-গোপনে।
আকাশ-কুসুম তুলি কুমুদের ফুলে বুলি,
দিক্ ভুলি, ফিরি ভুবনে!
জোছনার জাল পেতে জোনাকীর হার গেঁথে
কার ছবি জপি গো মনে!

(১৯)

নিশি নিশি জাগো চাঁদ! নিরালায় নিতি নিরখি!
হারানো ছবির মালা জপ কর কি?
কত আঁখি কত যুগে কত দুখে কত সুখে!
আঁখি তব গেছে পুলকি',
ছাই হ'য়ে গেছে যারা তারা অতীতের তারা,
একাকী তাদের স্মর কি?

(২০)

কার কথা কবেকার কার কানে দিলে আজ পেঁাছে!
আলুথালু হ'ল চাঁদ ঢুলুঢুলু মৌজে!
জোনাকী সে জোছনায় মোহ পায় মুরছায়
পারুলী-পিয়ালফুলী কৌচে।
হাওয়া ডোবে বিহ্বলে কিরণের থির জলে
অবগাহি' বাদ্‌শাহী হৌজে!

(২১)

কার হাসি কাব ঠোঁটে কার ভোলা দিঠি কাব চক্ষে!
স্বপনের রাসলীলা মবমের কক্ষে।
কার "কথা কও" স্ববে মন কে উদাস করে
ইসারায় বলে কি অলক্ষ্যে।
মন করে চিনি চিনি হৃদযেব স্বদেশিনী
বসতি বা ছিল এই বক্ষে।

(২২)

কে সে ভরেছিল মন, মনে পড়ে তারে? সেই ভরণী?
বিরহিণী যে রোহিণী নিয়েছিল ধরণী?
কোথা রে চাঁদের রাধা কোথা সেই অনুরাধা?
শ্রবণা শ্রবণ-মন-হরণী?
কোথা অতীতের সাথী মুক্ত-হাসিনী স্বাতী?
স্বপন-গাঙে কি বায তরণী?

(২৩)

অপ্সরী কোথা শাপভ্রষ্টা সে অশ্বিনী হায় রে?
আর্দ্রহৃদয়া হায় আদ্রা কোথায় রে?

ভদ্রা দু'বোন তারা কোন্ মেঘে হ'ল হারা!
কে বাঁধিল মৃগ-নয়নায় রে?
ফল্গু-প্রেমের সোঁতা ফল্গুনী গেল কোথা?
বিশাখা কি নীহারিকা-ছায় রে?

(২৪)

চৈতী এ জোছনায় একি হায় কুয়াশার কান্না!
কান্নার হাহা হাওয়া, গান না রে গান না!
আকাশের পরকোলা কাদের নিশাসে ঘোলা?
তারালোকে খোলা যত জাল্না!
ভরা নয়নের কোলে মুকুতার মুখ দোলে,
ঠোঁটে চুনি, চুলে তার পান্না!

(২৫)

কর্পূরে ফাগ ক'রে জ্যোৎস্নাতে চাঁদ হোলি খেল্ছে!
কর্পূরী কুঙ্কুম ফুলে ফুলে ফেল্ছে!
হিল্লোলি' উল্লাসে মাতি অনুভব-রাসে
মল্লিকা হাসি হেনে হেল্ছে!
উরে-যাওয়া রূপ কত তারা ফুলে অবিরত
হীরার লাবণি—মণি মেল্ছে!

(২৬)

রং বিনা দোল-খেলা, প্রাণে স্রেফ্ জোছনারি রঞ্জন!
স্মৃতির মুরতি-হারে বাস রমে কোন্ জন!
আজ পরাণের পুটে সরোজ-কুমুদ ফুটে—
একসাথে রস-ভুঞ্জন!
আকাশে ঝরোকা খোলা, তারা আঁকে, পথ-ভোলা—
স্বপনেরি চোখে অঞ্জন!

(২৭)

প্রেম মানে প্রাণ পাওয়া, প্রাণে মরা প্রেম-হারাণো;
এই ধারা দুনিয়ার মানো না-মানো।
নিশি নিশি অনিবার— মরে বাঁচে বারে বার—
তাই চাঁদ; জানো না-জানো!
ভালোবাসা-রং-ছুট্ ফুল হয় ধুলো মুঠ,
প্রেমে ফিরে পায় পরাণ ও!

(২৮)

ম'রে গিয়েছিলে চাঁদ! বেঁচে ফিরে, ফিরে এয়েছ!
আঁখির আলোতে কার প্রাণ পেয়েছ!
কোন্ পুণ্যের বলে এমন নতুন হ'লে,
কোন্ গাঙে তুমি নেয়েছ!
কোন্ সুধা পিযে এলে, কোন্ আশা নিয়ে এলে!
রূপে ত্রিভুবন ছেয়েছ!

(২৯)

ফুটে ঝ'রে ফোটে ফুল বারেবার আকুল বনে!
কত মরা কত বাঁচা একই জীবনে!
কত না বিরতি-রতি পীরিতির গতায়তি
হাসা-কাঁদা মন-গোপনে!
মলয়া মরুর হাওয়া কত কবে আসা-যাওয়া
চাঁদেরও সাধের স্বপনে!

(৩০)

ঝঙকারে ঝিম্‌ঝিম্ ঝিঁঝি গায়, আজ না রে আজ না!
তনু ভরি' মরি মরি নূপুরেরি বাজনা!
আজ নয় আজ নয় আজ কোনো কাজ নয়,—
অপরূপ! ভোব না, এ সাঁঝ না!
যে দূরে, যে আছে কাছে সবারি হৃদয যাচে
জোছনায় অলখেরি সাজনা!

বুদ্ধ-বরণ

(কলিকাতা নগরে শ্রীধর্ম্মরাজিক চৈত্যবিহারে বুদ্ধদেবের
দেহাবশেষ-স্থাপন উপলক্ষে রচিত)

দাও ধুয়ে পথ নগববাসী আনন্দাশ্রু-ধারে,
বুদ্ধদেবের বিভূতি আজ এই নগরের দ্বারে।
আড়াই হাজার বছর আগে সেই যে রাজার ছেলে
বিশ্বজীবের ব্যথার ব্যথী সোনার রাজ্য ফেলে
বেরিয়ে গেছে ফকীর-বেশে ছাই দিয়ে সংসারে
চিন্তা-মণির অন্বেষণে; কৃচ্ছ্র-তপের পারে—
পেয়েছে যে পরম নিধি, শান্তি-সুধা-বারি,
রিক্ত হ'য়ে পূর্ণ হ'ল যার হৃদয়ের ঝারি,

সম্বোধি যার পরশ-পাথর—কাঁচকে করে সোনা,
যাঁর আঁখি-ছায় নিখিল-হিয়ার নিত্য আনাগোনা,
মৈত্রী-মধুর করুণা যার জুড়ায় হাহাকারে,
জগৎ ঘুবে সেই এসেছে এই নগরের দ্বারে!

শুদ্ধোদনের শুদ্ধ কুলে মায়াদেবীর কোলে
জন্মেছে যে জম্বুদ্বীপে আনন্দ-হিন্দোলে,
কীর্ত্তি যাহাব গগন ছাপায় নিখিল ভুবন ভরি',
সৈন্য বিনা জয় করে যে, শাক্যকুলের হবি,
মহাপ্রজাবতীর দুলাল সেই যে মহাপ্রজা
ছয় বিপুরে জয় ক'বে যে উড়ায কাষায়-ধ্বজা,
যজ্ঞশালার বিড়ম্বনায বলিপশুর হাটে
কুণ্ঠিত প্রাণ সহজ হ'ল যাহার শান্তি-পাঠে,
বারাণসীর শ্রুতির টোলে উদাত্ত যার স্বরে
'ধর্ম্ম' হ'ল উদ্বোধিত যজ্ঞ-বেদীব পবে,
নগ্ন ক্ষপণকেব মেলায় ভব্য ছবি যাব
দিগম্বরে শ্বেতাম্বরী কর্‌লে বারম্বার,
মগধ-পতি নমে যাবে তাপন-গেহ থেকে,
কোশল-পতি চরণ চুমে ছত্র চামর রেখে,
সেই এসেছে দ্বাবে তোমার আজ বিভূতির বেশে;
ববণ ক'বে নাও গো তাবে পর্য্যটনেব শেষে।

উদ্ভবে যার লুম্বিনী বন মর্ত্ত্যে স্বতন্তরা,—
জেরুজালেম্ বেথ্‌লেহেমেব অগ্র-সহোদরা,—
অক্রোধে ক্রোধ জিন্‌লে যে-জন বিজন মৃগদাবে,
ভারত হ'ল কেন্দ্র ধরার যাহাব আবির্ভাবে,
মুকুট ছেড়ে যে-জন নিলে কাষায উত্তরীয়,
বৈশ্বানবের বন্দনীয বিশ্বনরের প্রিয়,
যে সন্ন্যাসীর পুণ্যহাসির পবিত্র মহিমা
ছাপিয়ে চলে ভূ-ভারতেব বিপুল চতুঃসীমা,
চারিত্রে যে পূজ্য হ'ল বাহ্লীকে গান্ধারে
শোণ কাবেরী সর্‌দারিয়া কাজিল্ নদীর ধারে,
লঙ্কা শায়াম্ চীন জাপানে লাল-মানুষের দেশে
পৌঁছাল যার পরমবাণী পাখীর মুখে ভেসে,
তাতার ইরাণ একদা যার পূজ্‌ত সৌম্যছবি,
চার যুগে যার বন্দনা গায় নিখিল ধরার কবি,
শক-হূণে আর গ্রীক-রোমকে রাজায় প্রজায় মিলে
পুলকে যার চলন্-পথের ধূলি মাথায় নিলে,

কণিষ্ক যার চিতার ভস্ম কিন্‌লে নিষ্ক দিয়ে,
চণ্ড-অশোক ধর্ম্মী হ'ল যার করুণা পেয়ে,
নিখিল নরের ঐক্য প্রথম দেখ্‌লে যে-জন ধ্যানে,—
সেই এসেছে বাংলা দেশের ঐ নগরোদ্যানে।

ভক্তেরা যার পশুর তরেও গড়্‌লে সেবা-গেহ,
বিশ্বজনের কল্যাণে যার অর্পিত মন দেহ,
সত্তা যাহার করুণাতে, সত্যে যাহার স্থিতি,
সঙ্ঘ যাহার নূতন সৃষ্টি, সংবোধি যার প্রীতি,
সংযমে যার পরম শৌর্য্য, বীর্য্য মোহের নাশে,
'ধর্ম্ম' চরম প্রতিষ্ঠা যার সোমপায়ীদের পাশে,
শীল সে যাহাব অঙ্গভূষণ, অনঙ্গ যার বশে,
যার নয়নের বিমল বিভায় মনের বন্ধ খসে,
সুপ্ত ধরায় প্রবুদ্ধ যে অতুল মর্ত্ত্যধামে,
চায় না অকাজ বাড়ানো যে কিছু করার নামে,
নিষ্ক্রিয় যার বরং প্রিয় দুষ্ক্রিয় জন হ'তে,
নির্ব্বাণই যার অ-লোভ স্বর্গ জন্ম-মরণ স্রোতে,
কর্ম্ম শেষে শালের বনে বন তরুর মূলে
চিতায় শুয়ে ঘুমিয়েছে যে নিরঞ্জনার কূলে,
সেই সে অকূল কাল-সাগরে জমিয়ে খেয়ার পাড়ি
এসেছে আজ এই নগবে চৈত্য-শযন ছাড়ি'।

ছিল যে তার আসার কথা অনেক বছর থেকে,
শ্রীমান্ সার্থপতির বধূ রেখেছে তায় ডেকে!
ভক্ত অনাথপিণ্ডদেরি কন্যা যে সেই নাবী,
বঙ্গে পুণ্ড্রবর্দ্ধনে যে পতির গেহ তারি,
সে ডেকেছে আস্‌তে হবে, ..তাই বুঝি আজ আসা ;
মনে আছে নিমন্ত্রণ!...পূরাতে তার আশা—
শতাব্দী সব ঠেলে ঠেলে এল নীরব পায়ে,. .
নাইক খেয়াল রাজ্য নগর ভাঙ্‌ছে ডাহিন বাঁয়ে!
বঙ্গে এল বুদ্ধ-বিভা, কিন্তু সে নাই বেঁচে,
নগর পুণ্ড্রবর্দ্ধনও নেই—স্বপ্ন হ'য়ে গেছে!
নেই বালিকা উপাসিকা ; আমবা তারি হ'য়ে
বরণ করি বুদ্ধ-বিভা চিত্ত-প্রদীপ লয়ে ;
চৈত্য দিয়ে যত্নে ঘিরি বুদ্ধ-বিভূতিরে,
নিরঞ্জনা-তীরের স্মৃতি ভাগীরথীর তীবে।

নমস্কার

নমস্কার! করি নমস্কার!
কবিতা-কমল-কুঞ্জ-উল্লসিত আবির্ভাবে যার,
আনন্দের ইন্দ্রধনু মোহে মন যাহার ইঙ্গিতে,
আত্মার সৌরভে যার স্বর্গনদী রহে তরঙ্গিতে,
কূজনে গুঞ্জনে গানে মর্ত্ত্য হ'ল স্ফূর্ত্তি-পারাবার,
অন্তরের মূর্ত্তিমন্ত ঋতুরাজ বসন্ত সাকার,—
নমস্কার! করি নমস্কার!

স্ফটিক জলের তৃষ্ণা যে চাতক জাগাইল প্রাণে,
অমর করিল বঙ্গে মৃত্যু-হরা মৃত্যু-হারা তানে,
ছাতারে-মুখর যুগে গাহিল যে চকোরের গান,—
করিল যে করা'ল যে জনে জনে চন্দ্র-সুধা পান;
তত্ত্বের নিথরে যেবা বিথারিল রসের পাথার,—
নমস্কার! করি নমস্কার!

চন্দন-তরুর বনে বাঁধিল যে বাণীর বসতি,
দুর্লভ চন্দন-কাঠে কুঁড়ে বাঁধা শিখেছে সম্প্রতি—
অকিঞ্চন কবিজন গৌড়ে বঙ্গে আশীর্ব্বাদে যার,
বেণু বীণা জিনি মিঠা বাণী যার খনি সুষমার,
চিত্তপ্রসাধনী পরী দিল যারে নিজ কণ্ঠহার,—
নমস্কার! করি নমস্কার!

প্রতিভা-প্রভায় যার ভিন্ন-তমঃ অভিচার-নিশি,
আবেদনে-আস্থাহীন, 'আত্মশক্তি'-মন্ত্র-দ্রষ্টা ঋষি,
ভীরুতার চিরশত্রু, ভিক্ষুতার আজন্ম-অরাতি,
শোণিত-নিষেক-শূন্য নৈযুজ্যের নিত্য-পক্ষপাতী,
বঙ্গের মাথার মণি, ভারতের বৈজয়ন্ত হার,—
নমস্কার! করি নমস্কার!

রুদ্ধ-কণ্ঠ পাঞ্জাবের লাঞ্ছনার মৌনী-অমারাতে
নির্ভয়ে দাঁড়াল একা বাণী যার পাঞ্চজন্য হাতে
ঘোষিল আত্মার জয় কামানের গর্জ্জন ছাপায়ে
অতিচারী ফিরিঙ্গীর ঘাঁটা-পড়া কলিজা কাঁপায়ে
তুচ্ছ করি' রাজ-রোষ উপরাজে দিল যে ধিক্কার,—
নমস্কার! করি নমস্কার!

দাঁড়ায়ে প্রতীচ্য ভূমে যে ঘোষে অপ্রিয় সত্য কথা,—
"জঘন্য জন্তুর যোগ্য পশ্চিমের দন্তুর সভ্যতা!"

ছিন্নমস্তা ইয়োরোপা শোনে বাণী স্বপ্নাহত-পারা—
ছিন্নমুণ্ডে শিবনেত্র, দেখে নিজ রক্তের ফোয়ারা—
শিহরি' কবন্ধ মাগে যার আশে শান্তিবারি-ধার—
নমস্কার! তারে নমস্কার!

স্বদেশে যে সর্ব্বপূজ্য, বিদেশে যে রাজারও অধিক,
মুখরিত যার গানে সপ্ত সিন্ধু আর দশদিক্,—
বিশ্বকবি-ছত্রপতি, ছন্দরথী, নিত্য-বন্দনীয়,
বিতরে যে বিশ্বে বোধি,—বিশ্ববোধিসত্ত্ব জগৎপ্রিয়,
নিত্য তারুণ্যের টীকা ভালে যাব, চিত্ত-চমৎকাব,—
নমস্কাব! তারে নমস্কার!

ষাটের পাটনে এসে দেশে দেশে বরযাত্রা যার,
নিশীথে মশাল জেলে যার আগে নাচে দিনেমাব,
ওলন্দাজ খুলি' তাজ যার লাগি কাতারে কাতাব
শীতে হিমে বাজপথে দাঁড়াইয়া ছবি প্রতীক্ষার,
স্বন্দব ভুলি' 'হূণ' 'গল্' যাব লাগি রচে অর্ঘ্যভার,
নমস্কার! তাবে নমস্কার!

নয়নে শান্তির কান্তি, হাস্য যার স্বর্গের মন্দাব,
পক্ককেশে যে লভিল ববমাল্য রম্যা অবোবাব,
বুদ্ধের মতন যার 'আনন্দ' সে নিত্য-সহচর,
সর্ব্ব ক্ষুদ্রতার উর্দ্ধে মেলে পাখা যাহাব অন্তব,
বিশ্বযোগে যুক্ত যে গো "বাণীমূর্ত্তি স্বদেশ-আত্মার"-
বারম্বার তারে নমস্কার!

চারি মহাদেশ যার ভক্ত, করে ভক্তিনিবেদন,
গুরু বলি' শ্রদ্ধা স'পে উদ্বোধিত আত্মা অগণন,
ভাবের ভুবনে যার চারি যুগে আসন অক্ষয়,
যার দেহে মূর্ত্তি ধবে ঋষিদের অমূর্ত্ত অভয,
অমৃতের সন্ধানী যে ধ্যানী যে নির্দ্বন্দ্ব-সাধনাব—
নমস্কার! নমস্কার! বারম্বাব তারে নমস্কার।

গান্ধিজী

দিনে দীপ জ্বালি' ওরে ও খেয়ালী! কি লিখিস্ হিজিবিজি?
নগরের পথে রোল ওঠে শোন্ 'গান্ধিজী!' 'গান্ধিজী!'
বাতায়নে দ্যাখ্ কিসের কিরণ! নব জ্যোতিষ্ক জাগে!
জন-সমুদ্রে ওঠে ঢেউ, কোন্ চন্দ্রের অনুরাগে!

জগন্নাথের রথের সারথি কে রে ও নিশান-ধারী,
পথ চায় কার কাতারে কাতার উৎসুক নরনারী।
কৃষাণের বেশে কে ও কৃশ-তনু—কৃশাণু পুণ্যছবি,—
জগতের যাগে সত্যাগ্রহে ঢালিছে প্রাণের হবি।
কৌঁসুলি-কুলি করে কোলাকুলি কার সে পতাকা ঘেরি',
কার মৃদুবাণী ছাপাইয়া ওঠে গর্ব্বী গোরার ভেরী।
ক্রোর টাকা কার ভিক্ষা-ঝুলিতে, অপরূপ অবদান,
আগুলিয়া কারে ফেরে কোটি কোটি হিন্দু-মুসলমান।
আত্মার বলে কে পশু-বলের মগজে ডাকায় ঝিঁ ঝিঁ
কে রে ও খর্ব্ব সর্ব্বপূজ্য ?—'গান্ধিজী।' 'গান্ধিজী!'

* * *

মহাজীবনের ছন্দে যে-জন ভরিল কুলিরও হিয়া,
ধনী-নির্ধনে এক ক'রে নিল প্রেমের তিলক দিয়া ,
আচরণ যার কোটি কবিতার নির্ঝর মনোরম,
কর্ম্মে যে মহাকাব্য মূর্ত্ত, চরিতে যে অনুপম ,
দেশ-ভাই যার গরীব বলিয়া সকল বিলাস ছাড়ি'
'গড়া' যে পরে গো, ফেরে খালি পায়ে, শোয় কম্বল পাড়ি'
তপস্যা যার দেশাত্মবোধ ছোটরও ছোটর সাথে,
দিন-মজুরের খোরাকে যে খুসী তিন আনা পয়সাতে ,
স্বেচ্ছায় নিয়ে দৈন্য যে, কাছে টানিল গরীব লোকে,
ভালো যে বাসিল লক্ষ কবির ঘন অনুভূতি-যোগে,
অহিংসা যার পরম সাধনা হিংসা-সেবিত বাসে,
আসন যাহার বুদ্ধের কোলে, টলষ্টয়ের পাশে,
দীনতম জনে যে শিখায় গূঢ় আত্মার মর্য্যাদা,
চিত্তের বলে লঙ্ঘিয়া চলে পাহাড়-প্রমাণ বাধা,
বীর-বৈষ্ণব—বিষ্ণু-তেজেতে উজল যে-জন ভিজি'
ওই সেই লোক ভারত-পুলক, ওই সেই গান্ধিজী।

* * *

কাফ্রির ভিটা আফ্রিকা-ভূমে প্রিটোরিয়া-নগরীতে,
বারে বারে ক্লেশ সহিল যে ধীর স্বদেশবাসীর প্রীতে,
উপনিবেশের অপহুজুরের না মানি' জিজিয়া-কর,
মুদি-মাকালিরে আত্মার বলে শিখাল যে নির্ভর,
বারণ যাদের ওঠা ফুট্‌পাতে তাদেরি স্বজাতি হ'য়ে
ফুটপাথে হাঁটা পণ যে করিল গোরার চাবুক স'য়ে,
মার খেয়ে পথে মূর্চ্ছা গিয়েছে, পণ যে ছাড়েনি তবু,
বারে বারে যারে জরিমানা ক'রে হার মেনে গোরা প্রভু
রদ্‌ ক'রে বদ্‌ আইন চরমে রেহাই পেয়েছে তবে!
ধীরতায় বীর সেরা পৃথিবীর, নাই জোড়া নাই ভবে!
প্লেগের প্লাবনে কুলি-পল্লীতে নিল যে সেবা-ব্রত,
বুয়ার-লড়াইয়ে জুলুর যুদ্ধে জখমী বহিল কত,

কৌঁসুলি-কুলি-মুদি-মহাজনে পল্‌টন গ'ড়ে নিয়ে
উপনিবেশীর কথা-বিশ্বাসে খাটিল যে প্রাণ দিয়ে,
কাজের বেলায় ইংরেজ যারে মেনেছিল কাজী ব'লে,
কাজ ফুরাইলে পাজী হ'ল হায় বর্ণ-বাধার গোলে!
কথা রাখিল না যবে হীন-মনা কথার কাপ্তেনেরা,
কায়েম রাখিল বকেয়া যুগের জিজিয়া—ক্ষোভের ডেরা,
তখন যে-জন কুলির ধাতুতে বৈষ্ণবী সেনা সৃজি'
ধৈর্য্য-বীর্য্যে মোহিল জগৎ, এই সেই গান্ধিজী!

*　　　*　　　*

সাগরের পারে স্বদেশের মান রাখিল যে প্রাণপণে,
গোরা-চাষা-দেশে নিগ্রহ সহি' নিগ্রো-কুলের সনে,
বিদেশে স্বদেশী বটের চারায় রোপিয়া যে নিজ-হাতে
বিশ্বাস-বারি সেচনে বাঁচাল বাওবাব-আওতাতে,
ভারত-প্রজারে চোরের মতন থানায় থানায় গিয়ে
নাম লেখাইতে হবে শুনে, হায়, আঙুলের টিপ্ দিয়ে,
যে বিধি অবিধি তারে নির্ম্মূল করিবারে বিধি ঠেলে
দেশ-আত্মায় অপমান হ'তে বাঁচাতে যে গেল জেলে,
গেল চ'লে জেলে জ্বালাইয়া রেখে পুণ্য-জ্যোতির জ্বালা
ভয়-তরণের সুধা-ক্ষরণের উদাহরণের মালা!
ধায় দেশী কুলি দেশী কুঠিয়াল না শোনে কাহারো মানা,
দেখিতে দেখিতে উঠিল ভরিয়া যত ছিল জেলখানা,
মর্দ্দে-মেয়েতে চলিল কয়েদে দলে দলে অগণন,
স্বেচ্ছায় ধনী হ'ল দেউলিয়া, তবু ছাড়িল না পণ!
ক্ষুধিত শিশুরে বক্ষে চাপিয়া দেশ-প্রেমী কুলি-মেয়ে
ইঙ্গিতে যার কষ্টের কারা বরণ করেছে ধেয়ে,
দীক্ষায় যার নিরক্ষরেও সাঁতারে দুঃখ-নদী,
বুকে আঁকড়িয়া সদ্য-লব্ধ মর্য্যাদা-সম্বোধি!
তামিল-যুবক মরিয়া অমর যে পরশ-মণি ছুঁয়ে,
চিরপদানত মাথা তোলে যার মন্ত্র-গর্ব্ব ফুঁয়ে,
পুলকে পোলক্ মিতালি করিল যার চারিত্র্য-গুণে,
ভারতে বিলাতে আগুন জ্বলিল যার সে দীপক শুনে,
বাঁধিল যাহারে প্রীতি-বন্ধনে বিদেশীরও রাখী-সূতা—
ভেট যারে দিল প্রেমী অ্যানড্রুজ অযাচিত বন্ধুতা,
আপনার জন বলি' যারে জানে ট্রান্স্‌ভাল হ'তে ফিজি,
জীর্ণ খাঁচার গরুড় মহান্—এই সেই গান্ধিজী!

*　　　*　　　*

এসিয়া যে নয় কুলিরই আলয় প্রমাণ করিল যেবা,
কুলিতে জাগায়ে মহামানবতা নর-নারায়ণ-সেবা,—
ধৈর্য্যে ও প্রেমে শিখাল যে সবে কায়-মনে হ'তে খাঁটি,
সত্য পালিতে খেল যে সরল পাঠান চেলার লাঠি,

বিশ্বধাতার বহে যে পতাকা উজল জিনিয়া হেম,
"সত্য" যাহার এক-পিঠে লেখা আর-পিঠে "জীবে প্রেম",
সত্যাগ্রহে দহিয়া সহিয়া হয়েছে যে খাঁটি সোনা,
দেশের সেবার সাথে চলে যার সত্যের আরাধনা,
অযুত কাজের মাঝারে যে পারে বসিতে মৌন ধরি'
শবরমতীর বরণীয় তীরে ধ্যানের আসন করি',
অর্জ্জন যার ব্রহ্মচর্য্য তপের বৃদ্ধি কাজে,
উজ্জ্বল যার প্রাণের প্রদীপ তর্ক-আঁধার-মাঝে,
মেথরের মেয়ে কুড়ায়ে যে পোষে, অশুচি না মানে কিছু,
চাকরের সেবা না লয় কিছুতে, নরে সে যে করা নীচু,
ক্ষুদ্রে মহতে যে দেখেছে মরি আত্মার চির-জ্যোতি ;
দাস হ'তে, দাস রাখিতে যে মানে চিত্তের অধোগতি,
প্রেমময় কোষে বসে যে দেশের, শক্তি-বীজের বীজী,
অন্তরে বৈকুণ্ঠ যাহার,—এই সেই গান্ধিজী।

*　　　　*　　　　*

দর্পীতাপন ভারত-পাবন এই সে বেণের ছেলে,
শুচি মহিমায দ্বিজকুলে ম্লান করিল যে অবহেলে,—
কুণ্ঠা-রহিত বৈকুণ্ঠের জ্যোতি জাগে যার মনে,
সাজা নিতে নয় কুণ্ঠিত কর্ত্তব্যের আবাহনে,
নীলকর আর চা-কর-চক্রে কুলির কান্না শুনি',
ফেরে কামরূপে চম্পারণ্যে অশ্রু-মকুতা চুনি',
কায়রা-আকালে শাসনের কলে শেখালে যে মর্ম্মিতা
নিজে ঝুঁকি নিযা খাজ্না রুখিয়া রায়তের চির মিতা ;
রাজা-গিরি নয় কেবলি হুকুম কেবলি ডিক্রিজারি,
হাল গোরু ক্রোক আকালেরও কালে করিতে মালগুজারি,
এ যে অনাচার এর ঠাঁই আর নাই নাই ভূভারতে,
রাজায় প্রজায় একথা প্রথম বুঝাল যে বিধিমতে,
সাতশত গাঁয়ে বাজায়ে অমোঘ সত্যাগ্রহ ভেরী,
প্রজার নালিশ বোঝাতে রাজারে হ'ল নাকো যার দেরী,
অভয়-ব্রতের ব্রতী যে, সকল শঙ্কা যে-জন হরে,
বিশ্বপ্রেমের পঞ্চপ্রদীপে কুলির আরতি করে ;
আদর্শ যার সুধন্বা আর প্রহ্লাদ মহীযান্,
পিতারও হুকুমে করে নাই যারা আত্মার অপমান,
পূজনীয়া যার বৈষ্ণবী মীরা চিতোরের বীণাপাণি,—
রাজারও হুকুমে সত্যের পূজা ছাড়েনি যে রাজরাণী ;
জপমালে যার সারা দুনিয়ার সত্য-প্রেমীর মেল্,
গ্রীসের শহীদ্ সক্রেটিস্ আর ইহুদীর দানিয়েল্,
যার আলাপনে বন্দী মনের বন্ধন হয় ক্ষয়,
তার আগমনী গাও কবি আজ, গাও গান্ধির জয়।

এসিয়ার হক্, হারুণের স্মৃতি, ইস্‌লাম্-সম্মান,—
মর্ম্ম-বীণার তিন তারে যার পীড়িয়া কাঁদাল প্রাণ,
দরাজ বুকেতে সারা এসিয়ার ব্যথার স্পন্দ বহি,
সব হিন্দুর হ'য়ে যে, খোলসা খেলাফতে দিল সহি,
চিত্ত-বলের চিত্র দেখায়ে পেল যে পূর্ণ সাড়া,
সত্যাগ্রহ-ছন্দে বাঁধিল ঝড়েরে ছন্দ-ছাড়া,
প্রীতির রাখী যে বেঁধে দিল দুহুঁ হিন্দু-মুসলমানে,
পঞ্চনদের জালিয়াঁর জ্বালা সদা জাগে যার প্রাণে,
ভারত-জনের প্রাণ-হরণের হরিবারে অধিকার
নৈযুজ্যের হ'ল সেনাপতি যে রথী দুর্নিবার,
বিধাতার দেওয়া ধর্ম্ম্য রোষের তলোয়ার যার হাতে
সোনা হ'য়ে গেছে সত্যাগ্রহ-রসায়ন-সম্পাতে ;
ঘোষি' স্বাতন্ত্র্য শাসন-যন্ত্র আম্‌লা তন্ত্র সহ
অভয়-মন্ত্র দিয়ে দেশে দেশে ফিরিছে যে অহরহ ;
মহাবাণী যাব শক্তি-আধাব, অনুদার কভু নহে,
লুকানো ছাপানো কিছু নাই যার, হাটের মাঝে যে কহে—
"স্বরাজপ্রয়াসী জাগো দেশবাসী, স্বরাজ স্থাপিতে হবে,
ত্যাগেব মূল্যে কিনিব সে ধন, কায়েম কবিব তপে।
যা' কিছু স্ববশে সেই তো স্বরাজ, সেই তো সুখের খনি,
আপনার কাজ আপনি যে করে,—পেয়েছে স্বরাজ গণি ;
স্বপাকে স্বরাজ, স্বরাজ—স্বকরে নিজের বসন বোনা,
স্বরাজ—স্বদেশী শিল্প-পোষণে স্বাধিকারে আনাগোনা,
স্বরাজ—আপন ভাষা-আলাপনে, স্বরাজ—স্ব-রীতে চলা,
স্বরাজ—যা' কিছু অশুভ তাহারে নিজের দু'পায়ে দলা ;
স্বরাজ—স্বয়ং ভুল ক'রে তারে শোধ্‌রানো নিজ হাতে,
স্বরাজ—প্রাণীর প্রাণে অধিকার বিধাতার দুনিয়াতে।
সেই অধিকারে দ্যায় যারা হাত প্রেষ্টিজ্-অজুহাতে,—
স্বরাজ—সে নৈযুজ্য তেমন আম্‌লা-তন্ত্র সাথে।
হাতে হাতিয়ারে শিক্ষা স্বরাজ, স্বপ্রকাশের পথে,
স্বরাজ—সে নিজ বিচার নিজেরি স্বদেশী পঞ্চায়তে,
চারিত্র্য-বলে আনে যে দখলে এই স্বরাজের মালা,
কর-গত তার সারা দুনিয়ার সব দৌলৎশালা,
হাতেরি নাগালে আছে এর চাবী, আয়াস যে করে লভে,
অক্ষম ভেবে আপনারে ভুল কোরো না।" কহে যে সবে ;
আত্ম-অবিশ্বাসের যে অরি, মূর্ত্ত যে প্রত্যয়,
পরাজয় আজো জানেনি যে, সেই গান্ধির গাহ জয়!

হেস না হেস না ক্ষুদ্রদৃষ্টি, হেস না বিজ্ঞ হাসি,
মূর্ত্ত তপেরে শেখ বিশ্বাস করিতে অবিশ্বাসী,

অবিশ্বাসের বিষ-নিশ্বাসে হয় যে প্রাণের ক্ষয়,
বিশ্বাসে হয় বিশ্ববিজয়, বিদ্রুপে কভু নয়।
ব্যঙ্গমা! তোর ব্যঙ্গ এবং বঙ্গ বাখান রাখ্,
গুঞ্জনে শোন্ ভরি' ভরি' ওঠে ভারতের মৌচাক,
ভীমরুলও হ'ল মৌমাছি আজ যার পুণ্যের বলে
তার কথা কিছু জানিস্ তো বল্, মন দোলে কুতূহলে,
জানিস্ তো বল্ মোহনদাসেবে মহাদুষ্মন গণি'
কি ফিকিব আঁটে সুরা-রাক্ষসী পূতনা বোতল্-স্তনী,
বোতল কাড়িয়া মাতালের, গেল কোন্ তেলি কারাগারে,
কোন্ লাট ঢাকে অশোকেব লাট মদেব ইস্তাহাবে।
জানিস্ তো বল্ কি যে হ'ল ফল আব্কারী-যুদ্ধের,
মঘ-জাতকের অভিনয সুরু হ'ল কি মগধে ফের।
ওবে মূঢ় তুই আজকে কেবল ফিবিস্ নে ছল খুঁজে,
খুঁটিনাটি বোল কবে কি বলেছে তাহাবি উতোব যুঝে,
গোকুল শ্রেয কি শ্রেয খানাকুল—সে কলহ আজ বেখে
ভাবত জুড়ে যে জীবন-জোয়াব নে রে তুই তাই দেখে।
পাবিস্ যদি তো শুচি হ'যে নে বে স্নান ক'বে ওই জলে,
চিনে নে চিনে নে মহান্-আত্মা মহাত্মা কাবে বলে।
এতখানি বড় আত্মা কখনো দেখেছিস্ কোনো দিন?
দেশ যাব আত্মীয প্রিয—তবু বিশ্বাসহীন?
দুববীন ক'সে বিজ্ঞেবা ঘোষে, "সূর্য্যেব বুকে পিঠে
আছে মসী-লেখা!" আলোব তাহে কি হয় কমি এক ছিটে?
সেই মসী নিযে হাস্যে তপন বিশ্ব ভরিছে নিতি,
বশ্মিব ঋণ বাড়ায়ে শশীর, ফুলে ফুলে দিয়ে প্রীতি।
কুটিবে কুটিবে মহাজীবনেব জেবলেছে যে হোম্শিখা,
দিন-মজুবেব জনে জনে সঁপি' মর্য্যাদা-শুচি টীকা,
পেঁছে দেছে যে পৌরুষ নব চাষাদের ঘরে ঘবে,
যার বরে ফিরে শিল্পীর গেহ কাজের পুলকে ভরে,
যাব আহবানে সাড়া দিয়েছে রে ত্রিশ কোটির মন,
দেশের খতেনে যশের অঙ্ক লেখে সাধারণ জন,
আত্মবিলোপী কর্ম্মী-সঙ্ঘ যাব বাণী শিরে ধরি'
নীববে করিছে ব্রতেব পালন দুঃসহ দুখ ববি';
ছাত্রের ত্যাগে স্বার্থের ত্যাগে পুলকিয়া বহে হাওয়া,
রাজ-ভৃত্যের বৃত্তির ত্যাগে রাজপথ হ'ল ছাওয়া,
যারে মাঝে পেয়ে কাজিযা থামায়ে হিন্দু ও মোস্লেম,
'আত্মদমন স্বরাজ' সমঝি ভুঞ্জে পরম প্রেম,
মহম্মদের ধর্ম্ম্য-শৌর্য্য যাহার জীবন-মাঝে
বুদ্ধদেবের মৈত্রীতে মিলি' স্ফুরিছে নবীন সাজে;
সারাটা জীবন খৃষ্টদেবের ক্রুশ যে বহিছে কাঁধে,
বিক্ষত-পদে কণ্টক-পথে 'সত্য'-ব্রত যে সাধে;

যার কল্যাণে কুড়োমি পালায় প্রণমিয়া চরকারে,
ভরে ভারতের পল্লী-নগরী কবীরের 'কাল্‌চারে' ;
যাহার পরশে খুলে গেছে যত নিদ্‌মহলের খিল,
পুরো হ'য়ে গেছে যার আগমনে তিরিশ কোটির দিল্‌,
তার আগমনী গা রে ও খেয়ালী! গৌড়বঙ্গময়
গাও মহাত্মা পুরুষোত্তম গান্ধির গাহ জয়।

অর্ঘ্যপঞ্চক

(কবি কৃত্তিবাসের স্মৃতি-পূজায় বিনিয়োগ)

বঙ্গ-বাল্মীকি

বাল্মীকি গড়িল যাহা সংস্কৃতের সংহত শিলায
তারি কি নকল তুমি করেছ হে গঙ্গামৃত্তিকায়
কৃত্তিবাস? তব কবিচিত্তেব সুষমা রাশি রাশি
করেনি কি রঞ্জিত তা-সবে পদে-পদে? তব হাসি,
তব অশ্রু? দেশের দেহেব ধাতু ভক্তিনীরে ছানি'
গড়েছ যে নব সীতা, নির্ম্মিযাছ নব সীতা জানি,
আর সে দোসর চির গড়েছ হে সোদব লক্ষ্মণ ;
ওগো কবি! তব স্পর্শে রামায়ণ হয়েছে নূতন,
হয়েছে যে বাঙালীর একান্ত আপন—মন্ত্রে তব,
বাল্মীকির পুনর্জ্জন্ম তব তপে হযেছে সম্ভব,
নির্ম্মম দস্যুরে তুমি আর্দ্র করি দেছ মমতায়,
জাগায়েছ দুর্বৃত্তের চিত্তবাসী সুপ্ত দেবতায ;
জীবে জীবে ওগো কবি! জাগায়েছ শিব-সম্ভবনা ;
নকল-নবীশ নও, কবি তুমি, তুমি মহামনা,
দুষ্টের পরাণ-কোষে দেখিয়াছ অভীষ্টের ছবি,
গ্লানিহরা তব গীতি, তব গান পবিত্র জাহ্নবী।

বাণীর পূজারী

"যার কণ্ঠে সদাকালে বৈসে সরস্বতী"

বাণী-পূজা-দিনে উদয় তোমার
উদয়ে ধন্য জন্মভূমি,
বঙ্গ-বাণীর পূজার প্রচার
ষোড়শোপচারে করিলে তুমি।

অশেষে করিলে বিশেষে প্রকাশ,
আভাষে বাঁধিলে ভাষায় গুণী!
ভক্তির সাজি ভরিলে স্বদেশী
বাঁধুলি টগর দোপাটি চুনি'।
কবি-সরোরুহ ফুটিল যে সরে
তব তপে সেথা আসিল নামি'
পাবনী ফোয়ারা জাহ্নবী-ধারা,
বাঁওড়ের জল সাগর-গামী।
পল্বলে ওঠে প্লাবনের রোল,
কল্লোল ওঠে প্রণবে মিশি'
তোমার গানের সুরধুনী স্নেহে
শীতলিছে দেশ দিবস নিশি ;
শীতলিছে আর করিছে অমল
চির-নিরমল পানের পানি,
ছোটো বড় তাহে সুখে অবগাহে
রাঢ়-বাংলার নিখিল প্রাণী!
দেবভাষা দেবলোকে যে ছিল গো,
তব তপে সে যে এল কানাচে ,
সপ্তকোটির হৃদয়-পরাণ
আজ তব নামে তাইতো নাচে।
সপ্তকোটির মিলন-তীর্থ
তৃণ-সুনীচেরও মনের মিতা,
পূজারী পসারি সবারি যে তুমি
একাধারে চারি বেদ ও গীতা।
তোমার গানের রেশ লাগি কানে
কত প্রাণে গান উঠিল জেগে,
কত নীহারিকা সূর্য্য হ'ল গো
দানা বেঁধে তব জ্যোতির্মেঘে।
ভক্তির বলে শক্তি জাগালে,
দেশ-ভারতীরে করিলে ধনী,
বাংলা-দেশের বাল্মীকি ওগো,
বঙ্গবাণীর পদ্মযোনি!

বিধান-দাতা

তোমার কথাই মান্‌ব মোরা,
মনুর বচন মান্‌ব না,
সংহিতাতে ছাই দিয়ে আজ
চলুক তোমার গান শোনা।

তোমার গানে পেইছি যে ধন,
সার সে সকল সংহিতার—
কবি যখন বিধান-দাতা
সবাই পাবে ন্যায়-বিচার।
তোমার গানের তোমার প্রাণের
পঞ্চবটীর আব্‌ছায়ায়
কত যে বীজ ছড়িয়ে আছে
বল্‌বে কে তা জান্‌বে হায়!
আদি-কবি নও হে শুধু,
সাম্য-সামের হও আদি—
কাঠগড়াতে বামুন-ঠাকুর
পথের কুকুর ফরিয়াদী!
কুকুরকে দাও ডিক্রি তুমি,
ঠাকুরকে দাও দণ্ড হে,
রাজার সেবা রামকে দিয়ে
কর্‌লে একি কাণ্ড হে!
অন্যায়ে মন দ্যায়নি সে সায়
বুঝ্‌ছি সে সুস্পষ্ট হে,
কবি! তোমার প্রাণ যে কাঁদায়
উৎপীড়িতের কষ্ট হে!
কুকুরকে তাই জয় দিয়েছ,
পৈতে ছেঁড়ার শঙ্কা নেই,
সাম্য-মহাসাম গেয়েছ
হয়তো নিজের অজ্ঞাতেই!
উদ্ভাসিছে গান যে তোমার
ভবিষ্যতের পূর্ব্ব-ভাস,
কবি তুমি, দ্রষ্টা তুমি
কীর্ত্তিমন্ত কৃত্তিবাস।
শূদ্র-দ্বিজের পৃথক্ আইন—
আছে মনুর কুকীর্ত্তি,
ঠাকুর-কুকুর এক্‌সা ক'রে
নড়িয়ে দিলে সে ভিত্তি।
গানে তুমি মন কেড়েছ,
তোমার পিছেই চল্‌বে দেশ ;
গানের গায়ন কয় যে আইন
সেই আইনই ফল্‌বে শেষ।

যশোধন

"যেথা যাই সেথাই গৌবব মাত্র সার।"

চাও কেবল যশ অমল
কীর্ত্তিসাব কৃত্তিবাস।
স্বর্ণ নয়, হর্ম্ম্য নয়,
দাস-দাসীর নাইক আশ।
চাও না পদ, পয়সা নয়,
বাজপ্রসাদ—চাও না তাও,
গৌরবেব সৌবভেই
মন মাতাল, ধাও উধাও।
ঢের রাজার যাও সভায়,
গান শোনাও, বস বিলাও,
রাজ-শ্রোতায় দ্যায় যা পা'য
নাও না তাও, তাও ফিবাও।
এই তো ঠিক প্রাণ কবির,
এই তো বীত মন্-ভোলার,
রাজ-দাতায় দাও জবাব
"নিই নে দাম দিল্ খোলার।
যাই যেথাই রস বিলাই
পাই সেথাই যশ কেবল,
লই যে দান সে সম্মান
আব শ্রোতার মন্-কমল।"
এই কবির উচ্চ শিব—
এই কবিব উচ্চ প্রাণ—
হোক্ মোদেব হোক্ সহজ
কৃত্তিবাস কীর্ত্তিমান্।
উচ্চলোভ দগ্ধ হোক
সব কবির মোব দেশের,—
পূর্ণতার উৎস যাব
চিত্ত, তাব ক্ষোভ কিসের?
দাও হে বব—হে'ট না হয
শির কবির বঙ্গে আর,—
যেই দেশের মূল গায়ন
কৃত্তিবাস কীর্ত্তিসার।

অগ্রহারী

ওগো! কাল-ভোলা কীর্ত্তি তোমার অচপল,
কবি! মৃত্যু-বিজয় তব কাব্য সফল;
ঝরে কণ্ঠে পিযূষ তব নিত্য-কালে;
চির রাজটীকা ভায় তব দীপ্ত ভালে!

তুমি কঙ্কালে প্রাণ দিলে সঞ্চারিয়া!
ওঠে মন্ত্রে তোমার মৃত সিংহ জীয়া!
তব হর্ষে শ্যামল হ'ল রিক্ত মরু!
তব সঙ্গীতে মুঞ্জরে শুষ্ক তরু!

কত অব্দেরি বল্মীকে অঙ্গ ঢাকা,
তবু উদ্ভাসে বঙ্গ ও-কীর্ত্তি-রাকা;
তব কণ্ঠে সরস্বতী, চক্ষে বিভা,
আনে গৌড়ে নূতন দিবা ঐ-প্রতিভা।

তুমি বঙ্গবাণীর প্রিয় আদ্য কবি
এলে বজ্র-সাধন-শেষে সৌম্যছবি;
তুমি নির্ম্মলে দেশ-ভাষা কাব্য-ছাঁদে,
এল গঙ্গা তরঙ্গিয়া শঙ্খনাদে!

ছিলে মান্-সরোবর-জলে হংস তুমি,
বুঝি স্বপ্নে বাণীর পাদ-পদ্ম চুমি'
এলে পথ ভোলা হংস শ্রীপঞ্চমীতে
বহি বাক্ দেবতার বীণা এই নিভৃতে!

তুমি জাগ্‌লে দখিন হাওয়া পূর্ণ মাঘে
যবে কুঞ্জে কোকিল শামা কেউ না জাগে,
তুমি জাগিয়ে যখন দিলে জাগ্‌ল সবাই,
আজি লক্ষ পাখীর গানে বিশ্রামই নাই।

আজি সব গানে গুঞ্জনে অর্ঘ্য তোমার,
সারা বঙ্গ পরায় গলে বন্দনা-হার,
লেখে ছন্দে যে, শিষ্য সে কৃত্তিবাসের
তুমি কেন্দ্র হে ছন্দেরি, রাস-বিলাসের।

আজি বিশ্বে যে পায় পূজা বঙ্গবাণী
তারি গড়্‌লে প্রথম তুমি আদ্‌রাখানি,
তারে পূজ্‌বে যে পূজবে তোমায় সে, কবি!
জ্ঞানে অজ্ঞানে অর্পিবে যজ্ঞ-হবি।

শ্রদ্ধা-হোম

(কবিগুরু-প্রশস্তি। গৌড়ী গায়ত্রী ছন্দ)

জয় কবি। জয় জগৎপ্রিয়
বরেণ্য হে বন্দনীয়!
অগম শ্রুতির শ্রোত্রিয়। জয়। জয়!
প্রাণ্-প্রণবের দ্রষ্টা নব।
গান সে অসপত্ন তব,—
অমৃত-সমুদ্ভব। জয়। জয়!
যুবন্ প্রাণের গাও আরতি,—
যে প্রাণ বনে বনস্পতি,
নবীন সবনের ব্রতী। জয়। জয়।
বাক্ তব বিশ্বম্ভরা সে,—
নৃত্যে মাতায় বিশ্ব-বাসে,—
চিত্তে দোলায় উল্লাসে। জয়। জয়!
পাবনী-বাগ্‌দেবীর কবি!
পাবীরবীর গায়ন রবি।
পুণ্য পাবকচ্ছবি। জয়। জয়।
জয় কবি! জয় হৃদয়-জেতা!
দিগ্বিজয়ীদিগের নেতা!
চিদ্-রসায়ন প্রচেতা। জয়। জয়।
শ্রদ্ধা-হোমের লও আহুতি,—
মানস-হবি এই আকুতি,
কবি। সবিতা-দ্যুতি। জয়! জয়।
প্রাণের কাঙাল, মানের নহ,
মান ঠেলে পায় কুলির সহ
অসম্মানের ভাগ লহ। জয়। জয়।
তোমায় দেখে প্রাণ উথলে,
হাসি-উজল চোখের জলে
অফুট্ বোলে দেশ বলে—'জয়। জয়!'
তোমার সুব্রহ্মণ্যা বাণী
তারার ফুলের মাল্যখানি
কণ্ঠে কবি দ্যান্ আনি। জয়! জয়।

মাতা মনু

পাখী ডেকে ওঠে ওই গো ওই,
বয় ভোরের হিম বাতাস ;
জাগল্ কার শান্ত চোখ
ফুট্‌ল কার পুষ্পহাস!

ভিজে ওঠে আঁধারের আঁচল
মৌক্তিকের স্নিগ্ধ ভায়,
কম্পমান অঙ্গে ম্লান
কল্প-শেষ রাত্রি যায়।

সারা-নিশি-ভরা যন্ত্রণার
দুঃস্বপন টুট্‌ল মোর,
অশ্রু আর দুর্দ্দশার
হয় রে শেষ, হয় রে ভোর।

একাকী আছিনু মুহ্যমান
এই ধূলায় কল্প কাল ;
কার আঙুল—ফুল চাঁপার,—
বুন্‌ল আজ স্বপ্নজাল!

কোথা হ'তে এল এই অতিথ্—
এই কোমল—এই অরুণ—
এই চমৎকার আমার—
মোর প্রসব—মোর প্রসূন!

বাছা! ওরে বাছা! মোর দুলাল!
মোর হিয়ার একটি ফুল!
সঙ্গী মোর—অঙ্গ মোর—
স্বপ্ন মোর—তুই অতুল!

তোরে পেয়ে প্রাণে উল্লাসের
উঠ্‌ল ঢেউ, ভর্‌ল বুক,
উৎসবের উৎস তুই,
উৎসুকীর নিত্য সুখ।

তোরে হেরে চোখে নেই পলক,
হাল্‌কা তুই—মোর পুতুল,
পাপ্‌ড়িময় তোর শরীর—
পল্‌কা তুই প্রাণ্-মুকুল।

কোথা তোরে আমি রাখ্‌ব বল্,
কই তেমন ঠাঁই কোথায়?
হায় রে হায় এক্‌টুতেই
অঙ্গে তোর নোন্‌ছা যায়।

পাথরে কাঁকরে এক্‌সা ভুঁই
ছুঁচ্‌লো-ধার বন কাঁটার,
স্থল যেমন তেমনি জল,—
নুন্-পাথার—নুন্-পাথার।

কোথা পাব আমি ইন্দ্রাণীর
মন্দারের শয্যা, হায়,
দুর্ভাগার দুখ্-হরণ
এই রতন থুই কোথায়?

অদিতি যদিচ বোন্-সতীন্
হায় রে এই বঞ্চিতার,—
বঞ্চি কাল এই ধূলায়,
স্বর্গে ভাগ নেই আমার।

সোদরা অদিতি মোর নিজের,
সূর্য্য চাঁদ পুত্র তার,—
তার ছেলের রূপ্-ছটায়
মূর্চ্ছা পায় অন্ধকার।

তারা পেয়েছিল জন্মিয়েই
নীল গগন্-হিন্দোলায়,
তোর তেমন কিচ্ছু নেই—
জন্ম, হায়, তোর ধূলায়।

ক্ষিদে পেলে তুমি ঠোঁট ফোলাও,
কই আধার? হায় রে হায়!
দুর্ভাগার পুত্র তুই,
বৎস মোর নিঃসহায়!

হরিষে বিষাদে দ্বন্দ্ব ঘোর
মোর হিয়ায় আজ কেবল,
দুখ-সুখের ঝঞ্ঝনায়
কাঁপ্‌ছে বুক—মন বিকল।

আঁখি ভ'রে আসে জল কেবল
ঝাপ্‌সা চোখ এক্‌শো বার—
নেই রে নীড় মোর শিশুর,
খাদ্য নেই মোর বাছার।

নাড়ীতে নাড়ীতে কান্না-রোল,—
মন শরীর প্রাণ অধীর,
হয় না ক্ষার এই হিয়ার
রক্তধার মিষ্ট ক্ষীর?

ক্ষণে-ক্ষণে ছেয়ে ফেল্‌ছে সব
অশ্রুময় অন্ধকার।
নয় নিখুঁৎ—নয় রে সুখ—
ধন পেয়েও সাত রাজার।

দনু-দিতি-অদিতির আপন
মার পেটের বোন আমি,
বোন্-সতীন আমরা সব—
সব বোনের এক স্বামী।

আমি অভাগিনী সব-শেষের,
প্রেম্-চরুর পাইনি আগ্,
সব নীচেই ঠাঁই আমার,
পাইনি তাঁর ঢের সোহাগ!

দাসীপনা ক'রে সাত বোনের
কাট্‌ল মোর কাট্‌ল কাল
এই কঠিন এই ধুলোর
পৃথ্বীপর সাঁঝ-সকাল।

দুখেরি তপে যে দিন কাটায
তার তপেই নেই কি ফল?
আজ আমার হোক সহায়
সেই তপের পুণ্য-বল।

স্নেহ-বলে শুধু কর্‌তে চাই
মোর বাছার দুঃখ দূর,
হরবে তার সব অভাব
এই হিয়ার স্বর্গপুর।

কিছু যে পেলে না পিতৃধন—
থাক্‌তে যার নেই গেহ,
বিত্ত তার মার আশিস্,
নিত্য-নীড় মোর স্নেহ।

বাছা ওরে বাছা! মোর দুলাল!
ভাবনা নেই, ভয় কি তোর,
স্বর্গ নিক সূর্য্য চাঁদ,
রত্ন নিক্ সর্প চোর।

তুমি যে পেয়েছ মাতৃ-কোল—
দেব্‌তা সব যার লোভে
জন্মাবেন এই ধরায়
ম্লান ধূলার সংক্ষোভে।

ফিরে-ফিরে হেথা ফুট্‌বে ফুল,
উঠ্‌বে গান নিত্যকাল,
এই ধরায় নন্দনের
মন্দারের নুইবে ডাল!

তোরি স্নেহে দেহে দুধ-নদীর
উঠ্‌ল ঢেউ লাল লোহে ;
তোর পরশ ইন্দ্রজাল,
তোর হরষ মন মোহে।

ভালবাসা সে যে দৈবী তপ
যজ্ঞ যার দিব্য হোম,
সেই হোমের তুই পাবক—
তুই পাবন স্বর্ণ-সোম!

মায়েরি পীযূষে তুই অজয়,
তোর কবচ মার আশিস্‌ ;
সাপ্‌-গরুড় দেব-দানব
তোর মাঝেই ভুল্‌বে বিষ।

তোরি প্রাণে সবে কর্‌বে বাস,
ঘিব্‌বে তোর বক্ষনীড়,
সাত পাতাল তোব জানিস,
তুই মালিক সব নিধিব।

গরুড়েবি মত কুণ্ঠাহীন
ফির্‌বি বৈকুণ্ঠ তুই,
পাখ্‌না নেই? প্রেম এবং
প্রজ্ঞা তোর পাখ্‌না দুই।

দানবেবা হবে স্বপ্ন-শেষ,
দৈত্যাসুর যুগ পরে
থাক্‌বে তোর বিক্রমের
বিদ্রোহের অন্তরে।

স্বাদশাদিত্যে কর্‌বে ম্লান
তোর ধ্যানের দিব্য চোখ,
ছাইবে লোক মৈত্রী তোর,
স্বর্লোকের তুই আলোক!

তপে তোরি হবে অগ্নি ম্লান,
বিদ্যুতের ক্ষীণ দ্যুতি ;
সৃষ্টি তোর সৃষ্টিসার—
সূক্ত, সাম, গান, স্তুতি।

ত্রিভুবনে হবি সব-সেরা
সব-শেষের সৃষ্টি তুই,
তুই রে ধন বুক চেরা,
মিষ্টি তুই, মিষ্টি তুই!

মায়েরি আশিসে তুই রে বীর,
তুই তাপস তপ বিপুল,
ইন্দ্র ন'স, চন্দ্র ন'স,
ন'স অমর,—তুই অতুল।

এ মম স্নেহেরি সব ধাবায়
স্নান করায়, ধন, তোমায় ;
দ্যায় লেহন সব লেহায়
বৎস তোর সর্ব্ব গায়।

দিনে-দিনে বেড়ে উঠ্‌বি তুই
মোর প্রাণের পুণ্যদীপ ;
এই ভূলোক ভর্‌বি তুই,
মেল্‌বি দল স্বর্ণ নীপ।—

যুগে-যুগে জেগে রইল মোর
দুই নয়ন আর পরাণ ,
ক্লান্তি তোর কর্‌ব দূর,
ঘির্‌ব রোজ তোর শিথান।

চুপে ব'সে নিতি শুন্‌ব তোর
মঞ্জু গান দৃপ্ত ভাষ,
দেখ্‌ব তোব উচ্চ শির
উচ্চ প্রাণ উচ্চ আশ।

ঘ্রাণে প্রাণে পাব এই কেশেব
সৌবভের নীপ্‌-কেযা,
শুন্‌ব বোজ ওই 'মা'-বোল
নামও মোব তোব দেওযা।

কি নামে মা তোরে ডাক্‌বে বল্‌ ?
তুই মনুর—তুই মনুজ—
কশ্যপের অংশ তুই—
দেব্‌তাদের তুই অনুজ।

তোরি চোখ চেয়ে দেখ্‌তে পাই
দূর ভবিষ্যের লিপি,
রক্তিমায় অঙ্গারের
অঙ্গ ছায় দীপ্‌দীপি।

তোরি তপে হেরি এই কঠোর
কূর্ম্মপিঠ শস্যময়,
তোর হিয়ার নীড় মাঝার
স্বর্গ রয়, বিশ্ব রয়!

বাছা ওরে বাছা! মোর দুলাল!
মোর হিয়ার মূর্ত্ত-প্রাণ!
তোর হাসির ফুল্ল ভায়
চন্দ্র ম্লান—সূর্য্য ম্লান!

আখেরী

বকেযা হিসাব চুকিয়ে দে বে বছর-শেষেব শেষ দিনেতে,
মজ্জাগত গোলাম-সমঝ শেষ ক'রে দে, শেষ ক'রে দে।
কেউ কারো দাস নয় দুনিয়ায়, এই কথা আজ বল্‌ব জোবে,
মিথ্যা দলিল তাদের, যারা জীবকে দ্যাখে তুচ্ছ ক'বে।
দলিল তাদেব বাতিল, যারা মানুষকে চায় কর্‌তে খাটো,
হাম্‌বড়াইএব সংহিতা কোড্‌ বেবাক কাটো, বেবাক কাটো।
সবাই সমান এই জগতে—কেউ ছোটো নয কাবোই চেযে,
কার কাছে তুই নোযাস্‌ মাথা, ত্রস্তচোখে কম্পদেহে?
সবাই সমান আঁতুড়ঘবে, বলের দেমাক মিছাই কবা,
সবাই সমান শ্মশান-ধূলে, বড়াই-ধুয়া মিছাই ধবা।
মিথ্যা গবব গোত্র-কুলেব, মিথ্যা গবব রঙ বা ঢঙেব,
ভেদের তিলক-তক্‌মাতে লোক সংখ্যা বাড়ায় কেবল সঙের।
মবদ ব'লেই গরব যাদেব, চায় নারীদের দল্‌তে পায়ে,
তৈমুরও যার স্তন্যে মানুষ মরদ সে কি? আয় সুধায়ে।
চেঙ্গিজও যার পীযূষ-কাঙাল পুরুষ সে কি? জিজ্ঞাসা কব্‌।
মাংসপেশীর পেষণ-বলে হয় না মহৎ হয় না ডাগর।

কংস জরাসন্ধ রাবণ সেকেন্দার ও
দেখে নে তুই কল্পনাতে প্রসব-ঘবে শ্মশান-ধূলে।
মিছেব ঝুলে আকাশ জুড়ে জাল প'ড়ে যে জম্‌ছে কালি,
পুড়িয়ে দে তুই সেই লুতাজাল দুইহাতে দুই মশাল জ্বালি'।
পুড়িযে দে তুই স্বর্গ নবক, পুণ্য পাতক ছাই ক'রে দে,
লোভেব চিঠা ভয়েব বোকা জ্বালিয়ে দে একসঙ্গে বেঁধে,
মেকীব উকীল মেকলে আর ভাবত-মন্যু মনুর পুঁথি
স্বার্থ-ক্লিন্ন যে শ্লোক ঘৃণ্য বহ্নিকুণ্ডে দে আহুতি।
আর্য্যামি আর জিঙ্গোপনায ছাই দিযে দে, কিসের দেরী,
ছাই হ'য়ে যাক্‌ মর্দ্দ-গরব, আজ আখেবী—আজ আখেবী।
প্রণাম দাবী কর্‌ছে কারা মুনি-ঋষিব দোহাই পেড়ে?
স্পষ্ট বলি পৈতাগুলোয় ও-লোভ দিতে হচ্ছে ছেড়ে।
থাউকো দরে আদর ক'রে অমানুষের দল বেড়েছে,
থাক-বাঁধা জাত মিছার আবাদ, বিচার-বুদ্ধি দেশ ছেড়েছে।

হাজার হাজার বছর পরে দেশছাড়া ফের ফির্‌ছে দেশে,
ভয় ভেগেছে উষার আগেই, দেশ জেগেছে স্বপ্ন-শেষে।
দেশ জেগেছে অবিচারের বন্যাতে বাঁধ দেবার আশে,
পাইকারী প্রেম থাউকো ভক্তি উড়িয়ে দেব অট্টহাসে!
প্রণাম কারো একচেটে নয়, শ্রদ্ধেয় যে শ্রদ্ধা পাবে,
দধীচ মুনি মহৎ ব'লে অর্ঘ্য ভবানন্দ খাবে?
ঘুষ-খেয়ে যে ডুবিয়ে দিলে সোনার বাঙ্‌লা অন্ধকারে,
বামুন ব'লেই পুজ্‌ব কি সেই ঘরের কুমীর মজুন্দারে?
বামুন ব'লেই কর্‌ব ভক্তি চাঁদ-কেদারের পুরোহিতে,—
অন্নদাতার কন্যাকে যে মুসলমানে পার্‌লে দিতে?
বামুন ব'লেই কর্‌ব খাতিব শুনঃশেপেব ঘৃণ্য পিতায়—
হাড়কাটে যে নিজেব ছেলে বাঁধ্‌তে রাজী, ধন যদি পায়!
ঘুষের রাস্তা বন্ধ দেখে রাজায় ডেকে যজ্ঞশালে
পুত্র বলির যুক্তি যে চায় পুজ্‌ব কি সেই খণ্ডহালে?
বামুন ব'লেই পুজ্‌বে হিন্দু ভৃগুকুলের মত্ত হাতী?
কৃষ্ণপ্রেমিক পুজ্‌বে তাদের কৃষ্ণে যাবা দ্যাখায় লাথি?
ভিক্ষু শ্রমণ চাইতে কিছু দক্ষিণা কম মিল্‌ল ব'লে
হর্ষেরে খুন কর্‌তে যে যায়, অলোভ তাদেব কই কি ছলে?
গুজ্‌রাটেতে আবরু নিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে পবস্পরে
স্বদেশ যেজন পবকে দিলে পুজ্‌ব কি সেই বিপ্রবরে?
রাজপুতনার গড় ঘিরে যে, মুসলমানের অভিযানে,
বাঁধ্‌তে গরু যুক্তি দিলে পুজ্‌ব কি সেই বুদ্ধিমানে?
"দুর্গপথে তুল্‌সী ছড়াও, মাড়াতে তায় নাব্‌বে মোগল"
এমন যুক্তি যাদের তারাও ভক্তিভাজন? হায়রে পাগল!
হিন্দুচূড়া নন্দকুমার—যে পরালে তাঁরেও ফাঁসি
গলায় দ'ড়ে রাম-ফাঁসুড়ে তাবেও দেব অর্ঘ্যরাশি?
তুড়ুঙে যার শান্‌লো নাকো, আন্‌তে হ'ল গিলোটীনে
মদ্র হ'তে বঙ্গভূমে, সেও বেঁধেছে বিপ্র-ঋণে?
পুলিশ টাউট্ নেশায় আউট্ গঙ্গাজলী সাক্ষ্য দড়
বিট বিদুষক ভেড়ুয়া পাচক বামুন ব'লেই মান্‌ব বড়?
কালিদাসের কাব্য অমর, তাঁর গুণে দেশ আছেই কেনা,
তাই ব'লে পাঁউরুটিওলার পায়ের ধুলো কেউ নেবে না।

জাতের খাতায় সাফ সুকৃতি দেখিয়ে শুধুই মস্ত হবে?
দুষ্কৃতি যে দেউলে' ক'রে দ্যায় তলিয়ে অগৌরবে ;—
তারো হিসাব চাইছে জগৎ দাখিল করো নাইক দেরী,
প্রণাম দাবী ছাড়্‌তে হবে নাইক দেরী, আজ আখেরী!
শ্রদ্ধা-ভাজন সত্যি যে জন তারেই মানুষ শ্রদ্ধা দেবে,
রাহাজানি কর্‌লে ভক্তি বিশ্বমানব হিসাব নেবে!

পাইকারীতে তরায় না আর জাতের টিকিট মাথায় এ'টে,
সে যুগ গেছে, সে দিন গেছে, সে কুয়াসা যাচ্ছে কেটে!
সেক্স্‌পীয়ারের স্বজাত ব'লে পুছ্‌বে না কেউ কিপ্‌লিঙেরে,
চোঁচাপটে ভক্তি করার রোগটা ক্রমে আস্‌ছে সেরে!
বার্ক্‌-সেরিডান মহৎ ব'লে ইম্পে-ক্লাইব পুজ্‌বে কেবা?
হেয়ার-বেথুন স্মরণ ক'বে হোঁৎকা গোরার চরণ-সেবা?
কর্জ্জনেরে কেউ দেবে না লর্ড্‌ ক্যানিঙের্‌ প্রাপ্য কভু?
লঙ্‌ সাহেবের মর্য্যাদা কি লুট্‌বে জিঙ্গো পাদ্‌রী প্রভু?
হৈমবতী উমার অর্ঘ্য কাড়্‌বে ওলাই-চণ্ডী কি হায়?
বেসাণ্ট্‌ সে নৈবেদ্য নেবে অর্পিত যা' নিবেদিতায়?
রং দেখিযেই ভড়্‌কে দেবে? তেমন শিশু নাই দুনিয়া
ভিক্টোরিয়ার প্রাপ্য নেবে ডায়ার প্রেমী হিষ্টিরিয়া?
মন্দ ভালো গুলিয়ে দেবে এমনি কি মাহাত্ম্য ত্বকে?
ফর্সা ব'লেই কর্‌ব খাতির চর্ম্ম গূঢ় মহত্ত্বকে?
দোকানী যে বেজ্‌কী কুড়ায়, নাক তুলে রাজ-কাযদা করে,
তাবেও কি রাজভক্তি দেব? রাখ্‌ব কী ধন রাজার তরে?
অভদ্র যে রেলগাড়ীতে, অভব্য যে খেলার মাঠে,
তারেও নাকি কর্‌ব খাতির অকথ্য যে রাস্তাঘাটে?
নিশীথে যার হরিণ শিকার, ফকির শিকার দিন দুপুরে,
যার পরশে কুলিব প্লীহা বিস্ফুরকের মতন স্ফুরে,
রাস্তাতে যে বুকে হাঁটায়. নিরস্ত্রে যে খাওয়ায খাবি,
ঘোম্‌টা খুলে দ্যায যে থুতু. রাজপুজা সেও কর্‌বে দাবী?
সাহেব ব'লেই কর্‌ব সেলাম? মন্দ-ভালো বাছব নাকো?
অন্যাযে যে কর্‌বে কায়েম বল্‌ব তারে সুখে থাকো?
খুনীরে যে দেয় খোলসা আইন গ'ড়ে রাতারাতি
প্রশস্তি তার পড়্‌ব কি হায, প্রকাশ ক'রে দন্তপাঁতি?
গোরা ব'লেই গৌরবে কি দিতে হবে শ্রীবুট মুড়ে?
বামুন ব'লেই নাহক প্রণাম করতে হবে হস্ত জুড়ে?
মরদ ব'লেই মর্দ্দানি কি সইবে নীরব মাতৃজাতি?
আত্মলাভের প্রসাদ-পবন জাগ্‌ছে রে দ্যাখ্‌ নাইক রাতি!
সঙ্কুচিত চিত্ত জাগে—দেখিস্‌ কি আর চিতার ঢেরি,
হিসাব নিকাশ কর্‌তে হবে, আজ আখেরী, আজ আখেরী!

বুঝ্‌-সমঝের বইছে হাওয়া, গোলাম-সমঝ্‌ যাচ্ছে টুটে,
সাবালকীর কর্‌ছে দাবী সব দুনিয়া দাঁড়িয়ে উঠে!
মুরুব্বিদেব কর্‌ছে তলব, চাইছে হিসাব, চাইছে চাবি,
মানুষ ব'লেই সকল মানুষ ইজ্জতেরি করছে দাবী।
তাবৎ জীবে শিব যে আছেন রুদ্র তিনি অবজ্ঞাতে,
নিখিল লয়ে রন্‌ নারায়ণ পুণ্য পাঞ্চজন্য হাতে।

তাঁর সাড়া আজ সকল প্রাণে বর্ণ-জাতি-নির্ব্বিশেষে!
বিশ্বে নিকাশ-আখেরি আজ নূতন যুগে যুগের শেষে!
চিনি ব'লে চুন যে খাওয়ায় চল্‌বে না তার সওদাগরী,
নিখুঁত হিসাব তৈরী করো—রেখো না ভুল খাতায় ভরি'।
খাদ ক'ষে দাম চুকিয়ে দেবার দিন এসেছে এবার দেশে,
মদের গেলাস আছ্‌ড়ে ভাঙো, মুরুব্বিদের ওড়াও হেসে!
মন খুলে বল্‌ মনের কথা, জম্‌তে বুকে দিস্‌ না ঘৃণা,
মন্দকে বল্‌ মন্দ সোজা, পালিস বিনা—রসান্‌ বিনা।
দাম-নিরূপণ পাল্‌টিয়ে কর—রদ্দি যে তার ফেল রে ছুঁড়ে,
মধুফলে মিল্‌লে পোকা ঠাঁই হবে তার আঁস্তাকুড়ে।
সত্য কথা বল্‌ খোলসা—করিস্‌ নে ভয় নিন্দা গালি,
মিথ্যাবাদী নাম যারা দ্যায় তাদের মুখে দে চুনকালি।
পাওনা দেনা ঠিক দিয়ে নে—দিল্‌-গোলামীর নিকাশ ক'রে,
মানুষ আবার মানুষ হবে বিশ্বে বিশ্বনাথের বরে।
রুজু দিয়ে পাতায় পাতায খরচ জমা তৈরী রাখো—
জাব্দা-জুজুর ভয় কোরো না, ঠিক্‌ দিয়ে ঠিক্‌ তৈরী থাকো।
নতুন খাতার বেদাগ পাতায স্বস্তিকে কে সিঁদুর দেবে,—
তৈরী থাকো ; অরুণ ঊষার নতুন জীবন আস্‌বে নেবে!

দিল্লী-নামা

প্রথম কলি

অতুল! বিরাট্‌! বিপুল দিল্লী!
 শত-সম্রাট্‌ প্রেয়সী অয়ি!
গজমোতি-গুঁড়া তব পথ-ধুলা,
 মোহিনী! রূপসী! মহিমাময়ী!
তুমি চির-রাণী, চির-রাজধানী,
 চির-যৌবনা উর্ব্বশী যে,
ইন্দ্রের তুমি মর্ত্ত্য-বিলাস
 ইন্দ্রপ্রস্থ তুমি যে নিজে!
তুমি অতুলন ময়ূর-আসন,
 শত ফুলবন কলাপ তব ;
চির-শূর-বীর দিগ্বিজয়ীর
 তুমি গো বাহন্‌ যুবন-নব।
সাতটি রাজার নিধি সে মাণিক
 দাম তার কেউ বলিতে নারে,
সাতশো রাজার নিধি তুমি, তব
 পাঁয়জোর ভারী মাণিক-ভারে।

দিলু কি দিলীপ নাম দিল তোরে
দিল্লী গো দিল্‌দার নগরী!
ভুলে গেছি মোরা পুরাণো সে কথা,
ভুলে গেছি রাজ-রাজেশ্বরী!
জানি শুধু তুমি চির-লোভনীয়া
কামনার ধন অবনীতলে,
বজোগুণে রাঙা আগুনের শিখা
দীপিছ, দহিছ, হাজার ছলে!
তুমি বিচিত্রা! তুমি যাদুকরী!
শত রাজা লুটে ওই চরণে,
শোণিত-মদ্যে অভিষেক তব
যুগে যুগান্তে রণাঙ্গনে।
* * *

দ্বিতীয় কলি

হাজার হাজার বীরের রুধিরে
আঁকিয়াছ ভালে রক্তটীকা,
গড়-কেল্লার কঙ্কাল-জালে
সাজিয়াছ আজ তুমি কালিকা!
ভৈরবী তুমি, ভুবনেশ্বরী!
যুগে যুগে তব শব-সাধনা,
শবের পাহাড় তব পাদপীঠ
আসন তোমার বাসুকী-ফণা!
হিন্দুর দৃঢ় লোহার কীলক
বিঁধে আছে সেই ফণার পরে,
অযুত যুগের স্তম্ভ পটল
রাজদণ্ড সে তোমার করে।
উগ্র তোমার আঁখির দৃষ্টি,
ব্যগ্র তোমার অধরে হাসি,
আগ্রহ তব পাষাণ-মুঠিতে,
তবু অদৃষ্টে তুমি উদাসী!
খর্পরে পান করিয়াছ তুমি
দুঃশাসনের দর্প-মোহ,
কুরু-চৌহান মারাঠা-পাঠান
তোমর-মোগল শিখের লোহ!
কত ভূপতির শ্মশান তুমি যে
করিব তাহার কি লেখা-জোখা?
কুমোর-পোকার কেল্লা গড়িয়া
কত মরে' গেছে কুমোর-পোকা!

তৃতীয় কাল

মোগল মরেছে, মরেছে পাঠান,
জেগে আছে তার কীর্ত্তি যত,
কেল্লা-কসর পাহাড়-সোসর
বুরুজ-মীনার সমুদ্যত।
পাণ্ডব নাই, যজ্ঞের তার
কুণ্ড বৃহৎ আজিও রাজে,
নাই পৃথুরাজ, রায়-পিথোরার
প্রাচীর এখনো দাঁড়ায়ে আছে।
রয়েছে 'কুতব', নাই কেহ সেই
কৃতরাজ ক্রীতদাসের কুলে,
শের শাহ নাই, শের-মণ্ডলে
আজিকে কেবল বাদুড় ঝুলে!
কাব্য-রসিক হুমায়ুন নাই,
রয়েছে তাঁহার কেতাব-খানা,
দীনহীন বেশে আছে দাঁড়াইয়া
'দীন্-পানা' আর 'জাহান্-পানা'।
তোগ্লকাবাদে শৃগাল ফিরিছে,
বাওলিতে ভেক নাহিছে শুধু,
ফিরোজাবাদের শূন্য মহল,
শুষ্ক নহর করিছে ধুধু।
ধর্ম্মাশোকের মনের মুরৎ
স্তম্ভ উখাড়ি' দিল্লী 'পরে
স্থাপিল যে, হায়, সে আজ কোথায়?
ঘুমায় সে কোন্ ধূলির স্তরে!
কত অতিকায় কামনার কায়া
কঙ্কাল-সার পড়িয়া আছে,—
অতীত জীবের শিলা-পঞ্জর
পাষাণী গো! তোর পায়ের কাছে।

চতুর্থ কাল

কতবার হাসি' কত নির্ম্মোক
ত্যজিলে হেলায় দিল্লীপুরী!
কত বেশে আহা কালে কালে তুমি
জগতের মন করিলে চুরি!
ভাবিনী! তোমার অশেষ ভাবন,
সোনালি তোমার রঙীন পাণি,

শিলার সাঁজোয়া গম্বুজ-তাজে
সাজিয়াছ তুমি রাজার রাণী ;
সপ্ত শিঙার সজ্জা তোমার,—
তোমারে ঘিরিয়া রয়েছে পড়ি ;
যে গাড়ীটি দিল অনঙ্গপাল
প'ড়ে আছে তার পাড়ের জরি।
তাতারীর বেশ প'ড়ে আছে তব
বিপুল কুতব-মীনার-ঘরে,
খিল্‌জাই সাজ এসেছ ছাড়িয়া
কখন্‌ আলাই-দরোজা 'পরে।
রঙীন ফিরোজী পেশোয়াজ তুমি
অশোকের লাটে লুটালে হোথা,
ছাড়িলে ঘাঘরি তোগ্‌লকি স্মরি'
পিতৃঘাতের পাপ-বারতা!
পাঠান-পোষাক শের-মস্‌জিদে,
মোগল-পোষাক সাজাহাঁবাদে,
লোদির দত্ত বোর্‌কা তোমাব
কে জানে সে কোন্‌ ধূলায় কাঁদে?

পঞ্চম কলি

তোমার বক্ষ আসন করেছে
কত রাজা, কত বাদ্‌শাজাদা,
উচ্চাভিলাষ-বিলসিত ভূমি!
আধা মধু তব মদিরা আধা!
ভারত মৃগীর তুমি মৃগনাভি,
সৌরভ তব ভুবন জুড়ি',
তুমি রমণীয় ইন্দ্রের প্রিয়
তুমি—তুমি পারিজাতের কুঁড়ি!
মোগল বাগিচা সাজায়েছে হেথা,
পাঠান গেঁথেছে মীনার তার,
ও রূপ-লোলুপ কত ভূপ, হায়,
করেছে রাজ্য-বলাৎকার।
কত ভবঘুরে পশিল এ পুরে
বাদ্‌শার পরে বাদ্‌শা হয়ে,
ক্ষমতা-মদের লক্ষ মাতাল
ঘুমায় ও-বুকে প্রলাপ কয়ে।

কত হানাহানি, কত কানাকানি,
কত সলা, ষড়যন্ত্র কত,
রাজ্য-কামুক কত কালামুখ
ন্যায়-ধরমেরে করিল হত।
ধরম তেয়াগি' শুধু তোর লাগি
পিতায় ভ্রাতায় বধিল প্রাণে ;
আপন ছেলের আঁখি উপাড়িল,
আয়ু নিল হরি আফিম-দানে!
ন্যায়ের নিখুঁতি আঁখি-আগে রাখি'
শত অন্যায় করিল, মরি,—
দিল্লীশ্বর হইবার লোভে,—
জগদীশ্বরে তুচ্ছ করি'!

ষষ্ঠ কলি

তুমি অপরূপ! হে চিরজীবিনী!
ঘুমের বুড়ীর চাইতে বুড়া,
তরুণীর চেয়ে সুন্দরী তবু,
মোহিনী তুমি গো নগরী-চূড়া!
যা দেখেছ আর যে ভোগ ভুগেছ,
যা পেয়েছ তার নাই তুলনা,
চাঁদ-কবি গান শুনায়েছে তোবে,
পদ-নখে তোর চাঁদের কণা।
মিশ্র শুনাল ভামিনী-বিলাস,
শ্লোক—কনোজিয়া ভূষণ-কবি,
আফ্‌গান কবি রচিল কি রুবা—
খুশ্‌হাল্‌-পৌরুষের ছবি।
আমীর-খশ্রু বিরচিল হেথা
দেবল-দেবীর মিলন-গাথা,
মিঞা তান্‌সেন রাগ আলাপিল
নীরস তরুর জাগায়ে পাতা!
কত ওস্তাদ নক্সা-নবীশ
আলোকিল তোর প্রাচীর পুঁথি।
কত ঝাট্‌মল, পীরু, বনোয়ারী
পরাল শিলার করবী যূথী।
অঙ্গে তোমার রয়েছে জড়ায়ে
ওস্তাদ মনসুরের স্মৃতি,
জড়ায়ে রয়েছে অণুতে অণুতে
নবজাত কত রাগিণী-গীতি।

চলমান কাল ধরা দিয়েছিল
তোর যন্তর-মন্দিরেতে,
একটিও ছোটো পল কি বিপল
দৃষ্টি এড়ায়ে পারেনি যেতে।
জঙ্গীজ যবে জগতের আগে
দেখাল আপন পাঞ্জা খুনী—
মিলিল দিল্লী-দর্‌বারে ভীত
এশিয়ার যত কবি ও গুণী ;
তাহারা তোমার বন্দী ও ভাট,—
বন্দনা-গান গিয়েছে রচি',
মর্ত্ত্যভুবনে তুমি অতুলন
সপত্নীহীনা তুমি গো শচী!

সপ্তম কলি

দুহিতা তোমার নারী-সুল্‌তান
পুরুষ-বেশিনী রিজিয়া রাজা,
পালিতা তোমার নারী নূরজাহাঁ
জিনি' তলোয়ার ধারালো মাজা।
কত বীর, হায়, পূজিল তোমায়,
ভজিল তোমায়, মজিল রূপে,
অন্তিমে শেষ বিছাল ও-বুকে
দেশী ও বিদেশী কত না ভূপে।
নব-গ্রহের নয়-মঞ্জিল্‌
কোনো সুলতান্‌ স্থাপিল হেথা,—
ভাঙি' তেত্রিশ ঠাকুর-দুয়ারা
একের দেউল—কোনো বিজেতা।
কেহ রাজপুত বীরের মূরৎ
দ্বারপাল করি' রাখিল দ্বারে,
হিন্দুরে কেহ বন্ধু মানিয়া
আধা-রাজকাজ সঁপিল তারে।
দিবালোকে তুমি "আরব-রজনী",
খেয়ালীর চিরধাত্রী তুমি,
কত মিঞা আবু হোসেনে ক্ষেপালে
কৌতুকময়ী স্বপন-ভূমি!
আইন্‌ করিয়া বেশ্যার বিয়া
দেওয়াইল হেথা আলমগীর,
পৌত্র তাহার তারি তাজ পরি'
যত অবীরার হইল বীর।

আরাকান্ হতে ইরাণ অবধি
হেথা বসি' কেউ বিথারে বাহু,
দস্যুর পায়ে তাজ রাখে কেউ
রোহিলা পাঠানে মানে গো রাহু,
কোনো বাদ্‌শার কায়া ঢাকি' হেথা
কোটি মুদ্রার কবর রাজে,
গোলামের হাতে পরাণ হারায়ে
কেহ পচে পড়ি' পথের মাঝে।
অনেক দেখেছ অনেক যুগেতে
এখনো অনেক দেখিতে আছে,
ধূলীভূত সোনা শোণিতের কণা
তোমারে ঘিরিয়া ঘুরিযা নাচে।

অষ্টম কলি

হাওয়ার দাপটে আকাশের পটে
পথ-ধূলি তোর মুরতি ধরে,—
সৈন্যের ব্যূহ—চলে সমারোহে—
বাদ্‌শা-বেগম—সফর করে।
তাঞ্জাম চলে হাওদার পিছে,
নাকাড়া সে বাজে, নকীব হাঁকে,
চলে চোব্‌দার ধ্বজা-বর্দ্দার,
চোখ-বাঁধা বাজ চলেছে ঝাঁকে,
বাদ্‌শার পর বাদ্‌শা চলেছে
মিলায় চোখের পলক পাতে,
কারো হাতে ফুল কারো হাতিয়ার
শট্‌কার নল কাহারো হাতে,
কেহ বা খেলায় সারা দুনিয়ায়,
কেহ ক্রীড়নক পরের তাঁবে,
কেহ জেগে আছে সদা-সতর্ক
কেহ বা ঘুমায়, কেহ বা ভাবে।
অকালে নিদ্রা ভেঙে গেল কার!—
জাগিল তুষিতে মরণে কেবা!
রুটি কে সেঁকায় বেগমেরে দিয়া,
কেবা লয় লাখ লোকের সেবা!
দুই হাতে কেহ করি' লুণ্ঠন
উড়ায়ে দিতেছে খেয়াল-পিছু,
খাজানা প্রজার গচ্ছিত জানি'
কে ওই নিল না ছুঁল না কিছু!

পুত্রের ব্যাধি আপনি লইয়া
    কে ও স্নেহী রাজা অকালে মরে ;
সাত বছরের ছেলে কোলে নিয়া
    কে ওই শাজাদা যুদ্ধ করে!
আমারীতে কে ও মরণ-আহত
    আমীরে কহিছে—"ধর হে মোরে ;
জয় নিশ্চয়, শুধু ভয় পাছে
    ঢ'লে পড়া দেখে' সিপাহী সরে।"
শাজাদীবে কে ও আইবুড়ো রাখে,—
    পায না কুলীন দুনিয়া খ'ুজে ;
নর্ত্তকী কার হইল মহিষী
    মোসাহেবে কে ও উজীব বুঝে।
নূতন ধর্ম্ম প্রচারিতে চায়
    কে ওই খিলিজী সুবায মাতি ;
সকল গোঁড়ামি হাসিয়া উড়ায়
    কে ওই বাদ্‌শা ইলাহি-সাথী।
পঙ্ক-লিপ্ত কৃশ হাতী 'পবে
    কে ওই চলেছে বন্দীবেশে ?
ওকি গো দিল্লী-বল্লভ দারা ?
    আগুলিছে পথ ভিখারী এসে।
গায়ের ওঢ়ন দিয়া শেষ দান
    রিক্ত চলেছে মৃত্যু-মুখে!
নিরীহেব লোহে স্নান করি' হোথা
    নমাজ পড়ে কে কম্প্রবুকে ?
দিনে দুপহবে মরীচিকা একি
    সৃজিছে ববির মরীচি-মালা ?
দিল্লী, তোমাব পানে চেযে চেয়ে
    নয়ন কখনো হ'ল না আলা।

নবম কলি

তোমাব ধূলিতে মিশে গেছে আহা
    ক্ষয় পেয়ে কত হাতের সোনা—
কত রাঙা হাত মণি-বলযিত
    লীলা-চপলিত না যায় গোণা!
কত বেসরের নীলা আর চুনী,
    কণ্ঠীর মুগা, কানের মোতি,
কত মরিয়মা, তাম্রা, আজবা,
    কত দাল্‌চিনা হারাল জ্যোতি।

পোয়া ওজনের পান্না তোমার,
চৌদ্দ ভরির পদ্মরাগ,
ছটায় অনুপ ছটাকী হীরক
ধুলায় তোমার হয়েছে খাক।
যাদের অঙ্গে সাজিত সে-সব
কোথায় তাহারা? জান কি তুমি?
যাদের গহনা নকল করিয়া
প্রতিমা সাজায় বঙ্গভূমি?
কোথা কাশ্মীরী বেগম? কোথায়—
ইস্তাম্বুলী? কান্দাহারী?
কোথা যোধপুরী? কোথা মরিয়ম?
কোথা উদিপুরী? রোকিয়া নারী?
কোথা নূরজাহাঁ? কোথা মমতাজ?
দিলরাস্ বানু আজ কোথায়?
কোথায় দারার প্রেয়সী নাদিরা?
হামিদা, মাহম কোথায়? হায়!
কোথা জাহানারা? শষ্প-শয়ান!
কোথা রোশিনারা? রৌদ্রে দহে।
কিশোরী সুরিয়া, কোথায় জিনৎ?
কেবা জানে হায়, কে তাহা কহে?
যমুনা দেখিতে উচ্চ মীনারে
চড়িত যাহারা কই গো তারা?
কই দিল্লীর আদিম রাণীরা?
তোর ধূলিতলে হয়েছে হারা।
পৃথ্বীর সংযুক্তা মহিষী—
কোথা সেই সতী? সেই রূপসী?
সব রূপসীর রূপ হরি', বুঝি,
দিল্লী গো তুমি চির-ষোড়শী!

দশম কলি

দর্পদলনে তুমি মাতঙ্গী,
আগুন জ্বালাতে উগ্রতারা,
অভিষেক-ঘট ধরিয়া তোমার
দশ-দিগ্‌গজ ঢেলেছে ধারা!
রক্ত দেখেছ ছিন্নমস্তা
যুগে যুগে নিজ বুক চিরিয়া,
দেখেছ নাদীরী রুধিরোৎসব
সুনেহরি মস্‌জিদ ঘিরিয়া।

মুণ্ড-মালায় কালিকা সাজাল
তোরে তোগলকী মহম্মদ,
বেড়া-আগুনের ধূমে তৈমুর
দিল ধূমাবতী-পরিচ্ছদ।
বারে বারে তুমি দগ্ধ হয়েছ
তুমি অবিনাশ অমর-পাখী,
আপন ভস্ম-কুণ্ডলি-মাঝে
প্রাণ পেয়ে পুন মেলেছ আঁখি!
ভৈরবী তুমি ভুবনেশ্বরী।
জিহ্বা টানিতে তুমি বগলা,
সাজা দিতে তব অতুল প্রতিভা,—
করেছ রচনা শাস্তি-কলা।
গরু ও গাধার কাঁচা চামড়াতে
সিঞ্চায়ে মেরেছ বিদ্রোহীরে,
সন্দেহে, হায়, কত রূপসীরে
জ্যান্তে গেঁথেছ তুমি প্রাচীরে।
কারো দুই কান সদ্য ফুঁড়িয়া
পায়রার ঘুড়ি দিয়েছ জুড়ে,
কোমর অবধি পুঁতেছ কারেও,
গজাল ঠুকেছ কাহারো মুড়ে।
কান্না দেখেছ, হাস্য দেখেছ,
দেখেছ লোভীর লোভের ধাঁধা,
গালে-চুন-কালি ওমরাব গলে
দেখেছ ঘোড়ার তোবড়া বাঁধা।
আপনার হাতে কতশত বার
ঘুরায়েছ তুমি যমের জাঁতা,
পূত মসজিদে সায়েদ রাজার
দেখেছ খসিয়া পড়িতে মাথা।
অতীতের রাখী রক্তে রঙীন্‌।
অতীত-সাক্ষী দিল্লী তুমি।
তুমি দশমহাবিদ্যা-রূপিণী
শক্তির তুমি লীলার ভূমি।

একাদশ কলি

শক্তিবিহীনে তুমি ঘৃণা কর
থাক না গো দুর্ব্বলের বশে,
শক্তি-শিবের বিয়া যে ঘটায়
তার কাছে রহ তুমি হরষে।

কালরূপা তুমি পাপের প্লাবনে
দেখিছ সাঁতারি' সাঁচা ও ঝুটা,
অট্ট হাসিয়া দিতেছ দেখায়ে
দিগ্বিজয়ীর রিক্ত মুঠা!
মরণ-মরুর মধ্যে দাঁড়ায়ে
করিছ পরখ জীবন-মণি
দেখেছ দেখিছ অনিমেষ চোখে
মন্-কামনার অগাধ খনি।
দেখেছ অশেষ তাণ্ডব-লীলা
মোগল-কুলের অধঃপাতে,
দেখেছ—ঘেসেড়া দল্‌মন্তিয়া
এসেছে লড়িতে বাদ্‌শা সাথে!
দেখেছ নিলাজ জাহান্দরের
সাধারণী বাণী লাল-কুঁযারী,
অশ্বশালায় বাদ্‌শা ঘুমায
নগরেতে ঢিঢি কেলেঙ্কারী!
শিখ্ বৈরাগী বান্দাকে হায়
এই অমানুষ মেরেছে প্রাণে!
দব্‌বারে শিশু-হত্যা দেখেছ,
দিল্লী! সে কথা কেবা না জানে?
লোদিব হিন্দু বিরাগ দেখেছ,—
চুল-দেওযা মানা মানৎ মেনে,
দেউলে বন্ধ শঙ্খধ্বনি,—
হুকুম জাহির ফৌজ এনে!
দেখেছ আবার আক্‌বর শাব
মার শোকে গোঁফ দাড়ি মুড়ানো,
মহলের মাঝে গণেশের পূজা
দিল্লী গো তুমি সকলি জানো।
তব ইঙ্গিতে দিল বাদ্‌শাহ
ভূমিদান গুরু অমরদাসে,
হিন্দু জৈন খৃষ্টীয যত
সাধু সজ্জনে আনিল পাশে।
তোমারি অঙ্কে তেগ বাহাদুর,
আলম্‌গীরের আরাম-শনি,—
লাঞ্ছনা সহি' দিল নিজ মাথা,
দিল না ধবম মাথার মণি!
মারাঠা-জাঠের হল্লা শুনেছ,
দুরানী-শিখের হুহুঙ্কার,
কেঁদেছ কি, হায়, হেসেছ? জানি না,
সম সুখ দুখ দুই তোমার।

দ্বাদশ কলি

আউলিয়া সাধু নিজামুদ্দিন
সঁপিল তোমায় স্বরগ-জ্যোতি,
কবরে যাহার খিরনির ফুল
শোভা পায় উট্‌পাখীর মোতি।
তোমারে নরক করিতে চাহিল
দুর্লোভী দুই সৈয়দ্‌-ভ্রাতা,
স্বর্গ নবক তোমারে ঘিরিযা
রচিল রুধির অশ্রু-গাথা।
দেখেছ দিল্লী! জীবে দযাশীল
অশোকের অনুশাসন আগে
কত যে গো-বধ—নব-নারী-বধ
খুনেব তুফান রাগে-বিরাগে।
ব্রহ্মবাদী সে বোধন বিপ্রে
বাঁধিল হেথায কালান্দারে,
বিচারে জিতিযা হেরেছিল সে যে
হিন্দু জাতির জাতীয হারে।
ন্যাংটা ফকিব সর্ম্মদ শাহ
না মানি আরংজেবের কথা
নগ্ন রহিল ; তারে প্রাণে মারি'
বাদ্‌শা ঘুচাল অশ্লীলতা!
হেথা গাজী হ'ল মানুষ মারিয়া
কালা মস্‌জিদে তুর্কমান্‌,
হেথা ঝরোকার পর্দ্দা তুলিয়া
কুতূহলী নাবী হাবাল প্রাণ!
বাহাদুর শাহ হইল সে শিযা,
মোল্লা রাখিল মনেব মত,
সুন্নি শাজাদা দিনে দুপহবে
মস্‌জিদে তারে করিল হত!
তুমি বিচিত্র, তুমি গো মুখব
মানস-ঝড়ের মন্দ্র-গানে,
বন্ধুব তুমি বল-বান্ধবী!
পতনে এবং সমুত্থানে।

ত্রয়োদশ কলি

দীপ্ত দুপরে হে চির-নগরী!
তপ্ত ধূলার বোর্‌কা টানি'
ত্রিংশ-হাজারি বাগিচার ছায়
আন্‌মনে কিবা ভাব না জানি!

মাসে মাসে আর নাই খুশ-রোজ,
নও-রোজ নাই নব-বরষে,
মোদা-হাওদায় বাদ্‌শাজাদীরা
চলে না দোলায়ে দিল্ হরষে,
নাই সমারোহ, পথের দু'ধারে
কোরান রচে না দীপের মালা,
হাব্‌সী তাতার সৈন্য ঘেরে না
সিদি মৌলার অতিথশালা ;
বাঘ চলে নাকো শিকল পরিয়া
বাদ্‌শাজাদার ঘোড়ার সাথে,
হাতীর লড়ায়ে পাখীর লড়ায়ে
মাকোষা-লড়ায়ে দেশ না মাতে।
মুসাফের বোজ আসে নাকো আর
ম্লান মুসাফেব-খানার আলো,
থেমেছে ডঙ্কা, তুমি ভাবিছ কি ?
সুখেব চাইতে স্বস্তি ভালো ?

চতুর্দ্দশ কলি

যন্ত্র-হাতীব দিন চ'লে গেছে
তবু আজো হায়, মনে কি পড়ে—
শত শিবিকায় রাজপুত সেনা
নাবী-বেশে কবে পশিল গড়ে,—
কে যে কবে ঐশ্বর্য্য-গরবে
চেয়ে বসেছিল কাহার নারী,—
অপমানে কারা হইল মরীয়া
আজো কি স্মরিছ কাহিনী তারি ?
পিপা পিপা সুরা আরক উজাড়ি
কে বহাল স্রোত নগরী-পথে,
সপ্তাহ যায়, আঙুর-রসের
কর্দ্দম হায় ঘোচে কি মতে ?
মনে পড়ে কে সে রাজ্যের বাঁশী
সেতার কাড়িয়া চাঁদিনী-চকে—
জড়ো করি দিল আগুন জ্বালায়ে,
মনে আছে সেই গীত-মুরখে ?
পাহারা এড়ায়ে পেঁড়ার ওড়ায়
দিল্লী ! কে যায় নিজেরে ছাপি' ?
বেদের ঝোড়ার ভিতরে কে নড়ে ?—
নীচে ও উপরে সাপের ঝাঁপি !

গম্বুজ হ'ল কারা? গায়েব হ'ল কে?
হে নগরী! সবি তোমার জানা,
শত শাজাদায় দেখিয়াছ তুমি
তপ্ত সূচীতে হইতে কাণা।
ধর্ম্মের ধ্বজা ধুলায় লুটিতে
দেখেছ গো তুমি দেখেছ চোখে,
পাপের বিজয়-ডঙ্কা শুনেছ
ভরেছে দু'চোখ বজ্রালোকে।

পঞ্চদশ কলি

ময়ূর-আসন চোরে নিয়ে গেল,
কোহিনূর গেল সাগর পারে,—
কিছু না কহিলে মৌন রহিলে,
গরবী! এই তো সাজে তোমারে।
কালে কালে তুমি কত তেয়াগিলে
পুরাণো শরীর—পুরাণো শাড়ী,
গীতার বাণী যে কানে আজো বাজে,
কুরুক্ষেত্র—তোমার বাড়ী।
স্থির হ'যে ব'সে আছ তুমি একা
অবিরাম যাওয়া-আসার স্রোতে,
সৃজিয়া তোমায় স্থাপিল বিধাতা
মরতে তিলোত্তমার ব্রতে।
রজোগুণময়ী! রাজ্য-কামনা!
সজীব তোমার শিলারজ
রাজা-মহারাজা ফিরেও দেখ না,—
রাজাগণ তব পথের রজ।
শত শত রাজ-মুকুটের মণি
ধূলা হযে আছে তোমার পাযে,
দর্প ও মান গুঁড়া হযে আছে
তোমার পায়ের ডাহিনে বাঁযে।
ধৃত-রাষ্ট্রের কত ছেলে এল
গাযের বসন করিতে ঢিলা,
দিল্লী গো তোর দ্রৌপদী-শাড়ী
যোজন জুড়িয়া হ'ল যে শিলা!
ধ্বংসের মাঝে ব'সে আছ তুমি
জীবনের রণে হারিযা জিনি'
ধর্ম্মের জয় দেখিবার লাগি
চির-রাণী ওগো, চির-যোগিনী!

খাঁচার পাখী

আজ কি আবার ফুল ধরেছে
ডালিম-গাছের ডালটিতে?
উতল হাওয়ার পালট লাগে
ভরা-বুকের পালটিতে!
তোতা সে আজ আতা-গাছের
পাতায় পাতায় ফিরছে কি?
সবুজ শিখার দীপান্বিতা
সকল শাখা ঘিরছে কি?
ঘেরা-টোপের অন্ধকারে
বন্দী আছি, সঙ্গী নেই,
ব্যথার ডালি ব্যর্থ জীবন
ডুবিয়ে দিয়ে সঙ্গীতেই।
অসাড় ডানা ঝাপ্‌সা দু' চোখ,
খাঁচার জীবন একটানা;
তার মাঝে আজ উঠ্‌লো কি ঢেউ?—
দখিন হাওয়া দেয় হানা?
ঘেরা-টোপের পর্দ্দা কাঁপে,
কাঁপছে আমার সকল গা,
বলক দিয়ে ক্ষীর-সায়রে
ছুট্‌ছে পুলক অ-বল্‌গা!
হঠাৎ কেমন হচ্ছে মনে
ফুল ধরেছে সব গাছে,
সবুজ পাতা সার দিয়েছে
এই খাঁচারি খুব কাছে।
ভোরের আলো আজ সকালে
কাদের গালে রং বুলায়?
ফুলের সঙ্গে ফল ধরে কি
ডালিম-গাছের ডালগুলায়?
বাতাস যেন বদ্‌লে গেছে—
বদ্‌লে গেছে মন্তরে,
ঘেরা-টোপের নোঙ্‌রা নীলে
ডালিম ফুলের রং ধরে।
চোখে আমি ঝাপ্‌সা দেখি
আফ্‌সে মরি আফ্‌শোষে,
বল্‌ গো তোরা বসন্ত কি
জাগ্‌লো ধরার হৃদ্‌-কোষে?

কান্না-কোলে কাঁপ্‌ছে গলা
কণ্ঠে কেঁপে যাচ্ছে তান,
বল্‌ গো তোরা বকুল-চাঁপায়
বসন্ত কি মূর্ত্তিমান?

বিদ্যুৎ-বিলাস

(শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত ছন্দের অনুসরণে)

সিন্ধুর বোল
মেঘে ভিড়্‌ল আজ,
গরজে বাজ,
বিদ্যুৎ বিলোল—
রক্ত চোখ!
ঝঞ্ঝার দোল
সারা সৃষ্টিময়,—
জাগে প্রলয়;
তাণ্ডব্‌ বিভোল্‌—
ছায় দ্যুলোক।

বৃষ্টির স্রোত
করে বিশ্ব লোপ;
নিয়েছে খোপ—
নিশ্চুপ কপোত
নিশ্চপল;
পর্জ্জন্যের
চলে শূন্যে রথ,—
ধ্বনি মহৎ;
নির্জ্জন্‌ নীপের
কুঞ্জতল।

সূর্য্যের নাম
হল শব্দ-শেষ,
প্রতি নিমেষ—
তন্দ্রার ত্রিযাম
অন্ধকার!
মেঘ্‌-মল্লার
শত ঝিল্লি গায়,
যূথি-লতায়
চুম্বন বিথার
অপ্সরার!

দেব-ঝর্ণার
জলে জল্‌সা আজ
ধরণী-মাঝ,
কিন্নর বীণার
উঠ্‌ছে তান ;
অঞ্জন্‌-মেঘ
চলে ঐরাবৎ
জুড়ি' জগৎ,
ঝঞ্ঝার আবেগ
ছায় পরাণ !

ইন্দ্রের ধন
হের পৃথ্বীছায়—
সোনা বিছায়,
বর্ষার সৃজন
দিক্‌ ছাপায় !
অঙ্কুর তার
ত্যজে গর্ভবাস,
ফেলে নিশাস—
ভুঁই-ভাগ আবার
ভুঁইচাঁপায়।

ঝাপ্‌সার রূপ
শুধু পষ্ট আজ
ভুলাল কাজ
মৌনের অনুপ
মূর্চ্ছনায় ;
শষ্পের গান
ভ'বে তুল্‌ছে মন
সারাটি ক্ষণ
বাষ্পের বিতান
রস ঘনায়।

বিদ্যুৎ-ঠোঁট
হানে ধূম্রচূড়
ঝড়-গরুড়,
পাখ্‌সাট আচোট
বন লোটায় ;
গর্জ্জন, গান,
মেশে হর্ষ, খেদ,—
পাশরি ভেদ ;

বজ্রের বিধান
ফুল ফোটায়!

বজ্রের বীজ
ফেরে রাত্রিদিন
করে নবীন,
মৃত্যুর কিরীচ্
প্রাণ বিলায়!
বিস্ময়, ভয়,
মেশে হর্ষে, আজ,
রাজাধিরাজ
রুদ্রের সদয়
দান-লীলায়!

কবি-জয়ন্তী

প্রথম মরুৎ—স্বর্গদূত

উর্ব্বশী মোরে দিয়েছে পাঠায়ে
স্বর্গ-ভুবন হ'তে—
কবিরে পরাতে মন্দার-মালা
এসেছি মরাল-রথে!
জননী, জায়া, কি কন্যার মত
ভকতি কি স্নেহ, প্রেম
দেয় নি সে ; দেছে স্মৃতির নিকষে
চির-উজ্জ্বল হেম!
জীবন-ভোরের সঞ্চয় সে যে,
সে যে গো দিব্য দান,
ক্ষয় অপচয় হয় না তাহার
হয় না কখনো ম্লান।
অমরার সার মন্দার-হার
পর এ মর্ত্ত্যে বসি'
মর্ত্ত্যের কবি! এ মালা তোমারে
পাঠায়েছে উর্ব্বশী॥

দ্বিতীয় মুরৎ—প্রকৃতি

বরষার বেণী এলাইয়া দাও,
শীতেরে কাঁদাও ফুলের ঘায়ে ;
ভাসাও গো সাদা মেঘের ভেলাটি
শরতের সাথে গগন-গায়ে !
ফাল্গুনী ফুলে নামহারা কোন্
নায়িকার নাম দেখ গো লেখা,
অতীতের পুরে পাশি হের কার
আঁচলে হংস-মিথুন আঁকা ;
পুষ্পের সাথে পুলকিয়া ওঠ,
ঝঞ্ঝার সাথে দাও গো দোলা ;
কিবা সে অতীত কিবা অনাগত
তব তরে সব দুয়ার খোলা !
দীপ্ত-লোচন লুপ্ত-বচন
তাপস গ্রীষ্ম ভীষণ-ছবি,
তাহারেও কথা কহাও গো তুমি,
ভাষা দাও তুমি তারেও, কবি !
অনাগত আর অতীতের মাঝে
বাঁধিযা তুলিছ মানসী সেতু,
অচেত-চেতনে মিলায়ে যতনে
উড়াযে দাও হে বিজয-কেতু !
বায়ু বহে' যায় ধীরে অতি ধীরে
কানে কহে' যায় তোমারি শুধু,
ওগো গগনেব চির-আত্মীয,
ওগো জগতের পুরাণো বঁধু !
মৌন মাটিবে বাসো তুমি ভালো—
মূক বলে' তারে কর না ঘৃণা ;
মুগ্ধ প্রকৃতি হৃদয়ের প্রীতি
নিবেদিছে তাই বচন-হীনা ।

তৃতীয় মুরৎ—বালক

বাজিযেছিলাম পাতার বাঁশী
রথের মেলায গিয়ে,
আপনি নাকি তাই লিখেছেন
ছাপার হরফ দিয়ে ?
আমার ভেঁপুর আওয়াজ, সে কি
সব্বের উপর ওঠে ?
সোর্‌গোল আর খোল কর্‌তাল
ছাপিয়ে উধাও ছোটে ?

সবচেয়ে কম বেশী আমায
জানে হাবুল্‌ টেঁপু ;
আপ্‌নি নাকি বাঁশী বাজান?
আমিও বাজাই—ভেঁ—পু!

*

চতুর্থ মুরৎ—বঙ্গের 'হাসি' 'তাতা'

ববষে ববষে সারা দেশ জুড়ি'
বলিব রক্ত ছোটে,
সাবা দেশ জুড়ি' শিশুহিয়াগুলি
শিহরি শিহবি ওঠে।
দেবতা দেখিতে দেখে বিভীষিকা,
ঘুমাতে পারে না বাতে,
স্বপনে গড়ায় রক্তের ধারা,
মোছে তাবা দুই হাতে!
সঙ্কোচে সাবা প্রাণ ভবে' ওঠে,
ঘোচে না বক্তবাশি,
নিষ্ঠুব খেলা খেলে প্রবীণেবা
শিশুব শুকায হাসি।
ওগো কবি! ওগো তরুণ-হৃদয়,
করুণ তোমার গাথা—
কবিছে স্মরণ অশ্রুনয়ন
বঙ্গের 'হাসি' 'তাতা'!

পঞ্চম মুরৎ—ভিখারিণী মেয়ে

ছুটে এসেছিনু মা-হাবা বালিকা
মায়েব মায়ার লোভে,
পূজা-বাড়ী নাকি মা এসেছে, শুনি ;
ভবা ঘট দ্বারে শোভে!
অচল প্রতিমা ফিরে চাহিল না,
কথা কহিল না কেহ ;
ক্ষুণ্ণ ফিবিযা চলেছি,—সহসা
তুমি ডেকে দিলে স্নেহ!
যাহা দিলে, ওগো! ভিক্ষা সে নয,
সে নহে অনুগ্রহ ;
মমতায় ক'রে নিলে আপনাব
আমারে,—ম্লানিমা সহ।

দেবতার মত ভালবাস তুমি,
নাহিক তোমার তুলা,
সকলেব সাথে তোমারে নমি হে
ভিখারী—পথেব ধূলা।

ষষ্ঠ মুরৎ—বঙ্গবধূ

বালিকা-বযসে মার কোল ছাড়ি,
পর-বাসে বাঁধে যেজন গেহ,
পরখ যাহাবে করে গো সবাই,
শাসন কবে গো, কবে না স্নেহ।
আগমনী শুনি' ভিখারিণী-মুখে
মন ছুটে যাব বাপের ঘরে,
কুণ্ঠিত সেই বঙ্গের বধূ
হে কবি! তোমাবে প্রণাম করে।
মূক বেদনারে ভাষা দেছ তুমি,
হাল্‌কা করেছ মনের ব্যথা,
মনে মনে তাই নিবেদি' চরণে
মালা এ অশ্রু-সলিলে গাঁথা।

সপ্তম মুরৎ—উপেক্ষিত

মরিয়া যে শুধু দিতে জানে, হায,
জীবনেব পরিচয়,—
চোব নয় তবু চুবি যে করেছে
ভুলিযা লজ্জা ভয়,—
'আপদ' বলিযা দূর হ'তে যারে
লোকে কবে বর্জ্জন,—
ভালবেসে কবি তাদেরো ফুটালে!
কবি তোমা বন্দন।

অষ্টম মুরৎ—ভৃত্য

চুরি অপবাদ ভূষণ যাহার
ত্রুটি অপরাধ নিত্য,
ঘোর নির্ব্বোধ, দেখিলেই যাবে
রাগে জ্বলে' যায় পিত্ত,-

উম্‌শেই বল, কেষ্টাই বল—
যা খুসী বলিযা ডাক,
উত্তব দিবে, হইবে হাজির,
মোটে সে চটিবে না'ক।
পোষা জন্তুর মত পোষ-মানা
সদা প্রফুল্ল-চিত্ত,
দেউড়িতে এসে গড় কবে আজ
সেই পুবাতন ভৃত্য!
হইতে পারে সে ক্ষেত্রবিশেষে
মোহন কি শংকব,—
অনাযাসে প্রাণ দিতে পাবে , তবু
নিবেট ভযংকব।

নবম মূরৎ—খুড়া মহাশয়

দু'কুড়ি ও দশ ?—তোমাব বযস ?
তুমি আরো ঢেব বুড়া!
তোমাব অনেক পবে জন্মেছে
চক্রবর্ত্তী খুড়া!
তাবি গোঁফ চুল ভুবু পেকে গেল,
টাকে মুড়াইল চুড়া ,
দু'কুড়ি ও দশ ? মোটে ? ভুল! তুমি
ব্রহ্মাব চেযে বুড়া।

দশম মূরৎ—বৃদ্ধ

বায বসন্ত দিযেছে পাঠাযে
এই অদন্ত বুডাবে হেথা,
সেই মানুষটি দেখিতে এসেছি
ফাঁস করে যেই বুডাব কথা!
শাদা মন আব শাদা মাথা নিযে
এসেছি অনেক দিনেব পবে,
শুনে মধুবাণী দেখে হাসিখানি
ফিবে চলে' যাব দেশান্তবে!
আল্‌বোলা আব তব্‌লা সিতাব
পাল্কীতে হোথা এসেছি বেখে,
হেসে হেসে আর বাঁচি নে রে ভাই
বুডাব নকল নাকাল দেখে।
(আমুদে বুড়াব নকল দেখে!)

একাদশ মরুৎ—গৌরাঙ্গভজা

জনম অবধি মোরে
গালি দেওয়া!
লাঞ্ছিত লজ্জিত করা খালি!
বিদ্রোহী করিয়া তোলা?
আমার সে
ভগ্নীপতি-ব্রতা যত শালী,
না হয় গৌরাঙ্গে মজি
ভজি তারে,
অভদ্র বিদ্রূপ তাই বলি'?
জোন্স্-স্মিথ্-টম্‌সন-
নামাঙ্কিত
উপহার দেওযা নামাবলী?
সিঁদুর মাখাযে বুটে
হায হায!
মাথা হেঁট—অপমান করা?
হাযবান শুধু শুধু
পাঠাইযা
হাকিমের মিথ্যা হব্‌কবা!
কংগ্রেসে দিলাম চাঁদা,
তবু মিছে
ছল ধরা? গেছি আমি চটে,
তোমাদেব হুজুগেতে
আমি—আমি—
আমি যোগ দিব না'ক মোটে।

দ্বাদশ মরুৎ—অপরূপ-রূপা বাংলা

বাংলা দেশের হৃদয়ের মাঝে
যেজন বিরাজ করে,
ডান হাতে যাঁর খড়্গ জ্বলিছে
বাঁ হাত শঙ্কা হরে,
ললাট-নেত্রে বহ্নি যাঁহাব,
স্নেহ-বিভা দু'নযনে,
হে কবি! তোমাবে দেছেন প্রসাদ
তিনি প্রসন্ন-মনে।
দেউলের দ্বার খুলেছে তাঁহার,
মিলেছে মিলেছে দিশা,
তাঁর ইঙ্গিতে, সঙ্গীতে তব
হে কবি! পোহায় নিশা।

ত্রয়োদশ ময়ূরং—বিশ্বযোগী—ভারত-মহিমা

বিতরিলে ব্রহ্মবিদ্যা , মিশাইলে সীমায় অসীমে।
বাঁচিলে ভাবেব সেতু যুক্ত করি' পূববে পশ্চিমে।
সমীপে আনিলে স্বর্গ , স্বদেশেবে জানিলে সুন্দব,
স্বর্গ হ'তে গবীয়ান্।—মূর্ত্ত যেন দেবতাব বব।
প্রতিষ্ঠা কবিলে প্রাণে ভারতেব প্রাচীন সাধনা,
বহুর মাঝাবে এক,—জগতেব চির-আবাধনা।
সপ্তর্ষিব পুণ্য-জ্যোতি সমর্পিলে বাঙালীব ভালে ,
সত্যের নিষ্কাম ভায লুপ্ত কবি' দিলে দেশ কালে।
বিশ্ব-যোগে যুক্ত হ'লে—বিশ্বনাথ প্রেবিল বাবতা।
জগতে ঘোষিত হ'ল বিশ্বমানবেব আত্মীযতা।
"জ্যোতিষ্ক কুটুম্ব" যত হেবি তোমা' আনন্দিত-মন,
নক্ষত্র-অক্ষবে * লিখি' পাঠাইল তোমাবে লিখন।
কর্ম্ম-ক্লিষ্ট কোলাহল মন্ত্রে যেন শূন্যে গেল মিশি' ,
মহাশান্তি এল নামি' † তব পুণ্যে , হে কবি। হে ঋষি।

*

চতুর্দ্দশ ময়ূরং—কাবুলিওয়ালা

প্রকাণ্ড এই চেহাবাটায
প্রকাণ্ড যে হৃদয আছে—
বাংলাদেশেব ওগো কবি।
গোপন সে নেই তোমাব কাছে।
ভুষো-মাখা পাঞ্জাখানি
ছাপা ছিল পাঁজব 'পবে
কারেও তো সে দেখাই নি'ক,
দেখ্‌লে তুমি কেমন কবে' ?
বাংলা মুলুক যাদুব মুলুক,
তুমি যাদুগিবেব বাজা,
তোমার তবে বাবুসাহেব।
এনেছি এই আঙুব তাজা। ,

পঞ্চদশ ময়ূরং—সঙ্গীতাধিষ্ঠাত্রী

জীবন তিক্ত হ'যে উঠেছিল
সার্কাস কবি শূন্যে ;
পুবাণো গবিমা ফিবিযা পেযেছি
হে কবি। তোমাবি পুণ্যে।

* পাঠান্তর—জ্যোতির অক্ষবে।
† পাঠান্তর—দিব্যশান্তি এল মর্ত্ত্যে।

পুরাণো গরিমা সহজ মহিমা
প্রাণের রং মহালে,
সার্থক ফিরে হ'ল এ জীবন
প্রাণের গভীর তালে।
সুরে ও কথায় মিলিয়া লতায়
নির্ঝরে রবিরশ্মি!
পল্লবগ্রাহী পণ্ডিত শুধু
করিতেছে 'হা হতোঽস্মি'!
পরাণের মাঝে জনম লভিয়া
সহজে পরাণে পশি,
আজিকে আবার চলনে আমার
শত চাঁদ পড়ে খসি'।

ষোড়শ মুরং—দাসী

রাণী নই, তবু রাজার প্রসাদ
মাথায় ধরেছি আমি,
সৌরভে তাঁর ভরি' আছে মম
জীবনের দিনযামী,
আঁধারে শুনি সে চরণের ধ্বনি,
আঁধারে একেলা হাসি,
বাসক-সজ্জা করি আমি তাঁর
আঁধার ঘরের দাসী।

বন্দনা

কীর্ত্তি-গগন-সূর্য্য হে!
বঙ্গ-ভুবন-পূজ্য হে!
প্রতিভা তোমার
করিল প্রচার
আঁধারে যা ছিল উহ্য হে!
পূজ্য হে!
যা' ছিল অজানা তুচ্ছ হে,
কর কটাক্ষে উচ্চ হে
জগতের কবি-
সভা-মাঝে কবি,
বাজাও বঙ্গ-তূর্য্য হে!
পূজ্য হে!

জুবিলি

রাজার যদি হয় জুবিলি
কবির হ'তে পার্‌বে সে,—
রাজার পূজা আপন রাজ্যে,
কবির পূজা সব দেশে!
চাণক্যের এই প্রাচীন বাক্য
লক্ষ কথার এক কথা,
রাজার যদি হয় জুবিলি
কবির হ'তে পার্‌বে তা।
নজীর খুঁজে নাই যদি পাই
নাই তাতে ভাই দুঃখলেশ,
পর্ব্ব নূতন কর্‌বে সৃজন
রঙ্গভরা বঙ্গদেশ।
রাজার প্রভাব আপন রাজ্যে
কবির প্রভাব সব দেশে,
রাজার যদি হয় জুবিলি
কবির হ'তে পার্‌বে সে।
বিধান দিলাম্‌ পাঁতি লিখে
সই করিলাম নিম্নে তার ;
কবির সেবা বঙ্গরবি
জানাই তাঁরে নমস্কার॥

বিদায়-আরতি

হিন্দোল-বিলাস

প্রাণে মনে
বনে বনে হিন্দোল
মেঘে মৃদঙের বোল্‌ মৃদু-মন্থর ;
শ্রাবণেরি ছন্দে
কদমেরি গন্ধে
আয় তুই চঞ্চল! চির-সুন্দর!
নিশ্বাসে কি সৌরভ!
কালো চুলে মেঘ সব!
পশ্‌লায় পশ্‌লায় রূপ ধর্‌ গো ,
কালো চোখে বিদ্যুৎ,
কোনোখানে নেই খুঁৎ,
অদ্ভুত! অদ্ভুত! তুই স্বর্গ!
আরো কাছে আয় তুই
কালো চোখে চোখ থুই,
ভুলে থাকি দিন-দুই দুনিয়ার সব,
শুধু হাসি আর গান
শুধু সারঙের তান
ভালোবাসাময় প্রাণ—শুধু উৎসব।
কে গেছে কে যায় আর
অতশত ভাব্‌নার
ফুরসুৎ নেই আজ নেই, বন্ধু!
তুমি আছ এই খুব,
ধ্যানে ধ'রে ওই রূপ
ভর্‌পুর চিত্তের সব তন্তু।
এ মিলনে, অশ্রুর
মেশে যদি খাদ্‌ সুর
কি হবে তা'? হয় বা কি ভেবে বিস্তর?
কেয়া-গুঁড়ি তবে মাখ্‌,
তুলে নে রে লাখে লাখ্‌
জুঁইফুল,—বিল্‌কুল চুলে তুই পর।
আমি দেখি তন্ময়
চেয়ে চেয়ে মন্‌ময়
শত তারা যাক্‌ হেসে লাখ্‌ ইন্দু ;—
যদিও এ বাদ্‌লায়
ঝিঁঝি-ডাকা কাজলায়
নেই চাঁদ,—জ্যোৎস্নার নেই বিন্দু।

ঘুমতী নদী

ঘুরে ঘুরে ঘুমতী চলে, ঠুমরী তালে ঢেউ তোলে!
বেল্‌-চামেলির চুমকি চুলে, ফুলেল হাওয়ায় চোখ্‌ ঢোলে!
কুড়ুক্‌-পাখীর উলুর রবে ঘুম ভাঙে তার, দিন কাটে,
ক্ষীরবি-দোয়েল্‌-শালিক-শ্যামা-বুলবুলিদের কন্‌সার্টে!
শণের ফুলে ছিটিয়ে সোনা শরৎ তারে সাজিয়ে যায়,
ভিণ্ডি-ফুলের কনক-জবা তার নিকষে যাচিয়ে যায়।
হেমন্ত ভেট দ্যায় তাহারে আনন্দে দুই হাত ভবি'
মুক্তো-ফাটা গাজব-ফুলেব চিকণ চারু ফুলকরী।
শিশির আসে নীল আকাশে বকাগ্র্‌ফুলের বক-ধ্বজা,—
উড়িয়ে ঘোষে ফুল্‌-মুলুকের নিত্যদিনের নওবোজা!
সমারোহ সর্ষে ক্ষেতে জর্দ্দা-ফুলের একজাইএ—
খেলাঘরের খাস্‌-গেলাসের জলুস্‌ বাঁধা-রোশ্‌নাই এ।
ঘুবে ঘুবে ঘুমতী চলে ঝিম্‌ঝিমিয়ে মন্থবে,
দিনের আলোর ফুল্‌কিগুলি বুক জুড়ে তার সন্তরে!

*   *   *   *

ঘুমপাড়ানি ঘুমতী নদী ঘুমিয়ে কি তুই পথ চলিস্‌,
ঘুমের ঘোরে ঘুরিস্‌ শুধুই স্বপন-পুরীর বোল্‌ বলিস্‌!
দুই কিনারায় ফুলের ফসল, পরণে শাড়ী ফুল-পেড়ে,
আমের ছায়া নিমের ছায়া এড়িয়ে আগে যাস্‌ বেড়ে,
বসন্তে তোর ডাইনে বাঁয়ে ফুলের ধুলোট, ফুলের বান,
মগজ ভবে মন হবে তোর সাত-আতরের ঐকতান।
জুলুম সুরু করলে নিদাঘ আঙ্‌রা-ঝুরো ছুটিয়ে লু,
শিরীষ-চাঁপার অঞ্জলিতে দিস্‌ ঢেকে তুই তার চিলু।
কাজরী যখন গায় মেয়েরা, বাদল-মেঘে থির কাজল,
অঢেল্‌ কেয়ার পরাগ মেখে তুই হ'য়ে যাস্‌ কেওড়া-জল।
খোস্‌বায়ে তোর খুসীর হাওয়া সোঁতের পিছন সঞ্চরে,
ফুলগুলো ধায় ফড়িং হ'য়ে উড়ন-ফুলের রূপ ধ'রে!
ঘুবে ঘুবে ঘুমতী চলিস্‌ ঝুমকো-ফুলের বন দিয়ে,
ঢেউ-ঝিলিকে মাণিক জেবলে চাঁদের নয়ন নন্দিয়ে।

*   *   *   *

সঙ্গীতে তোর তৈরী শরীর বঙ্গ-বীণার রঙ্গিণী!
অল্‌-গজলির গজল-গানের তুই যে চির সঙ্গিনী!
কৃষাণকে তুই করিস্‌ কবি, কর্‌তবে মন চমৎকার,
নূপুর পায়ে চলিস্‌ মৃদু দুলিয়ে কনক-চন্দ্রহার।
সুল্‌তানেদের সুল্‌তানা তুই, নবাব-বেগম রাজ-রাণী—
অপ্সরা তুই, উর্ব্বশী তুই, চার যুগেই তোর প্রেমবাণী!
দুই হাতে তোর ডালিম-আনার, ভুট্টা-জনার ছড়িয়ে যাস্‌,
অড়র-চানার মাঝখানে তোর যোজন-জোড়া ফুলের চাষ।

মস্‌জিদে তোর টিয়ের মেলা, মন্দিরে তোর চন্দনা,
পিক আহেরী-ময়না মিলে গায় তোমারি বন্দনা।
আনন্দে নীলকণ্ঠ-পাখী বেড়ায় উড়ে তোর তীরে,
মাছরাঙাকে চম্‌কে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠে তিত্তিরে!
ফুল-ক্ষেতে আর ফুল-খামারে শঙ্খচিলের আস্তানা—
মুখ-চোখে ঠিক ফুল-বিলাসী সুলতানেরি ভাবখানা।
ঘুরে ঘুরে আস্‌ছে তারা, ভাস্‌ছে ফুলের মুখ চেয়ে,
ঘুরে ঘুরে ঘুম্‌তি চলে ঘুম-নিঝুমের গান্‌ গেয়ে।

জাফ্‌রানিস্থান

যে দেশেতে চড়ুই-পাখীর চাইতে প্রচুর বুল্‌বুলি,
যেথায় করে কাকলি কাক নীরস নিজের বোল্‌ ভুলি',
বারোমাসেই সরস ঘাসে সবুজ যেথা ঘরের চাল,
চালে চালে ফুলের ফসল চুম্‌কী-চমক নিত্যকাল,
ভুর্জ্জপাতার ঠোঙায় যেথা আঙুর বেচে সুন্দরী,
হাজার হাজার হৈমবতী বেড়ায় যেথা রূপ ধরি',
পথে ঘাটে রূপ-শতদল পাপ্‌ড়ি যেথা ছড়িয়েছে,
গিরিরাজের বুকের পাঁজর আলোক-লতায় জড়িয়েছে,
কোমল-কঠিন মিল্‌ছে যেথায় আঙুরে আর আখ্‌রোটে,
ভূঁই-চাঁপারি সই-স্যাঙাতি জাফ্‌রানে নীল ফুল ফোটে,
শৈল-শ্লেটে অলখ্‌ আঙুল যেথায় দাগা বুলিয়ে যায়,
বলাকা-বকফুলের মালা বিনি-সুতায় দুলিয়ে যায়,
পাহাড়-কোলের ফাঁকগুলি সব যেথায় তরল-সুর-ভরা—
দিকে দিকে নূপুর-পায়ে নাম্‌ছে ঝোরা শুভ্রধরা,
হাওয়া যেথা মেওয়ার সামিল, মেওয়া সে অফুরন্ত,
এক্‌লা ঝিলম একশো যেথা, শান্ত এবং দুরন্ত!
যেথায় লুকায়—মন্ত্রে যেন—ক্লান্তি যত কায়-মনের,
চিড়-খাওয়া হাড় হয় সে তাজা বাতাস লেগে চীড়-বনের,
বনে ফোটে বনপুষ ফুল, পদ্ম ফোটে পল্বলে,
ধূপের গন্ধে আমোদ করে ধূপী-বনের জঙ্গলে,
ফল্‌সা চেয়ে আঙুর সুলভ, ফুলের জল্‌সা রোজ দিনই,
ঝাঁকে ঝাঁকে গুলাব ফোটে, ফোটে গুলেল্‌ য়োস্‌মিনী,
লাখে লাখে ম্যজারমণ্ডি গিলাস্‌-ফুলের খাস্‌-গেলাস্‌,
সোষম্‌-ফুলের নীল সুষমায় আকুল যেথা হয় আকাশ,
মর্ত্ত্যে যাহার নাই তুলনা, তাই যারে কয় ভূস্বর্গ,
মুগ্ধ ওরে! দু-হাত ভ'রে দে তুই তারে দে অর্ঘ্য।

গোগর-ঝাউয়ের গোকর্ণ-ছাঁদ শাখার তুষার সর্‌তেছে,
শালের পশম ঝল্‌মলিয়ে ছাগলগুলি চর্‌তেছে,
শিস্‌ দিয়ে যায় রাখাল-ছেলে গুজর এবং গক্করে,
লাফিয়ে হঠাৎ হাস্‌তে থাকে উছট্‌ খেয়ে টক্করে,
ধান চলেছে চাল চলেছে পশমী মোটা বস্তাতে,
মোদো হ'যে উঠ্‌ছে মেতে আপেল-পেযার বাস্তাতে
কল্কা-ছাঁদে নক্সা এঁকে চল্‌ছে বেঁকে ঝিলম্‌ গো
ফুস্‌ছে ফেনায় সাপবাজী তার দিন-দেওয়ালিব কি রঙ্গ!
ঘুর্ণি ঘুরে চকী কেটে চল্‌ছে কোথাও ঝড-গতি,
ঝঙ্কাবে তাব ঝঞ্ঝা বাঁধব মঞ্জীবে ছডায মোতি,
ঝম্‌ঝমিযে যায বুপসী চাঁদি-রুপাব পায তোড়া,
ফুলিয়ে হোথা দুলিয়ে কেশব বাব হ'ল ওব সাতঘোড়া,
চল্‌ছে নেচে কাঁচিযে কেঁচে পাহাড়গুলোর অচল ঠাট,
ওঠা-নামাব নাগব-দোলায দুলিযে আঁচল পাগল নাট,
তুঁত-পাহাড় আব খযেব-পাহাড পাহাড সাদা ফট্‌কিবি,
নস্যি বঙেব পাহাড়গুলো ভস্ম হেন যায চিবি',
গৈবিকে সে সাজছে কোথাও, মাজ্‌ছে কোথাও নীল পাথর,
জম্‌কে এসে থম্‌কে হঠাৎ ঘোম্‌টা টেনে হয নিথব।

* * *

কঠোব ধূসব নযকো ঊষর পাথব হেথা-উর্ব্বরা,
এই পাথবেব স্তবে স্তবে ফসল ফলে বুক-ভবা,
এই পাথবেব পাটায পাটায স্বর্গ হ'তে বারম্বাব
লক্ষ্মী নামেন, ঐ দেখ গো পৈঁঠা-পাঁড়ি আসন তাঁর!
উথ্‌লে দিতে সোনাব সবিৎ হবিৎ-বেশে উদয় হন
এই কঠোবেব ঘাটে ঘাটে, বানায বানায তাঁব চরণ!
এই কঠোবে কোমল ক'বে ফসল ফলায কাশ্মীরী,
অন্ন আযু আদায কবে এই পাথবেব বুক চিরি'।

* * *

পোঁছেছি গো পোঁছেছি আজ গিবিরাজেব অন্দরে,
শিবেব বিযেব ওই যে টোপব ওই যে গো বিবাজ করে,
ঐ যে 'হরমুকুট' উজল ঐ যে চিব-চমৎকার,
বেড় দিযে ভুজঙ্গ-সাথে গঙ্গা আছেন অঙ্গে যার,
ঐ যে 'নাঙ্গা' ঐ যে ধিঙ্গি ঐ যে নন্দী ভৃঙ্গী সব,
নিচ্চে মনে আজ বা মোরা শুনুব শিবের শিঙাব রব,
মূর্ত্তিমতী হৈমবতী কবিরা কন কাশ্মীরে,
ফুটেছে এই সোনার কমল গিরিরাজের বুক চিরে,
তপের তাপের শেষ নাহি এর, শিবের আশা-পথ চেয়ে,
দুঃসহ ক্লেশ সইল কত উষা-প্রভা এই মেয়ে।

সার দিয়েছে সফেদ্ তরু দীর্ঘ পথের দুই ধারে,
লক্ষ ময়ূরপুচ্ছ-চামর হেল্‌ছে হাওয়ার সঞ্চারে,
সবুজ ঘাসের গাল্‌চে 'পরে গাব্বা পাতে সুন্দরী,
গাছের ছায়ার গাব্বা—তাতে টুক্‌রো রোদের ফুলকরী,
চীনার গাছের ধবল বাহু মেল্‌ছে পাতার পাঁচ আঙুল,
দেবের ভোগ্য ফল্‌ছে গো সেব, ফুট্‌ছে হোথা আনাব-ফুল,
বাদাম-গাছের পাৎলা পাতায় লাগ্‌ছে হাওয়া দিক্-ভোলা,
হাস্‌ছে আলো আকাশভরা, হাস্‌ছে হাসি দিল্-খোলা।

* * *

সপ্তসেতুর শহরে আজ নূতন হিমের পড়্‌ছে ঘের,
শৈল-পটে বরফ-হবফ নূতন কে গো লিখ্‌ছে ফেব,
হ্রদের জলে কমল লুকায়—মন্ত্রে যেন যায় উড়ে,
পদ্মফুলের পাপ্‌ড়ি শুকায় পদ্মপাতার কোল জুড়ে',
শিঁঠিযে ওঠে কাঁটার মালা বেগ্‌নি পাতায় পানফলের,
ঢ্যাঁপের ট্যাঁপা ফলগুলো সব শীতের শাসন পাচ্ছে টের,
সর্ষেফুলের ঝাঁঝালো মউ, পদ্মফুলেব মউ মিঠে,—
মৌমাছিরা ভিযেন্ করে, নেই অপচয এক-ছিটে,
ভাসা ক্ষেতে খাট্‌ছে চাষা শেষ-ফসলেব তম্বিরে,
কাংড়িতে ফেব, ভর্‌ছে আগুন বুড়োবুড়ী গম্ভীবে,
হাঁজীব মেযে আজকে সাঁঝে প্রাচীন কাঁথা জড়িয়েছে,
শীতের বাতাস প্রাচীন গাথা পাণ্ডু পাতা ছড়িযেছে,
বব্‌ফি-কাটা ক্ষেতের পরে জাফ্‌রানে ফুল ফুট্‌ল রে,
শিশিব-জলে ঘুম জডানো চোখের ঘুম কি টুট্‌ল রে!
নীল-লোহিতের বিভূতি ওই লেগেছে আজ আস্‌মানে,
লেগেছে য়োস্‌মিনীব ফুলে, আব লেগেছে মোর প্রাণে,
নীলেব কোলে সোনার কেশব 'নীলসুখেতে' স্পন্দমান,
নীলপাহাডেব ফুলদানীতে প্রফুল্ল জাফ্‌রানিস্থান।

আলোর পাথার

কে বাজালে মাঝ্-দিনে আজ প্রহব-রাতের সুব সাহানা!
শঙ্খ-গৌর মেঘের মেলায শঙ্খ-চিলের মিলায ডানা।
জর্দ্দা-কাঠির গম্বুজেতে ময়না জেগে স্বপ্ন দেখে,
শিউলি-ফুলি হাওযায় ভেসে ঘাসের ফুলে ফড়িং ঠেকে!

গাছের গোড়া গোল্‌টি ক'রে নিকিয়ে ছাযা দ্যায় নিভৃতে,
সেই চাতালে রাখাল আসে একটুকু গা গড়িয়ে নিতে।
জলের তালে দুল্‌ছে মাঝি বাঁধা নাযের ছই-তলাতে,
টুনটুনি ধায় এক্‌লা কেবল করম্‌চা-ডাল টল্‌মলাতে।

পালান্-ছোঁয়া শাঁওলা ঘাসে বাছুর গরু চর্‌ছে পালে,
নাড়িয়ে দু'কান তাড়িয়ে মাছি লোটন্-ল্যাজের ছেপ্‌কা-তালে,
দীঘির জলে রুপোর ঝিলিক দেখ্‌ছে ব'সে মাছরাঙা সে,
ঢল্-নামা জল থিতায় গাঙের,—যায় দ্যাখা তার পাড় ভাঙা যে।

পতর্-আঁটা গতর নিয়ে চল্‌ছে গেতো বোঝাই-ভরা,—
মাঝাই বেলার গোড়েন্ সুরে গোড় দিয়েছে নেইক ত্বরা।
দূর কিনারায় পাঁজর-খোলা মেরামতের নৌকোখানা
প'ড়ে প'ড়ে খেয়াল দ্যাখে বন্যাদিনের প্রলয় হানা!

চরের পরে ঝিমায় কাছিম, চোখের পাতে মোতির দানা,
পিঠেতে তার ঝিমায় ব'সে শামুক-খুলি পাখীর ছানা।
মরালী ধায় লহর তুলে মরাল তাহার ফেরে পাছে,
দোলন-চাঁপার নিথর মোহে মগজটা তার ভ'রে আছে।

মাজা আলোয় সাজন সাজে, বিজন গেহে মুগ্ধ চোখে,—
বাজন বাজে বুকের তালে, আয়নাতে মুখ দেখ্‌ছে ও কে!
আতর-ভরা চাওনি দিয়ে আপনাকে ও বরণ করে,
চাঁপাই আলো সাত ঝরোকায় ঝাঁপায় যে ওর চরণ-'পরে।

আলোর আতর থিতিয়ে বুঝি এই অপরূপ রূপ পেয়েছে,
রূপের ধূপের সৌরভে আস্‌মান ছেয়েছে—প্রাণ ছেয়েছে,
আস্‌মানে আর পরাণে আজ সোনার পোড়েন্ সোনার টানা,
শুক্তি-ধবল মেঘের মেলায় হংস-মিথুন মিলায় ডানা।

কয়াধু

[দিতি ও কশ্যপের পুত্র অসুর-সম্রাট্ হিরণ্যকশিপুর পত্নী কয়াধু। ইনি জম্ভাসুরের কন্যা ও মহিষাসুরের ভগিনী। ইঁহার চারি পুত্র—প্রহ্লাদ, সংহ্লাদ, হ্লাদ ও অনুহ্লাদ।]

কার তরে এই শয্যা দাসী, রচিস্ আনন্দে?
হাতীর দাঁতের পালঙ্কে মোর দে রে আগুন দে।
পুত্র যাহার বন্দীশালায় শিলায় শুয়ে, হায়,
ঘুম যাবে সে দুধের-ফেনা ফুলের বিছানায়?
কুমার যাহার উচিত ক'য়ে সয় অকথ্য ক্লেশ,
সে কি রাজার মন ভোলাতে পর্‌বে ফুলের বেশ?
দুলাল যাহার শিকল-বেড়ীর নিগ্রহে জর্জ্জর,
জম্ভলিকা! রত্ন-মুকুট তার শিরে দুর্ভর!
পার্‌ব না আর কর্‌তে শিঙার রাখ্‌তে রাজার মন,
জঞ্জালে ডাল্ জঞ্জাল-জাল রাণীর আভরণ!

ফণীর মতন রাজার দেওয়া দংশে মণিহার,
যম-যাতনা এখন এ মোর রম্য অলঙ্কার!
কেয়ূর-কাঁকণ শিথ্‌লে দে রে, খুলে দে কুণ্ডল,
শিথ্‌লে দে এই মোতির সীঁথি শচীর আঁখিজল!
রাণীত্বে আর নাই রে রুচি—নাই কিছুরই সাধ,
যে দিকে চাই কেবল দেখি লাঞ্ছিত প্রহ্লাদ!
যে দিকে চাই মলিন অধর, উপবাসীর চোখ,
যে দিকে চাই গগন-ছোঁয়া নীরব অভিযোগ,
যে দিকে চাই ব্রতীর মূর্ত্তি নিগ্রহে অটল,
সাপের সাথে শিশুর খেলা,—মন করে বিহ্বল।
মাবণ-পটু মাব্‌ছে বটু—মার্‌ছে বাছারে,
শস্ত্রপাণি দিচ্ছে হানা বালক নাচারে,
কাঁটায় গড়া মার্‌ছে কোড়া দুধের ছেলের গায়,
দ্যাখ্‌ রে রাঙা দাগ্‌ড়াতে দ্যাখ্‌ আমার দেহ ছায়!
প্রাণের ক্ষতে লোহুর ধারা ঝর্‌ছে লক্ষ ধার.
আর চোখে নিদ্‌ আস্‌বে ভাবিস্‌ পালঙ্কে রাজার?
গুমে গুমে পুড়ে যেন যাচ্ছে শরীর মন,
ক্লান্ত আঁখি মুদ্‌লে দেখি কেবল কুস্বপন,
পাহাড থেকে আছ্‌ড়ে ফেলে দিচ্ছে পাথবে—
প্রহ্লাদ মোব , দিচ্ছে ঠেলে সাপেব চাতরে।
জগন্দলন পাষাণ বুকে ফেল্‌ছে তরঙ্গে,
চোবের সাজে সাজিযে সাজা চোর্বের সঙ্গে!
নির্দ্দোষেবে খুনীর বাড়া দিচ্ছে বে দণ্ড
কালনেমি. কবন্ধ. বাহু দৈত্য পাষণ্ড।
কভু দেখি ফেল্‌ছে বাছায় পাগ্‌লা হাতীর পায়,—
বিদ্রোহীদের প্রাপ্য সে আজ নিবীহ জন পায!
চর্ম্মচোখে রক্ত ঝরে দাবুণ সে দৃশ্যে,
মর্ম্মচোখে কেবল দেখি নৃসিংহ বিশ্বে!

*　　　*　　　*

হায ক্ষমতাব অপপ্রযোগ! . হাহা রে আফ্‌শোষ,
অপ্রযুক্ত দণ্ড এ যে, জাগায বিধির রোষ!
কি দোষ বাছাব বুঝ্‌তে নাবি, অবাক্‌ চোখে চাই,
ইচ্ছা করে এ দেশ ছেড়ে অন্য কোথাও যাই—
অন্য কোথাও—অন্য কোথাও—এ রাজ্যে আর নয়,
ভাগ্যে আমার স্বর্গপুরী হ'ল ভীষণ-ভয়,
চোখের আগে কেবল জাগে ছেলেব মলিন মুখ,
খড়্গে জেতা স্বর্গপুরে নাই রে স্বর্গ-সুখ।
বুঝ্‌তে নাবি কী দোষ বাছার,...ভাবি অহর্নিশ,
ষণ্ড গুরুর শিক্ষা পেযেও ষণ্ডামি তার বিষ, ..
এই কি কসুর অপাপ শিশুর? হায় রে কে জানে,
বিহ্বলতায় বিকল করে এ মোর পরাণে।. .

ফিরে এল শিক্ষা-শেষে শিশু পুলক-মন,
ভীষণ সাপের আবর্ত্তে হায় এই সমাবর্ত্তন।
প্রশ্ন হ'ল—"কি শিখেছ?" রাজার সভা-মাঝে
কয় শিশু—"তাঁর নাম শিখেছি রাজার রাজা যে,
যাঁর আদি নাই, অন্তও নাই, যে-জন চিরন্তন,
সত্য-মূর্ত্তি স্বতঃস্ফূর্ত্তি অরূপ নিরঞ্জন,
তিন ভুবনের প্রভু যিনি, প্রভু যে চার যুগে,
শিখেছি নাম জপ্‌তে তাঁহার, গাইতে সে নাম মুখে।"
ছেলের বোলে রুষ্ট রাজা দেবত্ব-লোভী,
ছেলের দেব-প্রেমে দ্যাখেন বিদ্রোহ-ছবি।
বিধির বরে দেব্‌তা-মানুষ-পশুর অবধ্য
মাতেন পিয়ে অহঙ্কারের অপাচ্য মদ্য।
ভাবেন মনে "হইছি অমর" অবধ্য ব'লেই।
পরের বধ্য নয় ব'লে, হায়, মৃত্যু যেন নেই!
দেবতা-মানুষ-পশুর বাইরে কেউ যেন নেই আর
বলের দর্পে দণ্ড দিতে, এম্‌নি ব্যবহার!
দাবী করেন দেবের প্রাপ্য যজ্ঞ-হবির ভাগ,
ভগবানের জয়-গানে হায় বাড়ে উঁহার রাগ!
উনিই যেন রুদ্র, মরুৎ, উনিই সূর্য্য, সোম,
ক্ষণস্থায়ী রাজ্যমদে দণ্ডধারী যম।
ইন্দ্র উনি ইন্দ্রজয়ী, জয়ন্ত, জিষ্ণু,
এক্‌লা উনি সব দেবতা, নাসত্য, বিষ্ণু।
ছেলের বোলে ক্রোধোন্মত্ত দৈত্য ধুরন্ধর,
"আমার আগে অন্যে বলে ত্রিভুবনেশ্বর!
রাজদ্বেষী অমন ছেলে, ফল বা কি জীয়ে?
ডুবিয়ে দেব নির্য্যাতনের নরক সৃজিয়ে।
খর্ব্ব করে রাজায় যে তার রাখ্‌ব না মাথা,
দণ্ডবিধান করব, স্বয়ং আমিই বিধাতা।"
বাক্য শুনে বালক বলে বিনয় বচনে—
"হৃদয় আমার নিরত যাঁর অর্ঘ্য-রচনে,
পিতার পিতা মাতার মাতা রাজার রাজা সেই,
সত্য তিনি নিত্য তিনি তাঁর তুলনা নেই;
পিতা গুরু, মান্য কবি, শ্রদ্ধা দিই ভূপে,
তাই ব'লে হায় ভুল্‌তে নারি সত্য-স্বরূপে।
আত্মা আপন বিশিষ্টতা কর্‌ব না ক্ষুণ্ণ,
স্মরণে যার মরণ মরে, কীর্ত্তনে পুণ্য,
সে নাম আমি ছাড়্‌ব নাকো, ছাড়্‌ব না নিশ্চয়;
অঙ্গে যিনি, অস্ত্রে তিনি,—শাস্তিতে কি ভয়?"
কথার শেষে কোটাল এসে বাঁধ্‌লে ক'সে তায়,
শান্ত শিশু হাস্‌ল শুধু শিষ্ট উপেক্ষায়।

চ'লে গেল শাস্তি নিতে নিরীহ প্রহ্লাদ—
আত্মলাভের মূল্য দিতে প্রহারে সাহ্লাদ!
মিনতি-বোল্ বল্‌তে গেলাম দৈত্যপতিরে, .
বিমুখ হ'য়ে. আঁক্‌ড়ে বুকে নিলাম ক্ষতিরে,
ছেড়ে এলাম সভাগৃহ বাক্য-যন্ত্রণায়
সিংহাসনের আসনে ভাগ ঠেলে এলাম পায়,
ভাব-দেহে যাই লাগ্‌ল আঘাত, হায় রে কযাধু,
স্থূল-শরীরও মরিযা হ'ল, টিক্‌ল না যাদু।
চ'লে এলাম বাজ্য বাজা ডুবিযে উপেক্ষায়,—
সত্য যেথা পায় না আদর চিত্ত বিমুখ তায়।
আসার পথে দেখে এলাম কেবল অলক্ষণ,—
বিম্বিল মোর বিধবা-বেশ স্তম্ভ অগণন।
ব্যাকুল চোখে চাইতে ফাঁকে চোখ হ'ল বন্ধ,
মশানে স্ব-মুণ্ডে লাথি ঝাড়্‌ছে কবন্ধ!
ক্ষিপ্ত-পারা আকাশে চাই, সেথায় দেখি হায়,
রক্ত-স্নাত সিংহ-শীর্ষ পুরুষ অতিকায়,
অঙ্গে তাহার লুটায় কে রে মুকুট-পরা শির,
সিংহনখে ছিন্ন অন্ত্র চৌদিকে রুধির!
দু'হাতে চোখ ঢেকে এলাম অন্ধ আশঙ্কায়
ভিত্তি-'পরে কপাল ঠুকে কেবল প্রতি পায়।
সেই অবধি শুন্‌ছি কেবল অন্তবে গুর্‌গুর্
বিসর্জ্জনেব বাজ্‌না বাজায় বিপর্য্যযের সুর,
টল্‌ছে মাটি নাগ বাসুকী অধর্ম্মেব ভাব
হাজাব ফণা নেড়ে করে বইতে অস্বীকাব।
যে বিধি নয় ধর্ম্ম্য, বুঝি, তার আজি বোধ-শোধ
বিধির টনক নড়ায় শিশুব শিষ্ট প্রতিরোধ।
বিধি-বহিষ্কৃতের বিধি মান্‌বে না কেউ আর,
ওই শোনা যায়, জৃম্ভলিকা! নৃসিংহ-হুঙ্কাব!
বেখে দে তোব শয্যা-বচন রাণীর পালঙ্কে,
হৃষীকেশের শাঁখ হৃদে শোন্ হর্ষে—আতঙ্কে!
ভীষণ মধুর রোল উঠেছে রুদ্র আনন্দে,
সুখের বাসায় সুখের আশায় দে রে আগুন দে।
দুঃখ বরণ করেছে মোর নির্দ্দোষী প্রহ্লাদ,
সেই দুখে আজ আঁক্‌ড়ে বুকে চল্ কবি জযনাদ।
আত্মা চাহে শিশুর রূপে প্রাপ্য যাহা তার,—
বিদ্রোহ নয় বিপ্লবও নয় ন্যায্য অধিকার।
উচিত ব'লে দণ্ড নেবার দিন এসেছে আজ,
উচিত ক'রে পর্‌তে হবে চোর-ডাকাতের সাজ,
চিত্ত-বলের লড়াই সুরু পশু-বলের সাথ,
বন্যা-বেগের হানার মুখে কিশোর-তনুর বাঁধ!

প্রলয়-জলে বটের পাতা! চিত্ত-চমৎকার!
তীর্থ হ'ল বন্দীশালা, শিকল অলঙ্কার'
খেদ কিছু নাই, আর না ডরাই, চিত্তে মাভৈঃ রব ;
উচিত ব'লে বন্দী ছেলে এ মম গৌবব!
কযাধু তোব জনম সাধু, মোছ রে চোখের জল,
রাজ-রোষেবি বোশ্‌নাযে তোর মুখ হ'ল উজ্জ্বল!

মল্লিকুমারী

[ইনি মথুবার রাজকন্যা , মতান্তবে মিথিলাব। মহাবীর পার্শ্বনাথ, শীতলনাথ, শান্তি-নাথ, ঋষভদেব প্রভৃতির ন্যায ইনি একজন জৈন তীর্থঙ্কর। চব্বিশজন তীর্থঙ্করের মধ্যে নারীতীর্থঙ্কব এই একজন মাত্র। মল্লিকুমাবীব আবির্ভাব-কাল বুদ্ধদেবেব অনেক পূর্ব্বে।]

সকল প্রাণীতে সমান দৃষ্টি,—
কাবো প্রতি মোর বৈর নাহি ;
অজানিতে যদি ঘটে অপবাধ
কীটেবও নিকটে ক্ষমা যে চাহি।
ছেড়েছি হরিষ-বিষাদেব বিষ,
ছেড়েছি সকল উৎসুকতা,
বতি-অরতির ঘুচেছে দ্বন্দ্ব,
মোহেব বন্ধ ছিন্ন-লতা।
অশোকের তলে একাকী বিরলে
করি' তপস্যা পদ্মাসনে,
গেছে দীনভাব, ভীবুর স্বভাব,
সকল শোচনা গেছে তা' সনে।
বিমল শ্রদ্ধা-নীবে নিবমল
চিতে অহিংসা নিযেছি ব্রত,
সায হ'য়ে আসে কলুষ-কষায
নিশি-শেষে দুঃস্বপ্ন মত।
শুক্ল-ধ্যানেব সাগব-বেলায
আছি দাঁড়াইযা শান্ত-আঁখি,
তবু মনে হয—এখনো সময,
হয় নি, কি যেন বয়েছে বাকী।
হে অশোক! মোব তপেব সাক্ষী,
তুমি জানো মোর সকল কথা,
স্তব্ধ বৃক্ষ! তোমার তলায
সিদ্ধ-শিলার পাই বারতা।
নিদাঘে দহিয়া, বাদল সহিয়া
জীর্ণ করেছি দেহের দ্রোহ,
গুণ-স্থানেব দ্বাদশ সোপানে ;
তবু নয উপশান্ত মোহ!

তবু সংশয়, তবু মনে হয়
মৈত্রী এ মোর সর্ব্বভূতে
এ শুধু নারীর মাতৃ-হিয়ার
মমতা,—দূরে না যায় কিছুতে।
বর্জ্জন যারে করেছি কঠোরে,
সে এসেছে চুপে ছদ্মবেশে,—
স্নেহ-ঘন মোহ-বন্ধন-জালে
জড়াযে আমায় বাঁধিতে শেষে!
অগাধের মীন, পথের পিপীলি'
হ'যে ওঠে ক্রমে পুত্রসম ;
অশোক! অশোক! ফুটাও আলোক,
ভাবনাব গ্লানি নাশ এ মম'
খেলাঘবে ছিল পুতুল যাহারা
সব স্নেহ মোর দখল ক'রে
মিনতি কবিল মা হ'তে তাহাবা
একদা নিশীথে স্বপ্নঘোরে।
মূরতি ধরিযা আমাবে সাধিল
আমাব হিযাব মাতৃস্নেহ ;
আমি কহিলাম, "বাছা রে অ-নাম!
তোদের যোগ্য নাই যে গেহ।
কঠিন এ ধবা কঙ্কব-ভবা,
নবনীর চেযে কোমল তোবা,
ঘুমাইযা থাক্ এ হৃদি-কমলে
পরিমল-ঘন স্বপন-ভোরা।
ফিবাইয়া চোখ ফুলাইযা ঠোঁট
মিলাইযা গেল মূর্ত্তমায়া.
মমতার ক্ষীর-সায়রের জলে
লীলা-কুতূহলী লুকাল কাযা।
কেঁপে গেল বুক, মমতার ভুখ্
স্বপনের পাওযা হারিয়ে ফেলে
হাহাকাবে যেন জাগাল আমায
আঁখিজলে আঁখি-কবাট ঠেলে।
স্বপ্ন-শিশুর স্নেহে অজানিতে
নেমেছিল যেই পীযূষ-ধারা,
অজানিতে গেল. ফিরে সে আবাব,
সারা দেহ-মনে হ'ল সে হারা!
না পেয়ে আধার অমৃতের ধার
শিরে উপশিরে মিলাল চুপে,
আজ মনে হয় হ'ল সে উদয
হৃদয়ে বিশ্ব-মৈত্রী-রূপে!

ঘুম পাড়াইয়া যারে ঘুমন্তে
রেখেছিনু হৃদি-পদ্মপুটে,
মনে হয় সেই জলে মহীতলে
শত রূপে আজ উঠেছে ফুটে!
তৃণে অঙ্কুরে সেই তৃষাতুর—
থাকে পথ চেয়ে, মনেতে মানি,
নিত্য তাদের তৃষ্ণা মিটাই
কলসে কলসে সলিল আনি'।
পাখী হ'যে আসে করিয়া কাকলি
যেন জানে না'ক আমায় বিনে;
পিপীলিকা হ'যে ফেরে পায় পায়,
চিনি দিব আমি রেখেছে চিনে।
মীন হ'যে চায় অনিমেষ-আঁখি
আমারি হাতের অন্ন লাগি',
অতলের ডেরা ছেড়ে আসে এরা
যেন রে আমারি মমতা মাগি'।
মনে হয় এই চির-কুমারীর
মানস-পুত্র ইহারা সবে,
বিশ্বের প্রাণ করে আহ্বান
মোরে নিশিদিন, নীরব রবে!
মুখ চেয়ে থাকে, মা বলিয়া ডাকে,
ভুলে ভুলে যাই আমি কুমারী।
এ-কি অনুরাগ-বন্ধন? হায়!
এ কি অপরূপ বুঝিতে নারি।
অঞ্জলি যার অন্নের থালি,
তরুতল যার হয়েছে গেহ,
এ কি মাতৃতা-তৃষ্ণা তাহার
এ কি ব্রতঘাতী ছদ্ম স্নেহ!
অশোক! অশোক! খুলে দাও চোখ,
তুমি যে আমার তপের তরু,
তোমার ছায়ায় পাব আমি পাব
কেবলী-জ্ঞানের পরম চরু।

* * * * *

এ কি দেখি ছবি! সাক্ষী-বিটপী
অকালে ফুটায় কুসুমপাঁতি,—
কি বলিতে চায়?—কলুষ-কষায়
লাগেনি?—মলিন হয়নি ভাতি?
তাই এ পুলক? ফুলের স্তবক
অকালে অশোক তাই ফুটালে?
দীর্ঘ-বেলার দুখ অবসান,
তপী তরু মোর ভ্রম, ছুটালে।

মিছে সংশয়,—বন্ধন নয়,
নিখিল জীবেতে এই মমতা,
নিখিল জিনের প্রসাদ ঘোষিছে
পুষ্প-তরুর প্রসন্নতা।
মিছে এ দ্বন্দ্ব কপট-বন্ধ
রচে নাই বাধা হৃদয়ে ঢুকে,
ফলের কামনা নাই এক কণা,
নিদান-শল্য নাই এ বুকে।
সকল প্রাণীর হিতে এ শরীর
ব্রতধীর হ'যে নিযোজে যেবা,
তাব মমতায় নাইক কষায,
মমতা তাহাব মহতী সেবা।
জয! জয! জয! নাই সংশয,
টুটেছে সকল ভুল টুটেছে,
আমাব তপের সাক্ষী-পাদপে
অকালে প্রসাদ-ফুল ফুটেছে!
জ্ঞান-আবরণ হ'ল রে মোচন,
মোহনীয় কিছু নাইক প্রাণে,
শুক্ল-ধেয়ানে সাঁতারিযা চলি
অযোগ-কেবলী গুণস্থানে।
দেহ-কর্পূর যায কোন্ দূর,
মনে অনন্ত-বলের লীলা,
জ্ঞান অনন্ত, অফুরান্ সুখ,
নাগালে আমার সিদ্ধশিলা।
মমতার পথে মোক্ষ আমার,
সাধনা আমার ত্রিকাল ভরি',
বিত্ত আমার চির-চারিত্র,
হৃদয়ে ললাটে রত্ন ধরি।
প্রসূতি না হ'য়ে শত সন্তান
পেয়েছি, হৃদযে নিয়েছি টানি';
প্রসবের ব্যথা যে খুসী সে নিক
পালনের ব্যথা আমারি জানি।
যুগলিক-যুগে হয়নি জনম,
যুগল-সাধনা আমার নহে,
সেই সাধনার সার যে মমতা
মনে ভায়, মোর রক্তে বহে।
নিখিল প্রাণীর পাপ্ড়ি মিলায়ে
মমতার কোলে দিয়েছি মম,
নিখিল প্রাণের চন্দ্রমল্লী
এ হৃদয়ে ভায় চন্দ্র সম!

একটি চামেলীর প্রতি

চামেলি তুই বল্,—
অধরে তোর কোন্ রূপসীর
রূপের পরিমল।

কোন্ রজনীর কালোকেশে
লুকিয়েছিলি তারার বেশে,
কখন খ'সে পড়্লি এসে
ধূলির ধরাতল।

কোন্ সে পরী গলার হারে
রেখেছিল কাল তোমারে,
কোন্ প্রমদার সুধার ভারে
টুপ্‌টুপে তোর দল।

কোন্ তরুণীর তরুণ মনে
জাগ্‌লি রে কোন্ পরম ক্ষণে,
বাইরে এলি বল্ কেমনে
সঙ্কোচে বিহ্বল।

সুন্দরী কোন্ বাদ্‌শাজাদীর
কামনা তুই মৌন-মদির,
বান্দা-হাটের কোন্ সে বাঁদীর
তুই রে আঁখিজল!

জ্যোৎস্না-জলের তুই নলিনী
পাল্‌লে তোরে কোন্ মালিনী,
কোন্ হাটে তোর বিকিকিনি
জান্‌তে কুতূহল।

সবুজে ঝোপের পান্না-ঝাঁপি
রাখ্‌তে নারে তোমায় ছাপি' :
বাতাস দেছে ঘুরিয়ে চাবি
আল্‌গা মনের কল।

সৌরভে তোর স্বপন বুলে,
বুল্‌বুলে দ্যায় কণ্ঠ খুলে,
পাপিয়া মাতাল মনের ভুলে
বক্‌ছে অনর্গল।

তোর নিশ্বাসের মুসব্বরে
মুসাফিরের মগজ ভরে,
ফুটায় মনে কি মন্তরে
খুসীর শতদল!

অধরে তোর কোন্ রূপসীর
হাসির পরিমল!
চামেলি তুই বল্!

দুর্ভিক্ষের গান

গান

[উচ্চারণ সংস্কৃতানুযায়ী, হ্রস্ব-দীর্ঘ-ভেদে লঘু গুরু]

আজি নিবন্ন দেশ বিপন্ন,
ক্লেশ-বিষন্ন লক্ষ হিযা ,
নিষ্ঠুর মৃত্যুর নীবব-ছাযা
ছাইল অম্বর পক্ষ দিযা।

মরু-ধূসর প্রান্তর ওই,
বিমর্ষ অন্তর, বর্ষণ কই?
আজি ভিখারী বালক নাবী,
প্রাণ ধরে শিশু অশ্রু পিযা।

অতি দুঃসহ দুর্গতি রে,
হতাশ শত কঙ্কালে ফিরে!
"কে দিবি অন্ন?—কে হবি ধন্য?"—
পুণ্য পথে ফিরিছে পুছিযা!

সিঙলে সূর্যোদয়

দুধে ধুয়ে আঁধার-গ্লানি দৃষ্টি যে চাঁদ দিল নিশার চোখে,—
মিলিয়ে দিল পুষ্প-কলির প্রাণ-কুহরেব কুহক জ্যোৎস্নালোকে,—
উপল-বহু উচল পথে স্নিগ্ধ-উজল জ্বালিযে রতন-বাতি
যাত্রীদলের সাথে সাথে মৌন পায়ে চল্‌ছিল যে সাথী,—
পথের শেষে থম্‌কে হঠাৎ চম্‌কে দেখি মাঝ-গগনেব কাছে
রাত্রি-দিবার সন্ধি-বেখার অবাক্-চোখে সে চাঁদ চেযে আছে—
চেয়ে আছে তুষাব-বুচি শ্বেত-ময়ূরেব পাবা,—
হিমে-হানা, কুণ্ঠিত-কায, শীর্ণ-শিথিল পাখ্‌না, পেখম-হারা।

*   *   *

মিলিয়ে গেছে মুখর জগৎ,—তলিয়ে গেছে অতল মৌনতাতে,
পেয়েছে লোপ দৃষ্টি-বাধা,—সকল বাধা সকল সীমার সাথে ;
সীমার সমাধ আকাশ অগাধ ডিম্ব হেন বিশ্ব-ভুবন ঘিরে
সুপ্ত ঘেরা জন্ম-কোষে ভ্রূণ-গরুড় পোষে হিমাদ্রিরে!

হারিয়ে গেছে হাওয়ার চলা, নিশাস ফ্যালা ফুরিয়ে গেছে যেন,
সঞ্চরে প্রাণ-বায়ু-বিতান গর্ভ-শয়ান শিশুর নিশাস হেন,
বিস্ময়েরি নূতন বিশ্ব স্বপ্নে মৃদু হাসে ;
সকল আঁখি পূর্ব্বমুখী অপূর্ব্বের অভ্যুদয়ের আশে।

*　　　　*　　　　*

ঊষার আভাস জাগল কি রে?—দিনমণির খুল্‌ল মণি-কোঠা?
শুকতারাটির শিউলি-ফুলে লাগ্‌ল ফিরে অরুণ-রঙের বোঁটা?
পূব্‌-তোরণে চিড়্‌ খেল কি দিগ্‌বারণের নিবিড় দন্তাঘাতে?
ধুৎরো-ফুলের ডালি মাথায় তুষার-গিরি জাগ্‌ছে প্রতীক্ষাতে!
মুক্তা-ফলের লাবণ্য কি আমেজ দিল মুক্ত নীলাম্বরে?
দিগ্‌বধূরা চামর করে আকাশ-আলোর বিরাট্‌ হর্ম্যহরে?
অলখ পরী ঊষারতির বস্ত্র-প্রদীপ মাগে,
আলোক-গঙ্গা-স্নানের লাগি' জহ্নু, কুবের, কনকজঙ্ঘা জাগে।

*　　　　*　　　　*

সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দে রে, এ-নিদ্‌মহল কার আছে তজ্‌বিজে?
বিভাবরীর নীলাম্বরীর আঁচল ওঠে মোতির আভায় ভিজে?
হোরার কালো চুলের রাশে কোথায় থেকে ধূপের ধোঁয়া লাগে!
বন্‌-কপোতের গ্রীবার নীলে জাফ্‌রাণী নীল মিলায় অনুরাগে!
পাশ্‌-মোড়া দ্যায় স্বপ্নে ঊষা আধ-খোলা চোখ আধ-ফোটা ফুল পারা
সোনা-মুখের হাই লেগে হয় মুহুর্মুহু আকাশ আপন-হারা!
বরণ গলে, মেঘ-মহলে দোলে কমল-মালা,
ছোপ রেখে যায় সোনার ধোয়াট্‌, নীল ফটিকের বিরাট্‌ তোরণ-আলা।

*　　　　*　　　　*

সাগর-বেলায় ছোট্ট ঝিনুক যেমন রঙে সদাই সেজে আছে—
ফুলের ফোটায় ঢেউয়ের লোটায় যে রঙ—ধরা দ্যায় না তুলির কাছে—
ফিরোজ-মোতি-গোমেদ্‌-চুনী-প্রবাল-নীলার নিশাস চয়ন ক'রে
আমেজ দিয়ে, আভাস দিয়ে, আব্‌ছা দিয়ে আকাশকে দ্যায় ভ'রে—
ইন্দ্রলোকে রামধনুকে কবির শ্লোকে যত রঙের মেলা
ভুবন ভ'রে নয়ন ভ'রে তেমনি-ধারা লক্ষ রঙের খেলা!
নিসর্গ আজ আচম্বিতে হয়েছে স্বর্গীয়!
অলখ্‌ তুলি সেচন করে, লোচন হেরে অনির্ব্বচনীয়!

*　　　　*　　　　*

পারিজাতের দল ছিঁড়ে কে ছোট্ট মুঠায় ছড়ায় গগন হ'তে
দেও-ডাঙাতে টিপ রাঙাতে আনন্দে দুধ-গঙ্গাজলের স্রোতে,
কোন্‌ ব্রত আজ গৌরী করেন রজতগিরির ভালে সিঁদুর দিয়ে,
হেম হ'ল গা শঙ্করের ওই হৈমবতীর পরশ-পুলক পিয়ে!
আড়াল করে মেঘের মালা গিরিবালার ভরম দিতে ঢেকে,
আড়াল করে যবনিকায় মহাযোগীর মনের বিকার দেখে।
জ্বলে নেবে তুষার-ভালে আলো ক্ষণে ক্ষণে,
সেই আলোকে স্নান করে আজ বসুন্ধরার উচ্চতমের সনে।

প্রবাল-বাঁধা ঘাটের পারে তরল পদ্মরাগের নিলয় চিরে—
কে জাগে? উদ্ভিন্ন ক'রে কমল-যোনির জন্ম-কমলটিরে!
কে জাগেরে অরুণ-রাগে ব্যগ্র আঁখির পূরিযে বাঞ্ছা যত—
বাঘের চোখের আলোয ঘেবা বরণমালা দুলিয়ে লক্ষ শত!
একি পুলক! দ্যুলোক-ভরা! আলিঙ্গিছে হর্ষে অনিবার
আমাব চোখেব চমৎকাবে তোমার আলোর চির-চমৎকার!
রোমে রোমে হর্ষ জাগে, জগৎ ওঠে গেয়ে,
চির-আলোব সাগব দোলে চোখের আলোর সঙ্গটুকুন পেয়ে।

বর্ষ-বোধন

তোমার নামে নোযাই মাথা ওগো অনাম! অনির্ব্বচনীয!
প্রণাম করি হে পূর্ণ-কল্যাণ!
প্রভাত পেলে যে প্রভা আজ, সেই প্রভা দাও প্রাণে আমার প্রিয়,
আলোয জাগো সকল-আলোর-ধ্যান!
সন্দেহী সে ভাবছে—তোমাব অব্যাহত কল্যাণেরি ধারা
বন্ধুরতায বিফল নবলোকে,
চর্ম্মচোখেব আশীর্ হ'তে দিনে দিনে যাচ্ছে ঝ'রে পাবা,
এবার জ্যোতি জাগাও মনের চোখে।
বীভৎস দুঃস্বপ্ন-ভবে বিশ্ব-হৃদয উঠ্ছে মুহু কেঁপে,
হাস্ছে যেন ভৈববী-ভৈববে,
ভয়ের মেঘে ঝাপ্সা আকাশ, ভযের ছায়া সূর্য্যেরে রয় চেপে,
সে ভয প্রভু! হরো 'মা ভৈঃ' রবে।
প্রীতি-শীতল এই পৃথিবী প্রেত-শিলা হয় যাদের উপদ্রবে,
রুদ্র-রূপে তাদের কর নত;
দম্ভাসুরের দম্ভ কাড়ো, মুখে-মধু কৈতবে—কৈটভে—
মাটির তলে পাঠাও কীটেব মত।

রাজ-বিভূতি তোমার শুধু, বিশ্বধাতা! তিন ভুবনের রাজা!
ইঙ্গিতে যার জগৎ মরে বাঁচে,
মৃত্যু যাদের কর্বে ধূলো, বিড়ম্বনা তাদের রাজা সাজা,
পোকার-খোরাক তোমার আসন যাচে!
মানুষ সাজে বজ্রধারী, তোমার বজ্রদণ্ড নকল ক'রে,
স্পর্দ্ধাভরে পূজার করে দাবী;
জীয়ন্-কাঠির খোঁজ রাখে না, হয় ভগবান্ মরণ-কাঠি ধ'রে,
দেবের ভোজ্যে মুখ দিয়ে খায খাবি।

যায় ভুলে সাম্রাজ্য-মাতাল কোথায় মিশর, কোথায় আসুরিয়া,
খাল্‌দি, তাতার, রোম সে কোথায় আজ,
কই বাবিলন, আরব, ইরাণ? কই মাসিডন, রয় কি না রয় জীয়া
বখ-পাখীদের জবদ্‌গবের সাজ!
কই ভারতের বরুণ-ছত্র—দিগ্বিজয়ীর সাগর-জয়ের স্মৃতি?
মহাসোনা সুখত্রা আজ কার?
যব, শ্রীবিজয়, সমুদ্রিকা, বরুণিকা কাদের বাড়ায় প্রীতি?
সিংহলে কার জয়ের অহঙ্কার?
প'ড়ে আছে অচিন্ দ্বীপে হিস্পানীয়ার দর্প-দেহের খোলা—
ঝাঁজ্‌রা জাহাজ তিমির পাঁজর হেন,
পর্ত্তুগীজের সমান ভাগে গোল পৃথিবীর নিলে যে আধ-গোলা
ফিলিপিনায় পিন্ পু'তে ঠিক যেন।
কোথায় মায়া-রাষ্ট্র বিপুল মাওরি-পেরু-লঙ্কা-মিশর-জোড়া?
ছায়ার দেশে বুঝি স্বপন-রূপে?
হারিয়ে গতি ধাবন্-ব্রতী ময়দানবের সিন্ধুচারী ঘোড়া
বাড়ব-শিখায় নিশ্বাস ফেলে চুপে।

আজ বরষের নূতন প্রাতে আলোক-পাতে প্রাণ করে প্রার্থনা—
ওগো প্রভু! ওগো জগৎ-স্বামী!—
প্রণব-গানে নিখিল প্রাণে নবীন যুগের কর প্রবর্ত্তনা,
জ্যোতির রূপে চিত্তে এস নামি'।
সকল প্রাণে জাগুক্ রাজা, যাক্ রাজাদের রাজাগিরির নেশা;
জগৎ জয়ের যাক্ থেমে তাণ্ডব,
ঘুচাও হে দেব! নিঃশেষে এই মানুষ জাতির মানুষ-পেষণ পেশা,
চিরতরে হোক্ সে অসম্ভব।
দেশ-বিদেশে শুন্‌ছি কেবল রোজ রাজাসন পড়্‌ছে খালি হ'য়ে,
সে-সব আসন দখল কর তুমি,
মালিক! তোমার রাজধানী হোক সকল মুলুক এ বিশ্বনিলয়ে,
সত্যি সনাথ হোক এ মর্ত্ত্যভূমি।
তোমার নামে নুইয়ে মাথা, অভয়-দাতা! দাঁড়াক জগৎ-প্রজা
ঋজু হ'য়ে তোমার আশীর্ব্বাদে,
তোমার যারা নকল, রাজা! তাদের সাজা আস্‌ছে নেমে সোজা,
যুগান্তের ভীষণ বজ্রনাদে।
অমঙ্গলের ভুজগ-ফণায় মঙ্গলেরি জ্বল্‌ছে মহামণি
কয় মোরে এই বিভাত-বেলার বিভা;
বিভাবরীর নাই আয়ু আর, বিমল বায়ু বল্‌ছে মুকুল গণি'—
কমল-বনে আস্‌ছে নবীন দিবা!

সর্ব্বদমন

আদি-সম্রাট সর্ব্বদমন—
পুরাণেতে যাঁরে ভরত বলে,
যাঁর নামে সারা ভারতবর্ষ
আজো পরিচিত ভূমণ্ডলে।
শৈশবকালে খেলা ছিল যাঁর
সিংহের দাঁত গণিয়া দ্যাখা,
প্রতিভার বলে আর্য্য-দ্রাবিড়
নিবিড় ক'রে যে বাঁধিল একা,
গঙ্গা-যমুনা-সিন্ধু-কাবেরী
অভিষেক-বারি দিল যে ভূপে,
হিমালয় হ'তে মলয়-নিলয়
অঙ্কিত যাঁর যজ্ঞ-যূপে,
দীর্ঘতমার প্রাণের স্বপন
সত্য করিল যে মহামনা,
তাঁর ছেলে হ'ল কুল-কজ্জল!
হায়! বিধাতার বিড়ম্বনা!
আর্য্য শবর সবার ভবনে
লভিলেন যিনি ভরত নাম,
তাঁর ছেলে হ'ল প্রকৃতি-রুক্ষ,
পীড়নে দক্ষ, পালনে বাম!
সসাগরা নব-খণ্ড মেদিনী
পদতলে, তবু রাজা ও রাণী
অসুখে কাটান দিবস যামিনী
রাজ্য কীর্ত্তি বিফল মানি'।
স্তিমিত প্রদীপে তৈল টোপায়
মণি-ময়ূরের চঞ্চু দিয়া,
স্খলিত-বচন সর্ব্বদমন
মহিষীরে কন ক্ষুব্ধ-হিয়া—
"বড় সাধ ক'রে পুত্রের, রাণী!
নাম রেখেছিলে ভুবনমণি,
নিখিল প্রজার মন্যু কুড়ায়ে
আজ সে ভুবন-মন্যু গণি।
অন্ধ-আতুরে কশাঘাত করে
শৈশব হতে এমনি রীতি,
দৃঢ়তার চেয়ে রূঢ়তা প্রবল,
যুবরাজ হয়ে পীড়িছে ক্ষিতি।

কোথা হ'তে ক্রূর এল এ অসুর
তোমার গর্ভে, হায়, মহিষী,
চণ্ডাল-পনা সব কাজে ওর,
আসে অভিযোগ দিবস-নিশি।
নিখিল প্রজার ওঠে হাহাকার—
কত আর শুনি, কত বা হেরি,
শুধু কলঙ্ক—কেবল পঙ্ক
ওরে ঘিরে যেন হয়েছে ঢেরি।
বেতালের মতো চিত্ত উহার
নিষ্ঠুরতায় নৃত্য করে,
ক্ষত্রিয় হ'য়ে খড়্গ হানে ও
ক্ষমা-ভিখারীর কণ্ঠ 'পরে।
বিধাতার ও যে করে অপমান,
রাজার বাড়ায় পাপের বোঝা,
শত্রুপুরীর কূপে বিষ দিয়ে
জয়ের রাস্তা করে ও সোজা!
তলোয়ার চেয়ে খুনীর ছোরায়
আস্থা উহার দেখি জেয়াদা,
এ যে অকার্য্য, এ যে অনার্য্য,
এ যে ধর্ম্মের অমর্য্যাদা।
নাম নিতে চায় অতি সস্তায়
যুদ্ধ না ক'রে হত্যা ক'রে,
পিতা আমি ক্ষমা অনেক করেছি,
রাজা আমি দিব শাস্তি ওরে।
রক্ষা-বেতন করিয়া গ্রহণ
সাজা দিতে কত করিব দেরী?—
দেশের ইচ্ছা—দশের ইচ্ছা—
ইচ্ছা সে জগদীশ্বরেরি।
মহিষী! সে মূঢ়ে এনেছি প্রাসাদে—
নিকটে নজর-বন্দী আছে,
পীযূষ পিয়েছে যার কাছে, আজ
বিষ পিবে সেই তাহারি কাছে।
স্থির হও, ওকি! দৃঢ় কর মন
ছেলে সে আমারো, দ্যাখো আমারে,..
গুপ্ত হত্যা করিতে না কহি,
বিষ ব'লে বিষ পিয়াবে তারে।
কুৎসিত এই অঙ্গের ব্রণ—
মমতা কোরো না অস্ত্রাঘাতে;
কুশ্রী করেছে সুনাম মোদের,
কুশ্রী করেছে মানুষ-জাতে।

সেই সন্তান—শত্রুদিকে যেই
ত্রি-কুলের খ্যাতি বাড়ায়ে তোলে,
নিন্দা-পঙ্কে ডোবায় যে নাম
তারে মানিবে কে পুত্র ব'লে?
দ্বিজাতি ক্ষত্র ; দ্বিতীয় জন্ম
লভে সে ধর্ম্ম-যুদ্ধ ক'রে ;
বীরে ও খুনীতে ভেদ যে মানে না
ঠাঁই নাই তার দুনিয়া-ভোরে।
ঘৃণ্য সেজন কর্কশা-মন
কৃপায় কৃপণ কৃপাণ-পাণি,
কৃপা ক'রে তার দণ্ডের ভার
তোমার হস্তে দিতেছি রাণী!
দয়া করিয়াছি তোমার পুত্রে—
বধ্য-মঞ্চে যাব না নিয়ে,
যে হাতে খেয়েছে প্রথম অন্ন
শেষ খাওয়া খাবে তাতেই, প্রিয়ে!
ক্ষমা করিব না—মিনতি কোরো না—
ক্ষমার সীমার গেছে বাহিরে,
ক্ষমা যদি করি, সকল পুণ্য
এ বাহু করিবে গ্রাস অচিরে।
জীবনের ধারা ম্লান করে যারা
তাদেরি লাগিয়া দণ্ড ধরি,
ভয় করি মনুষ্যত্ব-লোপের,
বংশ-লোপের ভয় না করি।
ন্যায়-মর্য্যাদা রাখিব অটুট,
বিচার করিব সুদৃঢ় মনে,
রাজ্য দূষিত হইতে না দিব
রাজার দেহের দুষ্ট ব্রণে।
প্রাণের উৎসে দিয়ে যে গরল
অনেক প্রাণের করিল হানি,
ভুল ক'রে তারে দিয়েছ পীযূষ,
সে ভুল ঘুচাও গরল দানি'।"
সহসা উঠিয়া সর্ব্বদমন,
ধরলিম রুদ্রাক্ষ হেন—
শঙ্খে তুলিল সঙ্কেত-সুর ;
রাণী নির্ব্বাক্, প্রতিমা যেন।
ইঙ্গিতে এল অভাগা পুত্র
ভুবন-মনু্য, প্রহরী সাথে ;
ইঙ্গিতে এল বিষের পাত্র—
মা দিবে যে বিষ ছেলের হাতে।

বিষের পাত্র হাতে নিযে রাণী
বারেক চাহিল স্বামীর পানে ;
নিশ্চল রাজা নিয়তির মত—
অমোঘ নিদেশ নীরবে দানে!
"পান কর, বাছা, কর্ম্মের ফল"
বিকৃত কণ্ঠে কহিল রাণী,
জননীর দান নিল যুববাজ
অবিকৃত মুখে যুক্ত-পাণি।
বারেক হানিল বজ্র-চাহনি,
বারেক বাঁকিল অধর ভুরু,
তাব পব মুখ মৃত্যু-পাংশু—
মবণের আগে মবণ সুরু ;
অধরেব পুটে নিল কালকূট,
রাণী দেখে সব ধোঁযায মেশে—
বিদ্যুৎ-ছুবি চেতনাব ডুবি
কাটিল সহসা বজ্র হেসে।
গবলের কাজ কবিল গবল,
বিচারক পিতা দেখিল চোখে,
মহিষীব আব সংজ্ঞা হ'ল না
টুটেছে জীবন চণ্ড শোকে।
সেদিন হইতে কেহ কোনোদিন
হাসি দেখে নাই রাজাব মুখে ;
সংসার-সাধ হ'যে গেল বাদ,
আত্ম-প্রসাদ রহিল বুকে।

গেছে কত যুগ, কত দুখ সুখ,
নাই সে সর্ব্বদমন বাজা,
লুপ্ত বংশ, নাম আছে তবু
ন্যায-ধরমের স্বর্গে তাজা।

ভোম্‌রার গান

কে আসে গুন্‌গুনিয়ে, চেনে তায কমল চেনে।
অরসিক হুল্‌ চেনে তার, রসিক চেনে রস-ভিয়েনে।
কালো তার অঙ্গেরি রঙ্‌,
মাখা তায পরাগ হিরণ,
চ'লে যায় বাজে সারং—হিয়ার সোহাগ হাওয়ায় টেনে।

আসে যায় আনমনে ও দুলিয়ে কলি,
চেনে ও ফুল-মুলুকের অলি-গলি।
ওরি মন্তরে কমল
মেলে তার দ্যায় শত দল,
হৃদয়ের সাত-মহলা খুলে দ্যায় বন্ধু মেনে।

তুলে ঢেউ গুঞ্জ-গাথার কুঞ্জে ঘোরে,
মধু-বিষ মিশিয়ে বিধি গড়লে ওরে,
জানে ও হুল ফোটাতে,
জানে ও ভুল ছোটাতে,
পাবে ও ফুল ফোটাতে প্রাণের তারে গমক হেনে।

কোনো নেতার প্রতি

দশে যা' বর্জ্জন করে, লোকে বলে, সেই আবর্জ্জনা ;
তাই শিরোধার্য্য হ'ল? তাই হ'ল তব উপার্জ্জন?
বিদেশীর দরজায় পেয়ে উঞ্ছ উচ্ছিষ্টের কণা
থেমে গেল অকস্মাৎ তুণ্ড-পুটে সিংহের গর্জ্জন!

স্বদেশ একদা যারে দিয়েছিল ফুলের মুকুট,
একি হায় সেই তুমি? মর্য্যাদায় রাজার অধিক—
ছিল যেই? এ কি ভিক্ষাবৃত্তি আজ? একি ঝুটমুট—
ঝুটা সম্মানের লাগি' সম্মানীর লাঞ্ছনা, হা ধিক্!

জীয়ন্তে জালিয়াঁ-বাগে পুঁতে ফেলে ভারত-মাতায়,
শ্রাদ্ধে দেবে স্বর্ণ-ধেনু ; অগ্রাহ্য সে অমানুষ দান ;
ভাটেরা আসুক ছুটে, দলে দলে, ক্ষতি নাই তায়,
তুমি যে ভিড়েছ সঙ্গে, এই দাগা, এই অপমান।

না লুকাতে রক্তচিহ্ন, না শুকাতে নয়নের পানি,
প্রবীণ স্বদেশ-ভক্ত! যেচে গিয়ে হ'লে অগ্রদানী!

তিলক

অটল যে-জন দাঁড়িয়ে ছিল অনেক নির্য্যাতনে
মর্য্যাদারি মৌন ধ্বজা তুলে,
প্রতিষ্ঠা যার লক্ষ লোকের নিষ্ঠাপূত মনে,
চিতায় শুয়ে আজ সে সিন্ধুকূলে!

মারাঠা যার চরণ-পীড়ি,—কীর্ত্তি দিগ্বিদিকে,
দৃষ্টিতে যার উঠ্‌ত কমল ফুটে,
বাংলা-মুলুক সত্যি ভালোবাস্‌ত যে বগীকে,
নেই রে সে আর হৃদয় নিতে লুটে!

তীর্থ হ'ল কয়েদখানা যাহার ইন্দ্রজালে,
নির্ব্বাসনে কাঁপ্‌ত না যার হিয়া,
দিল যে-জন দীপ্তি-তিলক দৃপ্ত দেশের ভালে
বজ্র-মেঘের বিদ্যুতে নিছিয়া,—

'কেশরী' যার বাহন ছিল—দোসর দেশের শুভ,
স্বাতন্ত্র্যে যে ছিল রাজার মত,
'স্বরাজ' ছিল স্বপ্ন যাহার, স্বদেশ-প্রীতি ধ্রুব,
সেই মহাপ্রাণ আজ্‌কে মরণ-হত!

সাঁচ্চা পুরুষ-বাচ্চা সে যে মর্দ্দ তেজের ছবি—
নয় কোনোদিন ত্রস্ত জুজুর ভয়ে,
ভিক্ষা-পন্থী নয় ভিখারী, নয় সে প্রসাদ-লোভী,
স্পষ্ট কথা বল্‌ত ঋজু হ'য়ে।

খোসামোদের তোষাখানায় ছিল না তার ঠাঁই,
আড়াই-কড়ার অনারেবল্‌ নয়,
সে ছিল লোক-মান্য তিলক, তুলনা তার নাই,
জাতীয়তার তিলক সে অক্ষয়!

হৃদয়ে তার নিত্য-উদয় শক্তিরূপা মাতা,
ললাটে তার বেদের সরস্বতী;
ভারত-রথের রথী ক'রে গড়েছিলেন ধাতা—
ছত্র-চামর-বিহীন ছত্রপতি!

ভুল-সময়ে এসেছিল হঠাৎ কেমন ক'রে,
বিদায় নিল তেম্‌নি আচম্বিতে,—
খুঁজ্‌ছে যখন দেশের হৃদয় খুঁজ্‌ছে সকাতরে
যুগের যজ্ঞে পৌরোহিত্য নিতে।

কারার শেষে ঘুরে এসে পায়নি সে যার দ্যাখা,
সেই সতী আজ ডাক দিয়েছে বুঝি,
বৈতরণীর তরণীতে তাই পাড়ি দ্যায় একা
তারার আলোয় পায়ের অঙ্ক খুঁজি'।

চ'লে গেল ডুবিয়ে মশাল ভরা ঘিয়ের ঘটে
স্বদেশ-প্রেমের সজীব মন্ত্র দিয়ে।
চলে গেল কর্ম্মী ত্যাগী, অস্ত-সাগর-তটে
শরীর রেখে হঠাৎ ছুটি নিয়ে।

এইদিকে আয়!...ওই দ্যাখা যায়! আহা চমৎকার!
চোখের পলক কেড়ে-নেওয়া মুখ দ্যাখো বাছার!
সাগর-সেঁচা মাণিক এ যে সাতটি রাজার ধন,
দৈব-বাণী ভুল বলে নি, ভুল বলে নি, বোন্!
এ যেন রে নিখিল নারীর মাতৃ-হিয়ার সাধ,
স্বপ্নে-গড়া মূর্ত্তিমন্ত জীবন্ত আহ্লাদ!
এ যেন রে দিব্যছটা মৃত্তিকা 'পরে
ভানুর ভ্রূণ ভোরাই মেঘের সূতিকা-ঘরে!
জন্মেছে এই ফুল্‌কিটুকুন্ নেহাৎ অসহায়,
দৃষ্টিবিষা বিষধরে ঘেরা বনের ছায়।
নাইক গেহ মায়ের স্নেহ, নাইক বাছার নীড়,
খাগ্‌ড়া-শরের থাঁড়ার মতন পাতার খালি ভিড়।
ভিড় ক'রে কি করিস্ তোরা? সর্ তো দেখি, দে,
দেখিস্ নে কি দুধের বাছার পেয়েছে ক্ষিদে?

*　　　*　　　*

ছয় মা দেবে পীযূষ, ছেলেব একটি সবে মুখ;
কোন্ মাকে দুখ্ দিবি, ছেলে? কার ভরাবি বুক?
ছয় মায়েরি পীযূষ-ব্যথা, সোয়াস্তি নেই আব!
হঠাৎ একি! দ্যাখ্ দিদি দ্যাখ্! এ কি চমৎকার!
সত্যি এ কি? স্বপন দেখি? একি রে বিস্ময়!
দেখ্‌তে-দেখ্‌তে নতুন মুখ আর নতুন অধর হয!
এক আকাশে উদয় যেন হ'ল রে ছয় চাঁদ,
এক লহমায় মিটিযে দিতে ছয় জননীর সাধ!
আর কেন বোন্ বর্ষযন্তী আর কেন বিমন?
ছয় মায়েরি ক্ষোভ মিটাতে কুমার ষড়ানন!

*　　　*　　　*

ছয় জননী স্তন্য পিযাই চাঁদ-ঝোলানো দোলাতে,
ছয় বোনে হিম্‌শিম্ খেয়ে যাই একটি ছেলে ভোলাতে।
কচি-কচি ঠোঁট রয়েছে হৃদয়-সুধার সন্ধানে,
চোখ দেখে ওর হয গো মনে ও আমাদের মন জানে!
সবাব কাছেই নিচ্ছে ও যে নিচ্ছে পরম আগ্রহে,
জীবন্ত মৌচাক ও যেন চিত্ত-মধুর সংগ্রহে!
উঠ্‌ছে বেড়ে পীযূষ কেড়ে মধুর ভারে টুপ্‌টুপে,
খুসীতে মন তুষ্ট ক'রে নেবার যা সব ন্যায় চুপে।
পিয়াই ওরে আট-পহরে আনন্দেরি ছন্দ গান;
ওর দে'-আলার দীপ্ত আলোয় চন্দ্রতপন স্পন্দমান!
পিয়াই স্মৃতি, পিযাই আশা, স্বপ্ন পিয়াই স্তন্য সাধ,
তরুণ আঁখির তারায় হেরি অরুণ-আলোর সুপ্রভাত।
সেরা-সেরা তারায় ঘেরা হিন্দোলা ওর প্রশস্ত,
সোনার কাঠি ছোঁয়ায় ধ্রুব, রুপার কাঠি অগস্ত্য!

নিদ্-মহলে সিঁদ কাটে ও, স্বপ্নে চীয়ায় সপ্তকে!
পরম লোভী হাত বাড়িয়ে ধরতে ও চায় 'লুব্ধকে'!
ত্রিপুর-বধের বিপুল ধনু হয়েছে ওর খেলনা সে,
কৃপাণ-পাণি কাল-পুরুষের খড়্গ দেখে খুব হাসে।
হাস কুমার! খেল কুমার! অপ্রসূতির আঁতুড়-ঘরে,
দুর্ভাগাদের আঁচল-আড়ে, বঞ্চিতাদের ধন্য ক'রে।
ছয়-ধারাতে স্তন্য পিযাই, শক্তি চীযাই ছয ধারাতে,—
—বক্ত হিয়ার ক্ষীব মমতায—সঞ্চারি বল স্তন্য সাথে,—
শক্তি যাতে রয নিহিত—সেই শুভ—সেই স্বতঃস্ফূর্ত্তি—
আত্মহীনে আত্মা যে দ্যায—পুণ্যেরি যে ভিন্নমূর্ত্তি।
মূর্ত্তিমন্ত সান্ত্বনা মোর শক্তিতে হও ওতঃপ্রোত ,
স্তন্য পিয়াই আত্মপ্রদ, পীযূষ পিযাই বলপ্রদ।

পীযূষ সনে কে পিযালি প্রাণেব জ্বালা রে,
ছয বোনেরি গলায় মোদের জ্বালাব মালা বে!
অকারণে নির্ব্বাসিত স্বামীব সন্দেহে ;
অন্যায়েরি দহন দহে মোদের মন দেহে।
স্পষ্ট ক'রে ভাবতে না চাই, ভাবলে হারাই জ্ঞান,
অভিশাপের তাপে পাছে হয রে অকল্যাণ!
অগ্নিকে হায তুষলে স্বাহা মোদের রূপ ধ'রে,
ঋষির মনে লাগল ধোঁকা, দিলেন দূর ক'বে,
সন্দেহে মন বিষিযে গেল স্বামী হলেন পর,
ঋষি স্বামীর পুরুষ-বিষে বিষম আথান্তব।
ঘর হারালাম বর হারালাম আমবা ছ'জনা,
পণ্ড হ'ল নাবী-হিযাব শিশুর কামনা!
প্রাণেব যে সাধ,—আচম্বিতে পঙ্গু নেহাবি,
আকাশে নিশ্বাসেব জ্বালা বিফল বিথাবি।
ক্ষুব্ধ শরীর ক্ষুব্ধ শোণিত ক্ষোভের পীযূষ পান
করছে কুমার, অন্যায়ে সে কববে অবসান।
বাছা ওবে কার্ত্তিকেয! দুলাল কৃত্তিকার,
সুরাসুরের করবে তুমি অন্যাযে সংহাব।

রুদ্র-তেজে জন্মেছে যে আভ্যুদযিক তার,
সময় ব'য়ে যায যে, দ্যাখা নাইক পুরোধাব ;
কই পুরোহিত? কই পুরোহিত? অন্বেষি মহী,
ঐ যে ঋষি বিশ্বামিত্র বিশ্ববিদ্রোহী!
উনিই হবেন যাজক মোদের সকল ক্রিযাতে ;
পারেন উনি আপন গুণে শক্তি চীয়াতে ;

দৈব-জয়ী ঐ যে মুনি, ঐ যে তপোধন,—
ছয় বোনে চল্ প্রণাম করি, জানাই নিবেদন।

*　　　*　　　*

আভ্যুদয়িক না হ'তে শেষ কাণ্ড একি, হায়,
দিগ্‌গজেদের পাক্‌ড়াতে শুঁড় দামাল ছেলে ধায়!
পাঁচোট পুজোর দিন বাছনি আছ্‌ড়ালে হাতী,
আচোট আকাশ উঠ্‌ল কেঁপে চাঁদ-তারার পাঁতি!
কাঁপ্‌ল সাগর আর ধরাধর বাসুকী চঞ্চল,
স্বস্তি না পায় অস্থিরতায় ত্রস্ত অসুরদল।
রুদ্র-শিশুর শক্তি-দাপে কাঁপে অসুর-রাজ ;
তারক হেরে মারক-গ্রহ শিশুর দেহে আজ।
বালক-বীবেব অলীক ভযে ইন্দ্র ব্যাকুল-মন,
হাজার আঁখি মেলে কেবল দ্যাখে অলক্ষণ!
তারক-নিপাত বইল মাথায, বক্ত-নযনে—
বজ্র নিযে ইন্দ্র এলেন শিশুব দমনে!
অসুবে যে রাজ্য নেছে, নাই সে খেযাল হায় ;
রোষের ভরে শিশুর 'পরে বজ্র নিযে ধায়।
বাছাব গাযে বাজ হানে রে! বুজ্‌তে গেলাম চোখ,
মুদ্‌ল না নক্ষত্র-নয়ন—পড়্‌ল না পলক!
দেখ্‌তে হ'ল বাধ্য হ'যে কিন্তু কী দেখি! .
বিস্মযে বাক্‌বুদ্ধ,—অবাক্—কুমার করে কী।
বজ্র লুফে ধর্‌ল হাতে—আঙুল চিরে তাব
পড়্‌ল যত বিন্দু তত রুদ্র-অবতার।
হুঙ্কারে দিক্ কাঁপিয়ে দাঁড়ায কুমারকে ঘিরে
রুষ্ট চোখে ওষ্ঠ চেপে উদ্ধত শিবে
স্কন্দে বলে "ইন্দ্র হ'যে ত্রিলোক তুমিই নাও,
ঈশ্বরতার ঈর্ষাজরা ইন্দ্রকে তাড়াও।"
রুদ্র-সেনায ইন্দ্র-সেনায যুদ্ধ আসন্ন,
এমন সময কে আসে ওই মরাল-নিষণ্ণ।
মাঝে এসে বলেন তিনি, "সম্বরো দেবরাজ,
কী বিপরীত বুদ্ধি, মরি, দেখি তোমার আজ।
শত্রু তোমার মারবে যে হায় শত্রু ভেবে তায়
যুদ্ধ কর? বজ্র হানো রুদ্র-শিশুর গায?
অসুর-কুলের অভিমানের অন্যাযে জর্জ্জর
অন্যাযে চাও জয়ী হ'তে অন্য জনের পর!
রুদ্র-রোষে স্বর্গ-মর্ত্ত্য হবে যে ছারখার,
অস্ত্র রাখো ; এই বালকে দিয়ে সেনার ভার
রথ ঘুরিয়ে এক্‌লা তুমি যাও ফিরে দুর্গে,
এই শিশু কাল বধ্‌বে জেনো তারক-অসুরকে।"

রুদ্র-সেনার জয়-রবে কে ফির্‌ল হরষে—
জন্ম যাহার রুদ্র-তেজে বহ্নি-উরসে!
ঘুমে আলা দুলাল আমার লড়াই খেলিয়ে,
ময়ূর জাগে তারায়-ঘেরা পেখম মেলিয়ে।
লক্ষ তারা শিশুর সমর দ্যাখার প্রত্যাশে
চোখ চেয়ে সব ঘুমিয়ে গেছে আকাশ-ফরাশে।
হিন্দোলাতে স্কন্দ ঘুমায়, চন্দ্র জেগে থাক্!
ব্রাহ্মী-নিশার প্রহর গণি' ছয় বোনে নির্ব্বাক্!
চতুর্ম্মুখের বাক্য স্মরি' আশার আশঙ্কায়
আন্দোলিত চিত্ত মুহু, মন কত কি গায়।
ব্রহ্মবাণী মিথ্যা হবার নয়কো, তবে কি—
অত্যাচারের অন্তকারী বালক হবে কি?—
বজ্রকাটা আঙুলে যার জ্যোৎস্না জড়িয়ে
পাড়িয়েছি ঘুম ঘুম-পাড়ানি মন্ত্র পড়িয়ে,
সে মোর হবে দৈত্যজয়ী? প'র্‌বে মনের সাধ?
অন্যায়েরি বন্যাজলে পার্‌বে দিতে বাঁধ?
অন্যায়ে কেউ বালক-বধের ফন্দী আঁটে, হায়,
শিশুর দেহেও শত্রু দেখে খামোকা চম্‌কায়!
অন্যায়ে কেউ হত্যা করে না'রীর নারীত্ব,
পুরুষ-বিষের বিষে-জরা জীবন ও চিত্ত।
অন্যায়ে কেউ ইন্দ্রলোকের কর্ত্তা হ'তে চায়,
অন্যায়েরি বন্যাধারায় জগৎ ভেসে যায়।
অন্যায়েরি অভিযানে স্বর্গ সে ত্রস্ত,—
অন্যায়ে হায় অস্তপ্রায় আজ পুণ্য সমস্ত!
অন্যায়ের এই সৈন্য-ঘটায় এক্‌লা এ বালক—
করবে ছিন্ন? তিন-লোকে ফের জ্বাল্‌বে সত্যালোক?
আন্‌বে শ্রেয় কার্ত্তিকেয়? কখন্ হবে ভোর?
পথ চেয়ে রই সূর্য্য-রথের, ভাবনাতে বিভোর।
কোন্ হোরা ওই ঘুম-চোখে যায়? সুধাই আয়, সখী!
অন্ধকারের আঁচল ভিজে উঠল আলোয় কি?

আকাশ ফি'কে হ'তে হ'তেই আঁধার! একি হায়!
ঘুরিয়ে ঘোড়া উল্টো দিকে অরুণ ফিরে যায়!
সূর্য্যে প্রবেশ কর্‌লে শশী! সকল আলো লোপ!
অকাল-রাহু-অসুর আসে মূর্ত্তিমন্ত কোপ!
আঁধার নভ পাপের ভিড়ে, বিশ্বে জাগে ত্রাস,
বাঘের রথে গ্রসন্ আসে কর্‌তে জগৎ গ্রাস!
ত্রসন্ আসে পিশাচ-রথে, জম্ভ-কুজম্ভ,
নিশানে কাক কালনেমি সে জীবন্ত দম্ভ!

ভ্রূকুটিতে ভুবন ভ'রে তারক সে দুর্ম্মদ
যোজনজোড়া হাজার ঘোড়ার ছোটায় বিপুল রথ!
অমার্তিথির অতিথি ওই প্রচণ্ড ধূর্ত্ত
রোদনে দিক্ ভরিয়ে চলে রৌদ্র মুহূর্ত্ত!
রথের ধূলায় ছায় নভতল, রাত্রি অকালে,
উর্দ্ধ্বে ধ্রুব নিম্নে তপন সবায ঠকালে।
ছুঁচ গলে না এম্নি জমাট ভরাট অন্ধকার,
গ্রাসের গ্রাসের আসন্নতায় বিশ্বে হাহাকার!
পলক-ভোলা তারার আঁখি তাও সে অন্ধপ্রায়,
কোলের মানুষ যায না দ্যাখা, এম্নি আঁধার, হায়!
কোথায় গেলি অভ্রযন্তী! বাজ পড়ে মাথে
সাতটি দিনের বাছা মোদের নাই রে দোলাতে!
ঘুমন্তে কে কর্‌লে চুরি! ঘট্‌ল অনিষ্ট,...
হায লো মেঘয়ন্ত্রী! মোদের মেঘ্‌লা অদৃষ্ট!

* * *

অন্ধকারের বুক চিরে ও কাদেব সিংহনাদ?
ভয়ের আঁধার ছিন্ন-করা জাগ্‌ল কি!..আহ্লাদ!
বিদ্যুতেরি হাজার-নরী দুলিয়ে তমসায়
সংশয়েবি তমস্বিনীব কর্‌লে কে রে সায!
কে আসে নিঃশঙ্ক মনে ময়ূর-বাহনে
অসুর-ছাযা-পিণ্ডী-কৃত-তিমির-দহনে!
ইন্দ্রদেবেব মুকুট-বোঝা তারণ ক'রে যে
তারক নামে আপ্‌নাকে হায জাহির করেছে,
তাগ ক'রে তায় বাণ হানে কে শৌর্য্য-অবতার?
গ্রসন-গ্রসন-জম্ভ-মহিষ আরম্ভে চীৎকার!
ছয মায়েরি দুলাল ও যে বালক ষড়ানন!
অসুর সাথে শিশুর লড়াই! অপূর্ব্ব এই রণ!
পল্টনে কার হানে কুমার শক্তি শতঘ্নী—
লক্ষ নাগেব জিহ্বা যেন উগারে অগ্নি!
বধির ক'বে হাজার বজ্র গর্জ্জে যুগপৎ,.
টুট্‌ল বুঝি তিমির-কারা দৈত্য হ'ল বধ!..
কুড়িয়ে-পাওযা কুমার মোদের অসুরজয়ী, ভাই,
জযধ্বনি কর্‌তে তোরা কাঁদিস্ কেন, ছাই!
ছোঁয়াচে এই সুখের কান্না .কাঁদ্‌তে. .জেনেছি .
অম্বা! দুলা! নিতত্নী! বোন্ স্বপ্ন দেখেছি।
তোলাপাড়া কর্‌তে মনে পদ্মযোনির বাণী
কখন যে হায ঘুমিয়ে গেছি কিছুই নাহি জানি।
ভোরের আলো, দ্যাখ্ সুমেরুর গায় কি লেগেছে?
ছয জননীর স্নেহের নীড়ে কুমার জেগেছে?

উষার হাসি মলিন!...মেঘে সূর্য্য ডুবে যায়—
এ যে আমার স্বপ্নে দ্যাখা, স্বপ্নে দ্যাখা হায়!
স্বপন আমার ফল্‌তে সুরু হয়েছে মন কয়,
ভোরের স্বপন সফল হবে হবে রে নিশ্চয়।
ক্লেশের এবার শেষ হবে রে শঙ্কা ফুরাবে ;
ছয় জননীব ভাগের ছেলে ভাগ্য ফিরাবে।
অপরাজেয় রাজমহিমায় ছাই দেবে এ ঠিক—
আনন্দ ছয় কৃত্তিকার এই অনিন্দ্য কার্ত্তিক।

দাবীর চিঠি

বাজার উপব রাজা যিনি প্রণাম ক'রে তাঁর শ্রীপদে,—
দাবীর চিঠি পেশ কবি আজ বিশ্বজনের পঞ্চায়তে।
কাযদা-কানুন্‌ জানিনে ভাই, বল্‌ছি সবার করে ধ'রে,
ও বিদেশী! গোরাব জাতি! তোমরা শোনো বিশেষ ক'রে।
চক্রধরের চক্র যখন ঘুরছে বেগে মর্ত্ত্যলোকে,—
অধঃপাতের তলার মানুষ উঠ্‌ছে উৰ্দ্ধে সূর্য্যালোকে,—
পোল্যান্ড্‌ হচ্চে স্বয়ম্প্রভু,—পাচ্চে ইবিন্‌ পাক্কা পাটা,
তখন যে হোম্‌রুল চেয়েছে খুব বেশী কি তার চাওযাটা?
রাজা সুখে বিরাজ করুন, আমরা তাঁরে মান্য করি,
কালা গোরা দুই প্রজা তাঁর দু'য়ে চালায় রাজ্যতরী ;
এক্‌লা গোরায সব করেছে যে কয সে কয় গল্প-কথা,
কালাব গোরার স্বেদ-শোণিতে সাম্রাজ্যেরি বনেদ পোঁতা ;
আমরা দিছি গাঁটের পয়সা, আমরা দিছি দেহের রক্ত,
কর্‌তে মোদের অভেদ রাজার সিংহাসনের ভিত্তি শক্ত ,
এম্পায়ারের চার-পায়া আজ চার মহাদেশ ব্যাপ্ত করে,
কালার গোবাব বল যুগপৎ যুক্ত আছে তার ভিতরে।
সাক্ষী ক্লাইভ-কালা-ফৌজ সাম্রাজ্যেরি পত্তনেতে,
প্রথম যে ইঁট বসিয়েছে তা নিজের বুকের পাঁজব পেতে ;
মিউটিনিতে আমরা ছিলাম তোমাদেরি পক্ষপাতী,
গোরাব হযে অনেক গোলা নিইছি মোরা বক্ষ পাতি' ;
অনেক যুদ্ধ জয করেছি চীন কাবুল ও আফ্রিকাতে,
ধুলায় সোনা ফলিযে দিছি সাগর-পারেব বেল্‌জিযমে,
চৌকী দিছি শাংহায়ে আর মগের দেশে দিইছি মাথা ;
তিব্বতেরও সন্ধি সুলুক্‌—যাক্‌ সে কথা তুল্‌ব না তা।
সে দিনেও যেই ডাক্‌ দিযেছ অম্‌নি গেছি বেল্‌জিযমে,
বোগ্দাদে দাদ তুল্‌তে তোমার ভয করিনি জ্যান্ত যমে,
ভয় করিনি উড়ো-জাহাজ জহর-ধোঁয়া হাউইট্‌জারে,
গোরার সঙ্গে গুর্খা ও শিখ জান দেছে হাজাব হাজারে।

যুদ্ধে যেমন দুঃসাহসী মন্ত্রণাতে তেম্নি সুধী,
শাসন-কাজে সমান পটু, কোন্ দরোজা রাখ্‌বে রুধি?
বাগ্মী মোরা শিল্পী মোরা, কার্য্যে মোরা বিশ্বজয়ী,
বিজ্ঞানেও নইক তুচ্ছ, কারো চেয়েই ক্ষুদ্র নহি!
রাজ্যতরীর দাঁড় টানি রোজ, তোমরা রোজই হালে থাক,
পশ্চিমে ঝড় উঠ্‌ছে, মাঝি আমাদেরও শিখিয়ে রাখ;
আমাদেরও দাও অধিকার, নাও তোমাদের সমান ক'রে,
সময়-মত লাগ্‌ব কাজে, শেখাও যদি হাতে ধ'রে!
অযোগ্য নই একেবারেই বল্‌ছি মোরা জোর গলাতে,
যদিও কালা-আদ্‌মী তবু—ইয়াদ বেখো দিনে রাতে—
মোদের ত্যাগে মোদের দানে পুষ্ট বিরাট্ রাষ্ট্র-হৃদি,
চার মহাদেশ চৌ-পাযা যার তোমার একার নয় সে নিধি।
ন্যাযেব দাঁড়িপাল্লা দিযে কর্‌লে ওজন দেখ্‌তে পাবে
আমরা নেহাৎ কম যাব না, যদিও আছি পরের তাঁবে?
কালার গোরার সমান দাবী—মহারাণীর ভাষায় কহি,
বাজার উক্তি উড়িযে দেবে?—তোমবা হবে রাজদ্রোহী!

যোগ্যতা নেই? দেখ চেযে মানব-ইতিবৃত্তময
কালার দানেব অঙ্কগুলি গোবাব চাইতে মলিন নয।
কালা দেছে বাল্মীকি ব্যাস, গোরা দেছে মিল্টনে!
কালা দেছে বুদ্ধ অশোক; গোবা দেছে? কিং জনে?
কালার—জনক যাজ্ঞবল্ক্য, গোবার?—আছেন মার্টিনো;
কালার—রঘু রাজেন্দ্র চোল, গোরার—ক্লাইভ মার্‌ল্‌ব্রো।
কালা দেছে আর্য্যভট্ট, গোরা দেছে নিউটনে,
কালা কৃতী জীবেব সেবায়, গোরা vivisectionএ।
কালার ছিল বৌদ্ধ মিশন, গোরার মিশন খৃষ্টীয়,
সবাই জানে কালাব দেখেই নকল ক'রে সৃষ্টি ও।
একদিকে ওই কণাদ কপিল, অন্য দিকে হিউম মিল্,
একদিকে অমৃতপ্রাশ, অন্য দিকে বীচাম্‌স্ পিল!
কালার ছিল চাণক্য; আব গোবার ছিল? ডিজ্‌রেলি;
তুলনা ছাই যাক চুলোতে মিছাই নামের ভিড় ঠেলি।
গোরার আছে ম্যাগ্‌না-কার্টা, কালাব না হয় নেইক তা,
Bill of Rights নয় কখনো নয় জীবনের শেষ কথা।
তা' বলে নয় তুচ্ছ কালা, তার পলিটিক্‌স্ নয় আঁধার,
গোবরা আছে পার্লামেন্ট্ আর কালার ছিল সন্তাগার।
কালার কীর্ত্তি মিশর-দ্রাবিড়-আরব-চীনের সভ্যতা,
গোরার কীর্ত্তি? ডাইনামাইট—সভ্য করার দ্রব্য তা!
গোরা যারে ভব্যতা কয তিন শো বছর বয়স তার,
কালার যা' গৌববেব জিনিস—তার অন্তত তিন হাজার।

ব্রিটন দেছে ক্রমোয়েল, আর ভারত জামদগ্ন্য-রাম,
কার্ত্তবীর্য্য—চার্লস্ ষ্টুয়ার্ট ;—কালায় গোরায় মিল তামাম।

* * *

জাতির পাঁতির কল্মী-দামে আজকে না হয় বন্ধ হাতী,
তাই ব'লে কি ডুব্‌তে দেবে তোমরা না সব সভ্য জাতি?
জ্ঞানের বাতি আফ্রিকাতে জ্বাল্‌ছ নাকি? শুন্‌তে পাই ;
মানুষ বিক্রী উঠিয়ে দেছ নিত্যি শোনাও এই কথাই।
তবে মোদেব সকল দাবী দাবিয়ে কেন রাখ্‌তে চাও?
দাবীব কথা পাড়্‌তে গেলেই কুঁচ্‌কে ভুরু দাব্‌ড়ি দাও?
মানুষ হতে দাও আমাদের, ঘুচাও মনের এ আফ্‌শোষ,
ঘব-শাসনেব দাও অধিকাব, হোম্‌রুলে কি এতই দোষ?
বোযাব পেলে, চোযাড় পেলে, পেলে তাদেব দোহাবগণ,
মোদেব ভাগ্যে খোঁযাড শুধু, বুঝ্‌তে নাবি এ কেমন।
নিজেব ঘবেব বন্দেজে আর নিজেব দেশেব খিদ্‌মতে
ফিলিপিনোব চাইতে অধম ভাব্‌ছ মোদেব কোন্ মতে?
প্রাপ্য যা তাই চাইছি মোরা—যেটুক মোদেব হক্ দাবী,
হাঙ্গামা এ নযকো মোটেই, বুষ্‌ছ মিছে ভুল ভাবি'।
সন্দেহে তো ঢেব খাটালে, এবার ছুটি দাও তারে,
সংশয়ে যে বিনাশ কবে সাম্রাজ্যেবও আত্মারে ,
বিশ্বাসেবে পবখ কবো, দ্যাখ নয বিশ্বাস ক'বে,
চিন্‌লে না লোক দেড়শো বছর একত্রে ভাই বাস করে?
বুঝ্‌তে নাবি খেল্‌তে ব'সে খেঁড়ির সঙ্গে আডাআড়ি,
শত্রুরই বুক বাড়্‌ছে এতে মিটিযে ফেল তাড়াতাডি ,
তোমাব হচ্চে ছক্কা পাঞ্জা, খেঁড়িব কিছুই হচ্চে নাকো
বল্লে তা' কেউ কলিকালে মান্‌বে এমন আশা বাখো?
দেড়শো বছব আমবা আছি পাশাপাশি বিশ্বকূলে,
গঙ্গা এবং যমুনা ধায সঙ্গমে তবঙ্গ তুলে,
কালাব গোবাব এম্পাযার এ, ঠেল্‌বে কাবে বাখ্‌বে বেছে,
কালার গোবার যুক্তবেণী হবিহরেব মূর্ত্তি এ যে!
জ্বল্‌ছে তেজে ন্যাযেব চক্ষু, ন্যাযেব কণ্ঠে হয ঘোষণা,—
আইন তোমাব কয হে'কে ওই—কেউ ছোটো না, কেউ ছোটো না
—বল্‌ছে সত্য, বল্‌ছে ধর্ম্ম, মনুষ্যত্ব বল্‌ছে শোনো,
বল্‌ছে তোমাব ঘবের লোকও, বল্‌ছে তোমার আপন জনও ;
ব্রিটানিয়াব বিবেক-বুদ্ধি প্রবুদ্ধ আজ বেস্যাণ্ট্ রূপে,
ধন্য হবে ব্রিটন,—যদি তাঁব বাণী আজ লয সে লুফে ;
শক্তি হবে সংহত, দুর্জ্জয হবে গো বিশ্বেবি মাঝ—
ত্রিরিশ কোটির হৃদয যদি লয জিনে হোম্‌রুল দিযে আজ ;
মানুষ মনুষ্যত্বে যদি মান্‌তে পাবে হৃদয খুলে
চল্‌বে তবে যুগে যুগে বাজিযে ভেরী নিশান তুলে ;
অমর হবে মর্ত্ত্যে, সদাই সাম্‌নে পাবে পুষ্পিত পথ,
গবীব দেশেব হক্ দাবীতে কান দিলে নাম গাইবে জগৎ।

নইলে পরে লাভের ঘরে অমর হ'য়ে অযশ রবে,
হক্ দাবী যার তার কি ক্ষতি? পাওনা আদায় হবেই হবে।
বিশ্ববিধান বিধির বিধান, ন্যায়ের নিধান নিত্যকালে—
হক দাবী যার বুক তাজা তার 'হার' লেখে না তার কপালে।

দোরোখা একাদশী

(শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অঙ্কিত চিত্র দেখিয়া)

উড়িয়ে লুচি আড়াই দিস্তে দেড় কুড়ি আম সহ
একাদশীর বিধান-দাতা করেন একাদশী,
মুখরোচক এ'র উপবাস,—দমেও ভারী,—অহো!—
পুণ্য ততই বাড়ে যতই এলান্ ভুঁড়ির কশি!
ওদিকে ওই ক্ষীণ মেয়েটি নিত্য একাহারী
একাদশীর বিধান পালন করছে প্রাণে ম'রে,
কণ্ঠাতে প্রাণ ধুঁকছে, চোখে সর্ষে-ফুলের সারি,
তৃষ্ণাতে জিভ্ অসাড়, মালা জপ্‌ছে ঠাকুর-ঘরে।
অবাক্ চোখে বিশ্ব দ্যাখে হায় গো বিশ্বনাথ,
দোরোখা এই বিধান 'পরে হয না বজ্রপাত?

*   *   *

নিষ্ঠাবানের সধবাও করেন একাদশী
পতির পাতে প্রচুর ভাবে 'আট্‌কে' বেঁধে রেখে,
আওটা-দুধে চুমুক লাগান্ পিছন ফিরে বসি'
পাঁতিদাতা পতি-গুরু পাছে ফেলেন দেখে।
বিড়াল চাটে দুধের বাটি বাড়িয়ে দিয়ে গলা,
পিঁপড়ে মাছি আমের খোলায় উল্লাসে ভিড় করে,
শাস্ত্র যাদের ভয় দেখিয়ে করিয়েছে নির্জ্জলা
তারাই শুধু হাতের চেটো মেল্‌ছে মেঝের পরে।
তৃষ্ণাতে জিভ্ টান্‌ছে পেটে, এম্‌নি রোদের তাত্,
খস্‌খসে দুই চোখের পাতা, হয় না অশ্রুপাত।

ফোঁটায় ফোঁটায় শিবের মাথায ঝারার যে জল ঝরে—
সতৃষ্ণ চোখ সারা বেলা দেখ্‌ছে শুধু তাই,
কাকটা কখন গুটি গুটি ঢুকে ঠাকুর-ঘরে
অর্ঘ্যপাত্রে মুখ দে' গেল,—একটুও হুঁশ নাই!
চক্ষু দিয়ে প্রাণ-পাখী হায় মেল্‌ছে বুঝি পাখা,
ভির্ম্মি গেছে—ভির্ম্মি গেছে—জল কে দেবে মুখে?

কারো সাড়া নেইকো কোথাও মিথ্যে হাঁকা ডাকা—
একাদশীর বিধান-দাতার গর্জ্জে নাসা সুখে।
অধোমুখে বিশ্ব দ্যাখে, হায় গো বিশ্বনাথ,
পাষাণ 'পরে অশ্রু ঝরে' পড়ে দিবসরাত।

জলচর-ক্লাবের জল্‌সা-রঙ্গ

(সুর—"ধনধান্যে-পুষ্পে ভরা")

রঙ্‌ বেরঙের সঙের বাসা
আমাদের এই শহর খাসা,
তাহার মাঝে আছে ক্লাব এক
সকল ক্লাবের সেরা,
পুকুর-জলে তৈরী সে যে
ঝাঁজির জালে ঘেরা!
এমন ক্লাবটি কোথাও খুঁজে
পাবে নাকো তুমি,
কাৎলা-চিতল কাঁকড়া-কাছিম
ব্যাঙের বিহার-ভূমি!!

কোথায় এমন দলে দলে
হামাগুড়ি দ্যায় রে জলে,
কোথায় মানুষ যায় ভিড়ে, ভাই,
জলচরের ঝাঁকে,
(তারা) ভুঁড়ির বয়ায় ভর দিয়ে সব
বেবাক ভেসে থাকে!
এমন ক্লাবটি কোথাও খুঁজে
পাবে নাকো তুমি,
শুশুক-জলহস্তী-হোয়েল্‌
হিপোর মল্লভূমি!!

কাদের জলঝম্প হেরে
মৎস্য ভাগে লম্ফ মেরে,
ব্যাঙের কড়র্‌ কড়র্‌ ধ্বনি
কণ্ঠেতে মুল্‌তুবি,
(যেন) মর্ত্ত্যে জগঝম্প বাজে
আকাশে দুন্দুভি!

এমন ক্লাবটি কোথাও খুঁজে
পাবে নাকো তুমি,
উল্লাসে প্রফুল্ল এ যে
হুল্লোড়েরি ভূমি !!

হাঁস-সাঁতাব আর নেটিভ ডাইভ
কোথায় এমন করে প্রাইভ,
সাঁতার-বাজের মডেল্ কোথায়
মাইল্-মারী ষ্টাইল,
(কোথা) সাবমেরিনের বহর দেখে
বোম্বেটে সব কাহিল।
এমন ক্লাবটি কোথাও খুঁজে
পাবে নাকো তুমি,
মাছরাঙা পান্‌কৌটি সারস
বকেব বিলাস-ভূমি !!

দুধে-দাঁত আর পক্ক-কেশী
কোথায় সবাই এক-বযেসী,
হে ক্লাব ! তোমাব তক্তা-ঘাটায
বাঁধা মোদের টিকি,
(আমরা) তোমাব সেবায তাই তো ঢালি
ডজন্ ডজন্ সিকি।
এমন ক্লাবটি কোথাও খুঁজে
পাবে নাকো তুমি,
গুগ্‌লি শামুক চিংড়ি এবং
মোদেব আবাম-ভূমি !!

নীরব নিবেদন

(বিশ্ববরেণ্য শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয় সমীপে)

আজ নীরবে যাব প্রণাম ক'রে
একটু শুধু নিযে পাযেব ধুলো,
সঁপে মোদের প্রাণেব অর্ঘ্য, কবি,
বল্‌ব নাকো বাক্য কতকগুলো।
বাক্য যে আজ শুধুই জ্বালার মালা,
হৃদয় সে যে রুদ্ধ ব্যথার ডালি ;
মৌন মুখে তাই তোমারে দেখি
তিরিশ কোটির নয়ন দিয়ে খালি।

শঙ্কামূঢ় স্বদেশবাসীর পাশে
দেখি তোমায় আত্ম-বোধের ঋষি!
অভিচারের মন্ত্রে যখন ঘোলা
আকাশ জুড়ে নামে অকাল নিশি ;—
জগৎ যখন নিচ্ছে বিভাগ ক'রে
মারণ এবং উচ্চাটনে মিলে,
সে সঙ্কটে সত্য-অনুরাগী
আত্ম-প্রদ মন্ত্র তুমি দিলে।
আত্মনিষ্ঠ মানুষ স্বয়ম্প্রভু,
মন ব'লে তার একটা মহাল আছে,—
ভয়ঙ্করের ভোজবাজীতে কভু
খাজ্‌না আদায় হয় না কো তার কাছে!
সেই মহালের খবর তুমি দিলে,
সূর্য্য জাগে তোমার তূর্য্যরবে ;
মানুষ ব'লেই প্রাপ্য যে মর্য্যাদা
সে মর্য্যাদা পেতে হবেই হবে।
গুমোট বাতে অসঙ্কোচের হাওয়া
জাগ্‌ল,—ঊষার নিশাসটুকুর মত,
নাগালে বৈকুণ্ঠ বুঝি এল—
তোমার পুণ্যে কুণ্ঠা হ'ল হত।
সত্য কথা সত্যযুগের কথা,
কলিযুগে চার্‌দিকে তার ঘাঁটি,
কলির মানুষ আমরা—ভাবি মনে
কামান যা' কয় সেই কথাটাই খাঁটি।
গোলন্দাজের গোলা যে বোল্‌ বলে
সেই বুলিটাই বুঝি চরম বলা,
আজ দিয়েছ তুমি সে ভুল ভেঙে
ত্রিবিশ কোটির ঘুচিয়ে মনের মলা।
অপ্রমত্ত তোমার সরস্বতী
ভূভারতে দান করে আজ ভাষা,
সঞ্চারে বল আত্মাতে আত্মাতে,
বাক্যে মনে সত্য হবার আশা।
সাঁচার আদর জাগ্‌ছে তোমায় হেরে
মিথ্যাচারের মহাজনীর হাটে,
কুণ্ঠিত দীন মনের উপর থেকে
ভ্রূকুটিময় মেঘ্‌লা বুঝি কাটে।
জীবন যাদের অসম্মানের বোঝা,
তলিয়ে যারা আছে অবজ্ঞাতে,
ইচ্ছা করার সহজ শক্তিটুকু
লুপ্ত যেন পঙ্গু পক্ষাঘাতে,

তাদের তুমি মুখ রেখেছ, কবি,
হাল্কা ক'রে দিয়েছ ঢের লাজে,
সবার দুখের ভাগ নিয়ে স্বেচ্ছাতে
তক্‌মা ছেড়ে এসে সবার মাঝে।
সারা ভারত ঋদ্ধ তোমার ত্যাগে,
ঘুচ্‌ল এবার টুট্‌ল মনের জরা,
তিরিশ কোটির প্রাণের স্পন্দ, কবি,
তোমার প্রাণের ছন্দে প'ল ধরা।

ঝর্ণার গান

চপল পায় কেবল ধাই,
কেবল গাই পরীর গান,
পুলক মোর সকল গায়,
বিভোল মোর সকল প্রাণ!

শিথিল সব শিলার পর
চরণ থুই দোদুল মন,
দুপুর-ভোর ঝিঁঝির ডাক,
ঝিমায় পথ, ঘুমায় বন!

বিজন দেশ, কূজন নাই,
নিজের পায় বাজাই তাল,
একলা গাই, একলা ধাই,
দিবস রাত, সাঁঝ সকাল।

ঝুঁকিয়ে ঘাড় ঝুম-পাহাড়
ভয় দ্যাখায়, চোখ পাকায ;
শঙ্কা নাই, সমান যাই,
টগর-ফুল-নূপুর পায়।

ঘাঘ্‌রা মোর শ্বেত চামর
জরির থান ওড়না গায়,
অলঙ্কার মাণিক-হার,
মুক্তকেশ,—মুক্তা তায়!

তুহিন-লীন কোন্ মুনির
ছিলাম কোন্ স্বপ্নেতে!
জন্ম মোর কোন্ চোখের—
কটাক্ষের সঙ্কেতে!

কোন্ গিরির হিম ললাট
ঘাম্‌ল মোর উদ্ভবে,
কোন্ পরীর টুট্‌ল হার
কোন্ নাচের উৎসবে!—

খেয়াল নাই—নাই রে ভাই
পাই নি তার সংবাদই,
ধাই লীলায়,—খিল্‌খিলাই-
বুল্‌বুলির বোল্ সাধি!

বন্-ঝাউয়ের ঝোপ্‌গুলায়
কাল্‌সারের দল চরে,
শিং শিলায—শিলার গায়,—
ডাল্‌চিনির রং ধরে!

ঝাঁপিয়ে যাই, লাফিয়ে ধাই,
দুলিয়ে যাই অচল-ঠাট,
নাড়িয়ে যাই, বাড়িয়ে যাই-
টিলার গায় ডালিম্-ফাট।

শালিক শুক বুলায় মুখ
থল্-ঝাঁঝির মখ্‌মলে,
জরির জাল আঙ্‌রাখায়
অঙ্গ মোর ঝল্‌মলে।

নিম্নে ধাই, শুন্‌তে পাই
'ফটিক জল।' হাঁক্‌ছে কে,
কণ্ঠাতেই তৃষ্ণা যার
নিক্ না সেই পাঁক ছেঁকে।

গবজ যার জল স্যাঁচার
পাৎকুয়ায় যাক্ না সেই,
সুন্দরের তৃষ্ণা যার
আমরা ধাই তার আশেই।

তার খোঁজেই বিরাম নেই
বিলাই তান—তরল শ্লোক,
চকোর চায় চন্দ্রমায়,
আমরা চাই মুগ্ধ চোখ!

চপল পায় কেবল ধাই
উপল-ঘায় দিই ঝিলিক্,
দুল্ দোলাই, মন ভোলাই,
ঝিল্‌মিলাই দিগ্বিদিক্!

বিকর্ণ কি ঘণ্টাকর্ণ

কে করেছে ঠাট্টা তোমায় দিয়ে কবির তক্ত ?
বিকর্ণ কি ঘণ্টাকর্ণ চেনা তোমায় শক্ত!
বাংলা ভাষার ওজন তুমি বোঝ তো ছাই ঘণ্টা,
মিথ্যে কেন মাথা বকাও গরম কর মনটা ?
রবি-রথের ঘোড়ার খুরেও জন্মে যে-সব ছন্দ
নাই ক্ষমতা বুঝ্‌তে তোমার, তাই করো গাল মন্দ।
ব্যাকরণের চচ্চড়িতে বুদ্ধি-জাতো পণ্ডা,
উদ্ভুটে শ্লোক বানাও নীরস সাত বুড়ি সাত গণ্ডা।
সংস্কৃতের গণ্ডোপরি বিরাজ কর বিস্ফোটক,
বাংলা ভাষার কেউ তুমি নও, হংস সাবস কিম্বা বক।
ভাব-সাধনার ধার ধারো না, ঠাট্টা জান বৃদ্ধ হে!
ধ্যান-রসিকের তপোবনে নাড়ছ গ্রীবা গৃধ্র হে!
শাস্ত্র পুঁথি ফুঁড়ে ফুঁড়ে কর্‌লে শুধু কীটপনা,
কথাব আঁচে টের পেযেছি পাওনি সুধা এক কণা।
একটা কথা এক্‌শো-বারি বুঝিযে কত বল্‌ব ?
অবোধ মোষের ঘাড় নোয়াতে কত বা ঘি ডল্‌ব ?
চতুর্মুখের মুখ ব্যথা হয ঢেঁকির সঙ্গে তর্কে,
এক মুখে কি বল্‌ব আমি বলদ ধুরন্ধরকে।
নিমেষে কেউ বোঝে, আবাব কেউ বা বছর চল্লিশে,
তাবও দ্বিগুণ কাট্‌ল বযেস, আর বোধোদয হয কিসে ?

বজ্র-বোধন

অযুত ঢেউয়ের তপ্ত নিশাস সুপ্তিহারা
ফির্‌তেছিল হাওয়ায় ছায়া-মূর্ত্তি-পারা ;
নিদাঘ-দিবস হান্‌তেছিল আগুন-চাবুক,
লুপ্ত সারা জগৎ হতে সোয়াস্তি সুখ।
শুক্‌নো পাতার সকল-এড়া শিথিল সুরে
তেপান্তরের তপ্ত তামার চাতাল ঘুরে
উঠ্‌তেছিল গুমোট ঠেলে মৌন মুখে
বিদ্যুতেরি বিত্ত নিয়ে গোপন বুকে—
সাগর-তড়াগ-হ্রদের নদের তৃপ্তিহারা
উষ্ণ নিশাস, নীরব ছায়া-মূর্ত্তি-পারা।

হঠাৎ কখন্ কোন্ গগনের পাণ্ডু হাওয়ার কোন্ ইসারায়
শরীর পেল এক নিমিষে ওই অতনু সে কোন্ তারায়?
লক্ষ ব্যথার তপ্ত নিশাস পড়্‌ল হঠাৎ ঐক্যে বাঁধা,
জীবন-মরণ-মন্ত্র যেন মন্দ্র-মধুর শব্দে গাঁথা!
আকাশ হ'ল ভাঙড় ভোলার নেশায় ঘোলা চোখের মত,
ঘোর গুমোটের গুম্-ঘরে আজ ঘুল্‌ঘুলি সে খুল্‌ল শত;
অস্তাচলের সোনার বরণ অঙ্গ হঠাৎ উঠ্‌ল ঘেমে,
শিউরে সাগর-ঢেউ ঢিমিয়ে থম্‌থমিয়ে রইল থেমে;
তালের সারি পাণ্ডু-ছবি কাজল মেঘের মূর্ত্তি দেখে
চম্‌কে উঠে ময়ূর চেঁচায় "কে গা? এ কে? কে গা? এ কে?"
ধায় আকাশের উল্কামুখী হঠাৎ যেন প্রমাদ গণি',
আগুন-ডোবে শূন্যে দোলে ইন্দ্রাণীরই স্নানের দ্রোণী।
বজ্র-বোধন বাদ্য বাজে, হিয়ায় হিয়ায় তড়িৎ চুয়ায়,
গুমোট-ভরা আষাঢ়-সাঁঝের জলদ্-গহন গগন-গুহায়।

* * *

হ্রদের নদের কুড়িয়ে নিশাস নিশান ওড়ে! নিশান ওড়ে!
লক্ষ হিয়ার মন্যু জাগে প্রলয়-মেঘের মূর্ত্তি ধ'রে!
আস্‌ছ কে গো বাষ্পঘন! বারুদ-মাখা-অঙ্গে একা,
ঈশান-কোণে দিগ্বারণের হাওদা তোমার যাচ্ছে দ্যাখা;
তোমার সাড়ায় বৃংহণেরি বৃহৎ ধ্বনি স্তব্ধ বনে,
সিংহ বারেক গর্জ্জে উঠে গুহায় পশে ত্রস্ত মনে,
ঝঞ্ঝা তোমার চারণ কবি, জগৎ লোটায় পায়ের নীচে,
পায়ের ধূলার তলায় যারা তারাই শুধু অঙ্কুরিছে।
ব্যথার তাপে জন্ম তোমার, আস্‌ছ ব্যথার আসন দিতে,
নবীন মেঘের গর্ভাধানে মন্ত্র পড় রুদ্রগীতে।
জীর্ণ যা' তা পড়্‌ছে ভেঙে—জরার ভারে পড়্‌ছে ভেরে,
তোমার সাড়া চমক দিয়ে জাগায় অফুট অঙ্কুরেরে।
গর্ব্ব যাদের পর্ব্বে পর্ব্বে সে পর্ব্বতের উড়াও চূড়ায়,
বজ্র! কুশাঙ্কুরচ্ছবি! তোমার পরশ পাহাড় গুঁড়ায়।
গ্রীষ্মে-জরা দগ্ধ ধরা ভাব্‌ছে যারে চিরস্থায়ী,
তোমার সাড়ায় তৃষায় অধীর কোন্ চাতকের পুড়ল ডানা,

তোমার সাড়ায় তৃষায় অধীর কোন্ চাতকের পুড়ল ডানা,
কোন্ সে শাখীর ভাঙ্‌ল শাখা তার কথা নেই তুল্‌তে মানা,
তোমার সাড়ায় তরুণ প্রাণের যে বন্যা আজ জলে-স্থলে,
ক্ষতির কথা ভুলিয়ে দিতে হাস্‌ছে তারা নানান্ ছলে।
তোমার সাড়ায় উল্টে গেল শূন্য-শয়ান জলের দ্রোণী,
সোহাগ-দ্রোণীর ঝর্ণা-ধারায় আর্দ্র ভুবন দিন রজনী।

লক্ষ ব্যথার প্রসব তুমি, সূর্য্যে নিবায় তোমার গাথা,
বজ্র! তুমি দর্পহারী, খড়্গ তুমি অভয়-দাতা!
তোমার বোধন গাইছে কবি, গাইবে কবি সকল কালে,
জীবন-লোকে বরণ তোমার দীপক রাগে রুদ্রতালে।

কবি দেবেন্দ্র

শামার শিসে সুরেব স্তবক হেন
প্রাণ ছিল যার গানের উছাস-ভরা,
কণ্ঠ তাহার হঠাৎ নীরব কেন,
শিউলি-বীথির শেষ বুঝি ফুল-ঝরা।
বাজ্‌ল কখন বিসর্জ্জনের বাঁশী,
আঁধার এল মুগ্ধ আঁখির 'পরে ;
গোলাপ যখন ফুট্‌ছে রাশি রাশি
গোলাপ-ফুলের ভক্ত গেল মরে'!
মিলিয়ে গেল মরণ-হারা গানে ;
ঝর্ণা হ'ল হঠাৎ গতিহারা ;
যম-নিয়মের তপ্ত মরুস্থানে
হারিয়ে গেল সরস্বতীর ধারা।
প্রাণের ভাঁড়ার উঠ্‌ছে রিক্ত হ'যে,
সিক্ত হ'য়ে উঠ্‌ছে আঁখির পাতা,
একে একে বৈতরণীর তোয়ে
ডুব্‌ছে মাণিক ; হচ্ছে নীরব গাথা!
দরাজ প্রাণের সেই হাসি আজ খুঁজি,
গান গাওয়া সেই তেম্‌নি দবাজ সুরে ;
"দরদী নেই তেমন দরের বুঝি"
—শোকের হাওয়ায় রক্ত-অশোক ঝুরে।

বড়দিনে

তোমার শুভ জন্মদিনে প্রণাম তোমায় কর্‌ছে অখৃষ্টান্‌,
ভগবানের ভক্ত ছেলে! ঋষির ঋষি! খৃষ্ট মহাপ্রাণ!
সাত মনীষীর বন্দনীয ওগো রাখাল! ওগো দীনের দীন!
জগৎ সারা চিত্ত দিযে স্বীকাব করে তোমার কাছে ঋণ।
হৃদয-লতার তন্তু দিয়ে বিশ্ব সাথে বাঁধ্‌লে বিধাতারে,
পিতা ব'লে ডাক্‌লে তাঁরে আনন্দেরি সহজ অধিকারে।
চম্‌কে যেন উঠ্‌ল জগৎ নূতনতর তোমার সম্বোধনে ;
শাস্ত্রপাঠী উঠ্‌ল রুষে, শয়তানেরা ফন্দী আঁটে মনে ;

টিট্‌কারী দ্যায় সন্দেহীরা, ভাবে বুঝি দাবী তোমার ফাঁকা,
ক্রুসের পরে জীবন দিয়ে রক্তে আপন করলে দলীল পাকা।
মৃত্যুপারের অন্ধকারে ফুট্‌ল আলো, উঠ্‌ল যে জয়গান,
আপ্‌নি ম'রে বিশ্ব-নরে দিলে তুমি নবজীবন দান।
স্বর্গে-মর্ত্ত্যে বাঁধ্‌লে সেতু, ধন্য ধরা তোমার আবির্ভাবে ;
মরণ-জয়ী দীক্ষা তোমার জযাজযে অটল লাভালাভে।

তাই তো তোমার জন্মদিনের নাম দিযেছি আমরা বড়দিন,
স্মরণে যাব হয বড় প্রাণ, হয মহীয়ান্‌ চিত্ত স্বার্থলীন ,
আমরা তোমায ভালবাসি, ভক্তি কবি আমবা অখৃষ্টান,
তোমার সঙ্গে যোগ যে আছে এই এসিয.ব, আছে নাড়ীর টান ;
মস্ত দেশেব ক্ষুদ্র মানুষ আমবা, তোমায দেখি অবাক্‌ হ'যে,
অশেষ প্রকার অধীনতার ক্রুসেব কাঁটা সাবাজীবন স'যে।
বাষ্ট্র মোদের কাঁটার মুকুট, সমাজ মোদেব কাঁটার শয্যা সে যে,
যতই ব্যথায পাশ ফিবি হায ততই বেঁধে, ততই ওঠে বেজে!
কাণ্ডারীহীন জীবন-যাত্রা, কুকাণ্ড তাই উঠ্‌ছে কেবল বেড়ে,
যোগ্যতম জবর্‌দস্তি ফেল্‌ছে চ'যে জগৎটা শিং নেড়ে!
নৃশংসতাব হূণ অতিহূণ টেক্কা দিয়ে চল্‌ছে পবস্পবে,
শযতানী সে অট্টহাসে সত্য-বাণীব কণ্ঠ চেপে ধবে!
গির্জ্জা-ভাঙা হাউইট্‌জারেব গর্জ্জনে হায ধর্ম্ম গেল তল,
মাৎ হ'য়ে যায মনুষ্যত্ব, 'কিস্তি' হাঁকে ভব্য ঠগীর দল।
নিবীহ জন লাঞ্ছনা সয, সে লাঞ্ছনা বাজে তোমাব বুকে,
নিত্য নূতন ক্রুসেব কাঠে তোমায ওবা বিঁধ্‌ছে পেরেক ঠুকে।

* * *

তোমাব 'পবে জুলুম ক'বে ক্ষুণ্ণ ক'রে মনুষ্যত্বধাবা।
রোমের হুকুম-মহকুমা গ'ুড়িয়ে গেল, ধূলায হ'ল হাবা।
আজ বিপরীত-বুদ্ধি-বশে ভুল্‌ছে মানুষ ভুল্‌ছে কালেব বাণী,
তাসের পরে তাস সাজিযে ভাব্‌ছে হ'ল অটল বা বাজধানী।
মাড়িয়ে মানুষ উড়িযে ধূলো অন্ধ বেগে কবন্ধ বথ চলে,
ওষ্ঠবাসী খৃষ্ট-ভক্তি ডুব্‌ছে নিতি নীট্‌শেবাদের তলে!
তাকায জগৎ বাক্যহাবা ইযোবোপেব মাটিব ক্ষুধা দেখে,
ভব্যতা সে ভির্ম্মি গেছে ভেপ্‌সে-ওঠা টাকার গেঁজেয থেকে,
উবে গেছে ভক্তি শ্রদ্ধা, শিষ্টতা আড়ষ্ট হ'য়ে আছে,
জড়বাদের স্কন্ধে চ'ড়ে ধিঙ্গি-পাবা জিঙ্গো-জুজু নাচে!
তিন ডাকিনী নৃত্য কবে ইয়োরোপের শ্মশান-পারা বুকে—
লড়াই-লালচ, বড়াই-লালচ, কড়িব লালচ,—নাচ্‌ছে বিষম রুখে!
ওখানে ঠাঁই নাই প্রভু আব, এই এসিয়ায দাঁড়াও স'রে এসে—
বুদ্ধ-জনক-কবীর-নানক-নিমাই-নিতাই-শুক-সনকের দেশে ;
ভাব-সাধনার এই ভুবনে এস তোমার নূতন বাণী ল'য়ে,
বিরাজ করো ভারত-হিয'র ভক্তমালে নূতন মণি হ'য়ে ;

ব্যথা-ভরা চিত্ত মোদের, খানিক ব্যথা ভুল্‌বে তোমায় হেরি ;
সত্য-সাধন-নিষ্ঠা শিখাও, বাজাও গভীর উদ্বোধনের ভেরী ;
ধৈর্য্যগূঢ় বীর্য্য তোমার জাগুক, প্রাণের সব ভীরুতা দহি',
সহিষ্ণুতায় জিষ্ণু করো, মহামহিম আদিম সত্যাগ্রহী!
নিগ্রহে কি নির্য্যাতনে ফুরিয়ে যেন না যায় মনের বল।
নিত্য-জীবন-লাভের পথে জাগুক তোমার মূর্ত্তি অচঞ্চল!
পরের মরম বুঝতে শিখাও, হে প্রেমগুরু, চিত্তে এস নেমে,
কুষ্ঠ-ক্লেদের মাঝখানে ভার দাও হে সেবার সর্ব্বসহা প্রেমে ;
মন নিতে চায় ওই আদর্শ, নাগাল না পাই, হাত ধ'রে নাও তুমি,
ম'রে অমর হবার মতন দাও শকতি দীনের শরণভূমি!
সবল কর পঙ্গু ইচ্ছা, পরশ বুলাও মনের পক্ষাঘাতে,
হাত ধ'রে নাও, পৌঁছিয়ে দাও সত্যি-বাঁচার নিত্য-সুপ্রভাতে।
বিশ্বাসে যে বল অমিত সেই অমৃতের দরজা দাও খুলে,
অভয়-দাতা! পৌঁছিয়ে দাও পরম অন্নদাতাব চরণ-মূলে!
ব্যথার বিষে মন ঝিমালে স্মরি যেন তোমাব মশান-গীতা—
"না গো আমায ত্যাগ করো না, ত্যাগ কবো না,
পিতা! আমার পিতা!"

কোনো ধর্ম্মধ্বজের প্রতি

প্রেমের ধর্ম্ম কর্‌ছ প্রচার কে গো তুমি সবুট লাথি দিয়ে,—
ডাযার-মার্কা শিষ্টাচারের লাল-পেয়ালার শেষ তলানি পিয়ে!
কুশলে তো চল্‌ছে তোমাব অর্দ্ধঘণ্টা ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া,—
টিফিন্‌ এবং টি-এর ফাঁকে? জম্‌ছে ভালো খৃষ্ট-কথার খেয়া?
মুখোস খোলো, মুখস্থ বোল্‌ বোলো না আর টিয়াপাখীর মত
মোটা মাসহারার মোহে,—দোরোখা ঢং চালাবে আর কত?
বযস গত ; ক্ষ্যাপার মত কামড় দিতে এলে নকল দাঁতে?
বাঁধানো দাঁত উল্টে গিযে, আহা, শেষে লাগ্‌বে যে টাক্‌রাতে!
নিরীহ যে সত্যাগ্রহী—কি লাভ হ'ল তারে লাথি মেরে?
সে করেছে তোমায় ক্ষমা ; তার চোখে আজ নাও দেখে খৃষ্টেরে।

* * *

"অক্রোধে ক্রোধ জিন্‌তে হবে,"— সে শিক্ষা কি রইল শিকেয় তোলা,
ডিগ্রি নিয়েই ফুরিয়ে গেছে ডাগর-বুলির যা কিছু বোলবোলা?
উদর-তন্ত্র উদারতা? ধর্ম্ম কেবল কথারই কাপ্তেনী?
ডঙ্কা-নাদের পিছন পিছন সত্য নিয়ে খেল্‌ছ ছেনিমেনি?
চেয়ে দ্যাখো ক্রুশের পরে স্কন্ধ কে ওই তোমার ব্যবহারে!
জীবন্তবৎ পাষাণ-মূরৎ!—হেঁটমাথা তাঁর লজ্জাতে ধিক্কারে!
কুড়ি শ' বৎসরের ক্ষত লাল হ'য়ে তাঁর উঠ্‌ছে নতুন ক'রে!
দেখ্‌ছে জগৎ— পাথর ফেটে ফোঁটায় ফোঁটায় পড়্‌ছে শোণিত ঝ'রে

দাও ক্ষমা দাও, চোখ মেলে চাও,—কি কাণ্ড হায় কর্‌ছ গজাল ঠুকে?
নিরীহদের নির্য্যাতনের সব ব্যথা কার বাজ্‌ছে দ্যাখো বুকে!

কিম্বা দ্যাখার নাই প্রযোজন, তোমরা এখন সবাই বিজিগীষু,
'জিঙ্গো' আসল ইষ্ট সবার, তার আবরণ-দেব্‌তা মাত্র যীশু।
ডায়ার-ডোল্‌ জবরদস্তি,—তাতেই দেখি আজ তোমাদের রুচি!
গোবর-দম্ভ আইন গ'ড়ে নিষ্ঠুরতায় নিচ্ছ ক'রে শুচি!
বীরত্বেরই বিজয়-মালা বর্ব্বরতার দিচ্ছ গলায় তুলে!
অমানুষের কর্‌ছ পূজা, সেবা-মানুষ খৃষ্টদেবে ভুলে!
মরদ-মেয়ে ভুগ্‌ছ সমান হূণ-বিজযের বড়াই-লালচ-রোগে,
মানুষকে আর মানুষ ব'লেই চিন্‌তে যেন চাইছ না, হায়, চোখে
ঢাকের পিছে ট্যাম্‌টেমি-প্রায় টমির ধাঁচায় ট্যাঁশটোশ্‌ও আজ ঘোরে
শয়তানই যে হাওয়ায় হাঁটায় শূন্যে ওঠায় সে হুঁশ গেছে স'রে!
নেইক খেয়াল, আত্মা বেচে জগৎ-জোড়া কিন্‌ছে জমিদারী।
কে জানে ক'দিনের ঠিকা, ঠিকাদারের ঠ্যাকার কিন্তু ভারি।
ধিঙ্গি চলে জঙ্গী চালে, কুচ ক'রে লাল কাগজ-ওলা চলে,—
নাক তুলে যায় দালাল-ফোড়ে, আজ দেখি হায় পাদ্‌রীও সেই দলে!

যাও দ'লে যাও, ডঙ্কা বাজাও, অহঙ্কারের ছায়া ক্ষণস্থায়ী!
মিছাই ব্রতের বিঘ্ন ঘটাও অন্ধকারের হুম্‌কি-ব্যবসায়ী।
আমরা তোমার চাই না শিক্ষা, চাই না বিদ্যা, হে বিদ্যা-বিক্রয়ী!
ধর্ম্ম-কথাও পণ্য যাদের তাদের পণ্য কিন্‌তে ব্যগ্র নহি!
মানুষ খুঁজে ফির্‌ছি মোরা,—মানুষ হবার রাস্তা যে বাৎলাবে,
তিক্ত হয়ে গেছে জীবন ঘরের পরের অমানুষের তাঁবে।
ফলিয়ে দেবে মর্ত্ত্যে যেজন বুদ্ধ-যীশুর স্বর্গ-সূচন বাণী,
শহীদ্‌-কুলের হৃদ্য-শৌর্য্য হৃদয়ে যার পেতেছে রাজধানী,—
জাতিভেদের টিট্‌কারী যে পরকে শুধুই দ্যায় না নানান্‌ ছলে,—
জমিয়ে বুকে জিঙ্গোয়ানীর জবর জাতিভেদের হলাহলে,—
ষোলো-আনা মানুষ হবার নিমন্ত্রণ দেবে যে সব জনে,—
সেই মানুষে খুঁজ্‌ছি মোরা, অহর্নিশি খুঁজ্‌ছি ব্যাকুল মনে,
নিক্তি ধ'রে কর্‌লে তোল্‌ ওজন সে যার ভজ্‌বে পুরাপুরি,
লোভের মোহের মন্ত্রণাতে ভাবের ঘরে কর্‌বে না যে চুরি,
পথ চেয়ে তার সই অনাচার দুঃখ অপার অনন্ত লাঞ্ছনা,
বেশ জানি, "আজ সয় যারা ক্লেশ তাদের তরেই স্বর্গীয় সান্ত্বনা,
নিরীহ যেই ধন্য যে সেই ধৃত-ব্রত দৈবী-মশাল-ধারী,
নিঃস্ব যারা তারাই হবে বিপুল ভবে রাজ্য-অধিকারী।"

চর্‌কার গান

ভোম্‌রায় গান গায় চর্‌কায়, শোন্‌, ভাই!
খেই নাও, পাঁজ্‌ দাও, আম্‌রাও গান গাই!
ঘর-বা'র কর্‌বার দর্‌কার নেই আর,
মন দাও চর্‌কায় আপ্‌নার আপ্‌নার!
চর্‌কার ঘর্ঘর পড়্‌শীর ঘর ঘর!
ঘর-ঘর ক্ষীর-সর,—আপনায় নির্ভর!
পড়্‌শীর কণ্ঠে জাগ্‌ল সাড়া,—
দাঁড়া আপ্‌নার পায়ে দাঁড়া!

* * *

ঝর্‌কায় ঝুর্‌ঝুর্‌ ফুর্‌ফুর্‌ বইছে!
চর্‌কার বুল্‌বুল্‌ কোন্‌ বোল্‌ কইছে?—
কোন্‌ ধন দর্‌কার চর্‌কার আজ গো?—
ঝিউড়ির খেই আর বউড়ির পাঁজ গো!
চর্‌কার ঘর্ঘর পল্লীর ঘর-ঘর!
ঘর-ঘর ঘি'র দীপ,—আপ্‌নায় নির্ভর!
পল্লীর উল্লাস জাগ্‌ল সাড়া,—
দাঁড়া আপ্‌নার পায়ে দাঁড়া!

* * *

আর নয় আইঢাই ঢিস্‌-ঢিস্‌ দিন-ভর,
শোন্‌ বিশ্‌কর্ম্মার বিস্ময়-মন্তর!
চর্‌কার চর্য্যায় সন্তোষ মন্‌টায়,
রোজ্‌গার রোজদিন ঘণ্টায় ঘণ্টায়!
চর্‌কার ঘর্ঘর বস্তির ঘর-ঘর!
ঘর-ঘর মঙ্গল,—আপ্‌নায় নির্ভর!
বন্দর-পত্তন-গঞ্জে সাড়া,—
দাঁড়া আপ্‌নার পায়ে দাঁড়া!

চর্‌কায় সম্পদ্‌, চর্‌কায় অন্ন,
বাংলার চর্‌কায় ঝল্‌কায় স্বর্ণ!
বাংলার মস্‌লিন্‌ বোগ্‌দাদ্‌ রোম চীন
কাঞ্চন-তৌলেই কিন্‌তেন একদিন!
চর্‌কার ঘর্ঘর শ্রেষ্ঠীর ঘর-ঘর!
ঘর-ঘর সম্পদ্‌,—আপ্‌নায় নির্ভর!
সুপ্তের রাজ্যে দৈবের সাড়া,—
দাঁড়া আপ্‌নার পায়ে দাঁড়া!

চর্‌কাই লজ্জার সজ্জার বস্ত্র!
চর্‌কাই দৈন্যের সংহার-অস্ত্র!
চর্‌কাই সন্তান! চর্‌কাই সম্মান!
চর্‌কায় দুঃখীর দুঃখের শেষ ত্রাণ!
চর্‌কার ঘর্ঘর বঙ্গের ঘর-ঘর!
ঘর-ঘর সম্ভ্রম—আপ্‌নায় নির্ভর!
প্রত্যাশ ছাড়্‌বার জাগ্‌ল সাড়া,-
দাঁড়া আপ্‌নার পায়ে দাঁড়া!

ফুর্‌সুৎ সার্থক কর্‌বার ভেল্‌কি!
উস্‌খুস্‌ হাত! বিশ্‌কর্ম্মার খেল্‌ কি!
তন্দ্রার হুন্দোয় এক্‌লার দোক্‌লা!
চর্‌কাই এক্‌জাই পয়সার টোক্‌লা!
চর্‌কার ঘর্ঘর হিন্দের ঘর-ঘর!
ঘর-ঘর হিক্‌মৎ,—আপ্‌নায় নির্ভর!
লাখ লাখ চিত্তে জাগ্‌ল সাড়া,-
দাঁড়া আপ্‌নার পায়ে দাঁড়া!

নিঃস্বের মূলধন, রিক্তের সঞ্চয়,
বঙ্গের স্বস্তিক চর্‌কার গাও
চর্‌কায দৌলৎ! চর্‌কায় ইজ্জৎ!
চর্‌কায উজ্জ্বল লক্ষ্মীর লজ্জৎ!
চব্‌কার ঘর্ঘর গৌড়ের ঘর-ঘর!
ঘর-ঘর গৌরব,—আপ্‌নায় নির্ভর!
গঙ্গায় মেঘনায তিস্তায় সাড়া,-
দাঁড়া আপ্‌নাব পাযে দাঁড়া!

চন্দ্রের চর্‌কায় জ্যোৎস্নার সৃষ্টি!
সূর্য্যের কাট্‌নায় কাঞ্চন বৃষ্টি!
ইন্দ্রেব চর্‌কায মেঘ জল থান থান!
হিন্দের চর্‌কায় ইজ্জৎ সম্মান!
ঘর-ঘর দৌলত! ইজ্জৎ ঘর-ঘর!
ঘর-ঘর হিম্মৎ,—আপ্‌নায় নির্ভর!
গুজ্‌রাট্‌-পাঞ্জাব-বাংলায সাড়া—
দাঁড়া আপ্‌নার পায়ে দাঁড়া!

সেবা-সাম

আলগ্ হ'য়ে আল্‌গোছে কে আছিস্ জগতে—
জগন্নাথের ডাক এসেছে আবার মরতে!
তফাৎ হ'য়ে তফাৎ ক'রে নাইক মহত্ত্ব,
দশের সেবায় শূদ্র হওয়াই পরম দ্বিজত্ব!
পিছিয়ে যারা পড়ছে তাদের ধ'রে নে ভাই হাত,
মিলিয়ে নেব কণ্ঠ আবার চল্‌ব সাথে সাথ,
জগন্নাথের রথ চলেছে, জগতে জয় জয়,—
একটি কণ্ঠ থাক্‌লে নীরব অঙ্গহানি হয় ;
সাথের সাথী পিছিয়ে রবে,—কাঁদ্‌বে নাকি মন?
এমন শোভাযাত্রা যে হায় ঠেক্‌বে অশোভন।

চিত্তময়ী তিলোত্তমা ভাবাত্মিকা মোর,
মর্ত্ত্যে এস নন্দনেরি নিয়ে স্বপন-ঘোর ;
তোমার আঁখির অমল আভায় ফুটাও অন্ধ চোখ,
আদর্শেরি দর্শনেতে জনম সফল হোক্।
জাগ কবির মানসরূপে বিশ্ব-মনস্কাম,—
সর্ব্বভূতে আত্মবোধে মহান্ সেবাসাম।

এক অরূপের অঙ্গ মোরা লিপ্ত পরস্পর,—
নাড়ীর যোগে যুক্ত আছি নাইক' স্বতন্তর ;
এক্‌টু কোথাও বাজ্‌লে বেদন বাজে সকল গায়,
পায়ের নখের ব্যথায় মাথার টনক ন'ড়ে যায় ;
ভিন্ন হ'য়ে থাক্‌ব কি, হায়, মন মানে না বুঝ,-
ছিন্ন হ'য়ে বাঁচ্‌তে নারি,—নই রে পরভুজ।

তফাৎ থেকে হিতের সাধন মোদের ধারা নয়,
ভিক্ষা দেওযার মতন দেওয়ায় ভর্‌বে না হৃদয়,
অনুগ্রহের পায়সে কেউ ঘেঁস্‌বে না গন্ধে,
আপন জেনে ক্ষুদ্ কুঁড়া দাও খাবে আনন্দে।
পরকে আপন জান্‌তে হবে, ভুল্‌তে আপন পর,-
অগাধ স্নেহ অসীম ধৈর্য্য অটুট নিরন্তর।
পিতার দৃঢ় ধৈর্য্য, মাতার গভীর মমতা
প্রত্যেকেরি মধ্যে মোদের পায় গো সমতা ;
পিতার ধৈর্য্যে মানব-সেবা কর্‌ব প্রতিদিন,
মাতার স্নেহ বিশ্বে দিয়ে শুধ্‌ব মাতৃঋণ।

দীপ্তিহারা দীপ নিয়ে কে?—মুখটি মলিন গো!
চকমকি কার হাতে আছে?—জাগাও স্ফুলিঙ্গ,—
জাগাও শিখা—সঙ্গীরা সব মশাল জেবলে নিক্,
এক প্রদীপের প্রবর্ত্তনায় হোক আলো দশদিক্।
এক প্রদীপে দিকে দিকে সোনা ফলাবে,
একটি ধারা মরু-ভূমির মরম গলাবে।

* * *

সত্য সাধক! এগিয়ে এস জ্ঞানের পূজারী,
অজ্ঞমনের অন্ধগুহায় আলোক বিথারি'।
শিল্পী! কবি! সুন্দরেরি জাগাও সুষমা,—
অশোভনের আভাস—হ'তে দিয়ো না জমা।
কর্ম্মী! আনো সুধার কলস সিন্ধু মথিয়া,
দুঃস্থ জনে সুস্থ কর আনন্দ দিয়া।
সুখী! তোমার সুখের ছবি পূর্ণ হ'তে দাও,
দুখী-হিয়ার দুঃখ হর হরষ যদি চাও।
নইলে মিছে শ্মশানে আর বাজিয়ো না বাঁশী,
হেস না ঐ অর্থবিহীন বীভৎস হাসি।
এস ওঝা! ভূতের বোঝা নামাও এবারে,
নিজের রুগ্ন অঙ্গ জেনে রোগীর সেবা রে!
জীবনে হোক্ সফল নব ত্রিবিদ্যা-সাধন,—
সহজ সেবা, সরল প্রীতি, চিত্ত প্রসাধন।

বিশ্বদেবের বিরাট্ দেহে আমরা করি বাস,—
তপন-তারার নয়ন-তারার একটি নীলাকাশ!
এক বিনা দুই জানে নাকো একের উপাসক,
সবাই সফল না হ'লে তাই হয় না সার্থক।
নিখিল-প্রাণের সঙ্গে মোদের ঐক্য-সাধনা,
হিয়ার মাঝে বিশ্ব-হিয়ার অমৃত-কণা।
সবার সাথে যুক্ত আছি চিত্তে জেনেছি,
প্রীতির রঙে সেবার রাখী রাঙিয়ে এনেছি—
কাজ পেয়েছি, লাজ্ গিয়েছে, মেতেছে আজ প্রাণ,
চিত্তে ওঠে চিরদিনের চিরনূতন গান।
বেঁচে ম'রে থাক্‌ব না আর আলগ—আল্‌গোছে;
লগ্ন শুভ, রাখ্‌ব না আজ শঙ্কা-সঙ্কোচে।
বাড়িয়ে বাহু ধর্‌ব বুকে, রাখ্‌ব মমত্ব,
মোদের তপে দগ্ধ হবে শুষ্ক মহত্ত্ব।
মোদের তপে কোঁক্‌ড়া কুঁড়ির কুণ্ঠা হ'বে দূর,—
শতদলের সকল দলের স্ফূর্ত্তি পরিপূর।
জগন্নাথের রথ চলিল,—উঠেছে জয়রব,
উদ্বোধিত চিত্ত,—আজি সেবা-মহোৎসব।

মহানামন্

(প্রথম হল্‌কা)

"রাজা নেই ব'লে অরাজক নয়
কপিলবাস্তু পুরী,
সন্তাগারের সন্তেরা আছে,
বাজা ওরে বাজা তুরী।
নগর-জ্যেষ্ঠ শ্রীমহানামন্
আদেশ করেন সবে,—
রাজদস্যুর এই দস্যুতা
নিরোধ করিতে হবে।
কোশল-ভূপতি প্রসেনজিতের
তনয় পিতৃঘাতী—
বৃদ্ধ পিতার রাজ্য হরিয়া
দেমাকে উঠেছে মাতি ;
পর-ধন পর-রাজ্যের ক্ষুধা
প্রাণে জ্বলে ধ্বক ধ্বক,
দাসীর পুত্র দস্যু হয়েছে
দারুণ এ বিরুধক।
এই নগরের মালঞ্চে ওর
মা একদা ছিল দাসী,
মহামনা মহানামনের দ্বারে
অন্নপিণ্ড গ্রাসি'
পুষ্ট যে হ'ল, তাহারি পুত্র
দুয়ারে পেতেছে থানা,
ঘোচাতে মায়ের দাস্যের স্মৃতি
বুঝি হেথা দেছে হানা।
অধমের ধারা ধরেছে ধৃষ্ট
ভুলে গেছে উপকার,
অধঃপাতের পিছল পথে পা
দিয়েছে কুলাঙ্গার।
ভেবেছে দর্পী—শাক্যসিংহ
বনে গিয়েছেন ব'লে—
শাক্যকুলের পৈতৃক ভিটা
হরণ করিবে ছলে ;
খবর পেয়েছে—হিংসাবৃত্তি
ছেড়েছে শাক্য-কুল—
তাই সে এসেছে নিরস্ত্র জনে
করিবারে নির্ম্মূল।

হার মেনে ফিরে গেছে বারেবার,
আবার এসেছে তেড়ে,
ধৃষ্টের চূড়ামণিরে এবার
সহজে দিব না ছেড়ে!
বুদ্ধের জ্ঞাতি শাক্য আমরা
করি না প্রাণের হানি,
তবুও যুঝিব সহজে না দিব
বাজাহীন রাজধানী।
অমোঘ-লক্ষ্য আমরা শাক্য
হই না মুষ্টিমেয়,
লড়িবে ভৃঙ্গ হাতীর সঙ্গে,
যুঝিব,—না ছাড়ি শ্রেয়।
ঘোষণা দেছেন নগর-জ্যেষ্ঠ
শোনো ওগো শোনো সবে—
প্রাণীর প্রাণের হানি না করিয়া
যুদ্ধ করিতে হবে।
কে করিবে এই নূতন লড়াই?
এস জোড়া-তূণ এঁটে,
শত্রুরে মোবা প্রাণে না মারিব,
ছেড়ে দিব কান কেটে।
শত্রু-সৈন্য বিব্রত করা
এই আজিকার ব্রত,
কোশলের সেনা ভোলে না যেন রে
শাক্য-রণের ক্ষত।
প্রাণে প্রাণে দেশে যায় যাক ফিরে
কান-কাটা পল্টন
মরণ-অধিক লজ্জার লেখা
বহে যেন আমরণ।"

(দ্বিতীয় হল্‌কা)

সাড়া প'ড়ে গেল পাড়ায় পাড়ায়,
কপিলবাস্তু জুড়ে,
নিদ্রা তন্দ্রা ভয় সব যেন
মন্ত্রেতে গেল উড়ে।
প্রহর না যেতে বর্ম্মে চর্ম্মে
ছেয়ে গেল দশদিক্—
মরাল সহসা সাঁজোয়া পরিয়া
সজারু সাজিল ঠিক!

রাজাহীন দেশে জনে জনে রাজা,
জনে জনে দুর্জ্জয়,
স্বদেশের মান রাখিতে সমান
ব্যগ্র ও নির্ভয়।
মজুর কৃষাণ গোপনে আপন
হাতিয়ারে দ্যায় শাণ,
চারিদিকে শুধু 'সাজ' 'সাজ' 'সাজ',
চারিদিকে 'হান্' 'হান্'।
বাহির হইল বিরাশী হাজার
শাক্য তীরন্দাজ,
হাতীর সমুখে ভীমরুল-পাঁতি
অভিনব রণ আজ—
একদিকে ব্যূহ কোশল-সেনাব
পিষিতে চাহিছে চাপে,
আর দিকে যত হিংসা-বিরত
রুদ্ধ-আবেগে কাঁপে।
বাণে বাণে প্রাণ অস্থিব তবু
সমঝি' যুঝিছে সবে,
প্রাণের হানি না করিযা যে আজ
যুদ্ধ করিতে হবে।
লঘু-করে বাণ করে সন্ধান
সুলঘু ক্ষিপ্রগতি
অশ্ব-চালনে অঙ্গ-হেলনে
বিদ্যুৎ-হেন জ্যোতি।
তীর হানি' শুধু কোশল-সেনার
কান কুণ্ডল কাটে,
ঝরা-পাতা হেন কাটা কানে কানে
ছেয়ে ফেলে মাঠে ঘাটে!
কেটে পাড়ে তূণ ধনুকের গুণ
অমোঘ লক্ষ্যে বিঁধে,
সারথির হাতে বল্গা ঘোড়ার
কেটে দিয়ে যায সিধে!
করে টলমল বিকল কোশল-
সেনা অদ্ভুত রণে,
বাণ দিয়ে যেন করে বিদ্রূপ
শাক্যেরা খুসীমনে।
ঢালে ভোঁতা করে শত্রুর খাঁড়া,
খড়্গ না হানে ফিরে,
অদ্ভুত যোঝা যুঝিছে বৌদ্ধ
নিরঞ্জনার তীরে ;

বুকের উপর শত্রুর ছুরি,—
মরণ সে ধ্রুব জানে,
হাতে হাতিয়ার, শত্রুরে তবু
মারিবে না কেউ প্রাণে!
হাজারে হাজারে বুদ্ধের জ্ঞাতি
চলেছে মরণ ভেটে,
হাস্য-বদনে মরিছে শাক্য
মৃত্যুর কান কেটে।

(তৃতীয় হল্‌কা)

সন্ধ্যা আসিল, ক্ষণিক সন্ধি
আনিল অন্ধকার,
শাক্য-দুর্গে তূর্য্য ধ্বনিল—
ফেরো সবে এইবার।
শাক্য-কুলের মৌমাছি ওরে!
মৌচাকে দে রে চাবি,
হের বিব্রত শ্রাবস্তি-সেনা
হস্তী মদস্রাবী।
অসমান রণ চলে কতখন?
এইবার ফিরে আয়,—
শাক্য-গড়ের কোমর-কোঠায়
বাজে তূরী উভরায়।
পড়ে অর্গল দুর্গ-দুয়ারে,
পরিখায় ফেলে জল,
কান-কাটা সেনা কান দাবী ক'রে
করে দূরে কোলাহল।
প্রাণ-হারা সেনা সেই কোলাহল
শুনিবারে নাহি পায়—
দাবীর চেয়ে সে ঢের বেশী দিয়ে
শুয়েছে মৃত্তিকায়।

(চতুর্থ হল্‌কা)

কপিলবাস্তু করি' অবরোধ
ব'সে আছে বিরূধক,
ঘাঁটি-মুহড়ায় কড়া পাহারার
বেড়া দেছে কণ্টক।
যুদ্ধ নাহিক দীর্ঘ দিবস
কাটিছে স্তব্ধ ব'সে,
শাক্য-দুর্গ দুরন্দাজের
ধাক্কায় নাহি ধ্বসে।

রসদ ফুরায় কি হবে উপায় ?
ফৌজ উঠিছে ক্ষেপে,
ছাউনির ধারে ব্যাধি উঁকি মারে,
কত রাখা যায় চেপে ?
চোখ-রাঙানিতে ভুরু-ভঙ্গীতে
চেপে রাখা যায় কত ?
অসন্তোষের আক্রোশ নিতি
ফণা তোলে শত শত।
"ছাউনী নাড়িব" কহে বিরুধক।
মন্ত্রী তা শুনি কয়
"আমাদের চেয়ে অবরুদ্ধেরা
ঢের বেশী ক্লেশ সয় ;
দাঁতে তৃণ করি' তারা তো এখনো
আসেনি শিবিরে সবে ;
এখন নাড়িলে শত্রু হাসিবে,
লোকে অপযশ কবে ;
এখন নাড়িলে পায়ে ঠেলা হবে
করগত সিদ্ধিবে।"
সেনাপতি কয় "মুখ দেখানো যে
দায় হবে দেশে ফিরে।"
কহে বিরুধক "তাই হোক ; তবে
পল্টন খুসী নয়।"
"আছে কূটনীতি পল্টন মোর"
মন্ত্রী হাসিয়া কয়।

(পঞ্চম হল্‌কা)

শাক্য-পুরের সন্তাগারেতে
সন্ত মিলেছে যত,
শত্রুর দূত এনেছে যে চিঠি
তাহারি বিচারে রত।
শুদ্ধোদনের শূন্য আসনে
বুদ্ধের ছবি ভায়,
রাজাহীন দেশে রাজার যে কাজ
দশে মিলে করে তায়।
পাকা পাকা যত মাথা ঘেমে উঠে,
কথা উঠে কত শত,
পত্রের 'পরে টিপ্পনি করে
যার যেবা মনোমত।

"শাক্যের প্রতি নেই বটে প্রীতি,
নেইও বিশেষ দ্বেষ,"
লিখেছে কোশল, "দ্বার যদি খোলো
দেখে যাই এই দেশ,
তীর্থ সাকার এ দেশ আমার
মায়ের মাতৃভূমি,
এবে ছারখারে দিতে নারি, শুধু
পথ-রজ যাব চুমি।"
"সে তো বেশ" কহে সন্ত জিনেশ ;
"বড় বেশ নয়" কন—
সন্ত দেবল, "ছল এ কেবল
চোরের এ লক্ষণ।"
সন্ত নালদ কহিল "রসদ
দুর্গে আদৌ নাই,
অজ নয় কাল দুর্গ-দুয়ার
খুলিতেই হবে, ভাই ;
অনশনে নিতি মরে ছেলে বুড়া
পুত্র কন্যা জায়া,
কপিলবাস্তু জুড়িয়া পড়েছে
মৃত্যু-কপিশ ছায়া।
মরার অধিক যন্ত্রণা নেই,
মরিতেই যদি হয়,
অস্ত্রে মরিব অনশনে হেন
তিলে তিলে মরা নয়।"
তর্ক বাড়িল, আওয়াজ চড়িল
শান্ত সন্তাগারে,
বোঝা নাহি যায় কি যে হবে, হায়,
কোন্ দল জিনে হারে।
অনশন? কিবা অস্ত্রে মরণ?
বকাবকি এই নিয়ে,—
যমের মহিষ গুঁতোবে, কিন্তু
কোন্ শৃঙ্গটা দিয়ে?
নাম-গুটিকার কুণ্ডাতে শেষে
গুটি দিল গিয়ে সবে,
গুটি গুনে ঠিক হইল—হা ধিক্
দুয়ার খুলিতে হবে!

(ষষ্ঠ হল্‌কা)

দুর্গদ্বারের অর্গল আজ
খুলিতে গিয়াছে টুটে,

পল্টন লয়ে পশে বিরূধক
কল-কোলাহল উঠে।
একি অদ্ভুত? কোথা গেল দূত—
ময়ূরপুচ্ছধারী?
পল্টন লয়ে কেন পশে পুরে?
এ দেখি জুলুম ভারি!
একা এসে দেশ দেখে চলে যাবে
এই কথা ছিল আগে,
রাজদস্যুর দস্যু-স্বভাব
কোন্ ছুতা পেয়ে জাগে?
শাক্যপুরীর ধনৈশ্বর্য্য
দেখে আপনার চোখে
লোভের নাড়ীটা হয়েছে প্রবল
ঠেকাবে কে বল্ ওকে?
পল্টন্গুলা করে লুণ্ঠন,
যার-তার ঘরে ঢুকি'
নাগরিকে আর সৈনিকে, হায়,
বেধে গেল ঠোকাঠুকি।
ভুলি প্রতিজ্ঞা রাজা বিরূধক
হুকুম করিল জারি—
"শাক্যের কুল কর নির্ম্মূল
কি পুরুষ কিবা নারী।"
ঘরে ঘরে ওঠে ক্রন্দন-রোল—
কাঁদে নারী কাঁদে শিশু,
নাহি দেয় কান তাহে শয়তান
নিদারুণ বিজিগীষু।
আগুন জ্বলিছে, খড়্গ ঝলিছে,
রক্তে ফিনিক্ ছোটে,
তর্জ্জনে হাহাকারে একাকার
আর্ত্ত ধূলায় লোটে;
আহত লোকের বুকের উপরে
ছুটে চলে ক্ষেপা ঘোড়া,
তাণ্ডবে মাতি' নাচে ক্ষেপা হাতী,
বীভৎস আগাগোড়া।

(সপ্তম হল্কা)

নগরমুখ্য শ্রীমহানামন্
ক্ষুব্ধ হৃদয়ে হায়,—
জীবন ভিক্ষা মাগিতে প্রজার
চলেছেন দ্রুতপায়।

চলেছে বৃদ্ধ ভগ্ন-হৃদয়
মরণ-পাংশু মুখে,
নগ্ন চরণে দাঁড়াইতে রাজ-
দস্যুর সম্মুখে।
চলেছে সন্ত সুগত পন্থ
দুটি হাত বুকে জুড়ে—
দেশের দশের দুর্গতি দেখি'
দুখের দহনে পুড়ে'।
ভাবিছে বৃদ্ধ "এ কি রে বিষম,
এ কি রে মনস্তাপ,
কোন্ কালামুখ রাজ্যকামুক
চিন্তিল মনে পাপ,
সে পাপের ছায়া কায়া ধরি' পশে
কপিলবাস্তু-পুরে,
পুণ্যের ঘরে একি অনাচার
হাহাকার দেশ জুড়ে।
বুদ্ধের দেশে এ কি রে যুদ্ধ,
এ কি হানাহানি হায়,
প্রাণ দিলে যদি রোধ করা যেত
রুধিতাম আমি তায়।"

(অষ্টম হল্‌কা)

ভিক্ষা মাগিছে বৃদ্ধ আপন
দাসীর ছেলের কাছে,—
"জয়তু রাজন্! বুড়া একজন
প্রসাদ তোমার যাচে;
নিজ পরিচয় দিতে নাহি ভয়,
মহানামনের নাম
হয়তো শুনেছ,—জননীর মুখে,—
ওগো কীর্ত্তির ধাম!
অতিথি একদা হ'ল তব পিতা
আমারি সে উপবনে,
ভাবী রাণী সনে নয়নে নয়নে
মিলিল শুভক্ষণে,
এ বুড়া একদা মায়েরে তোমার
করেছে সম্প্রদান,—"
"জানি তা', জানি তা", কহে উদ্ধত,
"ছাড়ি ভণিতার ভাণ
কি প্রসাদ চাও খুলে বল তাই।"

"নিরীহ প্রজার প্রাণ"—
কহিল বুদ্ধ নীরবে সহিয়া
অবিনয় অপমান।
"নিজ প্রাণ লয়ে পালাও বুদ্ধ,
অধিক কোরো না আশ,"
কহে বিরুধক—মূর্ত্ত বিরোধ—
হাসিয়া অট্টহাস।
"রাজন্!" "কি চাও?—যাও, যাও, যাও,
পালাও সপরিবারে,
এর বেশী কিছু কোরো না ভিক্ষা
আমার এ দর্‌বারে।
কান কুণ্ডল কেটেছে আমার
তোমার নিরীহ প্রজা,
সমুচিত সাজা দিব আমি তার
বলে' দিনু এই সোজা।"
মৌন ক্ষণেক রহিয়া বুদ্ধ
কহেন জুড়িয়া কর—
"জননীরে স্মরি' এ ভিক্ষা তবে
দাও কোশলেশ্বর,—
নিশ্বাস রুধি আমি যে অবধি
ডুবিয়া থাকিব জলে
সে অবধি লোক কোরো না আটক,—
যাক যেথা খুসি চ'লে।
তার পর তুমি দিও জনে জনে
শাস্তি ইচ্ছামত।"
"ভাল, তাই হবে"—ব'লে রাজা ভাবে—
"বুড়ার দম বা কত?
কত বা পালাবে?—যাবে দেখা যাবে;
বুড়াটা পালায় যদি!—
তবে এ নগরে কি পথে কি ঘরে
রক্তে বহাব নদী।"

(নবম হল্‌কা)

অবারিত দ্বার পালায় যে যার
যেথা দু'চক্ষু যায়,
কপিলবাস্তু হরিষে বিষাদে
মুরছি পড়িল প্রায়।
কেউ বেগে ধায় পিছে না তাকায়
প্রাণ নিয়ে সোজাসুজি,
কেউ যেতে যেতে ফিরে এসে ফের
তুলে নিয়ে যায় পুঁজি।

বসন ভূষণ ফেলে কেহ ধায়
ছেলে আঁকড়িয়া বুকে,
ফ্যাল্‌ফ্যাল চায় ইতি উতি ধায়
কথা নাই কারো মুখে ;
সোনা কুশাসনে জড়ায়ে গোপনে
বিপ্র পালায় বড়ে,
যেতে তাড়াতাড়ি শ্রেষ্ঠীর ভুঁড়ি
ঝন্‌ঝন্‌ রবে নড়ে।
কাণ্ড দেখিয়া কোশল-সৈন্য
চোখ পাকালিয়া চায়,
রাজার হুকুমে দুহাত গুটায়ে
দাঁতে দাঁতে ঘসে হায়!

(দশম হল্‌কা)

হোথা বিরুধক বিরক্ত মনে
পাটলি হ্রদের কূলে
পল গণি' গণি' হয়েছে অধীর
ধবল-ছত্র-মূলে।
"জনহীন প্রায় হ'ল যে নগরী,
মন্ত্রী, এ কী বালাই,
এখনো যে দেখি মহানামনের
উঠিবার নাম নাই!
জ্বলে দেহ রাগে, কে জানিত আগে
বুড়ার এতটা দম?
ফেরফার কিছু নেই তো ভিতরে?—
সুড়ঙ্গে সংক্রম?—
ডুব দিয়ে কেউ দেখুক কি হ'ল,—
ফেরফার থাকে যদি
উচিত শাস্তি করিব বুড়ার,
রক্তে বহাব নদী।"
মনে মনে কয় মন্ত্রী—"তেমন
কিসে আর হবে সুখে,
লোক কই আর?—রক্ত-তৃষা কি
মিটাবে অলক্তকে?"

(একাদশ হল্‌কা)

পল গণি' গণি' প্রহর কেটেছে,—
না রে আর দেরী নয়,
কোনো কৌশলে ফাঁকি দিয়ে বুড়া
পালায়েছে নিশ্চয়।

পাটলির জল তোলপাড় করে
কোশল-রাজের লোক,
মহানামনেরে পাকড়া করিতে
নাকে মুখে লাগে জোঁক।
পাঁক তোলে আর আঁকুবাঁকু করে,
ঢোকে ঢোকে জল খায় ;
জলের তলায় কই সুড়ঙ্গ ?
কই বুড়া কই ? হায় !
সহসা ফুকারি' কহিল জনেক
"না না পালায নি কেহ,
শালের শিকড় আঁকড়িযা আছে
আড়ষ্ট মৃতদেহ।
ছল ক'রে বুড়া ডুবেছিল জলে,
বুড়ার কি কড়া জান,
জলের তলায মরিল হাঁপাযে
বাঁচাতে পরের প্রাণ।"
ক্রোধে চীৎকারি' কহে বিবুধক—
"ভাবি ভারি বাহাদুরী।
খাবি খেতে খেতে খল-পনা,—ম'রে
গিযে তবু জুযাচুরী।"

(দ্বাদশ হল্‌কা)

ক্লেশের মরণ বরণ করিযা
অমর হইল কারা ?
স্মৃতি-ছাযাপথ উজলি' জগৎ
তা'রা হ'যে আছে তারা !
মরণের সাথে করি মহারণ
হল মৃত্যুঞ্জয়,
দেশ-ভায়েদের আয়ু কে বাড়াল
নিজ আয়ু করি ক্ষয় ?
মানুষে মানুষে বিশ্বাস কার
প্রতি নিশ্বাসে বাড়ে ?
কার সংযম চরম সময়ে
যমের দণ্ড কাড়ে ?
কে ধর্ম্মিষ্ঠ স্বদেশনিষ্ঠ
ধর্ম্মের রাখি' মান
দেশের সেবায় করিল সহজে
নিজের জীবন দান ?

বীরের স্বর্গে অমল অর্ঘ্য
কারা পায় সব আগে?
মহানামনের মহা নাম জাগে
তা'-সবার পুরোভাগে।
শাক্যকুলের দ্বিতীয় সিংহ
বুদ্ধ সে গৃহবাসী—
আড়াই হাজার বছরেও ম্লান
নহে তার যশোরাশি।*

দূরের পাল্লা

ছিপ্‌খান্‌ তিন্‌-দাঁড়—
তিনজন্‌ মাল্লা
চৌপর দিন-ভোর
দ্যায় দূর-পাল্লা।

পাড়ময় ঝোপঝাড়
জঙ্গল,—জঞ্জাল,
জলময় শৈবাল
পান্নার টাঁকশাল।

কঞ্চির তীর-ঘর
ঐ চর জাগ্‌ছে,
বন-হাঁস ডিম তার
শ্যাওলায় ঢাক্‌ছে।

চুপ চুপ—ওই ডুব
দ্যায় পান্‌কৌটি,
দ্যায় ডুব টুপ টুপ
ঘোম্‌টার বউটি।

ঝক্‌ঝক্‌ কলসীর
বক্‌বক্‌ শোন্‌ গো,
ঘোম্‌টায় ফাঁক বয়
মন উন্মন্‌ গো।

তিন দাঁড় ছিপখান্‌
মন্থর যাচ্ছে,
তিন জন মাল্লায
কোন্‌ গান গাচ্ছে?

* * * *

রূপশালি ধান বুঝি
এই দেশে সৃষ্টি,
ধূপছায়া যার শাড়ী
তার হাসি মিষ্টি।

* রক্‌হিল-রচিত বুদ্ধ-চরিত অবলম্বনে।

মুখখানি মিষ্টি রে
চোখদুটি ভোম্‌রা
ভাব-কদমের—ভরা
রূপ দ্যাখো তোমরা।

ময়নামতীর জুটি
ওর নামই টগরী,
ওর পায়ে ঢেউ ভেঙে
জল হল গোখ্‌রী!

ডাক-পাখী ওর লাগি'
ডাক্‌ ডেকে হদ্দ,
ওর তরে সোঁত-জলে
ফুল ফোটে পদ্ম।

ওর তরে মন্থরে
নদ হেথা চল্‌ছে,
জলপিপি ওব মৃদু
বোল বুঝি বোল্‌ছে।

দুই তীবে গ্রামগুলি
ওব জয়ই গাইছে,
গঞ্জে যে নৌকো সে
ওর মুখই চাইছে।

আটকেছে যেই ডিঙা
চাইছে সে পর্শ,
সঙ্কটে শক্তি ও
সংসারে হর্ষ।

পান বিনে ঠোঁট রাঙা
চোখ কালো ভোম্‌রা,
রূপশালি-ধান-ভানা
বূপ দ্যাখো তোমরা।

* * * *

পান সুপারি! পান সুপারি!
এইখানেতে শঙ্কা ভারি,
পাঁচ পীরেরই শীর্ণি মেনে
চল্‌ রে টেনে বইঠা হেনে ,
বাঁক সমুখে, সাম্‌নে ঝুঁকে
বাঁয বাঁচিযে ডাইনে রুখে
বুক দে টানো, বইঠা হানো—
সাত সতেরো কোপ কোপানো।
হাড়-বেরুনো খেজুরগুলো
ডাইনী যেন ঝামর-চুলো
নাচ্‌তেছিল সন্ধ্যাগমে
লোক দেখে কি থম্‌কে গেল।

জম্‌জমাটে জাঁকিয়ে ক্রমে
রাত্রি এল রাত্রি এল।
ঝাপ্‌সা আলোয় চরের ভিতে
ফিরছে কারা মাছের পাছে,
পীর বদরের কুদ্‌রতিতে
নৌকো বাঁধা হিজল-গাছে।

আর জোর দেড় ক্রোশ—
জোর দেড় ঘণ্টা,
টান্ ভাই টান্ সব—
নেই উৎকণ্ঠা।

চাপ্ চাপ্ শ্যাওলার
দ্বীপ সব সার সার,—
বৈঠার ঘায় সেই
দ্বীপ সব নড়্‌ছে,
ভিল্‌ভিলে হাঁস তায়
জল-গায় চড়্‌ছে।

ওই মেঘ জম্‌ছে,
চল্ ভাই সম্‌ঝে,
গাও গান, দাও শিশ্,-
বক্‌শিশ্! বক্‌শিশ্!

খুব জোর ডুব্-জল,
বয় স্রোত্ ঝির্‌ঝির,
নেই ঢেউ কল্লোল,
নয় দূর নয় তীর।

নেই নেই শঙ্কা,
চল্ সব ফুর্ত্তি,—
বক্‌শিশ টঙ্কা,
বক্‌শিশ ফুর্ত্তি।

ঘোর-ঘোর সন্ধ্যায়,
ঝাউ-গাছ দুল্‌ছে,
ঢোল্-কল্‌মীর ফুল
তন্দ্রায় ঢুল্‌ছে।

লক্‌লক্ শর-বন
বক্ তায় মগ্ন,
চুপ্‌চাপ চার্‌দিক্—
সন্ধ্যার লগ্ন।

চারদিক্ নিঃসাড়্,
ঘোর-ঘোর রাত্রি,
ছিপ্-খান তিন্-দাঁড়,
চারজন যাত্রী।

জড়ায় ঝাঁঝি দাঁড়ের মুখে.
ঝাউয়ের বীথি হাওয়ায় ঝুঁকে
ঝিমায় বুঝি ঝিঁঝিব গানে—
স্বপন পানে পরাণ টানে।
তারায ভরা আকাশ ওকি
ভুলোয পেয়ে ধুলোব পবে
লুটিযে প'ল আচম্বিতে
কুহক-মোহ-মন্ত্র-ভবে!

* * * *

কেবল তারা! কেবল তারা!
শেযেব শিরে মাণিক পারা,
হিসাব নাহি সংখ্যা নাহি
কেবল তাবা যেথায চাহি।

কোথায এল নৌকোখানা
তারার ঝড়ে হই বে কাণা,
পথ ভুলে কি এই তিমিরে
নৌকো চলে আকাশ চিবে!

জ্বল্ছে তাবা, নিব্ছে তারা—
মন্দাকিনীব মন্দ সোঁতায়,
যাচ্ছে ভেসে যাচ্ছে কোথায
জোনাক যেন পন্থা-হারা।

তারায় আজি ঝামর হাওযা—
ঝামর আজি আঁধাব রাতি,
অগুন্তি অফুরান্ তাবা
জ্বালায যেন জোনাক্-বাতি।

কালো নদীব দুই কিনারে
কল্পতরুর কুঞ্জ কি রে?—
ফুল ফুটেছে ভারে ভারে—
ফুল ফুটেছে মাণিক হীরে।

বিনা হাওয়ায় ঝিল্মিলিযে
পাপ্ড়ি মেলে মাণিক-মালা;
বিনি নাড়ায় ফুল ঝরিছে
ফুল পড়িছে জোনাক-জ্বালা।

চোখে কেমন লাগ্‌ছে ধাঁধা—
লাগ্‌ছে যেন কেমন পারা,
তারাগুলোই জোনাক হল
কিম্বা জোনাক হল তারা।

নিথর জলে নিজের ছায়া
দেখ্‌ছে আকাশ-ভরা তারায়,
ছায়া-জোনাক আলিঙ্গিতে
জলে জোনাক দিশে হারায়।

দিশে হারায়, যায় ভেসে যায়
স্রোতের টানে কোন্‌ দেশে রে?–
মরা গাঙ আর সুর-সরিৎ
এক হয়ে যেথায় মেশে রে!

কোথায় তারা ফুরিয়েছে, আর
জোনাক কোথা হয় সুরু যে
নেই কিছুরই ঠিক ঠিকানা
চোখ যে আলা, রতন উ'ছে।

আলেয়াগুলো দপ্‌দপিয়ে
জ্বল্‌ছে নিবে, নিব্‌ছে জ্বলে',
উল্কোমুখী জিব মেলিয়ে
চাট্‌ছে বাতাস আকাশ-কোলে!

আলেয়া-হেন ডাক-পেয়াদা
আলেয়া হতে ধায় জেয়াদা,
একলা ছোটে বন বাদাড়ে
ল্যাম্পো-হাতে লক্‌ড়ি-ঘাড়ে,

সাপ মানে না, বাঘ জানে না,
ভূতগুলো তার সবাই চেনা,
ছুট্‌ছে চিঠি পত্র নিয়ে
রন্‌রনিয়ে হন্‌হনিয়ে।

বাঁশের ঝোপে জাগ্‌ছে সাড়া,
কোল্‌-কু'জো বাঁশ হচ্ছে খাড়া,
জাগ্‌ছে হাওয়া জলের ধারে,
চাঁদ ওঠেনি আজ আঁধারে।

শুক্‌তারাটি আজ নিশীথে
দিচ্ছে আলো পিচ্‌কিরিতে,
রাস্তা এ'কে সেই আলোতে
ছিপ্‌ চলেছে নিঝুম স্রোতে।

ফির্‌ছে হাওয়া গায় ফুঁ-দেওয়া,
মাল্লা মাঝি পড়্‌ছে থ'কে ;
রাঙা আলোর লোভ দেখিয়ে
ধর্‌ছে কারা মাছগুলোকে।

চল্‌ছে তরী চল্‌ছে তরী—
আর কত পথ ? আর ক'ঘড়ি ?
এই যে ভিড়াই, ওই যে বাড়ী,
ওই যে অন্ধকারের কাঁড়ি—

ওই বাঁধা-বট ওর পিছনে
দেখ্‌ছ আলো ? ঐ তো কুঠি,
ঐখানেতে পেঁছে দিলেই
রাতের মতন আজ্‌কে ছুটি।

ঝপ্‌ ঝপ্‌ তিনখান্‌
দাঁড় জোর চল্‌ছে,
তিনজন মাল্লার
হাত সব জ্বল্‌ছে

গুর্‌গুর্‌ মেঘ সব
গায় মেঘ-মল্লার,
দূর-পাল্লার শেষ
হাল্লাক্‌ মাল্লার।

হঠাতের হুল্লোড়

(বাউলের সুর)

(আমি) পাথার-জলে সাঁতার দিতে
পেয়েছি ভেলা!
হঠাৎ ? এ যে হঠাৎ!—এ যে—
হঠাতের খেলা।
হঠাৎ এল কাল্‌-বশেখী—
মৃত্যু-দারুণ, ভুল্‌ব সে কি,
(আবার) তেম্‌নি হঠাৎ টুট্‌ল কি মেঘ
(আলো) ফুট্‌ল গুলেলা।
(আমি) হঠাৎ পেলাম কৃপার কণা, ছিল না হেতু,
(হেরি) স্বর্গে আর এই মর্ত্ত্যে বাঁধা প্রেমেরি সেতু ;
হঠাৎ আমার ফুটল আঁখি,
উঠল গেয়ে অন্ধপাখী

(কালের) ঘেরাটোপের ঘনঘটায়
আজকে অবেলা।
(ওগো) হঠাতের ওই অমনি লীলায় দেখেছি আলো,
(কত) হঠাৎ চেয়ে চোখ ফেরেনি, বেসেছি ভালো,
হঠাতের এই ভরসা নিয়ে
(আমি) হর্ষে চলি বুক বাজিয়ে,
(ওগো) গর-হিসাবে মাণিক পেয়ে
(আমার) হিসাব হেলা।

মালাচন্দন

(কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে)

বাংলা দেশের হৃদ্-কমলে গন্ধ-রূপে নিলীন হ'য়ে ছিলে,
মূর্ত্তি কখন্ নিলে
কোন্ মাহেন্দ্র ক্ষণে।
ওগো কবি। তোমার আগমনে
নিখিল-হৃদয় উঠ্ল দুলে নূতন স্ফূর্ত্তি-ভরে,
কাননে ফুল ফুট্ল থরে থরে,
চাঁপার হ'ল তড়িৎকান্তি,
অশোক যেন আলোয় আলো করে।
ওগো চমৎকার!
উঠ্ল ভ'রে কানায় কানায় আনন্দে সংসার!
গুমোট্ কেটে বইল দখিন হাওয়া
পাথর-চাপা কপাল যাদের তুমি তাদের নিধি হঠাৎ-পাওয়া।
ওগো গন্ধরাজ!
একি পুলক বাজে তোমার ওই পরিমল-মণ্ডলের মাঝ!
স্বর্গে মর্ত্ত্যে একি আসা যাওয়া!
তুমি এলে, বইল যেন বোধন-বেলার হাওয়া!
হাজার পাখীর কূজন গানে শেষ অবসাদ কোথায় গেল ভেসে
বিস্মরণী লতায় ঘেরা কোন্ স্বপনের দেশে।

* * *

ছয় ঋতু গায় তোমার আগে ফুল-মুকুলে পল্লবিত পালা,
স্থবির স্থাবর জগৎ জাগে উচ্চকিত চক্ষে কি তার আলা ;
মৃত্তিকাময় পৃথ্বী-ছাড়া দূর গগনে কৃত্তিকা ছয় বোন
পীযূষ-ব্যথা বক্ষে নিয়ে হ'ল যে উন্মন
ধাত্রী তোমার হ'তে ;
হৃদয়-রসের সকল ধারা তোমায় ঘিরে বইল উছল স্রোতে ;

পান ক'রে তায়, স্নান ক'রে তায়,
দান ক'রে তায় দু'হাত ভ'রে ভ'রে
তৃষার্ত্ত প্রাণ সুধার ধারায়
দিলে সরস ক'রে।
সরস্বতীর হরষ-বীণায় স্পন্দ-রূপে লুকিয়ে ছিলে তুমি,
কোন্ উষসী জাগিয়ে দিল চুমি'—
তোমায় ওগো মঞ্জুগায়ন্ কবি,
ভালে কি তার এম্‌নিধারা চাঁপার দিনের চাঁপার বরণ রবি?
মূর্ত্তি ধ'রে সপ্তম রাগ উদয় হ'লে রাগ-রাগিণীর মেলায়,
বাঁশীতে বশ কর্‌লে বিশ্ব হেলায়।
তোমার গানের পেতে সুধার কণা
এল বনের হরিণ ধেয়ে, সাপ নোয়াল ফণা!

*　　　　*　　　　*

দূর-গগনে নিকট করে তোমার গানের আলো,
ভালোবেসে যে দীপ তুমি জ্বালো
অচেনারে চিনিয়ে সে দ্যায়, পরকে আপন করে,
তোমার হিয়ার চিন্তা-মণি-ঘরে
বিশ্ব-মানব জল্‌সা করে, ওঠে বিপুল পুলক-ভরা গীতি,
দুখের মূল্যে আনন্দ ক্রয় চল্‌ছে সেথা নিতি,
ছন্দে নাচে জন্ম-মরণ পতন-অভ্যুদয়
মিলিয়ে হাতে হাত,
ছন্দ-ছাড়া নয় সেথা কেউ নয়;
মন্ত্রে পূত রাখীর সূতায় সেথা সবাই মিল্‌ছে সবার সাথ।

বিশ্ব-নরের জীবন-যজ্ঞে দীপ্ত ভালে তারার তিলক এঁকে
চরুর পাত্র হাতে
উঠ্‌লে তুমি কবি :—
সকল হানাহানির ঊর্দ্ধ্বে থেকে
দৃষ্টি হানো নিশাচরের নৃশংস উৎপাতে
দিব্য পাবক ছবি!
তোমায় হেরে হাল্‌কা হ'ল চিরব্যথার জগদ্দলন শিলা,
অন্তরায়ণ-অন্তরালে বন্দীমনের শিকল হল ঢিলা!
অসুন্দরের শোধন তুমি, অসত্য আর অমঙ্গলের অরি!
তোমায় বরণ করি।
আশার গানে আলোর বানে সকল দিলে ভরি',
প্রাণের প্রভায় সংশয়েরি ঘুচালে শর্ব্বরী,
নূতন আলো দিলে, নূতন আঁখি,—
ঊর্দ্ধ্ব-শিকড় অধঃশাখা অশথ্‌-চারী পাখী!
মুগ্ধ হৃদয়—হারাই ভাষা—মূর্চ্ছি' পড়ে মন,
বনের পুলক ফুল দিয়ে তাই মনের পুলক কর্‌ছি নিবেদন।

প্রণাম তোমায় করছি অনুপ কবি!
যার হৃদয়ের মুকুর-আগে বিশ্বপতি দ্যাখেন বিশ্ব-ছবি
নিত্য দিনই নূতন রাগে নূতনতর ছাঁদে :—
চিত্তলোকে পুলক যে দ্যায়, নূতন আলোক পৌর্ণমাসী চাঁদে।

গিরিরাণী

আঁধার ঘরে বরষ পরে উমা আমার আসে,
চোখের জলে তবু এমন চোখ কেন গো ভাসে?
শরৎ-চাঁদের অমল আলোয় হাসে উমার হাসি,
জাগায় মনে উমার পরশ শিউলি-ফুলের রাশি ;
উমার গায়ের আভা দেখি সকাল-বেলার রোদে,
দেখ্‌তে দেখ্‌তে সারা আকাশ নয়ন কেন মোদে!
উৎসুকী মন হঠাৎ কেন উদাস হয়ে পড়ে,
শরৎ-আলোর প্রাণ উড়ে যায় অকাল মেঘের ঝড়ে।
বরণ-ডালার আলোর মালার সকল শিখা কাঁপে ;
রোদন-ভরা বোধন-বেলা ; বুক যে ব্যথায় চাপে।
উদাস হাওয়া হঠাৎ আমার মন টানে কার পানে,
হাসির আভাস যায় ডুবে হায় নয়ন-জলের বানে।
বছর পরে আস্‌ছে উমা বাজ্‌ল না মোর শাঁখ,
উমা এল, হায় গিরিবর, কই এল মৈনাক?

কই এল বীরপুত্র আমার, কই সে
অত্যাচারের মিথ্যাচারের শত্রু উদারমতি,
কাট্‌তে পাখা পারেনি যার বজ্র তীক্ষ্ণধার,
পাখ্‌না মেলে মায়ের কোলে আস্‌বে না সে আর?
বিধির দত্ত বিভূতি যে রাখ্‌লে অটুট্ একা,—
নির্ব্বাসনে কর্‌লে বরণ,—পাব না তার দেখা?
সে বিনা, হায়, শূন্য হৃদয়, শূন্য এ মোর ঘর,
ছিন্নপাখা শৈলকুলের কই সে পক্ষধর?
আজ্‌কে সে হায় লুকিয়ে বেড়ায় কোন্ সাগরের তলে,
মাথার পরে আট পহরে কী তার তুফান চলে!
হারিয়েছে সে স্বৈরগতি, অব্যাহতি নাই,
স্বভাব-স্বাধীন কাটায় যে দিন বন্ধনে একঠাঁই।
কন্যা দিয়ে দেব্‌তা-জামাই বেঁধেছিলাম আমি,
কি ফল হ'ল? চোখের জলে কাটাই দিবসযামী।
'দেবাদিদেব' কয় লোকে তায়, কেউ বলে তায় 'শিব',—
তাঁর বরে হায় হ'ল মোদের ব্যথাই চিরঞ্জীব!

যম-যাতনা হ'ল স্থায়ী শিবকে জামাই পেয়ে,
সোৎ বছরে তিনটি দিনের অতিথ হ'ল মেয়ে ;
ছেলে হ'ল পর-চেয়ে দূর—এ দুখ কারে কই ?
হারিয়ে ছেলে হারিয়ে মেয়ে শূন্য ঘরে রই।
উমার বিয়ের রাত থেকে আর সোয়াস্তি নেই মনে,
রাত্রি দিনে জল না শুকায় এ মোর দু'নয়নে।

* * * *

মৈনাকেরি মৌন শোকে মন যে ম্রিয়মাণ ;
বোধন-বেলার শানাই বাজে,—কাঁদে আমার প্রাণ।
কত দিনের কত কথা মনের আগে আসে,
জলে-ছাওয়া ঝাপ্‌সা চোখে স্বপ্ন সমান ভাসে।
মনে পড়ে মোর আঙিনায় বর-বিদায়ের রথ,
সাব দিয়ে খান 'সু-কৃতি' ভোজ তিন কোটি পর্ব্বত।
ভোজের শেষে হঠাৎ এসে খবর দিল চরে,—
'হেম-সুমেরুর হৈমচূড়া ইন্দ্র হরণ করে।'
উঠ্‌ল রুষে বজ্রললাট শৈল কুলাচল,
পড়্‌ল ডঙ্কা যুদ্ধ লাগি', তিন কোটি চঞ্চল।
বিদায় ক'রে গৌরী-হরে মন্ত্রণা সব করে
বাদল-ঘেরা মেঘের ডেরা মেঘ-মণ্ডল ঘরে।
"বিধাতারে জানাও নালিশ," স্থাবর গিরি কয়,
কেউ বলে "বৈকুণ্ঠে জানাও।" লাখ বলে "নয়, নয়,
কাঁদ্‌তে মানের কান্না যেতে চাইনে কারু কাছে,
ইজ্জতে ভাই রাখ্‌তে বজায় বল বাহুতেই আছে।
কর্‌ব যুদ্ধ, নেইক শ্রদ্ধা আর বাসবের পরে,
পাশব বলে বলী বাসব বুঝেছি অন্তরে।"
হঠাৎ শুনি নারদ মুনি আসেন দ্রুতপায়,
যুদ্ধ সুসাব্যস্ত হ'ল মুনির মন্ত্রণায়!

আজো যেন শুন্‌ছি কানে হাজার গলার মধ্যে থেকে,
মৈনাকেরি কিশোর কণ্ঠ ছাপিয়ে সবায় উঠ্‌ছে জেগে ;
বল্‌ছে তেজী "কিসের শান্তি? চাইনে শান্তি স্পষ্ট কহি,
দেবতা হলে দস্যু কি চোর আমরা হব দেবদ্রোহী।
সুমেরু কোন্ দোষের দোষী? সর্ব্বভূতের হিতৈষী সে।
ইন্দ্র যে তার নিলেন সোনা—ন্যায় আচরণ বল্‌ব কিসে?
দেব্‌তা হলেও চোর অমরেশ, হরণ তিনি করেন ছলে,
'বৃহৎ চৌর্য্য প্রায় সে শৌর্য্য'—এমন কথা চোরেই বলে,
কিম্বা বলে তারাই যারা বিভীষিকায় ভক্তি করে—
চোর সে যদি হয় জোরালো তারেই পূজে শ্রদ্ধা-ভরে।
শ্রদ্ধেয় যে নয়কো জানি আমরা শ্রদ্ধা কর্‌ব না তায়,
স্বর্গপতির বজ্রভয়ে মাথা নত কর্‌ব না পায় ;

হেম-সুমেরুর হৃত সোনা দেবো নাকো হজম হ'তে,
পাহাড় মোরা তিন কোটি ভাই কর্‌ব লড়াই বিধিমতে।"

* * * *

আকাশ জুড়ে বিপুলবপু উড়্‌ল পাহাড় ক্রোধ—
ধরার উপগ্রহের মালা উল্কা হেন ঘোর।
অন্ধ ক'রে সূর্য্য ওড়ে বিন্ধ্য বসুমান্‌,
ধবল-গিরির ধবলিমায় চন্দ্রমা সে ম্লান,
তীর-বেগে ধায় ক্রৌঞ্চপাহাড় ক্রৌঞ্চ-কুলের সাধ,
নীল-গিরি নীলকান্তমণির নির্ম্মিত ঠিক চাঁদ,
উদয়গিরি অস্তগিরি উড়্‌ল একত্তর,
মাল্যবান্‌ আর মলয়গিরি ছায় নভ-চত্বর.
চন্দ্রশেখর সঙ্গে মহা-মহেন্দ্র পর্ব্বত—
লোমকূপে লাখ্‌ ঋষি নিয়ে উড়্‌ল যুগপৎ।
সবার আগে চল্‌ল বেগে শৈল-যুবরাজ
মৈনাক মোর,—ফেল্‌তে মুছে শৈলকুলের লাজ।

* * * *

আজো আমি দেখ্‌ছি যেন দেখ্‌ছি চোখের পর
দিকে দিকে দিক্‌পালেরা লড়্‌ছে ভয়ঙ্কর।
মেঘের বরণ মহিষ-বাহন যুদ্ধ করেন যম,
অগ্নি যোঝেন রক্তচক্ষু নিঃস্নেহ নির্ম্মম।
চোরাই সোনার কুমীর হোথা লড়েন কুবের বীর—
সাঁজোয়া সোনার, সোনার খাঁড়া, সোনার ধনুক তীর।
পবন লড়েন উড়িয়ে ধূলো অন্ধ ক'রে চোখ,
নির্ঝতি নীল বিষ প্লাবনে ধ্বংসিয়ে তিন লোক।
সৃষ্টিনাশা যুদ্ধ চলে, আর্ত্ত চরাচর,
আচম্বিতে দিগ্‌বারণে আসেন পুরন্দর।
হেঁকে বলে বজ্রকণ্ঠে মাহুত মাতলি—
"প্রলয়-বাদী তোম্‌রা পাহাড় নেহাৎ বাতুলই।
বিধির সৃষ্টি কর্‌বে নষ্ট? এই কি মনের আশ?
বিপ্লবে সব ডুবিয়ে দেবে? কর্‌বে সর্ব্বনাশ?
ইন্দ্র-দেবের শাসন-প্রথার কর্‌বে অমান্য?—
প্রতিষ্ঠা যার বজ্রে,—ও যা পরম প্রামাণ্য?"
রুষ্টভাষে কয় আকাশে মহেন্দ্র পর্ব্বত,—
"চোরের উকীল! আমরা মন্দ, তোমরা সবাই সৎ!
লোভান্ধ ওই ইন্দ্র তোমার হরেন পরের ধন,
পরের সোনা হজম ক'রে করেন আস্ফালন।
বৃহৎ চোরের আস্ফালনে টল্‌ছে না পাহাড়,
ধর্ম্মনাশা ধর্ম্ম শোনাস্‌ যায় জ্ব'লে যায় হাড়!
পরস্ব নিশ্চিন্ত মনে, ইন্দ্র, কর ভোগ,
তার প্রতিবাদ কর্‌লে বোঝো—এ যে বিষম রোগ!

যার ধন তার ভারি কসুর, ফিরিয়ে নিতে চায়,
বিপ্লবে আর বাকী কিসে ?—বজ্র হানা যায়।
আর তবে বিলম্ব কেন ? বজ্র হানো, বীর!
তাড়শে সাম্রাজ্য-পদের গর্ব্বে বাঁকা শির!
বিধান-কর্ত্তা! বিধান ভাঙো, জানাও আবার রোষ!
তোমার কসুর নয় সে কিছুই, পরের বেলাই দোষ।
নেই মোটে ন্যায়ধর্ম্ম কিছুই, ছল আছে আর জোর,
বল্‌ছি স্পষ্ট, ইন্দ্র নষ্ট, ইন্দ্র সবল চোর!"

* * * *

হঠাৎ গর্জ্জে উঠ্‌ল বজ্র ঝল্‌সিয়ে ব্যোম্‌পথ,
পড়্‌ল মর্ত্ত্যে ছিন্নপাখা মহেন্দ্র-পর্ব্বত।
পড়্‌ল বিন্ধ্য যোজন জুড়ে, পড়্‌ল গোবর্দ্ধন,
হারিয়ে গতি পঙ্গু পাহাড় পড়্‌ল অগণন,
গ্রহতারাব মতন যারা ফির্‌ত গো স্বাধীন
গরুড় সম অসঙ্কোচে ফিব্‌ত নিশিদিন
অচল হ'তে দেখ্‌ল তাদের, আমার দু'নয়ন ,
দেখাব বাকী ছিল তবু, তাই হ'ল দর্শন—
হর্ষ-বিষাদ-মাখা ছবি—বীরত্ব পুত্রেব—
উদ্যত বজ্রাগ্নি-আগে দীপ্তি সেই মুখেব।
ঐরাবতে মাথায হেনে পাষাণ করবাল
শ্যেনেব বেগে ডুবল জলে আমাব সে দুলাল!
বজ্র নাগাল পেলে না তার,—মিলিযে গেল কোথা,
মূর্চ্ছা-শেষে দেখনু কেবল বয সাগরের সোঁতা!

* * * *

সেই অবধি চোখের আড়াল, চোখের মণি পব ;
পাখ্‌না দুটো যায়নি কাটা এই যা সুখবর।
ন্যায-ধবমের মর্য্যাদা মান রাখ্‌তে গেল যারা
হার মেনে হায লাঞ্ছনা সয, হেঁটমুখে রয তারা!
ইন্দ্র নিলেন পবের সোনা—সেই করমেব ফলে
আমার মাণিক হারিয়ে গেল অতল সিন্ধুজলে।
কুক্ষণে কাব হয় কুমতি বোয সে বিষের লতা,
ফল খেযে তার পান্থপাখী লোটায় যথাতথা।
কোথায় পাপের সূত্র হ'ল—উঠ্‌ল ঝোড়ো হাওযা,—
দিন-মজুরের উড়্‌ল কুঁড়ে বুকের বলে ছাওয়া।
কোথায় লোভের ঘৃণ্য শোলুই জন্মাল কার মনে,—
সাপ হ'যে সে জড়িযে দিল লোক্‌সানে কোন্‌ জনে!
ডুবে গেলাম, ডুবে গেলাম, ডুবে গেলাম আমি,
নয়নজলের নুন-পাথারে তলিয়ে দিবস-যামী।

* * * *

সবে আমার একটি মেযে, শ্মশানে তার ঘর ;
ছেলেও আমার একটি সবে, তাও সে দেশান্তর,

লুকিয়ে বেড়ায় চোরের মতন বড় চোরের ভয়ে।
কেমন আছে? কে দেবে তার খবর আমায় ক'য়ে?
হাওয়ার মুখেও বার্ত্তা না পাই ইন্দ্রদেবের দাপে ;
পাখী বলো, পবন বলো, সবাই ভয়ে কাঁপে।
যুগের পরে যুগ চ'লে যায় পাইনে সমাচার,
আছ্‌ড়ে কাঁদে পাষাণ হিয়া, হয় না সে চুর্‌মার।
ভাব্‌নাতে তার হায় গিরি সব চুল যে তোমার সাদা,
উমার আগমনেও হৃদয শূন্য যে রয আধা।
প্রবোধ কাবা দ্যায আমারে আগমনীর গানে?
যে এল না তারি কথাই কাঁদায আমাব প্রাণে।

যুগেব পরে যুগ চ'লে যায কঙ্কালে কাল শিকল গাঁথে,
চোরাই সোনায তৈরী পুরী ভোগ করে রাক্ষসের জাতে।
রক্ষকুলে উদয হ'ল ইন্দ্রজযী দারুণ ছেলে
তাও দেখেছি চক্ষে ; তবু সান্ত্বনা হায় কই সে মেলে ;
দেখেছি মেঘনাদেব শৌর্য্য,—হে'ট বাসবের উচ্চ মাথা!
হারিযে পূজা শক্র ধবেন শাক্যমুনির মাথায় ছাতা!
লেখা আছে এই পাষাণীর পাষাণ-হিযাব পটে সবই,
হযনি তবু দেখাব অন্ত দেখ্‌ব বুঝি আবেক ছবি।—
ব'সে আছি শৈল-গেহে এক্‌লা আমার বিজন বাসে
জাগিযে এ মোর মাতৃহিযা ইন্দ্রপাতেব সুদূ্‌ব আশে।
ব্যর্থ কভু হবে না এই আর্ত্ত হিযাব তীব্র শাপ—
তার তুষানল—মনস্তাপে, দ্যায যে বৃথা মনস্তাপ।
মাতৃহিযায দুঃখ দিলে জ্বল্‌তে হবে—জ্বল্‌তে হবে,
স্বর্গে মর্ত্ত্যে রাজা হলেও আসন 'পবে টল্‌তে হবে।
অভিশাপেব ভস্ম-পুতুল বিবাজ কব সিংহাসনে,
নিশ্বাসেবও সইবে না ভর, মিশ্‌বে হঠাৎ স্বপ্ন সনে।

ইন্‌সাফ্‌

ডঙ্কা নিশান সঙ্গে লইযা
লস্কর অফ্‌বান্‌
রাজ্য-পরিক্রমায় চলেন
সুল্‌তান্‌ বুল্‌বান্‌।
স্নিগ্ধ নয়নে প্রসাদ-সত্র
প্রতাপ-ছত্র-মাথে
চলেছেন বাজা; দিল্লী নগরী
চলে যেন তাঁর সাথে।

সাথে সাথে চলে উর্দ্দু-বাজার,
হাজার হাজার হাতী,
চলেছে জোয়ান পাঠ্‌ঠা পাঠান
হাতে নিযে ঢাল কাতী।
বল্লম-ধারী চলে সারি সারি
ফলায় আলোক জ্বলে,
প্রজার নালিশ শুনিযা ফেরেন
মালিক সদলবলে।
কত সাজা কত শিরোপা বিতরি'
নগরে নগরে, শেষে
হাওদা নড়িল, ছাউনি পড়িল
বদাউন্‌পুরে এসে।
দিল্লীপতির প্রিয়পাত্র সে
বদাউন্‌-সর্দ্দার,
নগরী সাজিল নাগরীর মতো
ইসারায যেন তার।
কোথাও দুঃখ নাই যেন, কোনো
নাইক নালিশ কারু,
দুনিযা কেবল ঢালা মখ্‌মল
চুম্‌কির কাজে চারু।
আতর গোলাব আর কিংখাব
যেন বদাউন্‌পুরে
রাজপুরুষের প্রসাদে প্রজার
হযেছে আটপহুরে।
ভোজে আর নাচে কুচে ও কাওযাজে
কাটে দিন মৃগযায,
লোক খাসা অতি বদাউন-পতি
সন্দেহ নাই তায।
বিশ্রামে বিশ্রম্ভ-আলাপে
কাটে দিন কোথা দিযে,
রাজ-অতিথির বিদাযের দিন
ক্রমে আসে ঘনাইয়ে।
বদাউন-বনে সেবারের মতো
শিকার করিয়া সারা
দঙ্গল ফিরে সুল্‌তান্‌সহ
উল্লাসে মাতোয়ারা।
সঙ্গে চলেন বদাউন্‌-পতি
করিযা তূর্য্যনাদ,
সহসা কে নারী উঠিল ফুকারি'
"সুল্‌তান! ফরিয়াদ!"

চমকি চাহিয়া বদাউন-পতি
বক্‌বক্‌ মিঞা কন্‌—
"দেওয়ানা! দেওয়ানা! হটাও উহারে,
কি দ্যাখো সিপাহীগণ।"
সুল্‌তান্‌ কন—"না, না, আনো কাছে,
কি আছে নালিশ, শুনি।"
প্রমাদ গণিয়া আড়ে চায় যত
ওম্‌রাহ বদাউনী।
শাহান্‌শাহের হুকুমে সিপাহী
কাছে গেল জেনানার,
আঁখি বিস্ফারি' কাছে এল নারী
বাদ্‌শাহী হাওদার।
"কিবা ফরিয়াদ? কহ ফরিয়াদী,
নালিশ কাহার পরে?"
"ভয়ে কব? কিবা নির্ভয়ে প্রভু!"
পুছে সে যুক্তকরে।
"নির্ভয়ে কও!" বলেন হাকিম।
নারী কয় ঋজুকায়া—
"হত্যাকারীরে সাজা দাও, প্রভু!
জগৎপ্রভুর ছায়া!
স্বামীরে আমার হত্যা করেছে
বদাউন-সর্দার,
এই মাতালের কোড়ার প্রহারে
জীবন গিয়েছে তার।"
"কে তোর সাক্ষী, মিথ্যাবাদিনী,
কে তোর সাক্ষী, শুনি?"
"ধর্ম্মের প্রতিনিধি এসেছেন,
বুঝে কথা কও, খুনী!
সাক্ষী খুঁজিছ? সাক্ষী আমার
সারা বদাউন-ভূমি,
সাক্ষী আমার ওই কালামুখ,
আমার সাক্ষী তুমি।
সাক্ষী, তোমারি ভৃত্য, যাহারে
গিলেছে পাষাণ-কারা,
আমার সাক্ষী রাজপুরুষেরা
নালিশ নিলে না যারা।"
বজ্রদীপ্ত যুগল চক্ষে
সুল্‌তান্‌ বুল্‌বান্‌
চর-পরিষদ্‌-পতিরে করেন
সঙ্কেতে আহ্বান।

নিভৃতে তাহারে কি কহিল নৃপ,
নিমেষে ছুটিল চর,
নিমেষে আসিল কয়েদখানার
সাক্ষীরা তৎপর।
আসিল কোবান, সাক্ষী-জবান্-
বন্দী হইল পাকা,
সাক্ষ্য-প্রমাণ বাক্য নারীর,
নয় মিছে, নয় ফাঁকা।
বচন-দক্ষ মিথ্যা পক্ষ
হেরে গিয়ে হ'ল রূঢ়,
বর্ব্বরতায় গর্ব্বের বেশে
জাহিব করিল মূঢ়
ঘৃণায় বক্র ভুরু ভূপতির.
নয়নে আগুন জ্বলে,
হুকুমে লুটাল বক্‌বক্‌ খাঁর
উষ্ণীষ ধূলিতলে।
ঘোড়া ছেড়ে রাজপথে দাঁড়াইল
বদাউন-সর্দ্দার,
হাতে পায বেঁধে শিকল. সিপাহী
কেড়ে নিল তলোয়াব।
কোড়া নিযে এল কোড়া-বর্দ্দার
বাদ্‌শাহী ইঙ্গিতে,
বজ্র-কঠোর স্ববে বাদ্‌শার
অপরাধী কাঁপে চিতে।
"দোষী সর্দ্দার. ভুল নাই আর.
দোষীর শাস্তি হবে,
রাজার প্রতিভূ রাজার সুনাম
ঢেকেছে অগৌরবে।
রাজপুরুষেরা প্রজারে বাঁচাবে
চোর-ডাকাতের হাতে,
কে বলো প্রজাবে রক্ষিবে রাজ-
পুরুষের উৎপাতে?
রক্ষক যদি হয় ভক্ষক
কে দিবে তাহারে সাজা?
রাজপুরুষের রাহু-ক্ষুধা হ'তে
প্রজারে বাঁচাবে?—রাজা।
এই তো রাজার প্রধান কর্ম্ম,
এ বিধি সুপ্রাচীন,
এই ধর্ম্মের করিব পালন.
মানিব না ধনী দীন।

গরীবের প্রাণ, আমীরের প্রাণ,—
সমান যে জন জানে,
সর্দ্দারী তারি—সুলতানী তারি—
দুনিয়ার মাঝখানে ;
গরীবের প্রাণ তুচ্ছ যে মানে
অরি তার ভগবান্ ;
কোড়ার প্রহারে প্রাণ যে নিল, সে
কোড়াতেই দিবে প্রাণ।
আব যারা আজ মুলুকের তাজ
রাজার নিয়োগ পেযে,
ছোটোব নালিশ তোলে নাই কানে
বড়দের মুখ চেয়ে,
খুনের খবর গুম্ ক'রে যাবা
রেখেছে রাজার কাছে,
খুনীর দোসব শযতান তারা,—
দাও ঝুলাইযা গাছে।
বে-ইমানী সনে রফা ক'রে চলা
জানে না মুসলমান,
কাজে আজ করে সে কথা প্রমাণ
দুনিযায় বুলবান্।
বলবান্ ব'লে খুনীর খাতির ?
হবে না ; হবে না মাফ্,
কসুর করিলে পুরা পাবে সাজা—
এই মোর ইনসাফ্।"

রাজপুজা

রাজার নিদেশে শিল্পী রচিছে দেউল কাঞ্চীপুরে,
পরশে তাহার শিলা পায প্রাণ কাঞ্চন-প্রায স্ফুবে।
মঞ্চের পরে বসি' তন্ময মূর্ত্তি-মেখলা গড়ে,
তার প্রতিভায় পৃথিবীর গায় স্বর্গেব ছাযা পড়ে।
ইন্দ্র, ববুণ, অগ্নি, ঈশান রূপ ধবে ধ্যানে তাব—
প্রাণের নিভৃত ভবি' তারি যত দেবতার অবতার।'
পুষ্পিযা ওঠে কঠিন পাষাণ পবশ তাহাব লভি',
শিল্পীর রাজা গুণী গুণবাজ স্ফটিক-শিলার কবি।
অমৃতকুণ্ডে ডুবায়ে সে বুঝি ছেদনী-হাতুড়ি ধরে,
অবৃপেরে রূপ দেয় অনায়াসে অলখ-দেবের ববে।
তার নির্ম্মাণ সৃজন-সমান, বিস্ময় লাগে ভারি,
চমৎকাবের মহলের চাবি জিম্মায় আছে তারি।
শিলার স্বর্গে বসি' মশগুল্ যশের মালা সে গাঁথে,
শিষ্য একাকী পিছনে দাঁড়ায়ে পান-বাটা লয়ে হাতে।

আর কারো নাই প্রবেশাধিকার তার সে কর্ম্মশালে,
স্তম্ভারণ্যে তপোবন রচি' প্রাণের আরতি ঢালে।
ছেনী দিয়ে কাটে, সারাবেলা খাটে, স্বপ্নাবিষ্ট জাগি',
মাঝে মাঝে হাত বাড়াইয়া পিছে তাম্বূল লয় মাগি'—
ফিরে তাকাবার অবসর নাই, দীর্ঘদিবস ধরি'
আদ্‌রার গায়ে আদর মাখায়ে রচে স্বর্গের পরী!
সহসা কি করি' হাতের হাতুড়ি ঠিকরি পড়িল নীচে,
দোস্‌রা হাতুড়ি নিতে তাড়াতাড়ি শিল্পী চাহিল পিছে।
পিছে চেয়ে গুণী ওঠে চমকিয়া বিস্ময়ে আঁখি থির—
তারি ডিবা হাতে কাণ্ডী-নরেশ দাঁড়ায়ে মুকুট-শির!
"একি! মহারাজ!" কয় গুণবাজ, "অপরাধ হয় মোর,
দিন্ মোরে দিন্ প্রভুরে কি সাজে?" রাজা কন্ "দিন-ভোর
এমনি দাঁড়ায়ে আছি ডিবা হাতে, জোগায়েছি তাম্বূল,
দেখিতে তোমার সৃজন-কর্ম্ম, পাথরে ফোটানো ফুল,
তন্ময় তুমি পাও নাই টের, কখন এসেছি আমি,
মোর ইঙ্গিতে কখন যে তব শিষ্য গিয়েছে নামি',
কাজের ব্যাঘাত পাছে ঘটে ভেবে ডিবাটি লইয়া চাহি'
শিষ্যকৃত্য করেছি গুণীর হ'য়ে করঙ্ক-বাহী।"
রাজার বচন শুনি লজ্জায় গুণী কহে জানু পাতি'
"মার্জ্জনা কর দাসেরে, হে প্রভু, কাজের নেশায় মাতি'
অজানিতে আজ ঘটায়েছে দাস রাজার অমর্য্যাদা,
সাজা দিন্ মোরে।" রাজা কন্, "গুণী, তব গুণে আমি বাঁধা,
ওঠ গুণরাজ! আমি পাই লাজ, তোমারে কি দিব সাজা,
বিধির সৃজন-বিভূতি-ভূষিত তুমি সে প্রকৃত রাজা।
মরণ-হরণ কীর্ত্তি তোমার, মোর সে ক্ষণস্থায়ী,
আমি প্রভু শুধু নিজের রাজ্যে, বাহিরে প্রভুতা নাহি।
রাজপূজা তব ভুবন জুড়িয়া, প্রভাব দুর্নিবার,
রাজাধিরাজেরও ভক্তি-অর্ঘ্য, গুণী, তব অধিকার।"

পাতিল-প্রমাদ

বা

প্রসহ্য প্রতিবাদ

আমরা কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইনু সবে,
বর্ণ-গর্ব্ব রাখিব পণ ;—
এই চিঁড়ে-ফলারিয়া চিঁড়িতন আর
ইক্ষু-দাঁতন ইস্কাবন!

	পাতিলের বিল নাকচ বাতিল
	করিব আমরা পষ্ট কই,
	হরবোলা-গাঁই হরতন মোরা,
	মোরা হেঁজিপেঁজি মোটেই নই!
দ্যাখ	তাসের মতন মোরা চারি জাতি,
	আমরা সবাই জ্যান্ত তাস,
	তাসের কেল্লা সাকিন্, রয়েছি
	ভয়ে ভয়ে পাছে লাগে বাতাস!
	অঘরে অজাতে বিয়ে হবে নাকি?
	ছি ছি শুনে লাজে মরিয়া যাই!
	তাতে যে বর্ণসংকর হয়
	গীতাকার ব্যাস বলেছে ভাই!
	বলেছে মৎস্যগন্ধার ছেলে
	অজাতে অঘরে বিবাহ নয়,
	সত্যবতী ও জাম্ববতীরে
	ধামা-চাপা দিয়ে গাও রে জয়!
(কোরাস)	ড্যাডাং ড্যাং ড্যাডাং ড্যাং
	Inter-caste marriage hang!
	পাতিল-বিল বাতিল—এই
	ছ্যাডাং ড্যাং ড্যাডাং ড্যাং!
হো হো,	পাতিলের বিল করিতে বাতিল
	উদয় হয়েছি আমরা হে,
এই	তামাটে ও মেটে ভুসুটে পাঁশুটে
	কুচ্‌কুচে কালো জাম্‌বা হে!
ছি ছি	ভিন্ন বর্ণে বিয়ে কভু হয়?
	বধির হও রে কর্ণ উঃ!
আরে	বিয়ে হয় না'কো, বিয়ে হয় না'কো,
	নিকে হয় অসবর্ণ হুঃ!
দ্যাখ	উচ্চবর্ণ আমরা বেজায়,
	আমরা দেশের ভরসা তাই,
শুধু	কলিকাল ব'লে রংটা রেতর,
একটু	কলি দিলে হ'ব ফর্সা ভাই।
(কোরাস)	ড্যাডাং ড্যাং ড্যাডাং ড্যাং
	Inter-caste marriage hang!
	পাতিল-বিল বাতিল—এই—
	ছ্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং!
দ্যাখ	জম্বুদ্বীপে বাস ক'রে হ'ল
	জামের মতন জেল্লাটা হে!

মোদের Arctic Homeএ ফিরে যদি যাই,
মেরে দিই তবে কেল্লাটা হে!
শুধু জাম খেয়ে রঙে জাম্‌ড়ো পড়েছে,
নইলে আর্য্য আমরা খাঁটি ও সাঁচ্চা,
তাই প্রতি পরিবারে চাতুর্ব্বর্ণ্য
কিবা কালো, ধলো, ব্লু, ব্রাউন্ বাচ্ছা!
তবে রঙের বড়াই কর একজাই,
কৃষ্ণচর্ম্ম শর্ম্মা জাগো!
খেঁটে খুন্তি-কলমে লেখ বক্তৃতা,
সাড়ে-সাতান্ন ফর্ম্মা দাগো।
দ্যাখ রঙে আছি মোরা রঙের গোলাম—
রঙের টঙের সঙের পাঁতি,
রঙে আছি, তাই টঙে ব'সে আছি,
কেউ বা কাগ্‌জী কেউ বা পাতি।
কেউ বা মাচায়, কেউ বা তলায়,
কেউ ঘেঁষাঘেঁষি, কেউ তফাতে,
সব সঙই যদি টঙে ভিড় করে
ধপাৎ হবে যে অধঃপাতে।

(কোরাস) ড্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং
Inter-caste marriage hang!
পাতিল-বিল বাতিল—এই—
ছ্যাডাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং!

দ্যাখ সতীদাহ রদ, বিধবা-বিপদ্
বাধিয়ে তো ডেকে এনেছ ফাঁড়া,
বাস্ রহিত-গোত্র রুইতন বলে
রঙের এ টঙে দিয়ো না নাড়া।
দ্যাখ ভেস্তে দিয়ো না রঙের খেলাটা,
ফেলো না'কো দেখে হাতের তাস,
(কিন্তু সনাতন হরতনের টেক্কা?—
আরে! কোথা গেল? সর্ব্বনাশ!)
আহা গুলিয়ে দিয়ো না, রোসো বাপু, রোসো,
ওই যে চিঁড়ের তিরির গায়—
দ্যাখ লেখা আছে হরতনের টেক্কা;
আর ভয় মোরা করি কাহায়?
তবে ভেঁজে নাও তাস, বাস্ ভায়া বাস্,
লম্বা টিকিতে লাগাও মাঞ্জা,
মোদের সেট্‌ভাঙা তাস, কোরো না'কো ফাঁস,
ক'সে খেলো,—হবে ছক্কা পাঞ্জা!

(কোরাস)	ড্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং Inter-caste marriage hang ! পাতিল-বিল বাতিল—এই— ছ্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং।
দ্যাখ	অ-আ-ই উ বলি হাই যদি খালি তোলা যায় স্বরবর্ণেতে, টিক্‌টিকি তবে কি করিতে পারে?— তোলে না ত কেউ কর্ণেতে।
কিন্তু	স্বরে ব্যঞ্জনে ঝঞ্ঝাট যাই বাক্যের হয় সৃষ্টি গো,
অমনি	অর্থেরও খোঁজ প'ড়ে যায়, পড়ে আইনেরও খবদৃষ্টি গো,
তাহে	ফ্যাসাদের পর ফ্যাচাঙ্ আসিয়া করয়ে সমাচ্ছন্ন হে, এর হেতুটা কি জানো?—স্বরে-ব্যঞ্জনে বিবাহটা অসবর্ণ যে!
(কোরাস)	ড্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং Inter-caste marriage hang ! পাতিল-বিল বাতিল—এই— ছ্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং!
দ্যাখ	বর্ণধর্ম্মে করি' অবহেলা দেবতারও নাহি অব্যাহতি,
হেঁ হেঁ	ফ্যাল্‌ফ্যালাইয়া কি দেখিছ বাপু? বোসো ঐখানে শুনিবে যদি।
ঐ	ঘুঁটিঙের চুন চেয়ে সাত গুণ রং ছিল মহেশের সাদা রে!
তিনি	করিলেন বিয়ে হলুদ-বরণা উমারে,—গ্রহের ফের দাদা রে!
তাহে	কি যে অঘটন ঘটিল, শ্রবণ কর যদি থাকে কর্ণ, আহা!
হল	পার্ব্বতীসুত লম্বোদর চুনে-হলুদিয়া বর্ণ তাহা!
(কোরাস)	ড্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং Inter-caste marriage hang ! পাতিল-বিল বাতিল—এই— ছ্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং!
দ্যাখ	ছাপাখানা হয়ে ছত্রিশ জাতে শাস্ত্র বেবাক পড়িছে হায়,

নাই পেয়ে পেয়ে অলপ্পেয়েরা
    মাথায় ক্রমশঃ চড়িতে চায়!
আহা — ভালো ছিল যবে শাস্ত্র শিকায়,
    ধর্ম্ম ছিলেন টিকিতে ভোঃ!
এখন — ছোট মুখে শুনি বড় বড় কথা,
    তর্কে না দ্যায টিকিতে, ওঃ!
আরে — শাস্ত্র-তর্ক তোরা কি জানিস্?
    ভাবি দেখি আস্পর্দ্ধা যে!
জোড়া-ঠ্যাংওলা শাস্ত্র আমরা,
    আমাদিগে নাই শ্রদ্ধা রে!
তর্ক তোদের শুনে হাসি পায,
    হায রে গণ্ডমূর্খ হায!
শাস্ত্র-তত্ত্ব সোজা নয মূঢ়,
    পূর্ণ সে গূঢ় সূক্ষ্মতায!
(কোরাস) — ড্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং
নাস্তিক সব তার্কিক hang!
পাতিল-বিল বাতিল—এই—
ছ্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং!

হেং হেং — তপন-তনযা তপতীর কেন
    নরকুলে বিযে হইল রে,
আর — ঋষি বশিষ্ঠ বিলোম বিবাহে
    ঘটকালি কেন কৈল রে।
মানুষের ছেলে, দেবতার মেযে—
    এ ত অনুলোম বিবাহ নয়,
এই ত প্রশ্ন? শ্রদ্ধাযুক্ত
    চিত্তে শুনহ কিসে কি হয়।
দ্যাখ — সূর্য্য-সুতারে বিবাহ করিলে
    যম শনি হয় বড়-কুটুম,
তাই — তপতীর সাথে বে'র কথা হ'লে
    দেবতা-কুলের ঘুচিত ঘুম।
কারণ — শনি কি যমকে শ্যালক বলিলে
    হন যদি ওঁরা ক্রুদ্ধ হে,
তবে — হয় ত দণ্ড পড়িবে মুণ্ডে
কিম্বা — উড়িবে মুণ্ড-সুদ্ধ রে!
আবার — জাযা যদি কভু বাযনা ধরেন
    ভাযের বাড়ীতে যাইতে গো,
তবে — যম-ঘরে তাঁরে হয পাঠাইতে,
আশা — ছেড়ে দাও তার চাইতে ও।
কিন্তু — সূর্য্যের-মেযে থুব্‌ড়ো থাকিবে
    সে যে মহাপাপ শাস্ত্রে কয়,

তাই ঘট্‌কালি করি' বিলোম বিবাহ
দিল বশিষ্ঠ হয়ে সদয়।
দ্যাখ সকল অবিধি বিধি হয় তেজী
তেজপাতাদের পক্ষেতে,
আর যমকে তো লোকে বলেই শ্যালক—
তাই বাঁধল না সম্পর্কেতে।
(কোরাস) ড্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং
Inter-caste marriage hang !
পাতিল-বিল বাতিল—এই—
ছ্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং!

হুঁ হুঁ ঠাণ্ডা করিয়া দিয়াছি,—ওকি ও!
ফের লোকগুলা আসে যে ঝুঁকে,
বলে হবের ঘরণী গঙ্গা কেমনে
করিল বরণ শান্তনুকে?
বলি অত খবরে কি দরকার শুনি
তামাসা পেয়েছ? ভাবি যে ইয়ে?
গঙ্গার কথা গঙ্গা জানেন,
যা না সেথা দড়ি কলসী নিয়ে!
হেসে কুটিকুটি, ভাবি যে আমোদ,
ফষ্টিনষ্টি সবারি কাছে?
বলি যাও না ঢেউয়ের বহর দেখ গে,
হুঁ হুঁ হাঁ-করা মকর মুখিয়া আছে।
(কোরাস) ড্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং
Inter-caste marriage hang !
পাতিল-বিল বাতিল—এই—
ছ্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং!

ওকি ফের গুজ্‌গাজ্‌! কাণ্ড কি আজ!
ফের হাউচাউ! চাও কি বাপু?
হেরে হেরে দেবো হারিয়ে সবারে,
বচনে কখনো হব না কাবু।
কি? শৈব-বিবাহ? গোস্বামী-মত?
বাধ্য নহিক শুনিতে অত;
গোস্বামী-মত হবে সে প্রবাহে,—
শ্রদ্ধাহীনের তর্ক যত!

দ্যাখ শুনে যাও শুধু, তর্ক করো না,
কথার উপরে কয়ো না কথা,
নিজের গলাটা জাহির করিতে
বাহির কোরো না ছুতো ও নতা।

আমরা বলিব, তোমরা শুনিবে,
এই সনাতন দেশের রীতি,
মোদের — দিয়ে থুয়ে তোরা ভক্তি করিবি,
নিয়ে থুয়ে মোরা জানাব প্রীতি!
তর্ক করো না, তর্কের শেষ
হয় না কখনো জান না তা কি?
হেঃ হেঃ — গণেশের কলা-বৌকে দেখিয়ে
শেষে — উদ্ভিদ্-বিয়ে চালাবে নাকি?
(কোরাস) ড্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং
Inter-caste marriage hang !
প্যাতিল-বিল ব্যাতিল—এই—
ছ্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং!

দ্যাখ — মোরা সনাতন রঙের গোলাম,
বর্ণের দাস আমরা সবে,
ভিন্ন রঙের টেক্কা যে মারি
সে কথা স্বীকার করিতে হবে।
ওই — পবের নহলা কেবলি ন ফোঁটা,
আমার নহলা চৌদ্দ সে,
একথা যেজন জানে না সে মূঢ়,
মানে না যে—চোর বৌদ্ধ সে।
আমরা — ফ্যাসানের ঝোঁকে হব না নেশান,
যা আছি তা মোরা রব নাগাড়,
দলাদলি ক'রে, কিলোকিলি ক'রে
ভাগে ভাগে স'রে যাব ভাগাড়!
শত্রুরা বলে চোটে গেছে রং,
যা আছে সে শুধু রঙের ঢং
যাক্ রং, থাক্ ঢং আমাদের,
বঙের ঢঙেব আমবা সং!
(কোরাস) ড্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং—
Inter-caste marriage hang !
প্যাতিল-বিল ব্যাতিল—এই—
ছ্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং!

দ্যাখ — ছুৎ-মার্গের আমরা পাণ্ডা
বর্ণ-গর্ব্বে বনেদ গাঁথা,
মোদের — বর্ণ যদিচ বর্ণনাতীত,
কিছু তামা, কিছু তামাক-পাতা!
তবু — বর্ণে আমরা শ্রেষ্ঠ শুনেছি,
শ্রুতি সে যে-হেতু শোনা সে যায়,

ওহো　　শ্রুতি অমান্য করিবি-কি তোরা—
　　　　ইহ-পরকাল খোয়াবি হায়!
জাগো　　জাগো তবে ভাই, ওঠ তবে ভাই,
　　　　জাগহ, কিন্তু মেলো না চোখ,
　　　　বর্ণ মানে যে রং হয়, সেটা
　　　　জানা ভাল নয় যতই হোক।
　　　　চক্ষু-কর্ণে বিবাদ বাধায়ে
　　　　বল্ তো মানিবি কারে সালিস?
তবে　　জেগে চোখ বুজে চেঁচাবে,—যদি এ—
　　　　নিরেট গুবুর সল্লা নিস্।

সোনামুগ কালো-কলায়ে তিসিতে
　　ভূষিতে মিশিয়া রয়েছি বেশ,
বর্ণ-গর্ব্ব রয়েছে বজায়
　　চোখ খুলে কেন বাড়ানো ক্লেশ?
বর্ণ সত্য জাতি সনাতন,
　　Inter-caste? কখনো নয়!
সনাতন চিঁড়িতন রুইতন
　　ইস্কাবনের গাহ রে জয়!
ড্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং!
Inter-caste marriage hang!
পাতিল-বিল বাতিল—এই—
ছ্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং!

মধুমাধবী

রাত-বিরাতে কখন্ এলে, মৌন-চারিণী!
সবুজ-সবুজ উড়িয়ে নিশান, জান্‌তে পারিনি!
পাতায় পাতায় পাখ্‌পাখালির নাচন অনন্ত,
বসত বাঁধার যুক্তি ওদের দিক্ না বসন্ত।
অশথ-পাতা বোঁটার বাঁধন এড়িয়ে যেতে চায়,
পান্না-চিকন্ পাতার পাথার উল্লাসে উথ্‌লায়।
ফর্দ্দা হাওয়ার পর্দ্দাতে গান কোকিল ধরেছে,
চন্ননা তার কণ্ঠী চুনির ঝালিয়ে পরেছে!
রসাল-ডালে লাল কিশলয় লুকিয়ে ছিল যে,
কিশোর চুমায় মলয় তারে দুলিয়ে দিল রে!
শ্যাম-সোনেলার শ্যাম্পেনে বুঁদ বাতাস ঢেউ তোলে,
নাহক্-খুসীর নাস্তানাবুদ ডাল্‌পালা দোলে!
নিশ্বাসে তোর শীতের হাওয়ায় বাসন্তী শীৎকার!
দিল্‌দরিয়ার ঢেউ দিয়েছে তোমায় চমৎকার!

রামধনু তুই মাড়িয়ে এলি—অশোক ফুটিয়ে,—
অপাঙ্গে কি ভঙ্গী করে' ভোমরা ছুটিয়ে!
চাঁচর কেশে নাগকেশরের ঝাপ্‌টা জড়োয়ার,
দুই কানে দুই চাঁপার কলি, গলায় বেলীর হার!
বুক জুড়ে তোর সজ্‌নে-ফুলের মোতির সাতনরী,
স্বজনী তুই মন্‌-সুজনের সুন্দরী পরী!
কাঁচা গায়ের লাবণ্যে যায় দুনিয়া ছাপিয়ে,
পাপিযা কূজে প্রসাদ-আঁখির 'প্রসন্না' পিয়ে!
ফুলেব পাখা ঢুলাও তুমি রজনীগন্ধার,
অঙ্গে তোমার দীপ্তি উষার, অপাঙ্গে সন্ধ্যার!

অ-ধব তোমার অঙ্গ-বিভা, স্বপন-মনোহর,
অনঙ্গের ও আল্‌গা চুমার সয না যেন ভর!
রূপ্‌টানে তোর মুখটি মাজা, সোহাগশালিনী!
মূর্ত্তিমতী শ্রীপঞ্চমী বকুল-মালিনী!
কর্পূরে চাঁদ জ্বালিয়ে বাতি সকল রাতি-ভোর
তারায় তারায় আলোব ঝাবায বরণ কবে তোর!
অম্বরে তোর ওড়্‌না ওড়ে বসন্ত-বাহার!
মিহিন্‌ খাপি সিন্ধু-কাফি পিন্ধন চমৎকার!
আঁচল হেনে পিযাল-বনে করিস্‌ রে আলা,
ধূলোয ফেলিস্‌ মহুয়া-ফুলের ভর্ত্তি পিযালা!
পূর্ণিমা তোর হাস্যে মধুর হৃদয-হারিণী!
আঁখিব লীলায লাস্য নীবব স্বপ্ন-চারিণী!

শরতের আলোয়

(গান)

আজ চোখে মুখে হাসি নিয়ে
মন জানিয়ে—
কার পানে তুই চাস অমন ক'রে?
হ্যাদে লো আমায় বল্‌ সখী!
ও কি! ওকি! নিবূল হাসি—
প্রাণ উদাসী—
চোখের কোলে জল এল ভ'রে
তারে কি বিরূপ নিরখি'!
আহা ডাগর চোখে কিসের দুখে হঠাৎ এই ছায়া,
বুঝি প্রেমের ভাতি চিন্‌ল না কেউ ভাব্‌ল বেহায়া;
মরি বিষাদে তোর নীল হল মুখ
হা রে হা! বিষ নাহি ভখি',—
বিমন নিরখি'।

কাল কেয়াফ্‌লের সকল কলাপ—
জর্দ্দা গোলাপ
ঝর্‌ল হঠাৎ যার পরশের ঘায়,
সে হাওয়া লাগ্‌ল কি তোর গায়?
শুকিয়ে এল ঠোঁট দুটি হায়
কাঁপ্‌ছে যে কায়,
হেম-প্রতিমা ছায় রে কালিমায়
সহসা দারুণ কোন্ ব্যথায়?
তুই চোখ তুলে আর চাইতে নারিস্, হায় অভিমানী,
বুঝি অকালে আজ মেঘ দেখে তোর নেই মুখে বাণী;
তোর সব সোহাগের নিব্‌ল আলো
হা রে হা! কার আঁখির হেলায়
দারুণ বেদনায়।

তোর উড়ে গেল ওড়না জরির,
নীলাম্বরীর
কাজল আঁকা আঁচল যায় উড়ে
ফিরে আজ গগন-কিনারায়;
তরল মোতির ঝাপ্‌টা দোলে
চুলের কোলে,
ঝামর-আঁখি দাঁড়িয়ে তুই দূরে
যেন কোন্ নিবিড় নিরাশায়!
বাজে বুকের দুরুদুরু মেঘের গুরুগুরুতে
হল ঝরঝর নয়ন হাওয়ার ঝুরুঝুরুতে
বুঝি না-পাওয়া সোহাগের আভাস
হা রে হা! কাঁদায় তোর হিয়ায়
গভীর নিরাশায়।

মরি হারা দিনের হারা হাসির
কুসুমরাশির
আদর সে কি ডুব্‌ল অতলে?—
বিসরণ- গহন বাদলে!
চেনা-চোখের অচিন্ ভাতি
জ্বাল্‌বে বাতি
বিমুখ হিয়ায় মেঘ্‌লা মহলে,
না রে না, ডুব্‌বে না জলে।
সখি, তড়িৎ হেসে মেঘ মিলাবে ওই দিঠির আগে,
ও যে ধারায় রোদে হর্ষে কেঁদে বাঁধ্‌বে সোহাগে,
ফিরে আদরে তোর ছাপায় গগন
হা রে হা সাগর উথলে
হিয়ার অতলে।

ঝর্ণা

ঝর্ণা! ঝর্ণা! সুন্দরী ঝর্ণা!
তরলিত চন্দ্রিকা! চন্দন-বর্ণা!
অঞ্চল সিঞ্চিত গৈরিকে স্বর্ণে,
গিরি-মল্লিকা দোলে কুন্তলে কর্ণে,
তনু ভরি' যৌবন, তাপসী অপর্ণা!
ঝর্ণা!

পাষাণের স্নেহধারা! তুষারের বিন্দু!
ডাকে তোরে চিত-লোল উতরোল সিন্ধু।
মেঘ হানে জুঁইফুলী বৃষ্টি ও-অঙ্গে,
চুমা-চুমকীর হারে চাঁদ ঘেরে রঙ্গে,
ধূলা-ভরা দ্যায় ধরা তোর লাগি ধর্ণা!
ঝর্ণা!

এস তৃষ্ণার দেশে এস কলহাস্যে—
গিরি-দরী-বিহারিণী হরিণীর লাস্যে,
ধূসরের ঊষরের কর তুমি অন্ত,
শ্যামলিমা ও-পরশে কর গো শ্রীমন্ত ;
ভরা ঘট এস নিয়ে ভরসায় ভর্ণা ;
ঝর্ণা!

শৈলের পৈঠায় এস তনুগাত্রী!
পাহাড়ের বুক-চেরা এস প্রেমদাত্রী!
পান্নার অঞ্জলি দিতে দিতে আয় গো,
হরিচরণ-চ্যুতা গঙ্গার প্রায় গো,
স্বর্গের সুধা আনো মর্ত্ত্যে সুপর্ণা!
ঝর্ণা!

মঞ্জুল ও-হাসির বেলোয়ারি আওয়াজে
ওলো চঞ্চলা! তোর পথ হ'ল ছাওয়া যে!
মোতিয়া মতির কুঁড়ি মূরছে ও-অলকে
মেখলায়, মরি মরি, রামধনু ঝলকে!
তুমি স্বপ্নের সখী বিদ্যুৎপর্ণা!
ঝর্ণা!

কে

চির-চেনার চমক নিয়ে চির-চমৎকার
নতুন দুটি ভ্রমর-কালো চোখে
কে এলে গো হোরার মেলায় দৃষ্টি-অলঙ্কার
বৃষ্টি ক'রে পুলক স্বর্ণালোকে!

কে এলে গো!...অশোক-বীথির ছায়ায় ছায়ায় আজি
নিশ্বাসে পাই তোমার নিশাসখানি।
পদ্মগন্ধা কে সুন্দরী জাফ্‌বাণে মুখ মাজি'
হাওযার পিঠে গেলে আঁচল হানি'!

সৌরভে তোর বিভোর ভুবন মগজ সে মস্‌গুল্‌,
ধূপের বাতি আগুন হ'যে ওঠে,
অগুরু-বাস আগুন-উছাস বিহ্বলে বিল্‌কুল্‌,
সংজ্ঞাহারা বকুল ভূঁযে লোটে।

শামার শিসে কোন্‌ ইসাবা করিস্‌ গো তুই কারে—
মন গোপনে ওঠে কেমন ক'রে,
চির-যুগেব বিরহী ধায তোমার অভিসাবে
অশ্রু-মুক্তা-অর্ঘ্যে দু'হাত ভ'রে।

চাঁদের আলোব রাজ্যে বাণী তুমি চাঁদের কোণা,
মর্ত্ত্যজনের চির-অধর তুমি,
স্বর্গ তোমার প্রসাদ-হাসি, স্বপ্নে আনাগোনা,
মূর্চ্ছে তৃষা তোমার আভাস চুমি'।

আনন্দে তোব নিত্য-বোধন, পূজা শিবীষ-ফুলে,
আরতি তোর আঁখির জ্যোতি দিযে,
রিক্তা তুমি সন্ধ্যা-মেঘের বক্ত-নদীর কূলে,
পূর্ণা তুমি প্রাণের পুটে প্রিযে!

পারিজাতেব পাপ্‌ড়ি তুমি ইন্দ্রেরি উদ্যানে,
রাঙা তুমি এক্‌শো হোমেব ধূমে,
তপ্ত সোনাব মূর্ত্তি তুমি নিদাঘ-দিনেব ধ্যানে,
স্ফূর্ত্তি তোমার পদ্মবাগেব ঘুমে।

জ্যৈষ্ঠী-মধু

আহা, ঠুক্‌রিযে মধু-কুল্‌কুলি
পালিযে গিয়েছে বুল্‌বুলি ;—
টুল্‌টুলে তাজা ফলেব নিটোলে
টাট্‌কা ফুটিয়ে ঘুল্‌ঘুলি!

হের, কুল্‌ কুল্‌ কুল্‌ বাস-ভরা
সুরু হ'য়ে গেছে রস্‌ ঝরা,
ভোম্‌রার ভিড়ে ভীমরুলগুলো
মউ খুঁজে ফেরে বিল্‌কুলই!

তারা ঝাঁক বেঁধে ফেরে চাক্ ছেড়ে
দুপুরের সুরে ডাক ছেড়ে,
আঙ্‌রা-বোলানো বাতাসের কোলে
ফেরে ঘোরে খালি চুল্‌বুলি'।

কত বোল্‌তা সোনেলা রোদ পিয়ে
বুঁদ হ'য়ে ফেরে রোঁদ দিয়ে ;
ফল্‌সা-বনের জল্‌সা ফুরুলো,
মৌমাছি এলো রোল তুলি'!

ওই নিঝুম নিথর রোদ খাঁ খাঁ
শিরীষ-ফুলের ফাগ-মাখা,
ঢুল্‌ঢুলে কার চোখ দুটি কালো
রাঙা দুটি হাতে লাল রুলি!

আজ ঝড়ে-হানা ডাঁটো ফজ্‌লী সে
মেশে কাঁচা-মিঠে মজ্‌লিসে ;
'রং-চোরা ফলে রস কি জোগালো'—
কুহু কুহু পুছে কার বুলি!

ওগো, কে চলেছে ঢেলা-বন ঠেলে
বুল্‌বুলি-খোঁজা চোখ মেলে,
জাম্‌রুলী-মিঠে ঠোঁট দুটি কাঁপে,
তাপে কাঁপে তনু জুঁইফুলী!

মরি, ভোম্‌রা ছুটেছে তার পাকে
হাওয়া ক'রে দুটো পাখ্‌নাকে,—
ফলের মধুর মৌসুম যাপে
ফুলের মধুর দিন ভুলি'!

গান

এসেছে সে—এসেছে !
চাঁপার ফুলে বুলিয়ে আলো হেসেছে!
পুলক-বীণায় সুর জাগায়ে
এসেছে গো সোনার নায়ে,
(ও যে) ভুবন-ভরা ভালবাসা বেসেছে!
দখিন-হাওয়ার ছন্দ নিয়ে এসেছে,
বকুল-মালার গন্ধ পিয়ে এসেছে,
অনাগত যাহার বিভায়
মেল্‌বে আঁখি নূতন দিবায়
(ওগো) আকাশে তার হিরণ নিশান ভেসেছে।

নরম-গরম-সংবাদ

নরম। বিলেত হইতে আসিছে—মস্ত!—
গরম। বিলিতি ঘোড়ার—ডিম!
নরম। চোপ্! চোপ্! ডিম হোমা-পক্ষীর!
নেপথ্যে। কিন্তু ততঃ কিম্?
গরম। গোড়াগর্দ্দি ব'লে রাখ্‌ছি, হাঁ,
আমরা ও-ডিমে দিব না তা।
নরম। দেশোয়ালি ঘোড়া ডিম্ব পাড়িবে
এই কি তোদের ড্রীম্?
গরম। মিছে কর দাদা কথা-কাটাকাটি,
মিছে ঘরাঘরি কর লাঠালাঠি।
নরম। যা' যা' যা', আমরা লাট হব খাঁটি,
আমরা দেশের ক্রীম্!
গরম। ক্রীমি বটে তা' তো দেখ্‌ছি চক্ষে,—
জান্‌ছি চিত্তে নিদেন পক্ষে,—
লাট ক'রে দেবে,—লাঠিয়ে কিন্তু,—
হাড় ক'রে দিয়ে হিম!
নরম। চোপ্! চুণোগলি চৌরঙ্গীর
ঢাক-ঘাড়ে যত বড় বড় বীর
জানিস্ কি পিঠ চাপ্‌ড়ায় কার—
দ্যায় জয়-ডিণ্ডিম?
গরম। জানি গো নিরেট মড়ারেট তারা—
খালি-পেটে তোলে ঢেকুর যাহারা,
আচাভূয়া—মোয়া-লোভে উদ্বাহু
খায় যারা হিম্‌শিম্!
নরম। চোপ্! চোপ্! চোপ্! আমরা বক্তা,
স্পীচ্-মঞ্চের আমরা তক্তা,
আমরাই হব উজীর নাজীর,
দেবে-না দেরে-না দ্রিম্!
গরম। মরি! মরি! মরি! মস্ত গরিমা,—
মর্য্যাদার তো নাহি দেখি সীমা,—
মরে পরে মার,—হাড়মাস কীমা,—
নেপথ্যে। সম্প্রতি টিম্ টিম্!—

বন্যাদায়

দামোদরের উদরে আজ একী ক্ষুধা সর্ব্বগ্রাসী!
বাঁধ ভেঙে, হায়, হন্যা হয়ে বন্যা এল সর্ব্বনাশী।
রাঙামাটির মুলুকে আর রাঙামাটির নেই নিশানা,
চারিদিকে অকূল পাথার—চারিদিকে জলের হানা।

দেউলগুলোর দুয়োর ভেঙে ঢেউ ঢুকেছে হল্লা ক'রে—
পয়সা নিতে পাণ্ডা-পুরুৎ দাঁড়ায় নি কেউ কবাট ধ'রে।
নীচু হওয়ার নানান্ দুখ—খুলে কি আর বল্‌ব বেশী—
বর্ষা হল কোন্ পাহাড়ে—ডুব্‌ল নাবাল্ বাংলা দেশই।

এ দামোদর গোবিন্দ নয় ;—গো-ব্রাহ্মণের নয় এ মিতে—
হাজার গরু ডুবিয়ে মারে,—ধ্বংস করে হর্ষচিতে!
জগৎহিতের ধার ধারে না, অন্ধ অধীর অকূল-ধারা,
আপন ধর্ম্মে ধায় সে শুধু ক্রুদ্ধ যমের মহিষ পারা ;
এই মহিষের বাঁকা দু' শিং—তা'তে আকাল মড়ক বসে,
ঢুসিয়ে চলে ডাইনে বামে, সোনার দেশের পাঁজর খসে।
এ দামোদর গোবিন্দ নয়—সৃষ্টি যেজন পালন করে ;
লম্বোদরী জম্ভলা এ গজ গিলেছে দম্ভভরে!

মুছে গেছে গ্রামের চিহ্ন, চেটে নেছে ভিটের মাটি ;
মরণ-টানে টান্‌ছে ডুরি,—সাতটা জেলায় কান্নাহাটি।
ধনে প্রাণে ঢের গিয়েছে,—হিসাব তাহার কেউ জানে না,
ছন্দছাড়া, বন্ধুহারা,—ঘরে তাদের কেউ আনে না।
আল্‌গা চালার কাছিম-পিঠে যাচ্ছে ভেসে কেউ পাথারে,
পুড়্‌ছে রোদে উপবাসী, ভিজ্‌ছে মুষলবৃষ্টিধারে ;
হারিয়েছে কেউ পুত্র কন্যা, হারিয়েছে কেউ বৃদ্ধ মায়,
আজকে আধা বাংলা দেশে ঘরে ঘরে বন্যাদায়।

অন্ধ, বুড়া, পঙ্গু কত পালিয়ে যাবার পায়নি দিশা,
কত শিশুর জীবন-উষায় এসেছে হায় অকাল-নিশা ;
কত নারী বিধবা আজ, অনাথ কত সদ্য-বধূ,
কত যুবার অস্বাদিত রইল জগৎ-ফুলের মধু।
বর-ক'নেতে ভাস্‌ছে জলে হলুদ-বরণ সূতা হাতে,
ফুল-সেজে কার কাল এসেছে—বান এসেছে বিয়ের রাতে।
জল ঢুকেছে সাত শো গাঁয়ে, হাজার-ফোকর মৌচাকেতে,
ধুয়ে গেছে মধুর ধারা, সঞ্চিত আর নাইক খেতে।

বট-পাকুড়ের ফেঁক্‌ড়িগুলো অবশ হাতে পাক্‌ড়ে ধ'রে
কত লোক আজ কষ্টে কাটায় সাপের সঙ্গে বসত ক'রে।
অবাক্ হয়ে রয়েছে সব অসম্ভবের আবির্ভাবে,
সত্য স্বপন গুলিয়ে গেছে,—কেবল আকাশ-পাতাল ভাবে।
হাল্ পুছিলে জবাব দিতে কেঁদে ফেলে শিশুর মত,
হারিয়ে মানুষ হারিয়ে পুঁজি গরীব চাষা বুদ্ধিহত।
ভিক্ষা এদের ব্যবসা নহে,—হাত পাতিতে লজ্জা পায়,
দৈবে এরা ভিক্ষাজীবী,—আজকে এদের বন্যাদায়।

বানের জলে দুধের ছেলে তক্তপোষের নৌকা চ'ড়ে
ভেসে ভেসে একলা এল কোন্ গাঁ হতে জলের তোড়ে।
তুল্‌তে ধ'রে ঠেক্‌ল ভারি তক্তপোষের একটি পায়া,
আঁক্‌ড়ে পায়া জলের তলে মরা মাযের অমর মাযা!
লুপ্ত আজি পীযূষধারা মৃত্যুহত মায়ের বুকে,
দুধের ছেলে ক্ষুধা পেলে কে দেবে দুধ শুষ্ক মুখে?
এক রাতে যাব স্নেহের দুলাল হ'ল পথের কাঙাল হায,
কে দেবে তায মাযেব স্নেহ? আজ অভাগার বন্যাদায়।

বানের মুখে সাঁতার টেনে আতুব স্বামীর প্রাণ বাঁচায়ে,
ডাঙায় তুলে কোলের ছেলে, সাঁৎবে যে ফের ফিব্‌ল গাঁযে
বাঁধা গরুব খুল্‌তে বাঁধন, তুল্‌তে নিজেব ক্ষুদ্র পুঁজি,
ফির্‌তে সে আর পারেনি হায বন্যাজলেব সঙ্গে যুঝি';
নেই বেঁচে সে চাষাব মেযে দুঃসাহসী দযাবতী,
আছে তাহার কোলেব ছেলে, আছে তাহাব আতুব পতি;
তাদেব কে আজ পথ্য দেবে—আজকে তারা নিঃসহায,
হাতে হাতে মিলিযে নে ভাই, আজ আমাদেব বন্যাদায।

আসল গেছে, ফসল গেছে, গেছে দেশেব মুখের ভাত,
সাম্‌নে 'পুজো',—নতুন ধুতিব সঙ্গে ভাসে তাঁতীব তাঁত।
কোথায গেছে হালেব বলদ, কোথায গেছে দুধেব গাই,
কাব ভিটেতে কে মরেছে,— কিছুবই খোঁজ খবব নাই।
উদাসী আজ কাজেব মানুষ সকল-শূন্য-হওযাব শোকে,
শুন্‌ছে না সে কিছুই কানে, দেখ্‌ছে না সে কিছুই চোখে;
দেশের যারা পুষ্টি কান্তি সেই চাষীদেব পানে চাও,
বন্যাদাযে নিঃসহাযে ভিক্ষা দাও গো ভিক্ষা দাও।

অনুজ সমান ছাত্রেবা আজ অগ্রজেরি কার্য্য কবে,—
দেশের কাজে অগ্রে চলে—স্বেচ্ছাসেবাব দুঃখ বরে!
আজ্‌কে যেন প্রলয়-বুকে সুপ্ত জ্যোতির্লেখা হাসে—
ক্ষুদ্র দানের বটেব পাতায ভাবী দিনের ইষ্ট ভাসে;
দুঃখীরূপে দুঃখহারী আজ আমাদের নেবেন সেবা,
দুন্দুভি তাঁর উঠ্‌ল বেজে, না যাবে আজ এগিযে কেবা!
সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা আজকে শোনো উঠ্‌ছে কেঁদে,—
বধির হযে থাক্‌বে কে আজ ব্যর্থ জীবন বক্ষে বেঁধে?
এ দায় নহে ব্যক্তিগত—যেমন-ধারা কন্যাদায,
বাংলা জুড়ে রোল উঠেছে—আজ আমাদের বন্যাদায়।

আছেন দেশে দুঃখহারী লক্ষদাতা কোটীশ্বর,
তাঁদের পুণ্যে লক্ষ প্রাণী দেখ্‌বে ফিরে সুবৎসর;
কিন্তু তাও যথেষ্ট নয়—সপ্ত কোটির এদেশটিতে।
ভর্‌তে হবে ভিক্ষাপাত্র ক্ষুদ্র দানের সমষ্টিতে।

শাকান্নের যে দু'এক কণা বাঁচে তোমার আমার ঘরে—
নিবেদিয়া দাও তা' আজি নারায়ণের তৃপ্তি তরে।
তুষ্টিতে তাঁর জগৎ তুষ্ট—দুর্ব্বাসারও ক্ষুধা হরে,
তাঁর নামে দাও মুষ্টিভিক্ষা, জয় হবে দুর্ভিক্ষ-'পরে।
গরীব-সেবাই হরির সেবা—ভারতবাসী ভুল্‌ছ তাও?
বন্যাদায়ে নিঃসহায়ে ভিক্ষা দাও গো ভিক্ষা দাও।

মরুভূমির মানুষ যারা—মরা জলের দেশে থাকে—
তাদেরও প্রাণ সরস আজি—মরম বোঝে, ধরম রাখে;
তারাও আজি মর্ত্ত্যে বসি' চিত্ত-আরাম-স্বর্গ লভে,
দুঃস্থ শিবে ভগবানের ছত্র ধরে সগৌরবে।
সার্থকতা স্বারে তোমার, বন্ধ কর ব্যর্থ কথা,
মরম দিয়ে মরম বোঝ ঘুচাও মনের দরিদ্রতা;
ঘুচাও কুণ্ঠা ওগো বন্ধু! শক্তি কারো তুচ্ছ নয়,
হিম হতে যে বাষ্প লঘু,—তাতেই বাদল বন্যা হয়।
যুগে যুগে পুণ্য খোঁজ,—পুণ্য আজি তোমায় চায়,
শূন্য হাতে ফিরিয়ো না গো; রক্ষা কর বন্যাদায়।

গুণী-দরবার

আমরা সবাই নাই ভিড়ে ভাই,
নাই মোরা নাই দলে,
বাস আমাদের গন্ধরাজের
পরিমল-মণ্ডলে!
আমরা জানিনে চিনিনে শুনিনে
আমরা জানিনে কারে,
হৃদয়ে যাহার রাজ্য—কেবল
রাজ-পূজা দিই তারে;
মন যদি মানে তবেই মানি গো
পুলক-অশ্রুজলে।
অরসিকে মোরা যোড়-হাতে কহি
ভিড় বাড়ায়ো না ভাই,
মরমী রসিকে হৃদয়ের দিকে
টেনে নিতে মোরা চাই;
নাই আমাদের ভিতর বাহির,
কোনো কিছু নাই ছাপা,
নিশানের পরে আগুন-বরণ
আঁকি বৈশাখী চাঁপা।

মিলন মোদের গানের রাজার
ছন্দ-ছত্রতলে,
বসতি মোদের গন্ধরাজের
পরিমল-মণ্ডলে।

পরমান্ন

(কবিগুরু শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে পঠিত)

ফুল-ফোটানো আব্‌হাওয়া এই
করলে কে গো সৃষ্টি,
মধুর তোমার দৃষ্টি!
প্রণাম তোমায় করি!
আমরা কমল, ভূঁইচাঁপা, যূঁই,
কুন্দ, নাগেশ্বরী।

মন্‌-হরিণের মনোহরণ
বাজাও তুমি বংশী
মানস-সরের হংসী,
তোমার পানে চায় গো
উল্লাসেরি কলধ্বনি
কণ্ঠ তাহার ছায় গো।

সত্য-যুগের আদিম!—গ্রহ-
ছত্রপতি সূর্য্য,
তোমার সোনার তূর্য্য
ব্যক্ত চরাচরে,
বাষ্প-গোপন শক্তিতে সে
বজ্র সৃজন করে!

সত্য-মণি জাগাও তুমি,
চারু তোমার কর্ম্ম,
ফুল-ফোটানো ধর্ম্ম,
জাগরণের সঙ্গী!
বিশ্বে তুমি নিত্য কর
নূতন রঙে রঙ্গী!

তোমার প্রকাশ-মহোৎসবে
আমরা মিলি হর্ষে,—
মিলি বরষ-বর্ষে,
নাই আমাদের স্বর্ণ,
আমরা আনি অন্তরেরি
প্রীতির পরম-অন্ন।

জন্ম-তিথির পরম প্রসাদ
দাও আমাদের ভক্তি,
প্রাণে পরম শক্তি,
দেখাও দুর্নিরীক্ষ্য
অন্তরে যাঁর আরাম এবং
আসন অন্তরীক্ষ।

কবি-পূজা

কুবেরের রাজ্য ছাড়ি' উত্তরে যাদের বাড়ী
তোমারে পূজিল তারা স্বর্ণচম্পাদলে ;
বাল্মীকির সরস্বতী লভিলেন নব জ্যোতি
হে কবি! তোমার পুণ্যে পুনঃ পৃথ্বীতলে।

দুনিয়ার জ্ঞানী গুণী মুগ্ধ তব বীণা শুনি'
আজি বিশ্বগুণীগণে গণনা তোমার,
উজলিয়া মাতৃভূমি আজি উজলিছ তুমি
জগতের যতনেব নব রত্নহার।

ঐ হার টুটিবে যবে এ কাল সে কাল হবে,
লুকাবে জ্যোতিষ্ক বহু বিস্মৃতি-আঁধারে,
তুমি রবে অবিচল সূর্য্যকান্তি সমোজ্জ্বল
অনন্ত কালের কণ্ঠে বৈজয়ন্তী-হারে।

বাণী তব বিশ্ব ছায কুবেরেরও পূজা পায়,
পূজা পায পুষ্পলাবী রতন কাঞ্চন,
তারি সঙ্গে অনুক্ষণ মোরা করি নিবেদন
অনুরক্ত হৃদয়ের আরক্ত চন্দন।

নবজীবনের গান

বাজা রে শঙ্খ, সাজা দীপমালা,
হাতে হাতে আজি মিলা রে ভাই!
ভারতে উদয় হয় নেশনের—
এসেছে সময় দেরী তো নাই।
যমুনার কালো জলের সঙ্গে
করে কোলাকুলি গঙ্গাজল,
যুবন্ প্রাণের গান শোনা যায়,
উড়ায়ে নিশান চল্ রে চল্।

আত্মপূজার
রাক্ষসীটারে বাঁধিয়া রাখ্,
গাঁই-গোত্রের গ্রাম্য স্বার্থ
যুক্তবেণীর জলে মিলাক্।
ছত্রিশ জাতে ছত্রিশ ভাগে
হ'য়ে আছে জরা-সন্ধ দেশ,
পরায়ে বজ্র-কঙ্কণ তারে
ঐক্যে বাঁধিয়া ঘুচা রে ক্লেশ।
চির-যুবা প্রাণ করে আহ্বান,
ভগবান্ আজি সহায় তোর,
ছোঁয়াছুঁয়ি নিয়ে গোঁয়াস নে আর
বাহুতে মিলা রে বাহুর ডোর।

কোরাস
বাজা রে শঙ্খ, সাজা দীপমালা,
হাতে হাতে আজি মিলা রে ভাই!
ভারতে উদয় হয় মহাজাতি,
এসেছে সময় দেরী তো নাই।

নেশন হবার এসেছে সময়
নিশিদিন মনে রেখ সে কথা
বুদ্ধ, নিমাই, নানক, কবীর
তোরি কাছে মাগে সার্থকতা।
মিলনের সাম তারা অবিরাম
গাহিল যে সে কি মিথ্যা হবে,—
চিত্ত-কৃপণ মরণ-পন্থী
ভেদ-অসুরের কিঙ্কর রবে?
এক অখণ্ড জাতি হব মোরা
হীরা-চুনী-নীলা মিলাব হারে,
ঠাঁই ক'রে নিতে হবে যে নবীন
জগতের মহা-সন্তাগারে।
হের রাক্ষস-সত্রের শেষে
করে প্রতীচ্য শান্তিপাঠ,
স্ব-প্রতিষ্ঠ হবে সব লোক,
গণ্ডী সে ভাঙে, খোলে কবাট!
পৃথিবীর যত শূদ্র জেগেছে,
জেগেছে পরিশ্রমীর দল,
এখন শূদ্র তারাই যাদের
অতীতের লাগি শোক কেবল।

কোরাস
বাজা রে শঙ্খ সাজা দীপমালা
হাতে হাতে আজি মিলা রে ভাই।
ভারতে মহতো মহীয়ান্ হের
এসেছে লগন দেরী তো নাই।

আশার আলোর আভাস আকাশে
লেগেছে রে আঁখি মেলিয়া দ্যাখ,
খণ্ড স্বার্থ আহুতি দে ভাই,
চরু নিবি যদি হ' তোরা এক।
দেবহিতে দেহ দিয়েছে দধীচি ;—
দেশ-হিতে আজ তাঁহারি মত
দিতে হবে বলি ভেদবুদ্ধি ও
মর্য্যাদা-লোভ মজ্জাগত।
নেশন গড়িতে অভিজাত জাপ্
সব দাবী ছেড়ে নোয়াল মাথা,
দাইমিযো-সামুরাই যা পেরেছে—
ক্ষত্র-বিপ্র! পারিবে না তা'?
ঋষির বংশ ব'লে দিশি দিশি
মানের কান্না কাঁদিবে কে রে?
সূর্য্যবংশ ব'লে কি আমরা
কর দিই আজও রাজপুতেরে?
শত্রু-শাতন সূক্তে তোমার
শত্রু-নিপাত হয় না আর,
প্রণতি পাবার কেন লোলুপতা?
শেষ ক'রে দাও এ দীনতার।

কোরাস

বাজা রে শঙ্খ, সাজা দীপমালা,
হাতে হাতে আজি মিলা রে ভাই।
ভারতে উদয় মহাসঙ্ঘের
এসেছে সময় দেরী তো নাই।

ক্ষত্রিয় হ'ল প্রখ্যাত আজ
ক্ষত্র-ত্রাণের অক্ষমতায়,
ষড়্ভাগ আর দক্ষিণা দাবী
মানিবে কি কেহ মুখের কথায়?
বৃহতী বসুধা,—কে মিটাবে ক্ষুধা,—
বৃহৎ প্রাণের দীক্ষা নেবে?
জনসাধারণে করাবে ধারণ
মহীয়ান্ ব্রহ্মণ্য-দেবে।
জন-সাধারণ করুক গ্রহণ
যুগ-সঞ্চিত জ্ঞানের চাবী,
বল হাসিমুখে, 'দিলাম—দিলাম—
দিলাম—না রেখে কিছুরই দাবী।'
এক বিরাটের অঙ্গ সবাই,
বিকারে রক্ত চড়েছে শিরে ;—
মাথার রক্ত মাথা হ'তে নেমে
ঘুরিয়া ফিরুক সব শরীরে।

স্বাস্থ্য ফিরুক, শক্তি ফিরুক,
কান্তি ফিরুক, বাঁচুক প্রাণ,
হৃদয়ের কল চলুক সহজে,
দূরে যাক গ্লানি কালিমা ম্লান!

বাজা রে শঙ্খ, সাজা দীপমালা,
হাতে হাতে আজি মিলা রে ভাই।
কোরাস ভারতে নেশান-নিশান উদয়—
এসেছে সময় দেরী তো নাই!

ভেদের চিহ্ন কর হে ছিন্ন,
কুণ্ঠা ঘুচাও, জাগাও স্ফূর্ত্তি,
ভারত ব্যাপিয়া হউক উদয়
এক অখণ্ড সঙ্ঘ-মূর্ত্তি।
প্রেমের সূত্র হোক্ আমাদের
ঐক্যের রাখী—রাখী আদিম,—
প্রতি পার্শীর সদ্‌রা যেমন,
প্রতি ইহুদীর তির্ফিল্লিম্।
বৃহৎ হবার জ্ঞানেরে জাগাও—
ব্রহ্মের জ্ঞান সবারি হোক,
যে প্রণবে প্রাণে নবীনতা দানে
সে প্রণবে দেশ হোক অশোক।
হোক্ জগতের বৃহৎ ক্ষেত্রে
দ্বিতীয় জন্ম আমা-সবার,
হোক্ দ্বিজ আজ নিখিল-হিন্দু,
দাও খুলে দাও সকল দ্বার।
সংস্কারের সঙ্কোচে ভরা
দীন আত্মারে দাও অভয়,
সকল দৈন্য করিয়া বিনাশ
মহাজাতি-রূপে হও উদয়।

বাজা রে শঙ্খ, সাজা দীপমালা,
হাতে হাতে আজি মিলা রে ভাই!
কোরাস ভারতে উদয় বিশ্বরূপের—
এসেছে সময় দেরী তো নাই।

এসেছে সুদিন, ওঠ্ ওরে দীন!
তোরে প্রসন্ন আজি বিধাতা,
হের নেশনের প্রসব-ব্যথায়
আতুরা বিধুরা ভারত-মাতা।

গণকের দল বলিছে কেবল
এখন প্রসব বন্ধ থাক্,
দেরী নাকি ঢের শুভ লগনের,—
পেচকের বুলি চুলাতে যাক্।
ভাবী নেশনের নিশান উড়া রে,
পেয়েছি নিশানা দ্যাখ্ রে ভাই,
জাতে জাতে হাতে হাতে মিলাইতে
বাড়িয়েছে হাত হের সবাই!
কে আছিস্ জড়ভরতের মত
মিছে আচারের মুখেতে চেয়ে,
শক্তি-সাধনে সমান আসনে
তুলে নিতে হয় হাড়ীরও মেয়ে।
নেশনের শিব প্রাণে জাগে যার
শৈব-বিধানে হবে সে বর,
গোস্বামী-মত খুলিবে দরজা
মনু যদি আজ করেনই পর।

কোরাস

বাজা রে শঙ্খ, সাজা দীপমালা,
হাতে হাতে আজি মিলা রে ভাই।
ভাবতে উদয় মহা মহিমার—
এসেছে সময় দেরী তো নাই।

তোদেরি ঘিরিয়া খণ্ড ভারতে
মহান্ জাতির হইবে সৃষ্টি,
গ্রীকরাণী সহ চন্দ্রগুপ্ত
করিবে মাথায় পুষ্পবৃষ্টি,
আশিসিবে তোরে কণাদ কবষ
মহীদাস-মাতা পুণ্যবতী,
কল্যাণ তোর করিবে কামনা
তপতী এবং সত্যবতী।
বিশ্বামিত্র করিবে আশিস
ল'য়ে বশিষ্ঠ-সুতারে বামে—
বংশ যাঁহার কনোজে বিদিত
পূজিত আর্য্য-মিশ্র নামে।
বিষ্ণু ও রমা, রুদ্র ও উমা,
সূর্য্য-ছায়ার অমোঘ বরে
সার্থক হবে নব-ভারতের
এ মহা-মিলন অবনী পরে।
বহিবে যুক্তবেণী ঘরে ঘরে
ঘুচায়ে বর্ণ-ভেদের গ্লানি,
ঘরে ঘরে, ভাই, কানাই বলাই,
হবে যশোমতী ভারত-রাণী।

কোরাস
বাজা রে শঙ্খ, সাজা দীপমালা,
হাতে হাতে আজি মিলা রে ভাই।
ভারতে এবার মহা মিলনের
এসেছে সময় দেরী তো নাই।

হ'তে হ'তে যাহা স্থগিত রয়েছে,
পূরো সে হবেই, কে দিবে বাধা?—
ঐরাবতেরা বৈরী হ'লেও
গঙ্গার কাজ হয সমাধা।
জহ্নু জঠরে জাহ্নবী আর
নয় বেশীদিন জানি গো জানি,
হ'বে না ব্যর্থ তীর্থঙ্কর-
বোধিসত্ত্বের বিবেক-বাণী।
ইরাণী, তুরাণী, মিশরী, আসুরী,
শক, হূন, কোল, হাব্সী, সিদি,
রস্কো-দ্রাবিড় মগ-মোগলের
রক্ত মিলাল ভাবতে বিধি।
আর্য্য-দস্যু ময়-কাম্বোজী
মালাই মিলেছে ভারত-দেহে,
ভাব হ'যে গেছে ; নিশাসে নিশাস
মিলেছে মিশিছে সখ্যে স্নেহে।
বিযে হ'যে গেছে ; এখন চলেছে
বাসী বিযেটার রাত কাটানো,
নাই দেরী আর ফুলশয্যাব,—
সুরু ক'রে দে রে ফুল-খাটানো।

কোরাস
বাজা রে শঙ্খ, সাজা দীপমালা,
হাতে হাতে আজি মিলা রে ভাই।
ভারতে উদয় মহামানবেব—
এসেছে সময় দেরী তো নাই।

মিলন ঘটেছে কত জাতে জাতে,
কত শ্রেণী সাথে মিশেছে শ্রেণী,
তাই ত সাগব-সঙ্গম আর
তীর্থ মোদের যুক্তবেণী।
হ'য়ে গেছে বিযে, দ্যাখ না তাকিযে
হর-হৃদে তাই কালী বিবাজে,
শ্যাম জলধরে তাই ত দামিনী
বাই শোভে সারা ভারত মাঝে।
হ'য়ে গেছে বিযে ; নাই সঙ্কোচ
সত্যে স্বীকার করিতে কভু,
মহা-মিলনের রাখী হাতে হাতে
বাঁধেন নীরবে জগৎ-প্রভু।

বাহান্ন পীঠ এক হবে যাহে
উচ্চারো সেই মন্ত্র তবে,
আনো শক্তির কঙ্কালগুলি—
মহাশক্তির উদয় হবে ;
ছোট ছোট সব দেউল টুটিয়া
মিলুক দেবীর শক্তিরাশি,
ভারতে আবার জাগুক উদার
উদাসী শিবের প্রসাদ-হাসি।
হিমালয় হতে মলয়ালয়ম্
তাহারি আভাসে পুলকাকুল,
প্রলয়-পয়োধি-জলে তাই ফিরে
ফুটে ওঠে হের পদ্মফুল।
মহাজীবনের বার্ত্তা এসেছে
মহামিলনের লয়ে নিশান,
ডাকে ভবিষ্য, ডাকিছে বিশ্ব,
করিছে ইসারা বর্ত্তমান ?

কোরাস

বাজা রে শঙ্খ, সাজা দীপমালা,
হাতে হাতে আজি মিলা রে ভাই।
ভারতে উদয হয় বিরাটের
এসেছে সময় দেরী তো নাই।

বৈশাখের গান

চলে ধীরে! ধীরে! ধীরে!
অনিবার মৃদুধারা ঘিরে ঘিরে ধরণীরে!
ধীরে! ধীরে! ধীরে!
খর রৌদ্রে বায়ু মূর্চ্ছে, জ্বলে জ্বালা,
চির স্বপ্নে রহে চম্পা চির-বালা.
তনু-আলা চলে যাত্রী, ওড়ে ধূলি ঘুরে ফিরে।
ধীরে! ধীরে! ধীরে!
গলে সূর্য্য, ঝরে বহ্নি, মরে পাখী,
মেলে জিহ্বা মরু-তৃষ্ণা মোছে আঁখি,
ছায়া কাঁপে খর তাপে, বুকে চাপে মরীচি রে!
ধীরে! ধীরে! ধীরে!
দিশাহারা চলে ধারা পথ বাহি',
দিন রাত্রি নাহি তন্দ্রা, ত্বরা নাহি,
নাহি ক্লান্তি, শ্যাম কান্তি ঢালে শান্তি তীরে তীরে!
ধীরে! ধীরে! ধীরে!

গান

কুহুধ্বনির ঝড় ওঠে শোন্‌
নিফুট আলোর কূলে কূলে ;
কোথানে মুখ লুকিয়ে কেন
কান্না রে আজ ফুলে' ফুলে' ?
বাসন্তী এই কোজাগরী
কিসের ব্যথায় উঠ্‌ল ভরি',
কী ব্যথা সে কী ব্যর্থতা
বিষের হাওয়া হিয়ায় বুলে!

প্রাণের মেলায় মায়ার খেলায়
হঠাৎ বেসুর বাজ্‌ল কোথায়,
হারিয়ে গেল কী নিধি তোর
অশ্রুজলের আঁধার সোঁতায় ?
সারা বুকের পাঁজর-তলে
রাঙা আঙার ফুঁপিয়ে জ্বলে,
সপ্তপদীর শেষ হল কি
জীবন-ভরা ভুলে ভুলে!

সিংহবাহিনী

মরত-লোকে এলোকেশে ও কে এল তোরা যা দেখে।
বিজুলি-ছটা! বহ্নিজটা সিংহ পরে পা রেখে!
নিখিল পাপ নিধন তরে
মৃণাল-করে কৃপাণ ধরে,
ঈষৎ হাসে শঙ্কা হরে, চিনিতে ওরে পারে কে!

তরুণ-ভানু-অরুণ-ঘটা নয়ন-তট ভূষিছে!
দম্ভ-দুর দৈত্যাসুর ভাগ্য নিজ দূষিছে!
শান্ত-জন-শঙ্কা-হরা
অভয়-করা খড়্গ-ধরা
আবির্ভূতা সিংহ-রথে মাভৈঃ বাণী ঘোষিছে!

দমন হয় শমন নামে শমিত যম-যন্ত্রণা!
ইন্দ্র বায়ু চন্দ্র রবি চরণ করে বন্দনা!
ইঙ্গিতে যে সৃষ্টি করে,
গগনে তারা বৃষ্টি করে,
প্রলয়-মাঝে মন্দ্র-রূপা! মৃত্যুজয়ী মন্ত্রণা!

শক্তিহীনে শক্তিরূপা সিদ্ধিরূপা সাধনে!
ঋদ্ধিরূপা বিত্তহীন-হৃদয়-উন্মাদনে!
আদ্যা! আদি-রাত্রি-রূপা!
অমর-নর-ধাত্রী-রূপা!
অশেষরূপা! বিরাজো আজি সিংহবর-বাহনে!

মূর্ত্তি-মেখলা

বিশ্বদেবের দেউল ঘিরিয়া
মূর্ত্তি-মেখলা রাজে—
কত ভঙ্গীতে কত না লীলায়
কতরূপে কত সাজে,
দিকে দিকে আছে পাপ্ড়ি খুলিয়া
সোনার মৃণাল মাঝে!

বিশ্বরাজের শত ঝরোখায়
আলোর শতেক ধারা,
শতেক রঙের অভ্রে ও কাচে
রঙীন হয়েছে তারা,
গর্ভগৃহেতে শুভ্র আলোক
জ্বলিছে সূর্য্য-পারা।

বিশ্ববীজের বিপুল বিকাশ
আকাশ-পাতাল জুড়ি'
অনাদি কালেব অক্ষয়-বটে
কত ফুল কত কুঁড়ি,
ঊর্দ্ধে উঠেছে লাখ লাখ শাখা
নিম্নে নেমেছে ঝুরি।

বিশ্ববীণায শত তার তবু
একটি রাগিণী বাজে,
একটি প্রেরণা করিছে যোজনা
শত বিচিত্র কাজে,
বিশ্বরূপের মন্দির ঘিরি'
মূর্ত্তি-মেখলা রাজে।

পরিশিষ্ট

তীর্থ-সলিল

'রহস্যের চাবি'

অথর্ব্ব বেদ—যজ্ঞের সময়ে যিনি অন্যান্য ঋত্বিকের কার্য্য পরিদর্শন করিতেন তাঁহাকে ব্রহ্মা বলিত। এই ব্রহ্মাদিগের রচিত বেদই অথর্ব্ব বেদ নামে পরিচিত।

অবস্তা—ইহাকে সাধারণতঃ জেন্দাবেস্তা বলে। প্রাচীন পারসীকদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র। ইহা প্রায় বেদ-সংহিতার সমকালবর্ত্তী।

অবৈয়ার—ইনি দাক্ষিণাত্যের একজন স্ত্রী-কবি। বিদ্যাবতী বলিয়া বিশেষ খ্যাতি আছে।

আনাক্রেয়ন—বুদ্ধদেবের সমসাময়িক। ইনি আজীবন সুরা ও নারীর বন্দনা গাহিয়াছেন। জন্মভূমি গ্রীস্।

আবু মহম্মদ—হারুণ-অল্-রসীদের পৌত্র কালিফ্ বাৎহক্ ইঁহার কবিতায় মুগ্ধ হইয়া ইঁহাকে রাজ-পরিচ্ছদে ভূষিত করেন। ইনি সুগায়কও ছিলেন।

আব্দুল্ সালম বিন্ রাগোয়ান—ইনি হিজিরার দ্বিতীয় শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার চরিত্র কতকটা রাবণের মত।

আলতাফ্ হুসেন আন্সারি—ইনি 'হালি' অর্থাৎ নব্য-কবি নামে সাধারণের নিকট পরিচিত। আলিগড়ের স্যার সৈয়দ আহম্মদ্ ইঁহার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। ইনি জীবিত।

আহ্ল্যাণ্ড্—(খৃঃ ১৭৮৭-১৮৬২) বাহুল্যবর্জ্জিত মনোজ্ঞ ভাষায় করুণ রসের কবিতা ও গাথা রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। জন্মভূমি জর্ম্মনি।

ইবসেন—(খৃঃ ১৮৩০-১৯০৬) বর্ত্তমান য়ুরোপীয় সভ্যতার নানা জটিল সমস্যা ইনি নাটকে পরিণত করিয়াছেন। জন্মভূমি নরোয়ে।

ইমাম সাফাই মহম্মদ বিন্ ইদ্রস্—ইনি মহম্মদ প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমতের একটি নূতন শাখা সৃষ্টি করেন। ভয়ানক তার্কিক ও ঘোর অদৃষ্টবাদী ছিলেন।

ইশী—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা-রচনায় ইঁহার নিপুণতা প্রকাশ পাইয়াছে। জন্মভূমি জাপান।

এজিদ্—মহম্মদের মদিনা প্রবেশের সত্তর বৎসর পরে ইনি কালিফ্ হন। কবিত্ব ভিন্ন ইঁহার অন্য কোনো সদ্গুণ ছিল না। ইঁহার মাতা মৈসুনা বেগমও সুকবি ছিলেন।

এরিষ্টোফেনিস্—(খৃঃ পূঃ ৪৪৪-৩৮৮) ইঁহার বুদ্ধিবৃত্তি, ভাব-প্রবাহ এবং কল্পনাশক্তি সমান প্রবল। ইনি ব্যঙ্গনাট্য রচনায় অদ্বিতীয়। জন্মভূমি গ্রীস্।

ওমর খৈয়াম—(খৃঃ ১০৫০-১১২৩) জন্ম খোরাসানের অন্তর্গত নিশাপুরে। ইনি গণিত-শাস্ত্রেও বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন।

ওয়ার্ডসোয়ার্থ (খৃঃ ১৭৭০-১৮৫০) ইনি ঋষিকবি বলিয়া কথিত হইয়াছেন। জন্মভূমি ইংলণ্ড।

কবীর—ইনি সুলতান সেকন্দর লোদির সমকালবর্ত্তী ছিলেন। জন্ম বারাণসীর নিকটে। ইনি রামানন্দের শিষ্য, জাতিতে জোলা।

কালিদাস—নবরত্নের শ্রেষ্ঠতম রত্ন। ইঁহার দেশ ও কাল সম্বন্ধে মতের ভয়ানক পার্থক্য আছে। ইঁহার অধিকাংশ কাব্য উজ্জয়িনীতে রচিত বলিয়া বোধ হয়।

ভর্তৃহরি—ইনি বিক্রমাদিত্যের সহোদর বলিয়া প্রবাদ আছে। স্ত্রীচরিত্রে অশ্রদ্ধাবশতঃ বৈরাগ্য অবলম্বন করেন।

ভার্জ্জিল—(খৃঃ পূঃ ৭০-১৯) প্রাচীন রোমক সাম্রাজ্যের মহাকবি।

ভল্টেয়ার—(১৬৯৪-১৭৭৮) ইনি স্বীয় গ্রন্থে কাহাকেও বিদ্রূপ করিতে ছাড়িতেন না। এজন্য অনেকবার ইঁহাকে নির্ব্বাসিত হইতে হইয়াছিল। ফরাসী-বিপ্লবের দীক্ষা-গুরু।

মন্ত্‌নাইকেন—বেলজিয়মের কবি।

'ম-ন্যো-শূ'—প্রাচীন জাপানী কবিতার সংগ্রহ। 'ম-ন্যো-শূ' অর্থাৎ সহস্রদল।

মস্কিন্ অল্ দর্বামি—হিজিরার দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রাচীন আরব কবিতার একটি সংগ্রহ পুস্তক প্রচারিত হয়। ঐ পুস্তকের নাম 'হামাসা'। উহাতে এই কবির অনেকগুলি কবিতা আছে।

মাইকেল মধুসূদন—(১৮২৪-১৮৭৩) বঙ্গভাষার প্রথম মহাকবি। ইনি অমিত্রাক্ষব ছন্দেব প্রবর্ত্তক।

মিললাপা (লামা)—পিতৃব্য কর্ত্তৃক পিতৃধনে বঞ্চিত হইয়া ইনি মন্ত্রতন্ত্রের সাহায্যে তাহার উদ্ধাব কবিতে কৃতসংকল্প হন ; পরে মাবণ-উচাটনাদির অভ্যাসে মানসিক অবনতি হইতেছে বুঝিযা বুদ্ধপদে চিত্ত সমাহিত কবেন। ইনি তিব্বতবাসীর প্রিয কবি।

মূর—(১৭৮০-১৮৫২) জন্ম আযর্লণ্ডে। ইনি লঘু চটুল কবিতা লিখিতে সিদ্ধহস্ত।

য়ুরিপিডিস—ইনি সক্রেটিসেব -বন্ধু ছিলেন। প্রায সত্তবখানি নাটক বচনা করেন। জন্মভূমি গ্রীস।

রঁস্যার্দ—(১৫২৪-১৫৮৫) ইনি এবং ইঁহার কযেকটি কবিবন্ধু 'সাতভাই চম্পা' বা কৃত্তিকা-মণ্ডলী নামে অভিহিত হইতেন। জন্মভূমি ফ্রান্স।

রুজে দে লিল্—ইনি মেযব ডাযেট্রিকের অনুরোধে ফবাসীদেব জাতীয সঙ্গীত 'লা মার্শেযেঝ' রচনা কবেন। এই সঙ্গীতেব প্রথম বঙ্গানুবাদ ১৩০০ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যাব 'নব্য ভাবতে' প্রকাশিত হয। (রুইযে—তৎকালীন ফরাসীবাজেব সেনাপতি।)

লোপ ডি ভেগা—(১৫৬২-১৬৩৫) জন্মভূমি স্পেন। অসংখ্য নাটক ও কবিতা রচনা করিযাছিলেন।

শিলার—(১৭৫৯-১৮০৫) ইঁহাকে জর্ম্মন দেশবাসীরা জর্ম্মনির শেক্সপীযাব বলে। প্রথম জীবনে চিকিৎসক ছিলেন।

'শী-কিং'—ইহার অর্থ কবিতা পুস্তক। চীন দেশের প্রাচীন কবিতাসমূহ প্রায় তিন হাজার বৎসব পূর্ব্বে একবার একত্র সংগৃহীত হয ; ঐ সংগ্রহ গ্রন্থের নাম 'শী-কিং'।

শূদ্রক—বাজা ও কবি। কেহ কেহ বলেন ইনি নিজে কবি ছিলেন না। ধাবক নামে কোন কবির রচনা ক্রয করিযা নিজের নাম দিযা প্রচার করিতেন।

শেক্সপীযার—(১৫৬৪-১৬১৬) জগতের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। মানব-চরিত্রেব ঘুণ।

শেলি—(১৭৯২-১৮২২) ইঁহার রচনা বিদ্যুতের মত তীব্র ও উজ্জ্বল। ইনি কবি-সমাজের কবি নামে খ্যাত।

শ্রীহর্ষ—রাজা ও কবি। পদ-লালিত্যের জন্য বিখ্যাত। কেহ কেহ বলেন বাণভট্টের রচন ইঁহার নামে প্রচারিত হইযাছে।

সাদি—হিজিরার ষষ্ঠ শতাব্দীতে পারস্যের সিরাজ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাব প্রসিদ্ধ গ্রন্থ গুলিস্তাঁ।

সিঙ্কিভিচ্—ইনি পোল্যাণ্ডের একজন বিখ্যাত লেখক। ইনি জীবিত।

সিবার—(১৬৭১-১৭৫৬) জন্মভূমি ইংলণ্ড।

সিরাজ অল্ ওয়ারক্—ইনি আরব দেশের কবি।

সুইনবার্ণ—ই'হাকে বায়বণেব মানসপুত্র বলা যাইতে পারে। ভাষা ও ছন্দের উপর ই'হার অসাধারণ দক্ষতা। ইনি জীবিত।

সুদাস (রাজর্ষি)—ইনি বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের সমসাময়িক দিগ্বিজযী রাজা ও ঋগ্বেদীয় সূক্তের রচয়িতা।

সুরদাস—ই'হাব রচিত ভজনগুলি প্রত্যেক হিন্দুস্থানীর আদবেব বস্তু। ইনি অন্ধ ছিলেন।

স্যাফো—(খৃঃ পূঃ ৬৩০-৫৭০) 'কৃষ্ণকুন্তলা, মধুবহাসিনী, নিষ্কলঙ্ক স্যাফো'। জন্মভূমি গ্রীস।

হাফেজ—হিজিবার অষ্টম শতাব্দীতে পাবস্যেব সিবাজ নগবে জন্মগ্রহণ কবেন। ই'হার বচনার সহিত আমাদেব বৈষ্ণব কবিদেব বচনাব ভাগবত সাদৃশ্য আছে।

হাযেন্—(১৭৯৯-১৮৫৬) ই'হাব বচনাব সহজ সৌন্দর্য্য অননুকরণীয। জন্মভূমি জর্ম্মানি। জাতিতে ইহুদী।

হিরণ্যগর্ভ—ইনি ঋগ্বেদীয় সূক্তেব বচযিতা। কবি ও দার্শনিক।

হুইট্‌ম্যান—আমেবিকাব প্রসিদ্ধ কবি, বিশ্বপ্রেম ই'হাব কাব্যে ওতপ্রোত।

হুগো (ভিক্তব) (১৮১২-১৮৮৫) কবি দার্শনিক, ঔপন্যাসিক, স্বদেশ-প্রেমিক, অধ্যাত্মবিদ্যায পরমপণ্ডিত। 'হাসি ও অশ্রুব সম্রাট'। জন্মভূমি ফ্রান্স।

হেঙ্‌জু—ইনি জাপান দেশেব একজন প্রাচীন কবি।

হোমব—ইনি আমাদেব বেদব্যাস অপেক্ষা ছয শত বৎসবেব ছোট। য়ুবোপখণ্ডেব প্রথম ও প্রধান মহাকাব্য রচযিতা। জন্মভূমি গ্রীস অথবা এসিযা মাইনব।

হোমস্ (অলিভাব ওযেণ্ডেল)—ই'হাব গদ্য ও পদ্য হাস্য-স্নিগ্ধ সবস মাধুর্য্যেব জন্য প্রসিদ্ধ। জন্মস্থান আমেবিকাব বোষ্টন নগবী।

হোরেস—(খৃঃ পূঃ ৬৫-৮) জন্মভূমি ইতালি। ই'হাব ভাষা ও ছন্দেব প্রতি বিশেষ লক্ষ্য ছিল। ইনি নানা ছন্দেব নানা বিষযেব কবিতা বচনা কবিযাছিলেন।

(আমেবিকার আদিম অধিবাসীদিগকে আমি 'লাল মানুষ' নামে অভিহিত কবিযাছি।)

তীর্থ-রেণু

'রহস্য-কুঞ্চিকা'

অমরু—খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হন। কথিত আছে, যে শঙ্করাচার্য্য অমরু নামক একজন রাজার মৃতদেহে প্রবিষ্ট হইয়া, মণ্ডন মিশ্রের পত্নী শারদাদেবীর প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ অমরু-শতক রচনা করেন। শঙ্কর-দিগ্বিজয়ে, কিন্তু, এ কথার উল্লেখ নাই।

অল্‌রিচ—প্রাচীন রোমান্টিক যুগের কবি, জন্মভূমি জর্ম্মনি।

আরাণী—(১৮১৭-১৮৮২) হাঙ্গেরির কবি ; গাথা রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

আর্ণ্ট—(১৭৬৬-১৮৩৮) ইনি নেপোলিয়নের পরম ভক্ত ছিলেন ; পৃথ্বীরাজের যেমন চাঁদ কবি, নেপোলিয়নের তেমনি আর্ণ্ট।

আসায়াসু—জাপানের কবি। ইঁহার পিতা যাসুহিদে-ও কবি ছিলেন। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন।

ইকুজু—ইনি জাপানী কবি। তান্‌কা রচনার জন্য প্রসিদ্ধ।

উকন্—ইনি একজন স্ত্রী-কবি ; জন্মভূমি জাপান।

ওয়াইল্‌ড্ (অস্কার)—ইঁহার রচনা সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের জন্য বিখ্যাত। জন্মভূমি ইংলণ্ড।

ওয়াং-চাং-লিং—চীন দেশের কবি ও সাহিত্যিক , লুশানের বিদ্রোহের পর, রাজপুরুষের সন্দেহে ধৃত ও নিহত হন।

ওয়াং-সেং-জু—চীন দেশের কবি , জন্ম খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে।

ওয়াট্‌সন্—ইংলণ্ডের কবি , ইনি জীবিত।

ওয়ার্টেমার—জর্ম্মনির কবি , জন্ম ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে।

কম্ব গনর—দাক্ষিণাত্যের কবি।

কপিলর—দ্রাবিড় কবি , বেদব্যাসের মতো ইঁহার পিতা ব্রাহ্মণ এবং মাতা দাসজাতীয়া ছিলেন।

কামেন্স—পোর্ত্তুগালের কবি , প্রধান রচনা 'লুসিয়াড'।

কিনো—জাপানের বিখ্যাত বীর উচিশকুনির পৌত্র। জন্ম খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে।

কিপ্‌লিং—ইনি জাতিতে ইংরাজ ; জন্ম পঞ্জাবের বাধিযার হ্রদের নিকট ; মার্কিনবাসী হইয়াছেন। ইঁহার রচনায় সহৃদয়তার একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হয়।

কিস্‌ফালুডি (১৭৭২-১৮৪৪) হাঙ্গেরির কবি , ইঁহার ভাইও কবি ছিলেন।

'কুরাল'-গ্রন্থ—'কুরু' অর্থাৎ 'ক্ষুদ্র' ; ক্ষুদ্র কবিতার সমষ্টি কুরাল , কপিলর নামক দ্রাবিড় কবির সহোদর তিরু বল্লুবর কুরাল-গ্রন্থের রচয়িতা। জন্ম মান্দ্রাজের নিকটস্থ মাইলাপুরে।

কুরেনবার্গ—ইনি জর্ম্মনির প্রাচীন যুগের কবি।

কোমাচি—(১৮৩৪-১৮৮০) ইঁহাকে জাপানের স্যাফো বলা যায়। ইনি সুকবি এবং সুন্দরীও ছিলেন।

কোমিয়ু—ইনি জাপানের রাণী ছিলেন ; কবিতাও লিখিতেন।

ক্যাপলন্—শিশু-জগতের কবি ; জন্ম ইংলণ্ডে।

গায়গার—নব্য জর্ম্মনির কবি ; জন্ম ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে। মনস্তত্ত্বের রহস্যবিদ্।

গেটে—(১৭৪৯-১৮৩২) ইনি কবি, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ঔপন্যাসিক ও রসজ্ঞ সমালোচক। জন্ম জর্ম্মনিতে।

গোকু—জাপানের বিখ্যাত ফুজিবারা বংশের সন্তান ; জন্ম খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে।

ঘোষ (অরবিন্দ)—ইনি "স্বদেশ-আত্মার বাণীমূর্ত্তি" নামে অভিহিত হইয়াছেন।

চাং-চি-হো—(৭০০-৭৫০) কবি ও 'তও'-পন্থী, ইনি 'কুজ্ঝটিকার প্রবীণ ধীবর' নামে বিখ্যাত।

জযনাব—ইনি তুবস্কের একজন স্ত্রী-কবি ; স্বামীব হুকুমে ইঁহাকে কাব্যালোচনা বন্ধ করিতে হইয়াছিল।

জাফর—ইনি তুরস্কেব কবি ও দ্বিতীয় বাযাজিদেব একজন অমাত্য ছিলেন। রাজভৃত্যদিগেব ষড়যন্ত্রে ইনি হারুণ-অল্-বসীদেব মন্ত্রী জাফবের মতো প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন।

জামি—(১৪১৪-১৪৯২) পারস্যেব স্বনামধন্য কবি ও সুফি। ইঁহাব পুরা নাম নুরুদ্দিন্ আব্দব বহমন্ জামি। ইনি নির্লোভ ছিলেন ; একবাব তুবস্কেব সুল্তান্ পাঁচ হাজাব মোহর পাঠাইযাছিলেন। ইনি তাহা স্পর্শ কবেন নাই।

জিউলে—হাঙ্গেরিব কবি , ক্ষুদ্র গাথাব প্রবর্ত্তক।

জমূ সুল্তান্—(১৪৫৯-১৪৯৫) ইনি তুবস্কেব সুল্তান দ্বিতীয় বাযাজিদের কনিষ্ঠ। পিতাব মৃত্যুব পব ইনি অর্দ্ধেক বাজ্য দাবী কবেন। কিন্তু সফলকাম হইতে পাবেন নাই। মহম্মদীয় শাস্ত্রানুসাবে কন্যাবাও পুত্রেব মত পিতৃধনেব অংশ পায , কিন্তু বাজপুত্রেবা এই ব্যবস্থাব সুফল ভোগ করিতে পান না ; ঔবঙ্গজেবেব ভ্রাতৃ-বিরোধের মূল এইখানে, জমূ সুল্তানেব যুদ্ধের কাবণও এইখানে। পক্ষপাতহীন মহম্মদীয় আইনেব নির্দ্দেশ, বোধ হয, সাম্যবাদের দিকে . ইহাব স্বাভাবিক পবিণতি, সম্ভবতঃ, Democracyতে।

ঝিন্দন—পঞ্জাবেব কবি।

টেনিসন্—(১৮০৯-১৮৯২) ইনি মহারাণী ভিক্টোবিযাব সভাকবি ছিলেন।

ডান্বাব—কাফ্রি কবি ; ইঁহাব পিতা ক্রীতদাস ছিলেন , কানাডায পলাইয়া নিষ্কৃতি লাভ কবেন। অনেকের বিশ্বাস, কাফ্রিবা সৌন্দর্য্যবোধে ও বুদ্ধিব প্রাখর্য্যে অন্যান্য জাতি অপেক্ষা হীন , ডানবাবেব কবিতা এই মতেব অসাবতা প্রমাণিত কবিতেছে।

ডিরোজিও—(১৮০৯-১৮৩১) ইঁহাকে লোকে 'ইউবেশিয বায়রণ' বলিযা থাকে ; কলিকাতায মৌলা আলিব দব্গাব নিকট ইঁহাব জন্ম হয। ইনি হিন্দু কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। প্যাবীচাঁদ মিত্র বামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি ইঁহার ছাত্র।

ডুম্ মীরণ—আফগানিস্থানেব কবি। আমবা ডোম বলিযা যাহাদিগকে ঘৃণা কবিযা থাকি, ইঁহাব পূর্ব্বপুরুষেবা সেই ডোম ছিলেন। ডোমেবা সঙ্গীতানুবাগেব জন্য চিবপ্রসিদ্ধ। যুরোপের জিপ্সি, পাবস্যেব লুবি, আফগানিস্থানেব ডুম্ এবং ভাবতের ডোম এক।

ডেস্মেল (বিকার্ড্)—শিলাবের সঙ্গে গেটেব যে সম্বন্ধ, ডেস্মেলেব সঙ্গে লিলিযেঙক্রযেনেব সেই সম্বন্ধ ; বর্ত্তমান যুগে, জর্ম্মানিব কাব্যজগতে ইঁহাবা দুই জনই নেতা। জন্ম ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে। ইনি পল্ ভার্লেনের শিষ্য।

ৎসেন্-ৎসান—চীন দেশেব কবি ; মহাকবি তু-ফু ইঁহাব বন্ধু ছিলেন। ছন্দের অনেক নূতন নিয়ম ইনি আবিষ্কাব কবিযা যান।

তরু দত্ত—(১৮৫৬-১৮৭৭) ইনি রামবাগানের স্বর্গীয গোবিন্দচন্দ্র দত্তেব কন্যা। ইনি ইংরেজীতে কবিতা এবং ফবাসীভাষায় উপন্যাস লিখিযাছিলেন। তরু দত্ত একুশ বছর ছয মাস ছাব্বিশ দিন মাত্র জীবিত ছিলেন।

তাচিবানে-নো-মাসাতো—'তানকা' ও 'হোক্কু' রচনার জন্য বিখ্যাত ; জন্মভূমি জাপান।

তুকারাম—মহারাষ্ট্রীয় সাধু ও ভজন-রচয়িতা ; পঞ্জাবের যেমন নানক, বারাণসীর যেমন কবীর, মহারাষ্ট্রের তেমনি তুকারাম। ইঁহার রচনা 'অভঙ্গ' নামে বিখ্যাত।

তু-ফু—(৭১২-৭৭০) চীনবাসীরা ইঁহাকে 'কাব্যের দেবতা' নামে অভিহিত করেন। ইনি সাত বৎসর বয়সে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। কাব্যালোচনার খাতিরে ইনি রাজ-দরবারে চাকরি ছাড়িয়া দেন। শেষে অশেষ দুর্দ্দশা ভোগ করিয়া অনশনে প্রাণত্যাগ করেন। "হায় মা ভারতী!"

দু-ফ্রেনি—(১৬৪৮-১৭২৪) কবি ও উদ্যান-শিল্পী ; ইঁহার রচিত কমেডিগুলি হাস্যরসে উৎপূর্ণ। জন্মভূমি ফ্রান্স।

দুদেতোৎ (মাদাম)—ইনি ফরাসী দেশের একজন মহিলা কবি। জন্ম উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে।

দে-জুযি—(১৭৬৪-১৮৪৬) ইনি ফরাসী দেশের কবি। অ্যাডিসনের 'স্পেক্টেটরের' অনুকরণে ইনি অনেক সন্দর্ভ রচনা করেন।

দে-মুসে—(১৮১০-১৮৫৭) ফরাসী কবি ও নাট্যকার, ইনি অলঙ্কার শাস্ত্রকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন ; এবং তৎসত্ত্বেও সুকবি।

দৈনী-নো-সাম্মি—বিখ্যাত মহিলা ঔপন্যাসিক মুরাসাকি শিকিবুর কন্যা, জন্মভূমি জাপান।

'নাল-আদিয়ার'-গ্রন্থ—দাক্ষিণাত্যের জৈন কবির রচিত কোষ-কাব্য। এই গ্রন্থে একাধিক কবির রচনা আছে।

নিমতুল্লা—ইনি সৈযদবংশ সম্ভূত এবং কবি।

নেজাতি—ইনি তুরস্কের কবি, ক্রীতদাসের পুত্র হইয়াও চরিত্রগুণে সুলতান বাযাজিদের পুত্রগণের শিক্ষকপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তুরস্কের সমালোচকেরা বলেন, "সিদ্ধপুরুষ ও ঐন্দ্রজালিকে যে তফাত, নেজাতি ও তাঁহার সমসাময়িক কবিদের মধ্যেও ঠিক সেইরূপ প্রভেদ।"

নৈলি—(১৬৬৩-১৭৩৮) তুরস্কের কবি। ইঁহার পিতা কনস্টান্টিনোপলের হাকিম ছিলেন। ইনি স্মর্না, কাইরো ও শেষে মক্কার মোল্লা হইয়াছিলেন।

পট্টণত্তু পিল্লাই—দাক্ষিণাত্যের কবি, ইনি শিবের উপাসক ছিলেন, কিন্তু, গোঁড়ামি সহ্য করিতে পারিতেন না। জন্ম খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে।

পাউন্ড—ইংলণ্ডের উদীযমান কবি, জাতিতে ইহুদী।

ফজুলী—ইনি তুর্কী, আরবী ও ফার্সী ভাষায কবিতা লিখিতেন, বোগদাদ নগরে ইঁহার জীবনের অধিকাংশ অতিবাহিত হয। ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে প্লেগে মারা যান। ইনি 'হৃদযের কবি' নামে অভিহিত হইযাছেন।

ফর্দ্দুসী—ইঁহার প্রকৃত নাম আবুল কাসিম মনসুর ; ইঁহার প্রধান রচনা 'শাহ-নামা'। ত্রিশ বৎসরে এই মহাকাব্য সম্পূর্ণ হইযাছিল। সুলতান মামুদের কৃপণতায় ক্রুদ্ধ হইযা ইনি এক ব্যঙ্গকাব্য রচনা করেন।

ফিজ্‌বল্‌—ইনি একজন ইংরেজ কবি।

ফৈজী—আকবরের সভাকবি ও আবুল ফজলের সহোদর ; ইঁহার কতকগুলি রচনা "মস্ক্‌-গজল্‌" বা কস্তুরী কবিতা নামে প্রসিদ্ধ। বেদমর্ম্ম জানিবার জন্য সম্রাট আকবর ইঁহাকে এক ব্রাহ্মণের গৃহে রাখিযা দেন। এই কাহিনী অবলম্বনে 'মহিলা' কাব্যের কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার 'সবিতা সুদর্শন' নামক কাব্য রচনা করেন।

বড্‌ম্যার্ন—নব্য জর্ম্মানির কবি ; জন্ম ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ; ইনি একজন ব্যারন্‌।

বদ্‌লেয়ার—(১৮২১-১৮৬৭) ফরাসী কবি ; ইনি 'সুন্দরকে মন্দ' দেখিতেন না, কিন্তু 'মন্দকে সুন্দর' দেখিতেন। ইঁহাকে বীভৎস রসের কবি বলা যাইতে পারে।

বাবর (ভারত সম্রাট)—সম্রাট আকবরের পিতামহ ; ইনি কবিতাও লিখিতেন।

বায়েরবম্—(১৮৬৫) জর্ম্মানির বর্ত্তমান যুগের কবি।

ব্রাউনিং (এলিজাবেথ্)—(১৮০৬-১৮৬১) সাত বৎসর বয়সে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। নারীর হৃদয়, পণ্ডিতের বুদ্ধি এবং কবির প্রাণ একাধারে ইঁহাতে সম্মিলিত ছিল। ইনি রবার্ট ব্রাউনিঙের পত্নী।

ব্রাউনিং (রবার্ট)—(১৮১২-১৮৮৯) ইঁহার রচনা স্থলবিশেষে অস্পষ্ট এবং শ্রুতি-কটু হইলেও ইনি প্রকৃত কবি ছিলেন। মানব হৃদয়ের ভাববৈচিত্র্যের সঙ্গে এরূপ গভীর পরিচয় অল্প কবিরই দেখা যায়।

বেইলি—ইংলণ্ডের সৈনিকদিগের প্রিয় কবি।

বেমন—তেলুগু কবি , রচিত গ্রন্থের নাম 'পদ্যমূলু'।

ভর্ত্তৃহরি—রাজা ও কবি, প্রধান রচনা বৈরাগ্যশতক ও নীতিশতক।

ভল্তেয়ার—(১৬৯৪-১৭৭৮) ফ্রান্সের সাহিত্য সম্রাট। হাস্য বিদ্রূপে অদ্বিতীয়।

ভার্লেন্ (পল্)—(১৮৪৪-১৮৯৬) ইঁহার কবিতা ভাব-সঙ্কেতে অতুলনীয় , জন্ম ফ্রান্সে।

ভিক্ষু—ইনি একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি।

ভোরোজমার্টি—(১৮০০-১৮৫৫) ইনি হাঙ্গেরির কাব্যের ভাষার চেহারা বদ্লাইয়া দ্যান। ইঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী কবিদের ভাষায় আকাশ-পাতাল প্রভেদ।

মরিস্ (উইলিয়ম্)—সাম্যবাদের কবি ; জন্ম ইংলণ্ডে।

মাণিক্য-বাচকর—দাক্ষিণাত্যের কবি , খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। প্রধান রচনা 'তিরু বাচকম্' অর্থাৎ আনন্দ-বাণী।

মামুদ শাবিস্তারী—ইনি একজন সুফি ছিলেন।

মাযগেল্ (অ্যাগ্নেস)—নব্য জর্ম্মানির মহিলা-কবি , ইঁহার মৌলিকতা উল্লেখযোগ্য , জন্ম ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে।

মিচি-নোবু-ফুজিবারা—কবি ও রাজমন্ত্রী , জন্মভূমি জাপান।

মিলার—ইনি আমেরিকার কবি।

মিহ্রি—ইঁহার পুরা নাম 'মিহ্র-মাহ' বা 'সূর্য্য শশী' , ইনি তুরস্কের কবি নেজাতির শিষ্যা। ইনি রসিকা এবং স্বভাবতঃ প্রেমশীলা হইয়াও চরিত্র নির্ম্মল রাখিতে পারিয়াছিলেন। মিহ্রি চিরকুমারী ছিলেন।

মীরাবাই—ইনি রাণা কুম্ভের পত্নী এবং পরম বৈষ্ণবী। ইঁহার ভক্তিমূলক সঙ্গীতসমূহ অতীব মধুর।

মেং-হো-জান্—(৬৮৯-৭৪০) ইঁহার রচনা 'অনুশোচনার অশ্রুর মতো মনোজ্ঞ'। ইনি চিরজীবন সাহিত্য-সাধনায় নিরত ছিলেন। জন্ম চীনদেশে।

মেসিহি—(১৪৬০-১৫১২) ইনি তুরস্কের কাব্যে নবজীবন সঞ্চার করেন, সেইজন্য ইঁহাকে মেসিহি বা মেসায়া বলা হয় , ইঁহার প্রধান রচনা 'গুল্-ই-শদ্বর্গ', 'শহর-এঙ্গিজ্' প্রভৃতি। 'শায়ের শহরের শাহ' নামেও ইনি পরিচিত।

যজুর্ব্বেদ—চতুর্ব্বেদের অন্যতম , ইহা তৈত্তিরীয় সংহিতা ও বাজসনেয়ী সংহিতায় বিভক্ত ; এই দুই বিভাগকে সাধারণতঃ কৃষ্ণ ও শুক্ল যজুর্ব্বেদ বলা হয়।

য়ূনাস্—ইনি তপদুখ্ নামক মহাপুরুষের শিষ্য ; য়ূনাস্ গুরুর জন্য যে ইন্ধন আনিতেন, তাহার মধ্যে একখানিও বাঁকা থাকিত না, গুরু এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় তিনি বলিয়াছিলেন "স্বর্গে-মর্ত্ত্যে কোথাও যাহার আদর নাই তাহা তোমার ঘরে কেমন করিয়া আনিব ?" য়ূনাস্ নিরক্ষর, কিন্তু কবি।

রসেটি (ক্রিষ্টিনা)—(১৮৩০-১৮৯৪) ইংলণ্ডের স্ত্রী-কবি।

রাবেয়া—বসরা-বাসিনী স্ত্রী-কবি ও ধর্ম্মিষ্ঠা সুফি। ইনি চিরকুমারী ছিলেন। ৭৫৩ খৃষ্টাব্দে জেরুসালেমে ই'হার মৃত্যু হয়।

রুমি (জালালুদ্দিন)—(১২০৭-১২৭৩) ইনি পারশ্যের একজন প্রধান কবি ; জন্মভূমি বাল্‌খ্। ই'হার চরিত্র অতি মধুর ছিল ; ইনি পথ দিয়া যাইবার সময় শিশুদিগকেও অভিবাদন করিতেন।

রেক্সফোর্ড—ইনি আমেরিকার কবি।

লাওয়েল—ইনি আমেরিকার কবি ; হুইট্‌ম্যানের পরে ই'হার নাম উল্লেখযোগ্য।

লাতাঞা—ফ্রান্সের কবি ; হাসির গানের জন্য বিখ্যাত।

লায়াল (আলফ্রেড্)—সিভিলিয়ান কবি। জন্মভূমি ইংলণ্ড।

লি-পো—(৭০২-৭৬২) চীনদেশের কবি ও যোদ্ধা ; ই'হার কবিতা বিচিত্রতার জন্য প্রসিদ্ধ।

লিলিয়েঙ্ক্রন—(১৮৪৪-১৯০৯) জর্ম্মানির কবি ও সৈনিক পুরুষ . চল্লিশ বৎসর বয়সে প্রথম কবিতা রচনা করেন। ই'হাকে 'মুক্ত বায়ুর কবি' বলে।

লী-হান্ট—(১৭৮৪-১৮৫৯) ইংলণ্ডের কবি , ই'হার গদ্য রচনাও সুখপাঠ্য।

লেকঁৎ-দে-লিল্—(১৮২০-১৮৯৪) 'কীর্ত্তি ভবন যাত্রী' নামক ফরাসী কবিদিগের অগ্রণী ; জন্মভূমি রি-ইউনিয়ন্ দ্বীপ।

লেরিয়ে—ডাক্তার, কাব্য-রচয়িতা ও নারীহন্তা , জন্মভূমি ফ্রান্স।

লেবেন্ (হার্ট)—(১৮৬৪-১৯০৫) জর্ম্মানির কবি।

ল্যাণ্ডর—(১৭৭৫-১৮৬৪) ইংলণ্ডের কবি , ই'হার শ্রেষ্ঠ রচনা 'Imaginary Conversations' বা 'কাল্পনিক কথাবার্ত্তা'।

শাক্যো-নো-তায়ু-আকিসুকে—জাপানের কবি ; 'শ্রাব্য-চিত্র' রচনায় অদ্বিতীয়। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন।

'শি-কিং'-গ্রন্থ—কং ফুশিয়ো বা প্রভুপাদ কং কর্ত্তৃক সংগৃহীত প্রাচীন চীনদেশীয় কবিতার চয়ন-গ্রন্থ।

শিলার—(১৭৫৯-১৮০৫) কবি ও নাট্যকার ; ই'হার নাটকগুলি, সাধারণতঃ, উদ্দেশ্য-মূলক হইলেও কাব্য হিসাবে নিকৃষ্ট নহে। জন্মভূমি জর্ম্মানি।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ—একশত পঞ্চাশখানি উপনিষদের অন্যতম।

সাউদী—(১৭৭৪-১৮৪৩) ইংলণ্ডের কবি ; ইনি আমাদের নবীনচন্দ্রের মতো অনেক-গুলি মহাকাব্য লিখিয়াছিলেন।

সাগামি—ইনি একজন স্ত্রী-কবি , জন্মভূমি জাপান।

সাদায়োরি—জাপানের কবি , ই'হার পিতাও কবি ছিলেন।

সুইন্‌বার্ণ—(১৮৩৭-১৯০৮) ই'হার কবিতাসমূহ সৌন্দর্য্যের খনি। ইনি অনূঢ় ছিলেন।

সুকুন্তু—(৮৩৪-৯০৮) কবি ও দার্শনিক ; ই'হার কাব্য সৌন্দর্য্যে, মাধুর্য্যে ও আধ্যাত্মিকতায় অতুলনীয়। জন্ম চীন দেশে।

সেন (দেবেন্দ্রনাথ)—'অশোকগুচ্ছের' কবি। ইনি গদ্য রচনাতেও সুনিপুণ। ইংরাজীতেও কবিতা লিখিয়া থাকেন।

হাইন্—(১৭৯৯-১৮৫৬) ইনি 'ছোট ছোট ফুলে মালা' গাঁথিতেন ; সেগুলি প্রফুল্ল মল্লিকার মতো চিরসুরভিত ; ইনি জাতিতে ইহুদী। জন্মভূমি জর্ম্মানি।

হাউটন্ (লর্ড)—(১৮০৯-১৮৮৫) ইঁহার পূর্ব্বনাম রিচার্ড মংটন মিল্‌নেজ; ইংলণ্ডের কবি।

হাতিফি—নুরুদ্দিন জামির ভাগিনেয়, খোরাসানের অন্তর্গত জাম নামক স্থানে ইঁহার জন্ম। ইঁহার 'লয়লা-মজনু' কাব্যের প্রথম শ্লোক জামির রচিত।

হুইট্‌ম্যান—আমেরিকার কবি; বাতাসের মতো ইঁহার ছন্দ কাহারও বশে আসিতে চায় না। আমেরিকায় বিশ্বপ্রেমের অগ্রদূত।

হ্যুগো (ভিক্তর)—(১৮০২-১৮৮৫) ইঁহার কবিতা বিশ্ব সাহিত্যের অলঙ্কার; ইঁহার উপন্যাস ফরাসী দেশের মহাভারত। টেনিসন্ ইঁহাকে 'হাসি ও অশ্রুর সম্রাট' নামে অভিহিত করিয়াছেন।

হুড—(১৭৯৮-১৮৪৫) ইংলণ্ডের কবি, হাস্য-রসাত্মক কবিতা রচনার জন্য বিখ্যাত।

হেষ্টিংস্ (ওয়ারেন্)—বঙ্গের গভর্নর, ইনি কবিতা লিখিতে পারিতেন।

হোপ্—অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কবি।

হোরিকায়া—মন্ত্রীকন্যা ও রাজমাতার সহচরী, জন্মভূমি জাপান; খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন।

হোল্‌জ্ (আর্ণো)—নব্য-জর্ম্মনির কবি, জন্ম ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে।

ছায়া-সুষমা—ভারতীয় চিত্রশিল্পীরা, ইংরেজীতে যাহাকে Shading বলে, তাহাকে 'সায়া-সুস্মা' বা 'ছায়া-সুষমা' বলিয়া থাকেন।

পান্তুম্—ইতালির যেমন সনেট্, মলয় উপদ্বীপের তেমনি পান্তুম্। পান্তুম্ অর্থে গান বা গীতি-কবিতা। পান্তুমের প্রতি শ্লোকের দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণ পরবর্ত্তী শ্লোকের প্রথম এবং তৃতীয় চরণরূপে ব্যবহৃত হয়। প্রত্যেক শ্লোকে চারি চরণ থাকা আবশ্যক, এবং সাধারণতঃ চারি শ্লোকে একটি পান্তুম্ সম্পূর্ণ হয়। তদ্ভিন্ন প্রতি শ্লোকের প্রথম ও দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিগুলির সঙ্গে তৃতীয় ও চতুর্থ পঙ্‌ক্তিগুলির বর্ণিতব্য বিষয়ের, সঙ্গমস্থলে গঙ্গা-যমুনার মতো একেবারে পাশাপাশি থাকা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ পার্থক্য থাকাই নিয়ম। মাইকেল মধুসূদন যেমন বঙ্গভাষায় প্রথম সনেট লেখেন, ভিক্তর হ্যুগো তেমনি ফরাসী ভাষায় প্রথম পান্তুমের অনুবাদ করেন। হ্যুগো মৌলিক পান্তুম রচনা না করিলেও তৎকৃত অনুবাদ প্রকাশিত হইবার পর হইতে ফরাসী সাহিত্যে পান্তুমের প্রভাব ক্রমশঃ বিস্তৃতিলাভ করিয়া আসিয়াছে। পরবর্ত্তী অনেক কবি অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর মৌলিক পান্তুম্ রচনা করিয়া স্বদেশের ছন্দ-বিদ্যা ও কাব্য-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন।

বোটা—মরুযাত্রীরা জল রাখিবার জন্য যে চামড়ার বোতল ব্যবহার করে তাহাকে 'বোটা' বলে। ইংরেজী bottle শব্দ বোধহয় এই বোটা হইতে উৎপন্ন।

লম্ব—মাদাগাস্কারবাসীরা কম্বলকে 'লম্ব' বলে। সংস্কৃত, ভদ্রবেশধারী, "লম্বশাট পটাবৃতে"র ভিতর হইতে ঐ মাদাগাস্কারী পরিচ্ছদটা দেখা যাইতেছে না তো। 'জুজু'টা তো ঐ দিকেরই আমদানী।

মণি-মঞ্জুষা

ছোড়ান্-কাঠি

অথর্ব্ববেদ—চতুর্ব্বেদের সর্ব্বকনিষ্ঠ। যজ্ঞকার্য্যের তন্ত্রধারকদিগকে অথর্ব্বা বা ব্রহ্মা বলিত। এই অথর্ব্বাদের রচিত বেদই অথর্ব্ববেদ নামে পরিচিত।

অম্বপালী (থেরী)—গ্রীসেব মত এক সময়ে ভারতবর্ষেও একশ্রেণীর বিদুষী নর্ত্তকী ছিল। ইহাদিগকে শোভিকা বলিত। অম্বপালী এইরূপ একজন শোভিকা ছিলেন। পরে ব্যবসায় ছাড়িয়া বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন কবেন। থেরী—স্থবিরা।

অষ্টিন্ (আল্‌ফ্রেড্)—ইংলণ্ডেব ভূতপূর্ব্ব বাজকবি। টেনিসনেব মৃত্যুব পব ইনি ঐ পদ প্রাপ্ত হন।

অক্ষ্ন্যাত্মন্—অধুনা-আতন্ ; ইনি খৃীষ্টজন্মের প্রায় পাঁচ হাজার বৎসব পূর্ব্বে মিশবেব বাজা ছিলেন। ইনি "ভাবুকরাজা" নামে বিখ্যাত। ইঁহাব একখানি ছবি পাওয়া গিয়াছে। উহাতে রাজা বেদীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন. উপবে সূর্য্য , সূর্য্যেব কব হাতের আকাব ধারণ করিয়া বেদীস্থিত ইন্ধন স্পর্শ করিবতেছে। সংস্কৃতে কব মানে কিবণও বটে, হাতও বটে! অক্ষ্ন্যাত্মন্ কি ভাবতবর্ষীয ছিলেন? পণ্ডিতেরা তো বলেন ইনি মিশবের রাজা হইলেও ঠিক মিশরীয নহেন, বিদেশী।

আসফ্‌উদ্দৌলা—অযোধ্যাব নবাব। ইনি বিলাসী এবং কবিও ছিলেন।

ইস্‌হাক্ বিন্ খলিফা—বোগ্‌দাদেব খলিফাবংশেব. ইনি হাসিব দোঁহা বচনায নিপুণ ছিলেন।

ঋগ্বেদ—আর্য্যজাতিব প্রাচীনতম গ্রন্থ। বযস ছয-সাত হাজারের কম নয। ক্ষত্রিয বাজর্ষি বিশ্বামিত্রের বচিত গাযত্রী এই বেদের সারবস্তু। ব্রাহ্মণেবাও ইহা স্বীকাব কবেন।

ওকুবা—জাপানী কবি।

ও'শর্নেসি—আয়র্লণ্ডেব কবি। ইনি ফবাসী বদ্‌লেযাব ও গতিযেব শিষ্য।

কবীব—সুল্‌তান্ সেকন্দব লোদির সমকালবর্ত্তী কবি ও সাধক।

কামিল্ বে—তুরস্কের কবি , নব্য-তুর্ক-সম্প্রদায-ভুক্ত।

কালিদাস—ভাবতীয কবিদিগেব মধ্যে বাল্মীকি ও বেদব্যাসের পবেই ইঁহার নাম উল্লেখ-যোগ্য। "বাল্মীকের্ম্মুনিসত্তমাৎ সমজনি ব্যাসেন সম্বর্দ্ধিতা। বৈদর্ভী কবিতা স্বয়ম্বৃতবতী শ্রীকালিদাসং ববং।" ইনি দেশবিদেশের পূজা পাইযাছেন। ইঁহাকে আজকাল কোনো কোনো পণ্ডিত বাঙালী বলিয়া মনে কবেন।

কালেভালা—ফিন্‌ল্যাণ্ডের বীরবসাত্মক মহাকাব্য। কালেভালা মানে বীবভূমি।

কুদরৎ—মিশরবাসী আরব কবি।

খ্যববদাব (অ্যরদেশর)—ইনি জাতিতে পার্শী. গুজবাটি ভাষায কবিতা লিখিযা থাকেন।

গাইবেল্—ডয়েচলাণ্ডের কবি।

গিল্‌কিন্ (ইউআন্)—১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে জন্ম। বদ্‌লেযাবেব শিষ্য , বেল্‌জিয়মেব কবি।

গেযান্‌দাস—বঘেল্ খণ্ডেব সাধক কবি।

গেরার্দ্দি—জন্ম ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে। বেল্‌জিযমের কবি ; বদ্‌লেযাবেব ভাব-শিষ্য। ইনি জর্ম্মন ভাষাতেও কবিতা লেখেন।

ঘোষ (অরবিন্দ)—ইনি 'স্বদেশ আত্মার বাণীমূর্ত্তি' নামে অভিহিত হইয়াছেন। ইংরাজী গদ্য রচনায় অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

গোল্ডস্‌বেরী—ইনি দক্ষিণ আফ্রিকার কিপ্‌লিং নামে প্রসিদ্ধ।

চণ্ডী (মার্কণ্ডেয়)—তান্ত্রিক বাঙালীর গ্রন্থ-সাহেব। এই পুস্তক বঙ্গে বেদের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছিল।

জন্‌সন্‌ (হ্যারল্ড্‌)—ব্রিটেনের কবি ; সাম্যবাদী।

জায়সী (মালিক মহম্মদ)—কবি ও সাধক। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন "সুপ্রভাতে" ইঁহার বিবরণ লিখিয়াছেন।

ঠাকুর (স্যার রবীন্দ্রনাথ)—জন্ম ১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ ; বর্ত্তমান যুগের জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি ও লেখক। এশিয়া মহাদেশের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ইনিই শাশ্বত বিশ্বসাহিত্য-সৃষ্টির জন্য নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন। ইনি বিগত ইউরোপ-প্রবাসের সময় ইংরেজীতে একটি মাত্র মৌলিক গান রচনা করিয়াছেন, তাহারই অনুবাদ "মণি-মঞ্জুষায়" সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

ডেজেন্‌ ষ্টেট্‌—হল্যাণ্ডের কবি।

তরু দত্ত—(১৮৫৬-১৮৭৭) বিখ্যাত রামবাগানের দত্ত বাড়ির মেয়ে। ইংরাজীতে ও ফরাসীতে কবিতা লিখিয়া যশস্বিনী হন।

থিয়োক্রিটস—(খৃঃ পূঃ ৩০০-২১৫) গ্রীসের সীরাকিউজে জন্মগ্রহণ করেন। কিছুদিন চিকিৎসা-শাস্ত্রও পড়িয়াছিলেন।

দমিনিক্‌ (জাঁ)—জন্ম ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে। বেল্‌জিয়মের কবি।

নাঙ্গীপন্থী—ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়-বিশেষ, শা হোসেন এই দলের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। হিন্দু ও মুসলমান সকলেই এই দলে যোগ দিতে পারেন।

নামদেব—সাধক ও কবি, "সঞ্জীবনী" সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় "সুপ্রভাতে" ইহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

নীছী (ফ্রেড্রিক)—(১৮৪৪-১৯০০) ইনি পোল্যাণ্ডের বনিয়াদী বংশের ছেলে। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষ জর্ম্মানিতে আসিয়া বাস করেন। ইনি ভারতবর্ষের ও গ্রীসের ভক্ত ছিলেন। খৃষ্টানীর উপর হাড়ে চটা ছিলেন। ইনি পদ্য অপেক্ষা গদ্য ভাল লিখিতেন।

নিজামী—ইনি হিজিরার ষষ্ঠ বর্ষে জীবিত ছিলেন। লয়লামজনু, শিরীফরহাদ ও শিকন্দরনামা ইঁহার প্রধান রচনা। বর্দ্দার নিকট খান্‌জহুর নামক নগরে ইঁহার জন্ম হয়।

নোগুচি—জাপানী কবি ; ইনি আমেরিকা-প্রবাসী। নোবেল প্রাপ্তির চেষ্টায় আছেন।

প্রীদম্‌ (সুলি)—(১৮৩৯-১৯০২) কবি, দার্শনিক ও গণিতবিদ্যাবিশারদ। ইনি লেক‍ং-দে-লিলের মত স্বচ্ছ ভাষার পক্ষপাতী ছিলেন। প্রথমবারের নোবেল পুরস্কার এই ফরাসী কবিই পাইয়াছিলেন।

বামন—মারাঠার কবি। শাজাহানের ও আওরঙ্গজেবের সমসাময়িক।

বিচীং—ইংরেজ কবি। মার্কিন-প্রবাসী।

বিয়ন্‌—গ্রীসের কবি, খৃষ্ট জন্মের প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন।

ব্রিজেস্‌ (রবার্ট)—ইংলণ্ডের বর্ত্তমান রাজকবি। হাতটি বেশ মিঠা।

ব্রাউনিং (রবার্ট)—(১৮১২-১৮৮৯) গদ্যে যেমন কার্লাইল, পদ্যে তেমনি ব্রাউনিং ; কঠোর, দুর্গম, দুর্দ্ধর্ষ, কিন্তু সারবান্‌।

ভাল্‌মোর (মার্সেলিন্‌)—(১৭৬৩-১৮৫২) ফরাসী স্ত্রী-কবি। মিসেস্‌ ব্রাউনিং অপেক্ষা ইঁহার রচনা অনেক বেশী মিষ্ট।

ভার্লেন্ (পল্)—(১৮৪৪-১৮৯৬) ফরাসী কবি ; Symbolist দলের অগ্রণী। নব্য কবিতার জনক। ইঁহার কবিতা ভাবদ্যোতনার বিদ্যুৎ। ইঁহার ভাষা "সন্ধ্যা-ভাষা।"

ভাস—কালিদাসের পূর্ব্বজ কবি ও নাটককার। সম্প্রতি ইঁহার কয়েকখানি নাটক বাংলায় তর্জ্জমা হইয়াছে।

ভ্যারহায়রেণ—(১৮৫৫) বেলজিয়মের শ্রেষ্ঠ কবি ; ইনি রেলওয়ে কলকারখানা প্রভৃতির মধ্যে কবিত্বের ভাব পাইয়াছেন। ইঁহার মতে এই সমস্ত আধুনিক জিনিসের বাহিরে সৌন্দর্য্য নাই, কিন্তু ইহাতে মানুষের যে ক্ষমতার নূতন নূতন পরিচয় প্রকাশ হইয়াছে তাহা সুন্দর, তাহা মুগ্ধকর, তাহা কাব্যের বস্তু।

মন্তনেগ্রোর রাজা—ইনি স্বদেশপ্রেমিক, রাজা ও কবি ; বিগত বল্‌কান যুদ্ধের সময় ইনি অনেক স্বদেশপ্রেমোদ্দীপক গান রচনা করিয়াছিলেন।

মরিস্ (উইলিয়ম্)—ইংলণ্ডের কবি ; শ্রমজীবী ও জনসাধারণের প্রিয়তম কবি।

মাক্‌কাথ্-মওইল (সিয়োসাম)—আইরিশ কবি।

মীরাবাঈ—রাজপুতানার রাণা কুম্ভের রাণী , কবি ও বৈষ্ণবী।

মিস্ত্রাল্—(১৮৩০-১৯১৪) ইনি ফ্রান্সের অন্তর্গত প্রভেন্স্ জেলার লোক। ঐ জেলার চল্‌তি ভাষায় কবিতা ও কাব্য লিখিয়া নোবেল পুরস্কার পান। এই কবির মা লেখাপড়া জানিতেন না। সেইজন্য মাতার বুঝিবার সুবিধা হইবে বলিয়া, ইনি চলতি ভাষায় বই লিখিতে আরম্ভ করেন। ইনিই যথার্থ মাতৃভাষার সেবক এবং মাতৃদেবীর ভক্ত সন্তান।

মিডলটন্—ইংলণ্ডের কবি ; সম্প্রতি মারা গিয়াছেন।

মুসে (আলফ্রে-দে)—(১৮১০-১৮৫৭) জন্ম ফ্রান্সের পারী নগরে। ইনি কাব্যে ইচ্ছা-পূর্ব্বক শিল্প ফলানো—কারিকুরি করা ভাল বাসিতেন না।

মেটারলিঙ্ক—(জন্ম ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে) কবি, নাট্যকার। বেলজিয়মের ভাবসার্বথি। জর্ম্মণদের উৎপাতে গতবৎসর যখন চাষারা পর্য্যন্ত যুদ্ধে যায় তখন এই চুয়ান্ন বছরের বৃদ্ধ স্বদেশ-বৎসল কবি চাষাদের হইয়া ফসল কাটেন ও ক্ষেত্রের কাজ করেন।

মোরোপন্থ—মারাঠি কবি।

মোস্কস—গ্রীসের কবি ; খৃষ্ট জন্মের প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন।

যেট্স্—আয়রলণ্ডের জাতীয় অভ্যুত্থানের বাণী-মূর্ত্তি। ইনি জীবিত।

রঘুকবি—মহারাষ্ট্রের কবি।

রায় (দ্বিজেন্দ্রলাল)—(সন ১২৭০-১৩২০) হাসির গানে অদ্বিতীয় ; সুবিখ্যাত "আমার দেশে"র রচয়িতা ; কবি ও নাটককার। ইনি ইংরাজিতেও ভাল কবিতা লিখিতে পারিতেন।

রুমি (জালালুদ্দিন)—(খৃঃ ১২০৭-১২৭৩) জন্মভূমি বাল্‌খ। ইরাণী গীতিকবিদের মধ্যে ওমর খৈয়াম, রুমি ও হাফেজ স্ব স্ব রচনার দ্বারা বিশ্বসাহিত্যকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন।

রেলাইযেফ—রুষিয়ার স্বদেশভক্ত কবি। জন্ম ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে ; ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে রাজদ্রোহের অপরাধে ফাঁসি হয়। ইনি সারাজীবন নির্য্যাতন সহিয়াছিলেন।

লছিমা দেবী—মিথিলার রাজা শিবসিংহের মহিষী , নিষ্কলঙ্ক বিদ্যাপতি ঠাকুরের সৌন্দর্য্য-সাধনার দেবী,—আত্মার আত্মীয়া। ইনি সংস্কৃতে অনেক শ্লোক রচনা করিয়াছেন।

লার্ম্মণ্টফ্—রুষিয়ার বিখ্যাত কবি।

লাহর (জাঁ)—ফরাসী কবি ; ইনি ভারতভক্ত ছিলেন।

লেকং-দে-লিল—(১৮২০-১৮৯৪) ফরাসী কবি, জন্মভূমি রি-ইউনিয়ন দ্বীপ। Parnassian অর্থাৎ "কীর্ত্তিভবন-যাত্রী" নামক কবিগণের অগ্রণী।

ল্যারবার্গ (শার্লভান্)—(১৮৬১-১৯০৭) বেল্জিয়মের কবি। রসেটির শিষ্য-স্থানীয়।

লো-তুং—চীনের সুপ্রসিদ্ধ কবি।

সাজাহান (সম্রাট)—লাহোরে জন্ম হয়। ইঁহার প্রিয়তমা পত্নী মম্তাজের মৃত্যুর পর ইনি দুই তিন বৎসর মৎস্য মাংস খান নাই, গন্ধ মাল্যাদি ব্যবহার করেন নাই, সর্ব্বদাই বিমর্ষ থাকিতেন। তাজমহল, কিলা-ই-সঙ্গ্-সুর্খ, জুম্মা মস্জিদ ও বর্ত্তমান দিল্লী ইঁহার কীর্ত্তি। ইনি কুড়ি বৎসর রাজত্ব করেন।

শেনিয়ে (আঁদ্রে)—(১৭৬২-১৭৯৪) সুবিখ্যাত ফরাসী কবি। শার্লৎকর্দ্দের সুখ্যাতি করিয়া কবিতা লেখায় প্রাণদণ্ড হয়।

শেনিয়ে (মারি-জোসেফ্)—(১৭৬৪-১৮১১) পূর্ব্বোক্ত কবির অনুজ, ইনিও কবি ছিলেন। ইঁহাদের মাতা গ্রীসদেশীয়া ছিলেন।

শিলার—(১৭৫৯-১৮০৫) কবি ও নাট্যকার, জন্মভূমি জর্ম্মাণি।

সাদী (শেখ)—গুলেস্তাঁ ও বোস্তাঁর রচয়িতা। হিজিরার ষষ্ঠ শতাব্দীতে সিরাজ-নগরে জন্মগ্রহণ করেন।

সাদে (রবার্ট)—(১৭৭৪-১৮৪৩) ইংলণ্ডে এক সময়ে সভাকবি ছিলেন।

সেভ্র্যাঁ (ফার্ণান্দ্)—১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে জন্ম, ইঁহার কবিতা কুমারীহৃদয়ের মত পবিত্র ও সুকুমার।

হদিস্-ই-শরীফ্—মহম্মদের উক্তিসমূহ এই গ্রন্থে একত্র করা হইয়াছে। মুসলমান সমাজে কোরাণের পরেই ইহার আদর।

হীবার (বিশপ্)—ইংরেজ পাদরী ও কবি; ইনি অনেকদিন ভারতবর্ষে ছিলেন।

হেরেদিয়া—১৮৪২ খৃষ্টাব্দে কিউবা দ্বীপে জন্ম, সনেট-রচনায় সিদ্ধহস্ত ফরাসী কবি। ইঁহার রচনাভঙ্গী লেকঁৎ-দে-লিল ও গতিয়ের রচনা-পদ্ধতির মাঝামাঝি।

তুলির লিখন

হদিস্

সুষমা-সায়া=ছায়া-সুষমা ; চিত্রে ফিকা ও গাঢ় রঙের ক্রম-সমাবেশ।

বিদ্যুৎপর্ণা=একজন অপ্সরা, মহাভারতে ইঁহার উল্লেখ আছে।

মুজবান্=পর্ব্বত ; সোমলতা এই পাহাড় হইতে আহৃত হইত।

পাপদেশনা=বৌদ্ধ Confession.

উপসম্পদা=বৌদ্ধ দীক্ষা।

যাতুধান=যাদুকর, মায়াবী।

ক্রব্যাদ=মাংসভোজী ; রাক্ষস।

অ-নন্দ লোক=আনন্দহীন ; নরক।

অথর্ব্বণ=যজ্ঞে যাঁহারা নেতৃত্ব করিতেন অথর্ব্বণ বা ব্রহ্মজ্ঞ বলিত। ইঁহারা নানা বিদ্যা-বিশরদ ও বিচক্ষণ ছিলেন।

আফ্সানিয়া কাগজ=যে কাগজে আফ্সানো অর্থাৎ ছিটানো হইয়া থাকে। সোনা-ছিটানো কাগজ।

কুট্টি-চাতুরী=এক রকম ছোটো আকারের পরী। ইহাদের নজর লাগিলে রাঁধা তরকারী টকিয়া যায়, দুধ নষ্ট হয়—অন্তত দাক্ষিণাত্যে এইরূপ বিশ্বাস।

মারী-আম্মা=দাক্ষিণাত্যে পূজিত মারীর দেবতা। আমাদের শীতলার মত।

পেন্নু=খোঁদ জাতির দেবতা।

পনু=এক জাতীয় বণিক।

জানি=খোঁদ জাতির দৈবজ্ঞ, পুরোহিতও বটে।

পেন্নুর-পাখী=হাড়িকাঠ।

কবিতা সূচী

প্রথম ছত্রের সূচী